আনওয়ারুল মিশকাত শরহে

মিশকাতুল মাসাবীহ

আরবি-বাংলা

৫

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মাহফূজুর রহমান সিদ্দিকী
মুহাদ্দিস, জামিয়া হোসাইনিয়া আরাবিয়া আগারগাঁও, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

অনুবাদ ও সম্পাদনায় • মাওলানা আহমদ মায়মূন
মাওলানা মাহফূজুর রহমান সিদ্দিকী

প্রকাশক ❖ আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল ❖ ২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ইংরেজি
৪ ফাল্গুন, ১৪১৮ বাংলা

শব্দ বিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৫৯৫.০০ [পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র]

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحُدُوْدِ
অধ্যায় : দণ্ডবিধি

مَعْنَى الْحُدُوْدِ لُغَةً : حُدُوْد শব্দটি বহুবচন; একবচনে "حَدٌّ" এর মূল অর্থ– নিষেধ করা, বিরত রাখা। এছাড়া যা দুটি জিনিসের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে তাকেও 'হদ' বলা হয়। আরববাসীরা দারোয়ান ও জেলার-কে حَدَّادٌ [হাদ্দাদ] বলেন। কেননা দারোয়ান ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় আর জেলার জেলখানা থেকে বের হতে বাধা দেয়।

مَعْنَى الْحُدُوْدِ اِصْطِلَاحًا : শরিয়তের পরিভাষায় "حَدّ" ঐ দণ্ডবিধিকে বলা হয়, যা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত ও নির্দিষ্ট। সুতরাং কোনো শাসক বা বিচারকের জন্য তার মাঝে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন বা কমবেশি করার অনুমতি নেই। কেননা তাকে حَقُّ اللّٰهِ [আল্লাহর হক] সাব্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তা'যীর তথা অন্যান্য অপরাধের শাস্তি, তাকে حَقُّ الْعَبْدِ [বান্দার হক] সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণে শাসক বা বিচারকগণ কোনো প্রয়োজনে ঐ শাস্তি কমবেশি করতে পারেন। কোনো বৃহৎ স্বার্থের জন্য মাফও করে দিতে পারেন। কারণ এ শাস্তি কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়; বরং দেশের মাঝে শৃঙ্খলা রক্ষা ও মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য শাসকগণ কর্তৃক এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ইসলামি শরিয়তে হুদূদ মাত্র পাঁচটি। যথা– ১. ব্যভিচার করা, ২. কাযফ [ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া], ৩. ডাকাতি করা, ৪. চুরি করা। এ চারটি অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধাতি রয়েছে। ৫. মদ্যপান করা। যদিও এর শাস্তি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নেই; কিন্তু মদ্যপানের শাস্তি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এ সকল অপরাধ করার পর তওবা করলেও দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। এ কারণেই এ সকল অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য কঠিন কঠিন শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন– اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ সামান্য সন্দেহের কারণে এ "হদ" রহিত হয়ে যায়।

শরিয়তে হদ্দ নির্ধারণের রহস্য : শরিয়তে হদ্দ নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো এমন সব কাজকর্ম থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখা, যার দরুন বান্দাদের আত্মসম্মান এবং সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। তাই হদ্দে জেনা হচ্ছে আত্মার সংরক্ষণ আর হদ্দে কাযাফ [অন্যের উপর জেনার অপবাদ দেওয়া] হচ্ছে সম্মান-সম্ভ্রমের সংরক্ষণ এবং হদ্দে সারাকা [চুরির দণ্ডবিধি] হচ্ছে সম্পদের সংরক্ষণ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٣٩٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) اَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأْذَنْ لِىْ اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِاِمْرَأَتِهٖ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلٰى اِبْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِىْ .

৩৩৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা এবং যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার দুই ব্যক্তি তাদের মকদ্দমা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে আসল। তাদের একজন বলল, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করুন। অপরজনও বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করুন। আর আমাকে ঘটনা বর্ণনা করার অনুমতি দান করুন। নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা বল! লোকটি বলল, আমার ছেলে তার চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে জেনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের শাস্তি হলো "রজম" [পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা] কিন্তু আমি রজমের বদলে একশত ছাগল ও একটি দাসী ফিদিয়া স্বরূপ আদায় করেছি।

ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَٰبِ اللّٰهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

পরে আমি আলেমগণের নিকট জিজ্ঞেস করলাম। তখন তারা জানালেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হলো একশত চাবুক এবং এক বছরের নির্বাসন। আর তার স্ত্রীর শাস্তি হলো "রজম"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জেনে রেখো! ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। আর তা হলো, তোমার ছাগল ও দাসী তোমার নিকট ফেরত আসবে। আর তোমার ছেলেকে একশত চাবুক মারা হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হবে। [এরপর নবী করীম ﷺ হযরত উনাইস (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন,] হে উনাইস! তুমি তার স্ত্রীর নিকট যাও। সে যদি জেনায় লিপ্ত হওয়াকে স্বীকার করে, তাহলে তাকে "রজম" করে দাও। মহিলাটি স্বীকার করল। অবশেষে তিনি তাকে রজম করলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَأَتِهِ : আমার ছেলে তার চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে জেনা করেছে। عَسِيْفٌ অর্থ– চাকর, খাদেম, গোলাম, ভিক্ষুক। এখানে উদ্দেশ্য চাকর। কেননা হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) থেকে নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে– كَانَ ابْنِيْ أَجِيْرًا لِامْرَأَتِهِ

قَوْلُهُ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ : আমি আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন, তার শাস্তি হলো একশত চাবুক এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। কেননা এই ছেলে বিবাহিত ছিল না, তাই "রজম" করার হুকুম দেননি।

এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায়ও সাহাবায়ে কেরাম ফতোয়া দিতেন। এ সম্পর্কে ইবনে সা'দ (র.) "আত-তাবকাত" -এর মাঝে একটি অধ্যায়ও কায়েম করেছেন।

تَغْرِيْبُ عَامٍ دَاخِلٌ فِي الْحَدِّ أَمْ لَا ؟ فِيْهِ اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ তথা এক বছররের জন্য নির্বাস দেওয়া "হদ্দ" -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبُوْ ثَوْرٍ وَابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى وَثَوْرِيْ وَغَيْرِهِمْ : হযরত ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবূ ছাওর, ইবনে আবী লায়লা, ছাওরী (র.) প্রমুখদের নিকট অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারী জেনাকারের শাস্তি হলো একশত চাবুক এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসন।

দলিল–

فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ .

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ : ইমাম মালেক এবং আওযায়ী (র.) -এর নিকট বিবাহিত জেনাকার পুরুষকে একশত চাবুক মারার পর এক বছরের জন্য নির্বাসনে দেবে। কিন্তু জেনাকার নারীকে নির্বাসনে দেবে না।

দলিল : যথাসম্ভব নারীদেরকে হেফাজতে রাখা প্রয়োজন। নারীদেরকে নির্বাসন দিলে তাদের হেফাজত ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। সুতরাং নারীরা এ হুকুমের আওতাভুক্ত নয়।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ : হযরত ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে "নির্বাসনের" হুকুম জেনার "হদ্দ" -এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ইহা "তা'যীর" -এর অন্তর্ভুক্ত, যা হাকিমের রায়ের উপর মওকুফ।

দলিল : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (سُوْرَةُ نُوْر آيت ٢)

এ আয়াতে জেনাকারী পুরুষ এবং জেনাকারিণী নারীর পূর্ণ শাস্তি একশত চাবুক মারার কথা বলা হয়েছে। এখানে নির্বাসনের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং "খবরে ওয়াহেদ" দ্বারা কিতাবুল্লাহ -এর উপর অতিরিক্ত কিছু আরোপ করা জায়েজ হবে না।

একটি প্রশ্ন : ইমাম শাওকানী (র.) "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে বলেছেন, এ হাদীসটি মাশহুর-খবরে ওয়াহিদ নয়।
এর জবাবে হানাফীগণ বলেন–

১. "হাদীসে তাগরীব" -কে শুধু তিনজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন– হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.) ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.)। আর তিনজন সাহাবীর রেওয়ায়েত দ্বারা কোনো হাদীস মাশহুর হয় না।

২. আর যদি হাদীসটি মাশহুর মেনেও নেওয়া হয় তারপরও এটা কোথায় প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ এক বছরের নির্বাসনকে "হদ্দ" হিসেব বলেছেন; বরং এটা "তা'যীর"-এর প্রবল সম্ভাবনা রাখে। فَلَا يَتِمُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهَا عَلٰى كَوْنِهٖ حَدًّا

এ ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) থেকে এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। সেখানে শুধু চাবুক মারার কথা আছে, এক বছরের নির্বসানের দিকে কোনো ইঙ্গিতও নেই। যদি নির্বাসন দেওয়া "হদ্দ" -এর অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

دَلِيْلٌ عَقْلِيٌّ [আকলী দলিল] : হিদায়ার মুসান্নিফ লিখেন– নির্বাসনে দেওয়ার দ্বারা জেনা-ব্যভিচারের পথ আরো উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেখানে তার বংশের লোকজন না থাকার কারণে সে নির্লজ্জ হয়ে যায়। অধিকন্তু পরদেশে কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে অধিকাংশ সময় নারীরা যৌনকর্মকে তাদের উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. এক বছরের জন্য নির্বাসনের দেওয়ার হুকুম উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

২. এ হুকুম তা'যীর হিসেবে ছিল। হযরত ওমর (রা.) -এর "আছর" এর প্রমাণ বহন করে।

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَبِيْعَةَ ابْنَ اُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ فِى الشَّرَابِ اِلٰى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلٍ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا اُغَرِّبُ بَعْدَهٗ مُسْلِمًا (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ)

হযরত ওমর (রা.)-এর এ উক্তি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য সে মদ পানকারী হোক বা জেনাকারী হোক। নির্বাসন যদি "হদ্দ" -এর অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে হযরত ওমর (রা.) তা কখনও পরিত্যাগ করতেন না।

قَوْلُهٗ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ : অবশ্যই তোমাদের মাঝে আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব।

এখানে "কিতাবুল্লাহ" দ্বারা কুরআনে কারীম উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার হুকুম উদ্দেশ্য। কেননা কুরআনে কারীমের মাঝে "রজমের" হুকুম বর্ণিত নেই। তবে কিতাবুল্লাহ দ্বারা কুরআনে কারীমও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন এর উত্তর হবে এটা কুরআনে কারীম থেকে রজমের আয়াতের তেলাওয়াত মানসূখ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

اَرْبَعُ اِقْرَارٍ لَازِمٌ لِحَدِّ الزِّنَا اَمْ لَا؟ فِيْهِ اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ : জেনার "হদ্দ" জারি করার জন্য চারবার স্বীকারোক্তি দেওয়া জরুরি কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَحَمَّادٍ وَاَبُوْ ثَوْرٍ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, হাম্মাদ ও আবূ ছাওর (র.)-এর নিকট একবার স্বীকার করাই যথেষ্ট।

দলিল :

فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ فَاغْدُ عَلٰى اِمْرَأَةِ هٰذَا فَاِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . (متفق عليه)

বর্ণিত জেনাকারিণী মহিলা একবার স্বীকার করেছিল। তখন হযরত উনাইস (রা.) তাকে "রজম" করে দিয়েছিলেন।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফী ইমামদের মতে জেনার "হদ্দ" জারি করার জন্য চার মজলিসে চারবার স্বীকার করা জরুরি।

দলিল :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ مَاعِزُ الْاَسْلَمِيُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهٗ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاٰخَرِ فَقَالَ اِنَّهٗ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاٰخَرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ قَدْ زَنٰى فَاَمَرَ بِهٖ فِى الرَّابِعَةِ الخ (تِرْمِذِىْ، اِبْنُ مَاجَةَ، مِشْكٰوة جـ٢ صـ٣١١)

যদি একবার স্বীকার করা যথেষ্ট হতো, তাহলে হযরত নবী করীম ﷺ মায়েযে আসলামী (রা.) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। কেননা "হদ্দ" তরক করা জায়েজ নেই; বরং সে চারবার মজলিস পরিবর্তন করে নবী করীম ﷺ -এর সামনে স্বীকার করার পর রজম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ধরনের রেওয়ায়েত সহীহাইনের মাঝেও রয়েছে। সুতরাং এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চার মজলিসে চারবার স্বীকার করা জরুরি। যদি চারবারের কম স্বীকারোক্তি দ্বারা জেনা প্রমাণিত হতো তাহলে নবী করীম ﷺ "হদ্দ" কায়েম করতে বিলম্ব করতেন না। তবে হাম্বলীগণ সহীহাইনের মুজমাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে একই মজলিসে চারবার স্বীকার করাকে যথেষ্ট মনে করেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের উত্তর] :

১. এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসটি মুজমাল [সংক্ষিপ্ত]। আর হাদীসে মায়েয (রা.) ও اِمْرَأَةْ غَامِدِيَّة সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস [যা সামনে আসছে] তা হাদীসের বাবের তাফসীর করেছে। সুতরাং মুজমাল ও মুফাস্সারের মাঝে কোনো বিরোধ নেই।

২. প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাও নিয়ম অনুযায়ী চারবার স্বীকার করেছিল; কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার জন্য "চারবার" কথাটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٤٠٠ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيْمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصِنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৪০০. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ হতে শুনেছি যে, অবিবাহিত লোক জেনা করলে তিনি তাকে একশত চাবুক মারার ও এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٤٠١ عُمَرَ (رض) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰيَةَ الرَّجْمِ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهٗ وَالرَّجْمُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَا اَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪০১. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন। তাঁর উপর কিতাব নাজিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নাজিল করেছেন তার মধ্যে একটি হলো রজমের আয়াত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তারপর আমরাও রজম করেছি। আর রজমের বিধান আল্লাহর কিতাবের মাঝে অপরিহার্য সত্য। ঐ পুরুষ ও নারীর উপর যারা বিবাহ করার পর জেনা করে, যখন উহার প্রমাণ পাওয়া যায় অথবা গর্ভ প্রমাণিত হয় অথবা স্বীকারোক্তি দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বের হাদীসে মুহসিন (مُحْصِنْ)[১] নয় এমন জেনাকারের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছিল। আর এ হাদীসে مُحْصِنْ জেনাকারের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। مُحْصِنْ হওয়ার পরও যদি কেউ জেনা করে এবং তার জেনা প্রমাণিত হয়, তাহলে "রজম" অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা হবে।

একটি প্রশ্ন : খারেজীদের একটি দল "রজম" -কে অস্বীকার করে বলে কুরআনে কারীমের মাঝে "রজমের" হুকুম নেই। সুতরাং রজম করা নাজায়েজ ও অগ্রহণযোগ্য।

জবাব : রজমের আয়াত প্রথমে কুরআনে কারীমের মাঝে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তার তেলাওয়াত মানসূখ [রহিত] হয়ে গেছে, তবে তার হুকুম বিদ্যমান আছে। সেই আয়াত হলো–

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

اَيِ الثَّيِّبُ وَالثَّيِّبَةُ كَذَا فَسَّرَهٗ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّاءِ وَالْاَظْهَرُ تَفْسِيْرُ الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ بِالْمُحْصِنِ وَالْمُحْصِنَةِ .

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, সালফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এমনকি সকল উম্মতে মুসলিমার اِجْمَاعْ [ইজমা] অনুযায়ী এ আয়াতের হুকুম বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ রজমের হুকুম বিদ্যমান আছে। 'মুহসিন' নারী বা পুরুষ যদি জেনা করে তাহলে তাকে রজম করা হবে।

টীকা : ১. مُحْصِنْ বলা হয় এমন স্বাধীন, বালেগ, জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানকে যে সহীহ বিবাহের মাধ্যমে মেলামেশা করেছে।

كَمَا فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عُمَرَ اَلرَّجْمُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَا اَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . (اَلْحَدِيْثُ)

এ ছাড়া রাসূলে কারীম ﷺ "রজমের" হুকুম দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়িতও করেছেন। নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের পর সকল খুলাফায়ে রাশেদীন ও আইম্মায়ে মুসলিম রজমের হুকুমের উপর আমল করেছেন। সুতরাং খারেজীদের কথা ভিত্তিহীন, বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। হযরত ওমর (রা.) রজমের হুকুমের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন–

اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُوْلُ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ .

সুতরাং যারা রজমের হুকুমকে অস্বীকার করে তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

٣٤٠٢ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪০২ অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার থেকে হাসিল কর! আমার থেকে হাসিল কর! আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। [তা হলো,] কোনো অবিবাহিত যুবক যুবতী জেনায় লিপ্ত হলে একশত চাবুক মারা হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর কোনো বিবাহিত নারী ও পুরুষ জেনা করলে একশত চাবুক মারা হবে এবং রজম করা হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا : এটা প্রকৃতপক্ষে সূরা নিসার অন্তর্গত আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। আয়াতটি হলো–

وَاللَّاتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا .

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। –[সূরা নিসা : ১৫]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জেনার শাস্তি ছিল ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখা এবং কষ্ট দেওয়া। আর নারীদের জন্য এ বন্দিদশা তার মৃত্যু অথবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিলম্ব ছিল।

অতঃপর যখন সূরা নূরের আয়াত اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ الخ নাজিল হলো তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, সূরা নিসার মধ্যে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে। তবে এ আয়াতের মাঝে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া ব্যতীত জেনার শাস্তি একশত চাবুক মারা বলা হয়েছে। আর হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে সকল হাদীসে ব্যাখা দেওয়া হয়েছে আমাদের আলোচিত হাদীস তারই একটি।

قَوْلُهُ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ : এ রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, যদি কোনো বিবাহিত লোক জেনা করে তাহলে তাকে একশত চাবুক মারা হবে এবং রজমও করা হবে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ اجْتِمَاعِ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ : চাবুক মারা এবং রজম করা, এ দুটি শাস্তি একত্র করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ، حَسَنْ بَصَرِىْ ، اِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، دَاوُدُ ظَاهِرِىْ وَابْنُ الْمُنْذِرِ : হযরত ইমাম আহমদ, হাসান বসরী, ইসহাক ইবনে রাহিওয়াইহ ও দাউদে যাহেরী এবং ইবনুল মুনযির (র.)-এর নিকট مُحْصِنْ [বিবাহিত লোক] জেনা করলে তাকে চাবুক মারা হবে তারপর রজম করা হবে।

দলিল : فِىْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, কেউ مُحْصِنْ হওয়ার পরও জেনা করলে তাকে শুধু রজম করা হবে।

দলিল :

১. হযরত মায়েয আসলামী (রা.) "মুহসিন" হওয়া সত্ত্বেও তাকে শুধু রজম করা হয়েছে, চাবুক মারা হয়নি।
২. গামেদীয়া মহিলার ঘটনা, যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৩. চাকরের ঘটনা, যা একটু আগে অতিবাহিত হয়েছে। এ দুটি ঘটনার দ্বারাও শুধু রজম প্রমাণিত হয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. ইমাম নববী এবং আসকালানী (র.) বলেন, এ হাদীস حَدِيْثُ مَاعِزٍ ইত্যাদি দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা হযরত মায়েয (রা.), গামেদীয়া মহিলা ও চাকরের ঘটনা তার পরে ঘটেছে।

২. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, ইসলামি শাসকের জন্য উভয় দণ্ড প্রয়োগ করার অনুমতি আছে; কিন্তু উভয়টি প্রয়োগ না করে শুধু "রজম" করা মোস্তাহাব।

٣٤٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الرَّجْمِ قَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوْحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيْهَا آيَةَ الرَّجْمِ وَلٰكِنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪০৩ অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [একদিন] ইহুদিদের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আসল। তারা জানাল তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী জেনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা "রজম" সম্পর্কে তাওরাতে কি পেয়েছ? ইহুদিরা বলল, আমরা তাদেরকে অপমান করি [মুখমণ্ডলে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাই] এবং তাদেরকে চাবুক মারা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতের মাঝে অবশ্যই রজমের বিধান রয়েছে। তাওরাত নিয়ে আস! অবশেষে তারা তা [আনল এবং] খুলল ঠিকই কিন্তু তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর নিজ হাতখানা রেখে দিল। তারপর এর আগের ও পরের আয়াত পড়ল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, তোমার হাত উঠাও! সে হাত উঠাল। তখন দেখা গেল সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। ইহুদিরা বলল, হে মুহাম্মদ! সে সত্য বলেছে। এখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান আছে। সুতরাং নবী করীম ﷺ তাদের দুজনকে রজম করে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের উভয়কে "রজম" করা হলো। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, তোমার হাত উঠাও! সে হাত উঠাল। তখন সেখানে স্পষ্টভাবে রজমের আয়াত বিদ্যমান দেখা গেল। [আয়াত গোপনকারী] সেই লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ! সত্যিই তাওরাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান আছে; কিন্তু আমরা নিজেদের মাঝে তা গোপন রাখতাম। এরপর নবী করীম ﷺ তাদের উভয়কে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের উভয়কে রজম করা হলো–

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) প্রথমে ইহুদি ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইহুদিদের প্রখ্যাত আলেম ও উঁচু মর্যাদার লোক। তাওরাত সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। তাওরাতে উল্লিখিত "রজমের" বিধান সম্পর্কে তারা যে মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছিল তিনি তা ফাঁস করে দেন।

قَوْلُهُ فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাদের উভয়কে রজম করার নির্দেশ দেন। তখন তাদের উভয়কে রজম করা হয়। এখানে একটি প্রশ্ন হয়, তা হলো নবী করীম ﷺ ইহুদিদের কথার উপর তাদেরকে রজম করার নির্দেশ কি করে দিলেন? অথচ ইহুদিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

জবাব :

১. নবী করীম ﷺ শুধু ইহুদিদের কথার উপর ভিত্তি করে দণ্ড প্রয়োগ করেননি; বরং তারা দুজনেও স্বীকার করেছিল।

২. অথবা তাদের জেনা করার উপর চারজন মুসলমান সাক্ষ্য দিয়েছিল। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় إِحْصَانٌ হওয়ার জন্য ইসলাম শর্ত নয়। তবে এ ব্যাপারে ওলমাগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِيْ شَرْطِ الْاِسْلَامِ لِلْاِحْصَانِ : "اِحْصَانٌ" -এর জন্য ইসলাম শর্ত কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ وَحَنَابِلَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ وَزُهْرِي : ইমাম শাফেয়ী, হাম্বলী, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং যুহরী (র.) -এর মতে مُحْصِنٌ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত নয়।

দলিল :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ اَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَاَةً زَنَيَا .... فَاَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَا .

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَنَخْعِيْ وَعَطَاءٍ وَشَعْبِيْ وَمُجَاهِدٍ وَثَوْرِيْ : হযরত ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম নাখয়ী, আতা (র.), শা'বী (র.) ও ছাওরী (র.) -এর নিকট مُحْصِنٌ হওয়ার জন্য মুসালমান হওয়া শর্ত।

দলিল:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ مُسْنَدُ اِسْحَاقَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ (تَكْمِلَة جـ ٢ صـ ٤٦٩)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [**বিরোধীদের দলিলের জবাব**] :

১. শাফেয়ীদের বর্ণিত হাদীস فِعْلِيٌّ আর হানাফীদের হাদীস قَوْلِيٌّ ; যখন فِعْلِيٌّ ও قَوْلِيٌّ হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন قَوْلِيٌّ হাদীস প্রাধান্য লাভ করে।

২. নবী করীম ﷺ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী রজমের হুকুম দিয়েছিলেন। আর ইহুদি ধর্মে "রজম" করার জন্য مُحْصِنٌ হওয়া শর্ত নয়।

٣٤٠٤ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحّٰى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِيْ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا شَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لَا فَقَالَ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ حَتّٰى اَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتّٰى مَاتَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪০৪ **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] এক লোক নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল। ঐ সময় তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি আওয়াজ দিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জেনা করেছি। নবী করীম ﷺ সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নবী করীম ﷺ যেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন লোকটি সেদিকে গিয়েও বলল, আমি জেনা করেছি। তখনও নবী করীম ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরিশেষে যখন লোকটি চারবার স্বীকারোক্তি দিল। তখন নবী করীম ﷺ তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি পাগল? লোকটি বলল, না [আমি সুস্থ]। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? সে বলল, হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল ﷺ [আমি বিবাহ করেছি]। তখন নবী করীম ﷺ [সাহাবীদেরকে] বললেন, একে নিয়ে যাও এবং "রজম" কর। হাদীসের এক বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, আমার নিকট এমন ব্যক্তি বলেছেন, যিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তাকে মদিনাতেই পাথর মেরেছি। অতঃপর যখন তার দেহে আঘাত করতেছিল [ও তার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছিল] তখন সে ভেগে গেল। কিন্তু আমরা 'হাররা' নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম এবং সেখানেই তার উপর পাথর নিক্ষেপ করলাম। অবশেষে সে মারা গেল। –[**বুখারী ও মুসলিম**]

وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا أَزْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلّٰى عَلَيْهِ -

হযরত জাবির (রা.) থেকে বুখারীর অন্য আরেক রেওয়ায়েতে তার কথা "হ্যাঁ" -এর পর বর্ণিত আছে যে, অতঃপর নবী করীম ﷺ তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার হুকুম দিলেন। সুতরাং ঈদগাহের মাঠে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো যখন তার দেহে আঘাত হানতে ছিল তখন সে দৌড়ে পলায়ন করল। কিন্তু পরে তার নাগাল পাওয়া গেল ও পাথর মারা হলো। অবশেষে সে মৃত্যুবরণ করল। তারপর নবী করীম ﷺ তার ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করলেন এবং তার জানাজার নামাজ পড়ালেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ : যখন সে চারবার সাক্ষ্য দিল। অর্থাৎ লোকটি চারবার চারদিক থেকে এসে নবী করীম ﷺ -এর সামনে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি দিল। এখানে দেখা যায় লোকটি চারবার মজলিস পরিবর্তন করে চারটি স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট জেনার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে চার মজলিশে চারবার স্বীকারোক্তি দেওয়া আবশ্যক।

قَوْلُهُ فَلَمَّا أَزْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ : অর্থাৎ যখন পাথর তাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল তখন সে দৌড়ে পলায়ন করল। এর দ্বারা বুঝা যায় তাকে বাঁধা হয়নি এবং মাটিতেও পোঁতা হয়নি। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, যদি কোনো পুরুষের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হয় বা তাকে শাস্তি দেওয়া হয় তখন তাকে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেবে। তাকে বাঁধবে না। আর যদি কোনো নারীর উপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাকে বসিয়ে দেবে। তবে নারীদের উপর রজম প্রয়োগ করলে গর্ত খনন করে সীনা পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে রজম করা উত্তম। কারণ এতে নারীদের সতর তুলনামূলক বেশি রক্ষা হয়। গামেদীয়া মহিলাকে রজম করার জন্য নবী করীম ﷺ গর্ত খনন করিয়ে দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ فَرُجِمَ بِالْمُصَلّٰى : ঈদাগাহের মাঠে তাকে রজম করা হলো, এর দ্বারা বুঝা যায় ঈদগাহের মাঠে ও জানাজা পড়ার স্থানে রজম করা জায়েজ আছে। তবে মসজিদের মাঝে কোনো দণ্ড প্রয়োগ বা কোনো তা'যীর [শাস্তি] দেওয়া যাবে না। এ কথার উপর সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত এবং এর উপর ওলামায়ে কেরামের اجماع ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَعَنْ ٣٤٠٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَنِكْتَهَا لَا يَكْنِي قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৪০৫ অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়েয ইবনে মালেক (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি [সে মহিলাকে] চুম্বন করেছিলে, অথবা চোখ দ্বারা ইঙ্গিত করেছিলে, অথবা খারাপ দৃষ্টিতে দেখেছিলে। সে বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে কি তুমি তার সাথে সহবাস করেছ? একথা তিনি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করেননি; [বরং স্পষ্ট শব্দে জিজ্ঞেস করেছেন] সে বলল, হ্যাঁ [আমি সহবাস করেছি]। তখন নবী করীম ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। -[বুখারী]

وَعَنْ ٣٤٠٦ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

৩৪০৬ অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] হযরত মায়েয ইবনে মালেক (রা.) নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে বললেন, "আমাকে পবিত্র করুন" হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য ফিরে যাও এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও ও তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন কিন্তু একটু দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَ أُطَهِّرُكَ قَالَ مِنَ الزِّنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبِهِ جُنُوْنٌ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ فَقَالَ أَزَنَيْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَلَبِثُوْا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلٰثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَهِّرْنِيْ فَقَالَ وَيْحَكِ ارْجِعِيْ فَاسْتَغْفِرِي اللّٰهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ تُرِيْدُ أَنْ تُرَدِّدَنِيْ كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ إِنَّهَا حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَهَا حَتّٰى تَضَعِيْ مَا فِيْ بَطْنِكِ.

قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتّٰى وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ فَرَجَمَهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهَا اذْهَبِيْ حَتّٰى تَلِدِيْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ اذْهَبِيْ فَأَرْضِعِيْهِ حَتّٰى تَفْطِمِيْهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ

আমাকে পবিত্র করুন। নবী করীম ﷺ এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে যখন তিনি চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমাকে আমি কোন জিনিস থেকে পবিত্র করব? তিনি বললেন, জেনা থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীদেরকে] বললেন, সে কি পাগল? [সাহাবীদের থেকে] জানানো হলো, না সে পাগল নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে কি সে মদপান করেছে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকলেন; কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। তখন তিনি বললেন, তাহলে সত্যিই কি তুমি জেনা করেছ? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ! অতঃপর নবী করীম ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হলো। এ ঘটনার দুই-তিনদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীদের সামনে] এসে বললেন, তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য ইস্তেগফার কর। নিশ্চয় তিনি এমন তওবা করেছেন যদি তা সকল উম্মতের মাঝে বণ্টন করা হয়, তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। এ ঘটনার পর আয্দ বংশের গামেদী গোত্রের এক মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার উপর আক্ষেপ! ফিরে যাও! আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। তখন সেই মহিলা বলল, আপনি মায়েয ইবনে মালেককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? অথচ [আমি] সেই নারী [যে] জেনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা। তখন তিনি বললেন, সত্যি কি তুমি জেনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা? মহিলাটি বলল, জি হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও! তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

তখন এক আনসারী মহিলাটির বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান হওয়ার পর ঐ লোকটি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, গামেদী গোত্রের মহিলাটি বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার শিশু বাচ্চাটি রেখে এখন আমি তাকে রজম করব না, এমতাবস্থায় তাকে দুধ পান করানোর মতো কেউ থাকবে না। তখন আনসারদের থেকে এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! তাকে দুধপান করানোর দায়িত্ব আমার উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম ﷺ তাকে রজম করলেন। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ ঐ মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতঃপর যখন সন্তান প্রসব করার পর আসল তখন বললেন, এবারও

أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِيْ يَدِهٖ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هٰذَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلٰى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجَرٍ فَرَمٰى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلٰى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهٗ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

চলে যাও এবং দুধ পান করাও। আর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর যখন বাচ্চাটির দুধ ছাড়ানো হয় তখন মহিলাটি বাচ্চা নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হলো। তখন বাচ্চার হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এবার মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর নবী! এই যে, আমি তার দুধ ছাড়িয়েছি। আর এখন সে খানা খায়। তখন নবী করীম ﷺ বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন এবং মহিলাটির জন্য একটি গর্ত খনন করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তার বক্ষদেশ পর্যন্ত একটি গর্ত খনন করা হলো। তখন লোকদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা তার রজম করল। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে তার মাথার উপর এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন। ফলে রক্ত ছিঁটে হযরত খালেদ (রা.)-এর মুখমণ্ডলে এসে পড়ল। তখন তিনি তাকে তিরস্কার করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, হে খালেদ! থাম! সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয় মহিলাটি এমন তওবা করেছে যদি কোনো বড় জালেমও এ ধরনের তওবা করে তাহলে তাকেও ক্ষমা করা হবে। অতঃপর নবী করীম ﷺ তার জানাজা পড়ার আদেশ দিলেন। তখন তার জানাযা পড়া হলো এবং দাফন করা হলো। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুটি রেওয়ায়েতের দ্বন্দ্ব :

فِيْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ فَرَجَمَهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

প্রথম রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় গামেদীয়া মহিলার গর্ভ খালাস হওয়ার পর সাথে সাথে তাকে রজম করা হয়। কিন্তু অন্য রেওয়ায়েতে আছে দুধ ছড়ানোর পর বাচ্চা যখন রুটি খেতে শিখেছে তখন ঐ মহিলাকে রজম করা হয়।

সুতরাং বাহ্যত দুটি রেওয়ায়েতের মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্বের নিরসন :

১. ইমাম নববী (র.) বলেন, দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটির বক্তব্য অধিকতর সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে প্রথম রেওয়ায়েতের মাঝে তাবীল করতে হবে। কারণ উভয় রেওয়ায়েতই সহীহ এবং ঘটনা একই।

তাবীল :

১. এক আনসার সাহাবী إِلَيَّ رَضَاعُهُ বলেছিলেন। এ কথা তিনি ঐ সময় বলেছেন যখন মহিলাটি তার বাচ্চার দুধ ছড়িয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং এ কথার উদ্দেশ্য হলো, আমি তাকে প্রতিপালনের জিম্মাদারি নিচ্ছি। আর তিনি তার এ বক্তব্যকে রূপকভাবে رَضَاعَتْ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি সনদের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী।

৩. কেউ কেউ বলেন, রেওয়ায়েত দুটির সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন দুটি ঘটনার সথে। কেননা হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَرَجَمَهَا بَعْدَ أَنْ وَضَعَتْ এসেছে। সুতরাং মহিলাটি যুহাইনা গোত্রের ছিল; ইযদ গোত্রের ছিল না।

قَوْلُهٗ فَحُفِرَ لَهَا إِلٰى صَدْرِهَا : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নির্দেশে গামেদীয়া মহিলার জন্য তার সীনা পর্যন্ত গর্ত খনন করা হয়।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِى الْحَفْرِ [গর্ত খনন করা সম্পর্কে ইমামদের মতবিরোধ] :

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ (فِى رِوَايَةٍ) : হযরত ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর নিকট রজম করার সময় পুরুষ মহিলা কারো জন্য গর্ত খনন করা হবে না।

مَذْهَبُ قَتَادَةَ وَاَبِى ثَوْرٍ وَاَبِى يُوْسُفَ (رح) : হযরত কাতাদা, হযরত আবূ ছাওর ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট নারী পুরুষ উভয়কে রজম করার সময় গর্ত খনন করা হবে।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ : শাফেয়ী ওলামায়ে কেরামের মতে পুরুষের জন্য গর্ত খনন করা হবে না। আর নারীদের ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

১. নারীদের জন্য গর্ত খনন করা মোস্তাহাব।
২. বিচারক যা ভালো মনে করেন তা করবেন।
৩. জেনা যদি দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাহলে গর্ত খনন করা মোস্তাহাব। আর যদি স্বীকারোক্তি দ্বারা জেনা সাব্যস্ত হয় তাহলে গর্ত খনন করা মোস্তাহাব, যাতে সে ইচ্ছা করলে ভেগে গিয়ে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে পারে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে নারীদেরকে রজম করার জন্য গর্ত খনন করা হবে কিন্তু পুরুষদের জন্য গর্ত খনন করা হবে না। কারণ বহু সংখ্যক মাশহুর ও সহীহ রেওয়ায়েতে আছে হযরত মায়েয (রা.)-এর জন্য গর্ত খনন করা হয়নি। কিন্তু গামেদীয়া মহিলার জন্য গর্ত খনন করা হয়েছিল।

قَوْلُهٗ ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا : অতঃপর নবী করীম ﷺ তার জানাজা পড়ার নির্দেশ দিলেন।

هَلْ يُصَلِّى اِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَهْلُ الْفَضْلِ صَلٰوةَ جَنَازَةٍ لِلْمَرْجُوْمِ؟ : মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এবং বড় আলেমগণ রজমকৃত ব্যক্তির জানাজা পড়বে কি? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে- مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ (فِى رِوَايَةٍ) হযরত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও বড় আলেমদের জন্য রজমকৃত ব্যক্তির জানাজা পড়া মাকরূহ।

দলিল : فِى حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ .... ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَصُلِّىَ عَلَيْهَا

১. فَصُلِّىَ মাজহুলের সীগার সাথে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ জানাজা পড়েননি; বরং নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে অন্যরা পড়েছেন।
২. এমনিভাবে তাবারানী এবং ইবনে আবী শায়বা -এর রেওয়ায়েতও মাজহুলের সীগাহ উল্লেখ রয়েছে।
৩. আবূ দাউদের এক রেওয়ায়েতে لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ জানাজার নামাজ পড়েননি।

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ (فِى رِوَايَةٍ) : ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী রজমকৃত দণ্ডপ্রাপ্ত এমনকি প্রত্যেক কালিমা পাঠকারী ব্যক্তির জানাজাও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এবং বড় আলেমদের পড়া উচিত।

দলিল :

فِىْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ .... ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا ـ

১. হাদীসটি মারূফের সীগাহ দ্বারা বর্ণিত। কাযী ইয়ায (র.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের সকল রেওয়ায়েতে صَلّٰى মা'রূফের সীগাহ দ্বারা বর্ণিত আছে।
২. মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে-

اَمَرَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا نَبِىُّ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ ـ

এ রেওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে যে, নবী করীম ﷺ তার জানাযা পড়েছিলেন।
৩. কাযী ইয়ায (র.) বলেন, ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত মায়েয আসলামী (র.)-এর জানাজাও পড়েছিলেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. সাহেবে মিশকাত, তাবারানী (র.) ও ইবনে আবী শায়বা (র.) যদিও "صُلِّىَ" মাজহুলের সীগাহ উল্লেখ করেছেন কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করে মা'রূফের সীগাহ গ্রহণ করাই উত্তম।
২. تَعَارُضْ-এর সময় مُثْبِتٌ [হ্যাঁ-বাচক] مَنْفِىْ [না-বাচক] এর উপর مُقَدَّمْ হয়।
صَلّٰى মা'রূফের সীগাহ হলে জানাজা পড়াকে সাব্যস্ত করে। সুতরাং এ রেওয়ায়েত প্রাধান্য পাবে।

৩. ছিকাহ রাবীর زِيَادَتِيْ [অতিরিক্ত বর্ণনা] গ্রহণ করা হয়, সুতরাং ইমাম বুখারী (র.)-এর زِيَادَتِيْ ও গৃহীত হওয়া উচিত। اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ.

فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ اُمَّتِىْ لَوَسِعَتْهُمْ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বললেন, মায়েযের [মর্যাদা বৃদ্ধির] জন্য দোয়া কর। নিশ্চয় সে এমন তওবা করেছে যে, যদি [তার ছওয়াব] সকল উম্মতের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয় তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। এছাড়া অন্য রেওয়ায়েতে তার ব্যাপারে আরো প্রশংসাসূচক শব্দ বর্ণিত আছে।

اَلْاِعْتِرَاضُ [প্রশ্ন] : হযরত মায়েয সাহাবী হওয়ার পরেও জেনা করেছেন। অতঃপর তার উপর হদ্দ জারি করা হয়। সুতরাং কিভাবে তাকে সত্যের মাপকাঠি বলা যায়?

اَلْجَوَابُ [উত্তর] : হযরত মায়েয (রা.) গুনাহে লিপ্ত হয়েছেন; কিন্তু তওবা করার তৌফিকও তাঁর হয়েছে; বরং তিনি এমন তওবা করেছেন পৃথিবীতে যার দৃষ্টান্ত বিরল ও নজিরবিহীন। তাঁর এ তওবা পৃথিবীর তাবৎ মানুষের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। সুতরাং তওবা ইসতেগফারের ক্ষেত্রে তিনি সত্যের মাপকাঠি। এখন তাঁর দোষ বর্ণনা করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ অর্থাৎ গুনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো গুনাহই নেই।

অধিকন্তু কোনো সাহাবী এমন নেই যার মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পূর্ণ ঈমানের উপর হয়নি। এটাই তাদের সত্যের মাপকাঠি ও সমালোচনার উর্ধ্বে হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

٣٤٠٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪০৭ **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যদি তোমাদের কারও দাসী জে না করে আর তার জেনা প্রকাশ হয়ে যায়। [জেনা প্রমাণিত হয়] তখন তাকে চাবুক মার। কিন্তু তাকে শরম দেওয় যাবে না। পুনরায় যদি আবার জেনা করে তাহলে এবারও তার উপর হদ্দ জারি কর। কিন্তু তাকে শরম দেওয়া যাবে না। কিন্তু এরপরও যদি সে তৃতীয়বার জেনা করে আর তার জেনা প্রকাশিত হয়, তখন চুলের একটি রশির বিনিময় হলেও তাকে বিক্রি করে ফেল।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ : তখন তা উপর "হদ্দ" জারি করবে। অর্থাৎ পঞ্চাশটি চাবুক মারবে। কেননা দাস-দাসীদের হদ্দ স্বাধীন নারী-পুরুষের তুলনায় অর্ধেক। আর দাস-দীসদের জন্য রজমের শাস্তি নেই, কারণ রজম অর্ধেক করা যায় না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মনিব তার দাস-দাসীর উপর "হদ্দ" প্রয়োগ করবে; কিন্তু হানাফী ওলামায়ে কেরামের নিকট মনিবের জন্য তার দাস-দাসীদের উপর "হদ্দ" প্রয়োগ করা জায়েজ নেই; বরং দেশের শাসক বা বিচারক "হদ্দ" প্রয়োগ করবেন।

قَوْلُهُ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا : তাকে শরম দেবে না। অর্থাৎ "হদ্দ" জারি করার পর ঐ দাসীকে তিরস্কার বা বকাঝকা করবে না। "হদ্দ" জারি করার কারণে তাকে কোনো লজ্জাও দেবে না। কেননা "হদ্দ" প্রয়োগ করার কারণে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে গেছে। এখন তাকে তিরস্কার করার কোনো যুক্তি নেই। এ নির্দেশ শুধু দাস-দাসীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারী-পুরুষের জন্যও এ বিধান।

قَوْلُهُ فَلْيَبِعْهَا : ঐ দাসীকে বিক্রি করে দেবে। অর্থাৎ, ইচ্ছা করলে "হদ্দ" জারি করার পূর্বে তাকে বিক্রি করবে অথবা "হদ্দ" জারি করার পরে বিক্রি করবে। কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্য দ্বারা মনে হয়, "হদ্দ" জারি করার পূর্বেই বিক্রি করে দেওয়া উচিত।

দাস এবং দাসী যদি জেনা করে ফেলে তাহলে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে তার মালিকও হদ্দ লাগাতে পারে। কিন্তু আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মালিক তার দাস-দাসীর উপর হদ্দ প্রয়োগ ও বেত্রাঘাত করতে পারবে না। হ্যাঁ যদি হাকিম মালিককে বেত্রাঘাতের অনুমতি দিয়ে দেন তবে পারবে।

দলিল : আইম্মায়ে ছালাছা দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে দাসীর মালিক বেত্রাঘাত করবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَرْبَعٌ إِلَى الْوُلَاةِ الْحُدُوْدُ وَالصَّدَقَاتُ وَالْجُمُعَاتُ وَالْفَيْءُ . (رَوَاهُ أَصْحَابٌ) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, চারটি বিষয় রাষ্ট্রপ্রধানদের দায়িত্বে হয়ে থাকে– ইসলামি দণ্ডপ্রয়োগ, জাকাতসমূহ আদায়, জুমা আদায় এবং মালে ফায়।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে– হুদূদ, কিসাস প্রতিষ্ঠা করা হলো পৃথিবীর আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং এটা হচ্ছে হাকিমের দায়িত্ব। অন্যের কারণে পৃথিবীর আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

আর তৃতীয় কথা হচ্ছে, এটা একমাত্র আল্লাহর হক, তাই যারা প্রতিনিধি হিসেবে হবেন তারাই এসব বিষয় বাস্তবায়িত করবেন। অথবা তাদের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যরা করতে পারবেন। আর আল্লাহর প্রতিনিধি হলেন ইমামুল মুসলিমীন বা হাকিম হুক্কামগণ।

জবাব : আইম্মায়ে ছালাছা যে দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হলো যে, فَلْيَجْلِدْهَا -এর নিসবত সাবাবিয়্যাতের ভিত্তিতে। অর্থাৎ মালিক ইমামুল মুসলিমীনের দরবারে মকদ্দমা, মামলা দায়ের করে হদ্দ লাগানোর ব্যবস্থা করবে এবং এ ব্যাপারকে ঢেকে বা চাপা দিয়ে রাখবে না। [তাই মালিক হদ্দ লাগানোর সবব বা কারণ হবে] তাছাড়া কুরআনে কারীমের বাহ্যিকতাও ইমামে আযম (র.)-এর মাযহাবের শক্তি যুগায়ে থাকে। কেননা আয়াতের মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হলেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং হাকিম-হুক্কামগণ।

٣٤٠٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيْمُوْا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُّهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ دَعْهَا حَتّٰى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلٰى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

৩৪০৮. **অনুবাদ** : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর 'হদ্দ' জারি কর। [অর্থাৎ তারা যদি জেনা করে তাহলে তাদেরকে পঞ্চাশটি চাবুক মার] বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। [একবার] নবী করীম ﷺ -এর এক দাসী জেনা করেছিল। তখন নবী করীম ﷺ আমাকে তার উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যখন আমি জানতে পারলাম দাসীটি সদ্য প্রসূতি তখন আমি আশঙ্কা করলাম যদি আমি তাকে চাবুক মারি তাহলে আমি-ই তাকে মেরে ফেলব। সুতরাং আমি বিষয়টি নবী করীম ﷺ -কে জানালাম। তখন তিনি বললেন, তুমি ভালোই করেছ। –[মুসলিম]

আবূ দাউদের এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ বললেন, তার নেফাসের খুন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তার উপর "হদ্দ" প্রয়োগ কর। আর তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর "হদ্দ" জারি কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নেফাস অবস্থায় কোনো নারীর উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা নেফাস একটি রোগ। আর রোগীকে তার রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া উচিত।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি জেনায় লিপ্ত হয় আর সে বিবাহিত হওয়ার কারণে যদি তার উপর রজমের শাস্তি আরোপিত হয়, তাহলে তাকে রোগ অবস্থায় রজম করা হবে। আর যদি সে অবিবাহিত হওয়ার কারণে তার উপর চাবুকের শাস্তি আরোপিত হয়, তাহলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত "হদ" প্রয়োগ করতে বিলম্ব করা হবে।

আর যদি এমন কোনো রোগ হয় যে, রোগ থেকে বাঁচার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একটি খেজুরের ডাল নেবে যে ডালে আরো ছোট ছোট একশত ডাল থাকবে। সে ডাল দিয়ে একবার তাকে এমনভাবে আঘাত করবে করবে যাতে প্রত্যেকটি ডালের আঘাত শরীরের উপর লাগে।

এমনিভাবে অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত শীতের সময় 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না; বরং স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٠٩ - عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ جَاءَ مَاعِزُ الْاَسْلَمِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهٗ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاٰخَرِ فَقَالَ اِنَّهٗ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاٰخَرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ قَدْ زَنٰى فَاَمَرَ بِهٖ فِى الرَّابِعَةِ فَاُخْرِجَ اِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتّٰى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهٗ لَحْىُ جَمَلٍ فَضَرَبَهٗ بِهٖ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتّٰى مَاتَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ فَرَّ حِيْنَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهٗ اَنْ يَّتُوْبَ فَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

৩৪০৯ অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মায়েয আসলামী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, তিনি জেনা করেছেন। [এটা শুনে] নবী করীম ﷺ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি সেদিকে যেয়ে বললেন, তিনি জেনা করেছেন। নবী করীম ﷺ এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি পুনরায় সেদিকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জেনা করেছি। অবশেষে চতুর্থবার [স্বীকারোক্তির পর] নবী করীম ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে "হার্‌রা" নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাকে পাথর দ্বারা রজম করা শুরু হলো। অতঃপর যখন তাঁর গায়ে পাথরের আঘাত লাগল তখন তিনি দৌড়িয়ে পলায়ন করলেন এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যার হাতে ছিল উটের চোয়ালের হাড্ডি। সে তা দিয়ে তাকে আঘাত করল এবং অন্য লোকেরাও তাঁকে আঘাত করল। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। পরে লোকেরা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বলল যে, তিনি পাথরের আঘাতে মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না? -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না? সম্ভবত সে তওবা করত আর আল্লাহ তা'আল তার তওবা কবুল করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَتُوْبَ فَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ সে লজ্জিত হয়ে বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার গুনাহ থেকে মাফ চাইত আর আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিতেন।

এ হাদীস এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, যদি কেউ জেনায় লিপ্ত হওয়ার কথা নিজে স্বীকার করে। এরপর আবার সে নিজেই অস্বীকার করে অথবা বলে আমি মিথ্যা বলেছিলাম। অথবা সে তার স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার থেকে 'হদ্দ' রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপভাবে 'হদ্দ' প্রয়োগ করার মাঝে যদি কেউ তার স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে 'হদ্দ'-এর যে অংশটি অবশিষ্ট আছ তা রহিত হয়ে যাবে। তবে কারো কারো মতে 'হদ্দ' রহিত হবে না।

জেনায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রধানকারী ব্যক্তি জেনার শাস্তি 'রজম' বাস্তবায়িত করার সময় যদি পলায়ন করতে আরম্ভ করে, তাহলে শাস্তি তার উপর থেকে রহিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মতে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার পলায়ন কি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরার উদ্দেশ্যে না কষ্টের কারণে? প্রথম পদ্ধতির ভিত্তিতে পলায়নের দরুন শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতির ভিত্তিতে পালানোর দরুন শাস্তি রহিত হবে না।

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারোক্তি থেকে না ফিরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রহিত হবে না।
আহনাফের মতে, কথায় এবং কাজে যদি শাস্তি থেকে পলায়ন করে, তাহলে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

দলিল : হযরত মায়েয আসলামীর হাদীস [ঘটনা] দ্বারা সকলই দলিল পেশ করে থাকেন।

ইমাম মালেক (র.) বলে থাকেন যে, হযরত মায়েয (রা.)-এর পলায়ন কষ্টের ভিত্তিতে ছিল স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যাওয়ার ভিত্তিতে ছিল না।

শাফেয়ীগণ বলেন, পলায়ন স্বীকারোক্তি থেকে ফিরার উদ্দেশ্যে ছিল না, বিধায় শাস্তি রহিত হবে না।

আহনাফের দলিল হলো, পলায়ন স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যাওয়ার ভিত্তিতে ছিল। কিন্তু হযরত মায়েয (রা.) এ থেকে রুখে গিয়েছিলেন। সুতরাং আবূ দাউদের মধ্যে রয়েছে قَامَ بَعْدَ الْفِرَارِ অর্থাৎ তিনি পলায়নের পর দাঁড়িয়েছেন। এমনিভাবে বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, তাঁর পলায়ন ত্বরিত কষ্টের দরুন ছিল। আর এ পলায়ন আমাদের মতে স্বীকারোক্তি থেকে ফিরা নয়। বিধায় রজম করা হয়েছে [যেমন বাদায়ে'-এর মধ্যে রয়েছে।]

বাকি থাকল রাসূল ﷺ -এর একথা هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ আমরা বলব রাসূল ﷺ -এর একথাটি অধিক দয়াশীলতা এবং আন্তরিক নম্রতার ভিত্তিতে ছিল। অর্থাৎ তোমরা তাকে [মায়েযকে] ছেড়ে দিতে তবে সম্ভবত স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যেত।

٣٤١٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلٰى جَارِيَةِ اٰلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪১০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত মায়েয ইবনে মালেক (রা.) কে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার নিকট যে সংবাদ পৌঁছেছে, তা কি সত্য? হযরত মায়েয (রা.) বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার নিকট কি সংবাদ পৌঁছেছে? নবী করীম ﷺ বললেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তুমি অমুকের দাসীর সাথে জেনা করেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ [এটা সত্য] আর তিনি তা [চার মজলিসে] চারবার স্বীকার করলেন। তারপর নবী করীম ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হযরত মায়েয (রা.)-কে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার নিকট যে সংবাদ পৌঁছেছে তা কি সত্য? এর দ্বারা বুঝা যায় হযরত মায়েয (রা.)-এর জেনায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ আগেই জেনেছিলেন। কিন্তু বুরাইদা (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নবী করীম ﷺ আগে থেকে জানতেন না। সুতরাং রেওয়ায়েত দুটির মাঝে বাহ্যত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্বের নিরসন : প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। এ হাদীসটির বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। তবে খুব সম্ভব নবী করীম ﷺ পূর্বে থেকেই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং মায়েয থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা অন্যান্য হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

٣٤١١ - وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَاعِزًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَقَرَّ عِنْدَهٗ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاَمَرَ بِرَجْمِهٖ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهٗ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ اِنَّ هَزَّالًا اَمَرَ مَاعِزًا اَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهٗ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪১১. **অনুবাদ :** হযরত ইয়াযীদ ইবনে নু'আইম (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মায়েয (রা.) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট জেনায় লিপ্ত হওয়ার কথা চারবার [চার মজলিসে] স্বীকার করলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। আর নবী করীম ﷺ হযরত হাযযাল (রা.)-কে বললেন, তুমি যদি মায়েয (রা.)-কে তোমার কাপড় দ্বারা ঢেকে নিতে [জেনার ঘটনা প্রকাশ না করতে] তাহলে তোমার জন্য ভালো হতো। ইবনুল মুনকাদির বলেন, হাযযাল (রা.)-ই মায়েয (রা.)-কে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানাতে বলেছেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত হাযযাল (রা.)-এর এক দাসী ছিল। তার নাম ফাতেমা। তাকে তিনি আজাদ করে দিয়েছিলেন। সেই ফাতেমার সাথেই হযরত মায়েয (রা.) জেনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ঘটনা জানাতে পেরে হযরত হাযযাল (রা.) হযরত মায়েয (রা.)-কে বললেন, তুমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তোমার ঘটনা অবহিত কর এবং তোমার অপরাধ স্বীকার কর। এ কারণেই নবী করীম ﷺ হযরত হাযযাল (রা.)-কে বললেন তুমি যদি তাকে তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে তাহলে তোমার জন্য ভালো হতো।

অর্থাৎ তুমি যদি ঘটনাটি প্রকাশ না করে গোপন করে রাখতে তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর হতো। আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহও গোপন করে রাখতেন।

وَعَنْ ٣٤١٢ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৪১২. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা [আমার কানে পৌঁছার পূর্বে] নিজেদের মাঝে 'হদ্দ'-কে ক্ষমা করে দাও এবং মিটিয়ে ফেল। অবশ্য আমার নিকট যখন 'হদ্দ' -এর বিষয়টি পৌঁছবে তখন 'হদ্দ' কায়েম করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ : তোমরা নিজেদের মাঝে 'হদ্দ' -কে ক্ষমা করে দাও ও মিটিয়ে দাও। এখানে প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমাদের মাঝে কেউ অপরাধ করলে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেয়ো না; বরং তা ক্ষমা করে দাও। অবশ্য ঐ ঘটনা যদি বিচারকের নিকট পৌঁছে যায় তখন বিচারকের জন্য ক্ষমা করা জায়েজ হবে না; বরং যথাযথভাবে বিচার করতে হবে। নবী করীম ﷺ এ কথাই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যদি ঘটনা আমার নিকট পৌঁছে যায় তাহলে 'হদ্দ' প্রয়োগ যোগ্য শাস্তি হলে 'হদ্দ' প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এ হাদীস দ্বারা আরো বুঝা যায় যদি কারো গোলাম বা দাসী এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলে মনিবের জন্য সেই গোলাম বা দাসীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা বা বিচারকের নিকট মকদ্দমা পেশ করা উচিত নয়; বরং ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। তবে মনে রাখতে হবে ক্ষমা করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٣٤١٣ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪১৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'হদ্দ' ব্যতীত সম্মানী লোকদের সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْهَا ٣٤١٤ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ قَدْ رُوِىَ عَنْهَا وَلَمْ يُرْفَعْ وَهُوَ أَصَحُّ)

৩৪১৪ অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যথাসম্ভব মুসলমানদেরকে 'হদ্দ' -এর শাস্তি থেকে বাঁচাও। যদি সামান্যতম উপায় বের হয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা শাসকের জন্য ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ভুল করা শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে উত্তম। –[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করার পর বলেছেন, এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর বর্ণনাধারা নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি। [অর্থাৎ হাদীসটি মওকুফ] আর এটাই সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের মাঝে বিচারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে তাদের নিকট যদি হদ্দের শাস্তিযোগ্য কোনো মকদ্দমা আসে তাহলে তারা যেন মুসলমানদের উপর থেকে যথাসম্ভব 'হদ্দ' মওকুফ করার চেষ্টা করে। আর মুক্তির সামান্যতম উপায় বের হলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেন খালাস দিয়ে দেয়। যেমন সামান্য একটু সন্দেহ হলে তা কাজে লাগাবে। শুধু তাই নয়; বরং বিচারক তার কথার মাধ্যমে আসামীকে ওজর পেশ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন তাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কি পাগল? তুমি কি মদ পান করেছ? তুমি জেনা করনি; সম্ভবত চুম্বন করেছ। আর তাকে তুমি জেনা বলতেছ। মোটকথা এমন সব প্রশ্ন করবে যাতে সে কোনো অজর পেশ করে দেয়। ফলে তার থেকে হদ্দ মওকুফ হয়ে যায়। নবী করীম ﷺ -এর হযরত মায়েয ও অন্যান্যদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ওজর পেশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

وَعَنْ ٣٤١٥ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) قَالَ اُسْتُكْرِهَتْ اِمْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَاَقَامَهُ عَلَى الَّذِيْ اَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৪১৫. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যুগে এক মহিলার সাথে জোরপূর্বক জেনা করা হয়েছিল। তখন ঐ মহিলার উপর "হদ্দ" মওকুফ করেছিলেন; কিন্তু জেনাকারী পুরুষটির উপর "হদ্দ" প্রয়োগ করেছিলেন। তবে নবী করীম ﷺ মহিলাটির জন্য মোহর সাব্যস্ত করেছেন কিনা বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا الخ : নবী করীম ﷺ মহিলাটির জন্য মোহর সাব্যস্ত করেছেন কিনা? বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি। বর্ণনাকারীর উল্লেখ না করা মোহর ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কেননা অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো নারীর সাথে জোরপূর্বক জেনা করা হয় তাহলে মোহর দেওয়া ওয়াজিব। আর এখানে মোহর দ্বারা উদ্দেশ্য عُقْر [কর]।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে "عُقْر" মোহরে মিছিলকে বলা হয়। অর্থাৎ কোনো নারীর সাথে জোরপূর্বক জেনা করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এ পরিমাণ অর্থ দেবে যা তার মোহরে মিছিল সমপরিমাণ হয়।

وَعَنْ ٣٤١٦ اَنَّ اِمْرَأَةً خَرَجَتْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ اِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَاَخَذُوا الرَّجُلَ فَاَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا اُرْجُمُوْهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪১৬. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ -এর জমানায় এক নারী নামাজের জন্য বের হলো। [পথিমধ্যে] এক ব্যক্তি তার উপর কাপড় ফেলে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলল। তখন মহিলাটি চিৎকার করলে পুরুষটি [তাকে সেখানে ছেড়ে] চলে গেল। এমন সময় একদল মুহাজির সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তখন মহিলাটি বলল, ঐ লোকটি আমার সাথে এমন এমন করেছে। তারা তখন ঐ লোকটিকে গ্রেফতার করে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত করল। নবী করীম ﷺ সে মহিলাটিকে বললেন, চলে যাও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যে লোকটি মহিলাটির সাথে জেনা করেছিল। তার ব্যাপারে ফয়সালা দিয়ে বললেন, একে পাথর মেরে হত্যা করে দাও। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন, লোকটি এমন তওবা করেছে যদি মদিনার সকল লোকেরা এমন তওবা করত তাহলে তাদের সকলের পক্ষ থেকে তা কবুল করা হতো। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জেনাকারী লোকটি তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করে এমন তওবা করেছে যদি তা মদিনায় বসবাসকারী সকল লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো তাহলে সকলের পক্ষ থেকে কবুল করা হতো। শুধু তাই নয়; বরং তাঁর ছওয়াব সকল মদিনাবাসীর জন্য যথেষ্ট হতো। আর একথার দ্বারা নবী করীম ﷺ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, লোকটি যদিও জঘন্য অন্যায় ও লজ্জাজনক কাজ করেছে, কিন্তু হদ্দ প্রয়োগ করার পর পবিত্র হয়ে গেছে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٣٤١٧ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنٰى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪১৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এক মহিলার সাথে জেনা করেছিল। তখন নবী করীম ﷺ তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। চাবুক মারার পর জানানো হলো সে বিবাহিত তখন নবী করীম ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাকে রজম করার হয়। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٤١٨ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ كَانَ فِي الْحَيِّ مُخْدَجٍ سَقِيْمٍ فَوُجِدَ عَلٰى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذُوْا لَهُ عِثْكَالًا فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوْهُ ضَرْبَةً رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ نَحْوَهُ .

৩৪১৮. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এমন ব্যক্তিকে ধরে আনলেন যে ছিল বিকলাঙ্গ ও রোগগ্রস্ত। তাকে মহল্লার এক দাসীর সাথে জেনায় লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য এমন একটি খেজুরের বড় ছড়া নিয়ে আস যার মধ্যে ছোট ছোট একশত শাখা রয়েছে। আর তার দ্বারা লোকটিকে একবার আঘাত কর। শরহে সুন্নাহ এবং ইবনে মাজারও অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতে রোগাক্রান্ত অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি তার আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হবে। কেননা তার জীবন নাশের আশঙ্কা হতে মুক্ত থাকা জরুরি। আর এ হাদীসে বর্ণিত লোকটি এমন অসুস্থ ছিল যা থেকে কখনো সুস্থ হওয়ার আশা করা যাচ্ছিল না তাই তাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, যে অসুস্থ জেনাকারীর যদি এতটুকু শক্তি না থাকে যে একশত বেত্রাঘাত সহ্য করতে পারবে, তাহলে এমন একটি বেত দ্বারা একবার আঘাত করবে যার মধ্যে একশত ডাল রয়েছে, যাতে একশত বেত্রাঘাতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। আর শাস্তি প্রয়োগের বেলায় দাবি করা হবে না। হযরত কাযী ইয়ায (র.) এ কথাকে কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামদের মত বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে অসুস্থতার দরুন একশত বেত্রাঘাতের মধ্যে দেরি করা হবে। কেননা অসুস্থাবস্থায় বেত্রাঘাতের দরুন মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্যে এই নয়। কারণ যখন শরিয়ত কোনো সন্দেহ এবং বাহানা করে শাস্তিকে প্রতিহত করার স্বীকৃতি প্রদানকারী, তখন অসুস্থতা ইত্যাদি অক্ষমতার ভিত্তিতে অবশ্য দেরির স্বীকৃতি প্রদানকারী হবে।

বাকি থাকল হযরত সা'দ (রা.)-এর হাদীস। তাই এ হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন যে, এ হাদীসটি কুরআনে কারীমের বিপরীত হওয়ার দরুন তার উপর আমল করা হয়নি। এজন্য যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দয়া না করার নির্দেশ রয়েছে- كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ [অর্থাৎ যেমন আল্লাহ

তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়।] সকল মুফাসসিরীনগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহানুভূতি করবে না এবং বেত্রাঘাতে কোনো হ্রাস করবে না বরং অত্যন্ত পীড়াদায়ক আঘাত করবে।

এছাড়া এ হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিপরীত এজন্য যে, সমস্ত হাদীসের মধ্যে একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ রয়েছে।

মোটকথা, হযরত সা'দ (রা.)-এর হাদীস কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমলকৃত নয়, করা যাবে না।

قَوْلُهُ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً الخ : "একবারে আঘাত কর" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– একটি বড় ছড়া নিয়ে এভাবে মার যাতে তার একশত ছোট ছোট প্রত্যেক শাখার আঘাত তার শরীরে লাগে। এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, বিচারকের এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, চাবুকের আঘাতে যেন অপরাধী লোকটির মৃত্যু না ঘটে।

وَعَنْ ٣٤١٩ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪১৯. অনুবাদ : হযরত ইকরিমা ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যে ব্যক্তিকে হযরত লূত (আ.) -এর কওমের মতো [পুরুষে পুরুষে সঙ্গম] করতে পাও তখন তাকে এবং যার সাথে করা হয় তাকেও হত্যা কর। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : সমকাম জেনার চেয়েও জঘন্য ও নিকৃষ্ট। শরিয়ত, বিবেক-জ্ঞান সবার কাছে এটা ঘৃণিত। সমকাম কঠোরতম হারাম ও অবৈধ। এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরাম একমত। তবে এটার 'হদ্দ' -এর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حَدِّ اللِّوَاطَةِ **[সমকামের হদ্দের ব্যাপারে ওলামাদের মতবিরোধ] :**

مَذْهَبُ الْإِمَامِ اَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ (فِيْ اَشْهَرِ الرِّوَايَةِ) : ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী সমকামীর উপরও জেনার 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীকে রজম করা হবে আর অবিবাহিত পুরুষ ও নারীকে একশত চাবুক মারা হবে।

দলিল :

١. عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا اِذَا اَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ (بَيْهَقِيْ)

২. সমকাম জেনার মতোই। কেননা সমকামের মাধ্যমে এমন স্থানে সে তার কামভাব পূর্ণ করে যে ব্যাপারে পরিপূর্ণ উত্তেজনা ও আগ্রহ রয়েছে। আর এ কামভাব হারাম পন্থায় পূর্ণ করার কারণে এটা জেনার সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার 'হদ্দ'ও জেনার মতো হবে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ : হযরত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে সমকামীকে রজম করা হবে। বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত।

দলিল :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

এছাড়া আরো বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যেখানে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সমকামীর উপর জেনার 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে না; কিন্তু 'তা'যীর' করা হবে। অর্থাৎ বিচারক পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে যে শাস্তি দেওয়া ভালো মনে করেন সে শাস্তি দেবেন।

দলিল : সমকাম দ্বারা نَسَبٌ [নসব] মিলে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই সুতরাং তা জেনার অর্থে হবে না। অধিকন্তু সমকামের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ও হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক (রা.)-এর নিকট সমকামীকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট সমকামীকে দেয়াল চাপা দেওয়া হবে।
৩. কারো কারো মতে সমকামীকে কোনো উঁচু স্থান বা পাহাড়ের উপর নিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হবে ইত্যাদি। সাহাবায়ে কেরামের এ সকল অভিমত দ্বারা মনে হয় সমকামীকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া যাবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :
১. ইমাম শাফেয়ী এবং সাহেবাইন (র.) কর্তৃক পেশকৃত দলিলের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, এ রেওয়ায়েতের মাঝে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান যঈফ রাবী। সুতরাং এ রেওয়ায়েত দলিলযোগ্য নয়।
২. হাদীসে বাবসহ যে সকল হাদীসের মাঝে হত্যা বা পাথর নিক্ষেপের কথা বল হয়েছে তা ধমকি বা ভীতি প্রদর্শনের উপর প্রযোজ্য। কেননা অনেক সময় হত্যা বলে কঠিন প্রহারকে বুঝানো হয়।
৩. যে ব্যক্তি হালাল মনে করে এ কুকর্ম করে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য।

৩৪২০. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَانُ الْبَهِيْمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ اَرَاهُ كَرِهَ اَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا اَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذٰلِكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪২০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করল তাকে হত্যা করে দাও। তার সাথে ঐ জানোয়ারটিকেও হত্যা করে দাও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো জানোয়ারটির ব্যাপারে এ হুকুম কেন দেওয়া হলো? [জানোয়ারটির দোষ কি?] তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছুই শুনিনি। অবশ্য আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ জানোয়ারটির গোশ্‌ত খাওয়া এবং কোনোভাবে উপকৃত হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। কেননা জানোয়ারটির সাথে কুকর্ম করা হয়েছে। −[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ : যে ব্যক্তি কোনো জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করে তাকে হত্যা করে ফেল। চারও ইমামের মতে এখানে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং কঠোরভাবে ধমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। কেননা অন্য রেওয়ায়েতে আছে− مَنْ اَتٰى بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

যদিও বলাৎকারীর উপর "হদ্দ" প্রয়োগ করা যাবে না; কিন্তু এ ধরনের নির্লজ্জ আচরণ সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী হারাম। সুতরাং তাকে তা'যীর করতে হবে। অর্থাৎ বিচারক বিবেচনা করে তাকে যে কোনো শাস্তি দেবেন।

قَوْلُهُ فَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ : তার সাথে জানোয়ারটিকেও হত্যা করে ফেল। জানোয়ার তো জ্ঞানহীন নির্বোধ প্রাণী তাকে কেন হত্যা করা হবে? এর কারণ কি?

জানোয়ারটিকে হত্যা করার একটি হিকমত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাদীসের মাঝে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় হিকমত এটাও হতে পারে যে, যাতে ঐ জানোয়ারটির পেট থেকে মানুষের আকৃতিতে কোনো পশু বা পশুর আকৃতিতে কোনো মানুষ জন্ম না নেয়। অথবা ঐ জানোয়ার দ্বারা মালিক সর্বদা লোক সমাজে অপমানিত ঘৃণিত হতে থাকবে। আর মানুষ ঐ জানোয়ারটিকে ঘৃণার চোখে দেখবে। ফলে তার দ্বারা বাচ্চা নেওয়া বা দুধ খাওয়াসহ কোনো কিছুই পছন্দ করবে না। অথবা ঐ জানোয়ারটিকে সর্বদা অপমানিত ও হেয় করা হবে। এসব কারণে জানোয়ারটিকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি জানোয়ারটির গোশ্‌ত হালাল হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি গোশ্‌ত হালাল না হয় তবে তার দুটি অবস্থা রয়েছে− ১. হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য অনুযায়ী হত্যা করা হবে। ২. আর গোশ্‌ত হালাল না হওয়ার কারণে হত্যা করা হবে না।

وَعَنْ ٣٤٢١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪২১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি তা হলো হযরত লূত (আ.) -এর সম্প্রদায়ের কুকর্ম। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** সমকাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। এটা চরম অন্যায় ও মারাত্মক হারাম। শরিয়ত তো বটেই এটা সামাজিক ও নৈতিকতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ। এ গর্হিত কুকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধ্বংস অনিবার্য। হযরত লূত (আ.) -এর উম্মত জঘন্য কুকর্মে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের উপর খোদায়ী গজব নাজিল হয়েছিল। তাই নবী করীম ﷺ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, আমার ভয় হয় আমার উম্মত যাতে এহেন কর্মে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর শাস্তিতে পতিত না হয়।

وَعَنْ ٣٤٢٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِىْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَقَرَّ اَنَّهُ زَنٰى بِامْرَاَةٍ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَاَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْاَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَلَدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪২২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বকর ইবনে লাইছ গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে এই স্বীকারোক্তি চারবার করল যে, সে [অমুক] মহিলার সাথে জেনা করেছে। তখন নবী করীম ﷺ তাকে একশত চাবুক মারলেন আর লোকটি ছিল অবিবাহিত। এরপর তিনি মহিলাটির বিরুদ্ধে তার নিকট প্রমাণ চাইলেন। [কিন্তু সে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলো] মহিলাটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহর কসম সে মিথ্যা বলেছে। এইবার নবী করীম ﷺ লোকটির উপর হদ্দে কযফ [মিথ্যা তোহমতের হদ্দ] জারি করলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** "হদ্দে কযফ" হলো আশিটি চাবুক মারা। যদি কেউ কারো উপর জেনার তোহমত দেয় কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তার উপর এ 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হয়।

وَعَنْ ٣٤٢٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِىْ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ اَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْاَةِ فَضَرَبُوْا حَدَّهُمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪২৩. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করে যখন কুরআনের আয়াত নাজিল হলো তখন নবী করীম ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে [ভাষণ দিলেন এবং] তা তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর মিম্বর হতে নেমে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন। তখন লোকেরা তাদের উপর [মিথ্যা অপবাদের] 'হদ্দ' প্রয়োগ করলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার অনুচররা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর জেনার মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। আর এ গুজবে খাঁটি মুমিনদের মাঝে থেকেও কেউ কেউ অংশগ্রহণ করেছিল। এদিকে নবী করীম ﷺ -এর মনেও কিছুটা সন্দেহ উঁকি দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাজিল করে হযরত আয়েশা (রা.) যে নির্দোষ তা প্রমাণ করেন। তার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে সূরা নূরে দশটি আয়াত নাজিল করা হয়। তখন নবী করীম ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করেন এবং নাজিলকৃত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন। মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর ঐসকল লোকদের উপর "হদ্দে কযফ" প্রয়োগ করার আদেশ দেন, যারা এ মিথ্যা অপবাদে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা হলো মিসতাহ ইবনে উসামা এবং ইসলামি কবি হাসসান ইবনে ছাবেত। আর নবী করীম ﷺ -এর শ্যালিকা উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহশের ভগ্নী হামনা বিনতে জাহশ। এদের প্রত্যেককে আশিটি করে দোর্‌রা মারা হয়। এটাই হদ্দে কযফ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٢٤ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيْقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيْدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اِقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৪২৪. অনুবাদ : হযরত নাফে' (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাফিয়্যা বিনতে আবূ উবাইদ তার নিকট বর্ণনা করেছেন। [একবার] সরকারি এক গোলাম বায়তুল মালের [গনিমতের] এক দাসীর সাথে জোরপূর্বক জেনা করল এমনকি তার কুমারিত্বও নষ্ট করে দিল। সুতরাং হযরত ওমর (রা.) গোলামটিকে [পঞ্চাশটি] চাবুক মারলেন; কিন্তু দাসীটিকে শাস্তি দিলেন না। কারণ তার সাথে জোরপূর্বক এ কুকর্ম করা হয়েছে। −[বুখারী]

٣٤٢٥ - وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيْمًا فِيْ حِجْرِ أَبِيْ فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ اِئْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَاِنَّمَا يُرِيْدُ بِذٰلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللّٰهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللّٰهِ حَتّٰى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ .

৩৪২৫. অনুবাদ : ইয়াযীদ ইবনে নুআইম ইবনে হাযযাল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মায়েয ইবনে মালেক এতিম ছিলেন। আমার পিতার প্রতিপালনে ছিলেন। তিনি [যুবক হওয়ার পর] মহল্লার এক দাসীর সাথে জেনা করেন। তখন আমার পিতা [ঘটনা জানতে পেরে] বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে যাও এবং তুমি যা কিছু করেছ তা রাসূল ﷺ -কে অবহিত কর। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন। আর একথা বলার দ্বারা আমার পিতার উদ্দেশ্য তার গুনাহ মাফের কোনো উপায় হওয়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। অতঃপর হযরত মায়েয (রা.) নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি জেনা করেছি। আমার উপর আল্লাহ কিতাবের ফয়সালা প্রয়োগ করুন। নবী করীম ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত মায়েয (রা.) পুনরায় বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি জেনা করেছি। আমর উপর আল্লাহর কিতাবের ফয়সালা প্রয়োগ করুন। এমনকি তিনি চারবার [চার মজলিসে] কথাটি বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন তুমি চারবার স্বীকারোক্তি দিয়েছ। এখন বল তুমি কার সাথে জেনা করেছ? হযরত মায়েয (রা.) বললেন, অমুক মহিলার সাথে।

قَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি তাকে জড়িয়ে ধরেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে মেলামেশা করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম ﷺ তাকে রজম করার আদেশ দিলেন। অবশেষে তাকে হাররা নমক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে রজম করা শুরু হলো তখন পাথরের [তীব্র] যন্ত্রণা অনুভব করে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে পলায়ন করতে লাগলেন। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) তাকে [পথিমধ্যে] এ অবস্থায় পেলেন যে, তার সঙ্গীরা পাথর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এমন সময় আব্দুল্লাহ (রা.) উটের একটি পায়ের হাড্ডি উঠিয়ে তাকে আঘাত করলেন। এমনকি তাকে মেরে ফেললেন। এরপর তিনি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না। হয়তো সে তওবা করত এবং আল্লাহ তা'আলাও তার তওবা কবুল করে নিতেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٤٢٦ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوْا بِالرُّعْبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৩৪২৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে জাতির মাঝে জেনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে তারা দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যে জাতির মাঝে ঘুষের ব্যাপক প্রচলন শুরু হবে তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতায় পতিত হবে। –[আহমদ]

وَعَنْ ٣٤٢٧ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ. (رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَهُمَا وَأَبَا بَكْرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا)

৩৪২৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে হযরত লূত (আ.) -এর সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হয় সে অভিশপ্ত। –[রাযীন] রাযীনের আরেক রেওয়ায়েত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) সমকামে লিপ্ত উভয়কে দেয়াল চাপা দিয়েছেন।

وَعَنْهُ ٣٤٢٨ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৩৪২৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না যে কোনো পুরুষ বা নারীর পায়ুপথে সঙ্গম করে। –[তিরমিযী। আর তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি হাসান গরীব।]

وَعَنْهُ ٣٤٢٩ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتٰى بَهِيْمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَنْ أَتٰى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

৩৪২৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জানোয়ারের সাথে বলাৎকার করল, তার উপর কোনো 'হদ্দ' নেই।–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]। তিরমিযী সুফিয়ান ছাওরী (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি পূর্ববর্ণিত হাদীস হতে অধিক সহীহ। এ হাদীসের উপর ওলামায়ে কেরামের আমল রয়েছে। [তবে তা'যীর হিসেবে তাকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে।]

وَعَنْ ٣٤٣٠ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৩৪৩০. **অনুবাদ :** হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। নিকটবর্তী আত্মীয় এবং দূরবর্তী আত্মীয় সকলের উপর আল্লাহর 'হদ্দ' কায়েম কর। [সাবধান!] আল্লাহর হুকুম কার্যকর করতে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দা যেন তোমাদের জন্য প্রতিবন্ধক না হয়।

–[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٤٣١ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِى بِلَادِ اللّٰهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

৩৪৩১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার 'হদ্দ'সমূহ থেকে কোনো একটি 'হদ্দ' কায়েম করা আল্লাহ তা'আলার সকল শহরে চল্লিশ রজনী পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হওয়ার চেয়েও উত্তম। –[ইবনে মাজাহ। আর নাসায়ী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হদ্দ' জারি করার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা হয়। আর এর দ্বারা আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায় এবং বরকত নাজিল হয়। পক্ষান্তরে 'হদ্দ' -কে ক্ষমা করা বা 'হদ্দ' প্রয়োগ করতে গড়িমসি করার অর্থ হলো মানুষকে গুনাহ করা ও অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। আর কোনো দেশে যখন গুনাহ ও পাপকর্ম বেড়ে যায় তখন সে দেশে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন দেখা দেয়। এতে শুধু মানুষই কষ্ট পায় না; বরং জীবজন্তুও ধ্বংসে পতিত হয়। তাই 'হদ্দ' কায়েম করার দ্বারা মানুষকে জেনা-ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধ থেকে বিরত রাখার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খায়ের ও বরকত নাজিল হয়। আর অনাবৃষ্টি ও খরার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

بَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ
পরিচ্ছেদ : চোরের হাত কাটা

سَرِقَةٌ শব্দটি سِيْن-এর উপর যবর এবং رَا-এর নিচে যের সহকারে অর্থ– চুরি। এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মুযাফ সহকারে হবে- بَابُ قَطْعِ اَهْلِ السَّرِقَةِ

পরিভাষায় سَرِقَةٌ বা চুরি বলা হয় কারো হেফাজতকৃত মালসম্পদ গোপনে নিয়ে যাওয়া।

এখন চোরের হাত কাটার ব্যাপারে উম্মতের সব ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য কুরআনে কারীমের দলিলের ভিত্তিতে اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَا অর্থাৎ চোর এবং চোরনি অতঃপর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।

কিন্তু মতানৈক্য হচ্ছে একথার মধ্যে যে, শুধু চুরি করলেই হাত কাটা হয়ে যাবে না কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মালকে চুরি করার উপর কাটা হবে।

তাই এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরী (র.), আহলে যাওয়াহের এবং খাওয়ারিজদের মতে শুধুমাত্র মাল চুরি করলেই হাত কাটা হবে [কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল হওয়া শর্ত নয়]।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীন এবং আইম্মায়ে আরবা'আ-এর মতে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে।

দলিল : হযরত হাসান বসরী (র.) এবং আহলে যাওয়াহের কুরআনে কারীমের মুতলাক দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ কুরআনে কারীমের মধ্যে মুতলাক চুরির উপর হাত কাটার নির্দেশ রয়েছে এবং কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মালের কথা উল্লেখ নেই।

এছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে রয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ অর্থাৎ চোরের উপর আল্লাহর অভিশাপ সে ডিম চুরি করে অতঃপর তার হাত কেটে দেওয়া হবে এবং রশি চুরি করে অতঃপর তার হাত কেটে দেওয়া হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

জমহুর ঐসব হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যেসব হাদীসের মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল চুরির উপর হাত কাটার নির্দেশ রয়েছে এবং এ পরিমাণের চেয়ে কম মাল চুরিতে হাত কাটা নিষেধ রয়েছে।

যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হাত কাটার পরিমাণ এক দিনারের এক চতুর্থাংশের কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস– عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلَّا بِرُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)-এর থেকে বর্ণিত রয়েছে নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দিনারের 'স্বর্ণমুদ্রার' এক চতুর্থাংশ কিংবা ততোধিক মূল্য পরিমাণ চুরির দায় ব্যতীত চোরের হাতকাটা যাবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে তিন দিরহামের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দশ দিরহামের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ঐকমত্য হচ্ছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যতীত হাত কাটা হবে না।

জবাব : হযরত হাসান বসরী (র.) ও আহলে যাওয়াহের কুরআনের আয়াত দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, কুরআনে কারীমের আয়াত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের দ্বারা এ আয়াতের তাফসীর হবে। বিধায় আয়াতের মুতলাকের দ্বারা ইস্তিদলাল সঠিক হবে না।

আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো যে, ডিম এবং রশি দ্বারা চুরিতে হাত কাটার পরিমাণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং মর্ম হলো যে, ছোট অঙ্কের চুরি বড় অঙ্কের চুরির দিকে নিয়ে যায় বিধায় ছোট অঙ্কের চুরি বড় অঙ্কের চুরির কারণ হিসেবে হাত কাটার নিসবত এর [ছোট অঙ্কের চুরির] দিকে করা হয়েছে। অথবা ডিম ও রশির দ্বারা লৌহ দ্বারা নির্মিত خُوْد 'লৌহ টুপি' এবং রশি উদ্দেশ্য এবং এর দ্বারা চুরির নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়।

অতঃপর জমহুরের (র.)-এর মধ্যে হাত কাটার নির্দিষ্ট পরিমাণ কতটুকু এ নিয়ে মতবিরোধ হয়ে গিয়েছে। আর এতে আনুমানিক বিশটি মাযহাবের উল্লেখ রয়েছে এবং এ অধিক মাযহাবরে কারণ হলো রেওয়ায়েত ও আছারসমূহের মধ্যে ব্যবধান। কিন্তু প্রসিদ্ধ মাযহাব হচ্ছে এক্ষেত্রে মাত্র তিনটি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হচ্ছে, একটি দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা নিত দিরহাম। কেননা তাঁদের মতে মূল্যের মধ্যে রৌপ্য হচ্ছে আসল।

হানাফিয়াদের মতে 'হাত কাটার' নিম্ন থেকে নিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম।

প্রকাশ থাকে যে, আইম্মায়ে ছালাছার মধ্যে মতানৈক্য হচ্ছে শাব্দিক। কারণ এক দিনার বারো দিরহামের হয়ে থাকে বিধায় দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তিন দিরহামের কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا অর্থাৎ কোনো চোরের হাত কাটা যাবে না কিন্তু একটি দিনারের এক চতুর্থাংশের মধ্যে অথবা এর চেয়ে অধিকের মধ্যে। وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا অর্থাৎ এবং অন্য একটি রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ একটি দিনারের এক চতুর্থাংশের অথবা এরচেয়ে অধিকের বিনিময়ে 'চোরের' হাত কেটে থাকতেন।

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ السَّارِقِ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ চোরের হাত কেটেছেন একটি ঢালের পরিবর্তে যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

এসব হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, 'চোরের' হাত কাটার পরিমাণ হলো এক দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তিন দিরহাম।

হানাফিয়াদের নিকট অনেক হাদীস এবং আছার দলিল হিসেবে রয়েছে তন্মধ্যে কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীস– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيْ دِيْنَارٍ أَوْ فِيْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'চোরের' হাত কাটা যাবে না কিন্তু এক দিনারের বিনিময়ে অথবা দশ দিরহামের বিনিময়ে। –[তিরমিযী]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস– قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির [চোরের] হাতকে একটি ঢালের পরিবর্তে কেটেছেন, যার মূল্য এক দিনার কিংবা দশ দিরহাম। –[আবূ দাউদ]

৩. তাহাবী শরীফে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِيْمَا دُوْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দশ দিরহামের কমে 'হাত কাটা' নেই।

৪. নাসায়ী শরীফে হযরত আতা আয়মন থেকে বর্ণনা করেছেন– قَالَ مَا قُطِعَتْ يَدٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِيْ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَكَانَ يُسَاوِيْ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ অর্থাৎ তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে 'চোরের' হাত কাটা হতো না কিন্তু একটি ঢালের পরিবর্তে, যার তখনকার মূল্য এক দিনার কিংবা দশ দিরহাম। –[আবূ দাউদ]

এছাড়া আমাদের সবচেয়ে বড় দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.)-এর ফতোয়া যে, দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না এবং এ ফতোয়া সকল সাহাবায়ে কেরামদের সম্মুখে ছিল, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এদের কেউই তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেননি। বিধায় সাহাবীদের নীরব বা মৌন ঐক্য হয়ে গিয়েছে। [ইমাম যায়লায়ী শক্তিশালী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।] তাছাড়া আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

জবাব : শাওয়াফে এবং মালেকিয়া আলেমগণ যেসব হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, তার জবাব হলো যে, হাত কাটার নির্ভর ঢালের মূল্যের পরিমাণের উপর ছিল এবং এর নির্দিষ্টতা প্রত্যেক নিজ নিজ দূর ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। অতঃপর পরিশেষে দশ দিরহামের উপর তার স্থায়িত্ব হয়ে গেছে। যেমন হযরত ওমর (রা.)-এর ফতোয়া এর প্রমাণ বহন করে থাকে। তাই এরই ভিত্তিতে ইমাম আযম (র.) দশ দিরহামকে 'চোরের' হাত কাটার পরিমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, ইমাম সাহেবের দৃষ্টি সর্বদা শরিয়তের মেজাজের প্রতি হয়ে থাকে। আর শরিয়ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে اُدْرُؤُا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [অর্থাৎ যথাসাধ্য তোমরা হুদূদকে স্থগিত রাখ, প্রতিহত কর।] আর দশ দিরহামকে হাত কাটার পরিমাণ নির্দিষ্ট করলে হুদূদ বাস্তবায়িত কম হবে। পক্ষান্তরে এক দিনারের এক চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট করলে অথবা তিন দিরহাম নির্ধারণ করলে এতে হুদূদের বাস্তবায়ন প্রচুর হারে হবে। অতঃপর যেসব রেওয়ায়েতের মধ্যে দশ দিরহামের কমের মধ্যে হাত কাটার কথা উল্লেখ রয়েছে সেসব রেওয়ায়েতকে আমরা সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা বজায়ের উপর প্রয়োগ করব। আর এর পরিধি অনেক বিশাল।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٣٢ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلَّا بِرُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৩২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দিনারের [স্বর্ণমুদ্রার] এক চতুর্থাংশ অথবা ততোধিক পরিমাণ চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চুরি করলে তার দায় স্বরূপ চোরের হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। কিন্তু কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হবে সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে–

مَذْهَبُ خَوَارِجَ وَدَاوُدَ ظَاهِرِيٌّ وَحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (فِيْ رِوَايَةٍ) : খাওয়ারেজ, দাউদ জাহেরী ও হাসান বসরী (র.)-এর এক বর্ণনা মতে কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করা নেই; বরং সামান্য পরিমাণ চুরি করলেও চোরের হাত কাটতে হবে।

দলিল :

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (اَلْاٰيَةَ) এ আয়াতের মাঝে কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করা ব্যতীত চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুতলাক আয়াতকে নির্দিষ্ট করা জায়েজ হবে না।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاَوْزَاعِيْ وَلَيْثٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ : হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, আওযায়ী এবং লাইছ (র.) -এর নিকট এক দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তিন দিরহাম পরিমাণ হতে হবে। তৎকালীন সময় এক দিরহামের ওজন ছিল ৩ মাশা ১ $\frac{১}{৫}$ রত্তি আর এক দিরহানের এক চতুর্থাংশ তিন দিরহাম পরিমাণ হতো। [তবে কোনো কিছুর মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বর্ণকে আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) রৌপ্যকে মূল বা আসল সাব্যস্ত করেছেন।]

দলিল :

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلَّا بِرُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَطَا وَثَوْرِيْ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, আতা (র.) ও ছাওরী (র.)-এর নিকট ১০ দিরহাম অথবা ১ দিনার হতে হবে। এছাড়াও চুরির 'হদ্দ' প্রয়োগ সম্পর্কিত নিসাবের ব্যাপারে আরো ১৭টি মাযহাব রয়েছে।

দলিল :

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ اِلَّا فِيْ ثَمَنِ مِجَنٍّ (بُخَارِيْ)

٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ـ

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (نَسَائِيْ. طَبَرَانِيْ. طَحَاوِيْ)

٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ اِلَّا فِيْ دِيْنَارٍ اَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ـ

৫. ইমাম মুহাম্মদ (র.) "আছার" (اثار) -এর মধ্যে লিখেছেন ১০ দিরহাম নির্ধারণ করা। নবী করীম ﷺ, হযরত ওসমান (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখদের থেকে বর্ণিত আছে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [**বিরোধীদের দলিলের জবাব :**

১. اَحَادِيْثُ مَشْهُوْرَةٌ এবং اِجْمَاعِ صَحَابَةٍ ও اِجْمَاعِ تَابِعِيْنَ দ্বারা আয়াতের اِطْلَاقٌ [ব্যাপকতা] কে مُقَيَّدٌ [নির্দিষ্ট করা] জায়েজ আছে।

২. অধিক কম মূল্যের মাল ও তুচ্ছ মাল চুরি করার অপরাধে 'হদ্দ' প্রয়োগ না করা উচিত। কারণ অধিক কম মূল্যের মাল ও তুচ্ছ মালের প্রতি আগ্রহ খুব কম থাকে এবং তা হেফাজত করা হয় না। সুতরাং এখানে চুরির রুকন সাব্যস্ত হবে না। তাই এখানে কিভাবে হাত কাটার হুকুম দেওয়া হবে?

৩. আইম্মায়ে ছালাছা কর্তৃক পেশকৃত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস "মুযতারাব" [সনদ বা মতনে গোলমাল] কেননা বুখারীর অন্য রেওয়ায়েত এবং মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا
আর নাসায়ীতে আছে- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ رُبُعِ دِيْنَارٍ
আর নাসায়ীর অন্য রেওয়ায়েতে আছে-

إِنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ (رض) تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ الْمِجَنِّ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ رُبُعُ دِيْنَارٍ .

এ সকল রেওয়ায়েতের প্রতি লক্ষ্য করার দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর قول বর্ণনা করতেছেন যে, ঢালের চেয়ে কম মূল্যের মাঝে হাত কাটা যাবে না। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) নিজের পক্ষ থেকে বলেন, ঢালের মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশের সমান। এর দ্বারা এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, কোনো কোনো রাবী হাদীসকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে উভয় অংশকে মারফূ' হিসেবে রেওয়ায়েত করে দিয়েছেন। অথচ ঢালের মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ সমান হওয়া হযরত আয়েশা (রা.) -এর কথা। অর্থাৎ এটা 'মুদরাজ'। [যে হাদীসের মাঝে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সে হাদীস কে 'মুদরাজ' বলা হয়।]

৪. হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও مُضْطَرِبٌ [মুযতারাব]। নাসায়ীর ২য় খণ্ডের ২৫৭ নং পৃষ্ঠায় আছে-
قَالَ نَافِعٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رض) يَقُوْلُ قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
আর حَدِيْثُ بَابٌ -এর মাঝে আছে قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

৫. এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর নিজস্ব قول হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. এটা সাধারণ হুকুম নয়; বরং এ হুকুম একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উপর প্রযোজ্য।

৭. ঢালের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ দুটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত আলী (রা.) -এর বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে। সুতরাং দশ দিরহামের কম মূল্যের চুরিতে হাত কাটার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর কায়দা আছে যে, اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ [সন্দেহের কারণে 'হদ্দ' মওকুফ হয়ে যায়।] কিন্তু দশ দিরহামের চুরিতে হাত কাটার উপরে সকলে একমত। সুতরাং আমরা সতর্কতামূলক সন্দেহকে পরিত্যাগ করে مُتَّفَقٌ বিষয়ের উপর আমল করেছি।

৮. ফকীহুল হিন্দ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) বলেছেন, عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ফকীহ-এর রেওয়ায়েত। সুতরাং এটা অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

وَعَنْ ٣٤٣٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৩৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ঢাল চুরির দায়ে নবী করীম ﷺ এক চোরের হাত কেটেছেন। যার [ঢালের] মূল্য ছিল তিন দিরহাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٤٣٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঐ চোরের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত যে একটি ডিম চুরি করে তার হাত কাটা হয়। আর রশি চুরি করে এবং তার হাত কাটা হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি বাহ্যত চার ইমামের মাযহাবের পরিপন্থি। তাই এ হাদীসের তা'বীল করা হয়েছে।

১. এখানে بَيْضَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য শিরস্ত্রাণ, হেলমেট বা লৌহ টুপি। আর রশি দ্বারা জাহাজ বা স্টীমারের রশি উদ্দেশ্য। সে রশি অনেক মূল্যবান হয়ে থাকে।

২. এ হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগের উপর প্রযোজ্য।
৩. কেউ কেউ বলেছেন, চুরির অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। ছোটখাটো জিনিস চুরি করতে করতে বড় চোর হয়ে যায় এবং মূল্যবান মূল্যবান জিনিস চুরি করতে থাকে। যার পরিণতিতে তাকে হাত কাটার শাস্তি ভোগ করতে হয়।
৪. বাদশাহ ও শাসকগণ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অতি সামান্য বস্তু চুরির দায়েও হাত কাটার শাস্তি দিয়ে থাকেন; কিন্তু এটা শরয়ী 'হদ্দ' নয়।

ইমাম নববী (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, অনির্দিষ্টভাবে অপরাধীদেরকে অভিসম্পাত করা জায়েজ আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٣٥ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪৩৫. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন। গাছের ফল চুরি করার দায়ে এবং খেজুরের থোড় চুরি করার দায়ে হাত কাটা যাবে না। -[মালেক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : كَثَرٌ অর্থ- খেজুরের থোড়, কলি অথবা ভিতরের সাদা শাঁস।

গাছের ফল, খেজুরের থোড় ইত্যাদি চুরি করার দায়ে হাত কাটা হবে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ (فِيْ رِوَايَةٍ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রকারের রক্ষিত ফল চুরির দায়ে হাত কাটা হবে।

দলিল :

١. فِيْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رض) اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ مَنْ يَسْرِقُ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَلَهُ الْقَطْعُ.

২. ফল রক্ষিত হওয়ার কারণে উহার উপর চুরির সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে সুতরাং 'হদ্দ' প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে, ফল-মূল, তরি-তরকারি, গোশ্‌ত, শস্য, পাকানো খাবার যেগুলো এখনো গোলায়, ফ্রিজে বা আলমারীতে রাখা হয়নি- সেগুলো চুরি করার দায়ে হাত কাটা হবে না।

দলিল :

١. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

এ হাদীসের মাঝে ثَمَرٌ ও كَثَرٌ নাকেরা হিসেবে نَفِيْ-এর পরে এসেছে। সুতরাং এর দ্বারা عَامٌ [ব্যাপক] উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ ফল-মূল, খেজুরের থোড় রক্ষিত হোক বা অরক্ষিত হোক এর মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। তরি-তরকারি, গোশ্‌ত ও পাকানো খাবার ইত্যাদিকেও তার উপর কিয়াস করা হবে । কারণ এগুলো সবই দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার বস্তু। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, حَدِيْثُ رَافِعٍ-কে ওলামায়ে কেরাম কবুল করে নিয়েছেন। সুতরাং এটা خَبَرِ مَشْهُوْرٍ-এর মর্যাদা পেয়েছে।

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمْ يَكُنِ السَّارِقُ يَقْطَعُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الشَّيْءِ التَّافِهِ ـ(اِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ)

اَلتَّافِهُ অর্থ- তুচ্ছ বস্তু।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. মুসলমানদের জান ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেফাজতের জন্য حَدِيْثُ رَافِعٍ-কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
২. আইম্মায়ে ছালাছা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বাহ্যত আল্লাহ তা'আলার কালামের বিপরীত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى (اَلْاٰيَةُ).

وَعَنْ ٣٤٣٦ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৪৩৬. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে আর তিনি তাঁর দাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা.) থেকে আর তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, গাছে বিদ্যমান ফল সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে স্তুপীকৃত করার পর কেউ তা থেকে চুরি করল আর তার মূল্য যদি একটি ঢালের সমপরিমাণ হয় তাহলে সে হাত কাটার শাস্তির যোগ্য হবে। -[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : جَرِيْن : ফল শুকানোর জন্য যে স্থানে স্তুপ করা হয় সে স্থানকে জারীন বলা হয়। যে ফল গাছ থেকে এখনো কাটা হয়নি সে ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কেননা তা সুরক্ষিত নয়। হ্যাঁ, যখন গাছ থেকে ফল কেটে খলেনে জমা করা হবে তখন তা সুরক্ষিত গণ্য হবে। খলেন থেকে ফল শস্য ইত্যাদি চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে।

وَعَنْ ٣٤٣٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِيْ حَرِيْسَةِ جَبَلٍ فَاِذَا اٰوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِيْنُ فَالْقَطْعُ فِيْمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩৪৩৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হুসাইন আল-মাক্কী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গাছে বিদ্যমান ফল এবং পাহাড়ে বিচরণশীল জানোয়ার [চুরির দায়ে] হাত কাটা যাবে না। হ্যাঁ, যদি কেউ পাহাড়ে বিচরণশীল জানায়োরকে আস্তাবলে নিয়ে বাঁধে এবং ফল খলেনে নিয়ে জমা করে তাহলে সেখান থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবে। যদি চোরাই মাল ঢালের মূল্যের সমান হয়। -[মালেক (র.)]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : حَرِيْسَةُ جَبَلٍ : ঐ সকল জানোয়ারকে বলে যে সকল জানোয়ার পাহাড়ে বিচরণ করে এবং যেগুলোর কোনো মালিক নেই। ঐ ধরনের জীব জানোয়ারের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যদি কেউ তা ধরে নিয়ে যায় তাহলে সে চোর সাব্যস্ত হবে না। কেননা এগুলো কারও মালিকানাধীন নয় এবং সুরক্ষিতও নয়। হ্যাঁ, যদি কেউ এ ধরনের পাহাড়ি বা জঙলি জীবজন্তুকে ধরে এনে বেঁধে রাখে, তাহলে তা রক্ষিত গণ্য হবে। সুতরাং কেউ তা চুরি করলে তার হাত কাটা হবে যদি তার মূল্য একটি ঢালের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয়।

وَعَنْ ٣٤٣٨ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৩৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** লুণ্ঠন, ছিনতাই ইত্যাদি যদিও চুরির চেয়ে জঘন্য ও নিকৃষ্ট তথাপি লুণ্ঠন ও ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। কেননা হাত কাটা চুরির শাস্তি। আর এদের উপর চুরির সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও বিশৃঙ্খলা রোধকল্পে তাদের উপর যে কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা যায়।

وَعَنْ ٣٤٣٩ـ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَرُوِيَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَائَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ وَاَخَذَ رِدَائَهُ فَاَخَذَهُ صَفْوَانُ فَجَاءَ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ اِنِّيْ لَمْ اُرِدْ هٰذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلَّا قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ وَرَوٰى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ

৩৪৩৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া মদিনায় আগমন করলেন এবং নিজ চাদরটি বালিশ স্বরূপ মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় এক চোর এসে চাদরটি তুলে নিল। অমনি হযরত সাফওয়ান (রা.) তাকে ধরে ফেললেন এবং নবী করীম ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলেন। তখন নবী করীম ﷺ তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সাফওয়ান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে এজন্য আনিনি যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন। আমি চাদরটি তাকে সদকা করে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি তাকে তা কেন সদকা করে দিলে না? আর ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান থেকে তিনি তার পিতা থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَلَّا قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ : আমার কাছে আনার পূর্বে কেন তুমি তাকে ক্ষমা করলে না এবং তোমার চাদর সদকা করলে না?

বিচারকের নিকট মকদ্দমা দায়ের হওয়ার পূর্বে মালিক যদি চোরকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে না। আর যদি মকদ্দমা দায়ের হওয়ার পর বিচারক হাত কাটার রায় প্রদান করে তারপর মালিক চুরিকৃত মাল চোরকে হেবা করে দেয় বা চোরের নিকট বিক্রি করে, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِيْ قَطْعِ السَّارِقِ بَعْدَ هِبَةِ الْمَالِ الْمَسْرُوْقَةِ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَزُفَرَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ (فِيْ رِوَايَةٍ) : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, যুফার ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে বিচারকের রায় দেওয়ার পর 'হদ্দ' প্রয়োগ করার পূর্বে যদি চুরিকৃত মাল চোরকে হেবা করে দেয় বা চোরের নিকট বিক্রি করে তবুও 'হদ্দ' মওকুফ হবে না।

দলিল :

فِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ فَجَاءَ سَارِقٌ وَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاَخَذَهُ صَفْوَانُ فَجَاءَ بِهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ قَالَ صَفْوَانُ اِنِّيْ لَمْ اُرِدْ هٰذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلَّا قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ ـ (رَوَاهُ شَرْحُ السُّنَّةِ)

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখদের মতে এ অবস্থায় 'হদ্দ' মওকূফ হয়ে যাবে।

তাঁদের দলিল : হিদায়ার মুসান্নিফ লিখেছেন 'হদ্দ' এর ক্ষেত্রে 'হদ্দ' এর প্রয়োগ করার حُكْم قَضَاء [বিচারের রায়] -এর অন্তর্ভুক্ত। 'হদ্দ' প্রয়োগ করার পর বিচারক حُكْم قَضَاء [বিচারের রায়] থেকে মুক্ত হয়। কেননা বিচারকের রায় "হদ" প্রকাশ করার জন্য হয় আর হাত কাটা হলো আল্লাহ তা'আলার হক। হাত কাটার সময় যা প্রকাশিত হয়। সুতরাং যদি হাত কাটাকে রায়ের মধ্যে শামিল না করা হয় তাহলে শুধু প্রকাশ করাটা অর্থহীন। ঘটনা যখন এমন তাই হাত কাটা পর্যন্ত মকদ্দমা সচল থাকা শর্ত। সুতরাং এটা যেমন এমন হয়ে গেল যে, বিচারকের রায় দেওয়ার পূর্বে মালিক চুরিকৃত মাল চোরকে দিয়ে দিল।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ **[বিরোধীদের দলিলের জবাব] :** হযরত ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এ হাদীসটি মুযতারাব। কেননা হাকিম (র.) প্রমুখদের বর্ণনায় এভাবে বর্ধিত অংশ রয়েছে– اَنَا اَبِيْعُهُ وَاُنْسِئُهُ ثَمَنَهُ (مُسْتَدْرَك) 'আমি তার তার নিকট বিক্রি করব এবং মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে সুযোগ দেব।' "ইযতেরাব" হাদীসকে যঈফ করে দেয়। সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না।

٣٤٤٠ - وَعَنْ بُسْرِ بْنِ اَرْطَاةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُقْطَعُ الْاَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ اِلَّا اَنَّهُمَا قَالَا فِي السَّفَرِ بَدَلَ الْغَزْوِ ـ

৩৪৪০ **অনুবাদ :** হযরত বুসর ইবনে আরতাত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুদ্ধ অভিযানে থাকাকালে চোরের হাত কাটা যাবে না। –[তিরমিযী, দারেমী, আবূ দাউদ, নাসায়ী] তবে, আবূ দাউদ ও নাসায়ী যুদ্ধের স্থলে "সফর" বলেছেন। [অর্থাৎ সফর অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُقْطَعُ الْاَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ : যুদ্ধ অভিযানকালে কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা হবে না। এমনিভাবে অন্যান্য "হদ্দ" ও প্রয়োগ করা যাবে না। এর বিভিন্ন হিকমত রয়েছে।

১. চোর শাস্তির ভয়ে দারুল হরবে বসবাসের জন্য থেকে যেতে পারে।

২. মুসলিম সেনাবাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে।

৩. যুদ্ধ ময়দানে খলিফা উপস্থিত থাকেন না; বরং সেনাপতি উপস্থিত থাকেন। আর "হদ্দ" প্রয়োগ করাতো খলিফার অধিকার।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অনেক ফুকাহায়ে কেরাম এ হাদীসের উপর আমল করেছেন।

আবার কেউ কেউ মনে করেন فِي الْغَزْوِ -এর মাঝে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। اَيْ فِيْ مَالِ الْغَزْوِ অর্থাৎ গনিমতের মাল বণ্টন করার পূর্বে সেখান থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা এ মালের মাঝে তারও হক রয়েছে। আবূ দাউদ ও নাসায়ী -এর বর্ণনায় فِي الْغَزْوِ -এর স্থলে فِي السَّفَرِ শব্দ উল্লিখিত আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদের সফর।

এ হাদীসের মর্ম হলো যে, গনিমতের মাল বণ্টনের পূর্বে চুরি করলে হাত কাটা হবে না, আর এর উপর সব ওলামায়ে কেরাম একমত। কেননা এ গনিমতের মালের মধ্যে এ চোরেরও হক, অংশ রয়েছে।

দ্বিতীয় মর্ম হলো যে, জিহাদের ময়দানে চোরের হাত কাটা যাবে না, এর মধ্যে রহস্য হলো যে, এতে একজন মুসলমানের অসম্মানি কাফেরদের সম্মুখে হয়ে থাকে।

অথবা এজন্য যে, তাহলে কাফেররা এ মুসলমান ব্যক্তিকে ফিতনার মধ্যে ফেলে যাতে মুরতাদ না বানিয়ে নেয়। অথবা যাতে অন্যান্য মুসলনাদের মধ্যে অলসতা এবং বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা না হয়।

অতঃপর সাধারণ ফুকাহায়ে কেরাম, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে সর্বস্থানে চাই মুসলিম রাষ্ট্রে হোক কিংবা অমুসলিম রাষ্ট্রে হোক হদ্দ বাস্তবায়িত করা হবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অমুসলিম রাষ্ট্রে যুদ্ধ জিহাদ চলাকালীন সময় হদ্দ বাস্তবায়িত করা যাবে না।

দলিল : সাধারণ ফুকাহায়ে কেরামের নিকট শুধু কিয়াস ব্যতীত হাদীস দ্বারা কোনো দলিল নেই। অর্থাৎ তাদের যুক্তি হলো যে, নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ফারায়জ ও ওয়াজেবাত অমুসলিম রাষ্ট্রে আদায় করা হয়ে থাকে, কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়, তাই হাতকাটাও কোনো স্থানের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না; বরং অমুসলিম রাষ্ট্রে ও বাস্তবায়িত করা যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো উপরোল্লিখিত হাদীস, এ হাদীসের মধ্যে যুদ্ধের মধ্যে ময়দানের হাতকাটার স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া হুদূদ বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপার, সেনানায়কের অধিকারের আওতাধীন বিষয় নয়, তাই যুদ্ধের ময়দানে সেনাপ্রধান হাত কাটতে পারবে না। হ্যাঁ রাষ্ট্রপ্রধান নিজে যদি স্বয়ং সেনাপ্রধান হয়ে থাকেন তবে হাত কাটতে পারবেন না।

জবাব : ফুকাহায়ে কেরামের কিয়াসের জবাব হচ্ছে যে, স্পষ্ট ও সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় শুধু কিয়াস দ্বারা ইস্তিদলাল করা সঠিক নয়।

এখন যদি কেউ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে কোনো মাল চোরি করে ফেলে, তাহলে ইমাম মালেক ও ইবনুল মুনযির (র.)-এর মতে হাতকাটা হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে হাত কাটা হবে না।

দলিল : ইমাম মালেক ও ইবনুল মুনযির (র.) اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ আয়াতের মুতলাক দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : এ মালের মধ্যে চোরেরও একটি অংশ রয়েছে فَوَقَعَ الشُّبْهَةُ فِى السَّرِقَةِ [অতএব চোরিতে সন্দেহের অবকাশ হয়ে গেছে] وَالْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ এবং হুদূদ সন্দেহের দরুন স্থগিত হয়ে যায়। এছাড়া হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আসর হচ্ছে যে, مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَاَرْسِلْهُ فَمَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُ مِنْ هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ হযরত ওমর ও আলী (রা.) থেকেও এ ধরনের উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

জবাব : ইমাম মালেক ও ইবনুল মুনযির (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত আয়াতের জবাব হচ্ছে যে, এ আয়াতটি একটি অধিক বিস্তৃত আহকামের ক্ষেত্রে সংক্ষেপ, যার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসসমূহের দ্বারা হয়েছে। বিধায় সংক্ষেপের দ্বারা বিস্তারিত বস্তুর ব্যাপার ইস্তিদলাল সঠিক নয়।

وَعَنْ ٣٤٤١ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى السَّارِقِ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهٗ ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهٗ ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهٗ ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهٗ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৪৪১. **অনুবাদ** : হযরত আবূ সালামা (রা.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চোরের ব্যাপারে বলেছেন, যদি সে চুরি করে তাহলে প্রথম তার [ডান] হাত কেটে দাও। যদি সে আবার চুরি করে তাহলে তার [বাম] পা কেটে দাও। এরপর যদি সে আবার চুরি করে তাহলে তার [বাম] হাত কেটে দাও। আবার যদি সে [চতুর্থবার] চুরি করে তাহলে তার [ডান] পা কেটে দাও। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত এবং দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কাটার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। এপরও চুরি করলে তার শাস্তির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ قَطْعِ السَّارِقِ الَّذِىْ سَرَقَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ [**তৃতীয়বার বা চতুর্থবার চুরি করলে সে চোরের শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ**] :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী (র.)সহ আরো অনেকের নিকট তৃতীয় এবং চতুর্থবার চুরি করলে বাম হাত এবং ডান পা কাটা হবে।

তাঁদের দলিল :

عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

مَذْهَبُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আরো অনেকের মতে তৃতীয়বার বা চতুর্থবার চুরি করলে তার হাত পা কাটা যাবে না; বরং তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় আবদ্ধ রাখবে। হয়তো বা সে তওবা করবে অথবা বন্দি অবস্থায় মারা যাবে।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ وَلَا تَقْطَعُوْا يَدَهُ الْأُخْرٰى وَذَرُوْهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِىْ بِهَا وَلٰكِنْ إِحْبِسُوْهُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ -

٢. يَقُوْلُ عَلِيٌّ لَأَسْتَحِىْ مِنَ اللّٰهِ أَنْ لَا يَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِىْ بِهَا وَرِجْلًا يَمْشِىْ عَلَيْهَا (اِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ)

হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) -এর قَوْل -এর উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

৩. চার হাত পা কেটে ফেলা হত্যা করার শামিল। কারণ এতে সে সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যায়। অথচ "হদ্দ" শরিয়তে বৈধ করা হয়েছে ধমকি দেওয়া ও সতর্কীকরণের জন্য, ধ্বংস করার জন্য নয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [**বিরোধীদের দলিলের জবাব**] : তাদের পেশকৃত হাদীস ধমকি এবং আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ফায়েদার উপর প্রযোজ্য হবে।

'চোর' প্রথমবার চুরি করার দরুন ডান হাত কাটা যাবে এবং দ্বিতীয়বার চুরির দরুন বাম পা কাটা যাবে এক্ষেত্রে সব ওলামায়ে কেরামদের ঐক্যমত। কিন্তু এরপর তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরির ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ এবং অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম (র.) এদের মতে তৃতীয়বার চুরিতে বাম হাত এবং চতুর্থবার চুরিতে ডান পা কাটা যাবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরিতে কাটা নেই; বরং ধমকি, যাবৎজীবন কারা বন্দি করা হবে। তবে ইমামুল মুসলিমীন সমীচীন মনে করলে হত্যাও করতে পারেন। কিন্তু এটা হদ্দের ভিত্তিতে নয়।

দলিল : ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ ইমামগণ উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন এভাবে যে, উক্ত হাদীসে চারবারই কাটার কথা উল্লেখ হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হযরত ওমর (রা.)-এর আছর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন– قَالَ إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ يَدَهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ رِجْلَهُ وَلَا تَقْطَعُوْا يَدَهُ الْأُخْرٰى وَذَرُوْهُ يَأْكُلُ بِهَا يَسْتَنْجِىْ بِهَا وَلٰكِنْ إِحْبِسُوْا অর্থাৎ তিনি বলেছেন, যদি চুরি করে তবে তার হাত কেটে দাও। অতঃপর পুনরায় যদি চুরি করে তবে তার পা কেটে দাও এবং তার দ্বিতীয় হাত কেটনা এবং তাকে ছেড়ে দাও এর মাধ্যমে সে খানা খাবে এবং এর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে কিন্তু তাকে বন্দি করে দাও।

এমনিভাবে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে– لَا تُقْطَعُ إِلَّا الْيَدُ وَالرِّجْلُ অর্থাৎ 'কাটা যাবে না কিন্তু এক হাত এবং এক পা।' এরপর যদি চুরি করে, তাহলে হযরত আলী (রা.) তাকে বন্দি করে দেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে লজ্জা করি যে আমি তার একটি হাতও ছাড়ব না যে, সে তার দ্বারা খাবে এবং তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে। –[যায়লায়ী]

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হদ্দ হচ্ছে সতর্ককারী, বিলুপ্তকারী নয়। আর উভয় হাত কেটে দেওয়ার দরুন উপকৃতি বলতে সবকিছু বিলুপ্তি আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। বিধায় তৃতীয় এবং চতুর্থবার চুরিতে কাটা যাবে না।

জবাব : ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ ইমামগণ যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হলো যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য থেকে দুজন খলিফা তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার চুরিতে হাত কাটতেন না বরং বন্দি করে রাখতেন। যার প্রমাণ হলো একথার উপর যে, হযরত আবূ হুরায়রা এবং হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে। যেমনিভাবে ঐ সকল হযরত পঞ্চমবারের মতো চুরিতে হত্যার হুকুমকে রহিত বলে মনে করে থাকেন, এবং কিয়াসও এ পক্ষকে শক্তিশালী করে তুলে। অথবা এ নির্দেশ সতর্কতা স্বরূপ কিংবা সামাজিক শৃঙ্খলার উপর প্রয়োগ হবে। অতঃপর পঞ্চমবারের মতো চুরি করাতে কারো মতে হত্যার নির্দেশ রয়েছে এবং তারা দলিলের মধ্যে হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসকে পেশ করে থাকেন। 'কারণ' এর মধ্যে فَاقْتُلُوْهُ [অর্থাৎ তাকে হত্যা করে দাও।] শব্দ উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু জমহুর ফুকাহা ও আইম্মায়ে আরবা'আ (র.) -এর মতে হত্যা করা যাবে না। তাঁরা বুখারী মুসলিমে উল্লিখিত হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ اَلنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبِ الزَّانِىْ وَالسَّارِقِ لِدِيْنِهٖ . অর্থাৎ কোনো মুসলমানের রক্ত প্রবাহ জায়েজ নয় কিন্তু তিনটি কারণের যে কোনো একটি কারণে জায়েজ– কাউকে হত্যার বদলে হত্যা, বিবাহিত জেনাকারী, ধর্ম পরিত্যাগকারী।

এখানে তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করাকে হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো যে, এ হাদীসটি হচ্ছে 'মুনকার' যেমন ইমাম নাসায়ী (র.) বলেছেন। অথবা এ হাদীসটি হদ্দের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং পরিণাম দর্শিতা, হুঁশিয়ারী, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রেক্ষিতে।

অথবা হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। অথবা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূল ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গিয়েছে তাই এ ভিত্তিতে রাসূল ﷺ হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَعَنْ ٣٤٤٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ جِيْئَ بِسَارِقٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ فَاُتِىَ بِهِ الْخَامِسَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهٖ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ فِىْ بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوٰى فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ فِىْ قَطْعِ السَّارِقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ -

৩৪৪২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এক চোরকে আনা হলো। নবী করীম ﷺ হুকুম দিলেন, তার [ডান] হাত কেটে দাও। সুতরাং তার [ডান] হাত কেটে ফেলা হলো। পরে আবার চুরির দায়ে তাকে দ্বিতীয়বার আনা হলো। নবী করীম ﷺ হুকুম দিলেন, তার [বাম পা] কেটে দাও। সুতরাং তার [বাম পা] কেটে ফেলা হলো। এরপর আবার তৃতীয়বার তাকে চুরির দায়ে আনা হলো। এবার নবী করীম ﷺ হুকুম দিলেন, তার [বাম] হাত কেটে দাও। সুতরাং তার [বাম হাত] কেটে ফেলা হলো। পরে চতুর্থবার তাকে চুরির দায়ে আনা হলো। তখন নবী করীম ﷺ হুকুম দিলেন, তার [ডান পাও] কেটে দাও। সুতরাং তার [ডান পাও] কেটে ফেলা হলো। তারপর পঞ্চমবার তাকে চুরির দায়ে উপস্থিত করা হলো। তখন নবী করীম ﷺ হুকুম দিলেন তাকে হত্যা কর। সুতরাং আমরা তাকে [ধরে] নিয়ে গেলাম এবং হত্যা করলাম। অতঃপর আমরা লাশ টেনে টেনে এনে একটি কূপের মাঝে নিক্ষেপ করলাম এবং তার উপর পাথর বর্ষণ করলাম। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

আর বাগবী (র.) শরহে সুন্নাহ কিতাবে চোরের হাত কাটা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, "তার হাত কেটে দাও এবং [গরম তেল দিয়ে] তা দাগিয়ে দাও।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ : অতঃপর তাকে দাগ দাও। অর্থাৎ যে হাত কাটা হয়েছে তার ক্ষত স্থান গরম তেল বা গরম লোহা দ্বারা দাগিয়ে দাও, যাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কারণ দাগ না দেওয়া হলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যেতে পারে।

ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, আমার জানা মতে এমন কোনো ফকীহ এবং আলেম নেই যিনি চোরকে কতল করা মুবাহ মনে করেন। চাই সে যতবারই চুরি করুক না কেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নবী করীম ﷺ ঐ চোরকে কতল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আবার কোনো কোনো আলেম মনে করেন, নবী করীম ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে, তাই কতল করার হুকুম দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, সে চুরি করা হালাল মনে করত তাই নবী করীম ﷺ তাকে কতল করার হুকুম দিয়েছেন।

وَعَنْ ٣٤٤٣ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رضـ) قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهٗ ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِىْ عُنُقِهٖ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪৪৩. অনুবাদ : হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এক চোরকে আনা হলো। অতঃপর [নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে] তার হাত কাটা হলো। পরে তিনি হুকুম দিলেন এবার তার কর্তিত হাত যেন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। [যাতে অন্যরা উপদেশ গ্রহণ করে] সুতরাং ঐ হাত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চোরের হাত কাটার পর তার কর্তিত হাত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে স্বয়ং তার নিজের শিক্ষা হবে এবং তার অবস্থা দেখে অন্যান্য লোকদেরও শিক্ষা হবে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) হাত ঝুলিয়ে দেওয়াকে সুন্নত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

আহানাফের মতে সুন্নত নয় বরং ইমামুল মুসলিমনী উচিত মনে করলে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। নতুবা শরিয়তের পক্ষ থেকে এটি স্বতন্ত্র কোনো আইন নয়। কেননা অনেক অনেক চোরদের হাতকাটা হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশের সঙ্গে এ ধরনের করা হয়নি; বরং হাতে গণা দু-একজনের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয়েছে। যদি হাত ঝুলানো স্বতন্ত্র কোনো সুন্নত হতো, তবে সকলের সঙ্গে না করলেও অধিকাংশের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা হতো। অতএব, উপরিউক্ত হাদীসের জবাব হয়ে গেল।

وَعَنْ ٣٤٤٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি গোলাম চুরি করে তাহলে তাকে বিক্রি করে ফেল যদিও এক নাশ্বের বিনিময় হয়। –[আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَشٍّ : এক উকিয়ার অর্ধেক অর্থাৎ বিশ দিরহামে এক "নাশ্ব" হয়। অর্থাৎ যে গেলাম চুরি করে তাকে বিক্রি করে ফেল। যদিও যৎসামান্য মূল্যে বিক্রি করতে হয়। কারণ চুরির অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আর দোষী গোলামকে নিজের নিকট রাখা উচিত নয়।

অর্ধেক উকিয়া : অর্থাৎ বিশ দিরহামকে 'নশ্ব' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে বিশেষ করে 'নশ্ব' নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বল্প মূল্য বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এমন বদ অভ্যাস খাদেমকে না রাখাই উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, যখন নিজের জন্য পছন্দ করে না তাহলে অন্যের জন্য পছন্দ করবে। অথচ কথা হলো যে, وَاَنْ يَكْرَهُ لِاَخِيْهِ مَا يَكْرَهُ نَفْسَهُ অর্থাৎ অন্যের জন্য অপছন্দ করা যা নিজের জন্য অপছন্দ করে থাকে।

তখন এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, সম্ভবত সে অন্যের নিকট গিয়ে এ বদঅভ্যাস ছেড়ে দেবে। অথবা ঐ ব্যক্তি তাকে ধনী হওয়ার দরুন মুক্ত, স্বাধীন করে দেবে। অতঃপর যদি দাস-দাসী মালিকের মাল চুরি করে ফেলে তাহলে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাস-দাসীর হাত কাটা যাবে না।

দলিল : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর আছর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। একটি দাস চুরি করেছে এবং পলায়নকারী ছিল। অতঃপর তিনি তাকে সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট হাত কাটার জন্য প্রেরণ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ওমর (র.)-এর আছর দ্বারা اِنَّهُ اُتِىَ بِغُلَامٍ سَرَقَ مِرْاٰةً لِاِمْرَاَةِ سَيِّدِهٖ فَقَالَ عُمَرُ (رض) لَا قَطْعَ عَلَيْهِ خَادِمُكُمْ اَخَذَ مَتَاعَكُمْ অর্থাৎ একদা একজন দাসকে হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে নিয়ে আসা হলো যে, সে তার মালিকের স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে, তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন তার হাত কাটা হবে না। তোমাদের খাদেম তোমাদের মালকে চুরি করেছে, তাই মালিকের স্ত্রীর মাল চুরি করলে যখন হাত কাটা নেই, তখন স্বয়ং মালিকের মাল চুরি করতে তো হাত কাটার কোনো কথাই চলে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, দাস এবং মালিকের পরস্পরের মধ্যে লেনদেনের বেলায় সাধারণত সাধুতা থেকে যায়। তাই এ প্রেক্ষিতে সংরক্ষণের মধ্যে ত্রুটি হয়ে গিয়েছে। আর হাত কাটার মধ্যে সংরক্ষিত মাল 'চুরি' শর্ত।

জবাব : ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, اَلْاَبُ اَوْلٰى بِالْاِتِّبَاعِ مِنْ اِبْنِهٖ (اِبْنُ عُمَرَ) অর্থাৎ অনুসরণের ক্ষেত্রে পিতা 'ওমর (রা.)' হলেন উত্তম ছেলে 'ইবনে ওমর' থেকে। আর দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে যে, ইবনে ওমর (রা.) হাত কাটার জন্য দাসকে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেননি; বরং হাত কাটা হবে না এবং বিষয়টি সাব্যস্ত করার জন্য প্রেরণ করেছেন এ হচ্ছে কারণ, যার দরুন হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, لَا تُقْطَعُ يَدُ الْاٰبِقِ اِذَا سَرَقَ অর্থাৎ পলায়নকারী দাস যখন চুরি করবে হাত কেটে দেওয়া হবে না। −[মিরকাত]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٤٥ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ فَقَالُوْا مَا كُنَّا نَرَاكَ تَبْلُغُ بِهٖ هٰذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৩৪৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলো। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। তখন সাহাবীরা আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ধারণা এমন ছিল না যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন। নবী করীম ﷺ বললেন, যদি [আমার কন্যা] ফাতেমাও হতো তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম। −[নাসায়ী]

وَعَنْ ٣٤٤٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بِغُلَامٍ لَهٗ فَقَالَ اقْطَعْ يَدَهٗ فَاِنَّهٗ سَرَقَ مِرْاٰةً لِاِمْرَاَتِىْ فَقَالَ عُمَرُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَادِمُكُمْ اَخَذَ مَتَاعَكُمْ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩৪৪৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে হযরত ওমর (রা.) -এর নিকট নিয়ে আসল এবং বলল এর হাত কেটে দিন। কেননা সে আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তার হাত কাটা যাবে না। কেননা সে তোমাদের খাদেম, সে তোমাদের মালই নিয়েছে। −[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ওমর (রা.) এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমাদের ঘরের মধ্যে তার যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। আর তোমাদের অনুমতি সাপেক্ষে সে তোমাদের মালসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। সুতরাং এমতাবস্থায় মাল অন্যের অধীনে রক্ষিত হওয়া পাওয়া যায় না। আর মাল যেহেতু রক্ষিত হওয়া সাব্যস্ত হলো না তাই হাতও কাটা যাবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। কিন্তু অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

وَعَنْ ٣٤٤٧ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ قَالَ حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ سُلَيْمَانَ تُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ لِاَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ যর! আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি হাজির এবং আপনার খেদমতের জন্য প্রস্তুত। তিনি বললেন, ঐ সময় তুমি কি করবে? যখন আকস্মিক মহামারিতে ব্যাপকভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। এমনকি একটি ঘরের অর্থাৎ কবরের মূল্য একটি গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যাবে। আমি আরজ করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভালো জনেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি সবর ও ধৈর্যধারণ করবে। হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান (র.) বলেন, কাফন চোরের হাত কাটা হবে। কারণ সে মৃত ব্যক্তির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ : কবর খনন করে মৃত লাশের কাফন চোরকে نَبَّاشْ বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর প্রসিদ্ধ উস্তাদ হযরত হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান (র.) নবী করীম ﷺ -এর বাণী يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, কাফন চোরের হাত কাটা হবে। কেননা নবী করীম ﷺ কবরকে ঘর বলেছেন। সুতরাং কবরও ঘরের মতো সুরক্ষিত হয়ে গেল। ঘরের থেকে মাল চুরি করলে যেভাবে হাত কাটা হয় তদ্রূপভাবে কবর থেকে কাফন চুরি করলেও হাত কাটা হবে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ قَطْعِ يَدِ النَّبَّاشِ [কাফন চোরের হাত কাটার ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ] :

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) : আইম্মায়ে ছালাছা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কাফন চোরের হাত কাটা হবে। হযরত ওমর (রা.), ইবনে যুবাইর (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও এটা বর্ণিত আছে।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ .

এ হাদীসের মাঝে হযরত হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান (র.)-এর কিয়াস।

٢. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَبَشَ نَقْطَعْنَاهُ . (بَيْهَقِىْ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَثَوْرِيْ وَاَوْزَاعِيْ وَزُهْرِيْ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, আওযায়ী, ছাওরী, যুহরী (র.) প্রমুখদের নিকট কাফন চোরের উপর হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতও এটাই।

তাঁদের দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) مَوْقُوْفًا لَيْسَ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعٌ - (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ)

২. হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর খেলাফতকালে এ ব্যাপারে হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের "ইজমা" সংঘটিত হয়েছে যে, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না। তবে কাফন চুরির শাস্তিস্বরূপ তাকে মারপিট করা হবে এবং শহরভরে ঘোরানো হবে।

৩. মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ মৃতের কাফনের মালিক নয়। আর মৃত ব্যক্তিতো কোনো কিছুর মালিক হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং 'হদ্দ' কিভাবে প্রয়োগ করা হবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. হযরত হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান (র.)-এর কিয়াস সহীহ নয়। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি এমন ঘর থেকে মাল চুরি করে যে ঘরে কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী বা প্রহরী নিয়োজিত নেই, তাহলে সকল ওলামাদের ঐকমত্য অনুযায়ী ঐ চোরের হাত কাটা যাবে না। কারণ ঐ ঘর সুরক্ষিত নয়। কবরকে যদিও ঘর বলা হয়েছে; কিন্তু কবর সুরক্ষিত নয়। সুতরাং কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না।

২. বায়হাকী এর হাদীস মুনকার। সুতরাং দলিল গ্রহণযোগ্য নয়।

بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُوْدِ
পরিচ্ছেদ : 'হদ্দ' এর ব্যাপারে সুপারিশ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٤٨ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَتْ اِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا فَاَتٰى اَهْلُهَا اُسَامَةَ فَكَلَّمُوْهُ فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ -

৩৪৪৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [একবার] কুরাইশগণ এক মাখযূমী মহিলার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। যে মহিলা চুরি করেছিল। তারা [পরস্পরের মধ্যে] বলল, কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? আবার তারাই বলল, উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতীত কে এ ব্যাপারে সাহস করবে? কারণ সে হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। [উপস্থিত সকলে মিলে হযরত উসামা (রা.)-কে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করলেন] অতঃপর হযরত উসামা (রা.) তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। [তার কথা শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ [ক্ষুব্ধ হয়ে] বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার 'হদ্দ'সমূহ থেকে একটির ব্যাপারে সুপারিশ করতেছ? অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন এবং বললেন, [হে লোক সকল!] প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে এ আচরণই ধ্বংস করেছে যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো ভদ্র-সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত তাহলে তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোনো অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত তাহলে তার উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করত, আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। -[বুখারী ও মুসলিম]
আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, মাখযূম গোত্রীয় এক মহিলা লোকদের নিকট হতে জিনিস-পত্র ধার নিয়ে পরে সে উহা অস্বীকার করত। এজন্য নবী করীম ﷺ তার হাত কাটার হুকুম দিলেন। অতঃপর উক্ত মহিলার আপনজনেরা হযরত উসামা (রা.)-এর নিকট এসে আলোচনা করল। তখন হযরত উসামা (রা.) [তাদের অনুরোধে] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আলোচনা করলেন। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট ঘটনা পূর্বের ন্যায় অবিকল বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ইবনে সা'দ এবং হযরত ইবনে হাজার (র.)-এর তাহকীক অনুযায়ী ঐ মাখযূম গোত্রীয় মহিলার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসওয়াদ। তিনি হযরত আবূ সালামা (রা.)-এর ভাতিজি ছিলেন। কুরাইশদের একটি বড় গোত্র হলো মাখযূম। গোত্রের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে মাখযূমিয়্যাহ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ : তুমি আল্লাহ তা'আলার 'হদ্দ'সমূহ থেকে একটি 'হদ্দ' -এর ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এর উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো আলেম মনে করেন 'হদ্দ' -এর ব্যাপারে একেবারেই সুপারিশ করা জায়েজ নেই। কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট 'হদ্দ'-এর মকদ্দমা বিচারক বা শাসকের নিকট পৌছে যাওয়ার পর সুপারিশ করা জায়েজ নেই। তবে শাসক বা বিচারকের নিকট 'হদ্দ'-এর মকদ্দমা পৌঁছার পূর্বে সুপারিশ করা হবে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং মানুষকে কষ্ট প্রদানকারী না হওয়া শর্ত।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের দলিল :

١. عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأُسَامَةَ (رض) لَا تَشْفَعْ فِىْ حَدٍّ فَاِنَّ الْحُدُوْدَ اِذَا انْتَهَتْ اِلَىَّ فَلَيْسَ لَهَا مَتْرُوْكٌ . (فَتْحُ الْبَارِىْ)

٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ مَرْفُوْعًا تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

আর তা'যীর অর্থ– হদ ব্যতীত অন্য কোনো শাস্তি আরোপিত হলে সে ক্ষেত্রে সুপারিশ করা বা করানো উভয়টি জায়েজ আছে। মকদ্দমা বিচারকের নিকট পৌছুক বা না পৌছুক এতে কোনো ব্যবধান নেই। তবে শর্ত হলো যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী না হতে হবে।

قَوْلُهُ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ بِقَطْعِ يَدِهَا : সে লোকদের থেকে জিনিসপত্র ধার নিত এবং পরে তা অস্বীকার করত। অতঃপর নবী করীম ﷺ তার হাত কাটার হুকুম দেন।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ قَطْعِ يَدِ مُنْكِرِ الْعَارِيَةِ : কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করলে তার হাত কাটা হবে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ اِسْحَاقَ، اِبْنِ حَزْمٍ ظَاهِرِىْ وَاَحْمَدَ فِىْ رِوَايَةٍ : হযরত ইসহাক, ইবনে হাযাম জাহেরী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করলে তার হাত কাটা হবে।

তাঁদের দলিল:

فِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَتْ اِمْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا .

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَالشَّوَافِعِ وَمَوَالِكِ وَاَحْمَدَ فِىْ رِوَايَةٍ : আহনাফ, শাফেয়ী, মালেকী ও আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত তথা জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করলে তার হাত কাটা যাবে না।

তাঁদের দলিল : ١. قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا .

এ আয়াতের মাঝে কোনো পুরুষ বা নারী চুরি করলে তার হাত কাটার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করা চুরির সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

٢. لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ . (تِرْمِذِىْ)

"আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুটতরাজকারীর হাত কাটা যাবে না।" কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকারকারী অবশ্যই আত্মসাৎকারীর মধ্যে গণ্য। সুতরাং তারও হাত কাটা যাবে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. এ হাদীসের মাঝে تَجْحَدُ শব্দের পর فَسَرَقَتْ শব্দ উহ্য রয়েছে। কেননা ঐ মহিলা চুরি এবং কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করার উভয়টিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু হাত কাটার সম্পর্ক শুধু চুরির সাথে। আর ধার নিয়ে অস্বীকার করার কথা শুধু তার অবস্থা বর্ণনা করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।
   আর وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ الخ বাক্যের মাঝে سَرَقَتْ শব্দটি এ কথার শক্তিশালী করীনা যে, হাত কাটার সম্পর্ক শুধু চুরির সাথে।
২. ইমাম নববী (র.) ও ইবনে মানযূর (র.) বলেন, 'চুরির রেওয়ায়েত' 'ধার নিয়ে অস্বীকার করা রেওয়ায়েতের' উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সুতরাং "চুরির রেওয়ায়েত" অধিক গ্রহণযোগ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِىْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِىْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ اَسْكَنَهُ اللّٰهُ رَوْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِىِّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مَنْ اَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ لَا يَدْرِىْ اَحَقٌّ اَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ ـ

৩৪৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন। যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহ তা'আলার 'হদ্দ' সমূহ থেকে কোনো একটি হদ্দের জন্য প্রতিবন্ধক হয় সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে মোকাবিলায় লিপ্ত হলো। আর যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোনো বাতিল বা অন্যায় সমর্থনে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো, সে উহা বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মাঝে পড়ে রইল। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন সম্পর্কে এমন অপবাদ রটাল যে দোষ তার মধ্যে নেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ সময় পর্যন্ত জাহান্নামিদের দূষিত রক্ত ও পুঁজের মধ্যে অবস্থান করাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা বলেছিল তার থেকে মুক্ত না হবে। [দুনিয়ায় থাকাকালে তওবা করা ও ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে।] -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

আর বায়হাকীর শো'আবুল ঈমানের এক রেওয়ায়েতে আছে যে, যে ব্যক্তি এমন কোনো ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে সাহায্য করল যা ন্যায় বা অন্যায় হওয়া সম্পর্কে তার জানা নেই, তাহলে সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির মাঝে থাকবে।

٣٤٥٠ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اِعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى فَاَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَعْتَرِفُ فَاَمَرَ بِهٖ فَقُطِعَ وَجِيْئَ بِهٖ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ فَقَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلٰثًا رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ ـ هٰكَذَا وَجَدْتُ فِى الْاُصُوْلِ الْاَرْبَعَةِ وَجَامِعِ الْاُصُوْلِ

৩৪৫০ অনবাদ : হযরত আবূ উমাইয়া মাখযূমী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, [একবার] নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলো। সে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করল যে সে চুরি করেছে; কিন্তু তার নিকট চুরির কোনো মাল পাওয়া গেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আমার ধারণা যে, তুমি চুরি করনি। কিন্তু সে বলল, হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। নবী করীম ﷺ উক্ত কথাটি দুই কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু সে প্রত্যেকবারই স্বীকার করল। সুতরাং তিনি নির্দেশ দিলেন ফলে তার হাত কাটা হলো। এরপর তাকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তওবা কর। সে বলল, আমি আল্লাহর নিকট মাফ চাইতেছি এবং তওবা করতেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল কর।

-[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

গ্রন্থকার (র.) বলেন উল্লিখিত চারটি কিতাবের মতো জামেউল উসূল, শো'আবুল ঈমান ও মু'আলিমুস সুনানের

وَشُعَبِ الْاِيْمَانِ وَمَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِى اُمَيَّةَ وَفِى نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ اَبِى رِمْثَةَ بِالرَّاءِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ ـ

মধ্যেও আমি এ হাদীসটি আবূ উমাইয়া থেকে বর্ণিত পেয়েছি। কিন্তু মাসাবীহ -এর মূল কপিতে বর্ণনাকারীর নাম আবূ রিমছা বলা হয়েছে। অর্থাৎ হামযা ও "ইয়া" এর পরিবর্তে "রা" ও "ছা" রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] :

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ عَلٰى اِقْرَارٍ وَاحِدٍ : একবার চুরির কথা স্বীকার করলে চোরের হাত কাটা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফারসহ আরো অনেকের নিকট একবার স্বীকারোক্তি দ্বারা চোরের হাত কাটা যাবে না; বরং একাধিকবার স্বীকার করা আবশ্যক হবে।

তাদের দলিল :

فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ .... فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا اِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلٰى فَاَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَعْتَرِفُ فَاَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ الخ ـ

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَمُحَمَّدٍ وَطَحَاوِىْ وَغَيْرِهِمْ : আইম্মায়ে ছালাছা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তাহাবী (র.) সহ আরো অনেকের মতে চোরের হাত কাটার জন্য একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।

তাঁদের দলিল :

مَا اَسْنَدَ الطَّحَاوِىُّ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا سَرَقَ فَقَالَ مَا اِخَالُهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ ثُمَّ ائْتُوْنِىْ بِهِ قَالَ فَذَهَبَ بِهِ فَقُطِعَ الخ ـ

এ হাদীসের মাঝে একবার স্বীকারোক্তির পর হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] : নবী করীম ﷺ -এর তাকে বারবার স্বীকার করানো দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সে যেন স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়। তার উপর থেকে 'হদ্দ' মওকুফ হয়ে যায়। এটাকে تَلْقِيْنِ عُذْرٍ অথবা تَلْقِيْنِ رُجُوْعٍ বলা হয়। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ এজন্য বারবার স্বীকারোক্তি নেননি যে 'হদ্দ' প্রয়োগ করার জন্য বারবার স্বীকারোক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

اَلْحُدُوْدُ زَوَاجِرُ لَا مُطَهِّرٌ :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِىِّ قُلْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ অর্থাৎ বল আমি আল্লাহ তা'আলা নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তার অভিমুখী হই। অতঃপর নবী করীম ﷺ নিজে তার জন্য اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ বলে দোয়া করেছেন। এখানে একটি জটিল মাসআলা রয়েছে। যে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তা হচ্ছে–

'হদ্দ' কি? زَوَاجِرُ অর্থাৎ শুধু দুনিয়াবী অপরাধ থেকে দায়মুক্ত করে? নাকি مُطَهِّرٌ অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে পূত-পবিত্র করে?

বলা বাহুল্য কোনো অপরাধীকে শরয়ী 'হদ্দ' লাগানোর পর তার জন্য তিনটি সুরত পেশ আসার সম্ভাবনা রয়েছে–

১. সে গুনাহের উপর লজ্জিত হয় এবং অন্তর থেকে তওবা করে এবং ঐ গুনাহ ছেড়ে দেয় এবং ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে।
২. সে তওবা করেনি ঠিক কিন্তু সে পরিপূর্ণভাবে ঐ গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে। উপরিউক্ত দু অবস্থায় হদ্দ লাগানোর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের পাপ থেকে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত।
৩. যদি সে তওবাও না করে এবং দ্বিতীয়বার ঐ গুনাহের মাঝে লিপ্ত হয় তাহলে 'হদ্দ' এর জন্য مُطَهِّرٌ অর্থাৎ পবিত্রকারী হবে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ [ওলামায়ে কেরামের মতভেদ] :

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ وَالْبُخَارِيِّ : শাফেয়ী ওলামায়ে কেরাম ও ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট 'হদ্দ'ই তওবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে مُكَفِّرٌ مُطَهِّرٌ [গুনাহের কাফ্ফারা ও পবিত্রকারী] হবে এবং পাপ থেকে দায়মুক্ত করবে।

তাঁদের দলিল :

فِيْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) .... وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ـ (بُخَارِىْ وَ مُسْلِمْ)

অর্থাৎ যদি কেউ ঐ সকল গর্হিত কাজের মধ্যে লিপ্ত হয় [যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে] আর তাকে দুনিয়ার মাঝে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে এ শাস্তি তার ঐ গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হবে অর্থাৎ তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে। এখানে পবিত্র করার জন্য তওবা করা বা না করার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : আহনাফের নিকট তৃতীয় অবস্থায় এ 'হদ্দ' زَوَاجِرٌ [শুধু দুনিয়ার অপরাধ থেকে দায়মুক্ত করবে]। مُطَهِّرٌ [পবিত্রকারী] হবে না। অর্থাৎ শাস্তি দেওয়ার কারণে দুনিয়াবি অপরাধ থেকে সে মুক্ত হবে। এখন চোরকে চোর বলে ডাকা বৈধ হবে না। আর আখেরাতের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভিন্নভাবে তওবা করতে হবে।

তাঁদের দলিল :

١. فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِيِّ........فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ فَقَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ـ

যদি 'হদ্দ'ই তওবার স্থানে হতো তাহলে নবী করীম ﷺ তাকে তওবা করার হুকুম দিতেন না। আর তার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ "হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল কর" এমন বলতেন না এর দ্বারা বুঝা যায় 'হদ্দ' زَوَاجِرٌ - مُطَهِّرٌ নয়।

২. মাখযূমিয়্যাহ মহিলার ঘটনা [যা একটু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে] ও এ দাবির পক্ষে দলিল বহন করে।

٣. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

এ আয়াতের মাঝে চোরের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে– فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ যদি 'হদ্দ' গুনাহের কাফ্ফারা এবং গুনাহ থেকে পবিত্রকারী হয় তাহলে এরপর فان تاب দ্বারা কি উদ্দেশ্য? আর এ فاء تعقيب আনার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তর এটাই দিতে হবে যে, হদ্দ কাফ্ফারা হবে না; বরং পবিত্র হওয়ার জন্য তওবা করা জরুরি।

٤. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا ـ

যদি "হদ্দে কযফ" আশি দোররা মারার পর 'হদ্দ' গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয় তাহলে এরপর اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কেন বলা হলো? এবং এ اِسْتِثْنَاءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তাদেরকে কেন ফাসেক সাব্যস্ত করা হলো? এর উত্তর এটাই দিতে হবে যে, 'হদ্দ' -এর দ্বারা গুনাহ হয় না; বরং পবিত্র হওয়ার জন্য তওবা করা জরুরি।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাঝে فَهُوَ كَفَّارَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা অন্যান্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত আছে যে, যখন কোনো বান্দার কোনো মসিবত আসে তখন তা তার জন্য কাফফারা হয় যেমন হাদীসে এসেছে– حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا অনুরূপভাবে যার উপর হদ প্রয়োগ করা হয়েছে তার কষ্ট হয়েছে সে 'হদ্দ'-এর যন্ত্রণা ও মসিবত সহ্য করেছে সুতরাং সে এজন্য اَجْرٌ ও ثَوَابٌ পাবে। এখানে তাকে কাফ্ফারা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

২. কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে এ জাতীয় হাদীসকে প্রথম দু প্রকারের সাথে খাস করা হয়েছে।

৩. এখানে শুধু দুনিয়াবি কাফ্ফারা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'হদ্দ' প্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার শাস্তি দেওয়া হবে না এবং এরপর তাকে লজ্জা দেওয়া যাবে না।

بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
পরিচ্ছেদ : মদ পানের দণ্ডবিধি

اَلْخَمْرُ [খামর] -এর আভিধানিক অর্থ হলো– আচ্ছন্ন করা। মহিলাদের মাথা, চুল যে কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয় তাকে خِمَارٌ [খিমার] বলা হয়। আর ইসলামি পরিভাষায় মদকে خَمْرٌ খাম্‌র বলা হয়। হযরত ওমর (রা.) বলেন– اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ (بُخَارِى) অর্থাৎ 'খামর' হলো, যা পান করলে জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

وَجْهُ تَسْمِيَةٍ [নামকরণের কারণ] : মদ্যপান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে দেয় এবং তার বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এজন্য তাকে خَمْرٌ [খামর] বলা হয়।

আর সমস্ত কাজ বরং স্বয়ং মানুষের মনুষ্যত্বের নির্ভর হলো আকল-বুদ্ধির উপর এবং خَمْرٌ -এর দরুন মানুষের মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে না; বরং চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট হয়ে পাগলা কুকুরের ন্যায় সব ধরনের খারাপ কাজ করতে থাকে। আর আরবের মধ্যে মদ্যপানের সাধারণত অভ্যাস ছিল, মদ ব্যতীত তাদের দিনকাল অতিবাহিত করা অনেক কষ্টকর হতো, কিন্তু এর দ্বারা মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। যার উপর সব কাজের নির্ভর এবং ভালোমন্দের তারতম্যও এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিধায় শরিয়তে ইসলামিয়াহ মদকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে। আর কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস দ্বারা মদের হারামের ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং যে মদপান হালাল মনে করে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু একই মুহূর্তে হারাম বলে আখ্যায়িত করাতে কষ্টকর ব্যাপার ছিল, তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে হারামের ব্যাপারটি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর সর্বপ্রথম অন্তরে মদের ব্যাপারে বিতৃষ্ণার জন্ম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাই সর্বপ্রথম আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا অর্থাৎ 'এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মদ ও উত্তম খাদ্য তৈরি করে থাক।' যেমন মদের প্রচলন ও অভ্যাসের আলোচনা করেছেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন যে, اَفْتِنَا فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ ওরা আপনাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন এ উভয়টির মধ্যে বড় গুনাহ এবং মানুষের অনেক উপকারাদি রয়েছে এবং উভয়টির গুনাহ উপকারের চেয়ে অধিক বড়।

তাই গুনাহের দিকে লক্ষ্য করে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম মদপান সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছেন। আর উপকারাদির দিকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো সাহাবী মদ পান করতে থাকেন। এমনকি একদিন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) দাওয়াত করলেন, অভ্যাস অনুযায়ী মদপানের অনুষ্ঠান শুরু হলো, শেষ পর্যন্ত মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেল এবং ইমাম সাহেব নেশার দরুন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ -এর স্থলে اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ পড়া আরম্ভ করে দিলেন, যার মর্ম সম্পূর্ণ স্পষ্ট। অতঃপর তৃতীয় আয়াত অবতীর্ণ হলো قَوْلُهُ تَعَالَى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা নেশা রত অবস্থায় নামাজের নিকটস্থ হয়ো না।

উক্ত আয়াতে শুধু নামাজের সময় মদ পান থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং নামাজের সময় ব্যতীত মদপান হালাল।

অতঃপর একজন সাহাবী হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রা.) দাওয়াতের আয়োজন করলেন এবং উটের গোশ্‌ত ভুনা করলেন। এ অনুষ্ঠানেও মদ পান করে নিজ নিজ গোত্রের গর্বভরে কবিতা পাঠ আরম্ভ হলো এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) একটি কাসীদা পাঠ করলেন যার মধ্যে আনসারদের হেয় প্রতিপন্নের বর্ণনা রয়েছে এবং নিজের গোত্রের গর্ব ছিল, তখন একজন আনসারী সাহাবী উটের হাড্ডি হাতে নিয়ে হযরত সা'দ (রা.)-এর মাথার উপর আঘাত হানলেন। তারপর আনসারী রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করলেন। আর বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দান করুন। তখন সূরা মায়েদার চতুর্থ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ .

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই যে, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্বরণ ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে।

তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا এ মুহূর্তে সকল সাহাবায়ে কেরামগণ মদপান ছেড়ে দিলেন, এবং মদ রাখার পাত্রসমূহ ভেঙ্গে ফেলতে আরম্ভ করলেন এমনকি মদিনার অলিগলি দিয়ে পানির ন্যায় মদ প্রবাহিত হতে লাগল এবং কিয়ামত পর্যন্তের জন্য মদপান হারাম হয়ে গেল। -[মুযহাবী, বাগবী] (هٰذَا حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ حُرْمَةِ الْخَمْرِ)

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٥١ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْبَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اَرْبَعِيْنَ.

৩৪৫১ অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ মদ পানের জন্য খুরমা গাছের ডাল ও জুতার দ্বারা প্রহার করেছেন। আর আবূ বকর (রা.) চল্লিশ চাবুক মেরেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম] হযরত আনাস (রা.) হতে অন্য এক রেওয়ায়েত আছে নবী করীম ﷺ মদ পানকারীকে জুতা ও খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মদপান করে তাহলে তার উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে। নেশাগ্রস্ততা যখন কেটে যায় তখন 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে। নির্ধারিত পরিমাণ চাবুক শরীরের বিভিন্ন অংশে মারা হবে- এক স্থানে মারা হবে না। যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্বীকার করে নেয় তাহলে 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না। মদ্যপায়ীর উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করা ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু 'হদ্দ'-এর পরিমাণ -এর মাঝে মতভেদ রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ مِقْدَارِ حَدِّ الْخَمْرِ **[মদের দণ্ডবিধির পরিমাণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ] :**

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমুখদের নিকট মদ্যপায়ীর 'হদ্দ' চল্লিশটি চাবুক।

তাঁদের দলিল :

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اَرْبَعِيْنَ .

হযরত আনাস (রা.)-এর প্রথম রেওয়ায়েতের মাঝে কতটি চাবুক মারবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী রেওয়ায়েতে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। তা হলো চল্লিশটি। আর হযরত আবূ বকর (রা.)ও চল্লিশটি চাবুক মেরেছেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَثَوْرِىْ وَاَوْزَاعِىْ وَحَسَنٍ وَاَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : হযরত ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, ছাওরী, আওযায়ী, হাসান (রা.)ও অধিকাংশ ফুকাহার নিকট মদ্যপানের শাস্তি আশিটি চাবুক মারা। এটা হযরত ওমর (রা.), আলী (রা.) ও খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

তাঁদের দলিল :

١. قَوْلٌ شَارِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ بِسَقْيَةِ خَمْرٍ فَاجْلِدُوْهُ ثَمَانِيْنَ (طَحَاوِيْ ج٢ ص٧٧)

٢. عَمَلُ شَارِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِحَوَالَةِ تَكْمِلَةٍ ج٢ ص٤٩٠)

٣. عَمَلُ شَارِعٍ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتٰى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ اَرْبَعِيْنَ (مُسْلِمٌ)

দুটি ডাল বা চাবুক একত্র করে যদি চল্লিশবার আঘাত করা হয় তাহলে অবশ্যই তা আশিটি আঘাতের মাঝে গণ্য হয়। এ ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে।

٤. اِجْمَاعُ صَحَابَةٍ ثَبَتَ بِحَدِيْثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (بُخَارِيْ مِشْكُوةٌ ج٢ ص٣١٥)

وَبِاَحَادِيْثَ اُخْرٰى اَنَّ عُمَرَ اِسْتَشَارَ فِيْهِ الصَّحَابَةَ قَالَ الْاَمْرُ اِلٰى ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ اِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ.

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ **[বিরোধীদের দলিলের জবাব]** : এ সম্পর্কিত অপরাপর রেওয়ায়েতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করার দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ প্রাথমিক যুগে মদ্যপায়ীদের জন্য কোনো শাস্তি নির্দিষ্ট করেননি। তখন কেউ মদ পানের অপরাধে ধৃত হলে তাকে জুতা, লাঠি, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে মারা হতো। তারপর নবী করীম ﷺ -এর শেষ যুগে আশিটি চাবুক মারা হতো। কখনো দুটি জুতা বা দুটি ডাল একত্র করে চল্লিশবার মারা হতো এতে আশিটি হয়ে যেত। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর শেষ যুগে আশিটি চাবুক মারা সম্পর্কে অনেক সাহাবী অনবগত ছিলেন। তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতের শুরুলগ্নেও চল্লিশটি চাবুক মারা হতো। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) যখন দেখলেন এ শাস্তির দ্বারা মানুষ এ অপরাধ থেকে বিরত থাকছে না, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে মদ্যপায়ীর শাস্তি আশিটি চাবুক নির্ধারণ করেন।

وَعَنْ ٣٤٥٢ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) قَالَ كَانَ يُؤْتٰى بِالشَّارِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِمْرَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُوْمُ عَلَيْهِ بِاَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَاَرْدِيَتِنَا حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ اِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ اَرْبَعِيْنَ حَتّٰى اِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৪৫২ অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে এবং হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতের শুরুলগ্নে মদ্যপায়ীকে এনে উপস্থিত করা হতো। তখন আমরা আমাদের হাত, জুতা এবং চাদর দ্বারা আঘাত করতাম। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতের শেষ দিকে তিনি চল্লিশ চাবুক মারতেন। অবশেষে তারা যখন সীমাতিক্রম করতে লাগল এবং ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হতে লাগল তখন তিনি আশি দোর্‌রা মারতে লাগলেন। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٥٣ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ ثُمَّ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৪৫৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে চাবুক মার। [এভাবে] যদি সে চতুর্থবারও মদ পানের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেল। রাবী বলেন, এরপর এক সময় এমন এক ব্যক্তিকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হলো যে, চতুর্থবার মদ পান করেছে। তখন নবী করীম ﷺ তাকে প্রহার করলেন কিন্তু হত্যা করেননি। –[তিরমিযী]

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ وَفِيْ أُخْرٰى لَهُمَا. وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيْدُ إِلٰى قَوْلِهِ فَاقْتُلُوْهُ.

আর আবূ দাউদ এ হাদীসটি কাবীসা ইবনে যুওয়ায়বথেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাউদের অন্য রেওয়ায়েতে এবং নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং দারেমীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সাহাবী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইবনে ওমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত শারীদ (রা.)। এ হাদীস فَاقْتُلُوْهُ "তাকে হত্যা করে দাও" পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চতুর্থবার কোনো মদ্যপায়ী মদ পানের অপরাধে ধৃত হলে নবী করীম ﷺ তাকে কতল করে দিতে বলেছেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর সময় একবার এমন এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হয়েছিল যে চতুর্থবার মদপান করেছে। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাকে হত্যা করেননি। তাই এ হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১ তাকে অনেক কঠোরভাবে শাস্তি দাও এবং বেশি পরিমাণে মারপিট কর।

২. কতল করার হুকুমকে নবী করীম ﷺ নিজ আমলের দ্বারা রহিত করে দিয়েছেন।

৩. অথবা, এ হাদীসটি لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلٰثٍ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। এটা রহিত হওয়ার উপর সকল ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন।

৪. নবী করীম ﷺ তা আইন হিসেবে বলেননি; বরং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সতর্ক করার জন্য বলেছিলেন।

وَعَنْ ٣٤٥٤ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَزْهَرِ (رض) قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اِضْرِبُوْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيْتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي الْجَرِيْدَةَ الرَّطْبَةَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ فَرَمٰى بِهِ فِيْ وَجْهِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৫৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আযহার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি দৃশ্যকে আমি যেন এখনো চোখের সামনে দেখতেছি। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো যে মদ পান করেছিল। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা একে মার। সুতরাং তাদের কেউ জুতার দ্বারা আবার কেউ লাঠির দ্বারা এবং কেউ খেজুরের ডাল দ্বারা লোকটিকে প্রহার করল। রাবী ইবনে ওহাব বলেন– مِيْتَخَةٌ -এর অর্থ হলো– খেজুরের কাঁচা ডাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জমিন থেকে কিছু মাটি উঠালেন এবং তার মুখের উপর নিক্ষেপ করলেন।–[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٤٥٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اِضْرِبُوْهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهٖ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهٖ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهٖ ثُمَّ قَالَ بَكِّتُوْهُ فَأَقْبَلُوْا عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ مَا اتَّقَيْتَ اللّٰهَ مَا خَشِيْتَ

৩৪৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] এমন এক লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আনা হলো যে মদ পান করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা একে প্রহার কর। সুতরাং আমাদের কেউ হাত দ্বারা কেউ চাদর দ্বারা কেউ জুতার দ্বারা তাকে আঘাত করল। এরপর তিনি বললেন, এ কর্মের জন্য তোমরা তাকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা কর। সুতরাং লোকেরা তার মুখোমুখি

اَللّٰهَ اَللّٰهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا لَا تُعَيِّنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

হয়ে তিরস্কার করতে করতে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। তুমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করনি। তুমি [এমতাবস্থায়] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে আসতে লজ্জাবোধ করনি। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করুক। [একথা শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপ কথা বলোনা। এরূপ বলে তার উপর শয়তানকে সাহায্য করোনা; বরং তোমরা এভাবে বলো– হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি অনুগ্রহ কর। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٤٥٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيْلُ فِى الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا حَاذٰى دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ اَفَعَلَهَا وَلَمْ يَاْمُرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৫৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। লোকেরা তাকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে রাস্তায় মাতলামী করছে। অতঃপর লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ধরে আনতে লাগল। অতঃপর সে যখন হযরত আব্বাস (রা.)-এর গৃহের নিকট আসল তখন সে লোকদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে হযরত আব্বাস (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করল এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরল। পরে নবী করীম ﷺ -এর নিকট [এ ঘটনা] বর্ণনা করা হলো। তখন তিনি হেসে দিলেন এবং বললেন, সে কি এমন করেছে? আর তিনি তার ব্যাপারে কোনো হুকুম দেননি।–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** নবী করীম ঐ লোকটির উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করার হুকুম দেননি। কারণ মদ পান করা তার স্বীকারোক্তি অথবা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। শুধু তার রাস্তার মাঝে মাতলামী অবস্থায় পাওয়া মদ্যপান প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٥٧ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدِ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ مَا كُنْتُ لِاُقِيْمَ عَلٰى اَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوْتَ فَاَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْهُ شَيْئًا اِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَاِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৫৭. অনুবাদ : হযরত উমায়র ইবনে সাঈদ নাখয়ী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, কারো উপর আমি 'হদ্দ' প্রয়োগ করলে তাতে যদি সে মারা যায় তাহলে আমি এজন্য অনুতপ্ত বা দুঃখিত হবো না। কিন্তু মদ্যপায়ীর অবস্থা ভিন্ন। যদি সে মারা যায় তাহলে আমি তার দিয়ত [জরিমানা] আদায় করব। আর এর কারণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর 'হদ্দ' নির্ধারণ করেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٤٥٨ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ اِنَّ عُمَرَ اِسْتَشَارَ فِيْ حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اَرٰى اَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً فَاِنَّهُ اِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَاِذَا سَكِرَ هَذٰى وَاِذَا هَذٰى افْتَرٰى فَجَلَدَ عُمَرُ فِيْ حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩৪৫৮. অনুবাদ : হযরত ছাওর ইবনে যায়েদ দায়লামী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) মদ্যপায়ীর শাস্তির ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি মনে করি তাকে আশি দোর্‌রা লাগানো হোক। কেননা যখন সে মদ পান করে তখন সে মাতাল হয়ে পড়ে। আর মাতাল হলে আবোল-তাবোল বকাবকি করে। আর যখন আবোল-তাবোল বকে, তখন সে মিথ্যা অপবাদও রটায়। তখন হযরত ওমর (রা.) মদ্যপায়ীকে আশি দোর্‌রা মারার হুকুম দিলেন। −[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আলী (রা.) তাঁর মতামতের পক্ষে যুক্তিবহ দলিল পেশ করে বলেছেন, মদ্যপায়ীর আকল-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে আবোল-তাবোল বকাবকি করতে থাকে। অহেতুক কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দেয়। যেমন কোনো পবিত্র নারীর উপর জেনার তোহমত দিয়ে দিল ইত্যাদি। জেনার তোহমত দেওয়ার শাস্তি যেহেতু আশি দোর্‌রা তাই তার উপর কিয়াস করে মদ্যপায়ীর শাস্তিও সর্বোচ্চ আশি দোররা হতে পারে। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.) -এর এ মতকে গ্রহণ করেন এবং মদ্যপায়ীর শাস্তি আশি দোর্‌রা নির্ধারণ করেন। এর উপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের اِجْمَاعْ [ঐকমত্য] সংঘটিত হয়।

এর পূর্বের হাদীসে উল্লেখ আছে হযরত আলী (রা.) বলেছেন− اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম ﷺ মদ্যপানের শাস্তি নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, এত দোর্‌রা মারা হবে। যদিও কোনো কোনো হাদীসে চল্লিশ বা চল্লিশের ন্যায় সংখ্যা উল্লেখ আছে। সুতরাং আমি যদি মদ্যপয়ীকে আশি দোর্‌রা লাগাই আর সে মারা যায় তাহলে আমার আশঙ্কা হয় হয়তো বা এটা আমার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি হতে পারে। তাই আমি তার দিয়ত আদায় করব।

হযরত আলী (রা.) এ কথা নিছক সতর্কতামূলকভাবে বলেছেন। কেননা তাঁর নিজের মতামতই তার প্রমাণ।

بَابُ مَا لَا يُدْعَى عَلَى الْمَحْدُوْدِ
পরিচ্ছেদ : সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বদদোয়া না করা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٥٩ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً اِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ يُلَقَّبُ حِمَارًا كَانَ يُضْحِكُ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ فَاُتِىَ بِهِ يَوْمًا فَاَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ مَا اَكْثَرَ مَا يُؤْتٰى بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَلْعَنُوْهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৪৫৯. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির নাম ছিল আব্দুল্লাহ কিন্তু তাকে حِمَارْ [গাধা] উপাধি দেওয়া হয়েছিল। সে [বোকার মতো কথাবার্তা বলে] নবী করীম ﷺ -কে হাসাতো। মদ্যপানের অপরাধে নবী করীম ﷺ তার উপর একবার 'হদ্দ' প্রয়োগ করেছিলেন। এরপর আবার একদিন তাকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হলো। নবী করীম ﷺ হুকুম করলেন তখন তাকে চাবুক মারা হলো। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! তার উপর তোমার লা'নত। কতবারই না তাকে এ অপরাধে আনা হলো? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তার উপর লা'নত করো না। আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্বন্ধে জানি যে, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٤٦٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اِضْرِبُوْهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهٖ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهٖ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهٖ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৪৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] এমন এক ব্যক্তিকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আনা হলো যে মদ পান করেছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তাকে মারপিট কর। রাবী বলেন, তখন আমাদের মাঝে কেউ হাত দ্বারা কেউ জুতার দ্বারা আবার কেউ বা কাপড় [পেঁচিয়ে লাঠির মতো বানিয়ে তা] দ্বারা মারপিট করল। অতঃপর লোকটি যখন ফিরে গেল তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। [একথা শুনে] নবী করীম ﷺ বললেন, এরূপ বলো না। তার উপর শয়তানকে সাহায্য করো না। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٦١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ جَاءَ الْاَسْلَمِىُّ اِلَى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَنَّهُ اَصَابَ اِمْرَأَةً حَرَامًا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ فَاَقْبَلَ فِى الْخَامِسَةِ فَقَالَ اَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتّٰى غَابَ ذٰلِكَ مِنْكَ فِىْ ذٰلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِى الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ اَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِى الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ حَلَالًا قَالَ فَمَا تُرِيْدُ بِهٰذَا الْقَوْلِ قَالَ اُرِيْدُ اَنْ تُطَهِّرَنِىْ فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِهِ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اُنْظُرْ اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتّٰى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتّٰى مَرَّ بِجِيْفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُنْزُلَا فَكُلَا مِنْ جِيْفَةِ هٰذَا الْحِمَارِ فَقَالَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هٰذَا ـ

৩৪৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মায়েয আসলামী (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট স্বীকার করল যে, সে এক মহিলার সাথে হারাম কাজ করেছে। সে একথাটি চারবার স্বীকার করল। নবী করীম ﷺ প্রত্যেকবারই তার দিক হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর পঞ্চমবার তার দিকে ফিরে বললেন, তুমি কি ঐ মহিলার সাথে সহবাস করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা! তোমার পুরুষাঙ্গ তার লজ্জাস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, [কি এমনভাবে] যেমনভাবে সুরমা শালাকা সুরমাদানির মধ্যে এবং রশি কুপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে বলল, জী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি জান জেনা কাকে বলে? সে বলল, হ্যাঁ জানি। আমি তার সাথে হারামভাবে এমন কাজ করেছি যা কোনো মানুষ তার স্ত্রীর সাথে হালালভাবে করে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ সমস্ত কথার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল, আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করে দেন। সুতরাং নবী করীম ﷺ তাকে রজম করার হুকুম দিলেন। ফলে তাকে রজম করা হলো। অতঃপর নবী করীম ﷺ তার সাহাবীদের থেকে দুই ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, তাদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীকে বলছে এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ তা'আলা যার দোষ গোপন করেছিলেন। কিন্তু তার নফ্স তাকে ছাড়ল না। [অর্থাৎ সে আবেগের বশে স্বীকার করল] এমনকি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে কতল করা হলো যেভাবে কুকুরকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাদের উভয়ের কথা শুনে নবী করীম ﷺ নীরব থাকলেন। তারপর কিছুক্ষণ পথ চললেন। অবশেষে এমন একটি মৃত গাধার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যার পা ফুলে উপরের দিকে উঠে রয়েছে। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন অমুক অমুক! [ঐ দুই ব্যক্তি] কোথায়? তারা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আমরা। তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন নামো এবং এই মৃত গাধাটির গোশ্‌ত খাও। তারা দুজন আরজ করল, হে আল্লাহর নবী! কে এই মৃত গাধার গোশ্‌ত খায়?

قَالَ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ اَخِيْكُمَا اٰنِفًا اَشَدُّ مِنْ اَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اَنَّهُ الْاٰنَ لَفِىْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيْهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

এবার নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা একটু আগে তোমাদের ভাইয়ের যে আবরু ইজ্জত নষ্ট করেছ তা এই মৃত গাধার গোশ্‌ত খাওয়ার চেয়েও জঘন্য। সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন। নিঃসন্দেহে সে [মায়েয (রা.)] এখন জান্নাতের নহরসমূহে ডুব দিয়ে বেড়াচ্ছে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٣٤٦٢ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ ذَنْبًا اُقِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذٰلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهٗ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৪৬২. অনুবাদ : হযরত খুযায়মা ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করে এবং তার উপর ঐ অপরাধের 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হয়, তখন উক্ত 'হদ্দ'ই তার অপরাধের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٣٤٦٣ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَصَابَ حَدًّا فَعَجَّلَ عُقُوْبَتَهٗ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُّثَنِّىَ عَلٰى عَبْدِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ اَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَّعُوْدَ فِىْ شَىْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৪৬৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'হদ্দ'-এর উপযোগী হয়, [এমন কোনো অপরাধ করে যার সাজা নির্ধারিত আছে] আর দুনিয়াতে তার উপর তা প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার উপর অধিক ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং [আশা করা যায় যে] তাকে পরকালে দ্বিতীয়বার শাস্তি দেবেন না। আর যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করল আর আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধকে গোপন করে রেখেছেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অনেক দয়ালু। সুতরাং [আশা করা যায় যে] পরকালে তাকে ঐ অপরাধের জন্য আর শাস্তি দেবেন না, যা তিনি দুনিয়াতে ক্ষমা করে দিয়েছেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর তিরমিযী এ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।]

بَابُ التَّعْزِيْرِ
পরিচ্ছেদ : সতর্কতামূলক শাস্তিপ্রদান

اَلتَّعْزِيْرُ শব্দটি عَزْرٌ থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ– নিষেধ করা, বিরত রাখা, তিরস্কার করা ও শাস্তির মাধ্যমে সতর্ক করা। শরিয়তের পরিভাষায় সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বা কাউকে সতর্ক করার জন্য 'হদ্দ'-এর চেয়ে লঘু যে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়াকে "তা'যীর" বলা হয়।

"تَعْزِيْرٌ" শব্দটি عَزْرٌ শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো– বাধা প্রদান করা, ধমকি দেওয়া।

আর শরিয়তের পরিভাষায় تَعْزِيْرٌ এমন শাস্তিকে বলা হয়ে থাকে যা আদব এবং সায়েস্তা করার নিমিত্তে দেওয়া হয়ে থাকে এবং কোনো হদ্দের স্তরে পর্যন্ত পৌঁছে না এবং এ تَعْزِيْرٌ কুরআন, হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যেমন কুরআনে কারীমের মধ্যে আছে– فَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا

এটা আদব শিক্ষা এবং সৎচরিত্র গঠনের জন্য। হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে– لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ اَدَبًا [অর্থাৎ তুমি তোমার আদব শিক্ষা দানের লাঠিকে তাদের 'সন্তানদের' উপর থেকে উঠিয়ে দিয়ো না।] তাছাড়া এ ব্যাপারে আরো অনেক রয়েছে।

কিন্তু শরিয়তের মধ্যে تَعْزِيْرٌ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত নেই; বরং তা ইমামুল মুসলিমীনের রায়ের উপর নির্ভরশীল, তিনি যেভাবে যতটুকু উচিত মনে করেন তাই। কেননা تَعْزِيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর্ক, ধমকি প্রদান করা। আর এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে। কাউকে শুধু লজ্জা দানই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর কাউকে থাপ্পড় মারলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। কারো জন্য বন্দী করাই যথেষ্ট হয়ে যায়। কাউকে সামান্য তম বেত্রাঘাত যথেষ্ট হয়ে যায়। আবার কাউকে অধিক বেত্রাঘাতের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই এর উপর ভিত্তি করে تَعْزِيْرٌ -এর জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

এখন আলোচ্য বিষয় হলো যে, تَعْزِيْرٌ প্রয়োজনীয় কিনা? তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রয়োজনীয় নয়। ইমামুল মুসলিমীন ইচ্ছা হলে করবেন। না হলে নয়।

ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে تَعْزِيْرٌ ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এর মধ্যে কিছু বিশ্লেষণ রয়েছে। যদি কোনো অপরাধের উপর শরিয়তে تَعْزِيْرٌ বিদ্যমান থাকে, তবে এ ধরনের অপরাধের উপর تَعْزِيْرٌ ওয়াজিব হবে। আর যদি শরিয়তের দলিলে, কুরআন হাদীস ইত্যাদিতে কোনো تَعْزِيْرٌ বিদ্যমান না থাকে তবে ইমামের রায়ের উপর নির্ভরশীল হবে। যদি ইমামুল মুসলিমীন মনে করেন যে, تَعْزِيْرٌ ব্যতীত অপরাধ থেকে বিরত হয়ে যাবে, তাহলে تَعْزِيْرٌ ওয়াজিব নয়। যদি মনে করে تَعْزِيْرٌ ব্যতীত অপরাধ থেকে বিরত থাকবে না, তাহলে تَعْزِيْرٌ ওয়াজিব হবে।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল একটি প্রসিদ্ধ হাদীস– اِنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اَصَبْتُ مِنْ اِمْرَاَةٍ مَا دُوْنَ اَنْ اَطَاهَا অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলেন অতঃপর বললেন নিশ্চয়ই আমি একজন মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যতীত বাকি সবকিছু করে ফেলেছি।' তখন নবী করীম ﷺ তার উপর কোনো تَعْزِيْرٌ করেননি।

এমনিভাবে অন্য হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী ﷺ আনসারদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন– وَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ অর্থাৎ 'তাদের শুভ কাজ সম্পাদনকারীদের কাছ থেকে গ্রহণ কর এবং অশুভ কাজকারী লোকসমূহকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।'

তাই এখানে নবীজী ﷺ আনসারদের অশুভ কাজকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন تَعْزِيْرٌ -এর নির্দেশ দেননি। বিধায় বুঝা গেল যে, تَعْزِيْرٌ আবশ্যকীয় নয়; বরং تَعْزِيْرٌ না করা উত্তম। ইমাম আহমদ (র.) কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যে, تَعْزِيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সতর্ক বা ধমকি এবং মানুষদেরকে অশুভ কার্যকলাপ থেকে বারণ করা। যদি تَعْزِيْرٌ -কে ওয়াজিব না করা যায়, তাহলে মূল উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যখন শরিয়ত تَعْزِيْرٌ -এর ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি, তাহলে তা ইমামের মতের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং যার মধ্যে শরিয়ত সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে এর উপর আমল ওয়াজিব নতুবা উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, এ হাদীস আমাদের বিরোধী নয়। কেননা ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে এসেছিল। বিধায় সে تَعْزِيْر ব্যতীত তার অশুভ কাজ পরিত্যাগকারী ছিল এজন্য تَعْزِيْر-এর প্রয়োজন ছিল না।

আর ইমাম আহমদ (র.) যা বলেছেন যে, تَعْزِيْر ব্যতীত উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে। আর জবাবে আমরা বলি যে, কেবলমাত্র ওয়াজ ও উপদেশের মাধ্যমেও ধমকি বা সতর্কতা অর্জন হয়ে যায়। তাই এ ভিত্তিতে تَعْزِيْر-কে ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٦٤ - عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرِ جَلْدَاتٍ اِلَّا فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ বুরদা ইবনে নিয়ার নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে দশ চাবুকের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তা'যীরের সাজা কি পরিমাণ হবে এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ مِقْدَارِ التَّعْزِيْرِ [তা'যীরের সাজা কি পরিমাণ হবে? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ] :

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَلَيْثٍ وَاِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَاَشْهَبَ مَالِكِىِّ (رح) : ইমাম আহমদ, লাইছ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আশহাব মালেকী (র.)-এর নিকট দশটির বেশি চাবুক মারা জায়েজ নেই।

তাঁদের দলিল :

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرِ جَلْدَاتٍ اِلَّا فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ (فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى وَزُفَرَ (رح) : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), [জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী] ইবনে আবী লায়লা ও যুফার (র.)-এর নিকট সর্বোচ্চ পঁচাত্তরটি চাবুক মারা যাবে। এটা হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَغَيْرِهَا : **ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ (র.)** ও অন্যান্যদের নিকট উনচল্লিশটির অধিক চাবুক মারা যাবে না। আর তা'যীরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিনটি চাবুক মারা। এ ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রমুখের দলিল :

١. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ . (بَيْهَقِىْ)

অর্থাৎ তা'যীর 'হদ্দ'-এর চেয়ে লঘু পর্যায়ের হবে। তা'যীরের মধ্যে যদি কেউ 'হদ্দ'-এর পরিমাণে উপনীত হয় তাহলে সে সীমালঙ্ঘনকারী হবে।

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوْدِىُّ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ الخ (تِرْمِذِىْ مِشْكٰوةْ جـ٢ صـ٣١٦)

৩. তা'যীরের মধ্যে দশটির অধিক চাবুক মারা অনেক সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে। উল্লিখিত হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ্য করে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও অন্যান্য ইমামগণ মনে করেন 'হদ্দ'সমূহের মাঝে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের 'হদ্দ' হলো আশি দোররা। সুতরাং তা'যীরের মাঝে কমপক্ষে পাঁচ দোররা কমিয়ে সর্বোচ্চ পঁচাত্তর দোররা নির্ধারণ করা যায়।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) গোলামের "হদ্দে কযফ"[১] ও হদ্দে খমর এর উপর কিয়াস করেছেন। কেননা গোলামের "হদ্দে কযফ" ও 'হদ্দে খমর' হলো চল্লিশ দোররা। সুতরাং তা'যীরের মাঝে চল্লিশ থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ উনচল্লিশ নির্ধারণ করা যায়।

টীকা : ১. কারো উপর জেনার মিথ্যা তোহমত দিলে তাকে আশি দোররা মারা হবে। শরিয়তের পরিভাষায় তাকে হদ্দে কযফ বলা হয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] :

১. بُرْدَةُ بْنُ نِيَارٍ-এর হাদীসকে অনেকে اِبْنُ عَبَّاسٍ-এর হাদীসের মাধ্যমে মানসূখ হওয়ার দাবি করেছেন।

২. উক্ত হাদীস এমন বিষয়ের উপর প্রযোজ্য যা বিচারক বা হাকিম ব্যতীত অন্য লোকেরা তাদের অধীনস্থদেরকে সতর্ক করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োগ করবে।

৩. হযরত ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, উক্ত হাদীসের মাঝে 'হদ্দ' -এর اِصْطِلَاحِىْ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং حُقُوْقُ اللّٰهِ এবং اَوَامِرْ ও نَوَاهِىْ উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٦٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ মারধর করে, তখন অবশ্যই যেন মুখমণ্ডলে আঘাত না করে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কারো উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হয় বা সর্তকতামূলক শাস্তি দেওয়া হয়, কোনো অবস্থাতেই মুখমণ্ডলে আঘাত করা যাবে না। অনুরূপভাবে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্ত্রী বা সন্তানসন্ততিদেরকে মারার সময়ও মুখমণ্ডলে আঘাত করা যাবে না।

٣٤٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوْدِىُّ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَاِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَمَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৪৬৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যদি কোনো লোক কোনো [মুসলমান] লোককে বলে হে ইহুদি! তাহলে তাকে কুড়িটি চাবুক মার। আর যদি বলে হে হিজড়া! তাহলে তাকেও বিশটি চাবুক মার। আর যদি কেউ মাহরাম নারীর সাথে জেনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে কতল কর। –[তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কেউ কোনো মুসলমানের উপর জেনা ব্যতীত অন্য কোনো ত্রুটিযুক্ত অপবাদ আরোপ করে তাহলে তা'যীর করা ওয়াজিব। যেমন– হে ফাসেক! হে কাফের! হে খবীছ! হে মুনাফিক! হে ইহুদি! হে সমকামী! হে দাইয়ূছ! হে হিজড়া! ইত্যাদি শব্দ বলে সম্বোধন করা।

যদি কেউ কোনো মুসলমানকে হে গাধা! হে কুকুর! হে শূকর! হে বিড়াল! হে সাপ! হে বানর! ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে তাহলে আইম্মায়ে ছালাছার নিকট এটা তা'যীরের উপযোগী। কেননা এসব শব্দ সাধারণত গালিগালাজের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আহনাফের জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার জন্য কোনো তা'যীর নেই। কেননা বাস্তবে সে কুকুর, শূকর, গাধা ইত্যাদি নয়। সুতরাং এ ধরনের সম্বোধন দ্বারা তার জন্য ত্রুটি সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ : যদি কেউ মাহরাম নারীর সাথে জেনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে কতল কর। হযরত ইমাম আহমদ (র.) এর প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করেছেন। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট জাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং ধমকি দেওয়া ও সতর্ক করা উদ্দেশ্য।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি হালাল ও হালকা মনে করে কোনো মাহরাম নারীর সাথে জেনা করে তাহলে তাকে কতল করা হবে । অন্যথায় অন্য নারীর সাথে জেনা করলে যেই শাস্তি মাহরাম নারীর সাথে জেনা করলেও সেই শাস্তি। অর্থাৎ যদি জেনাকার বিবাহিত হয় তাহলে রজম করা হবে আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে দোর্‌রা লাগানো হবে।

٣٤٦٧ - وَعَنْ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاحْرِقُوْا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৪৬৭. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমরা কোনো লোককে আল্লাহর পথে খেয়ানত করতে [গনিমতের মাল আত্মসাৎ করতে] পাও তাহলে তার মাল ও আসবাব পুড়িয়ে ফেল এবং তাকে মারপিট কর। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ, আর তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি গরীব]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاحْرِقُوْا مَتَاعَهُ : তার মাল ও আসবাব পুড়িয়ে ফেল। খেয়ানতকারীর মাল ও আসবাব পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যদি কেউ গনিমতের মাল থেকে চুরি করে তাহলে শাস্তি স্বরূপ তার মাল-আসবাব জ্বালিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না। তারা বলেন, মাল-আসবাব জ্বালিয়ে দেওয়ার বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা মনসুখ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র.) এ হুকুমের জাহেরী অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, তার সমস্ত মাল-আসবাব জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তবে তার সামানের মধ্যে যদি কুরআন শরীফ, যুদ্ধাস্ত্র এবং জীব-জানোয়ার থাকে তাহলে তা জ্বালানো হবে না। আর তা'যীর হিসেবে তাকে মারপিট করা হবে। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে, গনিমতের মাল চুরি করলে তাকে হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যায় না।

بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَ وَعِيْدِ شَارِبِهَا

পরিচ্ছেদ : মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন

মদ কাকে বলে : এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

إِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِيْ تَعْرِيْفِ الْخَمْرِ [**'মদ'-এর সংজ্ঞায় ইমামগণের মতভেদ**] :

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ يَعْنِيْ الْجُمْهُوْرَ : ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ তথা জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট "খামর" মদ ঐ বস্তুকে বলা হয় যা পান করার দ্বারা নেশা এবং মাতলামি সৃষ্টি হয়। তা আঙ্গুরের রস হোক বা অন্য কোনো বস্তুর রস হোক এতে কোনো পার্থক্য নেই।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ وَاَئِمَّةِ اللُّغَاتِ : ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও আইম্মায়ে লুগাতের নিকট "খামর" মদ এমন আঙ্গুরের রসকে বলা হয় যা ঘন হয় এবং নেশা সৃষ্টি করে। বিশুদ্ধ قَوْل অনুযায়ী বুদ্বুদ বা ফেনা সৃষ্টি হওয়া শর্ত নয়।

حُكْمُ الْخَمْرِ [**"খামর" মদ-এর হুকুম**] : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে যে বস্তুর অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা আনয়ন করে এবং মাতাল করে দেয় তা অল্প পরিমাণও হারাম। চাই যে কোনো ধরনের নেশা হোক।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে বস্তু নেশা আনয়ন করে তা 'মদ'। আর সকল নেশা আনয়নকারী বস্তু হারাম।

−[মুসলিম, মিশকাত খণ্ড ২, পৃ. ৩১৭]

আহনাফের নিকট এর মাঝে অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ হানাফীদের ফতোয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে জমহুর-এর قَوْل -এর উপর।

كَمَا قِيْلَ اَفْتٰى كَثِيْرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِ الْجُمْهُوْرِ فِيْ حَقِّ الْحُرْمَةِ وَبِقَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ جَوَازِ بَيْعِ غَيْرِ الْخَمْرِ وَعَدَمِ وُجُوْبِ الْحَدِّ مِنْهُ اِلَّا اِذَا اَسْكَرَ (تكملة جـ٣ صـ ٦٠٧)

অধিকাংশ হানাফীদের ফতোয়া যেহেতু হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে জমহুর -এর قَوْل -এর উপর সেহেতু এখানে হানাফীদের দলিল উল্লেখ করা হলো না।

যে জিনিসই নেশা সৃষ্টিকারী হয় তা হচ্ছে হারাম। কিন্তু যে মদের হারাম হওয়াটা অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে সে মদের অল্প অধিক সবই হারাম এবং যে এমন মদকে হালার মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে। এর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

আইম্মায়ে ছালাছার মতে প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুকে মদ বলা হয়ে থাকে। আর এর অল্প অধিক সব হারাম, এতে আঙ্গুরের রস থেকে হোক কিংবা খেজুর অথবা গম থেকে প্রস্তুত করা হোক− তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু আহানাফ ও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে মদ বলা হয় বিশুদ্ধ তাজা আঙ্গুরের রসকে যখন তা উদ্বেলিত ও স্ফীত হয়ে উপরে ফেনা বের করে দেবে।

এছাড়া যত নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হবে তা মদ নয়। এর অল্প অধিক হারাম হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নেশা সৃষ্টিকারী না হবে।

দলিল : আইম্মায়ে ছালাছা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। হাদীসটি হচ্ছে− كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ অর্থাৎ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হচ্ছে মদ।

দ্বিতীয় দলিল হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস− اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَاَشَارَ اِلَى النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ অর্থাৎ মদ এ দুটি বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং ইঙ্গিত করেছেন খেজুর গাছ এবং আঙ্গুরের গাছের দিকে। −[সুনানে আরবা'আ ও মুসলিম]

এছাড়া আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাপক হওয়া উচিত। কেননা তা مُخَامَرَةُ الْعَقْلِ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে আক্বলকে ঢেকে নেওয়া। আর এ অর্থ সকল নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। বিধায় সকল নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুকে মদ বলা উচিত।

আহনাফ দলিল পেশ করে থাকেন আভিধানিকদের কথা থেকে। কারণ যে কোনো বস্তুর মূল তত্ত্ব অভিধানের মাধ্যমেই বুঝা যায়। আর সমস্ত আভিধানিকদের ঐকমত্য হলো যে, মদ একটি বিশেষ পানীয় বস্তুর নাম যা আঙ্গুর থেকে প্রস্তুত করা হয়ে

থাকে। এজন্য সাধারণ ব্যবহার-বিধিতে মদ বলার দ্বারা ঐ বিশেষ পানীয় বস্তু বুঝে আসে এবং অন্যান্য পানীয় বস্তুর মধ্যে অন্য শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন– নাক্বী, নাবীয, নেশা বলা হয়ে থাকে।

তাছাড়া হযরত সিদ্দীকে আকবর ও হযরত ওমর (রা.)-এর মাযহাবও হচ্ছে তাই।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, মদের হারাম হওয়া হলো অকাট্য ব্যাপার এবং অন্যান্য পানীয় বস্তুর হারাম হওয়াটা হচ্ছে, খেয়ালী, যৌক্তিক ব্যাপার।

অতএব মদের একটি বিশেষ মূল তত্ত্ব বা সংজ্ঞা থাকা উচিত। আর তা হচ্ছে আমরা ইতঃপূর্বে যা বলে এসেছি।

জবাব : আয়িম্মায়ে ছালাছা যে দু'টি হাদীস দ্বারা ইস্তিদলাল করেছিলেন তন্মধ্যে প্রথম হাদীসটির উপর হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বিতর্কিত আলোচনা করেছেন।

আর দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হচ্ছে যে, এ হাদীসের মধ্যে মদের সংজ্ঞা বা মূল তত্ত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং মদের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর নবীর দায়িত্ব হচ্ছে এই। পক্ষান্তরে কোনো বস্তুর সংজ্ঞা বা মূল তত্ত্ব বর্ণনা করা নবুয়তের উদ্দেশ্য বহির্ভূত।

আর তারা অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ইস্তিদলাল পেশ করেছেন যে তা হচ্ছে مُخَامَرَةُ الْعَقْلِ থেকে উদ্‌ঘাটিত এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো যে, তা مُخَامَرَةُ الْعَقْلِ থেকে উদ্‌ঘাটিত নয়; বরং "تَخَمَّرَ" থেকে উদ্‌ঘাটিত, যার অর্থ হলো শক্রতা এবং শক্তিশালী। আর এ অর্থ অন্যান্য পানীয় বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় না বিধায় এগুলোকে খমর 'মদ' বলা যাবে না।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٤٦٨ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ اَلنَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ. (رواه مسلم)

৩৪৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এ দুই প্রকারের বৃক্ষ থেকে মদ প্রস্তুত হয়– খেজুর ও আঙ্গুর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, অধিকাংশ মদ এ দুই জিনিস দ্বারা তৈরি করা হয়। আর এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কেবলমাত্র এ দুটি জিনিস দ্বারাই মদ তৈরি হয়; বরং যে সকল বস্তু দ্বারা মদ তৈরি করা হয় তার মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুর অন্যতম। কেননা নবী করীম ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন "প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বস্তু মদ"।

وَعَنْ ٣٤٦٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءَ اَلْعِنَبُ وَالتَّمْرُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَالْعَسَلُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৪৬৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরে উপর [দাঁড়িয়ে] খুতবা দিলেন এবং বললেন, মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে [আয়াত] নাজিল হয়েছে। আর তা সাধারণত পাঁচ প্রকারের জিনিস দ্বারা প্রস্তুত হয়– আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। আর মদ তা-ই যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, হযরত ওমর (রা.) তার قَوْلُ "মদ বলে যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়" দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মদ এ পাঁচটি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যান্য বস্তু দ্বারাও তৈরি হতে পারে। মোটকথা যা নেশা আনয়ন করবে তাই মদ হিসেবে পরিগণিত হবে। তৎকালীন আরবে সাধারণত এ জিনিসগুলো দ্বারা মদ প্রস্তুত করা হতো, তাই বিশেষভাবে এগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٤٧٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِيْنَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْاَعْنَابِ اِلَّا قَلِيْلًا وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৪৭০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদ হারাম করা হয় তখন আমাদের মাঝে আঙ্গুরের তৈরি মদ খুব কমই প্রচলিত ছিল। সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুর হতেই আমাদের মদ প্রস্তুত হয়। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٤٧١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৭১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিত'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। অর্থাৎ মধু দ্বারা প্রস্তুতকৃত নাবীয সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন, যে কোনো পানীয় নেশা আনয়ন করে তা-ই হারাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : بِتْعٌ - بَاءٌ -এর নিচে যের ও تَاءٌ -এর উপর জযম। অনেক জাগায় تَاءٌ -এর উপর যবর দিয়ে بِتَعٌ ও উল্লেখ আছে। এর অর্থ করা হয়েছে– نَبِيْذُ الْعَسَلِ [মধু হতে তৈরি নাবীয]। "নাবীযুল আসাল" বলা হয় মধু কোনো পাত্রের মধ্যে ঢেলে ভালো করে মুখ বন্ধ করে অনেক দিন রেখে দেওয়া। যাতে এর মাঝে খেজুরের নাবীযের মতো এক বিশেষ ধরনের তেজী ভাব সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পানীয় সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন যদি মধুর তৈরি নাবীয নেশা আনয়ন করে, তাহলে তাও হারাম। আর খেজুরের তৈরি নাবীযেরও এ একই হুকুম।

وَعَنْ ٣٤٧٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪৭২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী জিনিসই 'মদ' আর প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী জিনিসই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এবং বরাবর পান করতে থাকে। অতঃপর তা থেকে তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে সে পরকালে তা পান করতে পারবে না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٤٧٣ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَسَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِاَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪৭৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [একবার] ইয়েমেন থেকে এক ব্যক্তি আগমন করল। সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট "জোয়ার" হতে তৈরিকৃত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। যা তাদের দেশে পান করা হয়। তাকে মিয্‌র বলা হয়। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তা কি নেশা আনয়ন করে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি হলো যে ব্যক্তি কোনো নেশা আনয়নকারী জিনিস পান করবে তিনি তাকে "তীনাতুল খাবাল" পান করাবেন। সাহাবীগণ আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! "তীনাতুল খাবাল" কি জিনিস? তিনি বললেন, তা দোজখিদের গায়ের ঘাম অথবা বলেছেন, দোজখিদের রক্ত ও পুঁজ। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٤٧٤ أَبِيْ قَتَادَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَلٰحِدَةٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪৭৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম ﷺ শুকনা এবং কাঁচা খেজুরকে মিশ্রিত করে এবং শুকনা আঙ্গুর ও শুকনা খেজুরকে মিশ্রিত করে এবং কাঁচা ও তাজা খেজুরকে মিলিত করে নাবীয [শরবত] প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন [যদি নাবীয বানাতে চাও] তাহলে প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাবীয বানাও। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** তৎকালীন আরবের লোকেরা খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি পানিতে ভিজিয়ে রেখে নাবীয তথা এক বিশেষ ধরনের শরবত বানাতো। তারা তা শরবতের ন্যায় পানীয় হিসেবে পান করতো। তাদের পরিভাষায় তার নামই নাবীয। নবী করীম ﷺ দু প্রকারের ফল মিশ্রিত করে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন এবং পৃথক পৃথকভাবে নাবীয বানাতে পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হলো, দু ধরনের ফল একত্র করে ভিজিয়ে রাখলে দেখা যাবে কোনোটির মাঝে পানি দ্রুত ক্রিয়া করবে আর কোনোটির মাঝে দেরিতে ক্রিয়া করবে। এর ফলে কোনোটি কোনোটির তুলনায় দ্রুত পচে গলে যাবে এবং নেশা সৃষ্টি করবে, আর এর প্রভাব অন্যটির মাঝেও পড়বে। সুতরাং এ নাবীযের মাঝে নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু মিশ্রিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়।

ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেক (র.) এ হাদীসের জাহেরী অর্থ গ্রহণ করে বলেন, এ ধরনের নাবীয পান করা হারাম। নেশা আনয়ন করুক বা না করুক এতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ জাতীয় নাবীযের মাঝে যদি নেশা আনয়ন করে তাহলে পান করা হারাম। অন্যথায় পান করা জায়েজ হবে।

وَعَنْ ٣٤٧٥ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪৭৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মদক সিরকায় পরিণত করা জায়েজ আছে কি? তিনি বললেন, না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মদ যদি এমনি এমনি সিরকায় পরিণত হয়ে যায় তাহলে তা পবিত্র ও হালাল। আর যদি মদের মাঝে লবণ, পিয়াজ ইত্যাদি মিশ্রিত করে সিরকা বানানো হয়, তাহলে তা পান করা হালাল কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে-

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ **[ইমামগণের মতভেদ] :**

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ (فِيْ رِوَايَةٍ) **:** ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (র.) -এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী "মদ"কে সিরকা বানানো জায়েজ নেই।

مَذْهَبُ مَالِكٍ (فِى الْمَشْهُوْرِ عَنْهُ) وَفُقَهَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ **:** ইমাম মালেক (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব এবং মদিনার ফকীহগণের নিকট মদকে সিরকা বানানো হারাম। যদি কেউ মদকে সিরকা বানায় তাহলে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। অবশ্য সিরকায় পরিণত হওয়ার পর তা পবিত্র ও হালাল হয়ে যাবে।

তাঁদের দলিল :

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ (فِىْ رِوَايَةٍ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْاَوْزَاعِيِّ وَلَيْثٍ وَفُقَهَاءِ اَهْلِ الْكُوْفَةِ **:** ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক (র.)-এর এক রেওয়ায়েত মতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইছ (র.) ও কূফার ফকীহগণের নিকট মদকে সিরকা বানানো জায়েজ। সিরকায় পরিণত হওয়ার পর তা পবিত্র এবং হালাল।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ . (دَارقُطْنِى، بَيْهَقِىْ)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মদ থেকে প্রস্তুতকৃত সিরকা অন্যান্য সিরকা হতে উত্তম।

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ . (مُسْلِمْ)

এ হাদীসটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, সিরকা ব্যবহার করা হালাল এবং তা তৈরি করা জায়েজ। নবী করীম ﷺ কোনোরূপ শর্তারোপ ব্যতীত তা ব্যবহার করা হালাল বলেছেন।

٣. عَنْ اُمِّ خِدَاشٍ قَالَتْ رَأَيْتُ عَلِيًّا (رضـ) يَصْطَبِغُ بِخَلِّ الْخَمْرِ . (اَبُوْ عُبَيْدٍ)

অর্থাৎ হযরত উম্মে খাদাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে মদের সিরকা দিয়ে রুটি খাওয়ার সালন তৈরি করতে দেখেছি।

وَرُوِىَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ فِىْ رَجُلٍ وَرِثَ خَمْرًا قَالَ يُلْقِىْ فِيْهَا مِلْحًا حَتّٰى تَصِيْرَ خَلًّا . (تَكْمِلَةْ جـ٣ صـ٦١٤)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [বিরোধীদের দলিলের জবাব] : মদ আরবদের মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে মদ হারাম করা হয়েছে। তাই নবী করীম ﷺ সতর্কতামূলকভাবে মদ থেকে সিরকা তৈরি করতে নিষেধ করেছেন, যাতে এতটুকু সুযোগের কারণে আবার মদ্যপানের যুগ ফিরে না আসে। সুতরাং পরবর্তীতে যেহেতু সেই আশঙ্কা অবশিষ্ট নেই, তাই সে সতর্কতামূলক নিষেধাজ্ঞাও বাকি নেই।

٣٤٧٦ وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪৭৬ অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল হাযরামী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত তারেক ইবনে সুওয়াইদ (রা.) নবী করীম ﷺ-কে মদ ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তা ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা আমি তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করি? নবী করীম ﷺ বললেন, তা ঔষধ নয়; বরং তা নিজেই রোগ। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্যান্য হারাম বস্তুর মাধ্যমে ঔষধ করার ব্যাপারে যদিও কিছু মতানৈক্য রয়েছে যার বিস্তারিত আলোচনা উরায়নিয়্যীনদের হাদীসের আলোচনার অধীনে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে 'কিতাবুত তাহারাতে'।

কিন্তু মদের দ্বারা ঔষধ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের ঐক্য রয়েছে। কেননা উল্লেখ রয়েছে যে, لَيْسَ شِفَائُكُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ যেসব বস্তুতে তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে তাতে তোমাদের কোনো রোগ মুক্তি নেই। তাহলে তা পান করা হবে ফলহীন এবং এ ভিত্তিতে তা হারাম হবে।

তবে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কারো 'খাদ্যের' গ্রাস গলায় আটকা পড়ে এবং নিচের দিকে না যায় আর পানিও বিদ্যমান না থাকে এবং অপরদিকে মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে গ্রাসকে নিচের দিকে নামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য মদপান করা জায়েজ রয়েছে এবং তা জরুরি। কারণ প্রাণ বাঁচানো 'প্রায়' নিশ্চিত। কিন্তু মদ দ্বারা ঔষধ করাতে রোগমুক্তি নিশ্চিত নয় বিধায় মদকে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৪৭৭ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَاةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَاةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَاةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَاةَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو)

৩৪৭৭ **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি [একবার] মদ পান করে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল করেন না। তবে যদি সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। এরপর যদি সে [দ্বিতীয়বার] মদ পান করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল করেন না। এবারও যদি সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। তারপরও যদি সে [তৃতীয়বার] মদ পান করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল করেন না। আবারও যদি সে তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। অতঃপর যদি সে চতুর্থবার মদ পানের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল করেন না। এবারও যদি সে তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করবেন না। আল্লাহ তা'আলা 'নহরে খাবাল' অর্থাৎ দোজখিদের রক্ত ও পুঁজের নহর হতে পান করাবেন। –[তিরমিযী। আর নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী এ হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "তার নামাজ কবুল করেন না" এর উদ্দেশ্য হলো সে নামাজের ছওয়াব পাবে না। অবশ্য ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করার কারণে সে ফরজের জিম্মাদারি থেকে মুক্ত হবে। এখানে বিশেষভাবে নামাজের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, নামাজের মতো ইবাদত যেহেতু কবুল হবে না। সুতরাং অন্যান্য ইবাদতও কবুল হবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ : যদি চতুর্থবার মদ পান করে তাহলে সে তওবা করলেও আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করবেন না। একথাটি মূলত নবী করীম ﷺ ধমকি স্বরূপ ও কঠোরভাবে সতর্ক করার জন্য বলেছেন। কেননা খাঁটি দিলে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেন যদিও সে এ গুনাহটি অসংখ্যবার করে থাকে।

অথবা এখানে উদ্দেশ্য হলো, বরাবর মদ পান করার কারণে সে মদের প্রতি এমন আসক্ত হয়ে যায় যে, তওবা করার তার তৌফিক হয় না এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

৩৪৭৮ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪৭৮ **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা আনয়ন করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٤٧٩ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمَلأُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৭৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে বস্তুর এক 'ফারাক' নেশা সৃষ্টি করে তা হাতের অঞ্জলী পরিমাণ হলেও হারাম। –[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] :

قَوْلُهُ الْفَرَقُ : "ফারাক" মদিনার একটি বিশেষ ধরনের পরিমাপ, যার পরিমাণ তিন সা' এর সমান। এক সা' আমাদের দেশীয় ওজনে ৩ কেজি ৩২৪ গ্রাম প্রায়। প্রকৃতপক্ষে এখানে সা'-এর হিসেবে প্রচলিত পরিমাপ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং 'ফারাক' দ্বারা বেশি পরিমাণ ও অঞ্জলি দ্বারা সামান্য পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٣٤٨٠ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৪৮০. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় গম, যব, খেজুর, কিশমিশ এবং মধু থেকেও মদ তৈরি হয়। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٣٤٨١ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ وَقُلْتُ اِنَّهُ لِيَتِيْمٍ فَقَالَ اَهْرِيْقُوْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৪৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এক এতিমের কিছু মদ ছিল। অতঃপর যখন সূরা মায়েদা নাজিল হলো অর্থাৎ মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হলো, তখন আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, তাতো এতিমের মাল। নবী করীম ﷺ বললেন [হোক এতিমের মাল] তবুও তা ঢেলে দাও। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٤٨٢ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِاَيْتَامٍ فِيْ حَجْرِيْ قَالَ اَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ) وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اَيْتَامٍ وَرِثُوْا خَمْرًا قَالَ اَهْرِقْهَا قَالَ اَفَلَا اَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا.

৩৪৮২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) আবূ তালহা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর নবী! আমি ঐ সকল এতিমদের জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছি যারা আমার প্রতিপালনে আছে। নবী করীম ﷺ বললেন, মদ ঢেলে দাও এবং তার পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল। –[তিরমিযী। অবশ্য তিরমিযী এ হাদীসটিকে ضَعِيْف বলেছেন।]

আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, আবূ তালহা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তার প্রতিপালনে যে সকল এতিম আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে তারা কিছু মদের মালিক হয়েছে। [এখন তা কি করব?] তিনি বললেন, তা ফেলে দাও। হযরত আবূ তালহা (রা.) আরজ করলেন, আমি তাকে সিরকা বানাতে পারব না? তিনি বললেন, না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবূ তালহা (রা.) মদ হারাম হওয়ার পূর্বে তার প্রতিপালনে থাকা এতিমদের জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছিলেন। তিনি সেই মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাতো এতিমের মাল আবার এদিকে মদ হারাম হয়ে গেছে। এখন কি করব? নবী করীম ﷺ বললেন, এতিমদের হয় হোক তবুও তা ফেলে দাও এবং পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল। মদ রাখার কারণে পাত্রগুলোও নাপাক হয়ে গেছে। তাই নবী করীম ﷺ সেগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা নবী করীম ﷺ মদ হারামকে কঠোরভাবে বুঝানোর জন্য পাত্রগুলোও ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٨٣ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৮৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ঐ জিনিস [খেতে ও পান করতে] নিষেধ করেছেন যা নেশা আনয়ন করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয়। -[আবূ দাউদ]

٣٤٨٤ وَعَنْ دَيْلَمِ الْحِمْيَرِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا بِاَرْضٍ بَارِدَةٍ وَنُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلًا شَدِيْدًا وَاَنَا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّٰى بِهٖ عَلٰى اَعْمَالِنَا وَعَلٰى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوْهُ قُلْتُ اِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ قَالَ اِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৮৪. অনুবাদ : হযরত দায়লাম হুমায়রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা। সেখানে আমরা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করি। আর আমরা গম দ্বারা মদ তৈরি করি। তার দ্বারা আমরা আমাদের পরিশ্রমের জন্য শক্তি সঞ্চয় করি এবং [তার শক্তি দ্বারা] আমাদের অঞ্চলের শীত হতে আত্মরক্ষা করি। নবী করীম ﷺ বললেন, তা কি নেশা আনয়ন করে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা থেকে বেঁচে থাক। আমি আরজ করলাম, মানুষ তা পরিত্যাগ করবে না। তিনি বলেন, যদি তারা তা পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। -[আবূ দাউদ]

٣٤٨٥ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৪৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম ﷺ মদ, জুয়া, কুবা ও গোবায়রা থেকে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, নেশা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كُوْبَةٌ : 'কুবা' বলা হয় দাবাখেলা অথবা তবলা বা সারিন্দা ইত্যাদি বাজানোকে।

قَوْلُهُ غُبَيْرَاءُ : 'গোবায়রা' এক ধরনের মদ। তা গম থেকে প্রস্তুত করা হতো। সাধারণত হাবশার লোকেরা তা তৈরি করত।

وَعَنْهُ ٣٤٨٦ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ بَدْلَ قَمَّارٍ)

৩৪৮৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান জুয়াড়ি, দান-সদকা বা উপকার করে খোঁটাদানকারী ও সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -[দারেমী। দারেমীর অন্য রেওয়ায়েতে আছে, জুয়াড়ির পরিবর্তে জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জান্নাতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায় তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং নির্ধারিত সাজা ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ : "জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না" হাদীসের এ অংশটি সহীহ নয়। অবশ্য এটাকে مَوْضُوعٌ তথা "জাল হাদীস" ও সাব্যস্ত করা যায় না। তবে এটা একটি ضَعِيْف রেওয়ায়েত। এটা সহীহ হতে পারে এমন সম্ভাবনা ধরা হলে এর ব্যাখ্যা হলো—

১. জেনার মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান বাবার দীক্ষা ও তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত থাকে। আর মায়ের বদকর্মের ছায়া তার উপর পড়ে। এ কারণে সে বিগড়ে যায়। জাহেরী ও আধ্যাত্মিক কোনো শিক্ষা না পাওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত হয়। পরিণামে সে আল্লাহ তা'আলার আজাবে পতিত হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, এখানে وَلَدُ الزِّنَا দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে আবহমান জেনার মাঝে লিপ্ত থাকে। এ কুকর্ম যার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যেমন বীর বাহাদুরকে بَنُو الْحَرْبِ [যুদ্ধের সন্তান] বলা হয়। মুসলমানকে بَنُو الْإِسْلَامِ [ইসলামের সন্তান] বলা হয়। সারকথা এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে জারজ সন্তান কেবল জেনার মাধ্যমে জন্ম লাভ করার কারণে আল্লাহর আজাবে পতিত হবে এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ যে অন্যায় তাকে জন্ম দিয়েছে সেখানে তার কোনো অপরাধ নেই।

وَعَنْ ٣٤٨٧ أَبِيْ أُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَنِيْ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ وَأَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِيْ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِيْ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِيْ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدُسِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৩৪৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন— নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত এবং সমগ্র দুনিয়ার জন্য পথ-প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার সে মহান প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সকল ঢোল, যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি ও শূলি ক্রুশ এবং জাহেলি যুগের সকল বদ রুসুম নির্মূল করার জন্য। আর আমার মহান প্রতিপালক তাঁর ক্ষমতার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের থেকে যে কোনো বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে আমি অবশ্যই তাকে অনুরূপ দোজখিদের পুঁজ পান করাব। আর যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা পান করা ছেড়ে দেবে, আমি নিশ্চয় তাকে আমার কূপ থেকে [জান্নাতের নহর থেকে] পান করাব। -[আহমদ]

وَعَنْ ٣٤٨٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقِّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخُبْثَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ)

৩৪৮৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকারের লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। সর্বদা মদ পানকারী, পিতামাতার নাফরমান ব্যক্তি এবং দাইয়ূছ যে তার পরিবারের কুকর্মকে স্বীকৃতি দেয়। -[আহমদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلدَّيُّوْثُ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন নিজের স্ত্রী বা কোনো আত্মীয়কে কুকর্মে লিপ্ত করা। তাদেরকে অন্য পুরুষের সাথে উঠা-বসা এবং জেনার প্রতি আহ্বান করে এমন সব কাজে বাধ্য করা। অথবা এসব কাজ করতে তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া। এ হুকুমের মাঝে অন্যান্য গুনাহ যেমন– মদ পান করা, ফরজ গোসল পরিত্যাগ করা ইত্যাদিও শামিল। অর্থাৎ কেউ যদি তার স্ত্রীকে মদ পান করতে দেখে অথবা ফরজ গোসল পরিত্যাগ করতে দেখে অথবা অন্য কোনো পাপ কর্মে লিপ্ত দেখে আর সে কিছু না বলে তাহলে তাও দাইয়ূছী কর্ম।

وَعَنْ ٣٤٨٩ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৩৪৮৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তিন প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না– সর্বদা মদ পানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং জাদু-টোনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। -[আহমদ]

وَعَنْ ٣٤٩٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُدْمِنُ الْخَمْرِ اِنْ مَاتَ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى كَعَابِدِ وَثَنٍ (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِىُّ فِى التَّارِيْخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ ـ

৩৪৯০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মদ পানে লিপ্ত থাকে অতঃপর মারা যায়, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট মূর্তিপূজকের ন্যায় উপস্থিত হবে। -[আহমদ] আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে। আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানের রেওয়ায়েত করেছেন মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি তার পিতা থেকে। আর বায়হাকী বলেন, ইমাম বুখারী (র.) তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে আর তিনি তার পিতা থেকে।

وَعَنْ ٣٤٩١ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا اُبَالِىْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ اَوْ عَبَدْتُّ هٰذِهِ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩৪৯১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আমি এর মাঝে কোনো চিন্তা [পার্থক্য] করি না যে, আমি মদ পান করব অথবা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে এ সকল দেব-দেবীদের পূজা করব। [হযরত আবূ মূসা (রা.) -এর উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো যে, মদ পান করা ও মূর্তি পূজার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।] -[নাসায়ী]

كِتَابُ الْاِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ
অধ্যায় : প্রশাসন ও বিচার

"اَلْاِمَارَةُ" শব্দটির হামযাহ -এর নিচে কাসরা [যের] সহকারে। অর্থ– নেতৃত্ব, ক্ষমতা, আমিরের পদ গ্রহণ ইত্যাদি।
"اَلْاَمَارَةُ" হামযাহ -এর উপর ফাতহা সহকারে অর্থ– আলামত, চিহ্ন।
"اَلْقَضَاءُ" অর্থ– হুকুম, ফয়সালা, সিদ্ধান্ত। এখানে উদ্দেশ্য শরয়ী আদালত।

ইসলামি প্রশাসনে এ দুটি হলো বুনিয়াদি স্তম্ভ। 'আমির' দেশ ও জনগণ এবং ইসলামি কানুনের হেফাজতের জিম্মাদার। আর قَاضِى الْقُضَاةِ তথা প্রধান বিচারপতি ইসলামি আদালতের প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন মকদ্দমার শরিয়ত মোতাবেক সুষ্ঠু সমাধান দেওয়ার জিম্মাদার। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের পর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এটি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ফাসেক বা 'পাপাচারী'-কে বিচারপতি বানানো জায়েজ নয়। কেননা সে তার নিজের কল্যাণ ও সফলতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, তাহলে অন্যের সফলতার প্রতি কি ভ্রুক্ষেপ করবে?

কিন্তু হানাফীদের মতে ফাসেকের মধ্যে যদি বিচারকের বা ফয়সালা দানের যোগ্যতা থাকে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বা রীতিনীতি বহাল রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকে কাজি বা বিচারপতি বানানো জায়েজ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٩٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِ وَيُتَّقٰى بِهٖ فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهٗ بِذٰلِكَ اَجْرًا وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهٖ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ তা'আলা আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমিরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমিরে অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম হলেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছন থেকে যুদ্ধ করা হয়। তার দ্বারা [শত্রুদের থেকে] নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং শাসক যদি আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে প্রশাসন চালায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে তাহলে এর বিনিময়ে সে ছওয়াব ও প্রতিদান লাভ করে। কিন্তু যদি সে এর বিপরীত কথা বলে তাহলে তার গুনাহও তার উপর বর্তাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ : "নিশ্চয় ইমাম ঢাল স্বরূপ" অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে ঢালের মাধ্যমে দুশমনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। তদ্রূপভাবে ইমামুল মুসলিমীন জনগণকে ইসলামের শত্রুদের হামলা, আক্রমণ ও বিভিন্ন বালামুসিবত থেকে রক্ষা করে থাকেন।

ইমামের মাধ্যমে মুসলমানদের শক্তি ও ঐক্য হয়ে থাকে এবং সকল কাজে ইমাম হলেন ঢাল স্বরূপ 'হাদীসে' শুধু যুদ্ধকে গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছেন। বিধায় প্রত্যেক কাজে ইমামের আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। একমাত্র পাপকার্য ব্যতীত. لِاَنَّهٗ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ কেননা আল্লাহর অবাধ্যচারিতায় কোনো মাখলুকের 'সৃষ্টির' আনুগত্য চলে না।

সকল জায়েজ কাজসমূহতে ইমামের আনুগত্য করা আবশ্যক যেমন হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَّ رَأْسَهٗ زَبِيْبَةٌ অর্থাৎ তোমরা 'হুকুম' শুন এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসক নিযুক্ত করা হয়।

এমনিভাবে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর [তার শাসকের নির্দেশ] শুনা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক যতক্ষণ না তাকে 'আল্লাহর' অবাধ্যচারিতার আদেশ না করা হয়। অতঃপর যখন অবাধ্যচারিতার নির্দেশ করা হবে, তখন কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।

কিন্তু যদি ইমাম অবাধ্যচারিতা করেন 'আল্লাহর' তবে তাঁকে বুঝানো হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পোষণ করা যাবে না। কারণ এতে হাজার হাজার জীবন ধ্বংস এবং সম্পদের ক্ষতি হবে এবং বিরাট ফিতনা দেখা দেবে। وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ এবং ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য এবং রাসূল ﷺ বারবার এ থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلَا مَنْ وَلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاٰهُ يَاْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْفُرْهُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর [তার শাসকের নির্দেশ] শুনা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক যতক্ষণ না তাকে 'আল্লাহর' অবাধ্যচারিতার আদেশ না করা হয়। অতঃপর যখন অবাধ্যচারিতার নির্দেশ করা হবে, তখন কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।

কিন্তু যদি ইমাম অবাধ্যচারিতা করেন 'আল্লাহর' তবে তাকে বুঝানো হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পোষণ করা যাবে না। কারণ এতে হাজার হাজার জীবন ধ্বংস এবং সম্পদের ক্ষতি হবে এবং বিরাট ফিতনা দেখা দেবে। وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [এবং ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য] এবং রাসূল ﷺ বারবার এ থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلَا مَنْ وَلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاٰهُ يَاْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْفُرْهُ مَا يَأْتِيْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهٖ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ সাবধান যার উপর কোনো শাসককে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সে শাসককে আল্লাহর অবাধ্যচারিতার মধ্য থেকে কোনো কাজ করতে দেখে, তাহলে আল্লাহর অবাধ্যচারিতামূলক শাসক যা করে থাকে তা সে অপছন্দ করবে এবং শাসকের আনুগত্য পালন থেকে সে তার হাতকে গেটিয়ে নেবে না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٤٩٣ اُمِّ الْحُصَيْنِ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪৯৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি কোনো বিকলাঙ্গ কুৎসিত ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়। আর সে আল্লাহ তা'আলার কিতাব মোতাবেক তোমাদেরকে পরিচালিত করে তাহলে তোমরা তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ : অর্থাৎ যদি কোনো বিকলাঙ্গ কুৎসিত গোলামকে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার আনুগত্য কর। সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী গোলামকে আমির বা শাসক নিযুক্ত করা জায়েজ নেই। সুতরাং হাদীসটির বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

১. হাদীসের উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, ঐ গোলাম কোনো আমিরের নায়েব হবে অথবা কোনো এলাকার আমির হবে।

২. এ সম্ভাবনাও আছে যে, আমিরের আনুগত্য করার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য গোলামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি মসজিদ বানাবে যদিও তা চড়ুই পাখির বাসার মতো হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না চড়ুই পাখির বাসা মসজিদ হতে পারে না; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা। সুতরাং এখানে গোলাম উল্লেখ করে আমিরের আনুগত্য করার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٣٤٩٤ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَاَنَّ رَأْسَهٗ زَبِيْبَةٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৪৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কথা শোন এবং আনুগত্য কর। যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় [ছোট ও কালো] মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসক নিযুক্ত করা হয়। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٤٩٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৯৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির [তার শাসনকর্তার নির্দেশ] শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব। চাই সে নির্দেশ তার মনঃপূত হোক বা না হোক। যতক্ষণ না তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা কর্তব্য নয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٤٩٦ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৯৬. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নাফরমানির ক্ষেত্রে আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু ন্যায় সঙ্গত কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٤٩٧ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَعَلٰى اَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৯৭. **অনুবাদ :** হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বায়আত করেছিলাম এ কথার উপর যে, আমরা শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব কষ্টে, আরামে, সুখে ও দুঃখে। আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা সবর করব। আমরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা করব না। আমরা হক কথা বলব যেখানেই থাকি না কেন। আল্লাহর পথে আমরা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে মোটেও ভয় করি না। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে। রাসূল ﷺ আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, আমরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকের বিদ্রোহ করব না। তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পার। যদি তাকে প্রকাশ্যভাবে কুফরি তথা গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে দেখ। আর সে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর কুরআন [ও রাসূলের হাদীস] -এর ভিত্তিতে কোনো দলিল প্রমাণ থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসর দ্বারা বুঝা যায় শাসক প্রকাশ্য কুফরি কাজে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে অন্যথায় নয়। কিন্তু হযরত আউফ ইবনে মালেক আল আশজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– قَالَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, [তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না]

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। আবার বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব নিরসন :

১. শাফেয়ীদের পক্ষ থেকে ইমাম নববী (র.) বলেন, প্রথম হাদীসে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য গুনাহের কাজ। সুতরাং নামাজ তরক করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শাফেয়ীদের নিকট আমির ও কাজি যদি فِسْق وَ فُجُوْر [ফাসেকী ও অশ্লীল] কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে। কারণ ফাসেককে কাজি নিযুক্ত করা জায়েজ নেই। ফাসেক এমন গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

২. হানাফীদের নিকট নবী করীম ﷺ -এর যুগে নামাজ তরক করা কুফরির আলামত ছিল। এর উপর সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে। যেমন–

١. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ . (مُسْلِمٌ)

٢. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . (اَحْمَدُ، تِرْمِذِيْ نَسَائِيْ، اِبْنُ مَاجَةَ)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرَوْهُ مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ . (تِرْمِذِيْ)

এ ধরনের আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট আমির ও কাজিকে ক্ষমতাচ্যুত করার বুনিয়াদ কেবল তার প্রকাশ্য কুফরি হতে পারে। 'হাদীসে বাব' যার উপর প্রমাণ বহন করে। فِسْق وَ فُجُوْر ক্ষমতাচ্যুত করা কারণ হবে না। কারণ فَاسِقْ ও فَاجِر ও ক্ষমতার আহাল হতে পারে। তবে فِسْق وَفُجُوْر ও জুলুম কোন পর্যায় পৌছলে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে, তার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

٣٤٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৯৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন যা তোমাদের সাধ্যমতো হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

٣٤٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَأٰى مِنْ اَمِيْرِهٖ شَيْئًا يَكْرَهُهٗ فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৪৯৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ তার আমিরকে অপছন্দনীয় কিছু করতে দেখে তাহলে সে যেন সবর করে। কেননা যে কেউ ইসলামি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি আমির ও শাসকের আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় এবং মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের ঐক্যের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে যেন জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল। কেননা জাহিলি যুগের লোকেরা দীন সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। এজন্য তারা তাদের সরদার ও গোত্রপতিদের আনুগত্য করত। তারা তাদের ইমাম বা পথপ্রদর্শকের হেদায়েতকে অবজ্ঞা করত। তারা প্রকাশ্যভাবে ইমামের বিরোধিতায় লিপ্ত হতো।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইসলামের মজবুত সংগঠন থাকা এবং তার অধীনে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম।

وَعَنْ ٣٥٠٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَدْعُوْا لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلٰى أُمَّتِىْ بِسَيْفِهٖ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشٰى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِىْ لِذِىْ عَهْدٍ عَهْدَهٗ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমিরের [শাসকের] আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় সে মারা গেল তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের উপর হবে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকার নিচে যুদ্ধ করে যার হক বা বাতিল হওয়া সম্পর্কে জানা নেই; বরং সে বংশীয় ক্রোধের বশীভূত হয়ে অথবা বংশীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করে কিংবা গোত্রীয় প্রেরণায় কাউকে সাহায্য করে। এমতাবস্থায় সে নিহত হলে জাহেলিয়াতের উপরই নিহত হবে। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করল এবং তার দ্বারা ভালো-মন্দ সকলকে মারতে লাগল। এমনকি আমার উম্মতের কোনো মুমিনেরও পরোয়া করল না। আর আশ্রিত তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যে অঙ্গীকার রয়েছে তাও পূরণ করল না। সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ তার লড়াই করা, ক্ষুব্ধ হওয়া, লোকদেরকে তার সাহায্যের জন্য আহ্বান করা অথবা কাউকে সাহায্য করা আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা ও দীনের ঝাণ্ডাকে উঁচু করার জন্য ছিল না; বরং সে বংশীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জুলুমের সহায়তা করেছে ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় সে নিহত হলে সে জাহেলিয়াতের উপরই নিহত হবে। নবী করীম ﷺ বলেন, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

وَعَنْ ٣٥٠١ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِىِّ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ لَا مَا

৩৫০১. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে আউফ আল আশজায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের শাসকদের মাঝে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালোবাস এবং যারা তোমাদেরকে ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের সেই শাসকই নিকৃষ্ট যাদের প্রতি তোমরা ক্রোধ ও শত্রুতা পোষণ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতা পোষণ করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। রাবী বলেন, তখন আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় কি আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করব না? [বায়'আত ভঙ্গ করে তাদেরকে অপসারণ করব না?] তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। [আবার বললেন,] না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা

اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ اَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاٰهُ يَاْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَاْتِيْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয় আর তার মধ্যে যদি আল্লাহ তা'আলা নাফরমানির কোনো কিছু দেখা যায়, তাহলে তার সেই নাফরমানির কাজটি ঘৃণার সাথে অপছন্দ করা উচিত। কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটাবে না। −[মুসলিম]

[বি. দ্র. এ হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।]

وَعَنْ ٣٥٠٢ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَا مَا صَلَّوْا اَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ وَاَنْكَرَ بِقَلْبِهٖ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০২. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের উপর এমন সব লোক শাসক নিযুক্ত হবে যারা ভালোমন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল, [মুখের উপর বলে দিল তোমার এ কাজটি অন্যায়] সে তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে ঘৃণা করল সেও নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো ও শাসকের আনুগত্য করল। [সে ঐ গুনাহ ও অশুভ পরিণামে তার শরিক হয়ে গেল] তখন সাহাবীরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় কি আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়ে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়ে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে উক্ত কাজকে ঘৃণা করল এবং অন্তর দিয়ে অগ্রাহ্য করল। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শেষাংশ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ وَاَنْكَرَ بِقَلْبِهٖ সম্পর্কে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেছেন, এটা রাবীর ইবারত এর দ্বারা তিনি وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ -এর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মোল্লা আলী ক্বারী (র.) লিখেছেন, রাবী এ ইবারত দ্বারা فَمَنْ اَنْكَرَ...... وَمَنْ كَرِهَ...... এ উভয় বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন।

وَعَنْ ٣٥٠٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً وَاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْا حَقَّكُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫০৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি এবং এমন সব কাজ দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তখন তোমরা তাদের হক আদায় করে দাও। আর তোমাদের হক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٠٤ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْئَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০৪. **অনুবাদ :** হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] সালামা ইবনে ইয়াযীদ জু'ফী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি হুকুম দেন যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে যারা আমাদের থেকে নিজেদের হক আদায় করে নিতে চায়। অথচ তারা আমাদের হক আদায় করতে অস্বীকার করে। তিনি বললেন, তাদের হুকুম শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শাসক ও জনগণ প্রত্যেকের জন্যই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তা পালন করা ওয়াজিব। যেমন শাসকের দায়িত্ব জনগণের মাঝে আদল ও ইনসাফ কায়েম করা, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা, দেশের সীমানা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এসব জিম্মাদারি পালন করা শাসকের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে জনগণের দায়িত্ব হলো শাসকের কাজে সহায়তা করা, তার আনুগত্য করা ইত্যাদি। এসব দায়িত্ব পালন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং উভয়ের জন্য জরুরি হলো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা ও সীমালঙ্ঘন না করা।

وَعَنْ ٣٥٠٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন– যে ব্যক্তি ইমাম বা শাসকের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিল কিয়ামতের দিবসে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার গরদানে ইমামের বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٠٦ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ اَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবী নেই। তবে খলিফা হবেন, তারা হবেন অনেক। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [যখন একাধিক ব্যক্তি আমির হওয়ার দাবি করবে] তখন আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দিতেছেন? তিনি বললেন, প্রথম জনের বায়'আত পূর্ণ কর। তাদের হক আদায় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাদের ব্যাপারে যাদের উপর শাসক বানিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَيْعَةُ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ : প্রথমজনের পর প্রথমজনের বায়'আত পূর্ণ কর। অর্থাৎ ঐ খলিফা ও আমিরের আনুগত্য কর যিনি প্রথম খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন। এরপর ঐ খলিফা ও আমিরের আনুগত্য কর যিনি তারপর নিযুক্ত হয়েছেন। সারকথা, একজনের পর আরেকজন ধারাবাহিকভাবে যে খলিফা নিযুক্ত হন অনুরূপভাবে তোমরাও ধারাবাহিকভাবে এক খলিফার পর অপর খলিফার বায়'আত কর ও আনুগত্য কর। অবশ্য যদি একই সময় দুই ব্যক্তি খলিফা ও আমির হওয়ার দাবি করে, তাহলে তোমরা ঐ ব্যক্তির বায়আত পূর্ণ কর যিনি প্রথম নিযুক্ত হয়েছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে মনে কর সে ক্ষমতার লোভে অন্যায় দাবি করছে। সুতরাং তাকে প্রত্যাখ্যান কর।

قَوْلُهُ اَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ : অর্থাৎ তোমাদের উপর তাদের যে হক ও অধিকার রয়েছে তা তোমরা আদায় কর। যদিও তারা তোমাদের হক আদায় না করে। কেননা তাদের উপর জনগণর হক আদায় করার জিম্মাদারি অর্পণ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। তখন তাদের থেকে জনগণের হক আদায় করিয়ে নেওয়া হবে। যদি তারা হক আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

৩৫০৭ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْاٰخِرَ مِنْهُمَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন দুই খলিফার বায়'আত করা হয়, তখন তাদের দ্বিতীয়জনকে হত্যা করে ফেল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاقْتُلُوا الْاٰخِرَ : দ্বিতীয়জনকে হত্যা করে ফেল। অর্থাৎ যারা তার বায়'আত করেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে এভাবে দুর্বল করে দাও, যাতে সে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ না পায়। অথবা এর উদ্দেশ্য হলো যদি আমির ও খলিফা নিযুক্ত থাকার পরও কেউ নিজেকে খলিফা হওয়ার ঘোষণা দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। অথবা কতলকে তার প্রকৃত অর্থে নেওয়া যায়। কেননা দ্বিতীয়জন হলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী ও রাষ্ট্রদ্রোহী। আর রাষ্ট্রদোহীর শাস্তি এটাই যে, যদি সে বিদ্রোহ করা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

৩৫০৮ وَعَنْ عَرْفَجَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَهِىَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০৮. **অনুবাদ :** হযরত আরফাজা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় অচিরেই ফ্যাসাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। সুতরাং উম্মতের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও যে ব্যক্তি পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় তরবারির মাধ্যমে তাকে হত্যা করে ফেল। চাই সে যে কেউ হোক না কেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : هَنَاتٌ বহুবচন, এর একবচন হলো هَنَةٌ অর্থ- প্রত্যেক ঐ জিনিস যার আলোচনা করা মন্দ ও গর্হিত মনে হয়। এখানে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা উদ্দেশ্য। سَيَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ 'অচিরেই ফিতনা-ফ্যাসাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে।' অর্থাৎ সময় যত পার হবে ততই দীনের শত্রু ও দুশমনরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। তারা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করা ও ফাটল সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মানুষ যেহেতু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লোভী থাকে তাই তারা মানবিক চাহিদার কারণে বাধ্য হয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। আর তার পদ ও ক্ষমতা লাভ করার জন্য শত্রুদের চালের গুটিতে পরিণত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের ফিতনা সৃষ্টি করবে। ফলে

মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন দল ও উপদলের জন্ম হবে। তখন মুসলমানদের উচিত প্রথম থেকে যিনি খলিফা নিযুক্ত আছেন তার পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ফিতনাবাজদের মোকাবিলা করা।

قَوْلُهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ : "চাই সে যে কেউ হোক না কেন?" অর্থাৎ ফিতনাবাজ অনেক বড় মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বা অনেক বড় আলেম বা শায়খে তরিকত হোক না কেন? উম্মতের মাঝে ঐক্য সংহতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে তাকেও শায়েস্তা করতে হবে।

ওলামাগণ লিখেন যদি প্রথম থেকে নিযুক্ত খলিফা দায়িত্ব পালন করার যোগ্য হন এবং তাকে বরখাস্ত করার কোনো শরয়ী কারণ না থাকে, এমতাবস্থায় যদি এমন কোনো লোক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের দাবি করেন যিনি প্রকৃতপক্ষেও নেতৃত্ব দেওয়া ও আমির হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য হন তবুও তাকে কতল করে দেওয়া উচিত। কেননা উম্মতের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও ঐক্য বিনষ্ট করার কারণে সে কতলেরই উপযুক্ত।

وَعَنْ ٣٥٠٩ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০৯. অনুবাদ : হযরত আরফাজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি [নিযুক্ত খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে] তোমাদের নিকট আসে, অথচ অবস্থা হলো এই যে, তোমরা কোনো একজন খলিফা বা শাসকের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ আছ। সে তোমাদের লাঠিকে ভাঙতে চায় অথবা তোমাদের ঐক্য ও সংহতির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়। সুতরাং তোমরা তাকে কতল করে ফেল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ : 'সে তোমাদের লাঠি ভাঙতে চায়' এর দ্বারা মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতিকে একটি লাঠির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ : বাহ্যত মনে হয়, এখানে বর্ণনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম বাক্যটি বলেছেন অথবা এ দ্বিতীয় বাক্যটি বলেছেন। কিন্তু এ সম্ভাবনাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় বাক্যই ইরশাদ করেছেন। তখন প্রথম বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তির মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আর দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের দীন-ধর্ম ও মাযহাবের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা।

وَعَنْ ٣٥١٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهٖ وَثَمَرَةَ قَلْبِهٖ فَلْيُطِعْهُ اِنِ اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهٗ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْاٰخَرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫১০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের [খলিফার] বায়'আত করল। অর্থাৎ নিজ হাত তার হাতে দিয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল এবং অন্তর দিয়ে সেই বায়'আতের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করল। সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। এরপর যদি কেউ এসে [খেলাফতের দাবি করে] প্রথম ইমামের বিদ্রোহ করে তাহলে তোমরা পরবর্তী ব্যক্তির গরদান মেরে দাও। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥١١ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫১১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, নেতৃত্ব বা পদ চেয়ো না। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়ার কারণে দেওয়া হয় তাহলে তা তোমার উপর ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেওয়া হয় তবে তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা হবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ **[পদ ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া জায়েজ আছে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ] :**

১. কিছু কিছু ওলামায়ে কেরামের নিকট পদ ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া مُطْلَقًا জায়েজ নেই।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ . (مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ আমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে পদ দেই না যে নিজে তা অন্বেষণকারী।

২. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট কিছু শর্তের সাথে পদ ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া জায়েজ আছে।

তাঁদের দলিল :

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ .

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ। −[সূরা ইউসুফ : ৫৫]

এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব চেয়ে নিয়েছেন।

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ (أَبُوْدَاوُدَ ، مِشْكٰوةُ)

এ সকল نَصٌّ সামনে রেখে ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কোনো বিশেষ পদের ক্ষেত্রে জানা যায় যে সে ব্যতীত অন্য কেউ তার সুষ্ঠু আঞ্জাম দিতে পারবে না, আর তার এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে ঐ পদ চেয়ে নেওয়া জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো তার কোনো ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ না থাকতে হবে; বরং ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সহীহ খেদমত ও সঠিকভাবে হক আদায় করা উদ্দেশ্য হবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) -এর কেবল এটাই উদ্দেশ্য ছিল। অনুরূপভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল। হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মাঝে যে মতবিরোধ ছিল তার ভিত্তি এটাই ছিল। ক্ষমতা, মর্যাদা বা সম্পদ হাসিল করার উদ্দেশ্য কারোরই ছিল না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ **[বিরোধীদের দলিলের জবাব] :** বিরোধীদের পেশকৃত হাদীস উল্লিখিত শর্ত না পাওয়া গেলে সে অবস্থার উপর প্রযোজ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না ইসলামি হুকুমতের রীতি হলো জ্ঞানী-গুণী ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে মজলিসে শুরা গঠন করে তাদের মাধ্যমে খলিফা নিযুক্ত করা। বর্তমানে যেভাবে জ্ঞানী ও নির্বোধ প্রত্যেককে সমান মর্যাদা দিয়ে ভোটের মাধ্যমে শাসক নিযুক্ত করা হয় ইসলাম তা সমর্থন করে না।

وَعَنْ ٣٥١٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَ الْفَاطِمَةُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৫১২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা অচিরেই ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে। আর এ কারণে অতিসত্বর কিয়ামতের দিবসে তোমরা লজ্জিত হবে। [মনে রেখ] তা কতইনা উত্তম দুধপানকারিণী আবার কতইনা মন্দ দুধ ছাড়ানোকারিণী। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসের ক্ষমতা ও পদ মর্যদার শুরু ভাগকে দুধপানকারিণী মহিলার সাথে এবং তার শেষ পরিণামকে দুধ ছাড়ানোকারিণী মহিলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু মা বা ধাত্রীর দুধ পান করতে যেমন আনন্দ পায় তদ্রূপ কেউ ক্ষমতা ও পদমর্যাদা লাভ করলে আনন্দ পায়। কিন্তু মৃত্যু যখন তাকে ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় অথবা অন্য কেউ তার পদ দখল করে নেয় তখন সে অত্যন্ত কষ্ট পায়। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ ছাড়ালে সে কষ্ট পায়।

সুতরাং দুনিয়ার এ ক্ষমতা ও পদমর্যাদার জন্য কারো চেষ্টা তদবির করা উচিত নয়। কেননা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার শুরুভাগ আনন্দদায়ক হলেও এর শেষ পরিণতি লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর। আর ক্ষমতার অপব্যবহার বা দুর্নীতি করলে পরকালে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

"إِمَارَتْ" -কে কিয়ামতের দিবসে অনুপপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা ঐ সময় যখন ইমারতের দায়িত্ব আদায় না করে থাকেন এবং কোনো শাসক হিসাব-কিতাবের সময় জবাব দানে অক্ষম হয়ে যান। আর যদি ইমারতের দায়িত্ব আদায় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিচালনা করে থাকেন, তাহলে তার জন্য অনেক আনন্দ এবং সুসংবাদ রয়েছে।

যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান শাসকের স্থান আরশের ছায়ায় মিলবে। বিধায় এ ধরনের ইমারতকে উত্তম দাইমা 'স্তন্যদানকারিণী' বলা হয়েছে। এজন্য যে 'ইমারতের মধ্যে দুধের ন্যায় নগদ উপকার এবং প্রকাশ্যে সম্মান হয়ে থাকে। আর ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াকে 'ফাতেমা' এজন্য বলা হয়েছে যে, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাওয়াতে সব উপকার এবং সম্মান শেষ হয়ে যায় এবং কোনো কোনো সময় সূচনীয় অবস্থায় অসম্মানি হতে হয়। এজন্য بِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ বলা হয়েছে। কিন্তু এটাও ঐ সময়, যখন ইমারতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করবে না। অন্যথায় শাসক ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে নূরের মিম্বরের উপর হবে। আর আরশের ছায়াতো আছেই। যেহেতু ইমারতের অবস্থায় নিজেকে সামলানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং সঠিক রাস্তার উপর চলা কঠিন হয়ে যায়। এ ভিত্তিতে হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে 'ইমারত' স্বয়ং নিজে তলব করো না হ্যাঁ তবে যদি নিজের তলব ও চাহিদা পেশ করা ব্যতীত লোকেরা তোমার হাতে দায়িত্বভার তুলে দেয় তাহলে গ্রহণ করে নাও, এতে আল্লাহর গায়বী সাহায্য হবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি দেখে যে, ইমারতের দায়িত্ব অন্যের হাতে তুলে দেওয়াতে মুসলমানদের কাম-কাজের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা দেবে, তাহলে এমতাবস্থায় ইমারত তলব করাতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং তলব করা উত্তম কিন্তু নিয়ত বিশুদ্ধ খাঁটি হওয়া উচিত। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন− اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ 'আমাকে দেশের ধন ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।' কিন্তু নিয়ত খাঁটি করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাই এক্ষেত্রে অত্যন্ত চিন্তার সাথে বুঝে পা বাড়ানো উচিত।

وَعَنْ ٣٥١٣ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِىْ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ عَلٰى مَنْكِبِىْ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَاِنَّهَا اَمَانَةٌ وَاِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لَهٗ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّىْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَاِنِّىْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ لَا تَاَمَّرَنَّ عَلٰى اِثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫১৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আরজ করলাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে [কোনো স্থানের] শাসক বানাবেন না? হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, তখন তিনি আমার স্কন্ধের উপর করাঘাত করে বললেন, হে আবূ যর! তুমি একজন দুর্বল লোক। আর শাসনভার হলো একটি আমানত। নিশ্চয় তা হবে কিয়ামতের দিবসে অপমান ও লাঞ্ছনা। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করেছে এবং সঠিকভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– তিনি তাকে বললেন, হে আবূ যর! আমি দেখছি তুমি একজন দুর্বল লোক। আর আমি তোমার জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। তুমি কখনো দুজন লোকেরও শাসক হয়ো না। আর এতিমের মালের অভিভাবকও হয়ো না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنِّىْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ : "নিশ্চয় আমি তোমার জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করি যা আমার নিজের জন্য পছন্দ করি।" এর উদ্দেশ্য হলো, যদি আমি তোমার মতো দুর্বল ও শাসনভার গ্রহণ করতে অক্ষম হতাম তাহলে আমি শাসক হতাম না এবং শাসনভার গ্রহণ করতাম না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন এবং ধৈর্যও দান করেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি, যোগ্যতা ও ধৈর্য দান না করতেন তাহলে কখনো আমি বোঝা বহন করতে সক্ষম হতাম না।

ইমাম নববী (র.) বলেন, ক্ষমতা ও পদ বর্জন করার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি পথপ্রদর্শক ও নীতি নির্ধারক। বিশেষ করে ঐ ব্যক্তির জন্য যে সঠিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে সামর্থ্যবান নয়।

وَعَنْ ٣٥١٤ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِىْ عَمِّىْ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللّٰهُ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّىْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَاَلَهٗ وَلَا اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫১৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] আমি ও আমার দুই চাচাতো ভাই নবী করীম ﷺ -এর নিকট গেলাম। তখন তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে [সমগ্র পৃথিবী ও সকল মুসলমানদের] শাসনকর্তা বানিয়েছেন। আপনি আমাদেরকেও তা থেকে কোনো একটি স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। এরপর দ্বিতীয়জনও অনুরূপ কথা বলল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা এ কাজে এমন কোনো ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করি না যে তা চেয়ে নেয় এবং ঐ ব্যক্তিকেও নয় যে তার জন্য লালায়িত হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কোনো লোককে নিয়োগ করি না যে তার আকাঙ্ক্ষা করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥١٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْأَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকদের মাঝে তোমরা সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই শাসনভারকে চরমভাবে ঘৃণা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাঝে লিপ্ত না হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি ক্ষমতা, পদ ও শাসনভারকে কঠোরভাবে অপছন্দ করে তোমরা তাকে সবচেয়ে ভালো মানুষ মনে কর। যদি সে কখনো কোনো কারণে ক্ষমতা ও শাসনভার গ্রহণ করে তাহলে পরিণামে সেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। কেননা যদিও সে ভালো লোক ছিল; কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করার পর লোভ-লালসার তাড়নায় সে আর ভালো থাকতে পারবে না।

وَعَنْ ٣٥١٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সাবধান! তোমাদের মাঝে প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর [কিয়ামতের দিবসে] তোমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল লোক। তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল। তাকে এসব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘরসংসার ও সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। তাকে এসব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কোনো লোকের গোলাম বা দাস তার মনিবের মালসম্পদের উপর একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই [কিয়ামতের দিন] নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥١٧ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫১৭. অনুবাদ : হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন- যদি কোনো শাসক মুসলিম জনগণের উপর শাসন পরিচালনা করে অতঃপর সে আত্মসাৎকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জান্নাত হারাম হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাজাতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে সে প্রাথমিক পর্যায়ে যেতে পারবে না। তার পাপের শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে।

وَعَنْهُ ٣٥١٨ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫১৮. অনুবাদ : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা প্রজাপালনের দায়িত্ব প্রদান করেন; কিন্তু সে তাদের কল্যাণকর নিরাপত্তা বিধান করল না, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥١٩ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫১৯. অনুবাদ : হযরত আয়েয ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, শাসকদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক যে অত্যাচারী ও নির্যাতনকারী। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٢٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫২০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করেছেন। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোনো কাজের শাসক বা পরিচালক নিয়োগ করা হয়, সে যদি তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয় যা তাদের জন্য বিপদ ও কষ্টদায়ক হয়, তাহলে তুমিও তার উপর অনুরূপ চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের উপর কোনো কাজের শাসক বা পরিচালক নিয়োগ করা হয়, আর সে তাদের সাথে নম্র ও ভালো ব্যবহার করে তুমিও তার সাথে অনুরূপ নম্র ব্যবহার কর। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٢١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫২১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নিশ্চয় ন্যায় বিচারক আল্লাহ তা'আলার নিকট নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। যা রহমান [আল্লাহ] -এর ডানদিকে থাকবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান। তারা সেই সকল বিচারক যারা তাদের বিচারকার্যে, নিজেদের পরিবার-পরিজনে এবং দেশ পরিচালনায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ : অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ন্যায়বিচারক শাসকের মর্যাদা ও উচ্চ আসন বুঝানো হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি মর্যাদাবান হয় সে ডান পার্শ্বে থাকে।

قَوْلُهُ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ : আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান। একটি সন্দেহ নিরসানের জন্য এ কথা বলা হয়েছে, যাতে কেউ মনে না করে যে, বাম হাতের বিপরীত ডান হাত উদ্দেশ্য। কেননা বাম হাত ডান হাতের তুলনায় একটু দুর্বল হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র।

আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি হাতের সম্বন্ধ করা 'মুতাশাবিহাতের' অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে এখানে বাহ্যত হাত দ্বারা উদ্দেশ্য শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা।

قَوْلُهُ وَأَهْلِيْهِمْ : পরিবার-পরিজনের মাঝে ন্যায়বিচার করার উদ্দেশ্য হলো, তার অধীনস্থ সকল মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও তাদের হক আদায় করা। চাই তার পরিবার-পরিজন হোক বা সাধারণ জনগণ হোক।

وَعَنْ ٣٥٢٢ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৫২২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা যাকেই নবী হিসেবে প্রেরণ করেন অথবা খলিফা নিযুক্ত করেন তার জন্য দুজন গোপন পরামর্শদাতা থাকে। এক পরামর্শদাতা তাকে সর্বদা সৎ ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করার আদেশ দেয় এবং সেই কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর অপর পরামর্শদাতা তাকে অন্যায় ও অসৎকাজের আদেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর নিষ্পাপ থাকবে সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِطَانَتَانِ : "দুই গোপন পরামর্শদাতা" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতা এবং শয়তান। এরা উভয়ে মানুষের অভ্যন্তরে থাকে। ফেরেশতা ভালো ও নেককাজ করার আদেশ দেয় এবং নেককাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে শয়তান মন্দকাজ করার পরামর্শ দেয় এবং মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে।

قَوْلُهُ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ : "নিষ্পাপ থাকবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হেফাজত করেন।" এর দ্বারা সমস্ত নবীগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন ও কিছু বিশেষ খলিফাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করেছেন।

وَعَنْ ٣٥٢٣ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيْرِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৫২৩. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কায়েস ইবনে সা'দ নবী করীম ﷺ -এর নিকট এমন মর্যাদায় ছিলেন, যেমন বাদশার নিকট কোতওয়ালের মর্যাদা। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الشُّرَطِ : এর শাব্দিক অর্থ হলো– সেন্ট্রি বা দেহরক্ষী। আমরা সাধারণত তাকে একান্ত সচিব বা মুখপাত্র বলে থাকি। যিনি খলিফা বা শাসকের আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট প্রকাশ ও প্রয়োগ করেন। তারা খলিফা বা শাসকের একান্ত বিশ্বস্ত

লোক হয়ে থাকেন। হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রা.)ও নবী করীম ﷺ -এর একান্ত সচিব ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির থাকতেন। নবী করীম ﷺ যে সকল হুকুম জারি করতেন তা তিনি প্রকাশ করতেন ও প্রয়োগ করতেন।

وَعَنْ ٣٥٢٤ أَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৫২৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌছল যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের সম্রাজ্ঞী নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন, সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যারা দেশের শাসক কোনো মহিলাকে বানায়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্তমান ইরান ছিল তৎকালীন পারস্য। আর পারস্যের বাদশাহদের উপাধি ছিল 'কিসরা'। যেমন রোম সম্রাটদের উপাধি ছিল 'কায়সার'। কিসরার আসল নাম ছিল পারভেজ ইবনে হরমুয ইবনে নওশেরওয়াঁ। এক সময় তার কন্যা 'পুরান' -কে পারস্যের সম্রাজ্ঞী বানানো হয়। এ সংবাদ পাওয়ার পর নবী করীম ﷺ উক্ত কথাটি বলেছিলেন। 'পুরান' সম্রাজ্ঞী হওয়ার পর দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং গোটা পারস্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) -এর খেলাফতকালে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাতে সমস্ত পারস্য মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল একমাত্র পুরুষই ক্ষমতা ও নেতৃত্বের হকদার ও অধিকারী। কোনো মহিলা ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য ও অধিকারী নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٢٥ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثٰى جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ) .

৩৫২৫. **অনুবাদ :** হযরত হারেছ আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি– ১. মুসলমানদের জামাতের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখ। ২. আমির ও শাসকদের আদেশ-নিষেধ মেনে চল। ৩. আমির ও শাসকদের আনুগত্য কর। ৪. হিজরত কর। ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ কর। নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুসালমানদের দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে যায় সে যেন তার গরদান থেকে ইসলামের রশিটি খুলে ফেলল যাবৎ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহিলি যুগের সংস্কৃতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত। যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান ধারণা করে।

–[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْهِجْرَةِ : 'হিজরত কর' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অমুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল মুসলমানরা বসবাস করে তারা ঐ রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে ইসলামি রাষ্ট্রে চলে যাবে। অথবা যদি কোনো এমন মুসলিম দেশ বা শহরে বসবাস করে যা বিদ'আত ও পাপাচারের ঘাঁটি হওয়ার কারণে দারুল বিদ'আতের হুকুম গ্রহণ করেছে। তাহলে ঐ দেশ বা শহর পরিত্যাগ করে এমন দেশে বা শহরে চলে যাবে যা সুন্নত ও দীনের মারকায হওয়ার কারণে দারুস সুন্নতের হুকুম গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে গুনাহ ও পাপাচারের জীবন পরিত্যাগ করে তওবা ও আল্লাহ অভিমুখী রাস্তা গ্রহণ করাও হিজরতের হুকুম রাখে। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

وَعَنْ ٣٥٢٦ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ اَبُوْ بِلَالٍ اُنْظُرُوْا اِلَى اَمِيْرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ اُسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৩৫২৬. অনুবাদ : হযরত যিয়াদ ইবনে কুসাইব আদাভী (র.) বলেন, [একদিন] আমি হযরত আবূ বাকরা (রা.)-এর সাথে ইবনে আমেররে মিম্বরের নিচে বসাছিলাম। তখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। আর তার পরনে ছিল একটি পাতলা মিহিন কাপড়। তখন [এক তাবেয়ী] হযরত আবূ বেলাল (র.) বললেন, তোমরা আমাদের আমিরের দিকে তাকিয়ে দেখ তিনি ফাসিকদের পোশাক পরিধান করেছেন। তখন হযরত আবূ বাকরা (রা.) বললেন, খামুশ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঐ বাদশাহকে অপমান করে যাকে আল্লাহ তা'আলা জমিনের বাদশাহ বানিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলাও তাকে অপমান করবেন। –[তিরমিযী, আর তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ : "তিনি ফাসিকদের কাপড় পরিধান করেছেন" বাহ্যত মনে হয় ইবনে আমের (রা.) তখন কোনো এমন কাপড় পরিধান করেছিলেন যা পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। যেমন– রেশমি কাপড় ইত্যাদি। হযরত আবূ বাকরা (রা.) হযরত আবূ বেলাল (র.)-কে নিষেধ করেছেন যাতে তিনি ইবনে আমেরকে তিরস্কার ও অপমান না করেন। এর কারণ হলো তার এ উক্তিটি যেন মুসলমানদের মাঝে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ না হয়।

আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, কাপড়টি রেশমি ছিল না; বরং উন্নত জাতের মিহিন ও পাতলা কাপড় ছিল, যা সাধারণত বিলাসি লোকেরা পরে থাকত। আর পরহেজগার লোকের তা বর্জন করত। এজন্যই হযরত আবূ বেলাল (র.) ঐ কাপড়কে ফাসিকদের পোষাকের সাথে তুলনা করেছিলেন। অনেক বুজুর্গ লোকেরা বলেন, যে অধিক পাতলা ও মিহিন কাপড় পরিধান করে সে তার দীনকেও পাতলা ও হালকা করে দেয়।

وَعَنْ ٣٥٢٧ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৫২৭. অনুবাদ : হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির মাঝে কোনো মাখলুকের আনুগত্য নেই। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٣٥٢٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلًا حَتّٰى يَفُكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الْجَوْرُ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৩৫২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি দশজন লোকেরও আমির হবে কিয়ামতের দিবসে তাকে এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে তার গলায় বেড়ি লাগানো থাকবে। তার ন্যায়নীতি ও ইনসাফ তা থেকে তাকে মুক্ত করবে অথবা তার জুলুম ও নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রত্যেক আমির ও শাসক সে অত্যাচারী হোক বা ইনসাফগার হোক প্রাথমিক পর্যায় তাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে গলায় রশি লাগিয়ে উপস্থিত করা হবে। যাচাই করার পর সে যদি ইনসাফগার প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে, আর যদি অত্যাচারী ও জালেম প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

وَعَنْهُ ٣٥٢٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرَيَّا يَتَجَلْجَلُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوْا عَمَلًا . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ) (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيْ رِوَايَتِهِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُوْنُوْا عُمِلُوْا عَلٰى شَيْءٍ

৩৫২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুর্ভোগ শাসকদের জন্য, দুর্ভোগ মাতব্বরদের জন্য, দুর্ভোগ আমানতদারদের জন্য। বহু লোক কিয়ামতের দিন অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করবে যদি তাদের কপালের চুল ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেওয়া হতো আর তারা আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলতে থাকত তবু তাদেরকে কোনো কাজের নেতৃত্ব না দেওয়া হতো। –[শরহে সুন্নাহ]

ইমাম আহমদ (র.)ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনার মাঝে আছে, যদি তাদের কপালের কেশগুচ্ছ ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেওয়া হতো আর তারা আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলতে থাকত, তবুও তাদেরকে কোনো কাজের নেতৃত্ব দেওয়া না হতো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : وَيْلٌ : শব্দের অর্থ– দুর্ভোগ, দুঃখ, কষ্ট, ধ্বংস যা শাস্তির কারণে হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন, وَيْلٌ দোজখের একটি খাদ। যেমন বর্ণিত আছে যে, وَيْلٌ দোজখের একটি গভীর খাদ। কাফেররা চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে খাদের নিচে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে তারপরও তলদেশে পৌঁছতে পারবে না।

أَمِيْنٌ : সরকারি ঐ কর্মচারী বা অফিসারকে বলা হয় যাকে সদকা, খিরাজ ও টেক্স ইত্যাদি উসুল করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, অথবা তাকে মুসলমানদের অন্যান্য মাল হেফাজত ও সংরক্ষণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, অথবা সরকার ব্যতীত অন্য কোনো লোক তার নিকট কিছু টাকাপয়সা বা মাল গচ্ছিত রেখেছে অথবা বংশের সরদার বা মাতব্বর।

ثُرَيَّا : খুব কাছাকাছি অবস্থানকারী পাঁচটি তারকাকে "ثُرَيَّا" বা ধ্রুবতারা বলা হয়। ঐ তারকাগুলোর আলো তুলনামূলক অনেক কম থাকে। কপালের চুল ধ্রুব তারার সাথে বেঁধে আসমান ও জমিনের মাঝে লটকানো দ্বারা অপমান, লাঞ্ছনা ও অবমাননা বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী আমির ও শাসকরা যখন আখেরাতের ভয়াবহ শাস্তি ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যদি দুনিয়ায় আমাদেরকে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা না দেওয়া হতো; বরং তার পরিবর্তে আমাদের কপালের চুল ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলিয়ে রেখে অপমান করা হতো তবুও তা আমাদের জন্য অনেক ভালো হতো।

وَعَنْ ٣٥٣٠ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءَ وَلٰكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৩৫৩০. অনুবাদ : হযরত গালেবুল কাত্তান এক ব্যক্তি থেকে তিনি তার পিতা থেকে আর তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাতব্বরি ও সরদারি একটি সত্য জিনিস। আর লোকদের জন্য কেউ সরদার হওয়াটা আবশ্যকও বটে। কিন্তু মাতব্বর ও সরদাররা জাহান্নামি হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে সকল মাতব্বর ও সরদাররা আদল ও ইনসাফ কায়েম করার পরিবর্তে জুলুম-নির্যাতন ও দুর্নীতি করেছে তারা জাহান্নামি হবে। এদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে মাতব্বরি ও সরদারি গ্রহণ করা অর্থ ধ্বংস ও বিপদ ডেকে আনা। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত এবং যথাসম্ভব সরদারি ও নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকা উচিত। কেননা জনগণের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَعَنْ ٣٥٣١ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أُعِيذُكَ بِاللّٰهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ أُمَرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَنْ يَّرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَأُولٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَأُولٰئِكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৫৩১. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন– নির্বোধ লোকদের শাসন থেকে তোমাকে আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। হযরত কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার পরে বিভিন্ন যুগে যারা আমির ও শাসক হবে [তারা নির্বোধ ও জালেম হবে] আর যে ব্যক্তি তাদের নিকট যাবে এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে এবং তাদের অন্যায় ও জুলুমের সহায়তা করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না। তারা হাউজে কাউছারে [1] আমার নিকট আসবে না। আর যে তাদের নিকট যাবে না এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে না এবং তাদের জুলুমের উপর সাহায্য করবে না ঐ সকল লোক আমার দলভুক্ত। আর আমিও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি। আর তারা হাউজে কাউছারে আমার নিকট আসবে। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

---

১. অর্থাৎ তারা হাউজে কাউছারে আমার নিকট আসার অনুমতি পাবে না অথবা হাউজে কাউছার দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাত। অর্থাৎ জান্নাতে তাদেরকে আমার নিকট আসতে দেওয়া হবে না।

وَعَنْ ٣٥٣٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ اَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) وَفِي رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ مَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا اِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللّٰهِ بُعْدًا ـ

৩৫৩২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে গ্রামে বসবাস করে সে গোঁয়ার হয়। আর যে শিকারের পিছনে পড়ে সে গাফেল হয়। আর যে বাদশাহর নিকট যায় সে ফিতনায় লিপ্ত হয়। -[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী] আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, যে রাজা বাদশাহর সংশ্রবে থাকে সে ফিতনায় পতিত হয়। আর যে ব্যক্তি বাদশাহর যত নিকটবর্তী হয় ততই আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا : এর দ্বারা যারা গ্রামে বসবাস করে তাদেরকে হেয় বা তুচ্ছ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, যারা গ্রামে বা অজপাড়াগাঁয় বসবাস করে তারা সাধারণত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। সভ্যতা-সংস্কৃতি তাদের নিকট পৌঁছে না। আলেম-ওলামা ও বুজুর্গদের সান্নিধ্য থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। ফলে তাদের হৃদয় কঠোর ও শক্ত হয়ে যায়। তাদের কথাবার্তা ও চালচলনে মূর্খতা, কঠোরতা ও গোঁয়ারতুমিভাব ফুটে উঠে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ : "যে ব্যক্তি বাদশাহর দরবারে যায় সে ফিতনায় পতিত হয়।" এখানে বিনা প্রয়োজনে বাদশাহর দরবারে যাওয়ার খারাবি বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সে যদি বাদশাহর শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমর্থন করে ও সহায়তা করে তাহলে তার দীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি সে বাদশাহর বিরোধীতা করে তাহলে তাকে বিভিন্ন ঝামেলা ও সমস্যায় পড়তে হবে।

وَعَنْ ٣٥٣٣ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ اِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ اَمِيْرًا وَلَا كَاتِبًا وَلَا عَرِيْفًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৩৩. **অনুবাদ :** হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাঁধের উপর করাঘাত করে বলেছেন, হে কুদাইম! [মিকদামের সংক্ষেপ] যদি তুমি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর যে, না তুমি আমির হয়েছ, না তুমি লেখক হয়েছ, না মাতব্বর হয়েছ তাহলে তুমি সফলতা অর্জন করলে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا كَاتِبًا : এখানে লেখক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা সরকারি চাকরিতে লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। আর উপরিউক্ত কর্মকর্তার নির্দেশে বা দুর্নীতি করার জন্য মিথ্যা ও অসত্য কথা লিপিবদ্ধ করে। এ হাদীসে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাদাসিধে জীবনযাপন করা ও অপ্রসিদ্ধ থাকা শান্তি ও আরামদায়ক ও পরিণামের দিক দিয়েও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে প্রসিদ্ধি লাভ করা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া বিপদ ও অকল্যাণকর।

وَعَنْ ٣٥٣٤ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِي الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৫৩৪. অনুবাদ : হযরত উকাব ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, টেক্স আদায়কারী অর্থাৎ অন্যায়ভাবে ওশর ও জাকাত আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও দারেমী]

وَعَنْ ٣٥٣٥ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَشَدَّهُمْ عَذَابًا وَفِيْ رِوَايَةٍ وَاَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৩৫৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ-ই হবেন সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং তার নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট জালেম বাদশাহ-ই হবেন সমস্ত লোকের চেয়ে ঘৃণিত ও কঠোরতম শাস্তির অধিকারী। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে জালেম শাসক মর্যাদায় আল্লাহর নিকট হতে বহু দূরে। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন এ হাদীসটি হাসান ও গরীব]

وَعَنْهُ ٣٥٣٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ)

৩৫৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম জিহাদ ঐ ব্যক্তির যে অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আর আহমদ ও নাসায়ী হাদীসটি তারেক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٣٥٣٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ اِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَاِنْ ذَكَرَ اَعَانَهُ وَاِذَا اَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ اِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৫৩৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো শাসকের কল্যাণ চান, তখন তার জন্য একজন সত্যবাদী উজির [সঠিক পরামর্শদাতা] এর ব্যবস্থা করে দেন। যদি শাসক [আল্লাহর আদেশ] ভুলে যায় তাহলে উজির তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি শাসক স্মরণ রাখে তাহলে উজির তাকে সাহায্য করে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো শাসকের সাথে এটার বিপরীত [অকল্যাণ] করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য একজন বদ ও নিকৃষ্ট উজিরের ব্যবস্থা করে দেন। যদি শাসক [আল্লাহর আদেশ] ভুলে যায় তাহলে উজির তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি শাসক স্মরণ করেন তাহলেও উজির সহায়তা করে না। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٣٥٣٨ أَبِىْ أُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِى النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– শাসক যখন জনগণের দোষত্রুটি অন্বেষণ করে তখন তাদেরকে খারাপ বানিয়ে দেয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শাসক যদি জনগণের ছোটখাটো দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়ায় এবং জনগণকে বিভিন্ন অজুহাতে হয়রানি করে তাহলে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। জনগণ শাসকের উপর রুষ্ট হয়ে যায়। তখন দেশের মধ্যে শুরু হয় ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা। ভেঙ্গে পড়ে সামাজিক ও নৈতিক কাঠামো। চরম অবনতি হয় আইন-শৃঙ্খলার। সুতরাং শাসকের জন্য জনগণের ছোটখাটো দোষ-ক্রটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ٣٥٣٩ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৩৫৩৯. **অনুবাদ :** হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন– যদি তুমি মানুষের গোপন দোষ-ক্রটি অন্বেষণ করে বেড়াও তাহলে তুমি তাদেরকে খারাপ করে ফেললে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٣٥٤٠ أَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِىْ يَسْتَأْثِرُوْنَ بِهٰذَا الْفَيْءِ قُلْتُ أَمَا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِىْ عَلٰى عَاتِقِىْ ثُمَّ أَضْرِبُ بِهٖ حَتّٰى أَلْقَاكَ قَالَ أَوَ لَا أَدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِنْ ذٰلِكَ تَصْبِرُ حَتّٰى تَلْقَانِىْ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার পরে তোমাদের ইমাম বা শাসকের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে? যখন তারা অমুসলিমদের থেকে খিরাজ ও জিজিয়া [টেক্স ও কর ইত্যাদি] আদায় করে নিজেরাই ভোগ করবে। [তখন তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে না তার মোকাবিলা করবে?] হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম– সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন। অবশ্যই আমি নিজ তরবারি কাঁধের উপর রাখব। অতঃপর আপনার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তার মাধ্যমে তাকে আঘাত করব। [অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ করব] নবী করীম ﷺ বললেন, আমি কি তোমাকে তা থেকে উত্তম কাজের কথা বলব না? তা হচ্ছে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত [মৃত্যু] পর্যন্ত তুমি ধৈর্যধারণ কর। –[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٤١ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ اِلٰى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ الَّذِيْنَ اِذَا اُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَاِذَا سُئِلُوْهُ بَذَلُوْهُ وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِاَنْفُسِهِمْ ـ

৩৫৪১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তোমরা কি জান! কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ তা'আলার [আরশের] ছায়ায় সর্বপ্রথম কোন লোক স্থান পাবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -ই ভালো জানেন। নবী করীম ﷺ বললেন, ঐ সকল [আমির ও শাসক] লোকেরা যখন তাদের নিকট হক কথা বলা হয় তখন তারা তা কবুল করে। আর যখন তাদের নিকট কোনো ন্যায্য অধিকার চাওয়া হয় তখন তারা তা দিয়ে দেয়। আর মানুষের উপর এমন ফয়সালা করে যেরূপ ফয়সালা নিজের জন্য করে।

وَعَنْ ٣٥٤٢ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثَلَاثَةٌ اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِيْ اَلْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدْرِ ـ

৩৫৪২. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আমার উম্মতের উপর তিনটি বিষয়কে ভয় করি। চাঁদ বা তারকার কক্ষপথে অতিক্রম করার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি কামনা করা এবং বাদশাহর জুলুম-অত্যাচার ও তাকদীরকে অবিশ্বাস করা।

وَعَنْ ٣٥٤٣ اَبِيْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ اَيَّامٍ اِعْقِلْ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِيْ سِرِّ اَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ وَاِذَا اَسَأْتَ فَاَحْسِنْ وَلَا تَسْأَلَنَّ اَحَدًا شَيْئًا وَاِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ اَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ـ

৩৫৪৩. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ছয় দিন পর্যন্ত বলতে লাগলেন, হে আবূ যর! সামনে তোমাকে যে কথা বলা হবে তার জন্য প্রস্তুত হও। অতঃপর যখন সপ্তম দিন আসল তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করতেছি যে, তুমি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে থাক। যখন তোমার থেকে কোনো মন্দকাজ প্রকাশ পায়। সাথে সাথে কোনো ভালোকাজ কর। কখনো কারো নিকট কোনো কিছুর সুওয়াল করো না। যদিও তোমার ছড়ি নিচে পড়ে যায়। [অর্থাৎ তুমি ঘোড়ার উপর সওয়ার থাক এমতাবস্থায় যদি তোমার হাতের চাবুকটি নিচে পড়ে যায় তবুও তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কারো নিকট সুওয়াল করো না] কারো আমানত নিজের কাছে রেখ না এবং দুজন মানুষের মাঝেও বিচারক হয়ো না।

وَعَنْ ٣٥٤٤ أَبِىْ أُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِى أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَّا أَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلٰى عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَاٰخِرُهَا خِزْىٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৫৪৪. **অনুবাদ** : হযরত আবূ উমামা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের জিম্মাদার হয়েছে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে গলায় শিকল পরা অবস্থায় উপস্থিত করবেন। তার হাত গরদানের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। তার নেক আমল তাকে মুক্ত করবে। [অর্থাৎ তার আদল ও ইনসাফ-ই একমাত্র তাকে মুক্ত করতে পারবে] অথবা তার পাপ তাকে ধ্বংস করবে। [মনে রেখ] নেতৃত্বের প্রথম অবস্থা ভর্ৎসনা ও নিন্দা, মধ্য অবস্থায় লজ্জা আর পরিশেষে কিয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনা।

وَعَنْ ٣٥٤٥ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ وُلِّيتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللّٰهَ وَاعْدِلْ قَالَ فَمَا زِلْتُ أَظُنُّ أَنِّىْ مُبْتَلًى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى ابْتُلِيتُ.

৩৫৪৫. **অনুবাদ** : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হে মুয়াবিয়া! যদি তোমাকে কোনো কাজের জন্য শাসক নিযুক্ত করা হয় তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং ইনসাফ কায়েম কর। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর এ কথার কারণে আমি সর্বদা এ ধারণা করতাম যে, আমি একদিন অবশ্যই এ দায়িত্বে নিয়োজিত হবো। পরিশেষে আমি দায়িত্বে উপনীত হলাম। [অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলো আর আমি শাসক নিযুক্ত হলাম।]

وَعَنْ ٣٥٤٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ رَوَى الْأَحَادِيثَ السِّتَّةَ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

৩৫৪৬. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সত্তর সালের গোড়ার যুগ এবং বাচ্চাদের শাসন ক্ষমতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। উল্লিখিত হাদীস ছয়টি ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেছেন। আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি বায়হাকী দালায়েলে নবুয়ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "رَأْسِ السَّبْعِينَ" : 'সত্তর সালের গোড়ার যুগ' দ্বারা উদ্দেশ্য হিজরির সপ্তম দশক। অর্থাৎ ৬১ হিজরির থেকে ৭০ হিজরি পর্যন্ত সময়কাল। ৬০ হিজরির শেষের দিকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) -এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে তার শাসন ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর খলিফা নিযুক্ত হয় ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া। তার শাসনামলে উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। দেশের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফ্যাসাদ শুরু হয়। তার শাসনামলেই হযরত হোসাইন (রা.) কারবালা প্রান্তরে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। ইয়াযীদ সর্বমোট ৩ বছর ৮ মাস শাসন ক্ষমায় অধিষ্ঠিত ছিল। ইয়াযীদের পর তার ছেলে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া নামে মাত্র ক্ষমতা গ্রহণ করে। অবশেষে ক্ষমতার বাগডোর বনী উমাইয়া খানদান থেকে বনী মারওয়ানরে হাতে চলে যায়। হাদীসে বনী মারওয়ানদের শাসনকে বাচ্চাদের শাসন বলে অবিহিত করা হয়েছে। বনী মারওয়ানরা মূলত ইসলামি হুকুমতকে জুলুম, নির্যাতন, অন্যায় ও ফিতন-ফ্যাসাদের মাধ্যমে দুর্বল করে বাচ্চা বানিয়ে দিয়েছে।

ইয়াযীদের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার যে সূচনা হয়েছিল তারা তার আরো বিস্তার ঘটিয়েছে। নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে ঐ সময়কালের ভয়াবহতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকে উক্ত বিভীষিকাময় সময়ের মুখোমুখি না করে।

وَعَنْ ٣٥٤٧ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا تَكُونُونَ كَذٰلِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ -

৩৫৪৭. অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইবনে হাশেম থেকে বর্ণিত। তিনি ইউনুস ইবনে আবূ ইসহাক থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা যেরূপ হবে তোমাদের উপর সেরূপ শাসক নিয়োগ করা হবে। [অর্থাৎ তোমরা সৎ ও শান্তি প্রিয় হলে তোমাদের উপর সৎ ও শান্তি প্রিয় শাসক নিযুক্ত করা হবে। আর তোমরা অসৎ ও ফিতনাবাজ হলে তোমাদের উপর সে ধরনের শাসক নিযুক্ত করা হবে।

وَعَنْ ٣٥٤٨ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ -

৩৫৪৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় বাদশাহ হলেন জমিনে আল্লাহ তা'আলার ছায়াবিশেষ। আল্লাহর বান্দাদের থেকে মজলুম ও অত্যাচারিত বান্দাগণ তার নিকট আশ্রয় কামনা করে। সুতরাং যদি তিনি ন্যায়নীতি অবলম্বন করেন তবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর প্রজাদের কর্তব্য হলো তার শোকর আদায় করা। আর যদি তিনি জুলুম ও অত্যাচার করেন তাহলে গুনাহের বোঝা চাপবে তার উপর তখন প্রজাদের উচিত ধৈর্যধারণ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ : "বাদশাহ জমিনে আল্লাহর ছায়া" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো বস্তুর ছায়া যেমনিভাবে গরম ও রোদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করে অনুরূপভাবে বাদশাহ তার প্রজাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট-ক্লেশ ও জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করেন। ظِلُّ اللّٰهِ -এর মাঝে ছায়া এর সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হয়েছে। এর দ্বারা বাদশাহর মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেমন– بَيْتُ اللّٰهِ -এর মাঝে بَيْت -এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করে কা'বা ঘরে মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

وَعَنْ ٣٥٤٩ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللّٰهِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ -

৩৫৪৯. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন সহনশীল ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আল্লাহর নিকট উত্তম মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর কিয়ামতের দিন জালেম অত্যাচারী বাদশাহ আল্লাহর নিকট সকল মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে।

وَعَنْ ٣٥٥٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَظَرَ اِلٰى اَخِيْهِ نَظْرَةً يُخِيْفُهُ اَخَافَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَى الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ يَحْيٰى هٰذَا مُنْقَطِعٌ وَرِوَايَتُهُ ضَعِيْفٌ.

৩৫৫০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকায় যা দ্বারা সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন। এ হাদীস চারটি বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহইয়া -এর হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন এটা 'মুনকাতি'' এবং তার রেওয়ায়েত ضَعِيْف [দুর্বল]।

وَعَنْ ٣٥٥١ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَالِكُ الْمُلُوْكِ وَمَلِكُ الْمُلُوْكِ قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ فِىْ يَدِىْ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا اَطَاعُوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ وَلٰكِنْ اَشْغِلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَىْ اَكْفِيَكُمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ)

৩৫৫১. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি হলাম আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি রাজা-বাদশাহদের মালিক এবং রাজাধিরাজ। সমস্ত বাদশাহদের অন্তর আমার হাতে। নিশ্চয় বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে তখন আমি রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে দয়া ও হৃদ্যতার সাথে তাদের দিকে ফিরিয়ে দেই। আর বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে তখন আমি তাদের অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর নিষ্ঠুর করে দেই। সুতরাং তারা প্রজাদেরকে কঠিন অত্যাচার করতে থাকে। সুতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদদোয়া করো না; বরং নিজেদেরকে আল্লাহর জিকির ও রোনাজারিতে মশগুল কর, যাতে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হই।

–[আবূ নু'আইম হিলয়া গ্রন্থে]

بَابُ مَا عَلَى الْوُلَاةِ مِنَ التَّيْسِيْرِ
পরিচ্ছেদ : শাসকদের জন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٥٢ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهٖ فِىْ بَعْضِ اَمْرِهٖ قَالَ بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই তাঁর কোনো সাহাবীকে কোনো কাজে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন, তোমরা মানুষকে আশার বাণী শুনাবে। নৈরাশ্য জনক কথা বলে তাদের জন্য অনীহা সৃষ্টি করবেন না। তাদের সাথে সহজ ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٥٣ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৫৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকদের সাথে উদার ব্যবহার কর কঠোর ব্যবহার করো না। তাদেরকে সান্ত্বনা দাও, ভীতশ্রদ্ধ করো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٥٤ اَبِىْ بُرْدَةَ (رضـ) قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ جَدَّهٗ اَبُوْ مُوْسٰى وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] নবী করীম ﷺ তার দাদা আবূ মূসা ও মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠালেন। তখন বললেন, তোমরা উভয়ে লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কঠিন ও কষ্টদায়ক কাজে তাদেরকে লিপ্ত করবে না। তাদেরকে সুসংবাদ দেবে, ভীতিকর ও নৈরাশ্যজনক কথা তাদেরকে শুনাবে না। পরস্পর ঐকমত্য সহকারে কাজ করবে, মতবিরোধ করবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মিশকাতের মুসান্নিফ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ সনদে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে হবে عَنِ ابْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ কেননা, আবূ বুরদা (রা.) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) -এর পুত্র, নাতি নন। আর আবূ বুরদা থেকে তার পুত্রগণ অর্থাৎ আব্দুল্লাহ, ইউসুফ, সাঈদ এবং বেলাল হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং এখানে যে হাদীস রেওয়ায়েত করা হয়েছে তা সাঈদ ইবনে আবূ বুরদা থেকে বর্ণিত। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে আবূ বুরদা (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা [হযরত আবূ বুরদা] থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ আমার পিতা অর্থাৎ হযরত আবূ মূসা আশআরী এবং হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছেন।

وَعَنْ ٣٥٥٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهٖ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৫৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার আলামত। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٥٦ أَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهٖ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা থাকবে, যার মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٥٧ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهٖ اَلَا وَلَا غَادِرَ اَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ اَمِيْرِ عَامَّةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫৫৭ অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছার কাছে কিয়ামতের দিন তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা স্থাপন করা হবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতা অনুযায়ী পতাকা উত্তোলন করা হবে। সাবধান! সরকার প্রধানের বিশ্বাসঘাতকতাই হবে সবচেয়ে বড়। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٥٨ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ (رضـ) أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ اِحْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهٖ وَخَلَّتِهٖ وَفَقْرِهٖ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৩৫৫৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন– যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন, আর সে তাদের জরুরত, চাহিদা ও অভাব অভিযোগ শোনা থেকে আড়ালে থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার জরুরত, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগ [পূরণ করা] থেকে আড়ালে থাকেন। [এ হাদীস শোনার পর] হযরত মুয়াবিয়া (রা.) লোকদের জরুরত ও অভাব-অভিযোগ শ্রবণের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করেন। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلِاَحْمَدَ اَغْلَقَ اللّٰهُ لَهُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ .

তিরমিযীর অন্য আরেক রেওয়ায়েত ও আহমদের রেওয়ায়েতে আছে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির চাহিদা, জরুরত ও অভাব মোচনের ব্যাপারে আসমানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٥٩ اَبِى الشَّمَّاخِ الْاَزْدِىِّ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اَتٰى مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ اَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَوِ الْمَظْلُوْمِ اَوْ ذِى الْحَاجَةِ اَغْلَقَ اللّٰهُ دُوْنَهُ اَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ اَفْقَرَ مَا يَكُوْنُ اِلَيْهِ .

৩৫৫৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ শাম্মাখ আল আযদী তার এক চাচাতো ভাই থেকে রেওয়ায়েত করেন। যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন। [একবার] তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন– যে ব্যক্তিকে মানুষের কোনো কাজে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সে মুসলমান, মজলুম অথবা অভাবী মানুষের উপর তার দরজা বন্ধ করে রাখল। আল্লাহ তা'আলাও তার প্রয়োজন বন্ধ করে দেবেন যখন সে চরম অভাবে পতিত হবে।

وَعَنْ ٣٥٦٠ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) اَنَّهُ كَانَ اِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِمْ اَنْ لَّا تَرْكَبُوْا بِرْذَوْنًا وَلَا تَأْكُلُوْا نَقِيًّا وَلَا تَلْبَسُوْا رَقِيْقًا وَلَا تُغْلِقُوْا اَبْوَابَكُمْ دُوْنَ حَوَائِجِ النَّاسِ فَاِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوْبَةُ ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ . (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩৫৬০. **অনুবাদ :** হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি যখনই কোনো শাসক পাঠাতেন তখন তাদের উপর শর্তারোপ করতেন যে, তোমরা তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার হবে না, ময়দার রুটি খাবে না, পাতলা মিহি কাপড় পরিধান করবে না, মানুষের প্রয়োজন মিটানো থেকে তোমার দরজা বন্ধ করবে না। যদি তোমরা এর মধ্য হতে কোনোটি কর তাহলে তোমরা শাস্তির যোগ্য হবে। অতঃপর কিছুদূর পর্যন্ত তিনি তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসতেন। [এ হাদীস দুটি বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন কারণ তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার হলে অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ পায়। আর ময়দার রুটি খেতে ও মিহি পাতলা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন কারণ এতে ভোগ-বিলাস ও আরাম প্রিয়তা প্রকাশ পায়। তাই এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الْعَمَلِ فِى الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হওয়া এবং তাকে ভয় করা

প্রশাসনিক দায়িত্ব পেয়ে আদল-ইনসাফ এবং ন্যায়নীতির উপর কায়েম থাকা বড়ই কঠিন। প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার পর অধিকাংশ মানুষ লোভ-লালসার শিকার হয়ে অন্যায় অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই যথাসম্ভব প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলা উচিত। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও পরিণামের চিন্তা রয়েছে তারা সর্বদা এ দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে ভীসন্ত্রস্ত থাকে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٦١ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যখন কোনো কাজি বা বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় থাকে তখন যেন দুই পক্ষের মাঝে বিচার-ফয়সালা না করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٦٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَاَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো বিচারক ইজতিহাদ [অনেক চিন্তা-ফিকির] করে বিচার-ফয়সালা করে এবং সঠিক ফয়সালায় উপনীত হয়, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদের পরও ভুল ফয়সালা করে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি কাজি ও বিচারক এমন কোনো ব্যাপারে ফয়সালা করতে চায় যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোনো দিকনির্দেশনা খুঁজে পাচ্ছে না। এজন্য সে যদি ইজতিহাদ করে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহের আহকাম ও তালীমের মাঝে গভীর চিন্তা-ফিকির করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আর তার অন্তর এ সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। তাহলে বাহ্যিক নিয়ম অনুযায়ী তার এ সিদ্ধান্ত সঠিক মেনে নেওয়া হবে। তবে পরকালের হিসেবে এর দুটি অবস্থা রয়েছে। ১. যদি কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক প্রকৃতপক্ষেও তার ফয়সালা সঠিক হয় তাহলে তাকে দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে। একটি ইজতিহাদের পুরস্কার আরেকটি সঠিক ফয়সালার পুরস্কার। ২. যদি তার ফয়সালা কুরআন সুন্নাহের মোতাবেক না হয় তাহলে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। তা হচ্ছে, শুধু ইজতিহাদের পুরস্কার। মুজতাহিদের জন্যও হুবহু এই একই হুকুম।

পক্ষান্তরে যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান না থাকে তার ভুলের উপর কোনো প্রতিদান মিলা তো দূরের কথা সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পরও তার জন্য প্রতিদান মিলা হচ্ছে কঠিন ব্যাপার। বরং এমন যোগ্যতাবিহীন ইজতিহাদের মধ্যে গুনাহের আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া ইজতিহাদের মধ্যে ভুলকারী ও সঠিককারী হওয়া ঐসব শাখা-প্রশাখার মধ্য হতে যার মধ্যে বিভিন্ন কারণাদির অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ঐসব মৌলিক আকিদাসমূহ যা হচ্ছে শরিয়তের আরকান 'স্তম্ভসমূহ' কিংবা যার মধ্যে বিভিন্ন কারণাদির অবকাশ নেই। এসবের মধ্যে ইজতিহাদ করা জায়েজ নয়।

অতএব এসবের মধ্যে ইজতিহাদের ভুলের উপর প্রতিদান মিলবে না এবং অক্ষম বলে ও ধরে নেওয়া যাবে না; বরং নীতির বিরোধিতার দরুন তাকে কিয়ামতের দিবসে ধরপাকড় করা হবে।

এখন আলোচ্য বিষয় হলো যে, সমস্ত মুজতাহিদরা কি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন না অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো একজন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকেন। তাই এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী গংদের মত হচ্ছে যে, যে কোনো একজন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন এবং অন্যসব ভুলকারী হয়ে থাকেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বেলায় কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন কিন্তু একথাটি ভুল; বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও যে কোনো একজন মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন যেমন একটি মাসআলার মধ্যে মুজতাহিদ ইবনে আবী লায়লার ফতোয়াকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٦٣ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৫৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তিকে মানুষের মাঝে কাজি নিযুক্ত করা হলো তাকে যেন ছুরি ব্যতীত জবাই করা হলো। -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছুরি ব্যতীত জবাই করা দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. রূহানী ধ্বংস ও বিপর্যয় উদ্দেশ্য। কেননা এ দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার কারণে তা'আল্লুক মা'আল্লাহ তথা আল্লাহর তা'আলার সম্পর্কের মাঝে ভাটা পড়ে, যা রূহানী তারাক্কীর জন্য প্রতিবন্ধক হয়। আবার কখনো অন্যায়ভাবে কারো মন তুষ্ট করতে হয়। নিজের মধ্যে অর্থ ও ক্ষমতার লোভ সৃষ্টি হয়। সুতরাং যাকে কাজি নিযুক্ত করা হলো তাকে এ সকল মসিবতে লিপ্ত করা হলো। অধিকন্তু ছুরি দিয়ে জবাই করলে একবার কষ্ট হয় আর এ কষ্ট সারা জীবন ভোগ করতে হয়।

২. কাজি এবং বিচারক নিযুক্ত করা বাহ্যিকভাবে তো ইজ্জত ও সম্মানের জিনিস; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই ভয়াবহ জিনিস। উদাহরণস্বরূপ কাউকে যদি গলা টিপে হত্যা করা হয় তাহলে উপর দিয়ে তো কোনো আঘাত ও জখমের চিহ্ন দেখা যায় না; কিন্তু ভিতরগতভাবে তা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও মারাত্মক কষ্টদায়ক। অনুরূপভাবে কাজি ও বিচারক হওয়া ক্ষতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক।

এক হাদীসে আছে-

عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَنّٰى اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِيْ تَمْرَةٍ قَطُّ . (مُسْنَدُ اَحْمَدَ. مِشْكٰوة)

কাজি ও বিচারকের পদ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার জিনিস। এ ব্যাপারে এ ধরনের আরো অনেক হাদীস রয়েছে। আমাদের আকাবির ও আসলাফ এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অত্যন্ত ভয় পেতেন। হযরত আবূ কিলাবা (রা.) হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.), হযরত মাকহুল (র.) প্রমুখ কাজি ও বিচারকের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ভয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে হিজরত করেছিলেন।

وَعَنْ ٣٥٦٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৫৬৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা চেয়ে নেয় সেই পদ তার নিজের দিকে সোপর্দ করা হয়। [অর্থাৎ তার প্রতি আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থাকে না] আর যাকে উক্ত পদ জোর-জবরদস্তিভাবে দেওয়া হয় আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যার্থে একজন ফেরেশতা নাজিল করেন। যিনি তার কাজ-কর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٥٦٥ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৫৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বিচারক তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের [বিচারকদের] জন্য জান্নাত আর দুই প্রকারের [বিচারকদের] জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেই বিচারক জান্নাতে যাবেন যিনি হক উপলব্ধি করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করেছেন। আর যে বিচারক হক উপলব্ধি করেও বিচারের মধ্যে জুলুম করল সে বিচারক জাহান্নামি। আর যে বিচারক অজ্ঞতার সাথে ফয়সালা করে [অজ্ঞতার কারণে কোনটি হক তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর এ অবস্থায়ই মানুষের মাঝে বিচার করে] সেও জাহান্নামি। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٥٦٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهٗ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهٗ جَوْرَهٗ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهٗ عَدْلَهٗ فَلَهُ النَّارُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করল এমনকি সে তা পেয়েও গেল। এমতাবস্থায় যদি তার আদল ও ইনসাফ তার জুলুম ও অন্যায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর যার জুলুম ও অন্যায় তার আদল ও ইনসাফের উপর প্রাধান্য লাভ করল তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٥٦٧ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِيْ اِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اَقْضِيْ بِكِتَابِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَجْتَهِدُ رَائِيْ وَلَا اٰلُوْ قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَدْرِهٖ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يَرْضٰى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৫৬৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [গভর্নর নিযুক্ত করে] ইয়েমেন পাঠালেন, তখন নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন [আচ্ছা বলতো] তুমি কিভাবে বিচার-ফয়সালা করবে? যখন তোমার নিকট কোনো মকদ্দামা পেশ করা হবে। হযরত মু'আয (রা.) বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসূল ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা! আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যদি [তার সমাধান] না পাও। তখন কি করে করবে? হযরত মু'আয (রা.) বলেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত [হাদীস] অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নতের মাঝেও যদি [তার সমাধান] না পাও তখন কি করবে? এর জবাবে হযরত মু'আয (রা.) বললেন, তখন আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং সামান্য পরিমাণ ত্রুটি করব না। হযরত মু'আয (রা.) বলেন, আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত রেখে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই কাজটি করার তৌফিক দিয়েছেন যে কাজে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট আছেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَجْتَهِدُ رَائِيْ : "আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতিহাদ করব।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে মাসআলা ও বিধিবিধান কুরআন ও সুন্নাহের মাঝে পাওয়া যাবে না আমি তা 'কিয়াস' করে হাসিল করব। কুরআন ও সুন্নাহের মাঝে এ জাতীয় মাসআলার যে হুকুম দেওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী আমি চিন্তাভাবনা করে এ মাসআলার হুকুম দেব। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কুরআন ও সুন্নাহের পর কিয়াসও শরিয়তের দলিল। আসহাবে যাওয়াহের ও গাইরে মুকাল্লিদসহ যারা কিয়াসকে দলিল মানে না।

উপরিউক্ত হাদীসে "اَجْتَهِدُ بِرَائِيْ" বাক্যের মধ্যে 'রায়' শব্দের দ্বারা এমন কিয়াস উদ্দেশ্য যা কুরআন এবং হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত করা হয়ে থাকে। আর এমন কিয়াস প্রশংসাযোগ্য। অন্যদিকে যে 'রায়' এবং কিয়াস কুরআন এবং হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত করা হয়ে থাকে সে কিয়াস শরিয়তের মূল নীতিমালাসমূহের মধ্য থেকে একটি মূলনীতি এবং দলিল হিসেবে পেশ করার মতো যোগ্যতাও রাখে জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে। কিন্তু আহলে যাহির ওলামায়ে কেরামদের মতে কিয়াস দলিল পেশ করার যোগ্যতা রাখে না। কেননা সর্বপ্রথম কিয়াসকারী হচ্ছে অভিশপ্ত ইবলিশ 'শয়তান' لِاَنَّهُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ "এজন্য যে, সে বলেছে আমি তা 'আদম' থেকে উত্তম, কারণ আমাকে আপনি অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" আর যে উত্তম সে তা থেকে নিম্নস্তরের কাউকে সেজদা করা হচ্ছে কিয়াস 'যুক্তি' পরিপন্থী।

জমহুর ওলামায়ে কেরামগণ প্রথমত কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা ইস্তিদলাল পেশ করে থাকেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ অর্থাৎ 'তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর।' তাই এখানে কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে যা কিছু নেই সে সবকে কিয়াসের পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তার হুকুম বের করা হচ্ছে উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে হযরত মু'আয (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস যে, রাসূল ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-এর কিয়াস করার উপর আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন এবং তাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। যদি কিয়াস শরিয়তে দলিলযোগ্য না হতো তবে রাসূল ﷺ তাকে ধন্যবাদ না জানায়ে প্রতিবাদ জানাতেন। আর এ কিয়াসের বিস্তারিত আলোচনা ফিকহশাস্ত্রের কিতাবাদিতে দেখে নাও।

উত্তর : ইবলিস যে কিয়াস করেছিল তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য হুকুমের বিপরীত ছিল, যা জমহুরও অস্বীকার করে থাকেন। [অর্থাৎ এমন কিয়াসকে জমহুরও দলিলযোগ্য বলে মনে করেন না।]

وَعَنْ ٣٥٦٨ عَلِيٍّ (رض) قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُرْسِلُنِيْ وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِيْ بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِيْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ أُمِّ سَلَمَةَ إِنَّمَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ بِرَأْيِيْ فِيْ بَابِ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৩৫৬৮. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [যখন] রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাসক নিযুক্ত করে ইয়েমেন পাঠালেন তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি একজন যুবক! বিচার বা শাসন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরকে অচিরেই সৎপথ দেখাবেন এবং তোমার জবানকেও সঠিক রাখবেন। যখন দুই ব্যক্তি তাদের মকদ্দমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা না শোনা পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির পক্ষে কোনো রায় দিয়ো না। কেননা প্রতিপক্ষের বর্ণনা থেকে মকদ্দমায় রায় প্রদান করতে তোমার মদদ মিলবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, [নবী করীম ﷺ -এর দোয়ার পর] আমি আর কোনো মকদ্দমায় সন্দেহে পড়িনি। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ] মুসান্নিফ (র.) বলেন, আকযিয়া ও শাহাদাতের অধ্যায়ে আমরা হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত إِنَّمَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ رَأْيِيْ হাদীসটি বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ -এর দোয়ার বরকতে সমস্ত সাহাবীদের মাঝে হযরত আলী (রা.) শ্রেষ্ঠ বিচারকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) -এর ব্যাপারে রাসূল ﷺ নিজেই ঘোষণা করেছেন– وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٦٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ اٰخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ اَلْقِهِ اَلْقَاهُ فِيْ مَهْوَاةٍ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৩৫৬৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ঐ শাসক যে মানুষের মাঝে শাসনকার্য পরিচালনা করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে রাখবেন। অতঃপর ফেরেশতা তার মাথা আসমানের দিকে তুলবেন। সুতরাং যদি আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন তাকে নিক্ষেপ কর তখন ফেরেশতা তাকে দোজখের তলদেশে নিক্ষেপ করবেন। যার গভীরতা চল্লিশ বছরের পথ।-[আহমদ ও ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ : "অতঃপর ফেরেশতা তার মাথা আসমানের দিকে তুলবেন।" এখানে ফেরেশতার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতা মাথা উঁচু করে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অপেক্ষায় থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন হুকুম করবেন সাথে সাথেই ফেরেশতা তা বাস্তবায়ন করবেন।

قَوْلُهُ مَهْوَاةٍ : অর্থ– নিক্ষিপ্ত স্থানের গভীরতা। আর خَرِيْفٌ অর্থ– জামানা বা বছর। এখানে চল্লিশ দ্বারা নির্দিষ্ট সময় বা মুদ্দত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং দোজখের ঐ গর্তের গভীরতা অনেক বেশি বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এ শাস্তি জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের জন্যই প্রযোজ্য।

وَعَنْ ٣٥٧٠ عَائِشَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَنّٰى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِيْ ثَمَرَةٍ قَطُّ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৩৫৭০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্যও এমন একটি মুহূর্ত আসবে যখন সে আকাঙ্ক্ষা করবে একটি ফলের ব্যাপারেও দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি সে ফয়সালা না করত। -[আহমদ]

وَعَنْ ٣٥٧١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ أَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلّٰى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ رِوَايَةٍ فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلٰى نَفْسِهِ .

৩৫৭১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাসক যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম ও অন্যায় না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন; কিন্তু যখন সে জুলুম ও অন্যায় করতে থাকে তখন আল্লাহর সাহায্য তার উপর থেকে সরে যায় এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইবনে মাজাহ-এর আরেক রেওয়ায়েতে আছে যখন সে জুলুম ও অন্যায় করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নফসের উপর সোপর্দ করে দেন।

وَعَنْ ٣٥٧٢ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُوْدِيًّا اِخْتَصَمَا اِلٰى عُمَرَ فَرَاَى الْحَقَّ لِلْيَهُوْدِيِّ فَقَضٰى لَهٗ عُمَرُ بِهٖ فَقَالَ لَهُ الْيَهُوْدِيُّ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهٗ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَاللّٰهِ اِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرٰةِ اَنَّهٗ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ اِلَّا كَانَ عَنْ يَمِيْنِهٖ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهٖ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهٖ وَيُوَفِّقَانِهٖ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَاِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩৫৭২. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] এক ইহুদি ও এক মুসলমান তাদের বিবাদ নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আসল। হযরত ওমর (রা.) দেখলেন, ইহুদি হকের উপর আছে তাই তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। তখন ইহুদি হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর কসম! আপনি হক বিচার করেছেন। [এ কথা শোনার পর] হযরত ওমর (রা.) তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, তুমি কিভাবে জানলে [আমার বিচার সঠিক হয়েছে?] ইহুদি বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাওরাত কিতাবে পেয়েছি, যে শাসক ন্যায়বিচার করে তার ডান পাশে একজন ফেরেশতা থাকেন এবং বাম পাশে একজন ফেরেশতা থাকেন। তারা তার কাজটিকে দুরস্ত করে দেন। ন্যায় ও সঠিক কাজ করার মধ্যে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ন্যায়ের সাথে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি ন্যায় ও হক পথ পরিত্যাগ করেন ফেরেশতারা উভয়েই উপরে চলে যান এবং তার সঙ্গ পরিহার করেন। −[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইহুদি তো সত্য কথাই বলেছে, তারপরও হযরত ওমর (রা.) তাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করলেন কেন? এর জবাব হলো, হযরত ওমর (রা.) তাকে শাস্তি স্বরূপ অথবা ক্রোধের কারণে চাবুক দিয়ে প্রহার করেননি; বরং খুশি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য চাবুক দিয়ে হালকাভাবে আঘাত করেছেন। মানুষ খুশির সময় কখনো কখনো এমন করে থাকে। আর হযরত ওমর (রা.) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। যদি এমনটি হতো তাহলে তিনি মুসলমান লোকটির পক্ষে রায় প্রদান করতেন।

وَعَنْ ٣٥٧٣ اِبْنِ مَوْهَبٍ (رض) اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ اِقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ اَوَ تُعَافِيْنِيْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ وَقَدْ كَانَ اَبُوْكَ يَقْضِيْ قَالَ لِاَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضٰى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ اَنْ يَّنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا رَاجَعَهٗ بَعْدَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৫৭৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাওহাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনি মানুষের মাঝে বিচার করুন। অর্থাৎ আপনি বিচারকের পদ গ্রহণ করুন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন; বরং হে আমীরুল মুমিনীন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, তুমি উক্ত পদকে কেন অপছন্দ করছ? অথচ তোমার পিতা তো [খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বেও] বিচার ফয়সালা করেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি− তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে তার জন্য এটাই উত্তম যে, সে তা থেকে সমান সমানভাবে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। অর্থাৎ না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, না উপকৃত হয়, না ছওয়াব লাভ হয়, না শাস্তিযোগ্য হয়। এরপর হযরত ওসমান (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে এ সম্পর্কে আর কিছুই বলেননি। −[তিরমিযী]

وَفِىْ رِوَايَةِ رَزِيْنٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُثْمَانَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا اَقْضِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ فَاِنَّ اَبَاكَ كَانَ يَقْضِىْ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ لَوْ اَشْكَلَ عَلَيْهِ شَىْءٌ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ اَشْكَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ سَأَلَ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنِّىْ لَا اَجِدُ مَنْ اَسْأَلُهٗ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ عَاذَ بِاللّٰهِ فَقَدْ عَاذَ بِعَظِيْمٍ وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ مَنْ عَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَاِنِّىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تَجْعَلَنِىْ قَاضِيًا فَاَعْفَاهُ وَقَالَ لَا تُخْبِرْ اَحَدًا ـ

আর রাযীনের এক রেওয়ায়েতে নাফে' হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) হযরত ওসমান (রা.)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি দুই ব্যক্তির মাঝেও বিচার করব না। তখন হযরত ওসমান (রা.) বললেন, তোমার পিতা তো বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, [আপনার কথা সত্য] তবে আমার পিতা যদি কোনো সমস্যায় পড়তেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করতেন। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিষয় সমস্যায় পড়তেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করতেন। এখন আমি এমন কাউকে পাব না যার নিকট জিজ্ঞাসা করব। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায়, সে মহান সত্তার আশ্রয় নিল। আর আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায়, তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। সুতরাং আমাকে বিচারক নিযুক্ত করা থেকে আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে অব্যাহতি দিলেন এবং বললেন, তুমি এ কথাগুলো কারো নিকট প্রকাশ করো না। [অন্যথায় কেউ বিচারক হতে রাজি হবে না।]

بَابُ رِزْقِ الْوُلَاةِ وَهَدَايَاهُمْ

পরিচ্ছেদ : কাজি ও বিচারকদের বেতন নেওয়া ও হাদিয়া গ্রহণ করা

শাসক, বিচারক ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বায়তুল মাল থেকে বেতন নেওয়া জায়েজ আছে। আর দু অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ হবে– ১. হাদিয়াদাতা যদি বিচারকের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়। ২. হাদিয়াদাতা বিচারক হওয়ার পূর্বেও তাকে হাদিয়া দিত। এ দু অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো এ হাদিয়া তার কোনো মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় না হতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা তা ঘুষ বা উৎকোচ হিসেবে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের জন্য রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার থেকে নিজেদের পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করা এবং সাধারণ মানুষদের পক্ষ থেকে তাদের হাদিয়া এবং দান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এই যে, যেহেতু প্রশাসক, বিচারপতি এবং অন্যান্য বিভাগীয় অফিসারগণ সাধারণ মানুষের কাজে নিজেদেরকে বন্দি করে দেয়, তাই তারা যেমন মুসলমানদের শ্রমিক মজদুরদের ন্যায়, বিধায় সাধারণ জনগণের উপর তাদের বেতন ভাতা প্রদান করা আবশ্যক। আর মুসলমানদের সম্পদ সরকারি বা রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারের মধ্যে [বায়তুল মালের মধ্যে] হয়ে থাকে। আর ভাতা তাদের পারিবারিক ব্যয় ভারের পরিমাণ অনুযায়ী হবে। এর চেয়ে কমও হবে না আবার এর চেয়ে বেশিও হবে না। আর তা ঐ সময় হবে যখন কোনো ধরনের শর্ত সাপেক্ষে হবে না; বরং প্রাথমিক পর্যায়ে বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর খলীফাফাতুল মুসলিমীন মুসলমানদের কাজে আত্মনিয়োগকারী দায়িত্বশীলদের বেতন নির্ধারণ করে নেবেন। কিন্তু যদি প্রথম থেকেই শর্ত সাপেক্ষে বেতন সহকারে নিয়োগ হয়ে থাকে তাহলে এ বেতন [রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।] কেননা ইবাদতের পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ নয়। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা দান এবং ইমামতির উপর বেতন ধার্য করা যেহেতু পরবর্তী ওলামায়ে কেরামগণ জায়েজ বলে ফতোয়া দান করেছেন। তাহলে বিচার ইত্যাদির উপর বেতনের শর্ত করা জায়েজ হবে।

অতঃপর কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে, যদি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল দরিদ্র হন তবে তার জন্য ভাতা গ্রহণ করা জরুরি। কেননা ভাতা ব্যতীত তাকে এ দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া কঠিন বা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। আর যদি দায়িত্বশীল ধনী হন তাহলে ভাতা গ্রহণ না করা ভালো।

কিন্তু হিদায়া কিতাবের মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, ধনী দায়িত্বশীলের জন্যও ভাতা গ্রহণ করা উত্তম। তাহলে যেন এ দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব থাকে এবং স্বয়ং নিজে গ্রহণ করতে যেন কোনো জটিলতা দেখা না দেয়। সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতার দলিল হচ্ছে আবূ দাউদ শরীফে উল্লিখিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর হাদীস।

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ অর্থাৎ হযরত বুরায়দা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি, যদি সে তারপর তার পারিশ্রমিকের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা হবে খিয়ানত।

এমনিভাবে মুস্তাদরাকে হাকিমের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ হযরত আত্তাব ইবনে উসায়দ (রা.)-কে যখন মক্কা মুকাররামার কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন এবং বাৎসরিক চল্লিশ উকিয়া বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। এমনিভাবে বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) খলীফাতুর রাসূল ﷺ নিযুক্ত হওয়ার পর বলেছিলেন– شُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَأْكُلُ اٰلُ أَبِيْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ অর্থাৎ 'আমি মুসলমানদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অতঃপর শীঘ্রই আবূ বকরের পরিবারবর্গ এ মাল থেকে অর্থাৎ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার থেকে আহার গ্রহণ করবে।' এজন্য হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত ওসমান গনী (রা.) উভয়ই বায়তুল মাল থেকে নিজেদের দৈনিক বেতন বা প্রাত্যহিক ভাতা গ্রহণ করে থাকতেন।

অতএব, রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার বা বায়তুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ; বরং এর উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকেনি।

এখন মাসআলা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের জন্য বেতন ব্যতীত সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে হাদিয়া বা অনুদান গ্রহণ করা কিংবা সাধারণ মানুষের ঘরে দাওয়াত খাওয়ার ক্ষেত্রে। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এই যে, নিজের আত্মীয়স্বজন এবং এমন লোকদের থেকে হাদিয়া ইত্যাদি গ্রহণ করা এবং তাদের ঘরে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ যাদের সাথে বিচার বিভাগের দায়িত্বশীল হওয়ার পূর্বেও এ ধরনের লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। কেননা প্রথম ব্যাপার আত্মীয়তার সম্পর্ক হিসেবে এবং দ্বিতীয় ব্যাপার স্বাভাবিক প্রথা হিসেবে হবে। বিচার বিভাগীয় সম্পর্কের দরুন এ লেনদেন হয়নি। এ উভয় পদ্ধতি ব্যতীত হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করা জায়েজ নয়। কেননা তা বিচার বিভাগীয় সম্পর্কের কারণে করেছেন, যার মধ্যে নিজ স্বার্থপরতা এবং ঘুষের শক্ত আশঙ্কা রয়েছে।

এমনিভাবে বিচারপতির জন্য এও জায়েজ নয় যে, বাদী-বিবাদীর মধ্য থেকে কাউকে কিছু খাওয়াবে কিংবা কাউকে পাশে বসাবে অথবা কোনো একজনের দিকে চক্ষু কিংবা হাত অথবা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করবে। কারণ এর দরুন অন্য প্রতিপক্ষ ব্যক্তির অন্তরে কষ্ট আসবে। তাছাড়া এতে ন্যায়বিচার না হওয়ার প্রতি ধারণা জন্ম নেবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٧٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُعْطِيْكُمْ وَلَا اَمْنَعُكُمْ اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىْ)

৩৫৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কিছু দেই না এবং বঞ্চিতও করি না। আমি শুধু বণ্টনকারী। সুতরাং আমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছি সেভাবে বণ্টন করি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ সাহাবীদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করার সময় উপরিউক্ত কথা বলেছেন, যাতে কাউকে কমবেশি দেওয়ার কারণে কেউ মনে কষ্ট না নেয়।

مَا اُعْطِيْكُمْ الخ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই এবং তোমাদেরকে বঞ্চিত করার ক্ষমতাও আমার নেই। অর্থাৎ আমি কাউকে কোনো কিছু দিলে নিজের ইচ্ছায় দেই না। আবার কাউকে বঞ্চিত করলেও নিজ ইচ্ছায় করি না। আমি কেবল একজন বণ্টনকারী। আল্লাহর হুকুমেই আমি এসব কিছু করে থাকি।

وَعَنْ ٣٥٧٥ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৫৭৫. অনুবাদ : হযরত খাওলাতুল আনসারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিছু মানুষ আল্লাহ তা'আলার মালের মাঝে অন্যায়ভাবে তছরুপ করে। অর্থাৎ জাকাত, গনিমত ও বায়তুল মালের সম্পদে অন্যায়ভাবে তছরুপ করে ও নিজের অংশের চেয়ে বেশি উসুল করে নেয়। কিয়ামতের দিনে তাদের জন্য দোজখের আগুন অবধারিত। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٥٧٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِيْ اَنَّ حِرْفَتِيْ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ اَهْلِيْ وَشُغِلْتُ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَاْكُلُ اٰلُ اَبِيْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৫৭৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত আবূ বকর (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করা হলো তখন তিনি বললেন, আমার কওমের লোকেরা ভালোভাবে জানে যে, আমার ব্যবসা-বাণিজ্য আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের খরচ মিটাতে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত হয়েছি। [কাজেই এখন আর ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখা সম্ভব নয়] সুতরাং আবূ বকরের পরিবার-পরিজন এখন থেকে এ মাল [বায়তুল মাল] থেকে খেতে থাকবে। আর সে [আবূ বকর] মুসলমানদের জন্য কাজ করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আর তার মাধ্যমে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটাতেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন পরামর্শক্রমে তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করলেন তখন তিনি সাহাবাগণকে জানিয়ে দিলেন। এখন আর আমার পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমার পরিবার-পরিজনের খরচের জন্য বায়তুল মাল থেকে অজিফা নেব। এ অজিফার পরিমাণ ছিল একজন অতি সাধারণ লোকের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٧٧ بُرَيْدَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৭৭. **অনুবাদ :** হযরত বুরায়দা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আমরা কোনো কাজে নিযুক্ত করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি, অতঃপর এরপর যা কিছু সে অতিরিক্ত গ্রহণ করবে তা হলো খেয়ানত। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٥٧٨ عُمَرَ (رض) قَالَ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَمَّلَنِيْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৭৮. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে [রাষ্ট্রীয়] কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। আর আমাকে তার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٥٧٩ مُعَاذٍ (رض) قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِيْ أَثَرِيْ فَرُدِدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِيْ لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَا تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِيْ فَإِنَّهُ غُلُوْلٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهٰذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৫৭৯. **অনুবাদ :** হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে [গভর্নর নিযুক্ত করে] ইয়েমেনে পাঠালেন। যখন আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম তখন তিনি [আমাকে ডেকে আনার জন্য] আমার পিছনে একজন লোক পাঠালেন। তখন আমি ফিরে আসলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি জান কেন আমি তোমাকে ডেকে আনলাম? তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত কোনো কিছু গ্রহণ করবে না। কেননা এভাবে নেওয়া খেয়ানত বা আত্মসাৎ। আর যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে [হাশরের ময়দানে] আসবে। এ কথাগুলো বলার জন্যই আমি তোমাকে ডেকেছি। এখন তুমি তোমার কাজে চলে যাও। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٥٨٠ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ غَالٌّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৮০. **অনুবাদ :** হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শাসক নিযুক্ত হবে [তার যদি স্ত্রী না থাকে] তাহলে সে একজন স্ত্রীর ব্যবস্থা করতে পারে। আর যদি তার খাদেম না থাকে তাহলে একজন খাদেমের ব্যবস্থা করতে পারে। আর যদি তার কোনো ঘর না থাকে তাহলে একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে সে যদি তা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহলে খেয়ানতকারী হবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রশাসকগণ স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ এবং থাকার বাসস্থান ও খেদমতের জন্য একজন খাদেম বায়তুল মাল থেকে নিতে পারবে। এর অতিরিক্ত গ্রহণ করলে তা খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। প্রকাশ থাকে যে, বায়তুল মাল এ সকল খরচ ঐ সময় বহন করবে, যখন তার বেতন নির্ধারিত না থাকে। যদি সে নির্ধারিত বেতন ভোগ করে তাহলে সে এ সকল সুবিধা পাবে না।

وَعَنْ ٣٥٨١ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالٌّ يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا

৩৫৮১. **অনুবাদ :** হযরত আদী ইবনে আমীরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের কাউকে যদি আমাদের কোনো কাজে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর সে যদি তা থেকে একটি সুই পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক কিছু গোপন করে তাহলে সে খেয়ানতকারী; কিয়ামতের দিনে সে তা বহন করে আসবে। তখন একজন আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার উপর যে কাজ সোপর্দ করেছেন তা ফেরত নিয়ে যান। তিনি বললেন, তা কেন? লোকটি আরজ করল, আমি শুনেছি

ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذٰلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيْلِهٖ وَكَثِيْرِهٖ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهٗ)

বললেন, তা কেন? লোকটি আরজ করল, আমি শুনেছি আপনি এমন এমন [ভীতিকর] কথা বলেছেন। নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ আমি আবারও বলছি, যাকে আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি সে যেন তার [আমদানির] কম ও বেশি [অর্থাৎ সবকিছু] আমাদের কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তাকে যা কিছু দেওয়া হবে, শুধু তাই গ্রহণ করবে। আর যা থেকে নিষেধ করা হবে তা থেকে বিরত থাকবে। –[মুসলিম ও আবূ দাউদ, তবে হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলো আবূ দাউদের।]

٣٥٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنْ ثَوْبَانَ وَزَادَ الرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا .

৩৫৮২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপর লানত করেছেন। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

আর তিরমিযী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ ও বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে ছাওবান হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে অতিরিক্ত আছে "اَلرَّائِشُ" অর্থাৎ উভয়ের মাঝে যে সংযোগ স্থাপন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপরও লানত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "رِشْوَتْ" বলা হয় যা কোনো অন্যায় বস্তুকে প্রমাণিত অথবা কারো হককে বাতিল করার জন্যে কাউকে দেওয়া হয়ে থাকে। আর "رَاشِيْ" বলা হয় "رِشْوَتْ" দাতাকে এবং "مُرْتَشِيْ" বলা হয় "رِشْوَتْ" গ্রহীতা, গ্রহণকারীকে।

হাদীস শরীফে "رَاشِيْ" [ঘুষদাতা] এবং "مُرْتَشِيْ" [ঘুষগ্রহীতা]-এর উপর যে লানত বা অভিশাপের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা অন্যায়ভাবে "رِشْوَتْ" দাতা এবং গ্রহীতার ব্যাপারে এসেছে।

অতএব নিজের ন্যায্য হক, প্রাপ্য 'বস্তু অধিকার' প্রমাণের অথবা নিজের উপর থেকে অন্যায়-অনাচার কিংবা জুলুম-নির্যাতনকে প্রতিহত করার জন্য "رِشْوَتْ" প্রদান করা জায়েজ।

এমনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে তার ন্যায্য বস্তু দানের ভিত্তিতে প্রশাসক ও বিচারপতি ব্যতীত অন্য কারো জন্য "رِشْوَتْ" গ্রহণ করা জায়েজ। আর বিচারপতি এবং প্রশাসকের জন্য "رِشْوَتْ" গ্রহণ করা জায়েজ নয়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ন্যায্য হক যথাসাধ্য দেওয়া বিচারপতি এবং প্রশাসকের নিজ দায়িত্ব এবং তাদের উপর ওয়াজিব।

وَعَنْ ٣٥٨٣ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اجْمَعْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ ثُمَّ ائْتِنِىْ قَالَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ يَا عَمْرُو اِنِّىْ اَرْسَلْتُ اِلَيْكَ لِاَبْعَثَكَ فِىْ وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللّٰهُ وَيُغْنِمُكَ وَاَزْغَبُ لَكَ زَغْبَةً مِنَ الْمَالِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَتْ هِجْرَتِىْ لِلْمَالِ وَمَا كَانَتْ اِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ قَالَ نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوٰى اَحْمَدُ نَحْوَهٗ وَفِىْ رِوَايَتِهٖ قَالَ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ)

৩৫৮৩. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, তুমি তোমার অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় নিয়ে আমার নিকট চলে আস। [অর্থাৎ সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আস] তিনি বলেন, সুতরাং আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অজু করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, হে আমর! আমি তোমাকে এজন্য ডেকে এনেছি যে, তোমাকে শাসক বানিয়ে একদিকে পাঠাব। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সহীহ সালামতে রাখুন এবং গনিমতের মালসম্পদও দান করুন। আর আমিও তোমাকে কিছু মাল প্রদান করব। তখন আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ধনসম্পদের লালসায় আমার হিজরত ছিল না; বরং আমার হিজরত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই। নবী করীম ﷺ বললেন, সৎলোকের জন্য পবিত্র মাল কতইনা উত্তম। −[শরহে সুন্নাহ। আর আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তার আরেক রেওয়ায়েতে আছে ভালো লোকের জন্য ভালো মাল উত্তম জিনিস।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ৫ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের সাথে হাবশা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবী করীম ﷺ তাকে ওমানের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ভালো মাল তা যা হালাল উপায়ে উপার্জন করা হয় এবং উত্তম জায়গা ও সৎকাজে ব্যয় করা হয়। আর ভালো লোক সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে এবং বান্দার হকও যথাযথভাবে আদায় করে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٨٤ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বাদশাহ বা হাকিমের নিকট সুপারিশের জন্য সুপারিশ করে, আর সে সুপারিশকারীর জন্য সুপারিশের বদলায় কোনো হাদিয়া পাঠায়। আর সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের দরজাসমূহের মধ্য থেকে একটি বিরাট দরজায় প্রবেশ করল। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ ধরনের হাদিয়া মূলত ঘুষের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। কিন্তু এ কাজটিকে সুদের সাথে উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো, সুদ যেভাবে কোনো পরিশ্রম ব্যতীত উপার্জন হয় অনুরূপভাবে তাও কোনো পরিশ্রম ব্যতীত উপর্জিত হয়। অথবা সুদের ন্যায় তাও গর্হিত কাজ।

بَابُ الْاَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ
পরিচ্ছেদ : বিচার এবং সাক্ষ্যদানের বর্ণনা

اَقْضِيَةٌ শব্দটি قَضِيَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ পরস্পরের মাঝে যে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধে এবং বিচারের জন্য তা হাকিমের নিকট পেশ করা হয় তাকে কাযিয়্যা বা আকযিয়াহ বলা হয়।

شَهَادَاتٌ শব্দটি شَهَادَةٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ চাক্ষুস দেখে কোনো জিনিসের সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া। আর পরিভাষিক অর্থ হলো– শাহাদাত বা শপথ বাক্য দ্বারা কাজি বা বিচারকের নিকট সত্য সংবাদ দেওয়া।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٨٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ شَرْحِهِ لِلنَّوَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ وَجَاءَ فِىْ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ اَوْ صَحِيْحٍ زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا لٰكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنَ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ.

৩৫৮৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কেবল লোকদের দাবির ভিত্তিতেই তাদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়, তাহলে লোকেরা তাদের লোকদের খুন ও নিজেদের মালের [মিথ্যা] দাবি করতে থাকবে। কিন্তু বিবাদীর উপর কসম খাওয়া জরুরি। [অর্থাৎ যদি বাদী উপযুক্ত সাক্ষী পেশ করতে না পারে, তাহলে বিবাদীর উপর কসম করা অপরিহার্য হবে। যদি বিবাদী কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে দোষী সাব্যস্ত হবে।] –[মুসলিম] তবে মুসলিমের শরাহ নববীতে আছে, ইমাম নববী বলেন, বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হাসান অথবা সহীহ সনদ দ্বারা আরো কিছু অতিরিক্ত শব্দ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মারফূ' পর্যায়ে বর্ণিত আছে। আর তা হলো– সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদী পক্ষ পেশ করবে আর বিবাদী বা প্রতিপক্ষের উপর কসম বর্তাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আল্লামা নববী (র.) বলেন যে, এ হাদীসটি শরিয়তের বিধিবিধানের মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিধান। [তা হচ্ছে,] কোনো ব্যক্তির দাবি দলিল ব্যতীত কিংবা যার উপর দাবি করা হয়েছে সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তি ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না। এতে দাবি উত্থাপনকারী ব্যক্তি যতই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোন না কেন [তা দেখার বিষয় নয়] এবং নীতি বিধানের রহস্য স্বয়ং উপরিউক্ত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। [অর্থাৎ এতে অনেকেই লোকদের জানমাল হরণের সুযোগ পাবে।]

وَعَنْ ٣٥٨٦ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৮৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি আটক হয়ে [শাসকের দরবারে] কসম করে। আর সে তার কসমে মিথ্যাবাদী হয় এবং সে এর দ্বারা কোনো মুসলমানের অর্থসম্পদ হাসিল করতে চায়, তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। সুতরাং এ কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন– "যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও তাঁর নামে করা কসম তুচ্ছ মূল্যে [পার্থিব লাভের বিনিময়] বিক্রি করে দেয় [তাদের জন্য] কিয়ামতে কোনো অংশ নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ : صَبْر অর্থ– আটক করা, আবদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা। يَمِيْنِ صَبْرٍ অর্থ– অপারগ এবং বন্দি অবস্থায় কসম করা। অর্থাৎ

১. শাসক বা বিচাক কাউকে ঐ সময় পর্যন্ত বন্দি রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কসম না করে। "عَلٰى" হরফটি এখানে بَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কোনো মুসলমানের মাল ধ্বংস অথবা আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করা। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী يَمِيْن - يَمِيْنِ صَبْرٍ غُمُوْس -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা يَمِيْنِ غُمُوْسٍ বলা হয় কোনো অতীত বিষয়ের উপর জেনেশুনে মিথ্যা কসম করাকে। এখানে وَهُوَ فَاجِرٌ اَيْ كَاذِبٌ বাক্যটি তার ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া يَمِيْنِ غُمُوْس -এর মাঝে কাফফারা ওয়াজিব হয় না কিন্তু আখেরাতের শাস্তি অবধারিত হয় তদ্রূপভাবে يَمِيْنِ صَبْرٍ -এর মাঝেও কাফফারা ওয়াজিব হয় না তবে আখেরাতের শাস্তি অবধারিত হয়। কুরআনের আয়াত اُولٰۤئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ তার উপর স্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে।

وَعَنْ ٣٥٨٧ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫৮৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের হক ছিনিয়ে নিল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম করেছেন। [একথা শুনে] এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তা সামান্য জিনিস হয়? তখন তিনি বললেন, যদিও তা পিলু গাছের ডালও হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ : আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা কোনো মুসলমানের হক ছিনিয়ে নেওয়া হালাল ও জায়েজ মনে করে আর এ আকিদার উপরই তার মৃত্যু হয়, তার উপর

জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম। অথবা প্রথম পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশকারীদের সাথে সে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং সাজা ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে। 'পিলু' একপ্রকারের বৃক্ষ। সাধারণত এ বৃক্ষ থেকে মিসওয়াক বানানো হয়।

وَعَنْ ٣٥٨٨ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىْ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৮৮. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তো একজন মানুষই। আর তোমরা বিভিন্ন মামলা-মকদ্দমা নিয়ে আমার নিকট আস। আর সম্ভবত তোমাদের মাঝে কেউ কেউ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে বেশি পটু ও পারদর্শী। আমি তার [দলিল] উপস্থাপনা শুনে সে মোতাবেক বিচার ফয়সালা করি। সুতরাং আমি যে ব্যক্তির জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের হক থেকে কোনো কিছু ফয়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য একখণ্ড আগুনের টুকরাই ফয়সালা করলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ : أَلْحَنَ অর্থ- কথায় পারদর্শী, কথায় পটু, বাকপটু। নবী করীম ﷺ বলেছেন, সম্ভবত তোমাদের মাঝে কেউ কেউ বেশি বাকপটু ও পারদর্শী। আর আমি তার দলিল-প্রমাণ শুনে তার পক্ষে ফয়সালা করে দেই।

اَلْاِعْتِرَاضُ [একটি প্রশ্ন] : নবী করীম ﷺ -এর প্রতি না হক ফয়সালার সম্বন্ধে কিভাবে করা হলো?

اَلْجَوَابُ [উত্তর] : হকের বিপরীত ফয়সালা করার সম্বন্ধ নবী করীম ﷺ যদিও নিজের প্রতি করেছেন কিন্তু এর দ্বারা উম্মতকে তা'লীম দেওয়া উদ্দেশ্য। কেননা কায়দা আছে যে, আহকামে শরইয়্যাহ এর মাঝে যেখানে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি সম্বোধন করা হয় সেখানে প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা উম্মতই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা কাজির ফয়সালা কার্যকর হওয়া : কাজির নিকট যদি মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া হয়। আর কাজি যদি এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেন তাহলে সে ফয়সালা কার্যকর হবে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ وَأَبِىْ يُوْسُفَ (فِىْ رِوَايَةٍ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মিথ্যা সাক্ষীর উপর কাজির দেওয়া ফয়সালা ظَاهِرًا [বাহ্যিকভাবে] কার্যকর হবে; কিন্তু بَاطِنًا [ভিতরগতভাবে] কার্যকর হবে না। চাই তা أَمْلَاكٌ مُرْسَلَةٌ সম্পর্কে হোক বা أَمْلَاكٌ مُقَيَّدَةٌ সম্পর্কে হোক।

ظَاهِرًا কার্যকর করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে আইনগতভাবে কার্যকর করা।

بَاطِنًا কার্যকর করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিচারপ্রার্থীদের মাঝে ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে কার্যকর করা।

أَمْلَاكٌ مُرْسَلَةٌ বলা হয় مُطْلَقًا [সাধারণভাবে] কোনো জিনিসের মালিকানা দাবি করা। কোন সূত্রে মালিক হয়েছে তা উল্লেখ করেনি। যেমন কেউ কোনো জমির মালিক হওয়ার দাবি করল কিন্তু কিভাবে মালিক হলো তা সে উল্লেখ করল না।

أَمْلَاكٌ غَيْرُ مُرْسَلَةٍ (مُقَيَّدَةٌ) বলা হয় যার মধ্যে মালিক হওয়ার সূত্র বর্ণনা করা হয়। যেমন কেউ বলল, এ জমিন আমার। আর আমি তা অমুকের থেকে এত টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি।

তাঁদের দলিল :

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىْ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এ হাদীসের মাঝে নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি আমি কারো জন্য এমন কোনো জিনিসে ফয়সালা করি যা প্রকৃতপক্ষে তার অন্য কোনো মুসলমান ভাইয়ের তাহলে সে যেন তা কখনো না নেয়। কেননা আমার এ ফয়সালা তার জন্য [জাহান্নামের] আগুনের একটি টুকরা।

নবী করীম ﷺ -এর একথা কাজির ফয়সালা بَاطِنًا [ভিতরগত] কার্যকর না হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (فِىْ رِوَايَةٍ) وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَاَهْلِ كُوْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত ও ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার এবং আহলে কূফাদের মতে عُقُوْد اَمْلَاك مُقَيَّدَة এবং যেমন ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ এবং فُسُوْخ যেমন, তালাক, খোলা, ইত্যাদির মাঝে মিথ্যা সাক্ষীদের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করলে কাজির ফয়সালা ظَاهِرًا ও কার্যকর হবে, بَاطِنًا ও কার্যকর হবে। যদি কাজি সাহেব তাদের মিথ্যাচার সম্বন্ধে অবগত না থাকেন। আর যদি অবগত থাকেন তাহলে ফয়সালা কোনোভাবেই কার্যকর হবে না।

উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে বিবাহ হওয়ার ব্যাপারে দুজন মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে কিন্তু মহিলা অস্বীকার করে তাহলে কাজি সাহেব যদি বিবাহের ফয়সালা করে দেয় তাহলে ঐ মহিলা তার স্ত্রী হয়ে যাবে। তার সাথে স্ত্রীসহবাস হালাল হয়ে যাবে। –[হিদায়া : ৩/১২৫]

বিষয়টি এমন হলো যেমন কাজি তাদের দুজনের মাঝে বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছেন; কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী পেশ করার কারণে সে কঠিন গুনাহগার হবে এবং শাস্তির যোগ্য হবে।

তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম -এর মুসান্নিফ বলেন, بَاطِنًا কার্যকর হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে মহিলা তার স্ত্রী হয়ে যাবে, আর তার সাথে সহবাস করলে নসব [বংশধারা]ও সাব্যস্ত হবে। ঐ মহিলাকে ব্যভিচারীও বলা যাবে না। কিন্তু পুরুষের জন্য কর্তব্য হলো শরিয়তসিদ্ধভাবে নতুনভাবে বিবাহ করা। কেননা যে 'আকদ' ভুল পন্থায় সংঘটিত হয়েছে তা অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা জন্ম দেয়। সুতরাং দ্বিতীয়বার আকদ করা ব্যতীত তার থেকে উপকৃত হওয়া মাকরূহ।

তাঁদের দলিল :

١-٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْحَىِّ خَطَبَ اِمْرَأَةً وَهُوَ دُوْنَهَا فِى الْحَسَبِ فَاَبَتْ اَنْ تَزَوَّجَهُ فَادَّعٰى اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَاَقَامَ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ عَلِىٍّ فَقَالَتْ اِنِّىْ لَمْ اَتَزَوَّجْهُ قَالَ قَدْ زَوَّجَكِ الشَّاهِدَانِ اِمْضِ عَلَيْهِمَا النِّكَاحَ (اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ ١/٢٥٢) وَفِىْ رِوَايَةِ اِمَامِ مُحَمَّدٍ فَقَالَتْ اِنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْنِىْ فَاَمَّا اِذَا قَضَيْتَ عَلَىَّ فَجَدِّدْ نِكَاحِىْ فَقَالَ (عَلِىٌّ) لَا اُجَدِّدُ نِكَاحَكِ الشَّاهِدَانِ زَوَّجَاكِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَعْدَ رِوَايَتِهِ وَبِهٰذَا نَاْخُذُ (حَكَاهُ ابْنُ عَابِدِيْنَ ٥/٤٦٢ نَقْلًا عَنْ رِسَالَةِ الْقَاسِمِ بْنِ قُطْلُوْبُغَا بِحَوَالَةِ تَكْمِلَةٍ ٢/٥٦٨)

উল্লিখিত উভয় اَثَارٌ -এর মাঝে মহিলাটি বলেছে, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে আমাকে বিবাহ করেনি। সুতরাং এখন আপনি বিবাহ পড়িয়ে দিন। তিনি জবাবে বললেন, اَلشَّاهِدَانِ زَوَّجَاكِ 'ঐ দুই সাক্ষী তোমার বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন।' নতুনভাবে বিবাহ পড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে কাজি সাহেব বিবাহ সংঘটিত করে দিলেন । এ اَثَارٌ দুটি কাজির ফয়সালা بَاطِنًا কার্যকরী হওয়ার উপর স্পষ্ট দলিল বহন করে।

৩. 'লি'আন'[১] -এর মাঝে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী কাজির تَفْرِيْق [বিচ্ছেদ] করে দেওয়ার পর বিবাহ শেষ হয়ে যায়। কাজির ফয়সালা بَاطِنًا ও ظَاهِرًا উভয়ভাবে কার্যকর হয়ে যায়। অথচ এখানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে কোনো একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আমাদের আলোচিত মাসআলাটিও ঠিক সেরকম।

আকলি দলিল : শরিয়ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে تَصَرُّفَاتٌ خَاصَّةٌ এবং পরস্পরের মাঝে مُعَامَلَاتٌ -এর অনুমতি দিয়েছে । কিন্তু যখন পুরস্কারের মাঝে দ্বন্দ্ব হয় তখন ঐ দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কাজি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন কাজির ফয়সালা যদি শুধু ظَاهِرًا মেনে নেওয়া হয় তাহলে ঝগড়া তো মিটবে না; বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। যেমন ধরুন, সাক্ষীর কারণে তো ظَاهِرًا বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে, কিন্তু তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। কেননা সে প্রকৃতপক্ষে اَجْنَبِيَّة [পর নারী] ই থাকবে। এতে করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হবে। এমনিভাবে যদি কাজির ফয়সালা দ্বারা তালাক হয়ে যায় তাহলে এর দ্বারা ظَاهِرًا বিবাহ ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু بَاطِنًا কার্যকর না হওয়ার কারণে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। আর বাচ্চা হলে তা হবে অবৈধ বাচ্চা। এতে করে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

টীকা-১ : যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অবহিত করে। আর চারজন সাক্ষী না থাকে তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে পাঁচবার শপথ দেওয়াকে 'লি'আন' বলা হয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব] :

১. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত এ হাদীস হানাফীদের বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না। কেননা এ হাদীস مَوَارِث أَمْلَاك مُرْسَلَة সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। কারণ হযরত উম্মে সালামা (রা.) -এর হাদীস এই বাবের দ্বিতীয় ফসলে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) فِىْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِىْ مَوَارِيْثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا الخ ـ (أَبُوْ دَاوُدَ، مِشْكُوة ٢/٣٢٧)

আরেক রেওয়ায়েতে আছে– يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوَارِيْثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دُرِسَتْ (أَبُوْ دَاوُد)

أَحْنَاف -এর নিকট مَوَارِثُ - أَمْلَاك مُرْسَلَة -এর হুকুমে। কেননা موارث নতুন আকদ কবুল করে না। মিরাছ এমনই অনিচ্ছাকৃতভাবে ওয়ারিশদের নিকট এসে যায়। অধিকন্তু এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা আছে– لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ -এর দ্বারা বুঝা যায় তা قَضَاءٌ بِالشُّهُوْد [সাক্ষীদের মাধ্যমে ফয়সালা] ছিল না। অথচ হানাফীদের মাযহাব ظَاهِرًا ও بَاطِنًا কার্যকর হওয়াটা قَضَاءٌ بِالشُّهُوْد -এর সাথে খাস। আর এটাতো তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. হাদীসের শব্দ "اَلْحَنُ" দ্বারা বুঝা যায়, সে তার দাবি তেজস্বী বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে, সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত করে না। আল্লামা কাশ্মীরী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, যদি তেজ, অনর্গল বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কোনো ফয়সালা করায় তাহলে তার এ হুকুম। অন্যথা এ হুকুম হবে না। ইখতিলাফ তো شَهَادَتْ زُوْر সম্পর্কে।

৩. নবী করীম ﷺ -এর এ হুকুম মীমাংসার নিমিত্তে ছিল ফয়সালা হিসেবে ছিল না। এ ব্যাখার মাধ্যমে সকল হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

٣٥٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৮৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হলো অধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি। –[বুখারী ও মুসলিম]

٣٥٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫৯০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ [এক মকদ্দমায়] একটি কসম ও এক সাক্ষী দ্বারা বিচার ফয়সালা করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِى الْقَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ : কোনো মকদ্দমায় যদি বাদীর নিকট দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী না থাকে তাহলে একজন সাক্ষী ও একটি কসম যা দ্বিতীয় সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত ধরে বাদীর প্রতি মেনে নেওয়া হবে কি হবে না এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আর তাও ঐ সময় যখন দাবি কোনো মাল সম্পর্কে হবে। যদি মাল ব্যতীত অন্য কোনো দাবি হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী একটি কসম ও একজন সাক্ষী ধর্তব্য হবে না।

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى : হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট যদি বাদীর নিকট একজন সাক্ষী থাকে তাহলে দ্বিতীয় সাক্ষীর পরবর্তে কসম নিয়ে তার পক্ষে ফয়সালা করে দেবে। বিবাদীকে কসম করার জন্য আহ্বান করবে না। তা أَرْبَعَة ,خُلَفَاء سَبْعَة ,فُقَهَاء ,حَسَن ,شُرَيْح ,يَحْيٰى ,رَبِيْعَة প্রমুখদের নিকট থেকেও বর্ণিত আছে।

তাঁদের দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ . (تِرمِذِيْ، أَبُوْ دَاوُدَ)

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَشَعْبِيْ وَنَخْعِيْ وَأَوْزَاعِيْ وَزُهْرِيْ وَعَطَاءٍ وَأَبِيْ شُبْرُمَةَ وَلَيْثٍ وَغَيْرِهِمْ :

হযরত ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, শা'বী, নাখয়ী, আওযায়ী, যুহরী, আতা, ইবনে শুবরুমা, লাইছ (র.) প্রমুখদের নিকট বাদির জন্য দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী এবং বিবাদীর জন্য কসম করা আবশ্যক। যদি বাদী দুজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে তাহলে বিবাদীর থেকে কসম নিয়ে তার পক্ষে ফয়সালা করে দেবে।

তাঁদের দলিল :

١. وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (اَلْبَقَرَةُ : ٢٨٢)

ইমাম জাস্সাস (র.) বলেন, এ আয়াত একজন সাক্ষী ও একটি কসমের অভিমতকে বাতিল করে দিয়েছে। কেননা এ আয়াতের মাঝে দুটি বিষয় রয়েছে– ১. সংখ্যা ২. সিফাত [গুণ] সুতরাং আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে যাদেরকে আখলাক ও সত্যবাদিতার কারণে মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। যখন صِفَتْ مَشْرُوْطَه [শর্তকৃত গুণ] ব্যতীত সাক্ষী হতে পারবে না তাহলে উল্লিখিত সংখ্যা অর্থাৎ দুজন ব্যতীত ফয়সালা কিরূপে কার্যকর হবে?

وَالْحَالُ أَنَّ الْعَدَدَ أَوْلٰى بِالْاِعْتِبَارِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالرِّضَاءِ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَعْلُوْمٌ مِنْ جِهَةِ الْيَقِيْنِ وَالْعَدَالَةَ إِنَّمَا نُثْبِتُهُمَا مِنْ طَرِيْقِ الظَّاهِرِ لَا مِنْ طَرِيْقِ الْحَقِيْقَةِ (اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ : ٥١٤)

যদি একজন সাক্ষী এবং দ্বিতীয় সাক্ষীর পরিবর্তে কসম করে যথেষ্ট হতো তাহলে কখনো একজন পুরুষের সাথে দুজন নারীর সাক্ষীর প্রয়োজন হতো না; বরং কসম নিয়ে নেওয় হতো। আর এ সুরত অবশ্যই কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হতো। অথচ তা উল্লেখ করা হয়নি।

٢. وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ .

এ আয়াতের মাঝেও বাদীর জন্য মুসলমানদের মাঝে থেকে দুজন সাক্ষী বানানোর কথা বলা হয়েছে।

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) مَرْفُوْعًا لٰكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ أَنْكَرَ (بَيْهَقِيْ) وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ .

এ হাদীস বুখারীতে একাধিকবার এসেছে। এ ধরনের হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। এ সকল হাদীসে শরয়ী ঐ কায়দার উপর প্রমাণ বহন করে যে, বাদীর উপর কর্তব্য দলিল-প্রমাণ পেশ করা। আর বিবাদী কসম করে তার সত্যতা প্রমাণ করবে।

কোনো কোনো ফকীহ বলেন, اَلْبَيِّنَةُ এবং اَلْيَمِيْنُ-এর উপর اَلِفْ لَامْ - اِسْتِغْرَاقْ-এর জন্য এসেছে। সুতরাং সকল দলিল প্রমাণ বাদীর সাথে খাস আর সকল কসম বিবাদীর সাথে খাস।

আহনাফের মাযহাবের উপর আরো বহু হাদীস রয়েছে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَائِلِ الْمُخَالِفِيْنَ [প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব] :

১. তা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর আমাদের উল্লিখিত দলিলগুলো একটি قَاعِدَة كُلِّيَّة-এর উপর প্রযোজ্য। সুতরাং তার মোকাবিলায় তা কিভাবে দলিল হতে পারে?

২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, তা মীমাংসার ভিত্তিতে ছিল কোনো বিচার ফয়সালা ছিল না।

৩. এ হাদীস এমন ওজরের উপর প্রযোজ্য যেখানে نِصَابِ شَهَادَتْ পূর্ণ করা **অসম্ভব** অথবা نِصَابِ شَهَادَتْ না পাওয়া এমন বিবাদীর ব্যাপারে হয় যার মিথ্যা কসম করার অভ্যাস রয়েছে। নিচের اَثَر এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ عُذْرٌ فَيَأْتِيْ بِشَاهِدٍ وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهٖ (بَيْهَقِيْ)

وَعَنْ ٣٥٩١ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى أَرْضٍ لِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِيْ وَفِيْ يَدِيْ لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِيْ عَلٰى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫৯১. অনুবাদ : হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, [একবার] হাযরামাউত গোত্রের এক লোক এবং কিনদা গোত্রের এক লোক নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো। অতঃপর হাযরামী গোত্রের লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার জমি জোর-পূর্বক দখল করে রেখেছে। তখন কিনদী গোত্রের লোকটি বলল, উক্ত জমি আমার এবং তা আমারই দখলে। ঐ লোকটির তাতে কোনো অধিকার নেই। তখন নবী করীম ﷺ হাযরামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তাহলে বিবাদীর [প্রতিপক্ষের] কসমই তোমার প্রাপ্য। হাযরামী লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অসৎলোক। কিসের উপর কসম করছে সে তার পরোয়া করে না। এমনকি সে কোনো অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকে না। নবী করীম ﷺ বললেন, তার পক্ষ থেকে তোমার জন্য তা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। অতঃপর সেই কিনদী লোকটি কসম করার জন্য চলল। যখন সে পিঠ ফিরালো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এ লোকটি অন্যায়ভাবে অপরের মাল ভোগ করার জন্য কসম করে, তাহল সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি এ লোকটির প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ : সে লোকটি কসম করার জন্য চলল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেমন শাফেয়ীদের নিকট মাসআলা হলো, যে কসম করবে সে প্রথমে অজু করবে এবং জুমার দিন আসরের পর কসম করবে। সুতরাং সে কসম করার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য গেল। এ সম্ভাবনাও আছে যে, সে বাদীর পাশ থেকে পিঠ ফিরিয়ে নবী করীম ﷺ -এর দিকে গেল, যাতে সে নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে কসম করে।

وَعَنْ ٣٥٩٢ أَبِيْ ذَرٍّ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন জিনিসের দাবি করে, যে জিনিস প্রকৃতপক্ষে তার নয়, সে আমার দল ভুক্ত নয়। সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٥٩٣ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَأْتِىْ بِشَهَادَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُسْاَلَهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫৯৩. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি কি তোমাদেরকে বলব না সবচেয়ে উত্তম সাক্ষ্যদানকারী কারা? সেই ব্যক্তিই উত্তম সাক্ষ্য দানকারী যে চাওয়ার আগে সাক্ষ্য দান করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : উক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম ত্বাহাবী (র.) ও সদরুশ শহীদ (র.) বলেন, حُقُوْق مَالِيَة এর মাঝেও চাওয়ার পূর্বে সাক্ষী দেওয়াতে বহু ফজিলত রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে ঐসকল লোকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে যারা চাওয়া ব্যতীত সাক্ষ্য দেয়। যেমন–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) مَرْفُوْعًا ثُمَّ يَفْشُوا الْكِذْبَ حَتّٰى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يَتَحَلَّفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ . (تِرْمِذِىْ، اِبْنُ مَاجَةَ)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, চাওয়ার পূর্বে সাক্ষ্য দেওয়া অনর্থক এবং মিথ্যাচারের আলামত। এর উপর ভিত্তি করে ইমাম খাসসাফ (র.) প্রমুখ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্য তলব না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত حُقُوْق مَالِيَة-এর মাঝেও সাক্ষ্য দেবে না।

দ্বন্দ্ব নিরসন :

১. حَدِيْثُ الْبَابِ-এর সম্পর্কে حُقُوْق مَالِيَة সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে যেমন জাকাত, কাফ্‌ফারা, চাঁদ দেখা, অসিয়ত ইত্যাদি। আর حُقُوْقُ اللّٰهِ-এর মাঝে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দাবি مُقَدَّمْ হওয়াও শর্ত না।

২. حَدِيْثُ الْبَابِ ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে কোনো حُقُوْق-এর ব্যাপারে সাক্ষী। কিন্তু তার সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারটি বাদীর জানা নেই। এখন যদি সে সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে বাদীর হক নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় সে নিজে আগে বেড়ে বাদীকে বলবে, এ মকদ্দমায় আমি আপনার حُقُوْق-এর ব্যাপারে সাক্ষী।

৩. সাক্ষ্য তলব করার পর দ্রুত সাক্ষ্য দেওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ مُبَالَغَة হিসেবে বলেছেন সে যেন তার জিম্মাদারি দ্রুত বাস্তবায়ন করে। কেননা কুরআনে কারীমের মাঝে আছে– وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا (بَقَرَة : ٢٨٢)

"কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য বানানোর জন্য আহ্বান করা হলে অস্বীকার করবে না" কেননা সাক্ষ্যই ঝগড়া মীমাংসা এবং হক তার প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। আর দ্বিতীয় হাদীসের মাঝে মিথ্যা সাক্ষী উদ্দেশ্য। যে ডাকা ব্যতীত মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অথবা এমন সাক্ষী হওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষী হয়ে যায়।

وَعَنْ ٣٥٩٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهٗ وَيَمِيْنُهٗ شَهَادَتَهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৯৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার যুগের লোক উত্তম লোক। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা এবং তারপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা। এরপর এমন সব লোক আসবে যাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য কসমের অগ্রগামী হবে এবং কসম সাক্ষ্য হতে অগ্রগামী হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] :

قَرْنٌ : ত্রিশ অথবা চল্লিশ অথবা ষাট অথবা আশি অথবা একশত বছরের কালকে قَرْنٌ বলা হয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার যুগের মানুষ সর্বোত্তম।

১. এর দ্বারা বুঝা যায় قَرْنِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কেরামের যুগ।

২. কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম ﷺ -এর যুগ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকাল। এ কথার প্রবক্তাগণ তাদের দাবি এভাবে প্রমাণ করেন যে, ق দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবূ বকর (রা.) ر দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ওমর ফারূক (রা.) ن দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ওসমান গনী (রা.) ى দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা.)। অর্থাৎ প্রত্যেক নামের শেষ অক্ষর আর রাসূলে কারীম ﷺ যেহেতু سيد البشر এবং خير الناس ; সুতরাং তাঁর সহচরগণও خَيْرُالنَّاسِ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ رَضُوْا عَنْهُ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً

ثُمَّ يَجِيْئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনদের যুগের পর মানুষ দীনি ব্যাপারে খুবই বেপরোয়া হবে। তারা কখনো প্রথম সাক্ষী দিবে তারপর কসম খাবে অথবা সাক্ষী দেওয়ার পূর্বেই কসম খাবে। উপরিউক্ত কথা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী ও মিথ্যা কসম ব্যাপকভাবে বিস্তার করার কথা বলা হয়েছে। যেমন বর্তমানে আদালতে ব্যাপকভাবে মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর এ ব্যাপারে তার একটুও পরোয়া নেই যে, সে তার পরকালকে কিভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

وَعَنْ ٣٥٩٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلٰى قَوْمِ الْيَمِيْنَ فَأَسْرَعُوْا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৫৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। একবার নবী করীম ﷺ এক কওমের উপর কসম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা সকলেই [কসম খাওয়ার জন্য] স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসল। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে কে কসম করবে সে ব্যাপারে লটারি দেওয়ার আদেশ দিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীস দ্বারা দৃশ্যত মনে হচ্ছে কোনো এক লোক নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক কওমের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করল। সেই কওমের লোকেরা বাদীর দাবি অস্বীকার করল। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে কসম করার আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তারা সকলেই কসম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল; কিন্তু নবী করীম ﷺ কওমের সকলের থেকে কসম গ্রহণ করলেন না; বরং তাদের মাঝে লটারি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। লটারিতে যার নাম উঠবে কেবল সেই কসম করবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারক মাসআলার সুরত এভাবে বর্ণনা করেছেন, কোনো এক ব্যক্তির দখলে একটি জিনিস রয়েছে। যে জিনিসটি অপর দুজন ব্যক্তি দাবি করে। কিন্তু তাদের কারো নিকট প্রমাণ নেই। অথবা তাদের প্রত্যেকের নিকটই প্রমাণ রয়েছে। তবে বস্তুটি যার দখলে রয়েছে সে বলছে আমি কিছুই জানি না বস্তুটি কার। এমতাবস্থায় ঐ দুই ব্যক্তির মাঝে লটারি

দেওয়া হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে তাকে কসম দেবে এবং ঐ বস্তুটি তার সোপর্দ করে দেবে। কসম দেওয়ার কারণ হলো তারা উভয়ে দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও একজন অপরজনের হক অস্বীকারকারী। আর নিয়ম অনুযায়ী অস্বীকারকারীর কসম করতে হয়।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ [এ মাসআলার মাঝে ইমামগণের মতবিরোধ] :

مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَالشَّافِعِيِّ (فِىْ رِوَايَةٍ) وَاَحْمَدَ (فِىْ رِوَايَةٍ) : হযরত আলী (রা.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হাদীসটি দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উপর প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী দুই দাবিদারের মাঝে মতবিরোধ হওয়ার কারণে বস্তুটি যে তৃতীয় ব্যক্তির দখলে রয়েছে তার নিকটই রেখে দেওয়া হবে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট বস্তুটি ঐ দুজনের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

দলিল :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَيْهِ فِىْ مَوَارِيْثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ الا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَقِّىْ هٰذَا لِصَاحِبِىْ فَقَالَ لَا وَلٰكِنْ اِذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَاخِيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِنَّمَا اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا بِرَائِىْ فِيْمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

বরং তোমরা উভয়ে যাও এবং আধাআধি করে ভাগ করে নাও। আর বণ্টনের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বণ্টনের পর উভয় ভাগে লটারি করবে।

এ হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের উপর সুস্পষ্ট দলিল বহন করে। পক্ষান্তরে حَدِيْثُ الْبَابِ -এর মাঝে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এ حَدِيْث -এর উপর আমল করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٥٩٦ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৫৯৬. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ দাবিদারকেই পেশ করতে হবে। আর অস্বীকারকারীর উপর বর্তাবে কসম। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٥٩٧ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِيْ مَوَارِيْثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَقِّيْ هٰذَا لِصَاحِبِيْ فَقَالَ لَا وَلٰكِنْ اِذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَاخَيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمَا بِرَأْيِيْ فِيْمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৫৯৭. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে এমন দুই ব্যক্তির ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যারা মিরাস সম্পর্কীয় বিবাদ নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসেছিল। অথচ দুজনের কারো নিকটই সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। শুধু দাবিই দাবি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি আমি তোমাদের কাউকে তার ভাইয়ের হক প্রদান করি [অর্থাৎ যে মিথ্যা বলে অপরের হক আমার মাধ্যমে নিয়ে নেয়] তখন আমার সেই ফয়সালা তার জন্য হবে জাহান্নামের একখণ্ড আগুন। একথা শুনে তারা উভয়েই আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অংশটি আমার সঙ্গীকে প্রদান করলাম। [আমার দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম] তখন নবী করীম ﷺ বললেন না; বরং তোমরা উভয়ে যাও এবং [আধা-আধি করে] ভাগ করে নাও। আর বণ্টনের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। [ভাগ করার পর কোন অংশ কে নেবে এ ব্যাপারে যদি বিবাদ হয় তাহলে] উভয় ভাগে লটারি দেবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকে নিজের সঙ্গীকে ঐ অংশ থেকে ক্ষমা করে দেবে [যা তার থেকে তার সঙ্গীর অংশে চলে গেছে]। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি এ ফয়সালা তোমাদের মাঝে নিজের বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা করছি। এ ব্যাপারে আমার নিকট কোনো ওহী নাজিল হয়নি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلْيُحَلِّلْ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ : প্রত্যেকেই তার সঙ্গীকে ঐ অংশে মাফ করে দেবে যা তার থেকে তার সঙ্গীর অংশে চলে গেছে কিন্তু এখানে হক বা প্রাপ্য অজ্ঞাত রয়েছে। এ অজ্ঞাত হক মাফ করা জায়েজ হবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِيْ اِبْرَاءِ الْمَجْهُوْلِ [অজ্ঞাত হক মাফ করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ] :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্যদের নিকট অজ্ঞাত হক মাফ করা জায়েজ নেই।

দলিল : إِبْرَاء বা মাফ করে দেওয়ার মাঝে تَمْلِيْك [মালিক বানিয়ে দেওয়া] এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে মাফ করে দিল। আর এ মাফ করার দ্বারা তাকে যেন মালিক বানিয়ে দেওয়া হলো। এখন যদি ঋণগ্রহীতা তা রদ করে দেয় তাহলে রদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার রদ করে দেওয়ার পর ঋণদাতার মাফ করে দেওয়া শুদ্ধ হবে না।

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ : হানাফীদের নিকট অজ্ঞাত ঋণ মাফ করে দেওয়া জায়েজ আছে।

দলিল :

فِيْ حَدِيْثِ الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِيْ مَوَارِيْثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَقِّيْ هٰذَا لِصَاحِبِيْ فَقَالَ لَا وَلٰكِنْ إِذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

উল্লিখিত হাদীসে সঙ্গীর হক অজ্ঞাত হওয়ার পরও নবী করীম ﷺ তা মাফ করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা অজ্ঞাত হক মাফ করে দেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ [প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব] : إِبْرَاء [মাফ করে দেওয়া] প্রকৃতপক্ষে রহিত করার পর্যায়ভুক্ত। تَمْلِيْك -এর পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা মাফ করার শাব্দিক অর্থ হলো রহিত করা বা মওকুফ করে দেওয়া। تَمْلِيْك -এর অর্থ তার মাঝে ضِمْنًا পাওয়া যায়। কেননা إِبْرَاء বা মাফ করা শব্দ দ্বারা কোনো মালের تَمْلِيْك শুদ্ধ হয় না। إِبْرَاء -এর মূল অর্থ যেহেতু রহিত করা এখন যে হক إِبْرَا [মাফ] করা হবে ঐ হক যদিও অজ্ঞাত হয় তা مُنْتَفِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ হবে না। কারণ এখানে تَسْلِيْم ও تَسَلُّم [সোপর্দ করা ও গ্রহণ করা] -এর প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ٣٥٩٨ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهِ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৫৯৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ার সম্পর্কে দাবি করল। অতঃপর তারা প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, তা তার এবং সেই ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করিয়ে বাচ্চা লাভ করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুটি তার জন্য ফয়সালা করে দিলেন যার দখলে ছিল।

—[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهِ : নবী করীম ﷺ পশুটি তার ফয়সালা করলেন যার দখলে ছিল।

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ بِالْقَضَاءِ فِيْ حَقِّ الْقَابِضِ [দখলদার ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ] :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্যদের নিকট مُطْلَقْ ভাবে দখলদার ব্যক্তির হক সাব্যস্ত করা হবে। চাই সে নিজে তার প্রজনন করার দাবি করুক বা না করুক।

দলিল : উভয়ে দলিল-প্রমাণ পেশ করেছে, কিন্তু দখলদার লোকটির দখলের কারণে প্রমাণের মাঝে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে ফয়সালা করা হবে।

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখদের নিকট যদি প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং প্রত্যেকেই তা প্রজনন করানোর দাবি করে তাহলে এমতাবস্থায় ঐ পশুটি যার দখলে রয়েছে তার হক সাব্যস্ত করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রজনন করানোর দাবি না করা হয় তাহলে দখলদার লোকটির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। তখন দখলদার ব্যক্তির দখল মুক্ত করে প্রতিপক্ষের নিকট সোপর্দ করা হবে।

দলিল : দখল দ্বারা দখলদার ব্যক্তির জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু সাক্ষ্য দ্বারা দখলদারের জন্য কোনো হক ও মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি; বরং ঐ মালিকানার পক্ষে তাকিদ ও সমর্থন যুগিয়েছে। (وَالتَّاكِيْدُ اِثْبَاتُ وَصْفٍ لِلْمَوْجُوْدِ وَلَا اِثْبَاتَ اَصْلِ الْمِلْكِ) পক্ষান্তরে যার দখল ছিল না তার কোনো মালিকানা ছিল না। তার সাক্ষীরা তার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং দখলদার ব্যক্তির বাহ্যিক মালিকানার উপর যার দখল ছিল না তার সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাধান্য লাভ করা উচিত। কেননা তারা বাহ্যিক মালিকানা প্রত্যাখ্যান করে যার দখল ছিল না তার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করেছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন–

اِنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ اَكْثَرُ اِثْبَاتًا (فِيْ عِلْمِ الْقَاضِيْ) اَوْ اِظْهَارًا (فِى الْوَاقِعِ فَاِنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ تُظْهِرُ مَا كَانَ ثَابِتًا فِى الْوَاقِعِ) (هِدَايَة ١٨٧/٣)

وَعَنْ ٣٥٩٩ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَائِىِّ وَابْنِ مَاجَةَ اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا .

৩৫৯৯. **অনুবাদ** : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় দুই ব্যক্তি একটি উট দাবি করল এবং তারা প্রত্যেকেই দুজন করে সাক্ষীও পেশ করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ উটটিকে তাদের উভয়ের মাঝে আধা-আধি করে ভাগ করে দিলেন। –[আবূ দাঊদ] আবূ দাঊদের অন্য রেওয়ায়েত এবং নাসায়ী ও ইবনে মাজাহতে আছে, দুই ব্যক্তি একটি উটের দাবি করল, অথচ তাদের কারো কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। অতঃপর নবী করীম ﷺ উটটি তাদের উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَجَعَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا : এ সম্পর্কে খাত্তাবী (র.) বলেন, উটটি সম্ভবত তাদের উভয়ের দখলে ছিল। আর মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, উটটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দখলে ছিল। এ কারণে নবী করীম ﷺ উভয়ের মাঝে আধা-আধি করে ভাগ করে দিয়েছেন। সেটাই হানাফীদের মাযহাব।

আবার কেউ কেউ বলেন, হাদীসে বর্ণিত ঘটনা দুটি এক নয়; বরং পৃথক পৃথক। কেননা প্রথম রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কারো কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

অথবা এমন সম্ভাবনাও আছে যে, তারা উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছিল; কিন্তু নবী করীম ﷺ উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল করে উটটি উভয়কে দিয়ে দিলেন।

وَعَنْ ٣٦٠٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِىْ دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৬০০. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ারের ব্যাপারে ঝগড়া করল। কিন্তু তাদের কারো নিকট কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা কসম করার লটারি দাও। [লটারিতে যার নাম উঠবে সে কসম করে বলবে এ জানোয়ার আমার। অতঃপর তার পক্ষে ফয়সালা করা হবে]। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٦٠١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ اِحْلِفْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَاَ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ لِلْمُدَّعِيْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬০১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ এমন এক ব্যক্তিকে যাকে তিনি কসম করানোর ইচ্ছা করেছেন, তাকে বললেন, তুমি সেই আল্লাহর নামে কসম কর যিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। যে তোমার উপর তার কোনো হক নেই অর্থাৎ দাবিকারীর কোনো হক নেই। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٦٠٢ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ اِحْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اَلْاٰيَةَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৬০২. অনুবাদ : হযরত আশআছ ইবনে কায়স (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ও ইহুদির যৌথ মালিকানায় একটি জমি ছিল। সে [এক সময়] আমার অংশকে অস্বীকার করল। সুতরাং আমি তাকে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে নিয়ে গেলাম [এবং আমার মকদ্দমা পেশ করলাম।] তখন নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তোমার নিকট কি কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি ইহুদিকে বললেন, তুমি কসম কর। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো এখনই কসম করে ফেলবে এবং আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা [এ আয়াত] নাজিল করলেন– اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ (الْاٰيَةَ) 'যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তার নামে করা শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে' আয়াতের শেষ পর্যন্ত। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসের মাঝে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ঐ ঘটনার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যা হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ রেওয়ায়েতের মকদ্দমাও ঐ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত মকদ্দমার ন্যায় তাই এখানে ঐ আয়াতের বরাত দেওয়া হয়েছে।

এখানে হযরত আশআছ ইবনে কায়েস আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো ইহুদি। সে কসম করতে একটুও পরোয়া করবে না। সে মিথ্যা কসম করে আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। তখন নবী করীম ﷺ এ আয়াতের বরাত দিয়ে বলেছেন, তোমার নিকট যেহেতু সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, সুতরাং কসম তার উপর বর্তাবে। সে মিথ্যা কসম করলেও তাকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু যদি সে মিথ্যা কসম করে তাহলে এর পরিণাম পরকালে তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

وَعَنْ ٣٦٠٣ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اِخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ أَرْضِيْ اِغْتَصَبَنِيْهَا أَبُوْ هٰذَا وَهِيَ فِيْ يَدِهٖ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا وَلٰكِنْ أُحَلِّفُهٗ وَاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِيْ اِغْتَصَبَنِيْهَا أَبُوْهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِيْنٍ اِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ أَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهٗ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬০৩. অনুবাদ : হযরত আশআছ ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত। এক কিনদী এবং হাযরামী লোক ইয়ামানের একটি জমির ব্যাপারে তাদের মকদ্দমা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। হাযরামী লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জমিটি আমার। এই লোকের পিতা জোরপূর্বক আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে তা তার দখলেই আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার নিকট কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তবে আমি তাকে এভাবে কসম দেব যে, সে কসম করে বলবে, আল্লাহর কসম! সে জানে না যে, এ জমি আমার এবং তার পিতা আমার থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। অতঃপর কিনদী লোকটি কসম করতে প্রস্তুত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [মনে রেখ] যে ব্যক্তি [মিথ্যা] কসম করে অপরের ধনসম্পদ নিজের অধিকারে নেয় সে [কিয়ামতের দিবসে] হাতকাটা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। [এ কথা শোনার পর] কিনদী বলে উঠল, এ জমি তারই [হাযরামীর]। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ أَجْذَمُ : সে হাতকাটা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। جُذَامٌ একটি প্রসিদ্ধ রোগের নাম। যে রোগের প্রাদুর্ভাবে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পঁচে-গলে নষ্ট হয়ে যায়।

অভিধান অনুযায়ী جُذَامٌ শব্দে মূল উৎপত্তিস্থল "جَذْمٌ" থেকে। অর্থ– কাটা, কর্তনা করা, দ্রুত কর্তন করা। এছাড়া শব্দটি "হাত কাটা" ও "কর্তিত হাতের" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন এ হাদীসে হাত কাটা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বার উদ্দেশ্য হলো, বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে جُذَامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَقْطُوْعُ الْحُجَّةِ [দলিল-প্রমাণবিহীন হওয়া] অর্থাৎ ঐ লোক আল্লাহ তা'আলার দরবার এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার নিকট দীন-ধর্ম, আল্লাহভীতি, হক আদায় ইত্যাদির কোনো দলিল থাকবে না। যার দ্বারা সে নাজাতের রাস্তা অন্বেষণ করতে পারে। আর তার এমন ভাষাও থাকবে না যাতে সে অনুরোধ ও অনুনয়বিনয় করার সাহস পাবে।

وَعَنْ ٣٦٠٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنَ الْغَمُوْسَ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللّٰهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ اِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৬০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো– ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, ২. মা-বাবার নাফারমানি করা, ৩. মিথ্যা কসম করা। [মনে রেখ] যখন কোনো শপথকারী অপারগ অবস্থায় আল্লাহর শপথ করে এবং তাতে মাছির ডানার পরিমাণও মিথ্যা সংমিশ্রণ করে, তখনই তার কলবের মাঝে একটি দাগ পড়ে যায় যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। –[তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ : غَمُوْسٌ শব্দটি غَمْسٌ থেকে নির্গত। অর্থ– ডুব দেওয়া। আর পরিভাষায় يَمِيْنٌ غَمُوْسٌ বলা হয়, অতীতের কোনো বিষয়ের উপর জেনেশুনে মিথ্যা কসম করা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এমন শপথকারীদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। তবে তার এজন্য তওবা-ইসতেগফার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মিথ্যা কসম না করার সংকল্প করতে হবে। কেননা يَمِيْنٌ غَمُوْسٌ -এর ব্যাপার দোজখের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আর এ কসমকে غَمُوْسٌ এজন্য বলা হয় যে, তা শপথকারীকে দোজখের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। অনুরূপভাবে অপরের মালসম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করাও এর সমতুল্য।

"يَمِيْنُ صَبْرٍ" অপারগ অবস্থায় কসম করা এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পরিণামের দিক দিয়ে يَمِيْنٌ غَمُوْسٌ ও يَمِيْنُ صَبْرٍ -এর সমতুল্য। যেমনিভাবে يَمِيْنٌ غَمُوْسٌ -এর মাঝে কাফফারা ওয়াজিব হয় না; বরং পরকালের শাস্তি অবধারিত হয়, তদ্রূপভাবে يَمِيْنُ صَبْرٍ -এর মাঝেও কোনো কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না; বরং পরকালে এর জন্য শাস্তি হবে।

٣٦٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحْلِفُ اَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلٰى يَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ اَخْضَرَ اِلَّا تَبَوَّءَ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৬০৫. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ মিম্বরের নিকট মিথ্যা কসম করল, যদিও তা সবুজ রংয়ের একটি মিসওয়াকের জন্য হয়। সে দোজখের আগুনে তার ঠিকানা নির্ধারণ করল। অথবা বলেছেন, তার জন্য দোজখের আগুন ওয়াজিব হয়ে গেল।

–[মালেক, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মিথ্যা শপথ যেখানেই করা হোক না কেন তা শাস্তিকে অবধারিত করে এবং আল্লাহ তা'আলা ক্ষুব্ধ হন। অধিকন্তু মিম্বর একটি পবিত্র ও অত্যন্ত মর্যাদাবান স্থান। সেখানে মিথ্যা শপথ করা আরো বড় গুনাহ। এ হাদীসে "এ মিম্বরের পাশে" বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নবী করীম ﷺ -এর যুগে মুসলমানরা মসজিদের মধ্যেই তাদের মকদ্দমা পেশ করত এবং বিচার-ফয়সালাও সেখানেই হতো। সুতরাং কসম করার প্রয়োজন হলে তাও সেখানে সম্পন্ন করা হতো।

قَوْلُهُ عَلٰى سِوَاكٍ اَخْضَرَ : সবুজ রং-এর মিসওয়াক বলে অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু বুঝানো হয়েছে। কারণ একটি কাঁচা মিসওয়াকের কি মূল্য আছে? কেউ যদি এমন তুচ্ছ বস্তুর জন্য মিথ্যা শপথ করে তাহলে তার ব্যাপারে হাদীসের উল্লিখিত সতর্কবাণী উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি আদালতে দাড়িয়ে শপথ করে তাহলে তা কত বড় ধরনের অপরাধ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

٣٦٠٦ - وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ.

৩৬০৬. **অনুবাদ :** হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামাজ থেকে ফারেগ হলেন তখন দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনবার বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে আল্লাহর সাথে শিরক করার সমতুল্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি [এ আয়াত] তেলাওয়াত করলেন– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ অর্থ– মূর্তি পূজার অপবিত্রতা থেকে তোমরা দূরে সরে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকেও বেঁচে থাক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ اِلَّا اَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَةَ)

–[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আহমদ ও তিরমিযী হাদীসটি আয়মন ইবনে খুরায়ম হতে রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহ -এর বর্ণনায় কুরআনের আয়াতটি পাঠ করার কথা উল্লেখ নেই।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, شَهَادَةُ الزُّوْرِ এমন মিথ্যা সাক্ষ্যকে বলা হয় বাস্তবের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় কারো ক্ষতিসাধন করা অথবা মালসম্পদ আত্মসাৎ করা অথবা হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তা বহু ফিতনা ও বিপর্যয়ের জনক ও মূল। সুতরাং তা পরিণামের দিক দিয়ে শিরকের সমতুল্য।

কেউ কেউ বলেছেন, শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার দিকে এমন জিনিসের সম্বন্ধ করা যা জায়েজ নেই। আর شَهَادَةُ الزُّوْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দার ব্যাপারে এমন মিথ্যা কথা বলা যা জায়েজ নেই। যেহেতু বাস্তবে উভয়টির কোনো অস্তিত্ব নেই সুতরাং হুকুমর দিক দিয়েও উভয়টি এক বরাবর হবে।

وَعَنْ ٣٦٠٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُوْدٍ حَدًّا وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلٰى اَخِيْهِ وَلَا ظَنِيْنٍ فِيْ وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا الْقَانِعِ مَعَ اَهْلِ الْبَيْتِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَيَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِىُّ الرَّاوِىْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ)

৩৬০৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সকল লোকদের সাক্ষ্য জায়েজ ও গ্রহণযোগ্য হবে না– ১. খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারী। ২. যার উপর শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হদ কায়েম করা হয়েছে। ৩. শত্রুর যে তার [মুসলমান] ভাইয়ের বিরোধী হয়। ৪. ঐ গোলাম যাকে কোনো লোক আজাদ করেছে অথচ সে বলে অন্য আরেক লোক আজাদ করেছে। ৫. যে লোক নিজের বংশসূত্র গোপন করে নিজেকে অন্য বংশের দাবি করে। ৬. যে ব্যক্তি কোনো পরিবারের উপর নির্ভরশীল [পরিবারভুক্ত গোলাম খাদেম ইত্যাদি।] –[তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। আর এ হাদীসের এক রাবী ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ দেমাশকী মুনকারুল হাদীস।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ : খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও জায়েজ হবে না। খেয়ানত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে–

১. হযরত মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, خَائِنَةٌ ও خَائِنٌ দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের আমানতের মাঝে খেয়ানতকারী।

২. কেউ কেউ বলেন, খেয়ানত দ্বারা উদ্দেশ্য فِسْقٌ তথা ফাসেকী কর্মকাণ্ড। চাই তা গুনাহে কবীরার মাঝে লিপ্ত হওয়ার করণে হোক বা গুনাহে সগীরা বারবার করার কারণে হোক, অথবা দীনি হুকুম-আহকাম ও ফারায়েযে দীন পালন না করার কারণে হোক। কেননা আল্লাহ তা'আলা আহকামে শরইয়্যাহকে "আমানত" নাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন– اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ কোনো কোনো আলেম বলেন, দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা ফাসেকের সাক্ষ্য সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য নয়।

আর যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে ঐ সকল পাপ গুনাহের আলোচনা বাকি থেকে যাবে যে সকল গুনাহে লিপ্ত হলে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে হ্যাঁ সামনে ওমর ইবনে শু'আইব থেকে বর্ণিত হাদীসের মাঝে لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ

وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করার সময় এ সম্পর্কে বলা হবে যে, خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ -এর পর
এখানে تَعْمِيْم [ব্যাপকতা]-এর পর تَخْصِيْص [নির্দিষ্ট] হয়েছে।

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَحْدُوْدٍ فِي الْقَذْفِ [হদ্দ প্রয়োগকৃত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়] :

قَوْلُهُ وَلَا مَجْلُوْدٍ حَدًّا : যার উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হয়েছে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি এর দ্বারা حَدّ قَذْف [মিথ্যা অপবাদের হদ্দ] ব্যতীত অন্য কোনো 'হদ্দ' উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়া তওবা না করার উপর সীমাবদ্ধ। যদি তওবা করে তাহলে তার সাক্ষ্যও গৃহীত হবে। আর যদি مَحْدُوْدٌ فِي الْقَذْفِ উদ্দেশ্য হয় তাহলে মতভেদ রয়েছে।

اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ [ইমামগণের মতভেদ] :

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَلَيْثٍ وَغَيْرِهِمْ : হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, লাইছ (র.) প্রমুখদের নিকট مَحْدُوْدٌ فِي الْقَذْفِ [মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে 'হদ্দ' লাগানো হয়েছে।] যদি তওবা করে তাহলে তার সাক্ষ্যও গৃহীত হবে।

দলিল :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ الخ .

এ আয়াতের মাঝে অপবাদ প্রদানকারীর ব্যাপারে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– ১. আশিটি দোর্‌রা মারা। ২. কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা। ৩. সে লোক ফাসেক হওয়া।

এ তিনটি নির্দেশের পর বলা হয়েছে– إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا এখানে তওবাকারীদেরকে اِسْتِثْنَاء করা [বাদ দেওয়া] হয়েছে। সর্বসম্মতভাবে এ اِسْتِثْنَاء প্রথম হুকুম অর্থাৎ আশি দোররা মারার দিকে ধাবিত হয়নি। لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً এবং أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ এ দুই হুকুমের থেকে اِسْتِثْنَاء হয়েছে। অর্থাৎ তওবা করার পর তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং তার ফাসেক হওয়ার হুকুমও বাদ হয়ে যাবে।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَنَخْعِيِّ وَثَوْرِيْ وَحَسَنَ وَسَعِيْدِ ابْنِ زُبَيْرٍ وَمَكْحُوْلٍ وَغَيْرِهِمْ . : ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার, নাখয়ী, ছাওরী, হাসান, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মাকহুল (র.) প্রমুখদের নিকট مَحْدُوْدٌ فِي الْقَذْفِ -এর সাক্ষ্য তওবার পরও গৃহীত হবে না।

তাঁদের দলিল :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ الخ .

এ আয়াতের মাঝে اِسْتِثْنَاء -এর সম্পর্ক কেবল শেষ বাক্যের সাথে। অর্থাৎ তওবা করার কারণে তার ফাসেকী দূর হয়ে যাবে কিন্তু তার সাক্ষ্য কখনো গৃহীত হবে না।

وُجُوْهُ التَّرْجِيْحِ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ [ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখদের মাযহাবের প্রাধান্যের কারণসমূহ] :

১. আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) বলেন, কুরআন ও হাদীসে যেখানে তওবার আলোচনা এসেছে সেখানেই তওবার সম্পর্ক আহকামে আখেরাতের সাথে হয়েছে। সুতরাং এ اِسْتِثْنَاء কেবল أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -এর সাথে সম্পর্কিত হবে। কেননা فِسْق -এর সম্পর্ক আহকামে আখেরাতের সাথে এবং لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا -এর সম্পর্ক আহকামে দুনিয়ার সাথে। যেমনিভাবে ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً -এর সম্পর্ক আহকামে দুনিয়ার সাথে। সুতরাং لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا -কে فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً -এর সমাপ্তি ও সম্পূরক নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া শরয়ী শাস্তির অংশ তাই তা তওবার দ্বারা মাফ হবে না।

২. আরবি কায়েদা অনুযায়ী যদি তিনটি বাক্যের পর কোনো اِسْتِثْنَاء আসে তাহলে তা তিনোটির সাথে অথবা শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হবে। এখানে সর্বসম্মতভাবে প্রথম বাক্যের সাথে সম্পর্কিত নয়। সুতরাং অপরিহার্যভাবে এ اِسْتِثْنَاء শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হবে।

৩. إِسْتِثْنَاء -এর শর্ত হলো مُسْتَثْنٰى مِنْهُ ও مُسْتَثْنٰى টা مُتَّصِلْ [মিলিত] হওয়া কিন্তু এখানে শেষ বাক্য ও পূর্বেকার বাক্যের মাঝে ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে।

সারকথা : مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذْفِ -এর সাক্ষ্য গ্রহণ না করাও حَدّ -এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা তওবার পরও বাকি থাকবে। যেমন আসল 'হদ্দ' বাকি থাকে। তবে অন্যান্য 'হদ্দ' حَدّ قَذْف -এর ব্যতিক্রম। সেখানে مَرْدُوْدُ الشَّهَادَةِ [সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত] হওয়া فِسْق -এর কারণে ছিল। আর فِسْق তওবা করার দ্বারা দূর হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَا ذِىْ غَمْرٍ عَلٰى اَخِيْهِ وَلَا ظَنِيْنٍ فِىْ وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ : যে ব্যক্তি অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে চাই তারা পরস্পরে সহোদর ভাই হোক বা অপরিচিত হোক। আর ঐ ব্যক্তি যে "ولاء" -এর ব্যাপারে অপবাদ আরোপকারী এবং যে নসবের ব্যাপারে অপবাদ আরোপকারী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যায়েদ বকরের গোলাম ছিল আর বকর যায়েদকে আজাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু যায়েদ বলে তাকে আমর আজাদ করেছে। অথচ আমর তার মনিব নয়। অনুরূপভাবে কেউ তার নসবের ব্যাপারে মিথ্যা দাবি করে বলল, সে যায়েদের পুত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে বকরের পুত্র। উল্লিখিত উভয়টি গুনাহে কবিরা। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী ও ফাসেক হওয়ার কারণে তাদের কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا الْقَانِعِ مَعَ اَهْلِ بَيْتٍ : ঐ ব্যক্তি যে কারো উপর নির্ভরশীল হয়। অর্থাৎ যার খরচ অন্য কেউ বহন করে তার অনুগ্রহে সে জীবনযাপন করে। যেমন খাদেম গোলাম ইত্যাদি।

হিদায়ার মুসান্নিফ বর্ণনা করেন, যদি পিতা পুত্রের পক্ষে অথবা পুত্র পিতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় অথবা স্বামী স্ত্রীর পক্ষে অথবা স্ত্রী স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে যেন এখানে স্বয়ং তার নিজের ফায়দার জন্য সাক্ষ্য দেয়।

وَعَنْ ٣٦٠٨ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِىْ غَمْرٍ عَلٰى اَخِيْهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِاَهْلِ الْبَيْتِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬০৮. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। আর শত্রুর সাক্ষ্যদান জায়েজ নেই; যদিও সে তার মুসলমান ভাই হয়। নবী করীম ﷺ এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যকে [অগ্রাহ্য] করেছেন যে অন্য কোনো পরিবারের উপর নির্ভরশীল হয়। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٦٠٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِىٍّ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৬০৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শহরে বসবাসকারীর বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্যদান জায়েজ নেই। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গ্রাম্য লোক সাধারণত অশিক্ষিত ও মূর্খ হয়। তারা আহকামে শরিয়ত সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। ফলে তারা সাক্ষ্য দানের রীতিনীতিও জানে না। তাই এসব কারণে শহরের লোকের বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি গ্রাম্য লোক ন্যায়পরায়ণ ও সাক্ষ্যদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهٖ : ইমাম মালেক ও আরো অনেকের নিকট সাক্ষ্যদানের শর্ত পাওয়া গেলেও সাক্ষ্যদান জায়েজ হবে না।

দলিল :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ۔ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ : আহনাফের নিকট যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِ [প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব] :

১. হাদীসের শব্দ لَا يَجُوْزُ, لَا يَحْسُنُ -এর অর্থে।

২. শহরের লোকের বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্য ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হবে না যখন সাক্ষ্যদানের শর্ত পাওয়া যাবে না।

وَعَنْ ٣٦١٠ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬১০. **অনুবাদ :** হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। [একদিন] নবী করীম ﷺ দুজন লোকের মাঝে বিচার করলেন। যে ব্যক্তির বিপক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে সে চলে যাওয়ার সময় বলল, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অযোগ্য মূর্খকে নিন্দা করেন। তোমাকে সচেতন ও হুঁশিয়ার হওয়া জরুরি। এরপরও যদি তোমার উপর কোনো মসিবত এসে পড়ে তাহলে حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বল। —[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বাহ্যত মনে হয়, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিল। আর সে ঐ ঋণ আদায়ও করে দিয়েছিল। কিন্তু সে অজ্ঞতাবসত একটি বড় ভুল করেছে। তা হলো ঋণ পরিশোধ করার প্রমাণ স্বরূপ সে কোনো রশিদ চেয়ে নেয়নি অথবা কোনো সাক্ষীও রাখেনি। কিন্তু ঋণদাতা ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগ এনে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে বিচার দাবি করল এবং তার ঋণ দেওয়ার প্রমাণও পেশ করল। কিন্তু ঋণগ্রহীতা আদায় করে দেওয়ার উপর কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারল না। ফলে তার বিপক্ষে বাদীর স্বপক্ষে মামলার রায় হলো। তখন সে মামলায় হেরে যাওয়া কারণে অত্যন্ত আফসোসের সাথে পাঠ করল— حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ সে এ বাক্য পাঠ করে এদিকে ইঙ্গিত দিল যে, বাদী তার থেকে অন্যায়ভাবে মাল আত্মসাৎ করেছে এবং তাকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একথা শুনে নবী করীম ﷺ ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, নিজের কর্ম-জীবনাচার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে শৈথল্য প্রদর্শন বেপরোয়া ও অসচেতন হওয়া কোনো ভালো কাজ নয়; বরং এ ধরনের লোকের উপর আল্লাহ তা'আলা লানত করেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ সতর্ক করে বলেন, তোমরা তোমাদের কাজকর্ম ও লেনদেনের ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ থাক।

সারকথা, অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও উদাসীনতায় আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত হলো প্রত্যেক কাজে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সচেতন ও সজাগ থাকা। নিজের উদাসীনতা ও গাফলতির কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বলবে না; বরং ভবিষ্যতে এ ধরনের গাফলতি না করার জন্য অঙ্গীকার করবে এবং সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকবে।

وَعَنْ ٣٦١١ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِىْ تُهْمَةٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ ثُمَّ خَلّٰى عَنْهُ)

৩৬১১. অনুবাদ : হযরত বাহ্য ইবনে হাকিম তাঁর পিতা থেকে, আর তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ অপবাদের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন। –[আবূ দাঊদ। আর তিরমিযী ও নাসায়ী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো এক ব্যক্তি তার উপর কোনো অপরাধ বা ঋণের অভিযোগ করেছিল। তখন নবী করীম ﷺ ঘটনা তদন্ত করার জন্য তাকে গ্রেফতার করেছিলেন। পরে খোঁজখবর নিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না। আর বাদীও কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারল না। তখন নবী করীম ﷺ তাকে মুক্ত করে দিলেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘটনা তদন্তের খাতিরে গ্রেফতার করা জায়েজ আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٦١٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬১২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, উভয়পক্ষ [বাদী ও বিবাদী] বিচারকের সামনেই বসবে। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উভয়পক্ষ অর্থাৎ বাদী, বিবাদী যে কোনো মর্যাদার লোক হোক না কেন, একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না এবং কোনো একজনের অনুপস্থিতিতে বিচার করাও জায়েজ হবে না।

كِتَابُ الْجِهَادِ
অধ্যায় : জিহাদ

জিহাদের পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : جِهَادٌ শব্দটি جُهْدٌ মূলধাতু হতে নির্গত। এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো- চেষ্টা সাধনা করা, শক্তি ব্যয় করা, কঠোর সাধনা করা, শেষ পর্যায়ে পৌঁছা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ : شَرْحُ الْوِقَايَةِ গ্রন্থকারের মতে- اَلْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ অর্থাৎ جِهَادٌ হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা আর আহ্বান অমান্যকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা।

কারো কারো মতে, جِهَادٌ বলা হয়ে থাকে প্রকাশ্য শত্রু 'কুফফার' অপ্রকাশ্য শত্রু 'নাফসে শয়তান' -এর মোকাবিলায় নিজের শক্তিকে ব্যয় করা। আর جِهَادٌ শব্দের ব্যবহার কুফ্ফারদের সঙ্গে লড়াই এর উপর হয়ে থাকে। এতে লড়াই প্রকাশ্যভাবে হোক যে স্বয়ং তরবারি কিংবা যে কোনো ধরনের অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করুক। কিংবা মাল অথবা সৎ পরামর্শের দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা করুক। অথবা কমপক্ষে মুসলমানদের জামাতের আধিক্য সৃষ্টি করুক। অথবা কলম এবং মুখের দ্বারা কুফ্ফারদের মোকাবিলা করুক এসব পদ্ধতি জিহাদের মধ্যে শামিল ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেহেতু জিহাদের মূল উদ্দেশ্য লড়াই, হত্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিনে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা। আর এর জন্য বাধা সৃষ্টিকারী হলো নফসে আম্মারা [কু-প্রবৃত্তি] এবং কুফ্ফার তার বাহিনী রয়েছে এর প্রকাশ্য শত্রু, বিধায় কুফফারদের সঙ্গে লড়াই বা জিহাদ করা হচ্ছে সহজ তাই কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে জিহাদে আসগর [অর্থাৎ ছোট লড়াই] বলা হয়ে থাকে। আর নফস এবং শয়তান হচ্ছে বাহিনীর প্রধান এবং গুপ্ত বৃহৎ শত্রু। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- إِنَّ أَعْدٰى عَدُوِّكَ مَا فِيْ جَنْبِكَ [অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার শত্রুদের মধ্য হতে সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে যা তোমার উভয় পাঁজরেরর মধ্যে রয়েছে] এজন্য কুফ্ফারদের সঙ্গে মোকাবিলা করে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নফ্স আত্মাকে প্রস্তুত করা এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখাও হচ্ছে জিহাদ; বরং এটা কঠিন হওয়ার প্রেক্ষিতে হচ্ছে জিহাদে আকবর 'বড় জিহাদ' এবং সত্যিকারের জিহাদ যেমন হাদীসের মধ্যে এসেছে- اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ [অর্থাৎ প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তার আত্মপ্রচেষ্টাকে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে ব্যয় করে] এবং কুরআনের আয়াত- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [অর্থাৎ যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।]

উক্ত আয়াতের মধ্যেও নফসের সঙ্গে জিহাদই উদ্দেশ্য। এছাড়া কাফেরদের সঙ্গে লড়াই -এর মধ্যে সৌন্দর্য হচ্ছে অন্য জিনিসের দরুন এবং নফসের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে আসল, জাতিগত উদ্দেশ্য এবং জাতিগত সৌন্দর্য। আর সর্বদা এটাই "নফসের সঙ্গে জিহাদ" প্রয়োজনীয় বিধায় এ নফসের সঙ্গে জিহাদ বড় এবং উত্তম হওয়া উচিত।

পক্ষান্তরে কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করা জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ। যদিও সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামদের মতে মোস্তাহাব। কিন্তু কুরআনে কারীমের প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা এটার ফরজ হওয়া প্রতীয়মান হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَغَيْرُهَا مِنَ الْاٰيَاتِ ـ

[অর্থাৎ "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" এবং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- "আর তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও।" এবং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। এছাড়া আরো অন্যান্য আয়াতসমূহ।] এখন আলোচনা হচ্ছে যে জিহাদ সর্বদা ফরজে আইন [বিশেষ ফরজ] না কখনো কখনো ফরজে আইন আবার কখনো কখনো ফরজে কিফায়া [কজন মিলে আদায় করলে যা আদায় হয়ে যায়।] তাই হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা.)-এর মতে জিহাদ সর্বদা

হচ্ছে ফরজে আইন। আর তিনি দলিল পেশ করেন উপরিউক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা এই মর্মে যে, এসব আয়াতের মধ্যে জিহাদকে সাধারণভাবে ফরজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কোনো বিশেষ সময় এবং অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

কিন্তু জমহুর উম্মতের মতে বিশ্লেষণ রয়েছে যে, যদি কাফেররা তাদের রাষ্ট্রে থাকে, মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা না করে তাহলে জিহাদ ফরজে কিফায়াহ। যদি উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক আদায় করে নেয়, তাহলে অবশিষ্ট সকল মুসলমানদের উপর থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। আর উম্মতের কেউই যদি আদায় না করে তবে সবাই গুনাহগার হবে। আর যদি কাফেররা জোরপূর্বক হামলা করে দেয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাহিনী তাদের মোকাবিলায় সক্ষম না হয় আর ইমামুল মুসলিমীন সাধারণ যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন, তাহলে সবার উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ইমামুল মুসলিমীন ন্যায়বিচারক হন কিংবা ফাসেক হন [তাতে অসুবিধা নেই]।

দলিল : সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া হওয়ার দলিল হচ্ছে কুরআনে কারীমের আয়াত−

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ . (اَلْاٰيَةَ)

[অর্থাৎ অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই। আর যাদের নিকট ব্যয়ের উপযোগী বস্তু নেই তাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই।] তাহলে উপরোল্লিখিত মানুষদের থেকে জিহাদ রহিত হয়ে যায় অথচ এসব লোকদের থেকে নামাজ রহিত হয় না। বিধায় বুঝা গেল যে, জিহাদ হলো ফরজে কিফায়া।

জবাব : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) যেসব মুতলাক আয়াত দ্বারা ইস্তিদলাল করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, ঐসব আয়াতসমূহকে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা খাস করা যাবে− হামলার সময় অথবা ইমামুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকে সাধারণ জিহাদ ঘোষণার সময়ের সাথে।

অতঃপর জিহাদ কোনো বিশেষ সময়, কালের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন সাপেক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের হুকুম অবশিষ্ট থাকবে। যেমন হাদীসের মধ্যে রয়েছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন−

اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ .

[অর্থাৎ যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন নবী হিসেবে তখন থেকে এ উম্মতের শেষ অংশের লোকেরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করা পর্যন্ত জিহাদ চলবে। কেননা জালিমের জুলুম এবং ন্যায়পরায়ণকারীর ন্যায়পরায়ণতা জিহাদকে রহিত করতে পারবে না।]

জিহাদের প্রকারভেদ : অতঃপর কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ হচ্ছে দু-প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, আর তা হচ্ছে, কাফেররা প্রথমে যদি মুসলমানদের উপর হামলা বা আক্রমণ করে দেয় তাহলে এ হামলা প্রতিরোধের জন্য জিহাদ করা আবশ্যক। যেমন− আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন− قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ [অর্থাৎ আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে।]

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে 'আক্রমণাত্মক জিহাদ'। আর তা হচ্ছে, কাফেররা আক্রমণ করবে না; কিন্তু তাদের দাপট এত অধিক হবে যে, মুসলমানদের সর্বক্ষণ এ শঙ্কা থাকে যে, কাফেররা কখন আক্রমণ করে ইসলামের স্বাধীনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তাহলে এ মুহূর্তে মুসলমানদের জন্য নির্দেশ হলো, কাফেরদের উপর আক্রমণ করে তাদের শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলবে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সংরক্ষণ করবে। আর রাসূল ﷺ -এর যুগে উপরোল্লিখিত উভয় প্রকার জিহাদ বিদ্যমান ছিল। তবে রাসূল ﷺ -এর যুগে যত জিহাদ হয়েছে জিহাদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ এর দ্বিতীয় আরেক পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতে যে জিহাদে স্বয়ং নবী করীম ﷺ উপস্থিত ছিলেন সে জিহাদকে "গাযওয়া" বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে জিহাদের স্বয়ং নবী করীম ﷺ উপস্থিত ছিলেন না সে জিহাদকে "সারিয়্যাহ" বলা হয়ে থাকে। এখন কথা হচ্ছে কাফেরদের সঙ্গে জিহাদে উপর অনেক ইসলাম বিদ্বেষীরা প্রশ্ন করে থাকে যে, জিহাদের মধ্যে রক্তপাত এবং ফিতনা-বিশৃঙ্খলা রয়েছে। যার দরুন জগতের মধ্যে পাষণ্ডতা, নির্মমতা, কলহ, দ্বন্দ্ব, ধ্বংস সৃষ্টি হয়ে থাকে। যা হচ্ছে মানবতাবিরোধী ও পরিপন্থি। আমরা এর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি যে, মানুষের শরীরে কোনো অঙ্গ যদি পচে-গলে যায় এবং এ অঙ্গকে যদি কেটে ফেলা না হয়, তবে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন সকল বুদ্ধিজীবীগণ এবং সমস্ত ডাক্তারগণ একথাই বলে থাকেন যে, এ পচা ও গলিত অঙ্গকে কেটে ফেলা হোক তাহলে সমস্ত শরীর ধ্বংস হওয়া থেকে যাতে সংরক্ষিত হয়ে যায়। তখন এ অপারেশন তার জন্য শুধু রহমতই নয়; বরং ন্যায়পরায়ণতাও। কেউই এ অপারেশনকে নির্মমতা, পাষণ্ডতা ও জুলুম বলবে না।

এমনিভাবে সমস্ত পৃথিবী বিশাল বড় একজন মানুষের পদমর্যাদা রাখে এবং কাফের ও মুশরিকরা হচ্ছে পৃথিবীর একটি বিনষ্ট অঙ্গ। যখন ঔষধের মাধ্যমে সুস্থ না হয়, তাহলে আসল ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে এ বিনষ্ট অঙ্গ যা অন্য অঙ্গে অতিক্রমকারী হবে তা কেটে ফেলা, তাহলে যেন সমস্ত পৃথিবী এ অঙ্গের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ধ্বংস না হয়ে যায়। এজন্যই তো ইসলামে এ দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, প্রথমে ঔষধ কর অর্থাৎ কালেমার দাওয়াত দাও। যদি অমুসলিমরা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়, তবে ঔষধের মাধ্যমে অঙ্গ সুস্থ হয়ে গেল, কাটা তথা জিহাদের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে ব্যাণ্ডেজ 'কাপড়ের চিলতা' লাগিয়ে দাও অর্থাৎ ট্যাক্স, অর্থাৎ কর আদায়ে যদি সম্মত হয়ে যায়, তাহলে এটা সীমাতিক্রম করে অন্যান্য অঙ্গসমূহকে ধ্বংস করবে না তাহলেও জিহাদ নেই। আর যদি ঔষধ [দাওয়াত] এবং ব্যাণ্ডেজ [ট্যাক্স] দ্বারা কাজ না চলে, তাহলে তা অপারেশন অর্থাৎ জিহাদের নির্দেশ। এ কারণেই ছোট ছোট বালক-বালিকা এবং মহিলারা এবং বৃদ্ধ পুরুষ-মহিলাদেরকে হত্যা করা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। কেননা এদের বিশৃঙ্খলা অন্যের দিকে অতিক্রমকারী নয়।

সারকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য রক্তপাত ও সম্পদ সংগ্রহ করা নয়; বরং সমস্ত পৃথিবীকে অরাজকতা এবং বিপর্যয় থেকে মুক্ত করা হচ্ছে জিহাদের উদ্দেশ্য। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ [এবং আল্লাহ সঠিক অবস্থা সম্পর্কে বেশি জানেন] এ ছাড়া পৃথিবীর প্রত্যেক হুকুমত অথবা সাম্রাজ্য অন্যান্য সম্প্রদায়কে হত্যা করে নিজের সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ করে থাকে। আর এ জিনিসটিকে নিজেদের পরিপূর্ণতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সমুচিত পদক্ষেপ বলে মনে করে , কেউ একে অন্যায়-অত্যাচার বলে না। অতএব আল্লাহ যদি নিজের সাম্রাজ্যের দ্রোহী, কাফের এবং মুশরিকদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন, তাহলে একে অত্যাচার, অন্যায় এবং যুক্তি, সিদ্ধতা পরিপন্থি কেন বলা হয়ে থাকে। (فَإِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكٰى)

জিহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি : মানুষ মাত্রই জন্মগত স্বাধীন; প্রতিটি মানুষেরই জন্মগতভাবে জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে, অনুরূপভাবে চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এটা যেরূপ ব্যক্তিগত জীবনে স্বীকৃত তদ্রূপ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও স্বীকৃত। ব্যক্তি যেমন তার মতামত গ্রহণ বা প্রকাশের স্বাধীনতা রাখে, একটি পরিবার, একটি সমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রও অনুরূপভাবে যে কোনো মতাদর্শ গ্রহণ, স্বীয় জীবনে এর বাস্তবায়ন এবং তার প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। অপর পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের তাতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সোচ্চার অধুনা বিশ্বেও এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত। যদিও বর্ণ, গোত্র, বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে আজ এর স্বাধীনতা ও অধিকার সর্বত্র পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

জিহাদের হুকুম : সাধারণত জিহাদ হলো "ফরযে কিফায়া"। কিছু সংখ্যক লোক এ কাজে নিয়োজিত থাকলে অবশিষ্ট লোকদের দায়িত্বমুক্ত হয়। সকলে তা বর্জন করলে সকলেই গুনাহগার হবে। তবে ইসলামি পরিভাষায় একে نَفِيْرٌ عَامٌ বলা হয়। আল্লাহর কালামে বলা হয়েছে اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا "হালকা বা ভারী যার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়।" বিস্তারিত ফিক্‌হের কিতাব দ্রষ্টব্য।

জিহাদের আদাব বা নীতি : কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের কতিপয় বিধান মেনে চলতে হবে।

১. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা বা শত্রু হতে রক্ষা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে বের হতে হবে।
২. চলার পথে আল্লাহর জিকির করতে থাকবে।
৩. অস্ত্রশস্ত্র বা সংখ্যাধিক্যের বা কলাকৌশলের ভরসা না করে আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের উপর ভরসা রাখতে হবে।
৪. সেনাপতির পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে।
৫. নিজেদের মধ্যে পরস্পর মিল-মহব্বত বজায় রাখবে, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না।
৬. অতিবৃদ্ধ, শিশু, নারী ও ধর্মযাজককে হত্যা করা যাবে না।
৭. তাদের উপাসনালয় তথা মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি ধ্বংস করা যাবে না।
৮. কোনো বন্দি কয়েদিকে এমনিতে হত্যা করা যাবে না।
৯. তাদের কোনো সম্পদ তথা ফসল-বাগান ইত্যাদি নষ্ট করা যাবে না।
১০. শত্রুর মোকাবিলার প্রচণ্ডতায় ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবে না ইত্যাদি নীতি মেনে চলবে।

জিহাদ কখন ফরজ হয়েছে : সাধারণভাবে বলা যায়– ইসলামের প্রথম দিন হতে প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়েছে। তবে তা ছিল আত্মরক্ষামূলক। কেননা মক্কায় মুসলমানগণ ছিলেন অসহায় ও দুর্বল। অবশ্য اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ এটা মদিনায় নাজিল হয়েছে। এ হিসেবে বলা যায় যে, হিজরতের প্রথম বছরই জিহাদ ফরজ হয়েছে اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ বিভিন্নভাবে থাকবে।

জিহাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব : দীন ইসলামে জিহাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসেই এর বর্ণনা রয়েছে। জিহাদের তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একজন প্রকৃত মুমিন বা মুসলিম মুজাহিদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দীনের জন্য নিজের শক্তি-সামর্থ্য, ধন-সম্পদ এককথায় সবকিছু এমনকি প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণাই জিহাদের শিক্ষা, এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করাই জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ঈমান ও ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য এটাই। অতএব, বলা যায় জিহাদ হলো ঈমান ও ইসলামের সমর্থবোধক। তাই এক হাদীসে বলা হয়েছে– وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ **অর্থাৎ ধর্মের উচ্চ মার্গ স্বর্ণ শিখর হলো জিহাদ।** এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিহাদের নামে ভয়ভীতি, নরহত্যা, রক্তপাত, নৃশংসতা, উন্মত্ততা ইত্যাকার প্রশ্ন ও চিন্তার কোনো অবকাশ জিহাদে নেই; বরং জিহাদের রয়েছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, ন্যায়-নীতি, নিরাপত্তা, সাম্য ও মৈত্রী এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চরম পরাকাষ্ঠা। এতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এ ন্যায় যুদ্ধে মরণে সে অমর জীবন লাভ করবে, আর জয়ী হলে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলো ফলে ইহজগতেও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে সে সফল হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٦١٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا قَالُوْا اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهٗ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهٗ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৬১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে, নামাজ কায়েম করবে, রমজানের রোজা রাখবে, আল্লাহর উপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হক ও দায়িত্ব হয়ে যায়। সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হোক বা নিজের জন্মভূমিতে অবস্থান করুক [উভয় অবস্থায়]। লোকেরা [সাহাবায়ে কেরাম] বললেন, আমরা কি মানুষকে এ সুসংবাদ শুনাব না? তিনি বললেন, [কি দরকার? মানুষকে আপন অবস্থায় আমল করতে দাও, আমলের মাধ্যমে নিজের জন্য জান্নাতে আরো উচ্চাসন লাভ করুক] জান্নাতে একশটি শ্রেণি রয়েছে, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। প্রতি দু-শ্রেণির মাঝে দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান। অতএব, তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাবে, তখন তাঁর নিকট [জান্নাতুল] ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে। কারণ তা জান্নাতের মধ্যম স্থান ও সর্বোত্তম জান্নাত। তার উর্ধ্বদেশে আল্লাহর আরশ বিদ্যমান এবং তথা হতে জান্নাতের ঝরনাসমূহ নির্গত হয়েছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيفُ الْجِهَادِ [জিহাদের পরিচিতি] :

مَعْنَى الْجِهَادِ لُغَةً : جِهَادٌ শব্দটি جُهْدٌ মূলধাতু হতে নির্গত, এটি فِعَالٌ -এর ওজনে বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْجَدُّ বা প্রচেষ্টা ব্যয় করা।
২. اَلطَّاقَةُ বা কঠোর সাধনা করা।
৩. اَلسَّعْيُ বা চেষ্টা করা।
৪. اَلْمَشَقَّةُ বা কষ্ট বহন করা।
৫. بَذْلُ الْقُوَّةِ বা শক্তি ব্যয় করা।
৬. اَلنِّهَايَةُ وَالْغَايَةُ বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছা।
৭. اَلْاَرْضُ الصُّلْبَةُ বা শক্তভূমি।
৮. اَلْكِفَاحُ বা সংগ্রাম করা।
৯. اَلْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে– وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

مَعْنَى الْجِهَادِ شَرْعًا :

১. شَرْحُ الْوِقَايَةِ -এর গ্রন্থকার বলেন– اَلْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ اِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ
অর্থাৎ جِهَادٌ হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা আর আহ্বান অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

২. فَتْحُ الْبَارِىْ -এর গ্রন্থকার বলেন– هُوَ بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ فِىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ

৩. دُرُّ الْمُخْتَارِ -এর গ্রন্থকার বলেন– هُوَ قِتَالُ الْكُفَّارِ لِنُصْرَةِ الْاِسْلَامِ

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধানে বলা হয়েছে– هُوَ قِتَالُ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ ذِمَّةٌ مِنَ الْكُفَّارِ

৫. بَدَائِعُ গ্রন্থকার বলেন– هُوَ رَفْعُ الْفَسَادِ وَالْفِتْنَةِ مِنَ الْاَرْضِ وَالْقِتَالُ لِاِقَامَةِ الدِّيْنِ

حُكْمُ الْجِهَادِ : [জিহাদের হুকুম] জিহাদ ফরজ কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

১. অধিকাংশ ইমামের অভিমত হলো– জিহাদ ফরজ। তাঁরা নিজেদের মতের অনুকূলে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–

কুরআনের দলিল :

١. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ـ
٢. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ
٣. يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ـ
٤. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ـ
٥. قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ـ
٦. اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا ـ

হাদীসের দলিল :

١. اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ
٢. اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُبْطِلُهٗ جَوْرُ جَائِرٍ وَعَدْلُ عَادِلٍ ـ

২. সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে জিহাদ ফরজ নয়; বরং মোস্তাহাব। তিনি জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াতে যে اَمْر বা নির্দেশসূচক শব্দ রয়েছে তাকে মোস্তাহাবের মান দিয়েছেন।

অতঃপর যাদের মতে জিহাদ ফরজ তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, জিহাদ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া।

ক. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.)-এর মতে, জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরযে আইন। তিনি উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ মত মোল্লা আলী কারী (র.)ও সমর্থন করেন।

খ. অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে যদি অমুসলিম কর্তৃক মুসলিমদের ধর্ম ও রাজ্যের উপর আগ্রাসন হয় এবং ইমামের পক্ষ হতে জিহাদে গমনের জন্য সাধারণ ডাক দেওয়া হয় তখন জিহাদ করা ফরজে আইন। আর যদি এরূপ পরিস্থিতি না হয় তবে জিহাদ ফরযে কিফায়া।

জিহাদ ফরজ হওয়ার সময়কাল : জিহাদ সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরজ হয়েছে। মাক্কী জীবনে শুধু এ আদেশই যে,

١. اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

হিজরতের পর প্রাথমিক অবস্থায় যদি জিহাদ সম্পর্কে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় তাতে শুধু প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর ঘোষণা–

١. اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ـ

٢. وَقَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ـ

অতঃপর যখন সত্য ও ন্যায়ের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ল, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং মুসলমানরা ঐক্য, সংহতি ও দৃঢ়তা লাভ করত একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হলো, তখন আল্লাহর একত্ববাদ ও দীন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের সাথে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন–

١. قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ـ

٢. قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ـ

٣. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ـ

عَلٰى مَنْ يَجِبُ الْجِهَادُ وَعَلٰى مَنْ لَا يَجِبُ؟ :

জিহাদ কাদের উপর ওয়াজিব আর কাদের উপর ওয়াজিব নয়? কারো প্রতি জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে–

১. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ

২. জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ ـ

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ ـ

৪. পুরুষ হওয়া। সুতরাং মহিলার উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ لَا ـ

৫. সুস্থ হওয়া। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তির উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ

৬. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং দাস-দাসীর উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

عَبْدًا مَمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ

৭. দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তির উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَيْسَ عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ ـ

كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** রাসূল ﷺ -এর বাণী– "كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ" -এর মর্মার্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনবে, নামাজ কায়েম করবে ও রমজানের রোজা পালন করবে, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলার উপর তো কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না, তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– ١. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ، ٢. لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ، ٣. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

সুতরাং এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন, এরূপ জান্নাত দান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়; বরং তিনি উল্লিখিত কাজের বিনিময়ে দয়া ও অনুগ্রহ-এর ভিত্তিতে বান্দাকে জান্নাত দান করবেন, ওয়াজিব-এর ভিত্তিতে নয়।

জান্নাতের নহরসমূহ : পবিত্র কুরআনে ৪টি ঝরনাধারার উল্লেখ রয়েছে। যেমন– ১. اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ বা পানির ঝরনাধারা। ২. اَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ বা দুধের ঝরনাধারা। ৩. اَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ বা মধুর ঝরনাধারা। ৪. اَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ বা শরাবের ঝরনাধারা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى (الْاٰيَةَ)

تَعْرِيْفُ الرَّاوِيْ [রাবী পরিচিতি] :

১. **নাম ও পরিচিতি :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রকৃত নাম নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁর নাম ছিল আবদুশ শামস অথবা আবদু ওমর, আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আব্দুল্লাহ অথবা আব্দুর রহমান।
তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উমাইয়া বিনতে সাফীহ অথবা মায়মূনা।

২. **'আবূ হুরায়রা' নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ :** আরবিতে اَبُوْ শব্দের অর্থ– পিতা, আর هُرَيْرَةٌ শব্দের অর্থ– বিড়াল ছানা। সুতরাং اَبُوْ هُرَيْرَةَ অর্থ– বিড়াল ছানার পিতা। উল্লেখ্য যে, তিনি বিড়াল ছানা খুব পছন্দ করতেন এবং পালতেন। একদা তিনি রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁর জামার আস্তিন হতে একটি বিড়াল ছানা অকস্মাৎ বের হয়ে পড়ল। নবী করীম ﷺ তখন রসিকতা করে তাঁকে 'আবূ হুরায়রা' [বিড়াল ছানার পিতা] বলে সম্বোধন করলেন। রাসূলের মুখ নিঃসৃত বাণীতে আবূ হুরায়রা নিজেকে গর্বিত মনে করলেন এবং এটাকে নিজের নাম বানিয়ে নিলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সার্বক্ষণিক রাসূল ﷺ -এর সান্নিধ্যে ছিলেন।

৪. **তাঁর স্মরণশক্তি :** তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। অবশ্য প্রথমাবস্থায় স্মরণশক্তি কিছুটা কম ছিল। রাসূল ﷺ বরকত দান করার ফলে তিনি প্রবল ধীশক্তির অধিকারী হয়ে যান।

৫. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৫৩৭৮ টি।

৫. **ইন্তেকাল :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হিজরি ৫৯ সালে ৭৮ বছর বয়সে মদিনাতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মদিনার জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়।

وَعَنْهُ ٣٦١٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬১৪. **অনুবাদ :** উক্ত হাদীসও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের তুলনা ঐরূপ রোজাদার যে নামাজে দণ্ডায়মান তেলাওয়াতিকারীর ন্যায়– যে তার রোজা বা নামাজ আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না। [সর্বক্ষণ পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে তা পালন করে, এরূপ করা অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টকর কার্য। মুজাহিদদের সর্বক্ষণ ক্লান্তিহীন নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতরূপে গণ্য হবে] যতক্ষণ না সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদদের মহান মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে এমন একাগ্রচিত্ত নামাজি ও রোজাদারের সাথে যিনি তার রোজা বা নামাজ আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করেন না। মিরকাত প্রণেতা বলেন, اَلْقَانِتُ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো– নামাজে কুরআন তেলাওয়াতকারী।

নেহায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে اَلْقُنُوْتُ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা– আনুগত্য, একাগ্রতা, নামাজ, দোয়া, ইবাদত, দণ্ডায়মান হওয়া, কিয়ামকে দীর্ঘায়িত করা, চুপ থাকা ইত্যাদি।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে اَلْقَانِتُ দ্বারা নামাজে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বুঝানো উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় بِاٰيَاتِ اللّٰهِ-এর بَاء অব্যয়টি তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেমন বলা হয়- قَامَ بِالْاَمْرِ এটা তখনই বলা হয় যখন কোনো ব্যক্তি তার উপর আবশ্যকীয় কোনো কাজ সমাধানের জন্য উঠে-পড়ে লাগে; কিন্তু যদি তা দ্বারা কিয়ামকে দীর্ঘায়িত করা উদ্দেশ্য হয়, তবে اَلْقَانِتُ শব্দটি اَلْقَائِمُ-এর তাবে' হবে। তখন হাদীশাংসের অর্থ হবে, এমন নামাজি যিনি নামাজে কিয়ামকে দীর্ঘ করেন এবং লম্বা কেরাত পাঠ করেন। আর এরই ইঙ্গিত বহন করে لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ আলোচ্য হাদীশাংসটুকু।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে মুজাহিদকে নামাজি ও রোজাদারের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। নামাজি ও রোজাদার সর্বদা নামাজে এবং রোজা পালনে ব্যস্ত থাকায় যেমন তার পুণ্য অর্জিত হয় অনুরূপভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের কারণে মুজাহিদ ব্যক্তিও সর্বদাই ছওয়াব পেতে থাকে। চাই সে জাগ্রত থাকুক বা নিদ্রায় বিভোর থাকুক অথবা আল্লাহদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে রত থাকুক বা না-ই থাকুক। আর এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় কুরআনের নিম্নের আয়াতটিতে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ـ

অর্থাৎ এর কারণ হলো- আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা দেখা দেয়, আর যে ক্লান্তি স্পর্শ করে, আর যে ক্ষুধা পায়, আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। -[সূরা তাওবা : ১২০]

٣٦١٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَدَبَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهٖ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا اِيْمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِيْ اَنْ اَرْجِعَهٗ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬১৫. **অনুবাদ :** উক্ত হাদীসও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা [দয়াপরবশে] দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন [অথবা মুজাহিদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন] ঐ মুজাহিদের জন্য, [আল্লাহর ভাষায়] যে আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের প্রেরণায় স্বীয় গৃহ হতে আমার রাস্তায় বের হয়েছে, আমি তাকে অবশ্য [মালে গনিমত ছাড়া] পরিপূর্ণ ছওয়াব দান করে অথবা মালে গনিমত প্রাপ্তির সাথে [ছওয়াবসহ] গৃহে প্রত্যাবর্তন করাব, অন্যথায় [যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে] তাকে অবশ্য জান্নাতে প্রবেশ করাব। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنْتَدَبَ اللّٰهُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اِنْتَدَبَ শব্দটি نَدْبَةٌ বা نَدْبٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো- ডাকা, উৎসাহিত করা। আর اِنْتَدَبَ শব্দের অর্থ হলো- জওয়াব দেওয়া বা কবুল করা। তবে এ হাদীসাংশের দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়-

১. اِنْتِدَابٌ শব্দের অর্থ হলো- اَلْاِجَابَةُ وَالْقُبُوْلُ তথা ডাকে সাড়া দেওয়া এবং গ্রহণ করা। এ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ তার যাবতীয় প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তা কবুল করেন এবং তাকে ছওয়াব ও গনিমতের অধিকারী করেন।

২. اِنْتِدَابٌ-এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে- اَلْكَفَالَةُ وَالْحِمَايَةُ তথা দায়িত্বভার নেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে- যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ তার ও তার পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন। -[ফাতহুল মুলহিম ও উমদাতুল কারী]

اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ-এর ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত হাদীসে اَوْ শব্দের কারণে বুঝা যায় যে, মুজাহিদগণকে আল্লাহ তা'আলা হয় প্রতিদানসহ প্রত্যাবর্তন করান অথবা গনিমতসহ প্রত্যাবর্তন করান। সুতরাং এটা প্রমাণ হয় যে, পরাজয় অবস্থায় লাভ করেন শুধু ছওয়াব, গনিমত লাভ করেন না। অথচ বিজয় অবস্থায় তারা ছওয়াব অথবা গনিমত লাভ করেন। সুতরাং হাদীসের মর্ম কি হবে? এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ-

১. ইমাম নববী শরহে মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন– এর অর্থ হলো মুজাহিদগণ গনিমত লাভ না করা অবস্থায় শুধু ছওয়াব নিয়েই প্রত্যাবর্তন করে, আর গনিমত লাভ করা অবস্থায় ছওয়াব ও গনিমত উভয়ই প্রত্যাবর্তন করে। তথা হাদীসে বর্ণিত أَوْ শব্দটি مَعَ অর্থ হবে।

২. কোনো কোনো হাদীস বিশারদ এর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে أَوْ শব্দটি وَ অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং এর অর্থ হবে মুজাহিদ ব্যক্তি ছওয়াব এবং গনিমত উভয়সহই প্রত্যাবর্তন করেন। যেমন আবূ দাউদে বর্ণিত রয়েছে এবং মুসলিমের ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া হতে বর্ণিত রয়েছে।

৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, أَوْ শব্দটি وَ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন, কালামে মাজীদের বর্ণনায় عُذْرًا أَوْ نُذْرًا মুহাদ্দিস কোতায়বাও এ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

৪. আর এক শ্রেণির হাদীস বিশারদ হতে এ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, উপরিউক্ত হাদীসে أَوْ শব্দটি নিয়ত অনুসারে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ জিহাদকারীর নিয়ত সঠিক হলে সে ছওয়াব লাভ করবে, কিন্তু নিয়ত সঠিক না হলে ছওয়াব লাভ করবে না; বরং শুধু গনিমতই তার জন্য শেষ প্রতিদান।

৫. আর একটি এ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় যে, ছওয়াব ও প্রতিদান উভয়ের কোনো একটি পাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য أَوْ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু উভয়টি পাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য ব্যবহার হয়নি।

৬. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন– উপরিউক্ত হাদীসে أَوْ শব্দটি تَنْوِيْع অর্থাৎ প্রতিদানের শ্রেণি ও প্রকরণ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে; কিন্তু এখানে মুজাহিদগণের জন্য তিনটি প্রতিদান রয়েছে– ১. ছওয়াব, ২. গনিমত ও ৩. জান্নাত।

تَعْرِيْفُ الْغَنِيْمَةِ [গনিমতের পরিচয়] :

مَعْنَى الْغَنِيْمَةِ لُغَةً : اَلْغَنِيْمَةُ শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। এটি غَنْمٌ মূলধাতু হতে নির্গত, জিনসে صَحِيْح শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে غَنَائِمُ আভিধানিক অর্থ হলো–

১. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।
২. মানুষের কষ্টার্জিত বস্তু।
৩. বিনা কষ্টে কোনো বস্তু দ্বারা সফলতা লাভ করা।
৪. যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অর্থকড়ি।

এ শব্দটির বহুল প্রয়োগ পবিত্র কুরআনে মাজীদে পাওয়া যায়। যেমন– "اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ"

مَعْنَى الْغَنِيْمَةِ شَرْعًا :

১. شَرْحُ الْوِقَايَةِ গ্রন্থের হাশিয়ায় বলা হয়েছে– هُوَ اِسْمٌ لِمَا يُنَالُ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْوَةً بِقُوَّةِ الْغُزَاةِ
অর্থাৎ যোদ্ধাদের শক্তিবলে কাফেরদের কাছ থেকে জোরপূর্বক যে সম্পদ লাভ করা হয়, তাকে غَنِيْمَةٌ বলা হয়।

২. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন– هِيَ الْاَمْوَالُ الَّتِيْ تُؤْخَذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْقِتَالِ مَعَهُمْ

৩. আল্লামা আযহারী (র.) বলেন– اَلْغَنِيْمَةُ مَا اَوْجَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلِهِمْ وَرِكَابِهِمْ مِنْ اَمْوَالِ الْمُشْرِكِيْنَ

৪. হেদায়া কিতাবের হাশিয়ায় বলা হয়েছে– هُوَ اِسْمٌ لِمَالٍ مَاخُوْذٍ مِنَ الْكَفَرَةِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَالْحَرْبِ

৫. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধানে বলা হয়েছে– هُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُحَارِبِيْنَ فِي الْحَرْبِ قَهْرًا

গনিমতের হুকুম : গনিমতের মাল মোট তিন প্রকার। হুকুমসহ প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ নিম্নরূপ–

১. **নগদ অর্থ, মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্র :** শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ প্রকারের গনিমতের মাল শরিয়াহ মোতাবেক যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

২. **বিজিত অঞ্চল :** এ প্রকারের গনিমতের ব্যাপারটি ইমামের ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তা যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করতে পারবেন অথবা জিজিয়া ও খেরাজের বিনিময়ে কাফেরদেরকে তথায় বহাল রাখবেন।

৩. **যুদ্ধবন্দি :** এ প্রকারের গনিমতের হুকুম কি হবে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া জায়েজ হবে না; বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া যাবে।

খ. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া জায়েজ। তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া যাবে।

গ. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, প্রয়োজনে এদেরকে বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া জায়েজ আছে।

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পদাতিক যোদ্ধা গনিমতের মাল এক ভাগ আর অশ্বারোহী দু-ভাগ পাবেন যেমন হাদীসে এসেছে- عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

وَعَنْهُ ٣٦١٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬১৬. অনুবাদ : উক্ত হাদীসও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, কিছু সংখ্যক মুমিন [তাদের অভাবের কারণে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে] আমার সাথে যুদ্ধে যোগদান না করতে পারার ফলে তাদের মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমিও তাদের জন্য সমরোপকরণ সরবরাহ করতে পারি না। যদি এরূপ উভয় সংকট অবস্থা না দেখা দিত, তবে আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রতিটি সেনাবাহিনীর সাথে অবশ্য গমন করতাম। কোনোটি হতে পিছনে থাকতাম না। আল্লাহর কসম! আমার মনোবাসনা এই যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে নিহত হই, অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হোক এবং আমি আবার যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হই, আবার জীবিত করা হোক, আবার নিহত হই, পুনরায় জীবিত করা হোক পুনরায় নিহত হই [তিনবার]।
–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গাযওয়া ও সারিয়্যার মধ্যকার পার্থক্য :

১. غَزْوَة শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে سَرِيَّة শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সফর করা, পথ চলা ইত্যাদি।

২. উভয়ের মাঝে বহুল প্রচলিত পার্থক্য হলো, যে যুদ্ধে রাসূল ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, তাকে বলা হয় غَزْوَة ; আর যে যুদ্ধে রাসূল ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি; বরং বাহিনী পাঠিয়েছেন, তাকে বলা হয় سَرِيَّة ।

৩. কামূসুল ফিকহ -এর গ্রন্থকার বলেন, যে বাহিনীতে ৫ থেকে ৩০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকে, তাকে سَرِيَّة বলা হয়; আর এর বেশি হলে, তাকে غَزْوَة বলা হয়।

৪. কেউ কেউ বলেন, যে বাহিনীতে ৫ থেকে ৫০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকে, তাকে سَرِيَّة বলা হয় আর এর বেশি হলে তাকে غَزْوَة বলা হয়।

৫. কেউ কেউ বলেন, ছোট বাহিনীকে বলা হয় سَرِيَّة আর বড় বাহিনীকে বলা হয় غَزْوَة ।

৬. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটিকে অপরটির স্থলে ব্যবহার করা যায়।

أَوَّلُ الْغَزْوَةِ : সর্বপ্রথম গাযওয়া কোনটি সে সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম গাযওয়া হচ্ছে– غَزْوَةُ أَبْوَاء এটি হিজরতের এক বছর পর সফর মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। এতে কোনো রক্তপাত ঘটেনি।

২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, غَزْوَةُ عُشَيْرَة এটি হিজরতের ১৬ মাস পরে জমাদিউছ ছানী মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এতে কোনো আক্রমণ হয়নি।

৩. কেউ বলেন, غَزْوَةُ بَدْر এটা দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

أَوَّلُ السَّرِيَّةِ : প্রথম সারিয়্যা কোনটি, এ ব্যাপারে সকল ওলামা একমত যে, প্রথম সারিয়্যা হচ্ছে سَرِيَّةُ حَمْزَةَ এটি হিজরতের ৭ম মাসে রাসূল ﷺ -এর আদেশে হযরত হামযা (রা.) -এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের পর রমজান মাসের প্রথম দিকে অর্থাৎ হিজরতের সপ্তম মাসে হযরত হামযা (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবী যুদ্ধাভিযানে গমন করেছিলেন। তাঁর অধীনে হযরত আবূ মারসাদ (রা.) পতাকাবাহক ছিলেন। এ পতাকাতলে সমবেত ত্রিশজন মুহাজিরের একটি বাহিনীকে কুরাইশদের একটি দলের মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কুরাইশদের এ দলটি শাম থেকে লুট করে আসছিল। আবূ জাহলের নেতৃত্বাধীন এ দলে তিনশত কুরাইশ কাফেরদের উপস্থিতি ঘটেছিল। হযরত হামযা (রা.) ঈস (عِيْص) নামক স্থানের নিকটবর্তী সাইফুল বাহর (سَيْفُ الْبَحْرِ) নামক স্থানে কাফেরদের মুখোমুখি হলেন। উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় মাজদী ইবনে আমর আল-জুহানী নামক এক ব্যক্তি যার সাথে উভয় দলের সুসম্পর্ক ছিল, তিনি মাঝে পড়ে এ অবশ্যম্ভাবী রক্তাক্ত যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা : গাযওয়ার সংখ্যা নিরূপণে যুদ্ধশাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যথা–

ক. মূসা ইবনে উকবা, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকিদী, ইবনু সা'দ, ইবনু জাওযী এবং ইরাকী (র.) প্রমুখের মতে গাযওয়ার সংখ্যা হলো ২৭টি।

খ. মুসাইয়াব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, গাযওয়ার সংখ্যা হলো ২৪টি।

গ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ২১টি।

ঘ. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ১৯টি।

অনুরূপভাবে সারিয়্যার সংখ্যা নিরূপণেও মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

ক. ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত আছে ৪০টি।

খ. ইবনু আবদিল বার (রা.) হতে বর্ণিত আছে ৩৫টি।

গ. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত আছে ৩৮টি।

ঘ. ওয়াকিদী (র.) হতে বর্ণিত আছে ৪৮টি।

ঙ. ইবনু জাওযী (র.) হতে বর্ণিত আছে ৫৬টি।

هَلْ دَرَجَةُ الشَّهَادَةِ خَيْرٌ مِنْ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ؟ :

নবুয়তের মর্যাদা হতে শাহাদাতের মর্যাদা কি উত্তম? হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবুয়তের মর্যাদার চেয়ে শাহাদাতের মর্যদা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। কেননা প্রোক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ স্বয়ং শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করেছেন। আসলে ব্যাপারটির কি এমনই? যদি এমন না হয়ে থাকে, তাহলে রাসূল ﷺ কেন শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করলেন? এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. রাসূল ﷺ নবুয়তের মর্যদার পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝায় না যে, শাহাদাতের মর্যাদা নবুয়তের মর্যাদার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

২. অথবা, রাসূল ﷺ শাহাদাতের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তিনি এরূপ কামনা করেছেন।

৩. অথবা, গোটা মুসলিম উম্মাহকে জিহাদ ও শাহাদাত লাভের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য এরূপ কামনা করেছেন।

৪. অথবা, শাহাদাতের গুরুত্ব পেশ করার জন্য তিনি এরূপ কামনা করেছেন।

٣٦١٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬১৭. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর রাস্তায় এক দিনের সীমান্ত প্রহরা জগৎ ও জগতের সববস্তু অপেক্ষা উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦١٨ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬১৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল [বহির্গমন] পৃথিবী ও পার্থিব সকল সম্পদ হতে উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর পথে এত অল্প সময় ব্যয় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান কাজ। সুতরাং যে ব্যক্তির সারাটা জীবন এ পথে নিয়োজিত থাকে তার পুরস্কার যে কি মহান ও বিশাল তা এ হাদীসের আলোকে সহজেই বুঝা যায়।

وَعَنْ ٣٦١٩ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَاِنْ مَاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفَتَّانَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬১৯. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় এক দিবস একরাত সীমান্ত প্রহরা একমাসের রোজা রাখা ও নামাজ আদায় হতে উত্তম, ঐ প্রহরী যদি এ অবস্থায় মারা যায় তবে তার কৃত এ পুণ্য আমলের ছওয়াব [পূর্ণমাত্রায় তার আমলনামায় স্থায়ীভাবে] লিপিবদ্ধ হতে থাকবে, তার জন্য সর্বক্ষণ রিজিক [জান্নাত হতে] আসতে থাকবে এবং সে কবরের কঠিন পরীক্ষা হতে পরিত্রাণ পাবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلرِّبَاطُ শব্দের মর্মার্থ : اَلرِّبَاطُ শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো– বাঁধা, পরস্পর বেঁধে রাখা। তবে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসে এ শব্দটি রাসূল ﷺ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন এ বিষয়ে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন যে, رِبَاطٌ শব্দটির একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন কোনো কোনো সময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا (الاٰية) আবার কখনো জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী– وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

পাহারাদারির অর্থেও رِبَاطٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

২. পাহাড়ের চূড়ায় বা পাদদেশে অথবা সীমান্তে শত্রু নিধনের জন্য ওত পেতে বসে থাকার অর্থেও رِبَاطٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৩. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন যে, এর মর্ম হলো মুসলিম বাহিনী ও কাফের বাহিনীর মাঝপথে কাফেরদের আক্রমণ হতে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে পাহারাদারিতে নিযুক্ত থাকা।

৪. নিহায়া গ্রন্থকার বলেন, رِبَاطٌ -এর আসল অর্থ হলো– শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থায় জিহাদের জন্য দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে ঘোড়াকে সুসজ্জিত করে প্রস্তুত রাখা।

৫. কেউ কেউ رِبَاطٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আলোচ্য হাদীসের উক্ত শব্দের মর্ম হলো যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি নিজেদের ঘোড়াসমূহ প্রস্তুত রেখে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, যাতে সময় সুযোগ মতে যথাযথভাবে মুসলমানদের শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে।

মোটকথা হলো, শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকা এবং ওদের আক্রমণ হতে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণকেই رِبَاطٌ বলা হয়।

আলোচ্য হাদীসে رِبَاطٌ দ্বারা শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলায় পাহারাদারির কথা বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الخ-এর **মর্মার্থ** : মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার আমলনামায় ছওয়াব লিখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তিনটি আমলের ছওয়াব ক্রমাগতভাবে সর্বদাই তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে। আর তা হলো সদকায়ে জারিয়ার কোনো কাজ। নেককার সন্তানের দোয়া এবং তার রেখে যাওয়া সে ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু ইসলামি হুকুমতের হেফাজত, স্থিতিশীলতা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মতৎপরতা চালানো অবস্থায় মৃত্যু হলেও তা সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এর ছওয়াব সর্বদা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। উপরিউক্ত হাদীসে একেও সদকায়ে জারিয়ার কাজের মধ্যে শামিল বলা হয়েছে এবং এর ছওয়াব আমলনামায় লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْفَتَّانَ-এর **মর্মার্থ** : উল্লিখিত হাদীসে ব্যবহৃত فَتَّانْ শব্দের কয়েকটি মর্ম হতে পারে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো–

১. কবরে মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন। ২. দাজ্জালের ফিতনা।

৩. শয়তানের কুমন্ত্রণা।

৪. অথবা জাগতিক জীবনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সব রকমের ফিতনা-ফ্যাসাদ।

তবে হাদীসের পূর্বাপর ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে বিশেষভাবে মুনকার নাকীরের সওয়াল-জবাবের ফিতনার কথাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٣٦٢٠ أَبِيْ عَبْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৬২০. **অনুবাদ** : হযরত আবূ আবস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধুলায় ধূসরিত হলো, জাহান্নামের আগুন ঐ পদদ্বয় স্পর্শ করবে না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর রাস্তায় যার পদযুগল ধুলায় ধূসরিত হয়, সে পদদ্বয় জাহান্নামের উত্তপ্ত অগ্নি স্পর্শ করবে না। 'সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে বাক্যটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থবোধক। যে পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন দীন শিক্ষার জন্য বের হওয়া, অথবা জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য বের হওয়া, অথবা রোগীর সেবা বা জানাযার নামাজে হাজির হওয়ার জন্য বের হওয়া, এটাও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একপ্রকার জিহাদ। অবশ্য অত্র হাদীসে জিহাদের অংশগ্রহণ করার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত সমুন্নত করার লক্ষ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করার মতো এত বড় নিয়ামত দ্বিতীয়টি আর নেই। আলোচ্য হাদীসে মুজাহিদদের সামান্য ফজিলতের কথাই বিধৃত হয়েছে। এর চেয়েও বড় নিয়ামত ও মর্যাদা তাদের জন্য রয়েছে।

وَعَنْ ٣٦٢١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬২১. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কাফের ও তার হত্যাকারী [মুসলিম মুজাহিদ] কখনো জাহান্নামে একসাথ হবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাফের ও তার হত্যাকারী মুসলিম মুজাহিদ কখনো জাহান্নামে একসাথ হবে না। এ বাক্যটির কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে। আল্লামা কাজী আয়ায (র.) বলেন, যে মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে কাফেরকে হত্যা করেছে, যদি উক্ত মুজাহিদের জাহান্নামে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তবুও সে এর কারণে মাফ পেয়ে যাবে। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না। অতএব, সে কাফেরের সাথে জাহান্নামে একত্র হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা তার নেই। অথবা এ মুজাহিদ ব্যক্তিকে যদি কোনো কারণে একান্তই শাস্তি দেওয়া হয়, তবে তাঁর হত্যাকৃত কাফেরকে জাহান্নামের যে স্থানে শাস্তি দেওয়া হবে উক্ত মুজাহিদকে সে স্থানে রাখা হবে না। সুতরাং উভয়ের সাথে সাক্ষাতের কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না।

٣٦٢٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ مُعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ اَوْ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ فِيْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعْفِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلَّا فِيْ خَيْرٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬২২ **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মানুষের মাঝে ঐ ব্যক্তি উত্তম জীবনযাপন করে, যে আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় অশ্বের লাগাম ধারণ করে তার পিঠের উপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে, যখনই কোনো ভয়ভীতির শব্দ শুনতে পায় তৎক্ষণাৎ সে অশ্বরোহণে বায়ু বেগে ঐ দিকে ধাবিত হয় এবং হত্যা বা মৃত্যুর সম্ভাবনাময় স্থান খুঁজতে থাকে অথবা ঐ ব্যক্তির জীবন [উত্তম জীবন], যে কয়েকটি বকরিসহ কোনো পাহাড়ের চূড়ায় বা কোনো উপাত্যকায় অবস্থান করত নামাজ আদায় করতে ও জাকাত দিতে থাকে এবং এভাবে মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকে। মানুষের মাঝে সে উত্তম জীবনেই থাকে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির মূলকথা, দীনের শত্রুদেরকে ধ্বংস করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা, স্বীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা হতে নিজেকে হেফাজত রাখা এবং পার্থিব চাকচিক্য ও আমোদ-প্রমোদ হতে নিজেকে বিরত রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوٰى অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করাই হলো কঠোরতম জিহাদ। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ অর্থাৎ আমরা ছোট জিহাদ [যুদ্ধক্ষেত্র] হতে বড় জিহাদ [নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম] -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।

জিহাদের প্রকার ও হুকুম : জিহাদ দু-প্রকার। জিহাদে ইকদামী অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে অমুসলমানদের সাথে জিহাদ করা। এ জিহাদ ফরযে কিফায়া। দ্বিতীয় হলো, জিহাদে দিফায়ী। অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে যদি অমুসলিমদের কর্তৃক মুসলিমদের ধন ও রাজ্যের উপর আগ্রাসন হয় এবং আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে জিহাদের গমনের জন্য সাধারণ ডাক দেওয়া হয়, তখন জিহাদ করা ফরযে আইন। প্রমাণ নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

٣. قَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا ـ

٤. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ

জিহাদ কখন ফরজ হয়েছে? জিহাদ কখন ফরজ হয়েছে, এ সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়। যথা–

১. অধিকাংশের মতে, হিজরতের পর মদিনায় জিহাদ ফরজ হয়েছে। তাঁদের দলিল–

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (اَلْقُرْاٰنُ)

২. কতিপয় ওলামার মতে, হিজরতের আগে মক্কায় জিহাদ ফরজ হয়েছে। তাঁদের দলিল–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ (اَلْقُرْاٰنُ)

প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিক যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য।

জিহাদ কখন ফরযে আইন হয়? জিহাদ সাধারণত ফরযে কিফায়া। নিম্নোক্ত সময় ও পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যেমন–

ক. অমুসলিম বাহিনী যদি মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ চালায় এবং রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে জিহাদে গমনের আহ্বান জানানো হয়, তখন সর্বস্তরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। এটা জমহুর আলেমগণের অভিমত।

খ. কোনো কোনো ইমামদের অভিমত হলো, মুসলিম জনপদ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর শত্রুর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে নিকটবর্তী জনপদবাসীর উপর জিহাদ ফরযে আইন। এভাবে নিকটবর্তী হতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন।

এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ্য দলিল–

١. فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى ـ (اَلْاٰيَةُ)

٢. اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا ـ (اَلْاٰيَةُ)

٣. اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ (اَلْحَدِيْثُ)

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ [গনিমত ও ফাই-এর মধ্যকার পার্থক্য] : গনিমত ও ফাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বুঝাতে ব্যবহার হয়ে থাকে। এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ–

১. বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হয় তা গনিমত, আর যা বিনা যুদ্ধে পাওয়া যায় তাই ফাই।

২. শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ও সম্পদ গনিমত, আর প্রাপ্ত জমিজমা ফাই।

৩. গনিমত যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয়, আর ফাই রাষ্ট্রপ্রধান জনকল্যাণে ব্যয় করেন।

৪. গনিমত থেকে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করতে হয়, আর ফাই থেকে তা করতে হয় না।

৫. কারো মতে, غَنِيْمَةٌ ও فَيْءٌ সমার্থবোধক শব্দ, ব্যবহারিক অর্থে উভয়ই এক ও অভিন্ন।

غُنَيْمَةٌ وَ شُعَفَةٌ শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণ : غُنَيْمَةٌ শব্দটি غَنَمٌ-এর তাসগীর যেহেতু শব্দটি (مُؤَنَّثْ سَمَاعِىْ) শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ তার তাসগীর করতে ة. এসেছে। শব্দটির একবচন বুঝাতে شَاةٌ ব্যবহার করা হয়। এর বহুবচনে اَغْنَامٌ ـ غُنُوْمٌ ও اَغَانِمُ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থ–বকরির পাল।

شَعَفٌ ও شَعَفَةٌ (بِفَتْحَتَيْنِ) শব্দটি একবচন স্ত্রীলিঙ্গ। এর বহুবচন شُعَفٌ, شُعُوْفٌ, شِعَافٌ ও شَعَفَاتٌ ইত্যাদি। অর্থ– পাহাড়ের চূড়া। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝাতে চেয়েছেন যে, সামান্য সম্পদ, কম শক্তি ও সামান্য স্থান নিয়েও তুষ্ট থেকে যে ব্যক্তি ইবাদতের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে তার জীবনই উত্তম জীবন।

وَعَنْ ٣٦٢٣ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬২৩. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সৈনিকের যুদ্ধের উকপরণ সংগ্রহ করে দিল সেও যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, যে ব্যক্তি কোনো সৈনিকের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান করল সে [যেন] যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শত্রুর মোকাবিলায় রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া, আর পিছনে থেকে তার সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান করা অর্থাৎ যুদ্ধরত মুজাহিদদের যে কোনো প্রকারের সাহায্যের দ্বারাও জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায়।

وَعَنْ ٣٦٢٤ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ اَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ اِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬২৪. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– গৃহে অবস্থানকারী পুরুষগণের নিকট মুসলিম সৈনিকগণের রমণীদের সম্মান ও মর্যাদা মাতৃসম। যদি গৃহে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি কোনো সৈনিকের পরিবারে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে [সতীত্ব নাশ ইত্যাদির মাধ্যমে] খিয়ানত করে, তবে খিয়ানতকারীকে কিয়ামত দিবসে আটকিয়ে সৈন্যকে বলা হবে তুমি তার নেক আমল যত পরিমাণ ইচ্ছা গ্রহণ কর, [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন] তোমাদের কি ধারণা? –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'তোমাদের ধারণা কি?' বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. এ অবস্থায় উক্ত মুজাহিদ সম্পর্কে তোমরা কি এ ধারণা করতে পার যে, সে ঐ লোকটির কোনো নেক আমল ছেড়ে দেবে? কখনো নয়; বরং সে তার সমস্ত পুণ্য গ্রহণ করে তাকে শূন্য করে ছেড়ে দেবে। তোমরা কেন সন্দেহ করছ যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ সাজা দেবেন না; বরং তোমরা দৃঢ়বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা এভাবে অন্যায়ের প্রতিশোধ আদায় করে দেবেন। অতএব, এ ব্যাপারে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও।

৩. তোমাদের ধারণা কি? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এজন্য এত বিরাট সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আরো কত সুযোগ এবং মর্যাদা রয়েছে তা কল্পনাতীত। মোটকথা, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত। কাজেই তোমরা জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রতি সদা তৎপর থাক।

وَعَنْ ٣٦٢٥ ابْنِ مَسْعُوْدٍ نِ الْاَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬২৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্রীর নাকে লাগাম পরিহিতা অবস্থায় এনে বলল, এ উষ্ট্রী আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদের জন্য] দান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমাকে তার বিনিময়ে কিয়ামত দিবসে সাতশত লাগাম পরিহিতা উষ্ট্রী প্রদান করা হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦٢٦ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلٰى بَنِىْ لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, হুযাইল গোত্রের বনী লিহ্‌ইয়ান শাখার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রতি দুজনের মধ্য হতে একজন প্রস্তুত হও, পুণ্য তোমাদের উভয়কে দেওয়া হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦٢٧ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬২৭. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ দীন [ইসলাম] সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে একদল মুসলিম কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাকবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত।' এর অর্থ হলো কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত। আর সেই দল কারা? তা নির্দিষ্ট কোনো দল নয়। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত একদল লোক সর্বদা বাতিলের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে– 'আর এই উম্মতের একদল সর্বদা আল্লাহর হুকমের উপর বহাল থেকে কিয়ামতের আগমন পর্যন্ত বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। দুশমন তাদের কোনা ক্ষতি করতে পারবে না। এ সমস্ত হাদীস রাসূল ﷺ -এর প্রকাশ্য ও বাস্তব মু'জিযা। কেননা তাঁর সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত সেই সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপভাবে চলতে থাকবে।

وَعَنْ ٣٦٢٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اَللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত হবে এবং আল্লাহই উত্তমরূপে জ্ঞাত যে, কে তার রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিয়ামত দিবসে সে এরূপ অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষতস্থান হতে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হতে থাকবে। [ঐ রক্তের] বর্ণতো রক্তের মতোই হবে আর তার সুগন্ধি হবে মিশকের সুগন্ধির ন্যায়।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهِ -এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটি জুমলায়ে মু'তারিযা বা পূর্বাপর সম্পর্কহীন বাক্য। যার পূর্বাপরের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এর অর্থ হলো, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত। এ বাক্যটির দৃষ্টান্ত নিম্নের আয়াতটির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন– قَالَتْ رَبِّ إِنِّىْ وَضَعْتُهَا أُنْثٰى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى -এর মধ্যে وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ পূর্বাপরের সাথে সম্পর্কহীন কালাম।

আল্লামা নববী (র.) বলেন, এ বাক্যটি দ্বারা যুদ্ধের ময়দানে একান্ত নিষ্ঠা ও খালিস নিয়ত রাখার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শন বা প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্য পরিহার করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একান্ত আগ্রহচিত্তে যুদ্ধ করবে, একমাত্র সে ব্যক্তিই হাদীসে বর্ণিত ফজিলতের অধিকারী হবে।

قَوْلُهُ اَلرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ -এর মর্মার্থ : ইসলামি যুদ্ধে যে মুজাহিদ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কিয়ামতের দিন তাঁর সে ক্ষতস্থান হতে তাজা রক্তের ধারা প্রবাহিত হবে। তা হতে মিশকের সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হবে। ইমাম নববী (র.) বলেন, কিয়ামতের দিন তার রক্ত প্রবাহিত হওয়ার তাৎপর্য হলো, সেদিন এ প্রবাহিত রক্তই তার মর্যাদা ও ফজিলতের প্রমাণ স্বরূপ হবে এবং তিনি যে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশার্থে যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের প্রিয় জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন তারও সাক্ষ্য বহন করবে।

وَعَنْ ٣٦٢٩ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬২৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জান্নাতে প্রবেশের পরে কোনো ব্যক্তি পার্থিব সমুদয় সম্পদের মালিক হবার সুযোগ পেলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না। অবশ্য [আল্লাহর রাস্তায়] শহীদ ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে যে, দুনিয়ায় এসে সে পুনঃপুন দশবার শাহাদাত লাভ করুক, তার এ ইচ্ছার কারণ হবে যে, সে জান্নাতে শহীদের যে মর্যাদা প্রত্যক্ষ করবে [তা পুনঃপুন লাভের আশায়]। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦٣٠ مَسْرُوْقٍ (رض) قَالَ سَاَلْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ (اَلْاٰيَةَ) قَالَ اِنَّا قَدْ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَاْوِىْ اِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا قَالُوْا اَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِىْ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَاَوْا اَنَّهُمْ لَنْ يُّتْرَكُوْا مِنْ اَنْ يَّسْاَلُوْا قَالُوْا يَا رَبِّ نُرِيْدُ اَنْ تَرُدَّ اَرْوَاحَنَا فِىْ اَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَلَمَّا رَاٰى اَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩০. অনুবাদ : প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মাসরূক (র.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে এ আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম– وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।'–[৩ : ১৬৯] জবাবে তিনি বললেন, আমরা এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, শহীদগণের আত্মা সবুজ বর্ণের পাখির অভ্যন্তরে অবস্থান করবে। আরশের ঝুলন্ত ফানুসে ঐগুলো থাকবে, তথা হতে জান্নাতে যত্রতত্র উড়ে বেড়াবে, অতঃপর আবার এ ফানুসে ফিরে আসবে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতিপালক তাদের সম্মুখে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়ে বলবেন, তোমরা কিসের বাসনা রাখ? তারা বলবে, আর কিসের আকাঙ্ক্ষা করব? [আমরা কত সুখে আছি!] জান্নাতের যত্রতত্র যথেচ্ছাভাবে ভ্রমণ করছি। এভাবে তিনি তাদেরকে তিন বার জিজ্ঞেস করবেন, তারাও অনুরূপ উত্তর দেবে। তারা যখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, তাদেরকে কিছু না কিছু প্রার্থনা করতেই হবে, তখন তারা বলবে, আমাদের বাসনা যে, তুমি আমাদের রূহকে আমাদের পার্থিব দেহে ফিরিয়ে দাও, যাতে পুনরায় আমরা তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। এদের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই প্রকাশ পাওয়ায় তাদেরকে [আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না] ঐ অবস্থায় থাকতে দেওয়া হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রূহ বা মানবাত্মার বর্ণনা : সহীহ বুখারী শরীফের সুস্পষ্ট বর্ণনায় এসেছে যে, রূহ বা মানবাত্মা সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ ইহুদিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে কুরআন মাজীদের এ আয়াত উত্তর হিসেবে অবতীর্ণ হয়- قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا 'বল রূহ আমার প্রভুর আমর [আদেশ-অনুবাদ সম্পূর্ণ সঠিক নয়] তোমাদেরকে অতি সামান্য ইলম দান করা হয়েছে।' কুরআন মাজীদে এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরে এ সম্পর্কে কিছু বলা শূন্যে আনুমানিক ঢিল-ছোড়া ব্যতীত আর কি হবে? ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) কর্তৃক হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্য আলমে খলক [সৃষ্টিজগৎ] ও আলমে আমর [আদেশের জগৎ] দু-ভাগে ভাগ করত রূহকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা কুরআন-হাদীসের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। ইমাম গাযালী, রাযী, শায়খে আকবর প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এতদসম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ দার্শনিক আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু সবই নিজেদের যুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান প্রসূত জ্ঞানের ভিত্তিতে, কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে নয়।

قَوْلُهُ بَلْ أَحْيَاءٌ-এর ব্যাখ্যা : মানব দেহ হতে আত্মা পৃথক হলেই মানুষটিকে মৃত বলা হয়। অতঃপর ইসলামি আকিদা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা কর্মের জন্য পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে পরপারের জীবন দেহে আত্মার সমাবেশ ঘটিয়ে তাকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু আল্লাহর পথে শহীদগণের জীবন এর বিপরীত। তারা আল্লাহর নিকট লাভ করেন অমোঘ ও গৌরবময় জীবন। শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদের আত্মাকে সবুজ পাখির পেটে রেখে দেন। তারা জান্নাতের যত্রতত্র উড়ে পরম আনন্দে কাটায় এবং জান্নাতের মনোহরী দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, শহীদগণের আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার উপযোগী অবয়ব সৃষ্টি করেন, যা পার্থিব জগতের শরীর হতে ভিন্নতর। بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ এদিকে ইঙ্গিত করে। সতুরাং আত্মাসমূহ তার মধ্যে অবস্থানরত অবস্থায়ই অনুভূতিশীল স্বাদ ও উপকরণসমূহ উপভোগ করতে থাকে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন- يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ মোটকথা উপরিউক্ত হাদীস এবং কুরআনের ভাষ্য হতে আল্লাহর নিকট তারা জীবিত হওয়ার দ্বারা তাদের গৌরবময় ও সম্মানজনক জীবনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মানব আত্মা অমর জিনিস- আত্মার ধ্বংস ও বিলুপ্তি নেই।

শহীদদের রূহ পাখির অভ্যন্তরে থাকার বক্তব্যের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বাতিলপন্থিরা জন্মান্তরবাদের বাস্তবতা প্রমাণ করে থাকে, কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে তাদের এ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বাস্তব বিরোধী ও অযৌক্তিক। কেননা জন্মান্তরবাদের কথিত বৈশিষ্ট্যগুলো এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাছাড়া শহীদদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে পর জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। পার্থিব জগতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ জন্মান্তবাদের মূলকথা হলো, মানবাত্মা কর্মের প্রতিদানে মৃত্যুর পর পুনরায় বিভিন্ন জীবের বাহনে এ জগতে আগমন করে। সুতরাং শুধুমাত্র মানুষের দেহ থেকে আত্মা পার্থিব কায়ার প্রত্যাবর্তনের নাম শুনে পুনর্জন্ম মনে করাটা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতা মাত্র। তদুপরি পুনর্জন্মের মধ্যে মানবাত্মাসমূহ মানুষের কায়াসমূহ বদলিয়ে পরিচালনা ও ব্যবহারের জন্য জন্তু-কায়ার সাথে সম্পর্কিত হয়, কিন্তু এখানে মানবাত্মাসমূহ পার্থিব দেহের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে মানবাত্মাই পাখিরূপ ধারণ করে।

اِطِّلَاعَةً দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? আলোচ্য হাদীসে اِطِّلَاعَةً দ্বারা আল্লাহর নির্দিষ্ট মনোনিবেশ বা বিশেষ প্রকাশকে বুঝানো হয়েছে, যা আমাদের মনোনিবেশ বা প্রকাশের মতো নয়।

قَوْلُهُ يُرِيدُ أَنْ تُرَدَّ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى الدُّنْيَا -এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বুঝা যায় তারা পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে। অথচ অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতিগণ সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ দর্শন লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করবে এতে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে বলা হয় যে, সর্বশেষ বিচারের পরই আল্লাহর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হবে এর পূর্বে নয়। আর আলোচ্য হাদীসে কিয়ামতের আগে আলমে বরযখের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আলমে বরযখে থাকা অবস্থায় তারা জান্নাতের যে সমস্ত নিয়ামত ভোগ করবে এর তুলনায় আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া আরো উত্তম নিয়ামত মনে করবে।

مَسْئَلَةُ التَّنَاسُخِ [বিবাহ বা পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গ] : এক শ্রেণির লোকেরা তাদের ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আলোচ্য হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে বলতে চান যে, ইসলাম ধর্মেও বিবর্তনবাদ বা পুনর্জন্মবাদ -এর স্বীকৃতি রয়েছে।

মূলত তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, পুনর্জন্মবাদের মূলতত্ত্ব হলো– পরকাল বলতে ভিন্ন কোনো জীবন নেই, এ পার্থিব জীবনেই মানুষ বা যে কোনো প্রাণী স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ করার জন্য বারবার জন্মে আবার জন্মান্তরে নতুন জন্মলাভ করতে থাকে। হিন্দু ধর্মের মূল বিশ্বাসই এর ভিত্তিতে। আর ইসলামের আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। [এটা একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যামূলক বিষয় বলে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়] অথচ আলোচ্য হাদীসে শুধুমাত্র এটুকু প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখের [পার্থিব জীবন ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জগতের] অন্তবর্তীকালীন সময়ে শহীদানের আত্মা অস্থায়ীভাবে পাখির আকৃতি ধারণ করে জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। অবশ্য কিয়ামত দিবসে পরকালের স্থায়ী জীবনের জন্য নিজ আকৃতিতে সকলের সাথে তাদেরও পুনরুত্থান ঘটবে, সুতরাং এ নশ্বর জগতে বিবর্তন ঘটার মতবাদ সমর্থনের সাথে উপরিউক্ত হাদীসের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

وَعَنْ ٣٦٣١ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلَّا الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرَئِيْلَ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩১. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন হলো সর্বোত্তম আমল। এটা শ্রবণে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি অভিমত আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, তবে কি আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি অবিচলভাবে ছওয়াবের আশায় পলায়নোদ্যত না হয়ে আক্রমণে অগ্রগামী অবস্থায় নিহত হও [তবে তোমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করা হবে।] এটা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি প্রশ্ন করেছ? সে বলল, আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই তবে কি আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি অবিচলভাবে থেকে ছওয়াবের আশায় পলায়নে উদ্যত না হয়ে আক্রমণে অগ্রগামী অবস্থায় শহীদ হও, অবশ্য ঋণ [মাফ করা হবে না]। জিবরাঈল (আ.) এটা আমাকে [এমনই] বললেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ اِشْتِرَاطِ الصَّبْرِ وَالْاِحْتِسَابِ وَالْاِقْبَالِ :

ইহতেসাব, সবর এবং اقبال -এর শর্ত করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পথে শহীদদের গুনাহ মাফ পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন। এরূপ শর্ত করার কারণ নিম্নরূপ–

১. **اَلصَّبْرُ বা ধৈর্য :** যুদ্ধের ময়দানে একটি বিপদ সংকুল ভয়াবহ অবস্থা ও জান দেওয়া-নেওয়ার পালা। সুতরাং এ সময় ভীত-কম্পিত না হওয়াই আসল মুজাহিদের চরিত্র। ভীত ও কম্পিত হয়ে ময়দানে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা যায় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহা সংকটকালে বীরের ন্যায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের কথা বলেছেন।

اَلْاِحْتِسَابُ **বা ছওয়াব লাভ :** ইসলামের প্রতিটি কাজ নিঃস্বার্থ ও ছওয়াব লাভ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করতে হয়। কোনো কাজেই যেন লৌকিকতা ও পার্থিব হীন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য না থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদে মনের আসল উদ্দেশ্যটি সঠিক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে اَلْاِحْتِسَابُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

৩. اَلْاِقْبَالُ **বা অগ্রগামী হওয়া :** মুজাহিদদের যুদ্ধের ময়দানের সর্বদা অগ্রগামী ও শত্রু নিধন বা নিপাত করার খেয়াল মনে দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে। কিছুতেই পিছু হটা যাবে না। পিছু হটলেই নিজেদের ধ্বংস অনিবার্য। পিছু হটা, একনিষ্ঠ না হওয়া দুর্বল মনের পরিচায়ক, যাতে পুরো বাহিনীর ক্ষতি সাধন এবং আল্লাহর দীন প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

মোটকথা, উপরিউক্ত তিনটি গুণের ধারক হয়ে যে ব্যক্তি জিহাদে শহীদ হবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা হওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।

ঋণকে আলাদা করার কারণ : دَيْن অর্থ– ঋণ। ঋণ বা পাওনা দু-প্রকার হতে পারে। একপ্রকার হলো, আল্লাহর পাওনা এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো বান্দার পাওনা। আল্লাহর পাওনা আদায় না করা হলে সেজন্য আল্লাহর শহীদকে আটকাবেন না ক্ষমা করে দেবেন; কিন্তু মানুষের পাওনা অনাদায়ের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; যে পর্যন্ত পাওনাদার ক্ষমা না করে। কারণ, এটা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। আর বান্দার এখতিয়ার বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা আল্লাহর রীতি নয়। তবে আল্লাহর ইচ্ছা করলে যে কোনো উপায়ে বান্দা হতে শহীদকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেন।

دَيْن **দ্বারা উদ্দেশ্য :** دَيْن [ঋণ] দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। যথা–

আল্লামা তাওরিশী (র.) বলেন, যে এখানে دَيْن দ্বারা মুসলমানদের সে সকল অধিকারকে বুঝানো হয়েছে, যা তার দায়িত্বে অর্পিত। ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে دَيْن দ্বারা সকল মানুষের যাবতীয় হক ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٦٣٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الدَّيْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ ব্যতীত সকল কিছু আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফলে মাফ হয়ে যায়। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦٣٣ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬৩৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা ঐ দু-ব্যক্তির প্রতি সন্তোষ প্রকাশে হেসে থাকেন; যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে। এ ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়। [ফলে জান্নাতে প্রবেশে সমর্থ হয়] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে সুযোগ দান করেন [সে ঈমান এনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে] এবং শহীদ হয় [ও জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** একই সাথে দু-ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতি হাসা হাসবেন। প্রথম ব্যক্তি হলেন, যিনি যুদ্ধের ময়দানে জনৈক কাফের কর্তৃক নিহত হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করেছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে জান্নাতের অধিবাসী হয়েছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে কাফের, যে উক্ত মুজাহিদের শাহাদাতকারী ছিল। পরে আল্লাহর অনুগ্রহ-অনুকম্পায় সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং মুসলমান অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন। আর এর কারণে তার জান্নাত লাভ হয়েছে। সত্যিই এটা আল্লাহর অনুপম কুদরতেরই বাস্তব বহিঃপ্রকাশ।

وَعَنْ ٣٦٣٤ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩৪. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে শাহাদাত লাভ কামনা করে; আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন, যদিও সে আপন বিছানায় শুয়ে মারা যায়। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦٣٥ أَنَسٍ (رض) أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৬৩৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। বারা -এর কন্যা হারিছা ইবনে সুরাকা -এর মাতা রুবাইয়্যা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার পুত্র হারিছা যে বদরের যুদ্ধে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তীর নিক্ষেপে নিহত হয়, সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হারিছা কি জান্নাতে প্রবেশে সমর্থ হবে? যদি সে জান্নাতে যায়, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, অন্যথায় আমি তার জন্য বুক ফাটিয়ে কাঁদব। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হারিছা জননী! [তুমি কেন অধীরা হও] জান্নাতে বহু বাগান রয়েছে [তোমার পুত্রের প্রবেশের অভাব হবে না]; তোমার পুত্র তো ফিরদাউসের উচ্চাসনে পৌঁছেছে। -[বুখারী]

وَعَنْهُ ٣٦٣٦ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ إِلٰى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا إِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَبِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيْتُ آكُلَ تَمَرَاتِيْ إِنَّهَا لَحَيٰوةٌ طَوِيْلَةٌ قَالَ فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) [বদরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে] বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণসহ বের হয়ে মুশরিকদের পূর্বে বদর প্রান্তরে উপনীত হন। অতঃপর মুশরিকগণও তথায় এসে সমবেত হয়। [যুদ্ধের পূর্বে] রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, তোমরা আকাশ ও পৃথিবী সমবিস্তৃত জান্নাতের জন্য প্রস্তুত হও। এটা শুনে উমায়ের ইবনুল হুমাম নামক জনৈক আনসারী সাহাবী বলে উঠল, বাহ! বাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কারণে বাহ! বাহ! বললে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর কসম! আর কোনো কারণে নয়; বরং শুধুমাত্র জান্নাতে প্রবেশের আশায় আমি এটা বলেছি। তদুত্তরে তিনি বললেন, তুমি ঐ জান্নাতে প্রবেশ লাভে সমর্থদের মধ্যে একজন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এর পরে উক্ত ব্যক্তি তার তীরের থলি হতে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগল। এমতাবস্থায় সে স্বগতোক্তি করে উঠল এ খেজুরগুলো খেয়ে নিঃশেষ করা পর্যন্ত জীবন ধারণও তো দীর্ঘ জীবন! এটা বলে সে সব খেজুর নিক্ষেপ করে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ -এর ব্যাখ্যা : বেহেশতের প্রস্থের পরিধির কথা উল্লেখ করে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, প্রস্থের পরিমাণ এই, তবে তার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ কত যে বিরাট তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

بَخٍ بَخٍ : বাহ বাহ শব্দটি ঠাট্টা-উপহাস স্বরূপও ব্যবহার হয়ে থাকে, তাই উমায়ের শপথ করে বললেন, অর্থাৎ আমি উপহাস স্বরূপ এ কথাটি বলিনি; বরং আপনার কথার মর্যাদা রক্ষার্থে এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তথায় যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশার্থেই বলছি। প্রকাশ থাকে যে, তিনিই আনসারীদের মধ্য হতে বদর যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ ব্যক্তি।

وَاقِعَةُ غَزْوَةِ بَدْرٍ [বদর যুদ্ধের ঘটনা] : ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি ঐশীবাণীর লাভ করে অনুপ্রাণিত হলেন। "আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে সীমালঙ্ঘন করো না, কারণ আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না।" ঐশীবাণী পেয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ২৫৬ জন আনসার এবং ৬০ জন মুহাজির নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একটি মুসলিম বাহিনীসহ দ্বিতীয় হিজরির ১৭ই রমজান কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলার জন্য বের হলেন।

মদিনা হতে ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম বদর উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বিধর্মী কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে অনুপ্রেরণা দান করেন। প্রাচীন আরব রেওয়াজ অনুযায়ী প্রথমে মল্লযুদ্ধ হয়। রাসূল ﷺ -এর নির্দেশে হযরত আমীর হামযা, আলী ও আবূ উবায়দা (রা.) কুরাইশ পক্ষের নেতা উতবা, শাইবা এবং ওয়ালীদ ইবনে ইতবার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শত্রুপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কুরাইশ নেতা আবূ জাহল বিধর্মী বাহিনীসহ মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণকরতে লাগল; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা এবং সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসামান্য রণনৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে কুরাইশদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয় এবং সমসংখ্যক সৈন্য বন্দি হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন। আবূ জাহ্লসহ ২৪ জন কুরাইশ নেতা এ যুদ্ধে নিহত হয়।

٣٦٣٧ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ شَهِيْدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِىْ إِذًا لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কাকে তোমরা শহীদ মনে কর? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ। তিনি বললেন, তবে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা খুবই কম হবে। [শহীদ শুধু ঐ ব্যক্তি নয়; বরং] যে ব্যক্তি প্লেগরোগে মারা যায় সেও শহীদ। যে ব্যক্তি পেটের রোগে [কলেরা ইত্যাদিতে] মারা যায় সেও শহীদ। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الشَّهِيْدِ [اَلشَّهِيْدُ-এর পরিচয়] :

১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে شَهِيْدٌ শব্দটি مَشْهُوْدٌ অর্থে একটি গুণবাচক শব্দ। এর অর্থ হলো مَشْهُوْدٌ بِالْجَنَّةِ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বেহেশত লাভের সংবাদপ্রাপ্ত।

২. অথবা شَهِيْدٌ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ-এর একবচন شَاهِدٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ– সাক্ষী, আল্লাহর সাক্ষী ইত্যাদি।

مَعْنَى الشَّهِيْدِ شَرْعًا :

১. ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– شَهِيْد বলা হয়– هُوَ الَّذِيْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَإِقَامَةِ دِيْنِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ ও তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাকে شَهِيْد বলা হয়।

২. কতিপয় আলেম বলেন– اَلشَّهِيْدُ هُوَ الَّذِيْ قُتِلَ فِيْ يَدِ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ لِاِقَامَةِ دِيْنِ اللّٰهِ فِيْ أَرْضِهٖ

৩. আল্লামা ইবনে দাকীক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বা ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অথবা জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদরত অবস্থায় কাফেরদের হাতে নিহত হয়, তাকে শহীদ বলা হয়।

৪. কেউ কেউ বলেন– مَنْ قُتِلَ دُوْنَ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَعِرْضِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ

أَنْوَاعُ الشَّهِيْدِ وَحُكْمُهٗ [**শহীদদের প্রকারভেদ ও হুকুম**] : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, শহীদ দু-শ্রেণিতে বিভক্ত– ১. হাকীকী শহীদ ও ২. হুকমী শহীদ।

১. **হাকীকী শহীদ :** যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং ইসলামি হুকুমত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যুদ্ধের ময়দানে শত্রু কর্তৃক নিহত হয় তাঁরাই হাকীকী শহীদ। তাঁদের সম্পর্কে উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তারা শহীদ।"

২. **হুকমী শহীদ :** যারা শত্রু কর্তৃক নিহত না হয়ে; বরং আল্লাহর পথে নিয়োজিত থাকাকালীন রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যায় তারা হুকমী শহীদের অন্তর্ভুক্ত।

হাকীকী শহীদ ও হুকমী শহীদের মধ্যে মানগত ও বিধানগত দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সকলের ঐকমত্যে হাকীকী শহীদের মান বা মর্যাদা হুকমী শহীদের চেয়ে বেশি এবং তাঁদের প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনায় কুরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছে। হানাফীদের মতে শহীদের গোসলের প্রয়োজন নেই; বরং রক্তমাখা কাপড়সহ জানাজা পরে দাফন করতে হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, গোসল ও জানাজা কিছুই দিতে হয় না। ইমাম হাসান বসরীর মতে গোসল ও জানাযা উভয় প্রয়োজন।

হুকমী শহীদের মান হাকীকী শহীদের অনেক নিম্নে। তারা শুধুমাত্র আখেরাতের ঘোষিত পুরস্কার ও মর্যাদার আংশিক অধিকারী হবে। তাদেরকে গোসল দিতে হবে এবং সকলের মতে জানাজাও পড়তে হবে।

পার্থিব জগতের বিধানে যেমন হাকীকী শহীদ ও হুকমী শহীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তেমনি পরকালীন সম্মান-মর্যাদা ও পুরস্কারের দিক দিয়েও অনেক ব্যবধান থাকবে।

قَوْلُهٗ مَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ-**এর অর্থ :** উপরিউক্ত বাক্যাংশের মর্ম উদ্‌ঘাটনে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন–

১. কাযী ইয়ায (র.) বলেছেন, উক্ত বাক্যাংশ দ্বারা পেটের পীড়া অর্থাৎ দাস্ত, বমি, পাতলা পায়খানা বা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীর কথা বলা হয়েছে।

২. কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা পেটের যে কোনো পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার কথা বুঝানো হয়েছে।

৩. কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন– যেন উক্ত বাক্য দ্বারা পেটে জলদারী রোগ হওয়া ও পেট ফুলে মৃত্যুবরণ করার কথা বলা হয়েছে।

৪. কারো মতে, এর দ্বারা মহিলাদের প্রসব কালীন মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

শহীদকে কেন শহীদ বলা হয়? শহীদকে কেন শহীদ নামে আখ্যায়িত করা হয় এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন–

১. কাযী বায়যাবী (র.) বলেছেন– شَهِيْد শব্দটি شُهُوْد মাসদার হতে নিষ্পন্ন হয়ে اِسْم مَفْعُوْل অর্থাৎ مَشْهُوْد অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– যার নিকট ফেরেশতারা পুরস্কার ও মর্যাদার সংবাদ বহন করে আনে। অথবা اِسْم فَاعِل অর্থাৎ شَاهِد-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরক্ষণেই প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছে। আর শব্দটি যদি شَهَادَةٌ মাসদার হতে নিষ্পন্ন হয়, তবে অর্থ হবে– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, এজন্য শহীদ বলা হয়।

২. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন– শহীদকে নামকরণের কারণ হচ্ছে সে জীবিত। তার আত্মা আল্লাহর নিকট উপস্থিত।

৩. কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণ শহীদের জান্নাত লাভের সাক্ষ্য দেয়, এজন্য শহীদকে শহীদ বলা হয়।

৪. কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পরকালে যা কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তার আত্মা বের হওয়া লগ্নে সে তা অবলোকন করে থাকে, তাই তাকে শহীদ বলা হয়। এক্ষেত্রে শহীদ অর্থ– অবলোকনকারী।

৩৬৩৮ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ أُجُوْرِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُوْرُهُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ সংখ্যায় বেশি হোক বা কম হোক যদি জিহাদে জয়লাভ করে গনিমতের মালসহ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তারা জিহাদের ছওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ নগদ লাভ করল, পক্ষান্তরে যে কোনো ছোট দল বা বড় দল যদি তারা গনিমত লাভে ব্যর্থ হয় এবং নিহত বা আহত হয়, তবে তারা পূর্ণ পুণ্যের অধিকারী হলো। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْغَزْوَةِ وَالسَّرِيَّةِ [গাযওয়া ও সারিয়্যাহর মধ্যে পার্থক্য] : গাযওয়া ও সারিয়্যাহ দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ বুঝালেও এতদুভয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন–

ক. **আভিধানিক পার্থক্য :** غَزْوَة শব্দটি (ن) غَزَا يَغْزُوْ থেকে নির্গত মাসদার। যার অর্থ হচ্ছে– ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি।

আর سَرِيَّة শব্দটিও মাসদার। যার অর্থ হলো– রাতে চলা, পথ চলা, চলে যাওয়া অতীত হয়ে যাওয়া।

খ. **পারিভাষিক পার্থক্য :** এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন–

اَنَّ الْغَزْوَةَ مَا اشْتَرَكَ فِيْهِ النَّبِيُّ بِنَفْسِهٖ وَالسَّرِيَّةُ مَا بَعَثَ فِيْهِ بَعْثًا وَلَمْ يَشْتَرِكْ بِنَفْسِهٖ .

অর্থাৎ গাযওয়া হলো এমন যুদ্ধ, যাতে রাসূল ﷺ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। আর সারিয়্যাহ হলো যাতে রাসূল ﷺ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন; কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করেননি।

গ. **বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য :** কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন– পাঁচ থেকে তিনশ জনের সৈন্যবাহিনী সারিয়্যাহ। আর সৈন্যসংখ্যা এর চেয়ে বেশি হলে তা গাযওয়া।

ঘ. **আকৃতিতে পার্থক্য :** কারো মতে, ছোট বাহিনীকে বলা হয় সারিয়্যাহ। আর বড় বাহিনীকে বলে গাযওয়া।

ঙ. **এক ও অভিন্ন :** ইমাম নববী (র.) বলেন, গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহ উভয়টিই এক, এগুলো সমার্থক শব্দ।

চ. **সৈন্য সংখ্যার পার্থক্য :** কারো মতে, সারিয়্যাহর সৈন্যসংখ্যা পাঁচশত পর্যন্ত। এর বেশি হলে গাযওয়াহ।

ছ. **উদাহরণগত পার্থক্য :** গাযওয়াহ হলো গাযওয়ায়ে বদর, ওহুদ ইত্যাদি। আর সারিয়্যাহ হলো সারিয়্যায়ে হামযাহ (রা.), সারিয়্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)।

اَوَّلُ غَزْوَةٍ [প্রথম গাযওয়াহ] : সর্বপ্রথম গাযওয়াহ সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা–

১. হযরত ইবনে ইসহাক ও জাবের (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম গাযওয়াহ হলো– غَزْوَةُ اَبْوَاء তারপর بَوَاط তারপর عَشِيْرَة ।

২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর মতে, প্রথম গাযওয়াহ হলো– عَسِيْرَة বা عَشِيْرَة ।

৩. কারো মতে, প্রথম গাযওয়াহ হলো গাযওয়ায়ে বদর, যা দ্বিতীয় হিজরিতে সংঘটিত হয়।

৪. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য।

اَوَّلُ سَرِيَّةٍ [প্রথম সারিয়্যাহ] : সর্বপ্রথম সারিয়্যাহ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, প্রথম সারিয়্যাহ হলো সারিয়্যায়ে হামযাহ যা হিজরতের ৭ম মাসে পরিচালিত হয়েছিল।

নবী করীম ﷺ -এর গাযওয়াহ ও সারিয়্যার সংখ্যা :

গাযওয়ার সংখ্যা : রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় কয়টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের মতে ১৯টি। যেমন বুখারী শরীফে এসেছে– كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَ

২. ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ প্রমুখের মতে ২৭টি।

৩. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর মতে ২১টি।

৪. কিছু সংখ্যকের মতে ১৭টি।

সারিয়্যার সংখ্যা : সারিয়্যার সংখ্যার ব্যাপারেও ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

১. হযরত ওয়াকীদের মতে ৪৮টি।
২. হযরত ইবনে জুযীর মতে ৫৬টি।
৩. হযরত ইবনে ইসহাকের মতে ৩৮টি।
৪. হযরত ইবনে আব্দুল বার-এর মতে ৩৫টি।
৫. ঐতিহাসিক মাসঊদীর মতে ৩০টি।
৬. হযরত ইবনে সা'দের মতে ৪৭টি।
৭. হযরত হাকেমের মতে ১০০ -এরও উপরে।

قَوْلُهُ ثُلُثَىْ أُجُوْرِهِمْ **-এর মর্মার্থ :** আলোচ্য ثُلُثَىْ أُجُوْرِهِمْ বাক্যাংশের মর্ম বর্ণনায় হাদীস বিশারদদের থেকে বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা তীবী (র.) লিখেছেন, উল্লিখিত হাদীসে ব্যবহৃত تَعَجَّلَ শব্দের দাবি হলো– যারা জিহাদে জয়লাভ করে গনিমতের মালসহ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে তারা এ পার্থিব জগতেই দুই-তৃতীয়াংশ ছওয়াব লাভ করবে। আর অপর একাংশ পরকালে পাবে।

২. ইবনু মালেক (র.) বলেন, বিজয়ী মুজাহিদ নিরাপদ ও গনিমতসহ প্রত্যাবর্তন করলে সে যুদ্ধের ফলাফলেই দুই তৃতীয়াংশ লাভ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ হওয়াটি তার জন্য বাকি তাকে। সুতরাং দৈহিক সুস্থতা ও গনিমতের মাল লাভ যুদ্ধের প্রতিদানের দুটি অংশবিশেষ। বাকি অংশটি হলো জান্নাতে প্রবেশ করা।

৩. কাযী ইয়ায (র.) বলেন, যারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের পর সুস্থতা, নিরপত্তা ও গনিমতসহ প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে তাৎক্ষণিক দুই তৃতীয়াংশ প্রতিদান দেওয়া হয়। সেই দুই-তৃতীয়াংশ হলো সুস্থতা ও নিরাপদ থাকা এবং গনিমত লাভ করা, যা তারা দুনিয়ায়ই পেয়ে থাকে। বাকি এক অংশ পরকালে জান্নাতে লাভ করবে।

٣٦٣٩ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কখনো জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি এবং মনে মনে তার আকাঙ্ক্ষা পোষণও না করে মারা যায়, সে মুনাফেকী চরিত্রের উপর মৃত্যুবরণ করল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** জিহাদ হতে পলায়নের মনোবৃত্তি মুনাফিকের স্বভাব। মুনফিক নিজেকে মুসলিম রূপে জাহির করে; কিন্তু এ দাবির সত্যতার বড় প্রমাণ স্বরূপ জিহাদে অংশগ্রহণ করা হতে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সেহেতু যে ব্যক্তি জিহাদে অনুপস্থিত থাকার শরিয়তসম্মত কোনো কারণ না থাকার পরও উপস্থিত থাকল না, সে মূলত জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বঞ্চিত রইল। তাকে মনে মনে অবশ্যই এ আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে জিহাদের সুযোগ আসলে আমি নিশ্চয় তাতে শরিক হবো। যে ব্যক্তি এরূপ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে না, সে তা হতে পলায়নের মনোবৃত্তি রাখে। এ অর্থে তার চরিত্র মুনাফিকের চরিত্র সদৃশ। হাদীসের এ ব্যাখ্যায় তার অর্থ সকল যুগে সব মুসলমানের উপর প্রযোজ্য। অবশ্য অনেকে তার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে তা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ের মুনাফিকদের প্রতি প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

وَعَنْ ٣٦٤٠ أَبِى مُوْسٰى (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, [জিহাদের ক্ষেত্রে] কেউ আছে গনিমতের মাল লাভের আশায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, আর কোনো ব্যক্তি সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের আশায় যুদ্ধ করে, কেউ আছে বীরত্ব প্রদর্শনের অহমিকায় যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে? উত্তরে তিনি [এক ব্যাপক ও নীতি নির্ধারণী কথা] বলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী-বিধান সমুন্নত করার মানসে যুদ্ধ করে, সে শুধু আল্লাহর রাস্তায় [প্রকৃতপক্ষে] জিহাদ করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে সে-ই ব্যক্তির জিহাদ যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে রণাঙ্গনে খোদদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকেন। এ সত্যতাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে অত্র হাদীসের মাধ্যমে। জান্নাত পাওয়া জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ধনসম্পদ এবং গনিমতের মাল অর্জনও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব, যারা গনিমতের মাল লাভের আশায় অথবা সুনাম-সুখ্যাতি বা বীরত্ব প্রদর্শনের অহমিকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের যুদ্ধ নিরর্থক। আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে তারা বঞ্চিত থাকবে।

وَعَنْ ٣٦٤١ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ إِلَّا شَرِكُوْكُمْ فِى الْأَجْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ)

৩৬৪১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে মদিনার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, মদিনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়ে গেছে যারা এ সফরে তোমরা যেখানে যেখানে গমন করেছ, যে উপত্যকা অতিক্রম করেছ, তারা তথায় তোমাদের সাথে ছিল। অপর বর্ণনায় রয়েছে তারা তোমাদের সাথে পুণ্য অর্জনে শরিক ছিল। উপস্থিত সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা মদিনায় অবস্থান করে আমাদের সাথে শরিক হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা মদিনায় অবস্থানরত; তাদেরকে [শারীরিক ও আর্থিক কোনো ধরনের] অসুবিধা বের হতে দেয়নি। -[বুখারী]
আর ইমাম মুসলিম (র.) এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** তারা যদিও শক্তি-সামর্থ্য না থাকার দরুন তোমাদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল না; কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা, দোয়া ও সংকল্পে তোমাদের সাথেই ছিল। ছওয়াবের ক্ষেত্রে তারতম্য ও ব্যবধানে থাকলেও তারা মূল জিহাদে তোমাদের সাথে শরিক ছিল। যেমন- অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম ও অন্যান্য বৃদ্ধ, পঙ্গু প্রমুখ সাহাবীগণ। তাদেরকে যুদ্ধ ময়দানে যাওয়া হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ مِنْكُمْ; তবে ছওয়াব প্রাপ্তিতে তারা মুজাহিদদের সাথে সর্বত্রই শরিক ছিলেন। অত্র হাদীস হতে বুঝা যায় যে, কোনো নেক কাজ করার আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলে ওজরের দরুন তা না করতে পারলেও সেই কাজের ছওয়াব পাওয়া যায়; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

সংক্ষেপে তাবূকের ঘটনা : নবম হিজরির রজব মাস। সিরিয়ার নাবতী ব্যবসায়ীগণ এ সময় তৈল ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদিনায় আগমন করে এ সংবাদ জানাল যে, রোমের খ্রিস্টান রাজা হিরাক্লিয়াস ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী মদিনা আক্রমেণর উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় সীমান্তে একত্র করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এ খবর মদিনায় ছড়িয়ে পড়লে নবী করীম ﷺ ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাবূক পৌঁছলেন। [তাবূক মদিনা ও দামেশকের মধ্যবর্তী স্থানের নাম] তাবূক মদিনা হতে ১৪ মনজিল দূরে অবস্থিত। রাসূল ﷺ বিশ দিন তথায় অপেক্ষা করলেন; কিন্তু রোমীয়গণ ভীত হয়ে ময়দানে আসেনি এবং সামনাসামনি যুদ্ধও হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, এ সময় একদিকে ছিল খুব গরম মওসুম অপর দিকে ছিল মদিনায় ভীষণ অভাব ও দুর্ভিক্ষ। সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সূরা তাওবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.)-সহ তাঁর অপর দুজন সঙ্গীর ঘটনাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

اَلتَّطْبِيْقُ بَيْنَ الْاٰيَةِ وَالْحَدِيْثِ **[আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান] :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুজাহিদ ও অমুজাহিদ ছওয়াবপ্রাপ্তিতে সমান। অথচ কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মান-মর্যাদার দিক দিয়ে তারা উভয়ে এক সমান নয়। সুতরাং বাহ্যত কুরআন ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বন্দ্বের সমাধান : মূলত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যারা জিহাদ করে না তাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। প্রতিদান ও মর্যাদাপ্রাপ্তিতে মুজাহিদ-অমুজাহিদ সমান হতে পারে না। আর বর্ণিত হাদীসের মর্ম হলো– যারা সর্বদা জিহাদে যাওয়ার খালিস নিয়ত রাখে; কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা ও দরিদ্রতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে না তারা প্রতিদানের দিক দিয়ে মুজাহিদদের অংশীদার হবে। খালিস নিয়তের কারণেই তারা মুজাহিদীনের দলে পরিগণিত হবে। নিষ্ক্রীয়দের দলে পরিগণিত হবে না। সুতরাং তারা প্রতিদান ও মর্যাদা লাভে যদি মুজাহিদীনের সমমানের হয়, তাহলে কুরআনের স্পষ্ট বিধানের বিপরীত হওয়া আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهٗ اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ **এর মর্মার্থ :** যাদের জিহাদের যাওয়ার নিয়ত আছে; কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা ও দরিদ্রতার কারণে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে তারাও খালিস নিয়ত, আন্তরিকতা, জিহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং দীনের বিজয়ের জন্য আল্লাহর সমীপে দোয়া প্রভৃতির কারণে মুজাহিদদের দলে পরিগণিত হবে। উল্লিখিত হাদীসাংশ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে।

٣٦٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاْذَنَهٗ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ فَارْجِعْ اِلٰى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا .

৩৬৪২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতাপিতা কি বেঁচে আছে? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যাও তাদের উভয়ের [খেদমতের] মাঝে জিহাদ কর। –[বুখারী ও মুসলিম] অপর বর্ণনায় আছে, যাও তোমার মাতাপিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মাতাপিতার উত্তমরূপে সেবাযত্ন করলে জিহাদের সমান ছওয়াব লাভ করতে পারবে। রাসূলে কারীম ﷺ ঐ ব্যক্তিকে আলোচ্য বাক্যটি এজন্য বললেন, সম্ভবত ঐ ব্যক্তির মাতাপিতা ছিলেন বৃদ্ধ, তাঁদের সেবাযত্নের জন্য অন্য কোনো লোক ছিল না। রাসূল ﷺ তা জানতেন, আর ঐ সময়ের যুদ্ধের বিধানটি সকলের জন্য সাধারণ ঘোষণা ছিল না; বরং তা ছিল 'নফল', এ সকল কারণে তাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি; বরং এ অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশই যথেষ্ট।

هَلِ الْجِهَادُ مُقَدَّمٌ اَمْ خِدْمَةُ الْوَالِدَيْنِ **[জিহাদ অগ্রগণ্য না পিতামাতার খেদমত অগ্রগণ্য] :** মাতাপিতার খেদমত করার জন্য এবং তাঁদের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশুনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য যদি কোনো লোক নির্ধরিত থাকে এবং মাতাপিতা সন্তানের খেদমতের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয় আর জিহাদের জন্যও সাধারণ আদেশ জারি হয়, তবে এ ক্ষেত্রে মাতাপিতার খেদমতে না

থেকে জিহাদে যাওয়াই তার জন্য একান্ত কর্তব্য। আর যদি মাতাপিতা তার খেদমতের মুখাপেক্ষী হয়, তাবে মাতাপিতার খেদমতই জিহাদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে আছে যে, জিহাদে গমন যখন নফল হয়, তখন মাতাপিতা মুসলমান হলে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে জিহাদে গমন করা যাবে না।

আলোচ্য হাদীসের বিধান নফল জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কিন্তু জিহাদ ফরজে আইন হলে তখন তাঁদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় তাঁরা বাধা দিলে তাঁদের কথা অমান্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর মাতাপিতা কাফের হলে জিহাদ ফরজ হোক বা নফল, তাঁদের অনুমতির তোয়াক্কা করা যাবে না। বিনা অনুমতিতেই বের হতে হবে।

وَعَنْ ٣٦٤٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬৪৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই, অবশ্য জিহাদ ও নিয়ত [এর বিধান] বজায় রইল, আর তোমাদেরকে যখনই জিহাদের গমনের জন্য [ইমামের পক্ষ হতে] আহ্বান করা হবে, তখনই তোমরা তার জন্য বের হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْهِجْرَةِ وَحُكْمُهُ [হিজরতের পরিচিতি ও তার হুকুম] :

হিজরতের আভিধানিক অর্থ : هِجْرَةٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো-

১. اَلتَّرْكُ বা পরিত্যাগ করা। কুরআনের ভাষ্য وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

২. قَطْعُ الصِّلَةِ বা সম্পর্ক ছিন্ন করা। রাসূল ﷺ -এর বাণী- لَا يَنْبَغِيْ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

৩. বাবে مُفَاعَلَة থেকে আসলে অর্থ হবে- تَرْكُ الْوَطَنِ বা দেশত্যাগ করা।

৪. اَلْاِعْتِزَالُ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

৫. আল্লামা আইনী (র.) বলেন- اَلْخُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ اِلٰى اَرْضٍ اُخْرٰى অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বের হওয়া ইত্যাদি।

হিজরতের পারিভাষিক অর্থ :

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- اَلْهِجْرَةُ هُوَ تَرْكُ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা।

২. মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- اِنْتِقَالُ الْاَفْرَادِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ اٰخَرَ سَعْيًا وَرَاءَ الرِّزْقِ অর্থাৎ হিজরত হলো রিজিক অন্বেষণের জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করা।

৩. আল-কামূস অভিধান প্রণেতা বলেন- اَلْهِجْرَةُ تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِيْ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْاِنْتِقَالُ اِلٰى بِلَادِ الْاِسْلَامِ

হিজরতের হুকুম : হিজরতের হুকুম নিম্নরূপ। যথা-

১. **ফরজ :** কোনো স্থানে যদি মুসলমানগণ স্বীয় দীন সঠিকভাবে পালন করতে না পারে; বরং তাদের উপর অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড চাপিয়ে দেওয়া হয়, উপরন্তু জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়। এমতাবস্থায় স্বীয় বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র অনুকূল পরিবেশে হিজরত করা ফরজ। যেমন আল্লাহর ঘোষণা- اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا

২. **ফরজে কিফায়া :** দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য হিজরত করা ফরজে কিফায়া।

৩. **মোস্তাহাব :** পবিত্র মসজিদত্রয়ের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে হিজরত করা মোস্তাহাব।

৪. **মুবাহ :** অর্থসম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে সাময়িক হিজরত করা মুবাহ।

মক্কা বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : ভূমিকা : ইসলামকে যারা নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল, ইসলামের অপ্রতিরোধ্য স্রোতে ভেসে গেল তাদের সেই নীল নকশা. মক্কা বিজয় তারই বাস্তব উদাহরণ।

প্রেক্ষাপট : ৬ষ্ঠ হিজরিতে কুরাইশদের সাথে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী বনূ খুযা'আহ মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে এবং বনূ বকর কুরাইশদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আবদ্ধ হলো। কিন্তু দু-বছর যেতে না যেতেই কুরাইশ মদদপুষ্ট বনূ বকর বনূ খুযা'আহ-এর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করল। বনূ খুযা'আহ রাসূল ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তিনটি প্রস্তাবসহ কুরাইশদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। প্রস্তাব তিনটি হলো–

১. অন্যায়ভাবে বনূ খুযা'আর নিহত লোকদের ক্ষতিপূরণ [কিসাস] দিতে হবে।

২. অথবা, বনূ বকরকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দিতে হবে।

৩. অথবা, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

মক্কা বিজয় : কুরাইশরা তৃতীয় প্রস্তাবটি মেনে নিল। তাই রাসূল ﷺ অষ্টম হিজরির ১০ই রমজান দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করে কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করল। বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হলো। সকল মূর্তি অপসারণ করে খারাপ কাজ দূর করার পদক্ষেপ নিলেন রাসূল ﷺ। এরপর মক্কাকে রাসূল ﷺ ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিলেন।

قَوْلُهُ فَانْفِرُوْا-এর ব্যাখ্যা : فَانْفِرُوْا অর্থাৎ যখন তোমাদের জিহাদে গমনের জন্য ইমামের পক্ষ হতে আহ্বান করা হবে, তখনই তোমরা তার জন্য বের হয়ে পড়বে। এখানে فَانْفِرُوْا শব্দটি اَمْر বা নির্দেশসূচক শব্দ। সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ স্থলে اَمْر দ্বারা জিহাদ ফরজে আইন সাব্যস্ত হবে নাকি ফরযে কিফায়া?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো, উল্লিখিত فَانْفِرُوْا শব্দটি অবস্থার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। কখনো এটা দ্বারা ফরজে আইন সাব্যস্ত হবে, আবার কখনো ফরযে কিফায়া। সুতরাং যদি অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানদের দীন ও রাজ্যের উপর আগ্রাসন হয় এবং ইমামের পক্ষ থেকে জিহাদে গমনের জন্য সাধারণ ডাক দেওয়া হয়, তখন اِنْفِرُوْا শব্দ ফরজে আইনের অর্থ দেবে। আর যদি এরূপ পরিস্থিতি না হয়, তখন সে ক্ষেত্রে اِنْفِرُوْا শব্দটি ফরজে কিফায়ার অর্থে ব্যবহৃত হবে।

قَوْلُهُ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ"-এর মর্মার্থ : রাসূল ﷺ -এর উক্তি لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ -এর অর্থ হলো মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় হিজরত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ মক্কা এখন ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যেহেতু মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় মুসলমানরা সংখ্যার দিক দিয়ে খুবই নগণ্য ছিল এবং শক্তিসামর্থ্যও কম ছিল। তাই মুসলমান ও ইসলামের সহায়তা করা এবং মুশরিকদের শক্তিসামর্থ্য ও শৌর্যবীর্যকে খর্ব করে দেওয়ার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের প্রতি হিজরত করা ফরজে আইন ছিল। অতঃপর মক্কা বিজিত হওয়ার পর যেহেতু মুসলমানদের পূর্বেকার যাবতীয় অসুবিধা দূর হয়ে যায় এবং মক্কা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয় সুতরাং এখন আর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার প্রয়োজন নেই। এ কথাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে ব্যক্ত করেছেন– لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ

তাছাড়া জ্ঞানান্বেষণে পিতামাতার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মক্কা-মদিনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদত্রয়ের জেয়ারতের জন্য হিজরত করা এখনো মোস্তাহাব। আর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য হিজরত করা ফরজে কিফায়া। যেমন আল্লাহ বলেছেন– فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ (اَلْاٰيَةَ)

وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ-এর মর্মার্থ : জিহাদ ও নিয়ত বাকি থাকার অর্থ হলো– মক্কা দারুল ইসলাম হয়ে যাওয়ায় যদিও মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার প্রয়োজন নেই তথাপি দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং একনিষ্ঠতার সাথে ও সৎ নিয়তে কাজ করার অবকাশ এখনো আছে। সুতরাং জিহাদের প্রয়োজনে ও সৎকাজের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করার অনুমতি এখনো রয়েছে।

আল্লামা তীবী (র.) এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন– জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করার যে হুকুম ছিল তা রহিত হয়ে গেছে। তবে জিহাদ ও সৎ নিয়তে দারুল কুফর ত্যাগ করা এবং জ্ঞানান্বেষণে বের হওয়া– এ ধরনের হিজরত এখনো বহাল রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٦٤٤ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৪৪. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের উপর অটল-অবিচল থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে এবং যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের উপর বিজয়ী থাকবে। এ উম্মতের শেষ দল দাজ্জালের সাথে যুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত এরূপ [সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব] চলতে থাকবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হক ও বাতিলের' সংগ্রাম সর্বকালে সর্বযুগে বিরামহীনভাবে চলতে থাকবে। আমরাও বর্তমান যুগে তা প্রত্যক্ষ করছি। বাতিল কোথাও একক আবার কোথাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সত্যের মোকাবিলায় সর্বদা লিপ্ত রয়েছে, অথচ ন্যায় বা সত্যকে নির্লিপ্ত করতে পারছে না। এটাই ন্যায়পন্থিদের বিজয় বলা যায়। এ জিহাদ বা সংগ্রামের পরিচালনার সর্বশেষ নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন ইমাম মাহদী (আ.)। এ দলের লোকেরা দাজ্জালের মোকাবিলা করবে, তারা দাজ্জালকে দামেশক ও বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে 'লুদ' নামক এক শহরের দ্বারপ্রান্তে অবরোধ করে রাখবে। এ সময় হযরত ঈসা (আ.) আকাশ হতে অবতরণ করবেন এবং তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর আর জিহাদ বাকি থাকবে না।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ইসরাঈল রাষ্ট্র বাইতুল মুকাদ্দাস হতে ৫০ কিলোমিটার দূরে 'লুদ' নামক একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করেছে।

تَعْرِيْفُ الدَّجَّالِ [দাজ্জাল-এর পরিচয়] : দাজ্জাল অর্থ– মহাপ্রতারক, মহাপ্রবঞ্চক। কিয়ামতের পূর্বে মানুষের ঈমান বিনষ্টকারী যে এক মহাপ্রতারকের আগমন ঘটবে, সে-ই দাজ্জাল নামে পরিচিত। তার আবির্ভাব কিয়ামতের নিদর্শনাবলির অন্যতম। ইমাম মাহদীর শুভাগমন এ সময়ই ঘটবে। আসমান থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনও এ সময় হবে। দাজ্জালের সাথে 'লুদ' নামক শহরের সন্নিকটে তাদের তুমুল যুদ্ধ হবে। তাতে দাজ্জালের শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু ঘটবে।

দাজ্জালের উল্লেখ পবিত্র কুরআনে নেই। হাদীসে তার সম্পর্কে যা উল্লেখ হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

দাজ্জালের দেহ স্থূল, বর্ণ লোহিত, কেশ কুঞ্চিত ও ডান চক্ষু কানা হবে। তার কানা চোখটি একটি ভাসমান আঙ্গুরের ন্যায় দেখাবে। তার কপালে 'কাফের' লিখিত থাকবে এবং কেবলমাত্র মুমিনরাই তা দেখতে পাবে। দাজ্জাল খুরাসান হতে বের হবে। তার অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে তিন বছর অজন্মাজনিত ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবে। দাজ্জালের কোনো সন্তানসন্তুতি হবে না। তার অনুসারী হবে ইহুদিরা ও মুনাফিকরা। দাজ্জাল নিজেকে রব বা প্রভু বলে দাবি করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ক্ষমতা দেবেন যে, সে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তাকে একবার মাত্র পুনর্জীবিত করতে পারবে। দাজ্জাল মক্কা ও মদিনা ছাড়া পৃথিবীর সকল নগরে প্রবেশ করবে। দাজ্জাল ৪০ বছর বা ৪০ দিন ক্ষমতাসীন থাকবে। এরপর সে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাতে নিহত হবে।

وَعَنْ ٣٦٤٥ اَبِيْ اُمَامَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِيْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করল না এবং কোনো মুজাহিদের পশ্চাতে তার পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করল না, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের পূর্বে [ইহজগতে] বিরাট বিপদে নিপতিত করবেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-এর অর্থ : অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে– إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ অর্থাৎ "যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন হতেই তার কিয়ামত [পরকাল] শুরু হয়ে যায়।" সুতরাং এখানে "কিয়ামতের পূর্বে" মানে হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে জীবদ্দশায়ই।

দীন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য-সহযোগিতাও জিহাদ : কাফেরের মোকাবিলা করা যেমন– জিহাদ, অনুরূপভাবে দীনি শিক্ষায় কিংবা দীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও জিহাদ। অবশ্য কোনোটি দৈহিক, আবার কোনোটি আর্থিক জিহাদ।

٣٦٤٦ - وَعَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৬৪৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের সাথে জান, মাল ও কথা দ্বারা [বদদোয়া করে, প্রচারণা দ্বারা, ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে] জিহাদ কর। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জিহাদের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– সশরীরে জিহাদ করা এটা যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ তদ্রূপ মালসম্পদ কিংবা মুখ ও কলমের দ্বারা জিহাদ করা প্রথমটির থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে আধুনিক কালে এগুলো দ্বারাই জিহাদ করাকে উত্তম জিহাদ বলা যেতে পারে।

মুখের দ্বারা জিহাদ : যেমন তাদের প্রশ্নের জবাব প্রদান করা, যুক্তি দ্বারা তাদের অভিযোগ খণ্ডন করা, বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও বদদোয়া করা ইত্যাদি।

কলমের দ্বারা জিহাদ : কলমের জিহাদ হলো লিখনীর মাধ্যমে অনৈসলামিক মতবাদকে খোঁড়া করে তদস্থলে ইসলামি আদর্শ ও মতবাদকে তুলে ধরা। এ যুগে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মালের দ্বারা জিহাদ : এর অর্থ হলো, জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা যদি কোনো ওজরের কারণে স্বয়ং নিজে উপস্থিত না হতে পারেন।

নফসের দ্বারা জিহাদ : এর অর্থ হলো, তাকে হত্যা, লুণ্ঠন প্রহার ইত্যাদির ধমকি দেওয়া এবং গালমন্দ করা, গালি দেওয়া এ শর্তে যে, এর কারণে সে যেন আল্লাহকে গালি না দেয়। আর তার অসম্মানি, বঞ্চনা এবং পরাজয় বরণের দোয়া করা এবং মুসলমানদেরকে এর দ্বারা জিহাদ করার উপর উৎসাহ দান করা।

٣٦٤٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُوْرَثُوا الْجِنَانَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৬৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বেশি বেশি সালাম কর, অভুক্তকে আহার করাও এবং [কাফেরের] মাথায় আঘাত কর, তাহলে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন– হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَفْشُوا السَّلَامَ : **বাক্যে নির্দেশসূচক ক্রিয়াটি দ্বারা উদ্দেশ্য :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত أَفْشُوا নির্দেশসূচক শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. কোনো কোনো ফিকহবিদ এ অভিমত পোষণ করেন যে, এখানে নির্দেশসূচক শব্দটি ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অধিকাংশ ফিকহবিদদের মতে নির্দেশসূচক শব্দটি এখানে মোস্তাহাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفْشَاءُ السَّلَامِ -এর মর্মার্থ : কাজী আয়ায (র.) বলেন– اَفْشَاءُ السَّلَامِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– স্পষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে সালাম করা, যাতে অপরে শুনতে পায়। অথবা এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, যাতে পরিচিত অপরিচিত সকলের মধ্যে সালামের প্রচলন ঘটে। তবে এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ ٣٦٤٨ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ اِلَّا الَّذِىْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُنْمٰى لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ)

৩৬৪৮. অনুবাদ : হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নির্ধারিত আমল শেষ করে মারা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় প্রহরায় নিয়োজিত থাকাবস্থায় মারা যায়, তার আমল নিঃশেষ হয় না, কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে কবরের পরীক্ষা হতে নিরাপত্তা লাভ করে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং দারিমী উকবা ইবনে আমির হতে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٣٦٤٩ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِئُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا الْمِسْكُ وَمَنْ خَرَجَ بِهٖ خُرَاجٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ الشُّهَدَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৩৬৪৯. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি উষ্ট্রীদোহনের বিরতির সমপরিমাণ সময় [অতি অল্প সময়] আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয় তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শত্রুর অস্ত্রাঘাতে আল্লাহর রাস্তায় আহত হয় অথবা [অন্য কোনোভাবে] আঘাতে ক্ষত হয়, কিয়ামত দিবসে উক্ত ক্ষতস্থান প্রবলরূপে প্রকাশ পাবে [এবং তা হতে রক্ত ফিনকি দিয়ে প্রাবহিত হতে থাকবে] রক্তের বর্ণ জাফরানের বর্ণ হবে এবং তা হতে মিশকের সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে এবং যে ব্যক্তির শরীরে আল্লাহর রাস্তায় ফোড়া-ফোসকা বহির্গত হবে কিয়ামত দিবসে উক্ত ফোসকার উপরে শহীদগণের চিহ্ন অঙ্কিত হবে।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ﷺ فُوَاقَ نَاقَةٍ -এর মর্মার্থ : হাদীসে ব্যবহৃত فُوَاقَ نَاقَةٍ -এর মধ্যকার فُوَاقَ শব্দের অর্থ হলো– اَلْوَقْتُ بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ অর্থাৎ দু-বার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়। যেমন আরবদের ব্যবহার– اَمْهِلْنِىْ قَدْرًا فُوَاقَ حَالِبِ الْوَقْتُ بَيْنَ

الْحَلْبَتَيْنِ অর্থাৎ দু-বার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়। যেমন আরবদের ব্যবহার– امهلنى قدرا فواق حالب [আমাকে স্বল্প সময়ের অবকাশ দাও]। আর نَاقَةٌ অর্থ– উষ্ট্রী। সুতরাং فُوَاقَ نَاقَةٍ অর্থ হলো– উষ্ট্রীর দু-বার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় তথা অল্প সময়।

আলোচ্য উক্তি দ্বারা হাদীসে কী বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হলো। যেমন–

১. জমহুর বলেন, এর দ্বারা স্বল্প সময় বুঝানো হয়েছে। এ হিসেবে হাদীসের মর্মার্থ হবে– যে ব্যক্তি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

২. কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, এর দ্বারা সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময় বুঝানো হয়েছে। কেননা আরবে সকালে ও সন্ধ্যায় দুধ দোহন করা হতো। এ হিসেবে অর্থ হবে, যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

৩. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য اَللَّحْظَةُ [এক মুহূর্ত] বুঝানো হয়েছে।

مَعْنَى الْجَرْحِ وَالنَّكْبَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : اَلنَّكْبَةُ ও اَلْجَرْحُ-এর অর্থ এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য–

مَعْنَى الْجَرْحِ : اَلْجَرْحُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। মূলশব্দ (ج . ر . ح) জিনসে صَحِيْح অর্থ হচ্ছে– আহত হওয়া, জখম হওয়া, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى النَّكْبَةِ : اَلنَّكْبَةُ শব্দটি اِسْم বা বিশেষ্য। মূলশব্দ نَكْبٌ জিনসে صَحِيْح অর্থ হচ্ছে– শত্রুর আঘাত ছাড়া অন্য কোনোভাবে আহত হওয়া, জখম হওয়া ইত্যাদি।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْجَرْحِ وَالنَّكْبَةِ : অভিধানবেত্তা ও ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে جَرْح ও نَكْبَة-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে–

১. শত্রুর আঘাতে আহত হওয়াকে جَرْح আর অন্য কোনোভাবে আহত হওয়াকে نَكْبَة বলা হয়।

২. আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, তলোয়ার, দাঁত, থাবা ইত্যাদির আঘাতকে جَرْح আর পাথরের আঘাতকে نَكْبَة বলা হয়।

৩. কেউ কেউ বলেন, যে কোনো আঘাতকে جَرْح আর বিশেষ এক ধরনের আঘাতকে نَكْبَة বলা হয়।

৪. কেউ কেউ বলেন, কাফেরদের প্রত্যক্ষ আঘাতকে جَرْح আর প্রাণী বা অস্ত্র পতিত হওয়ার আঘাতকে نَكْبَة বলা হয়।

৫. কতিপয় আলেম বলেন, উভয় শব্দের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং উভয়টি সমার্থবোধক শব্দ।

٣٦٥٠ - وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৬৫০. অনুবাদ : হযরত খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা.) [সিরিয়ার কারো মতে, তিনি কুফার অধিবাসী জনৈক সাহাবী] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করবে তার জন্য এর বিনিময়ে সাতশত গুণ ছওয়াব নির্ধারিত করা হবে। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

٣٦٥١ - وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمِنْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৬৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম দান আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা [অর্থাৎ সৈনিকের জন্য তাঁবু দান করা] এবং আল্লাহর রাস্তায় সেবাকারী গোলাম দান করা অথবা আল্লাহর রাস্তায় [সৈনিকের আরোহণের জন্য] পূর্ণ বয়স্কা উষ্ট্রী দান করা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে আল্লাহর রাস্তায় দ্বারা শুধু সৈনিক বা মুজাহিদ উদ্দেশ্য নয়; বরং কোনো হাজীকেও একটি তাঁবু ধার দিলে বা দান করলে উত্তম দান রূপে পরিগণিত হবে।

وَعَنْ ٣٦٥٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ لَا يَجْتَمِعُ عَلٰى عَبْدٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

وَزَادَ النَّسَائِىُّ فِىْ اُخْرٰى فِىْ مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ اَبَدًا وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ اَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا .

৩৬৫২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; দোহনকৃত দুধ স্তনে প্রবেশ যেরূপ [প্রায়] অসম্ভব [ঐ ব্যক্তির জাহান্নামে প্রবেশও তদ্রূপ অসম্ভব]। কোনো বান্দার শরীরে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালু এবং জাহান্নামের ধোঁয়ার একত্র হবে না। −[তিরমিযী]

ইমাম নাসায়ী (র.) এ হাদীসে আরো বর্ণনা করেছেন যে, কোনো মুসলিমের নাকে আল্লাহর রাস্তার ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া প্রবেশ করবে না। নাসায়ীর অপর বর্ণনায় রয়েছে কোনো বান্দার অভ্যন্তরে......। [আরো আছে] কোনো বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্র হতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির মূল অর্থ হলো− মুজাহিদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অত্যধিক এবং উল্লিখিত কাজের বিনিময়ে মুজাহিদের জান্নাতে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবে অন্য কোনো কারণে কোনো প্রকারের সাজা ভোগ করার সম্ভাবনা থাকা পৃথক ব্যাপার।

وَعَنْ ٣٦٥٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩৬৫৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি চক্ষুকে [চক্ষুর অধিকারী ব্যক্তিকে] জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না। একটি [এক ধরনের] চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। অপর চক্ষু যা আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্রা অবস্থায় পাহারা দেয়। −[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٦٥٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَاَعْجَبَتْهُ فَقَالَ لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَاَقَمْتُ فِىْ هٰذَا الشِّعْبِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَاِنَّ مَقَامَ اَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৬৫৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে গমনকালে মিষ্টি পানির এক ঝরনা দেখলেন ফলে তিনি মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবলেন যে, আমি যদি লোকজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ গিরিপথে অবস্থান করতঃ ইবাদত-বন্দেগি করি, তবে কতনা উত্তম হবে! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, ঐরূপ করো না। কেননা তোমার আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান [জিহাদে শরিক হওয়া] বাড়িতে [নির্জনে] সত্তর বছরের নামাজ অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় উষ্ট্রী দোহনের বিরতির ন্যায় স্বল্প সময় যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, গিরিপথের নীরব পরিবেশে বসে নফল ইবাদত বা নফল নামাজে ব্যাপৃত থাকার চেয়ে আল্লাহর পথে সামান্যতম সময়ও জিহাদ করা বহুগুণে শ্রেয়। কোনো এক সাহাবী নফল ইবাদতের এ অভিপ্রায় রাসূল ﷺ -এর কাছে প্রকাশ করলে তিনি বলেন, জিহাদে শরিক হওয়া বাড়িতে, নির্জনে সত্তর বছরের নামাজ অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। এ নামাজ দ্বারা নফল নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। সময়বিশেষে জিহাদ ফরজ। আর এটা যে উত্তম তা বলাই বাহুল্য। হাদীসে উল্লিখিত সত্তর বছর দ্বারা নির্দিষ্ট সময় বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং তা দ্বারা অধিক বুঝানোই উদ্দেশ্য। কেননা অন্য এক হাদীসে ষাট বছরের উল্লেখ রয়েছে। যদি সংখ্যা নির্ধারণই লক্ষ্য হয়, তবে উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেবে।

٣٦٥٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৬৫৫. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একদিনের প্রহরা অন্য পুণ্যকর্মের হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম। -[তিরমিযী]

٣٦٥٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৬৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে। [ঐ তিন ব্যক্তি যথাক্রমে] শহীদ, সংযমী চরিত্রবান, উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদতকারী ও মালিকের হিতাকাঙ্ক্ষী ক্রীতদাস। -[তিরমিযী]

٣٦٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ قِيْلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قِيْلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুবশী (রা.) [খাছয়ামী গোত্রের] হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সর্বোত্তম আমল কী জিজ্ঞেস করায় জবাবে তিনি বললেন, নামাজের দীর্ঘ কিয়াম। কোন দান সর্বোত্তম প্রশ্নে বলেন, অভাবী মনের সামান্য দান। কোন হিজরত উত্তম প্রশ্নে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা। কোন জিহাদ উত্তম প্রশ্নে বললেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা। কিভাবে নিহত [শহীদ] হওয়া উত্তম? এর উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তির শোণিত ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং তার অশ্বকে কেটে ফেলা হয়েছে। এটা আবূ দাউদের বর্ণনা।

وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ثُمَّ اتَّفَقَا فِى الْبَاقِىْ ـ

নাসায়ীর বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সন্দেহ-সংশয়মুক্ত ঈমান, মালে গনিমতে খিয়ানতমুক্ত জিহাদ এবং কবুল হজ। সর্বোত্তম নামাজের প্রশ্নে বলেন, দীর্ঘ কুনূত। অতঃপর অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর বর্ণনায় তাঁরা উভয়ে [আবূ দাঊদ ও নাসায়ী] ঐকমত্যে আছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْهِجْرَةِ وَاَقْسَامُهُ [হিজরতের পরিচয় ও তার প্রকারভেদ] :

مَعْنَى الْهِجْرَةِ لُغَةً [হিজরতের আভিধানিক অর্থ] :

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, اَلْهِجْرَةُ শব্দটি الهجر (بِكَسْرِ الْهَاءِ) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْوَصْلُ-এর বিপরীত। শব্দটি এক স্থান হতে অন্যস্থানে বের হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. নিহায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রথম অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার নাম হিজরত।

৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে– اَلتَّرْكُ বা পরিত্যাগ করা।

৪. কেউ কেউ বলেন, এখানে এর অর্থ হচ্ছে– تَرْكُ الْوَطَنِ বা জন্মভূমি ত্যাগ করা।

مَعْنَى الْهِجْرَةِ شَرْعًا [হিজরতের পারিভাষিক অর্থ] :

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় اَلْهِجْرَةُ বলা হয়– هُوَ التَّرْكُ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা।

২. আল্লামা আইনী (র.) বলেন– اَلْهِجْرَةُ فِى الشَّرْعِ مُفَارَقَةُ دَارِ الْكُفْرِ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَطَلَبَ اِقَامَةِ الدِّيْنِ

৩. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন–

اَلْهِجْرَةُ هِىَ الْخُرُوْجُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُخْلِصِيْنَ صَابِرِيْنَ مُحْتَسِبِيْنَ ـ

৪. "قَامُوْس" প্রণেতা বলেন– اَلْهِجْرَةُ تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِىْ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْاِنْتِقَالُ اِلٰى بِلَادِ الْاِسْلَامِ

৫. কতিপয় আলেম বলেন, ইসলামে হিজরত শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

١. اِنْتِقَالٌ مِنْ دَارِ الْخَوْفِ اِلٰى دَارِ الْاَمْنِ ـ

٢. اَلْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ اِلٰى دَارِ الْاِيْمَانِ ـ

اَقْسَامُ الْهِجْرَةِ [হিজরতের প্রকারভেদ] : আল্লামা আইনী (র.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম হিজরতকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যেমন–

১. আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত।

২. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত।

৩. রাসূল ﷺ -এর পানে গোত্রসমূহের হিজরত।

৪. ইসলাম গ্রহণকারী মক্কাবাসীদের হিজরত।

৫. আল্লাহর নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার হিজরত।

এছাড়াও আরো কয়েক প্রকারের হিজরত রয়েছে। যেমন–

١. اَلْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ ـ

٢. اَلْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْخَوْفِ اِلٰى دَارِ الْاَمْنِ ـ

٣. اَلْهِجْرَةُ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ ـ

تَوْضِيْحُ أَفْضَلِيَّةِ الْأَعْمَالِ **[সর্বোত্তম আমলের ব্যাখ্যা]** : সর্বোত্তম আমলের প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এতদসম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ বা উম্মতের জন্য আত্মিক চিকিৎসক, রোগ, রোগী, সময় ও অবস্থাভেদে ঔষধের গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি যেরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত সত্য, তদ্রূপ আমলকারী রোগীর অবস্থাভেদে আমলরূপ ঔষধের গুরুত্ব ও মর্যাদার তারতম্য ঘটে। সেহেতু সর্বোত্তম আমল নির্ণয়ে বিভিন্ন আমালের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে এতে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। এতদ সম্পর্কে অন্যান্য উক্তি ও মন্তব্য এর নিকটবর্তী। যেমন– কারো মতে, শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে, আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে, অপরের হক আদায়ের ক্ষেত্রে ইত্যাদিভাবে বিশ্লেষণ করা। কারো মতে, সর্বোত্তম আমলের শ্রেণিবিন্যাস করতে এক এক আমলকে এক এক শ্রেণিতে বিভক্ত করা।

উত্তম নামাজের মধ্যে ইমামগণের মতভেদ : নামাজের কোন অংশটি উত্তম? এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অধিক পরিমাণে সিজদা করা। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– বান্দা সিজদার মাধ্যমে যত বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে তা করতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম। আলোচ্য হাদীসই তাঁর দলিল।

قَوْلُهُ أُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ **-এর অর্থ :** এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য নিজে শহীদ হওয়া এবং সওয়ারিকে নিঃশেষ করে দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জানমাল উৎসর্গ করা, জিহাদের ময়দান হতে পিছু না হটা, পরিপূর্ণভাবে জিহাদ করা। আর সওয়ারি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করলে তাও উত্তম আমল হিসেবে পরিগণিত হবে, যদিও এতে সওয়ারি হত্যা হয় না, মোটকথা যে কোনোভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই উত্তম কাজ। আর এটাও নয় যে, শুধু উল্লিখিত কাজগুলোই উত্তম; বরং এগুলো উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ جُهْدُ الْمُقِلِّ **-এর অর্থ :** مُقِلٌّ শব্দটি إِقْلَالٌ হতে নির্গত অর্থাৎ মুহতাজ হওয়া বা দরিদ্র হওয়া। مُقِلٌّ -এর অর্থ– দরিদ্র লোক। جُهْدٌ -এর অর্থ– দুঃখকষ্ট। جُهْدُ الْمُقِلِّ অর্থ হচ্ছে যে দরিদ্র ব্যক্তি দুঃখকষ্ট করে অর্থাৎ কর্মমুখর হয়ে যে ব্যক্তি সব মাল-আসবাব সংগ্রহ করে তাকে جُهْدُ الْمُقِلِّ বলে। এ মাল হতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সবচেয়ে উত্তম আমল।

قَوْلُهُ غُلُوْلٌ **-এর অর্থ :** غُلُوْلٌ -এর অর্থ– খেয়ানত করা, অর্থাৎ গনিমতের মাল হতে কিছু মাল গোপন করে রাখা হলো– غُلُوْلٌ فِيْ مَالِ الْغَنِيْمَةِ আর غُلُوْلٌ মুতলাক খেয়ানতকেও বলে। মুতলাক হারাম মালকে غُلُوْلٌ বলে।

تَعْرِيْفُ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ **[হজ্জে মাবরূরের সংজ্ঞা] :** হজ্জে মাবরূর-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. ইবনু খুলুবীয়া (র.) বলেন, হজ্জে মাবরূর অর্থ– কবুল হজ।

২. কেউ কেউ বলেন, হজ্জে মাবরূর ঐ হজকে বলা হয় যার সাথে কোনো গুনাহের সংমিশ্রণ হয়নি। ইমাম নববী (র.) এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, যে হজের পর কোনো গুনাহের কাজ করা হয় না সেই হজকেই হজ্জে মাবরূর বলে।

৪. আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন, হজ্জে মাবরূর হলো ঐ হজ যার সকল আহকাম যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, যেভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. কেউ কেউ বলেন, হজকারীর ধর্মীয় অবস্থা যদি হজ করার পূর্ব অবস্থার তুলনায় উত্তম হয় তবে সে হজকে মাবরূর হজ বলা হয়।

৬. ইমাম আহমদ ও হাকিম (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, একবার নবী করীম ﷺ -কে হজ্জে মাবরূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো এবং সালামের প্রচলন করা।" এটা দ্বারা প্রমাণিত হয়– যে হজ্জে এ দুটি কার্য পাওয়া যাবে তাই হজ্জে মাবরূর।

৭. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মাবরূর হজ হচ্ছে হজের যাবতীয় রোকন ও ওয়াজিবসহ খালিস নিয়তে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলি পরিহার করা।

৮. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, যে হজের পর দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ও পরকালের প্রতি আগ্রহশীলতা প্রকাশ পায়, সে হজকেই হজ্জে মাবরূর বলে।

وَعَنْ ٣٦٥٨ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقْرِبَائِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৬৫৮. অনুবাদ : হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে– ১. তার প্রথম রক্তের ফোঁটা মাটি স্পর্শ করা মাত্রই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তাকে জান্নাতের আবাসস্থল দেখানো হয়। ২. তাকে কবরের আজাব হতে নিরাপত্তা দান করা হয়। ৩. মহাভীতি হতে নিঃশঙ্ক চিত্ত হয়। ৪. [কিয়ামত দিবসে] তার মাথায় ইয়াকূতের মুকুট সম্মানজনকভাবে পরানো হবে, যার একটি ইয়াকূত দুনিয়া ও তার সমুদয় সম্পদ হতে উত্তম। ৫. সুন্দর ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তরজন হূরকে তার সঙ্গিনী রূপে দেওয়া হবে। ৬. তার নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ৭০ জন সম্পর্কে সুপারিশ কবুল করা হবে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الشَّهِيْدِ وَاَقْسَامُهُ [শহীদের পরিচিতি ও তার প্রকারভেদ] :

শহীদের শাব্দিক অর্থ : شَهِيْد শব্দটি شَهْد থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. شَهِيْد শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ-একবচনের সীগাহ হলে অর্থ হবে। উপস্থিত ব্যক্তি।

২. شَهَادَةٌ মাসদার থেকে ব্যবহার হলে অর্থ হবে– সাক্ষী, সাক্ষ্যদানকারী।

৩. اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর অর্থে ব্যবহার হলে অর্থ হবে– مَشْهُوْدٌ بِالْجَنَّةِ তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

৪. ইমাম বা নেতা।

শহীদের পারিভাষিক অর্থ :

১. কুদূরী গ্রন্থকার আল্লামা আবূল হাসান (র.) বলেন–

اَلشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ اَوْ وُجِدَ فِى الْمَعْرِكَةِ وَبِهِ اَثَرُ الْجِرَاحَةِ اَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ظُلْمًا .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকদের আঘাতে অথবা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন সেই শহীদ।

২. আল্লামা ইবনে দাকীক (র.) বলেন– اَلشَّهِيْدُ هُوَ الَّذِىْ قُتِلَ فِىْ يَدِ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ لِاِقَامَةِ دِيْنِ اللّٰهِ فِىْ اَرْضِهِ

اَقْسَامُ الشُّهَدَاءِ [শহীদের প্রকারভেদ] : শরিয়তের দৃষ্টিতে শহীদ দু-প্রকার। যথা–

১. **প্রকৃত শহীদ :** যাঁরা আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার ও ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যুদ্ধের ময়দানে শত্রু কর্তৃক নিহত হয়।

২. **হুকমী শহীদ :** যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থেকে মহামারীতে, কলেরায়, আগুনে পুড়ে কিংবা পানিতে ডুবে মারা যায়।

لِمَا يُقَالُ الشَّهِيْدُ شَهِيْدًا؟ [শহীদকে কেন শহীদ বলা হয়?] : শহীদকে কেন শহীদ নামে আখ্যায়িত করা হয়, এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। যথা–

১. কাযী বায়যাবী (র.) বলেছেন, شَهِيْد শব্দটি شُهُوْدٌ মাসদার হতে নিষ্পন্ন হয়ে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ অর্থাৎ مَشْهُوْدٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– যার নিকট ফেরেশতারা পুরস্কার ও মর্যাদার সংবাদ বহন করে আনে।

২. অথবা, اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থাৎ شَاهِدٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরক্ষণেই প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছে।

৩. আর শব্দটি যদি شَهَادَةٌ মাসদার হতে নিষ্পন্ন হয়, তবে অর্থ হবে– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে ঈমানের সত্যতায় সাক্ষ্য প্রদান করে।

৪. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, শহীদকে শহীদ নামকরণের কারণ হলো, সে জীবিত, তার আত্মা আল্লাহর নিকট উপস্থিত।
৫. কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণ শহীদের জান্নাত লাভের সাক্ষ্য দেয়, এজন্য শহীদ বলা হয়।
৬. কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পরকালে যা কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তার আত্মা বের হওয়া লগ্নে সে তা অবলোকন করে থাকে, তাই তাকে শহীদ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে শহীদ অর্থ– অবলোকনকারী।

وَعَنْ ٣٦٥٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৬৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি জিহাদের কোনো চিহ্ন-পরিচিতি ব্যতীত মারা যাবে সে কিয়ামত দিবসে কোনো ত্রুটি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসটি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যার উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গিয়েছিল অথচ সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশ নেয়নি। আল্লামা কাযী ইয়ায (র.) বলেন, 'জিহাদের চিহ্ন' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তা দ্বারা যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত সাত স্থানকে বুঝানো হয়েছে। অথবা, যুদ্ধ করতে গিয়ে শরীরে যে ধুলাবালি লেগেছে তাও জিহাদের চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত। অথবা, জিহাদের জন্য নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করা, যুদ্ধে যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করা, সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে দেওয়াও তার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যার উপর জিহাদ করা ফরজ হওয়া সত্ত্বেও এর কোনোটিই সে বাস্তবায়িত করেনি কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে অপূর্ণাঙ্গ শরীর নিয়ে উপস্থিত হবে। এটাই হবে তার অপমানজনক ও গ্লানিময় পরিণতি। মূলত হাদীসটির দ্বারা জিহাদের গুরুত্ব ও তার মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٣٦٦٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৬০. অনুবাদ : উক্ত হাদীসও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– পিঁপড়ার দংশনে তোমরা যেরূপ বেদনা বোধ কর, শহীদ তদ্রূপ পরিমাণ নিহত হবার কষ্ট বোধ করে। –[তিরমিযী, নাসায়ী ও দারিমী] তিরমিযী অবশ্য এটাকে حَسَنٌ غَرِيْبٌ বলে উল্লেখ করেছেন।

وَعَنْ ٣٦٦١ أَبِيْ أُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ يُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْاَثَرَانِ فَاَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالٰى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, দুটি ফোঁটা এবং দুটি দাগ অপেক্ষা আল্লাহর নিকট কিছুই প্রিয় নয়। ফোঁটা দুটির একটি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের অশ্রুর ফোঁটা, অপরটি আল্লাহর রাস্তায় পতিত রক্তের ফোঁটা। দাগ দুটির একটি আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদের] দাগ, অপরটি ফরজ ইবাদত আদায়ের দাগ। –[তিরমিযী] তাঁর মন্তব্য হাদীসটি حَسَنٌ غَرِيْبٌ -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর ফরজ আদায় করার চিহ্ন, যেমন– ঠাণ্ডা পানিতে অজু করায় হাত-পা ফেটে যাওয়া, অজুর অবশিষ্ট কিছু পানি হাতে-পায়ে লেগে থাকা ও রোজাদারের মুখের গন্ধ এবং হাতের তালু, পায়ের গিরাসমূহে ও কপালে রুকু-সিজদার দাগ পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣٦٦٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ اِلَّا حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হজ অথবা ওমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্র যাত্রা করো না। কেননা সমুদ্রের তলদেশে অগ্নির স্তর রয়েছে এবং অগ্নি স্তরের নিচে সমুদ্র অবস্থিত। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অনেকের মতে এখানে হাদীসের রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সামুদ্রিক সফর হলো ভীতিপ্রদ ও কষ্টদায়ক। সুতরাং ধর্মীয় বা অন্য কোনো ব্যাপারে নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতীত সেই পথে গমন করা উচিত নয়। কিছু সংখ্যক আলেম মনে করেন হাদীসটি যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও আমরা অদ্যাবধি সাগরের তলদেশে আগুনের সন্ধান পাইনি। মহাবিশ্বের এমন বহু রহস্য আজও বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। বিজ্ঞানীদের মতে "সব কিছুই সম্ভাবনাময়", তবে আবিষ্কার ও বাস্তব প্রমাণ ছাড়া তারা কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নয়। অথচ আমরা দেখছি পূর্বে যা অসম্ভব ও অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হতো আজ তাদের প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। কাজেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে সাদেকুল-মাসদূক রাসূলে পাকের সহীহ হাদীসকে উড়িয়ে দেওয়া কোনো মুসলমানের পক্ষে মোটেই উচিত নয়; বরং বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন আমরা আজ তা উপলব্ধি করতে পারছি না।

এবার আমাদের মনীষীদের অভিমত দেখুন। হযরত আলী (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, "সমুদ্রের নিচে জাহান্নাম"। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, পৃথিবীর সাতটি মহাসাগর, সম্ভবত এগুলোই জাহান্নাম। আজ যদিও আমরা এতে পানি দেখছি, হতে পারে কিয়ামতের দিন এগুলোকে আগুনে রূপান্তরিত করা হবে। আর ইসলামের তথা মুসলমানদের আকিদা হলো– اَلْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ هُمَا مَخْلُوْقَتَانِ وَمَوْجُوْدَتَانِ الْاٰنَ অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম দুটি সত্য জিনিস, উভয়টি সৃষ্ট ও বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে।

وَعَنْ ٣٦٦٣ اُمِّ حَرَامٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ الَّذِىْ يُصِيْبُهُ الْقَىْءُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرِيْقُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৬৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে হারাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সমুদ্রযানে আরোহণে মস্তক ঘূর্ণায়নের ফলে বমি [ইত্যাদি] হলে একজন শহীদের পুণ্যের ন্যায় পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়, আর সমুদ্রে ডুবে মারা গেলে দুজন শহীদের সমপরিমাণ পুণ্য লাভ হয়। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা মোযাহার (র.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কেউ সমুদ্রপথে যাত্রা করে, আর তার এ সফরের উদ্দেশ্য যদি জিহাদের জন্য হয় অথবা হজ পালনের জন্য অথবা বিদ্যার্জনের জন্য এমতাবস্থায় সমুদ্রের ঢেউতে দোলা খাওয়ায় বমি করে, তবে সে একজন শহীদের ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি সমুদ্রের পানিতে ডুবে মারা যায়, তবে

দুজন শহীদের ছওয়াব সে প্রাপ্ত হবে। একটি জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য, অপরটি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করার জন্য। কেননা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া শহীদ সমপর্যায়ভুক্ত। উল্লেখ্য, তারা ছওয়াবপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতেই শহীদের সমতুল্য; কিন্তু মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

اَلْمَائِدُ শব্দটি مَادَ হতে উৎপত্তি। অর্থ– ঝুঁকে পড়া, নড়াচাড়া করা, কাত হওয়া। অর্থাৎ সামুদ্রিক সফরে ঝড়-তুফানে কিংবা ঢেউ-তরঙ্গের দরুন মাথায় চক্কর আসা ও বমি করা।

হাদীসে বর্ণিত মর্যাদা হজ, ওমরা অথবা জিহাদ প্রভৃতি দীনি উদ্দেশ্যে সফরকারীর বেলায় প্রযোজ্য।

রাবী পরিচিতি : উম্মে হারাম বিনতে মিলহান। তিনি উপনাম বা কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ। প্রকৃত নাম কী, তা জানা যায়নি। হযরত আনাস (রা.)-এর মা উম্মে সুলাইমের ভগ্নি এবং হযরত উবাদা ইবনে সামিতের স্ত্রী। মদিনার প্রসিদ্ধ বনী নাজ্জার গোত্রীয় মহিলা। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে স্বামীর সাথে কনস্টান্টিনোপলের নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সে যুদ্ধেই ইন্তেকাল করেন। (قُبْرُصْ) সাইপ্রাসে তাঁর কবর রয়েছে।

وَعَنْ ٣٦٦٤ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَاتَ اَوْ قُتِلَ اَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ اَوْ بَعِيْرُهُ اَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ اَوْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ بِاَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فَاِنَّهُ شَهِيْدٌ وَاِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মালেক আশ'আরী (রা.) [নাম কা'ব, হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে মৃত্যু] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বহির্গত হয়ে যায়, অথবা তাকে হত্যা করা হয়, অথবা সে তার ঘোড়া বা উট হতে পড়ে আঘাতে মারা যায়, অথবা কোনো বিষধর প্রাণী তাকে দংশনের ফলে মারা যায়, অথবা স্বীয় শয্যায় যেভাবে হোক মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ বলে গণ্য হবে। আর তার জন্য জান্নাত অবধারিত। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٦٦٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুজাহিদের গৃহে প্রত্যাবর্তন তার জিহাদে গমনের ন্যায়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কোনো মুজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ায় যেই পরিমাণ ছওয়াব পাবে পরিবার-পরিজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেও অনুরূপ ছওয়াব পাবে। কেননা প্রত্যাবর্তন প্রথম গমনেরই অনুবৃত্তি। মোটকথা, মুজাহিদের গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয়টির ছওয়াব সমান।

কিছু সংখ্যক বলেন, বাড়িঘরে ফিরে এসে বিশ্রামের মাধ্যমে যদি পুনরায় জিহাদের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাতে ছওয়াব নিহিত রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ প্রত্যাবর্তন রণকৌশলের একটি দিক, যেমন– দুশমন দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে। আর এ সময় নিজে পশ্চাদপসারণের মধ্যে শত্রুকে দুর্গের বাইরে আনার একটা কৌশল বটে, এটাও একপ্রকার প্রত্যাবর্তন। তবে প্রথম অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

وَعَنْهُ ٣٦٦٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْغَازِىْ اَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ اَجْرُهُ وَاَجْرُ الْغَازِىْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

৩৬৬৬. অনুবাদ : উক্ত হাদীসও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সৈনিকের জন্য এক নেকি এবং তাকে সমরোপকরণ দানকারীর জন্য জন্য দু-নেকি; দানের নেকি ও যুদ্ধের নেকি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَاعِلٌ শব্দের বিশ্লেষণ : এ শব্দটি جَعِيْلَةٌ অথবা جَعَالَةٌ-এর কর্তৃকারক। বহুবচনে جُعَائِلُ (جيم) -এর উপর ضَمَّةٌ ও فَتْحٌ উভয়ভাবে جُعْلٌ পড়া যায়। অর্থ– যুদ্ধের জন্য অর্থ বা উপকরণ সরবরাহ করা। অপর এক অর্থ বিনিময় ও পারিশ্রমিক।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ : [ইমামদের মতভেদ] : কোনো মুজাহিদকে সমরোপকরণ সরবরাহ করার দুটি দিক আছে, একটি প্রশংসনীয় এবং অপরটি নিন্দনীয়।

ক. যদি কোনো মুজাহিদকে বিনা শর্তে কোনো প্রকার সাহায্য করা হয়, যথা জিহাদের অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোড়া, তলোয়ার বা বর্ম ইত্যাদি দিয়ে মুজাহিদকে সাহায্য করল এবং বিনিময়ে কোনো কিছুর আশা করল না। এটা একটি উত্তম কাজ। ফলে এটা প্রশংসনীয়। এতে সাহায্যকারী দুটি ছওয়াব পাবে। একটি দানের, অপরটি জিহাদের। আলোচ্য হাদীসের শব্দটি (جَاعِلٌ) এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।
পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিনিময় বা পারিশ্রমিক হিসেবে গাজীকে মাল দেওয়া জায়েজ নেই। এখানে পারিশ্রমিক অর্থ– জিহাদ করার বিনিময়ে মাল দেওয়া। বস্তুত এটা কারো নিকট জায়েজ নেই। তবে মুজাহিদকে যে সমস্ত অর্থ রাষ্ট্র হতে প্রদান করা হয় তা পারিশ্রমিক নয়; বরং তা অজিফা বা ভাতা, এটা জায়েজ।

খ. কোনো ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশগ্রহণ না করে ভাড়া করা লোককে যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণাদি প্রদান করে, যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে গনিমতের প্রাপ্ত মালের একটি হিস্যা তাকে প্রদান করবে। এটা নিন্দনীয় ও নাজায়েজ। এটা সকলের কাছে নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। কেননা জিহাদ একটি ইবাদত। ভাড়াটিয়া লোক দ্বারা ইবাদত করা জায়েজ নেই।

وَعَنْ ٣٦٦٧ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رض) سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاَمْصَارُ وَسَتَكُوْنُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهٖ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهٗ عَلَيْهِمْ مَنْ اَكْفِيْهِ بَعْثَ كَذَا اِلَّا وَذٰلِكَ الْاَجِيْرُ اِلٰى اٰخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهٖ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

৩৬৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন তোমাদের হাতে বহু জনপদ বিজিত হবে এবং বহু সৈন্য-সামন্তের সমাবেশ ঘটবে এবং তোমাদের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা হবে। তোমাদের মাঝে জনৈক ব্যক্তি [বিনা পারিশ্রমিকে] এরূপ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করত দলত্যাগ করে চলে যাবে। অতঃপর সে বিভিন্ন গোত্রের নিকট নিজেকে অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য পেশ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জেনে রাখ– অর্থের বিনিময়ে এরূপ জিহাদকারী তার শরীরের শেষ বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ভাড়াটিয়া মজুর মাত্র [মুজাহিদ নয়, জিহাদের কোনো ছওয়াব বা পুরস্কার তার ভাগ্যে মিলবে না]। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলাম যখন দুনিয়ার চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে যাবে আর মুসলিম জাহানের ইমাম বা খলিফা তার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে থাকবে, তখন কোনো কোনো ব্যক্তি পারিশ্রমিক ব্যতীত এ কাজে যেতে আগ্রহী হবে না। এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে শ্রমিক বলা হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, জিহাদ একটি ইবাদত, তাই এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

وَعَنْ ٣٦٦٨ يَعْلَى ابْنِ اُمَيَّةَ (رض) قَالَ اَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِيْ خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ اَجِيْرًا يَكْفِيْنِيْ فَوَجَدْتُ رَجُلًا سَمَّيْتُ لَهُ ثَلٰثَةَ دَنَانِيْرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيْمَةٌ اَرَدْتُ اَنْ اُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ مَا اَجِدُ لَهُ فِيْ غَزْوَتِهِ هٰذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا دَنَانِيْرَهُ الَّتِيْ تَسَمّٰى. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৬৮. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে [সম্ভবত তাবুকের যুদ্ধ, ৯ম হিজরির শেষ ভাগে সংঘটিত] গমনের সাধারণ আহ্বান জানালেন, ঐ সময়ে আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, [প্রবাসে] আমার দেখাশোনা করার মতো একজন খাদেম ছিল না। আমি এতদুদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে একজন খাদেম সংগ্রহ করলাম। তার পারিশ্রমিক তিন দিনার [স্বর্ণ মুদ্রা] নির্ধারণ করলাম। অতঃপর যখন গনিমতের মাল আসল তখন আমি তার একাংশ প্রদানের ইচ্ছা করলাম [কিন্তু সন্দেহ নিরসনের জন্য] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সবকিছু বিবৃত করলাম। তদুত্তরে তিনি বললেন, এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে ঐ ব্যক্তিকে আমি দুনিয়া-আখেরাতে নির্দিষ্ট [তিনটি] দিনার ব্যতীত আর কিছু অধিকারী বলে মনে করি না। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاَجِيْرُ فِى الْجِهَادِ وَاَقْوَالُ الْاَئِمَّةِ [যুদ্ধে মজদুর গ্রহণের বিধান ও ইমামগণের মতভেদ] : যুদ্ধে কিংবা তার আগে বা পরে মুজাহিদদের কাম-কাজ বা জন্তু-জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো মজদুরকে কাজে লাগানো হলে– সে মজদুর গনিমতের মাল পাবে কিনা? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম আওযায়ী, ইসহাক ও শাফেয়ী (র.)-এর এক মতে সে গনিমতের মাল পাবে না। অবশ্য সে কাজের বিনিময়ে মজদুরিই পাবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, সেও গনিমতের অংশ পাবে, চাই যুদ্ধ হোক বা না হোক। যদি সে অভিযানে সেনাদলের সঙ্গে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, গনিমত বা পারিশ্রমিক যেটাই ইচ্ছা, তা গ্রহণ করতে পারে।

হানাফীগণ বলেন, যখন সে কাজে নিযুক্ত হয় তখন তার মজদুরি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার উপর শর্ত করা হয়নি, কাজেই সে মজদুরি ও গনিমত উভয়টি পাবে। কেননা তার একটি অপরটিকে বাধা দেয় না। ফলে এ উভয়টি একই স্থানে একই ব্যক্তির সাথে জড়িত হতে পারে। আলোচ্য হাদীস অনুরূপ নয়। কেননা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মজদুরির বিনিময়ে জিহাদে এসেছে, তাই সে গনিমতের অংশ পাবে না।

وَعَنْ ٣٦٦٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِيْ عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَجْرَ لَهُ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) .

৩৬৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি যদি শুধু মালের [গনিমতের] লোভে জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে তার কি মিলবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, তার কোনো ছওয়াব মিলবে না।

–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করা। যদি এর পিছনে বৈষয়িক কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, এর লক্ষ্য হয় যদি বীরত্ব, শৌর্যবীর্য প্রদর্শন অথবা গনিমতের সম্পদ অর্জন, বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সে কোনো ছওয়াবের অধিকারী হবে না। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর সুস্পষ্ট বহু বাণী রয়েছে। আর যদি কারো জিহাদের পিছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য থাকে এবং সাথে সাথে গনিমত প্রাপ্তিরও আশা থাকে, নিঃসন্দেহে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে; কিন্তু এর চেয়েও সে ব্যক্তি উত্তম যার জিহাদের উদ্দেশ্যে হলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। গনিমতের সম্পদ পাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা লালসা তার নেই। এ দু-ধরনের ব্যক্তির বর্ণনা আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন– مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ
"তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এরূপ ছিল যে, যারা দুনিয়া [গনিমত] কামনা করছিল এবং কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এরূপ ছিল, যারা [শুধু] পরকালকামী ছিল।" –[সূরা আলে ইমরান : ১৫২]

وَعَنْ ٣٦٧٠ مُعَاذٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللّٰهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

৩৬৭০. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জিহাদকারীর জিহাদ দু-ধরনের হয়। একপ্রকারের জিহাদ ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় জিহাদ করে, সেনাপতির অনুগত হয়ে চলে, উত্তম মাল [অথবা, মালে গনিমত আত্মসাৎ করা পরিহার করে] ব্যয় করে, সঙ্গীদের সাথে সদাচরণ করে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ হতে বেঁচে থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির নিদ্রা-জাগরণ [সর্বক্ষণ] সবই ছওয়াবে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গর্বোদ্ধতভাবে সুনাম-সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা ঘটায় সে সামান্যতম পুণ্য নিয়েও ফিরবে না।

–[মালেক, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْجِهَادِ [জিহাদের পরিচিতি] :

مَعْنَى الْجِهَادِ لُغَةً [জিহাদের আভিধানিক অর্থ] : جِهَادٌ শব্দটি جُهْدٌ মূলধাতু হতে নির্গত, এটি فِعَالٌ -এর ওজনে বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْجَدُّ বা প্রচেষ্টা ব্যয় করা।
২. اَلطَّاقَةُ বা কঠোর সাধনা করা।
৩. اَلسَّعْىُ বা চেষ্টা করা।
৪. اَلْمَشَقَّةُ বা কষ্ট বহন করা।
৫. بَذْلُ الْقُوَّةِ বা শক্তি ব্যয় করা।
৬. اَلنِّهَايَةُ وَالْغَايَةُ বা শেষ পর্যায়ে পৌছা।
৭. اَلْاَرْضُ الصُّلْبَةُ বা শক্তভূমি
৮. اَلْكِفَاحُ বা সংগ্রাম করা।
৯. اَلْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে- وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

مَعْنَى الْجِهَادِ شَرْعًا **[জিহাদের পারিভাষিক অর্থ] :**

১. شَرْحُ الْوِقَايَةِ -এর গ্রন্থকার বলেন- اَلْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ اِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ
অর্থাৎ جِهَادٌ হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা আর আহ্বান অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
২. فَتْحُ الْبَارِىْ -এর গ্রন্থকার বলেন- هُوَ بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ فِىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ
৩. دُرُّ الْمُخْتَارِ -এর গ্রন্থকার বলেন- هُوَ قِتَالُ الْكُفَّارِ لِنُصْرَةِ الْاِسْلَامِ
৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধানে বলা হয়েছে - هُوَ قِتَالُ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ ذِمَّةٌ مِنَ الْكُفَّارِ

حُكْمُ الْجِهَادِ **[জিহাদের হুকুম]** : জিহাদের حُكْم সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

১. জমহুর ওলামার মতে, সময় ও অবস্থার আলোকে জিহাদের হুকুম বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- কাফের শত্রু যদি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশে প্রবেশ করে এবং মুসলিম উম্মাহর সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর উপর জিহাদ ফরজে আইন। কুরআনে কারীমে এসেছে-

١. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ.
٢. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ.
٣. اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ.
٤. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ.

আর উল্লিখিত অবস্থা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া।
২. ইমাম ছাওরী (র.) বলেন, জিহাদ করা মোস্তাহাব।
৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া।
৪. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, জিহাদ হলো ওয়াজিব।
৫. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, সালাত ও সাওমের ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমরের শব্দযোগে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

وَعَنْ ٣٦٧١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اِنَّهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَلٰى اَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৭১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিহাদ -এর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তদুত্তরে তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি যদি ধৈর্যশীল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কিয়ামত দিবসে ধৈর্যশীল অনুগ্রহপ্রাপ্ত রূপে উঠাবেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি সুনাম ও অর্থের লোভে যুদ্ধ কর তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রিয়াকারী ও অর্থলোভীরূপে চিহ্নিত করে উঠাবেন। হে আব্দুল্লাহ! ভালো করে জেনে নাও; তুমি যে অভিপ্রায়ে ও যেভাবে যুদ্ধ কর, অথবা যুদ্ধে নিহত হও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐভাবে [এবং ঐ দলভুক্ত করে] উঠাবেন। [অতএব, সাবধান!] নিয়তের কারণে জিহাদের ন্যায় বিরাট পুণ্যকর্ম নষ্ট করো না। -[আবু দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا -এর মর্মার্থ : মুজাহিদ ব্যক্তির দুটি গুণ এখানে বলা হয়েছে, প্রথমটি হলো– যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেবে। অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে বীর-বিক্রমে খোদাদ্রোহীদের নিধনে সম্মুখে অগ্রসর হবে। দ্বিতীয়টি হলো– এর উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তবে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুরূপ বিশেষণে ভূষিত করে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত করবেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে সে হবে ধৈর্যশীল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত। পার্থিব জীবন যার যেরূপ হবে পরকালীন জীবনও তার অনুরূপ হবে। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে– كَمَا تَعِيْشُوْنَ تَمُوْتُوْنَ وَكَمَا تَمُوْتُوْنَ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যেভাবে জীবনযাপন করবে, সেভাবেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সে অবস্থা নিয়েই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

قَوْلُهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا -এর মর্মার্থ : যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি ও বীরত্ব প্রদর্শনার্থে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জনের লক্ষ্যে জিহাদের ময়দানে যাবে, তার করুণ পরিণতির আলোচনাই অত্র হাদীসাংশে করা হয়েছে। নিজের স্বার্থে এবং ধনসম্পদপ্রাপ্তির বাসনা নিয়ে যুদ্ধ করার কোনো মূল্য নেই। এতে ছওয়াব পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব, যে ব্যক্তি এহেন মনোবাসনা নিয়ে যুদ্ধ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে রিয়াকারী ও অর্থলোভীরূপে চিহ্নিত করে উঠাবেন।

وَعَنْ ٣٦٧٢ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَعَجَزْتُمْ اِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِاَمْرِيْ اَنْ تَجْعَلُوْا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِيْ لِاَمْرِيْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ فُضَالَةَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِ الْاِيْمَانِ.

৩৬৭২. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে মালেক (রা.) [লাইছ গোত্রের, বসরার অধিবাসী] হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করি [যেমন, কোনো সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করি] আর সে উক্ত দায়িত্ব পালন না করে, তবে কি তোমরা তার স্থলে এমন ব্যক্তি নিযুক্ত করতে অক্ষম? যে আমার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। –[আবূ দাউদ]
আর ফাযালার হাদীস, 'সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ যে তার নফসের সাথে জিহাদ করে' কিতাবুল ঈমানের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা– ক. আমি কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই, যদি সে আমার হুকুম অমান্য করে, তবে তোমরা তাকে পদচ্যুত করে দাও। অথবা, খ. যদি সে শাসক হয় এবং নিজে জালিম এবং মানুষকে শরিয়তের খেলাপ কাজ করতে বাধ্য করে, তখন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে এবং তদস্থলে অন্য লোক নিয়োগ করে নাও। তবে হ্যাঁ, তাকে পদচ্যুত করতে গেলে যদি বিরাট রকমের ফিতনা ও রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা থাকে তখন তা হতে বিরত থাকবে। তবে জালিমের জুলুমকে বিনা প্রতিবাদে নীরবে সহ্য করাও অন্যায় হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٦٧٣ اَبِيْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقْلٍ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِاَنْ يُقِيْمَ فِيْهِ وَيَتَخَلّٰى مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ

৩৬৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক অভিযানে বের হই, [আমাদের মধ্যে] এক ব্যক্তি এমন এক গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে যেখানে পানি ও শাক-সবজি ছিল, লোকটি মনে মনে তথায় অবস্থানের ও নির্জনে ইবাদতের চিন্তাভাবনা করে, এতদ সম্পর্কে অনুমতি লাভের প্রার্থনা জানাল। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শোন! আমি ইহুদি বা খ্রিস্টান

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اُبْعَثْ بِالْيَهُوْدِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلٰكِنِّىْ بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَمَقَامُ اَحَدِكُمْ فِى الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلٰوتِهٖ سِتِّيْنَ سَنَةً . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

ধর্মের ন্যায় বৈরাগ্যবাদের বিধান নিয়ে আবির্ভূত হইনি; বরং আমি সহজ সরল একত্ববাদের বিধান নিয়ে আগমন করেছি। যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর শপথ! আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অবস্থান দুনিয়া ও তার সব সম্পদ হতে উত্তম। নিশ্চয় যুদ্ধের কাতারে দণ্ডায়মান হওয়া ষাট বছরের নামাজ আদায় হতে শ্রেয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ السَّرِيَّةِ وَالْغَزْوَةِ [اَلسَّرِيَّةُ ও اَلْغَزْوَةُ-এর পরিচিতি] :

سَرِيَّةٌ-এর **আভিধানিক অর্থ :** سَرِيَّةٌ শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– চলে যাওয়া, পথ চলা, রাতে চলা ইত্যাদি, মুজাহিদ বাহিনীকে রাতে প্রেরণ করা হয়, বিধায় একে سَرِيَّةٌ বলা হয়।

سَرِيَّةٌ-এর **পারিভাষিক সংজ্ঞা :** হাদীস বিশারদগণ বলেন– اَلسَّرِيَّةُ مَا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِ بَعْثًا وَلَمْ يَشْتَرِكْ بِنَفْسِهٖ অর্থাৎ سَرِيَّةٌ হলো এমন যুদ্ধ যাতে রাসূল ﷺ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন; কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করেননি।

غَزْوَةٌ-এর **আভিধানিক অর্থ :** غَزْوَةٌ শব্দটি غَزَا يَغْزُوْ থেকে উৎকলিত মাসদার। অর্থ– পরিকল্পনা করা, সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি।

غَزْوَةٌ-এর **পারিভাষিক সংজ্ঞা :** হাদীস বিশারদগণ বলেন– اِنَّ الْغَزْوَةَ مَا اشْتَرَكَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِنَفْسِهٖ অর্থাৎ غَزْوَةٌ হলো এমন যুদ্ধ যাতে রাসূল ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেছেন।

وَجْهُ تَسْمِيَةِ السَّرِيَّةِ **[সারিয়্যার নামকরণের কারণ] :** سَرِيَّةٌ-কে سَرِيَّةٌ বলে নামকরণ করা হলো কেন, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেন–

১. কারো মতে, سَرِيَّةٌ শব্দটি سَرٰى يَسْرِىْ থেকে নির্গত। এর অর্থ– রাতে ভ্রমণ করা। যেহেতু মুজাহিদগণকে অধিকাংশ সময় রাত্রে প্রেরণ করা হতো, এজন্য একে সারিয়্যাহ নামকরণ করা হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেন, سَرِيَّةٌ শব্দটি اَلسَّرِىُّ শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ– সম্মানিত, বিচক্ষণ ব্যক্তি। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হতো, বিধায় এ যুদ্ধের নাম سَرِيَّةٌ রাখা হয়েছে।

عَدَدُ الْغَزْوَةِ وَالسَّرِيَّةِ [سَرِيَّةٌ ও غَزْوَةٌ-এর সংখ্যা] :

রাসূল ﷺ -এর গাযওয়ার সংখ্যা : রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় কয়টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের মতে ১৯টি। এ সম্পর্কে বুখারীতে বলা হয়েছে–

كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَ . (اَلْحَدِيْث)

২. হযরত ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ ও ইবনে জুযীর (র.)-এর মতে ২৭টি।

৩. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর মতে ২১টি।

৪. কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে ১৭টি।

রাসূল ﷺ -এর সারিয়্যার সংখ্যা : সারিয়্যাহ যুদ্ধে রাসূল ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেননি। সারিয়্যার সংখ্যাও মতভেদপূর্ণ। যেমন–

১. ঐতিহাসিক ওয়াকীদের মতে ৪৮টি।
২. হযরত ইবনে জুযীর মতে ৫৬টি।
৩. হযরত ইবনে ইসহাকের মতে ৩৮টি।
৪. হযরত ইবনে আব্দিল বার-এর মতে ৩৫টি।
৫. ঐতিহাসিক মাসউদী বলেন ৬০টি।
৬. হযরত ইবনে সা'দ -এর মতে ৪৭টি।
৭. হাকিমের বর্ণনানুযায়ী শতাধিক।

[مَعْنَى السَّمْحَةِ] اَلسَّمْحَةُ -এর অর্থ : اَلسَّمْحَةُ অর্থ- সহজ-সাবলীল ও মননশীল। সহজ ভাষায় স্বভাবগত নিষ্কলুষ জীবনব্যবস্থা। মোটকথা, اَلْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ দ্বারা 'দীনে-ইসলাম'-কে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ইহুদি ও খ্রিস্টানের ধর্ম হলো- স্বভাব বিরোধী বক্রপথ।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথার সারমর্ম হলো, জিহাদ পরিত্যাগ করে কোনো গীর্জায়-প্যাগোডায় বা অন্যত্র কোথাও ইবাদতের নামে নির্জনবাস অবলম্বন স্বভাব বিরোধী رَهْبَانِيَّةٌ বা বৈরাগ্যবাদ। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। এর বিপরীত সমাজ-সংসারে থেকে শরিয়তের বিধিবিধান পালন করা তথা দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্না, ভোগ-বিরাগ প্রভৃতিতে জড়িত থাকাই স্বভাবগত।

٣٦٧٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْوِ اِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوٰى . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৩৬৭৪. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় উট বাঁধার রশি লাভের আশায় যুদ্ধ করে সে তাই পাবে। [অর্থাৎ কোনো ছওয়াব লাভে সক্ষম হবে না। -[নাসায়ী]

٣٦٧٥ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ اَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূলরূপে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। এটা শ্রবণে হযরত আবূ সাঈদের অত্যন্ত আনন্দ বোধ হলো। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কথাগুলো বড় সুন্দর! পুনরায় বলুন! তিনি পুনরায় তা বললেন। অতঃপর আরো বললেন, অপর একটি গুণের কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জান্নাতে একশত গুণ উচ্চ মর্যাদা দান করবেন, প্রতি মর্যাদা বা স্তরের মাঝে দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। [তিনবার বললেন] -[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦٧٦ أَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهٖ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهٖ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهٖ حَتّٰى قُتِلَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়াতলে। এটা শ্রবণে জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি হযরত আবূ মূসা (রা.) -কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এটা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ [আমি নিজ কানে শুনেছি], অতঃপর লোকটি উঠে আপন সাথি-সঙ্গীদের নিকটে গিয়ে তাদেরকে সালাম করল এবং নিজের তলোয়ারের খাপ খুলে ভেঙ্গে মাটিতে ফেলে দিয়ে নগ্ন তরবারি হাতে শত্রুর সম্মুখীন হলো এবং অনেক শত্রু খতম করে অবশেষে নিজে শহীদ হয়ে গেল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "জান্নাতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়াতলে" এ বাক্যের সহজ অর্থ হলো– মুজাহিদগণের তলোয়ার, যা দ্বারা জিহাদ করেন, ঐ জিহাদে শহীদ হলে জান্নাতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, তাতে প্রবেশে আর কোনো বাধা থাকে না। অথবা, শত্রুর তলোয়ার যখন মুজাহিদের মাথার উপরে উত্তোলিত হয়, তখন যেন জান্নাতের দ্বারও তার নিচে সমুপস্থিত, মুজাহিদ শাহাদাত লাভ করা মাত্রই জান্নাতে প্রবেশ করেন।

وَعَنْ ٣٦٧٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ اَنَّهٗ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ يَوْمَ اُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَاْوِيْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَاْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يُبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اَنَّنَا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৭৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ [মুসলিম হিসেবে] যখন ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহগুলোকে [জান্নাতের একপ্রকার] সবুজ পাখির [সদৃশ্যের] অভ্যন্তরে স্থাপন করেন। পাখিগুলো জান্নাতের নহরের কূলে উড়ে গিয়ে বসে, জান্নাতের ফল ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত স্বর্ণের ঝাড় বাতিতে গিয়ে অবস্থান করে। যখন তারা এরূপ সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য ও আরামদায়ক মনোরম শয্যা লাভ করবে, তখন তারা স্বাগত বলবে, আহ! কে আমাদেরকে [দুনিয়ার অবস্থানরত মুসলিম] ভ্রাতৃবৃন্দের নিকটে সুসংবাদ পৌছিয়ে দেবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত [অবস্থায় পরমানন্দে আছি]! যাতে তারা জান্নাত লাভে অনীহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ময়দানে পশ্চাদপদ না হয়। তাদের এ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের পক্ষ হতে সংবাদ পৌছিয়ে দেব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন, অর্থ– "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন, তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকা প্রাপ্ত।" [৩:১৬৯] –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٦٧٨ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ فِى الدُّنْيَا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَجْزَاءٍ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الَّذِىْ اِذَا اَشْرَفَ عَلٰى طَمَعٍ تَرَكَهٗ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৩৬৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়ায় মুমিনগণ তিন প্রকারের– ১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কোনো সংশয় প্রকাশ করেনি এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। ২. যার প্রতি মানুষ নিজের জানমালের নিরাপত্তার ভরসা করেছে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে লোভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের খাতিরে তা পরিত্যাগ করেছেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ قَوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا **ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ না করা :** ঈমানের দাবিতে যে সকল কর্ম সম্পাদন করা আবশ্যক তা যথাযথভাবে পালন করা এবং যা বর্জনীয় তা পরিত্যাগ করা। এদের চেয়ে নিম্নস্তরের হলো– যারা মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়, তাদের দ্বারা কারো কোনো কল্যাণ না হলেও কোনো প্রকারের ক্ষতি সাধন হয় না।

আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হলো, যারা দুনিয়ার সাথে জড়িত বটে; তবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সব কাজে সম্মুখে রাখে। ব্যাখ্যাকারগণের অনেকের মতে, উচ্চ মর্যাদা হতে ধারাবাহিকভাবে নিচু মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অপরপক্ষে অনেকের মতে, নিচু হতে উঁচু মর্যাদার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মতে, প্রত্যেক পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের গুণের সাথে সাথে নিজস্ব গুণের অধিকারী।

وَعَنْ ٣٦٧٩ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمِيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْكُمْ وَاَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا غَيْرَ الشَّهِيْدِ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عَمِيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِىْ اَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ. (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩৬৭৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী আমীরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুসলমানকে তার প্রভু মৃত্যু দান করার পরে পুনরায় তোমাদের নিকট ফিরে আসা কামনা করবে না, যদিও দুনিয়ায় সকল সম্পদের পরিমাণ সম্পদ তাকে দেওয়া হয়। অবশ্য শহীদ [পুনরায় শাহাদাত লাভের আশায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে]। ইবনে আবী আমীরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [আরো] বলেছেন যে, পৃথিবীর সকল শহর ও গ্রামের [জনপদের] মালিক হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত اَهْلُ الْوَبَرِ দ্বারা মরুভূমির অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। اَلْوَبَرُ অর্থ– পশম। মরুবাসীরা যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশমের তৈরি তাঁবুতে বসবাস করত এজন্য তাদেরকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর اَهْلُ الْمَدَرِ দ্বারা শহরবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসটি মর্মার্থ হলো, পৃথিবীর শহর-বন্দর তথা গোটা জনপদের মালিক হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হওয়া অধিক শ্রেয়।

وَعَنْ ٣٦٨٠ - حَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَتْ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَنْ فِى الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَئِيْدُ فِى الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৮০. অনুবাদ : হযরত হাসানা বিনতে মুয়বিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার চাচা [হারিছ] হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতে কে প্রবেশ করবে? উত্তরে তিনি বললেন, নবীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন, শহীদগণ ও সদ্য প্রসূত শিশু [ঐ অবস্থায় মারা গেলে] এবং জীবন্ত প্রোথিত কন্যাসন্তানও। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে উল্লিখিত এ চার শ্রেণির লোকেরাই শুধু জান্নাতে যাবে, অন্য কেউ যাবে না। হাদীসের অর্থ এটা নয়; বরং প্রকৃত অর্থ হলো– এরা অবশ্যই যাবে। অথবা এদের প্রবেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হবে। অথবা তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর অন্যান্য বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আরো বহু শ্রেণির ঈমানদার লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুতরাং হাদীসের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য শব্দার্থের দ্বারা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই।

حُكْمُ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ [মুশরিকদের নাবালেগ সন্তানের হুকুম] : ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে ঈমানদারদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাগণ জান্নাতি হবে। অবশ্য কাফেরদের বাচ্চা যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, এদের সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

কেউ কেউ বলেন, পিতামাতার অনুসরণ করে জাহান্নামে যাবে। দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস– قُلْتُ فَذَرَارِىُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِ ; হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনায় আছে– سَأَلَتْ خَدِيْجَةُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ هُمَا فِى النَّارِ এটা ছাড়া হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় আছে– اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُوْدَةُ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ ; অপর একদল বলেন, সে নিজস্ব মূল স্বভাব অনুযায়ী জান্নাতি হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাতিদের খাদেম হয়ে জান্নাতে অবস্থান করবে।

কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। অর্থাৎ যেখানে শান্তিও নেই, অশান্তিও নেই।

কারো মতে, যদি আল্লাহর জ্ঞানে এরূপ ছিল যে, সে জীবিত থেকে এবং বয়স্ক হয়ে ঈমান আনয়ন করত এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করত, তাহলে জান্নাতী হবে, নচেৎ জাহান্নামি হবে।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, কাফেরদের বাচ্চার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে– স্থগিত থাকবে। কেননা, যখন নবী করীম ﷺ আনসারদের বাচ্চার জানাজার জন্য আহূত হলেন, তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন–

هٰذَا عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ .

এতে নবী করীম ﷺ তাঁকে খুব শাসিয়েছিলেন যে, তুমি কেন তা দৃঢ় বিশ্বাস কর। এটা ছাড়াও নবী করীম ﷺ নিজে স্থগিত করেছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহ উত্তম জানেন যে, সে দুনিয়ায় বেঁচে থাকলে কী কাজ করত।

কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর পরে তাদেরকে মাটিতে পরিণত করা হবে।

وَعَنْ ٣٦٨١ - عَلِىٍّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ اُمَامَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَى

৩৬৮১. অনুবাদ : হযরত আলী, আবুদ দারদা, আবূ হুরায়রা, আবূ উমামা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি [ওজরবশত নিজে অংশগ্রহণ না করে] আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের উদ্দেশ্যে

كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَرْسَلَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِيْ بَيْتِهٖ فَلَهٗ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْفَقَ فِيْ وَجْهِهٖ ذٰلِكَ فَلَهٗ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

অর্থ- সম্পদ প্রেরণ করে, সে নিজ বাড়িতে থেকে গেল। এতে প্রতি দিরহাম [মুদ্রাবিশেষ] ব্যয়ের পরিবর্তে সাত শত [পর্যন্ত] দিরহাম ব্যয়ের ছওয়াব লাভ করবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল এবং তাতে অর্থ ব্যয় করল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার প্রতি দিরহামের পরিবর্তে সাত লক্ষ দিরহাম ব্যয়ের ছওয়াব মিলবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন- وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থ- যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। -[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٣٦٨٢ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهٗ حَتّٰى سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهٗ فَمَا اَدْرِيْ اَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ اَرَادَ اَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ كَاَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهٗ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ اَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهٗ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ اَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৬৮২. অনুবাদ : হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ [সাহাবী] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শহীদ চার প্রকারের হবে। ১. পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে [বীরত্বের সাথে লড়াই করে] সত্যতার প্রমাণ দিল এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলো। কিয়ামত দিবসে এ ব্যক্তির দিকে [তার উচ্চাসন লাভের কারণে] মানুষ এভাবে মাথা তুলে তাকাবে, এটা বলে তিনি এতদূর মাথা উঠালেন যে, তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। [ফাযালা হতে হাদীস বর্ণনাকারী বলেন যে,] ফাযালা এ বাক্যের দ্বারা হযরত ওমর (রা.)-এর টুপি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর টুপি পড়ে যাবার উল্লেখ করেছেন, তা আমার স্মরণ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এবং ২. ঐ পাক্কা মুমিন ব্যক্তি যে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করল বটে কিন্তু বীরত্বের অভাবে তার শরীর যেন বড় বড় কাটা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তীরের আঘাতে সে নিহত হলো, এ ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণির। ৩. মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে পুণ্যের সাথে পাপকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। যে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যথার্থ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হলো। এ ব্যক্তি ৩য় পর্যায়ের। ৪. ঐ মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে বহু পাপ করেছে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলো। এ ব্যক্তি ৪র্থ পর্যায়ের। -[তিরমিযী] তিনি বলেন, এটা حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَصَدَّقَ اللّٰهُ-এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটির দু রকম অর্থ হতে পারে। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে বিরাট পুরস্কার এবং সুউচ্চ মর্যাদা দান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি পূরণ করেছেন। ২. আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ এবং ছওয়াবের প্রত্যাশার যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তারা নিজেদের বীরত্বের দ্বারা তা সত্যে প্রমাণিত করেছেন।

আলোচ্য হাদীসে শহীদদের শ্রেণিবিন্যাসে প্রথম শ্রেণির শহীদ হলেন- বীর বাহাদুর মুত্তাকী।

দ্বিতীয় শ্রেণির শহীদ : ভীরু মুত্তাকী।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শহীদ : বীর বটে, তবে কারো আমল ভালোমন্দে মিশ্রিত আবার কারো আমল সীমাহীন মন্দ, যাকে ফাসিকও বলা যায়।

وَعَنْ ٣٦٨٣ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَتْلٰى ثَلٰثَةٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِ فَذٰلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُ فِيْ خَيْمَةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهٖ لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ اِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِ مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوْبَهُ وَخَطَايَاهُ اَنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَاُدْخِلَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فَاِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِي النَّارِ اَنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৩৬৮৩. অনুবাদ : হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে নিহত ব্যক্তি তিন শ্রেণির- ১. ঐ মুমিন ব্যক্তি যে নিজের জানমাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। এ ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ; আল্লাহর আরশের নিচে, আল্লাহর তাঁবুর নিচেই তার অবস্থান হবে, তা অপেক্ষা নবীগণ মাত্র নবুয়তের মর্যাদায় অধিক মর্যাদাবান। ২. ঐ মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে পাপ-পুণ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। যে নিজের জানমাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে পাপরাশি ধৌতকারী; তার পাপরাশি ও অপরাধসমূহ মুছে গেছে, তলোয়ার সকল অপরাধ মোচনকারী, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা অবাধে প্রবেশ করবে। ৩. মুনাফিক [কপট মুসলমান] নিজের জানমাল দ্বারা যুদ্ধ করে, শত্রু মোকাবিলায় যুদ্ধ করে মারা যায় বটে; কিন্তু সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তলোয়ার নিফাক বা ঈমানের কপটতা দূর করতে সক্ষম নয়। -[দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ১. পূর্বোক্ত হাদীসে [৩৬৮০ নং এ] একভাবে ভাগ করে শহীদদের চার শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে অন্যভাবে ভাগ করে তিন শহীদগণকে শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ২. আল্লাহর তাঁবু কথাটি রূপক অর্থে– এখানে তাঁর দরবারে, তাঁর নৈকট্যে ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করতে হবে। ৩. مُمَصْمَصَةٌ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় না, অর্থ– পরিষ্কার করা, مَضْمَضَةٌ (ضَادْ অক্ষর দ্বারা) কুলি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৪. কাফেরের তলোয়ার, যা মুসলিমের মস্তকোপরি নিপতিত হয়, তার সকল অপরাধ মার্জনার কারণ হয়ে যায়। অবশ্য বান্দার হক সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বর্ণিত ৩২২৯ নং হাদীসে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শহীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে উক্ত প্রাপক বান্দাকে তার হক বা পাওনা পরিত্যাগে ক্ষমা করতে রাজি করে দেবেন। ৫. মুনাফিক প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়। ঈমান অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের নাম, সে শুধু বাহ্যিকভাবে ঈমানের ভান করেছে। ঈমান ব্যতীত কোনো ইবাদত-বন্দেগি কবুল হয় না, কোনো পুণ্যকর্ম কাজে আসে না। কাজেই জিহাদে মৃত্যুবরণও তার জন্য ব্যর্থ হবে।

مُمَصْمَصَةٌ : 'কামুস' অভিধানে একে مَضْمَضَةٌ শব্দ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ– কুলি করা বা মুখের ভিতরে পানি নড়া-চড়া করা। এখানে 'ফায়েক' অভিধানের ব্যবহৃত অর্থ– পরিষ্কার বা পবিত্র করার অর্থ নেওয়া হয়েছে।

٣٦٨٤ - وَعَنْ ابْنِ عَائِذٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ رَاٰهُ اَحَدٌ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَرَسَ لَيْلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَثٰى عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ اَصْحَابُكَ يَظُنُّوْنَ اَنَّكَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَالَ يَا عُمَرُ إِنَّكَ لَا تُسْاَلُ عَنْ اَعْمَالِ النَّاسِ وَلٰكِنْ تُسْاَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩৬৮৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আয়িয (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির জানাজায় শরিক হলেন, যখন নামাজের উদ্দেশ্যে লাশ রাখা হলো, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়াবেন না, এতো মুনাফিক ব্যক্তি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত জনতার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একে কোনো ইসলামি আমল করতে দেখেছ? এক ব্যক্তি উঠে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আল্লাহর রাস্তায় এক রাত প্রহরার কার্য করেছে। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাজার নামাজ পড়লেন এবং তার কবরে স্বহস্তে কিছু মাটি দিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গীগণের অনেকে তোমাকে জাহান্নামের অধিকারী মনে করে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি জান্নাতের অধিকারী। তিনি আরো বললেন, হে ওমর! মানুষের অপকর্ম সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, [অতএব, তুমি এ সম্পর্কে কিছু বলো না]। তোমাকে তো ফিতরাত [স্বভাব-ধর্ম ইসলাম -এর কর্ম] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে [অতএব, তুমি মানুষের পুণ্যকর্মের কথা বলবে]। [হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ الخ -এর ব্যাখ্যা : হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে পাপী মনে করে তার জানাজা না পড়তে রাসূল ﷺ -কে অনুরোধ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে ওমর! "তোমাকে মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং তোমাকে তো ফিতরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" রাসূল ﷺ -এর এ কথার মর্ম হলো, মানুষের বাহ্যিক কিছু কার্যকলাপ শরিয়ত গর্হিত হলেও তার অন্তর ঈমানের আলোতে উদ্ভাসিত কিনা, তার বিশ্বাস ইসলামের অনুকূল কিনা? এদিকে বিবেচনা করে পরম দয়ালু রাব্বুল আলামীন তার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। কেননা আল্লাহ নিজেকে নিজে رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ বলে অভিহিত করেছেন।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে اَلْفِطْرَةُ বলতে স্বভাবধর্ম ইসলাম ও উত্তম কর্মকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, হাদীসের ভাবার্থ হলো, আন্দাজ ও অনুমানের বশবর্তী হয়ে মৃতব্যক্তির ব্যাপারে কোনো অশোভনীয় মন্তব্য করা ঠিক নয়। কেননা এক বর্ণনায় রয়েছে- اُذْكُرُوْا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ অর্থাৎ তোমরা মৃত ব্যক্তিগণকে উত্তমগুণে স্মরণ কর।

مَتٰى يَكُوْنُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ **[জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়ে পড়ে?]** : সাধারণত জিহাদ ফরজে কিফায়াহ। তবে সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো জিহাদ ফরজে আইন হয়ে পড়ে। নিম্নলিখিত অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন। যেমন-

১. যদি মুসলমানগণ শত্রুপক্ষের আক্রমণের শিকার হয়, তখন মুসলিম খলিফার নির্দেশে জিহাদ করা ফরজে আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى

২. মুসলমানদের জান ও মাল যদি হুমকির সম্মুখীন হয়, তখনও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর জিহাদ করা ফরজে আইন।

৩. যে সকল মুসলমান প্রথমে যুদ্ধ করবে, তারা যদি আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, তখন পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর জিহাদ করা ফরজে আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ"

بَابُ اِعْدَادِ اٰلَةِ الْجِهَادِ
পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

"اِعْدَادٌ" শব্দটি মাসদার, অর্থ হলো– প্রস্তুতকরণ, প্রস্তুতি, রচনা, প্রণয়ন। আর اٰلَةٌ শব্দটি اِسْمٌ একবচন, বহুবচনে اٰلَاتٌ অর্থ হলো– যন্ত্রপাতি। এক কথায় যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামকে اٰلَةٌ বা হাতিয়ার বলা হয়, শুধু তরবারি বা ঘোড়া নয়। সুতরাং যুগের চাহিদানুয়ায়ী যে কোনো হাতিয়ারকে اٰلَةٌ বলা হয়। তাই বর্তমান যুগের সমস্ত ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য আল্লাহর কালামেও নির্দেশ রয়েছে। যেমন– "দুশমনের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর।" আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ নির্দেশ সংবলিত মহানবী ﷺ -এর কিছু হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦٨٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اِلَا اَنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اِلَا اَنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ اِلَا اَنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৮৫. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, তোমরা শত্রুদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রেখো, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। শোন, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। শোন! প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[مَعْنَى الْقُوَّةِ] اَلْقُوَّةُ -এর অর্থ] : قُوَّةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– শক্তি। তবে এখানে কুরআনে বর্ণিত قُوَّةٌ -এর অর্থ শত্রুর মোকাবিলার জন্য যে কোনো প্রকারের হাতিয়ার বা অস্ত্র। তবে তৎকালীন যুদ্ধে অন্যান্য অস্ত্রের তুলনায় নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্রই এর আওতায় পড়বে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আধুনিক যুগে যুদ্ধে ব্যবহৃত নিক্ষেপযোগ্য সকল প্রকার মারণাস্ত্রও رَمْىٌ 'রমী' শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই হাদীসের শব্দ اَلرَّمْىُ 'রমী' -এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য হাতিয়ারের কোনো মূল্য নেই।

قَوْلُهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর] : যুদ্ধে শক্তি অর্জন করা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন– অস্ত্রের দ্বারা, অর্থের দ্বারা, সেনাধিক্য দ্বারা, বা পরামর্শ দ্বারা। মোটকথা, যখন যা কিছুর প্রয়োজন দেখা দেয় তা সংগ্রহ করা যদিও রাসূল ﷺ তীরন্দাজীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মূলত সে যুগে তীর নিক্ষেপ করাই ছিল অত্যধিক কার্যকর ব্যবস্থা। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সর্বপ্রথম মুসলমানদের পক্ষ হতে তীর নিক্ষেপ করেছেন। তজ্জন্য রাসূল ﷺ তাঁকে উৎসাহিত করে তাঁর প্রতি নিজের পিতামাতাকে উৎসর্গ করেছেন।

٣٦٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الرُّوْمُ وَيَكْفِيْكُمُ اللّٰهُ فَلَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهُمِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৮৬ অনুবাদ : উক্ত হাদীসও হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেন, অচিরেই রোম সাম্রাজ্য তোমাদের হাতে বিজিত হবে এবং আল্লাহই তোমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তীর পরিচালনা শিক্ষা করার মধ্যে অলসতা না করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الرُّوْمُ [রোম তোমাদের হাতে আসবে] : রাসূল ﷺ -এর এ ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.)-এর ওফাতের পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূক (রা.) রোমীয় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর খেলাফতকালে সমগ্র রোম সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।

قَوْلُهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ [তোমরা তীর শিক্ষায় অবহেলা করো না] : রোমীয় খ্রিস্টান ছিল তীর পরিচালনায় খুব সুদক্ষ। সুতরাং তাদেরকে পরাস্ত ও প্রতিহত করতে হলে তীর নিক্ষেপে খুব পটু হতে হবে। এজন্য রাসূল ﷺ তীর পরিচালনা শিক্ষা গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। এতে বুঝা গেল যুগোপযোগী হাতিয়ার দ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

وَعَنْهُ ٣٦٨٧ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْ عَصٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৮৭. **অনুবাদ :** উক্ত হাদীসও হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিখে তা পরিত্যাগ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, অথবা বলেছেন, সে নাফরমানি করল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْ عَصٰى [সে আমাদের দলভুক্ত নয়] : কথাটি ভীতি প্রদর্শনমূলক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে অমুসলিম বলা যাবে না বা সে ইসলাম হতে খারিজ হয়েও যাবে না। তবে তা বর্জন করলে গুনাহ ও নাফরমানি হবে এতে সন্দেহ নেই। কেননা তাকে পরিহার করা মানে হলো পক্ষান্তরে জিহাদ হতে অনীহা প্রকাশ করা। অথচ সাধারণ পর্যায়ে জিহাদ সর্বকালে সর্বস্তরের লোকের উপর ফরজ। যদিও সর্বদা ফরজে আইন নয়।

قَوْلُنَا فِىْ ضَوْءِ الْحَدِيْثِ [হাদীসের আলোকে আমাদের কথা] : রোমীয় খ্রিস্টান সাম্রাজ্য ছিল মুসলিম সীমান্তের সংলগ্ন। যে কোনো সময় তাদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে- এ আশঙ্কায় মুসলমানদেরকে তীরন্দাজীর উপর অনুশীলন বহাল রাখার প্রতি কঠোর ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে- اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ। অর্থাৎ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ হিসেবে ইসলামের শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে যুগোপযোগী যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার প্রশিক্ষণ চালু রাখা অত্যাবশ্যক।

وَعَنْ ٣٦٨٨ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ لِاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَاَمْسَكُوْا بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ فَقَالُوْا كَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ قَالَ اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৬৮৮. **অনুবাদ :** হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আসলাম' গোত্রীয় একদল লোকের কাছে গমন করলেন, এ সময় তারা বাজারের মধ্যে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় রত ছিল। তখন রাসূল ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীর চালনা কর। কেননা তোমাদের পিতামহ [হযরত ইসমাঈল (আ.)] তীরন্দাজ ছিলেন। [অতঃপর তিনি একদলের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন], আমি অমুক দলের পক্ষে আছি। তারপর অপর দল তীর চালনা বন্ধ করে দিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের কী হলো [যে, তোমরা তীর চালনা হতে বিরত রইলে?] তারা বলল, আমরা কিরূপে তীর ছুড়তে পারি? আপনি যে অমুক দলের সাথে রয়েছেন? এবার তিনি বললেন, আচ্ছা তোমরা তীর ছুড়তে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গেই আছি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ **[বাজারে তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা]** : বাজারে, মসজিদে, মাহফিলে এক কথায় মানুষের ভিড়ের মধ্যে কোনো রকমের ধারালো অস্ত্র উন্মুক্তভাবে নিয়ে গমন করা নিষিদ্ধ। আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে দেখা যায় বাজারে তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, শুধু তা নয়; বরং এর প্রতি রাসূল ﷺ আরো উৎসাহিত করেছেন। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধানে বিভিন্নভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে–

১. এখানে اَلسُّوْقِ অর্থ– অবিকল বাজার নয়; বরং বাজারের সংলগ্ন কোনো নির্দিষ্ট স্থান। ২. اَلسُّوْقِ প্রচলিত অর্থ– বাজার নয়; বরং একটি স্থানের নাম। ৩. আবার কেউ কেউ বলেন, اَلسُّوْقِ তা বহুবচন, একবচনে سَاقٌ অর্থ– পায়ের গোড়ালি। অর্থাৎ তারা মাটিতে পায়ে দাঁড়িয়ে তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল, সওয়ারির উপর হতে নয়। অতএব, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ ٣٦٨٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ إِذَا رَمٰى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ إِلٰى مَوْضِعِ نَبْلِهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৬৮৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, [ওহুদ যুদ্ধে] হযরত আবূ তালহা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সাথে একই ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করছিলেন। আর আবূ তালহা ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নবী করীম ﷺ উঁকি মেরে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা লক্ষ্য করতেন।

–[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : চোখের পলকের উপরে হাত রেখে ছায়া সৃষ্টি করত দূরের লক্ষ্যবস্তুকে দেখাকে আরবিতে إِسْتِشْرَافٌ বলে।

وَعَنْهُ ٣٦٩٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَرَكَةُ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বরকত ও কল্যাণ ঘোড়ার কপালের মধ্যে নিহিত।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٦٩١ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْوِيْ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৯১. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে ঘোড়ার কপালের কেশরাজি মোড়াচ্ছেন এবং বলছেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ, নেকি ও গনিমত বিজড়িত রয়েছে।

–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْخَيْرُ فِيْ نَوَاصِيْ الْخَيْلِ [ঘোড়ার কপালে কল্যাণ] : সর্বকালে-সকলদেশে ও সকল সমাজে ঘোড়া যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি আধুনিক যুগের যুদ্ধেও অশ্বারোহী বাহিনীর ভূমিকা ও অপরিহার্যরূপে স্বীকৃত। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও ঘোড়া ছিল যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। তাই তার কথা উল্লেখ করে যুগোপযোগী সমরোপকরণকেই বুঝানো হয়েছে। জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে মালে-গনিমত ও আখেরাতে বিরাট পুরস্কার বিশেষভাবে ঘোড়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

اَلنَّوَاصِيْ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে نَاصِيَةٌ অর্থ– কপাল। এখানে কপাল বলে গোটা দেহ বুঝানো হয়েছে। যেমন– আমরা বলে থাকি, 'অমুকের কপাল ভালো' অর্থাৎ লোকটি ভাগ্যবান। অনুরূপভাবে এখানে ঘোড়ার কপাল বলে ঘোড়াকেই বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٣٦٩٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شِبْعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ وَبَوْلَهٗ فِيْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৬৯২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওয়াদার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিন তার খাদ্য এবং পানীয় পেশাব-পায়খানা তার আমলের পাল্লায় ওজন করা হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِحْتَبَسَ-এর অর্থ : اِحْتَبَسَ অর্থ– বেঁধে রাখা, রুখে রাখা, আবার আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ঘোড়া লালনপালনের এ নিয়ত রাখে যে, যখনই জিহাদের ডাক আসবে তখনই তা নিয়ে বের হবে। এমন ঘোড়ার পেশাব-পায়খানা, খানাপিনা ইত্যাদির বিনিময়ে তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে, ফলে তাও তার নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার অর্থ এই নয় যে, অবিকল পেশাব-পায়খানাকে আমলের পাল্লায় রাখা হবে।

وَعَنْهُ ٣٦٩٣ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ اَنْ يَّكُوْنَ الْفَرَسُ فِيْ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِيْ يَدِهِ الْيُسْرٰى اَوْ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنٰى وَرِجْلِهِ الْيُسْرٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৯৩. **অনুবাদ :** উক্ত হাদীসও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার মধ্যে 'শিকাল' হওয়া পছন্দ করতে না। [বর্ণনাকারী বলেন,] 'শিকাল' ঐ ঘোড়াকে বলা হয়– যার পিছনের ডান পায়ে এবং সামনের বাম পায়ে শ্বেতবর্ণ থাকে। অথবা সামনের ডান পায়ে এবং পিছনের বাম পায়ে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'শিকাল'-এর অর্থের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তবে অনেকের মতে ঘোড়ার যে কোনো পা শ্বেতবর্ণ হওয়াকে শিকাল বলে। এ ধরনের ঘোড়াকে রাসূল ﷺ কেন অপছন্দ করতেন, তা তিনিই ভালো জানেন, তবে কারো মতে অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত যে, এ জাতীয় ঘোড়ার মধ্যে ভালো গুণাবলি থাকে না এবং বাহ্যত দেখতেও ভালো দেখায় না।

আর হাদীসের শেষাংশে 'শিকাল'-এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে। এটা রাসূল ﷺ -এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা হলে তাতে মতভেদ প্রকাশের অবকাশ থাকত না।

وَعَنْ ٣٦٩٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَاَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوِدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ اَمْيَالٍ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيْلٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৬৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাফইয়া' নামক স্থান হতে ছানিয়্যাতুল বিদা' নামক স্থান পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেছেন। আর এ স্থান দুটির মধ্যকার দূরত্ব হলো ছয় মাইল। আর প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেছেন ছানিয়্যাতুল বিদা' হতে যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত, এ জায়গা দুটির মধ্যকার দূরত্ব ছিল এক মাইল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِضْمَارٌ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, আভিধানিক অর্থ হলো- কৃচ্ছ্র বা পাতলা করা। আর ঘোড়াকে اِضْمَارٌ করার নিয়ম হলো- কোনো ঘোড়াকে কিছুদিন খুব বেশি পরিমাণে খানা-পিনা সরবরাহ করা হতো, যখন তা খুব মোটাতাজা হতো তখন ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা হতো। অতঃপর যখন আসল খোরাকের পরিমাণে নেমে আসত তখন তাকে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে তার গায়ের উপর মোটা একটি চট বা কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হতো। যখন তার শরীরের সমস্ত মেদরস ইত্যাদি শুকিয়ে কমে যেতো তখন তার শরীরের মাংস কমে যেতো; কিন্তু দেহের শক্তি যথারীতি বহাল থাকত। এ ঘোড়াকে خَيْلٌ مُضْمَرٌ অর্থাৎ ইযমারকৃত ঘোড়া বলা হতো। ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় এ ঘোড়াকে ব্যবহার করা হতো। আর বদরের নিকট এ জাতীয় ঘোড়া ছিল অধিক প্রিয় ও চড়া দামি।

اَلْمُسَابَقَةُ فِى الْخَيْلِ **[ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা] :** আলোচ্য হাদীসের আলোকে যদি কেউ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার বৈধতা প্রমাণ করতে চান, তবে তা ঠিক হবে না। কারণ রাসূল ﷺ যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়েছেন তা ছিল জিহাদের অংশবিশেষের প্রশিক্ষণ। আর বর্তমান বিশ্বে যা প্রচলিত, তা লটারি ও জুয়া ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তা হারাম।

وَعَنْ ٣٦٩٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّا يَرْتَفِعَ شَىْءٌ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا وَضَعَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৬৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'আযবা' নামক একটি উষ্ট্রী ছিল, দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো উটই তাকে পিছনে ফেলতে পারত না। একবার জনৈক গ্রাম্য আরব একটি উটের পিঠে আরোহণ করে আসল এবং রাসূল ﷺ -এর উষ্ট্রীকে পিছনে ফেলে আগে চলে গেল। তা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [সান্ত্বনা স্বরে] বললেন, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, পৃথিবীর যে জিনিসই ঔদ্ধত্য হয়- আল্লাহ তাকে অবনত করে দেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ আল্লাহর এটা চিরন্তন বিধান যে, পৃথিবীতে যে মাথা উঁচু করে উঠে, তাকে সর্বদা সে অবস্থায় রাখেন না। সুতরাং তারও পরিণতি আছে। হার-জিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব, তাতে দুঃখের কী আছে?

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৬৯৬ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلٰثَةَ نَفَرٍ فِى الْجَنَّةِ صَانِعَهٗ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىَ بِهٖ وَمُنَبِّلَهٗ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا كُلُّ شَىْءٍ يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ اِلَّا رَمْيَهٗ بِقَوْسِهٖ وَتَاْدِيْبَهٗ فَرَسَهٗ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَاَتَهٗ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَزَادَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَمَا عَلِمَهٗ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهٗ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

৩৬৯৬. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন– এক তীরের অসিলায় তিন প্রকারের লোক বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে। ১. তার প্রস্তুতকারী, যে ছওয়াবের নিয়তে তা তৈরি করে। ২. তীর নিক্ষেপকারী ও ৩. তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। তবে তোমাদের তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ আমার নিকট তোমাদের সওয়ারি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। নিম্নোক্ত [তিনটি] কাজ ব্যতীত প্রত্যেক জিনিস মানুষের জন্য অন্যায় ও অনর্থক। ১. ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা। ২. অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ ও ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। মোটকথা এগুলো শরিয়তে বৈধ ও স্বীকৃত। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] তবে আবূ দাউদ ও দারিমী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন– যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা গ্রহণ করার পর অবহেলা বা অনীহা প্রকাশে তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করল। অথবা বলেছেন, সে আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রমী ও রুকূব একত্রে বর্ণনা করার অর্থ হলো, রমী বা তীরন্দাজী সাধারণত পদব্রেজে মাটিতে দাঁড়িয়ে হয়ে থাকে, সওয়ারি অবস্থায় শুধু আঘাত দেওয়া হয়। তবে উভয়ের মধ্যে রমী করাই উত্তম। কেননা সওয়ারি অবস্থায় মনের মধ্যে কিছু অহংকার-গর্বও আসতে পারে। মোটকথা, উভয় অবস্থায় তীরন্দাজী প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

৩৬৯৭ وَعَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ نِ السُّلَمِىِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهٗ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهٗ عِدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৩৬৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ নাজীহ সুলামী (র.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ দ্বারা [কোনো কাফেরের উপর] আঘাত হানে, তার জন্য বেহেশতে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করল [চাই তা কাফেরের গায়ে লাগুক আর নাই লাগুক], তার জন্য একটি গোলাম আজাদ করার পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইসলামের কাজে নিয়োজিত থেকে বার্ধক্যের শুভ্রতায় পৌঁছেছে– তার সেই শুভ্রতা কিয়ামতের দিন তার জন্য উজ্জ্বল নূরে পরিণত হবে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَرَوٰى اَبُوْ دَاوٗدَ الْفَصْلَ الْاَوَّلَ وَالنَّسَائِيُّ الْاَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالتِّرْمِذِيُّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَدَلَ فِي الْاِسْلَامِ.

আবূ দাউদ এই হাদীসের কেবলমাত্র প্রথম অংশটি, নাসায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় অংশটি এবং তিরমিযী দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশটি বর্ণনা করেছেন। তবে বায়হাকী ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতের মধ্যে فِي الْاِسْلَامِ-এর স্থলে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٣٦٩٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا سَبَقَ اِلَّا فِيْ نَصْلٍ اَوْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৬৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তীরন্দাজী, অথবা উট কিংবা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতিযোগিতা বৈধ নয়। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْجَائِزَةِ فِي السَّبَقِ [প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক গ্রহণ করা] : পুরস্কারের শর্তে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা জায়েজ নেই। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়েরই নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে জিহাদের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং মুজাহিদদেরকে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ মালসম্পদ প্রদান ও গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা তাতে পুরস্কার ঘোষিত বা পূর্বশর্ত থাকে না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে হার-জিতের শর্তে কিছু দেওয়া-নেওয়া হারাম। কেননা তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْهُ ٣٦٩٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَاِنْ كَانَ يُؤْمِنُ اَنْ يُسْبَقَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ اَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهٖ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ) وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوٗدَ قَالَ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِيْ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ اَمِنَ اَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ.

৩৬৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দুটি ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি সংযোজন করে, এমতাবস্থায় যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবে, তখন তাতে কোনো দোষ নেই। –[শরহে সুন্নাহ]

আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি প্রতিযোগিতার দুই ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া প্রবেশ করাল, অথচ তা আগে যেতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে আস্থা নেই, তখন তা জুয়া হবে না। আর যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসে তার ঘোড়া প্রবেশ করায় যে, তা নিশ্চিত আগে যাবেই, তখন তা জুয়া হবে। আর তা হারাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلشَّرْطُ بِالسَّبَقِ [প্রতিযোগিতার শর্ত আরোপ করা] : প্রতিযোগিতার মধ্যে উভয় পক্ষ হতে শর্ত আরোপ করা জায়েজ নেই; বরং তা জুয়া যা শরিয়তে হারাম। যেমন এক ব্যক্তি বলল, যদি তোমার ঘোড়া আগে যেতে পারে তবে আমি একশত টাকা দেব। আর যদি আমার ঘোড়া আগে চলে যায়, তাহলে তুমি আমাকে একশত টাকা দিতে হবে। তা জায়েজ নেই।

কেননা তা হারাম। আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এ প্রতিযোগিতায় শামিল হয় এই শর্তে যে, যদি সে বিজয়ী হয় তবে উভয়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাবে; কিন্তু হেরে গেলে তাকে কিছুই দিতে হবে না। এভাবে প্রতিযোগিতা জায়েজ। মোটকথা, সরকারের কোনো বা সংস্থার পক্ষ হতে পুরস্কার ঘোষণা করলে তা বৈধ হবে। অনুরূপভাবে জয় সুনিশ্চিত না থাকলেও প্রতিযোগিতা দূষণীয় হবে না।

وَعَنْ ٣٧٠٠ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ زَادَ يَحْيٰى فِىْ حَدِيْثِهٖ فِى الرِّهَانِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِىْ بَابِ الْغَصَبِ)

৩৭০০. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন جَلَبْ ও جَنَبْ জায়েজ নেই। ইয়াহইয়া অত্র হাদীসে বর্ধিত করে বলেছেন– ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

ইমাম তিরমিযী (র.) আরো কিছু বর্ধিতসহ بَابُ الْغَصَبِ ছিনতাই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَلَبْ ও جَنَبْ-এর ব্যাখ্যা : এ শব্দ দুটি 'জাকাত' অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য উভয় জায়গায় আভিধানিক অর্থ এক হলেও ব্যবহারিক অর্থ পৃথক পৃথক। جَلَبْ অর্থ– টানা বা হাঁকা এবং جَنَبْ অর্থ– পার্শ্ব বা সে পিছন হতে হাঁকা-হাঁকি করে ঘোড়াটিকে তাড়াতে থাকা। আর جَنَبْ মানে প্রতিযোগিতার সময় আরোহিত ঘোড়া ব্যতীত আরেকটি ঘোড়া তার পার্শ্বে রাখা, যাতে আরোহিত ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে পরিত্যাগ করে দ্রুতগতিতে তাতে আরোহণ করতে পারে। তা জায়েজ নেই। বস্তুত তাতে ঘোড়ার পরিবর্তে আরোহীর প্রতিযোগিতাই অর্থহীন ও প্রহসনে পরিণত হবে।

جَلَبْ এবং جَنَبْ-এর তিনটি পদ্ধতি হয়ে থাকে। যথা–

১. সদকা আদায়ের মধ্যে।

২. ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে।

৩. ঘোড়দৌড়ের মধ্যে। এসব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিতাবুয যাকাতের মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আর উপরিউক্ত হাদীসে جَلَبْ এবং جَنَبْ-এর তৃতীয় পদ্ধতি উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٣٧٠١ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْاَدْهَمُ الْاَقْرَحُ الْاَرْثَمُ ثُمَّ الْاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِيْنِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلٰى هٰذِهِ الشِّيَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৩৭০১. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সেই ঘোড়াই সর্বোত্তম যার সারা দেহ কালো এবং কপালে ও নাকের দিকে কিঞ্চিৎ সাদা চিহ্ন আছে। অতঃপর যার কপালে সামান্য সাদা চিহ্নসহ পায়ের দিকেও সাদা। কিন্তু ডান পা যেন সাদা বর্ণের না হয়। অতঃপর যদি মিশ্র কালো বর্ণের ঘোড়া না হয়, তবে উক্ত চিহ্নসহ খয়েরি রংয়ের ঘোড়া উত্তম। –[তিরমিযী ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আরবদের উট, ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ার সম্পর্কে সেই অধিক অভিজ্ঞ। এ হিসেবে রাসূল ﷺ ঘোড়ার গুণাবলি বিন্যাস করেছেন।

وَعَنْ ٣٧٠٢ اَبِىْ وَهَبِ الْجُشَمِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَدْهَمَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ) ـ

৩৭০২. অনুবাদ : হযরত আবূ ওহাব জুশামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্য তোমরা এমন ঘোড়া বেছে নাও যা খয়েরি বর্ণের এবং কপাল ও হাত-পা কিঞ্চিৎ শুভ্র, অথবা লালবর্ণের যার কপাল ও হাত-পা সামান্য সাদা, অথবা মিশ্র কালো যার কপাল ও হাত-পা সাদা। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٣٧٠٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُمْنُ الْخَيْلِ فِى الشُّقْرِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭০৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোর লালবর্ণের ঘোড়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আমরা পূর্বেই বলেছি আরবগণ ঘোড়ার সাথে বেশি সম্পৃক্ত। ঘোড়া ছিল তাঁদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় সম্পদ। তাদের সমাজে প্রবাদে বলা হতো– لَيْسَ الْمَتَاعُ اِلَّا الْخَيْلُ ঘোড়াইতো একমাত্র সম্পদ। যুদ্ধে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণে স্বয়ং রাসূল ﷺ তার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেছেন। তাই বিভিন্ন বর্ণ আকৃতির বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। ফলে তাতে গুণেরও বিন্যাস ঘটেছে।

وَعَنْ ٣٧٠٤ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ نِ السُّلَمِىِّ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَقُصُّوْا نَوَاصِىَ الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا اَذْنَابَهَا فَاِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُهَا وَمَعَارِفُهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيْهَا مَعْقُوْدٌ فِيْهَا الْخَيْرُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭০৪. অনুবাদ : হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন। তোমরা ঘোড়ার কপালের ও ঘাড়ের চুল এবং তার লেজের পশম কাটিও না। কেননা লেজ হলো তার পাখা [সে তা দ্বারা মশা-মাছি তাড়ায়], আর গর্দানের চুল হলো উষ্ণতা লাভের উপকরণ [শীতের আবরণ], আর তার কপালের চুলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٧٠٥ اَبِىْ وَهَبِ نِ الْجُشَمِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَاَعْجَازِهَا اَوْ قَالَ اَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلَا تُقَلِّدُوْهَا الْاَوْتَارَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৩৭০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ ওহাব জুশামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ঘোড়াকে সযত্নে বেঁধে রাখ। [অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখ] এবং কপালে ও পিঠে অথবা বলেছেন, নিতম্বে হাত বুলাও এবং তাদের গলায় মালা পরাও; কিন্তু গলায় ধনুকের তূণ বেঁধো না। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَقْلِيْدُ الْاَوْتَارِ فِىْ عُنُقِ الدَّابَّةِ [পশুর গলায় কামানের তূণ বাঁধা] : ঘোড়া বা পশুর গলায় কামানের তূণ বা তাবিজ বাঁধা সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। উক্ত নিষেধ তিন কারণে হতে পারে। যথা–

১. তাদের ধারণা ছিল কামান ধনুকের রশি পশুর গলায় বেঁধে দিলে পশুতে বদ-নজর লাগবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এ উদ্দেশ্যে বাঁধা জায়েজ। তবে রাসূল ﷺ -এর নিষেধের কারণ হলো, সব কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয়। কাজেই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল রাখা বাঞ্ছনীয়।

২. অনেক সময় অসাবধানতায় উক্ত তুন বা রশি দ্বারা গলায় ফাঁস পড়তে পারে। বিশেষত পশু যখন জঙ্গলে বা বাগানে ঢুকে, যা মৃত্যুর কারণ হবে।

৩. আবার অনেক সময় তার সাথে ঘণ্টা বা ঝুমঝুমি বেঁধে দেওয়া হতো। অথচ তাকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। তবে এ নিষেধ অর্থ হারাম নয়; বরং মাকরূহ। অবশ্য সৌন্দর্যের জন্য পশুর গলায় মালা কিংবা বালামুসিবত হতে নিরাপদে থাকার জন্য তাবিজ বাঁধা জায়েজ আছে। মোটকথা, পর পর হাদীস দুটিতে ঘোড়ার প্রতি যত্নবান হওয়ার আদেশ রয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٠٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُوْرًا مَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَثٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلٰى فَرَسٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৭০৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন নির্দেশিত বান্দা। সুতরাং সকল আদেশ নিষেধ সকলের জন্য সমানভাবে প্রচার করেছেন। আমাদের [আহলে বাইতের] জন্য কোনো কিছু [গোপন করত] নির্দিষ্ট করে যাননি, তিন কাজ ব্যতীত। আর তা হলো, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা পরিপূর্ণভাবে অজু করি। আমরা যেন জাকাত-সদকা না খাই এবং ঘোড়া-গাধার সংমিশ্রণে প্রজনন না করি। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে, উম্মতকে নির্দেশিত বস্তুসমূহের আদেশ দান এবং নিষেধকৃত বস্তুসমূহ থেকে বাধা প্রদানের জন্য রাসূল ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত এবং এক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছাচারী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। যদি তিনি স্বেচ্ছাচারী হতেন, তাহলে মানুষের স্বভাবগত চাহিদার দরুন নিজের পরিবার-পরিজনকে বিশেষভাবে কোনো আদেশ দান করতেন। অথচ তিনি বিশেষ কোনো আদেশ দান করেননি। আর এ কথার মাধ্যমে শিয়া সম্প্রদায়ের দৃঢ়ভাবে খণ্ডন হয়ে গিয়েছে। যারা বলে থাকে যে, রাসূল ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনকে বিশেষ জ্ঞান ও বিদ্যা দান করেছেন যা অন্যদেরকে দান করেননি। অথবা এর মর্ম হচ্ছে, রাসূল ﷺ হচ্ছেন ব্যাপকভাবে দীনের প্রচার-প্রসার, নবুয়তের দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দেশিত كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ الخ [অর্থাৎ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "হে নবী! আপনি পৌঁছিয়ে দিন মানুষের নিকট যা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে"।] আর এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে চুল পরিমাণও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়নি। পক্ষান্তরে হাদীসের মধ্যে যে তিনটি বস্তুকে রাসূল ﷺ -এর পরিবারের জন্য বিশেষীকরণের যে আলোচনা রয়েছে তন্মধ্যে হতে শুধুমাত্র জাকাত খাওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট দুটি তো সব মানুষের জন্য ব্যাপক। তাই এতে বিশেষত্বের কী অর্থ রয়েছে? বিধায় এর জবাব হচ্ছে যে, পরিপূর্ণভাবে অজু করা অন্যান্য লোকদের বেলায় মোস্তাহাব এবং রাসূল ﷺ -এর পরিবার পরিজনের জন্য ওয়াজিব। এমনিভাবে গাধা দ্বারা ঘোড়ার উপর প্রজনন করানো সকল মানুষের জন্য 'মাকরূহে তানযীহী' এবং হুজুর ﷺ -এর পরিবার-পরিজনের জন্য 'মাকরূহে তাহরীমী'।

অথবা অন্যদের জন্য এ আদেশ হচ্ছে স্বাভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল ﷺ -এর পরিবার-পরিজনের জন্য এ আদেশ হচ্ছে কঠোরভাবে।

إِزَالَةُ الشُّبَهِ [প্রশ্নের অপনোদন] : জাকাত-সদকা খাওয়া আহলে বাইত তথা বনূ হাশিমের জন্য হারাম। তা তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে সন্দেহ বা কারো দ্বিমত নেই, তবে পাধার দ্বারা ঘোড়ী সঙ্গম বা প্রজনন করানো এটা মাকরূহ; হারাম নয়। আর পরিপূর্ণভাবে অজু করা মোস্তাহাব। অথচ তা সমস্ত মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে আহলে বাইতকে এ সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন মাত্র। তা হতে বুঝা যায়; শরিয়তের বিধানসমূহ আদেশ-নিষেধের বেলায় সকল মানুষ সমান হলেও শ্রেণিবিন্যাসে তারতম্য রয়েছে।

٣٧٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৭০৭. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি খচ্চর উপঢৌকন পাঠানো হলো; অতঃপর তিনি তার উপর সওয়ার হলেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, [হে আল্লাহর রাসূল!] যদি আমরা গাধাকে ঘোড়ীর সঙ্গে মিলন [সঙ্গম] করাতাম, তবে এ ধরনের খচ্চর আমরাও লাভ করতাম। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নির্বোধ লোকেরাই এরূপ করে থাকে। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ : [কুরআন ও হাদীসে বিরোধ] : অত্র হাদীসে দেখা যায় রাসূল ﷺ খচ্চর হাদিয়াস্বরূপ গ্রহণ করেছেন এবং তাতে সওয়ারও হয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত পশুর উল্লেখ করে বান্দার উপর স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেছেন, তন্মধ্যে খচ্চরের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً এতে প্রমাণিত হয় যে, খচ্চর প্রজনন ও উৎপাদন মূলত জায়েজ আছে। এর জবাবে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, খচ্চর প্রজনন ও উৎপাদন জায়েজ নেই; কিন্তু ব্যবহার করা জায়েজ। তবে আসল কথা হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করতেন, তাই বলেছেন, এটা মূর্খ লোকদের কাজ।

٣٧٠٨ - وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৭০৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তলোয়ারের বাঁটের উপরিভাগ রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى كَلِمَةِ قَبِيْعَةٍ [قَبِيْعَةٌ শব্দের অর্থ] : এর অর্থে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন– তলোয়ারের গোড়ার টুপি। আবার কেউ বলেন, তলোয়ারের গোড়ায় এবং বাঁটের মাথার উভয় পার্শ্বের নাকের ন্যায় মোড়ানো গুটলীদ্বয়। আবার কেউ বলেন, তলোয়ারের বাঁট ইত্যাদি।

تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالْفِضَّةِ [অস্ত্রে রূপা-চাঁদির ব্যবহার] : শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে; সামান্য পরিমাণে রূপা দ্বারা তলোয়ারকে মোড়ানো কিংবা তার বাঁটে লাগানো জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে তলোয়ারের কবজিতেও চাঁদি মোড়ানো জায়েজ; তবে ঘোড়ার লাগামে বা জিনপোষে কিংবা গদিতে ব্যবহার করার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মুবাহ, আবার কেউ বলেছেন, হারাম। অনুরূপভাবে যুদ্ধের চাকু-ছুরির মধ্যে চাঁদি ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার মধ্যে সকলেই একমত। যদিও সামান্য পরিমাণে জায়েজ আছে। এ মাসআলাটি আবূ দাঊদের শরাহ বাযলুল মাজহূদে بَابٌ فِي السَّيْفِ يُحَلّٰى শীর্ষক পরিচ্ছেদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٠٩ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ (رض) قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৭০৯. **অনুবাদ :** হযরত হূদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তাঁর দাদা অথবা নানা মাযীদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর তলোয়ারে স্বর্ণ ও চাঁদি মোড়ানো ছিল। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** পুরুষদের সোনা ও রূপায় নির্মিত জিনিস ব্যবহার সম্পর্কে ইমামদের অভিমত হলো, স্বর্ণের সর্বপ্রকার জিনিস ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ও হারাম। অনেক লোককে দেখা যায় গলায় স্বর্ণের চেইন বা হাতে সোনার আংটি অবলিলাক্রমে ব্যবহার করেন, অথচ তারা জানেন না অথবা জেনেও মানেন না যে, একটি জঘন্যতম হারামের মধ্যে তারা অহর্নিশ লিপ্ত রয়েছেন। আর রূপা বা চাঁদি একান্ত প্রয়োজনে চার আনা ওজন পরিমাণ ব্যবহার করা জায়েজ। তবে সৌখিনতা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তা ব্যবহার জায়েজ নেই। অবশ্য ছুরি, তলোয়ার ইত্যাদির বাঁটে তা সামান্য পরিমাণে জায়েজ আছে। এ মাসআলাটি আবূ দাউদের শরাহ বায্লুল মাজহূদে بَابٌ فِي السَّيْفِ يُحَلّٰى শীর্ষক পরিচ্ছেদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧١٠ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৭১০. **অনুবাদ :** হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের লড়াইয়ের দিন নবী করীম ﷺ দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। অবশ্য একটির উপরে আরেকটি ছিল। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لُبْسُ الدِّرْعِ فِي الْحَرْبِ **[যুদ্ধে লৌহবর্ম পরিধান] :** دِرْع অর্থ– লৌহ নির্মিত জামা বা পোশাক। তা অনেকটা গাউন বা ওভার কোটের মতো যুদ্ধের ময়দানে এটা পরিধান করা হয়। আত্মরক্ষা বা নিজের হেফাজতের জন্য তা ব্যবহার করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ গণ্য হবে না।

حُكْمُ اِرْسَالِ الصَّحَابِيِّ **[সাহাবীর ইরসালের হুকুম] :** ইয়াযীদ ও সায়েব- তাঁরা পিতা-পুত্র উভয়েই সাহাবী। ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় সায়েবের বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর। সুতরাং তৃতীয় হিজরিতে ওহুদের যুদ্ধের সময় সায়েব ছিলেন অল্প বয়সী শিশু। কাজেই তিনি যে ওহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না তা সুনিশ্চিত। এ হিসেবে হাদীসটি মুরসাল। আর মুহাদ্দিসগণের কাছে কোনো সাহাবীর ইরসালকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

وَعَنْ ٣٧١١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَتْ رَايَةُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ سَوْدَاءَ وَلِوَائُهُ اَبْيَضَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৭১১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর বড় ঝাণ্ডাটি ছিল কালো বর্ণের এবং ছোট ঝাণ্ডাটি ছিল সাদা বর্ণের –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَايَةٌ ও لِوَاءٌ **-এর মধ্যে পার্থক্য :** আসলে দুটির অর্থই পতাকা। তবে বড় এবং ভারী পতাকাকে رَايَةٌ বলে, তা গোটা সেনাদলের পরিচয় প্রতীক। রাসূল ﷺ -এর এ পতাকার নাম ছিল عِقَابٌ [ওকাব]। আর ছোট আকারের পতাকা, যা খণ্ড খণ্ড কাপড়ের দ্বারা তৈরি করা হতো এবং বর্শা ও তীরের মাথায় বেঁধে উত্তোলন করত ক্ষুদ্র সৈন্যদল যেদিকে মোড় নেয় উক্ত পতাকাটিও সেই দিকে মুড়িয়ে নেওয়া হয়, একে বলে لِوَاءٌ। আবার কেউ এর বিপরীত অর্থও বলেছেন।

وَعَنْ ٣٧١٢ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ اِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭১২. অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের আজাদকৃত গোলাম মূসা ইবনে উবাইদা (র.) বলেন, একদা মুহাম্মদ ইবনে আসিম আমাকে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পতাকা [কোন বর্ণের ছিল] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কালো সাদা রেখাযুক্ত কম্বলের ন্যায় ছিল। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : نَمِرَةٌ অর্থাৎ সাদা কালো ডোরা বা রেখাবিশিষ্ট চাদর বা কম্বল। মূলত 'নামিরাহ' অর্থ– চিতাবাঘ, যা সাধারণত সাদা কালো ডোরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং যে হাদীসে কালো পতাকার উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা একেবারে নিশিকালো রং উদ্দেশ্য নয়; বরং দূর হতে কালোই মনে হতো, যা চিতাবাঘের রংয়ের মতোই দেখাত।

وَعَنْ ٣٧١٣ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৭১৩. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এমন অবস্থায় প্রবেশ করেছেন যে, তাঁর ছোট পতাকার বর্ণ ছিল সাদা। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧١٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ. (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩৭১৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের পরে [জিহাদের] ঘোড়া অপেক্ষা অন্য কোনো জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল না। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ -এর কাছে অনেক বস্তুই প্রিয় ছিল, তবে নারী ও ঘোড়া ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।

وَعَنْ ٣٧١٥ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ قَالَ مَا هٰذِهِ اَلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ وَاَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَاِنَّهَا يُؤَيِّدُ اللّٰهُ لَكُمْ بِهَا فِى الدِّيْنِ وَيُمْكِنُ لَكُمْ فِى الْبِلَادِ . (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ)

৩৭১৫. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ছিল আরবদের নিয়মে তৈরি একখানা ধনুক এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন আরেক লোকের হাতে একখানা পারস্যের তৈরি ধনুক। তিনি বললেন, এটা কী? তা ফেলে দাও। [ব্যবহার করো না] তোমাদের উচিত যে, তোমরা এ জাতীয় আরবি ধনুক ব্যবহার করা। আর উন্নতমানের বর্শা ব্যবহার করা। কেননা তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দেশে-শহরে নগরে জয়যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করবেন। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসের আলোকে নিজস্ব তথা জাতীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অবলম্বনের গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তবে ভৌগোলিক সংস্কৃতি অপেক্ষা ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব অনেক বেশি। কোনো জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তার স্বতন্ত্র সংস্কৃতিই প্রমাণবিশেষ। সুতরাং লবণের ভিতরে পড়ে লবণ হওয়া চলবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দেশ হতে দেশান্তরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছেন, অথচ তাঁরা ধর্মীয় তথা ইসলামিক সংস্কৃতি এতটুকুও পরিবর্তন ঘটাননি।

بَابُ اٰدَابِ السَّفَرِ
পরিচ্ছেদ : সফরে চলার রীতিনীতি

স্বাভাবিকভাবে সফর হলো মানুষের স্বভাব বিরোধী। আরাম-আয়েশ হতে শুরু করে খানাপিনা ও মানসিক প্রশান্তি সফরে বিদ্যমান থাকে না। আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তাই সফরকালে বিশেষ কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন– "সফর হলো জাহান্নামের একাংশ"। সফরে হতে হয় সহনশীল ও ধৈর্যশীল। সঙ্গী-সহচরদের সাথে করতে হয় ঔদার্য আচরণ। এ জাতীয় অনেক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়, অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসে সফরের শিষ্টাচার সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে।

اٰدَابٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মনোযোগের উপযুক্ত এবং ভ্রূক্ষেপের যোগ্য বস্তুসমূহের ধ্যান করা। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ভর্ৎসনাযোগ্য ও ত্রুটিযুক্ত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা হচ্ছে 'اٰدَابٌ' এবং উত্তম বৈশিষ্ট্যাদিকেও 'اٰدَابٌ' বলা হয়ে থাকে। سَفَرٌ দ্বারা যদিও উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে জিহাদের জন্য سَفَرٌ-এর 'اٰدَابٌ' হচ্ছে এই যে–

১. সর্বপ্রথম নিয়ত শুদ্ধ হতে হবে যে, শুধুমাত্র আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা উদ্দেশ্য হবে।
২. আল্লাহর নাম নিয়ে বের হতে হবে।
৩. অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে বের হবে আভিজাত্য এবং অহংকারের সাথে বের হবে না।
৪. পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না।
৫. আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবে।
৬. যুদ্ধের সময় সহনশীলতা ও ধৈর্যধারণ করে অটল থাকবে।
৭. যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকবে না।
৮. সংখ্যা ও ঐশ্বর্যতা এবং মাল-আসবাবে আধিক্যের উপর অহংকার করবে না। আর এর স্বল্পতার দরুন অন্তরে ভীতি রাখবে না।
৯. উপরের দিকে উঠার সময় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর নিচের দিকে গমনের সময় আল্লাহকে নিচুতা থেকে পবিত্র মনে করে 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। বিলাসিতা এবং বিশ্রামের কোনো বস্তু সাথে রাখবে না।
১০. বিজয়ের পর অহংকার করবে না যে, আমরা জয় করেছি; বরং বিজয়কে আল্লাহর দিকে নিসবত করবে।

(تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)

সারকথা হলো, অবস্থা এমন হবে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সৈন্যদের একটি দল পরিলক্ষিত হবে; কিন্তু বাস্তবে তা হবে আল্লাহর আশেকদের একটি জামাত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٧١٦ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭১৬. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার রওয়ানা করেছেন। বস্তুত তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ السَّفَرِ فِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ [বৃহস্পতিবারে সফরে বের হওয়ার কারণ] : শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো দিন নির্ধারণ করে হজের সফরে রওয়ানা হওয়ার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। আর এতে শুভাশুভেরও কোনো মূল্য নেই। রাসূল ﷺ সপ্তাহের

বিভিন্ন দিনেও সফরে বের হয়েছেন। তবে তিনি জিহাদে বৃহস্পতিবারকে ভালো মনে করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। আল্লামা তূরপুশ্তী (র.) বৃহস্পতিবার দিবসে বের হওয়ার কয়েকটি রহস্য বর্ণনা করেছেন। যেমন–

১. সপ্তাহের ঐ দিনে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তাই জিহাদের মতো উত্তম কাজে বের হতেই সদ্য আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হোক, এ বিশ্বাসে।

২. গণনার দিক থেকে বৃহস্পতিবার দিন হচ্ছে সপ্তাহের পরিপূর্ণ দিন বিধায় এদিনকে গ্রহণ করেছেন যেন আমল পরিপূর্ণ রূপে হয়ে থাকে।

৩. خَمِيْس হচ্ছে সৈন্যদের নাম। কারণ সৈন্যদল পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। مُقَدَّمَةٌ [যারা সামনে থাকে], مَيْمَنَةٌ [যারা ডানে থাকে], مَيْسَرَةٌ [যারা বামে থাকে]। قَلْبٌ [যারা মাঝখানে থাকে], سَاقَةٌ [যারা পিছনে থাকে] এবং রাসূল ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি উত্তম নামের দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করে থাকতেন। তাই يَوْمُ الْخَمِيْس [সপ্তাহের পঞ্চম দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার]-কে গ্রহণ করে এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের সৈন্যদের উপর বিজয়ী হবে।

৪. কোনো কোনো লোকেরা يَوْمُ الْخَمِيْس-কে অমঙ্গল বলে ধারণা করে থাকত। এদের প্রতিবাদ ছিল রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য। অন্যথায় শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো দিনকে অমঙ্গল বলে ধারণা করা জায়েজ নয়। এ ধরনের বিশ্বাস, ধারণা ছিল কাফেরদের কুপ্রথা। আর হযরত আলী (রা.)-এর সামনে কোনো ব্যক্তি দিনসমূহের অমঙ্গলের ব্যাপারে আলোচনা করল, তখন তিনি বললেন যে, لَوْ كَانَ فِيْ يَدِيْ سَيْفٌ لَاَقْتَلْتُكَ [অর্থাৎ যদি আমার হাতে তরবারি থাকত তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করে দিতাম।] অতএব, রাসূল ﷺ মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে يَوْمُ الْخَمِيْس-কে সফর এবং যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার জন্য পছন্দ করে থাকতেন।

وَعَنْ ٣٧١٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭১৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, যদি লোকেরা তা জানত, তবে কোনো আরোহীই [অর্থাৎ মুসাফির] রাত্রে একাকী বের হতো না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এখানে لَيْل শব্দটি স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অন্যথা রাত্র বা দিন উভয় সময় বুঝতে হবে। একে আরবি পরিভাষায় قَيْدِ اِتِّفَاقِيْ বলা হয়। মূলত আরবের প্রচণ্ড গরম ও প্রখর রোদ্রে ঘর হতে বের হওয়া খুবই কষ্টকর, তাই তাদের সাধারণত সফর হতো রাতের বেলায়, এজন্য (لَيْل) রাতে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

একাকী সফর করা উচিত নয় : সফরে সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা কত তীব্রভাবে অনুভূত হয়; ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত। হাদীসের ব্যাখ্যা তাদের কাছে সুস্পষ্ট। অনেক সময় একাকী সফরে শুধু বিপদের সম্মুখীন নয়; বরং প্রাণনাশেরও আশঙ্কা থাকে। তাই রাসূল ﷺ একাকী সফরকারীকে 'শয়তান' বলেছেন। এমনকি দুজনকেও। সুতরাং তিনজন হওয়াই উত্তম।

وَعَنْ ٣٧١٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে কাফেলার সাথে কুকুর কিংবা ঘুঙুর ঘণ্টি থাকে সেই কাফেলার সাথে ফেরেশতা থাকে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অবশ্যই শিকারি কুকুর বা পশু পাহারার জন্য কুকুর নেওয়া জায়েজ আছে, আর ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য রহমতের ফেরেশতা।

تَعْلِيْقُ الْجَرَسِ فِيْ رَقَبَةِ الدَّابَّةِ [পশুর গলায় ঘণ্টি বাঁধা] : আরবের লোকেরা বিভিন্ন কারণে পশুর গলায় ঘুঙুর ঘণ্টি বাঁধত। ১. বদ-নজর হতে হেফাজতে থাকার জন্য এটা একটি বিশ্বাস ও কুসংস্কার রূপে জাহিলিয়া যুগের আকিদা চলে আসছিল। ২. ঘণ্টির আওয়াজ শুনতে পেলে শত্রুরা অতর্কিতে আক্রমণ করতে সাহস পেত না ইত্যাদি। তবে রাসূল ﷺ -ও বিভিন্ন কারণে নিষেধ করেছেন।

১. বিকট আওয়াজ শ্রুতিকটু।

২. অন্ধকার যুগের কুসংস্কার রহিত করা।

৩. এ ধরনের শব্দে শয়তান খুশি হয়। তবে তা বাঁধা হারাম নয়; বরং মাকরূহে তানযীহী। তবুও না বাঁধা উত্তম।

وَعَنْ ٣٧١٩ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ঘণ্টি বা ঝুমঝুমি হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٧٢٠ أَبِيْ بَشِيْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَارْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلًا لَا تَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلَادَةٌ اِلَّا قُطِعَتْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭২০. অনুবাদ : হযরত আবূ বশীর আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন লোক পাঠিয়ে কাফেলার মধ্যে এ ঘোষণা করালেন, কারো উটের গলায় যেন ধনুকের বেড়ি না থাকে। অথবা বলেছেন, হার থাকলে কেটে ফেল। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٧٢١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَاَعْطُوا الْاِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَاِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَاْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা শস্য-শ্যামল মৌসুমে সফর করবে তখন উটকে জমিন হতে তার হক গ্রহণ করার সুযোগ দেবে। [অর্থাৎ ধীরগতিতে চলবে যেন সে প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে পারে।] আর যখন শুষ্ক মৌসুমে সফর করবে তখন দ্রুত গতিতে সফর করবে। [যাতে খাদ্যাভাবে উট পথের মধ্যে দুর্বল হয়ে না পড়ে।] আর যদি রাত্রে কোথাও অবস্থান করতে হয়, তখন চলাচলের পথ হতে এক পার্শ্বে সরে থাকবে। কেননা তা হলো রাত্রিবেলায় জীবজন্তুর চলাচলের পথ ও বিষাক্ত প্রাণীর বাসস্থান। অপর এক বর্ণনায় আছে– যখন তোমরা শুষ্ক মৌসুমে সফরে থাক, তখন বাহন জন্তু দুর্বল ও ক্লান্ত হওয়ার আগেই দ্রুত সফর সমাপ্ত কর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَقَّ الْاِبِلِ مِنَ الْاَرْضِ **[জমিন হতে জানোয়ারের হক গ্রহণ করা]** : অর্থাৎ ধীরগতিতে সফর করা এবং যথাসময়ে উটকে জমিনে চলাফেরা, খাদ্য খাওয়ার সুযোগ দেওয়া। আর শুষ্ক মৌসুমে তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কেননা খাদ্যাভাবে জানোয়ার পথের মধ্যেই কাতর হয়ে পড়বে, ফলে জানোয়ার ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে ব্যক্তিও মহাবিপদের সম্মুখীন হবে

قَوْلَهُ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ **[রাস্তা হতে সরে থাকবে** : বিষাক্ত পোকামাকড় তথা সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি দিনের বেলায় ঝাড়-জঙ্গলে কিংবা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। পথচারীর চলার পথে ফেলে যাওয়া খাদ্যদ্রব্য যা কিছু পড়ে থাকে, তারা রাত্রের বেলায় বের হয়ে তা তালাশ করে খায়। অতএব, চলাচলের পথ হতে সরে রাত্রে অবস্থান করা উচিত।

وَعَنْ ٣٧٢٢ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهُ لَا حَقَّ لِاَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭২২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি একটি দুর্বল উষ্ট্রী সওয়ার অবস্থায় সেখানে আসল এবং তাকে ডানে-বামে ঘুরাতে লাগল। [তার অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ বুঝতে পারলেন যে, লোকটির সওয়ারি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং নিজের পাথেয়ও নিঃশেষ হয়ে গেছে।] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের যার কাছেই একটি অতিরিক্ত সওয়ারি আছে সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করে যার কাছে সওয়ারি নেই। আর যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাথেয় তথা খানা-পিনা আছে, সেও যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কাছে খাদ্যদ্রব্য নেই। অতঃপর রাসূল ﷺ বিভিন্ন প্রকারের মালের কথা এমনভাবে উল্লেখ করতে লাগলেন যে, আমাদের ধারণা হলো, প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারো কোনো অধিকার নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِعْطَاءُ الْغَيْرِ مِنْ فَضْلٍ **[প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস দান করা]** : প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল অভাবী ব্যক্তিকে দান করা এমনিতেই বিরাট পুণ্যের কাজ। তবে সফর অবস্থায় কোনো বিপদগ্রস্তকে দান করা যে বিরাট ছওয়াবের কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূল ﷺ আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রদান করার জন্য নির্দিষ্ট করে না বললেও সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পেরেছিলেন, রাসূল ﷺ -এর কথার ইঙ্গিত কোন দিকে রয়েছে। আর রাসূল ﷺ -ও সহজে বুঝতে পেরেছিলেন যে, লোকটি বিপদগ্রস্ত।

وَعَنْ ٣٧٢٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهٖ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭২৩. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সফর হলো আজাবের একটি অংশ। তা তোমাদেরকে নিদ্রা, পানাহার প্রভৃতি হতে বিরত রাখে। অতএব, যখনই কারো সফরের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখনই সে যেন দ্রুতগতিতে পরিজনের নিকট ফিরে আসে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٧٢٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِيْ إِلَيْهِ فَحَمَلَنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِيْءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَأُدْخِلْنَا الْمَدِيْنَةَ ثَلٰثَةً عَلٰى دَابَّةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭২৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই সফর হতে প্রত্যাগমন করতেন, তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তাঁর পরিবারস্থ বালকদেরকে উপস্থিত করা হতো। একবার তিনি সফর হতে আগমন করলেন, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্মুখে [সওয়ারির উপরে] বসিয়ে নিলেন। অতঃপর ফাতিমার পুত্রদ্বয়ের যে কোনো একজনকে আনা হলো, তখন তিনি তাকে নিজের পিছনে বসিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা এমন অবস্থায় মদিনায় প্রবেশ করলাম যে, এক সওয়ারিতে তিনজন আরোহী। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এতে প্রমাণিত হয় যে, উট ইত্যাদি সওয়ারির কষ্ট না হলে একটির উপর তিনজনও আরোহণ করতে পারে।

وَعَنْ ٣٧٢٥ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلٰى رَاحِلَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭২৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এবং আবূ তালহা (রা.) [খায়বার অভিযান শেষে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর নবী করীম ﷺ -এর সাথে একই সওয়ারিতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন হযরত সফিয়্যাহ (রা.)। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীস এবং তার পরবর্তী হাদীস–

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘদিন পরিবার হতে দূরে থাকে সে যেন রাতের বেলায় পরিবারের কাছে প্রবেশ না করে। –[বুখারী ও ও মুসলিম] দ্বারা বুঝা যায় যে, সফর থেকে গৃহে রাত্রে আসা উচিত নয়। আর হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণিত পরবর্তী হাদীস–

إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ .

অর্থাৎ সফর থেকে কারো প্রত্যাবর্তন করার পর নিজ পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করার উত্তম সময় হচ্ছে রাত্রের প্রথমাংশ। –[আবূ দাউদ] দ্বারা বুঝা যায় সফর থেকে নিজ গৃহে রাত্রে আসা উচিত। তাই হাদীসসমূহে পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে এর নিরসন হবে এরূপ যে, যে হাদীসে রাত্রে আসাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে সুদীর্ঘ দূরদূরান্ত সফরের বেলায় প্রযোজ্য হবে। যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে "طَالَ سَفَرُهُ" শব্দের মাধ্যমে। আর যে হাদীসে রাত্রে আসার অনুমতি রয়েছে সে হাদীসটি নাতিদীর্ঘ ও নিকটবর্তী সফর থেকে আসার বেলায় প্রযোজ্য হবে।

অথবা নিষিদ্ধকরণের হাদীস সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের ঐ পদ্ধতির উপর প্রযোজ্য হবে যখন পরিবার পরিজন নিজের আগমন সম্পর্কে অবগত থাকবে না। কারণ পরিবারের লোকেরা হয়তো খেয়ালের অভাবে ঘর ও বাহির পরিচ্ছন্ন রাখবে না। এমনকি গৃহিণী নিজেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে না। যার দরুন পুরুষের মেজাজ খারাপ হবে।

অতএব সকাল পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করবে যাতে সবকিছু ঠিক করে নেওয়া হয়। আর যদি পূর্ব থেকেই তার আগমন সম্পর্কে পরিবার অবগতি লাভ করে তবে রাত্রের প্রথমাংশে গৃহে আসা উচিত, যেন সকলের কষ্ট না হয়। যাতে পুরুষগণ সব কার্যক্রম থেকে অবসর হয়ে বিশ্রাম করে সফরের ক্লান্তি দূর করতে পারে।

وَعَنْهُ ٣٧٢٦ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭২৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [সফর হতে আগমন করলে] রাত্রের বেলায় পরিবারবর্গের মধ্যে [অর্থাৎ গৃহে] যেতেন না; বরং তিনি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় গৃহে প্রবেশ করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا **[রাতে গৃহে প্রবেশ করতেন না] :** طَارِقٌ অর্থাৎ রাত্রে আগমনকারী। এটা ঐ সফর সম্পর্কে তাঁর রীতি ছিল, যে সফর দীর্ঘ হতো এবং কখন তিনি প্রত্যাগমন করবেন তা পরিবারবর্গ জানতেন না। কিন্তু যদি সফর সংক্ষিপ্ত হতো বা কখন ফিরে আসবেন তা পরিবারের লোকজনের কাছে জানা থাকত, তখন রাতের বেলাই গৃহে প্রবেশ করতেন।

وَعَنْ ٣٧٢٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭২৭. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন সফরে থাকার দরুন পরিবারবর্গ হতে দূরে থাকে, সে যেন রাতের বেলায় পরিবারের কাছে [গৃহে] প্রবেশ না করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣٧٢٨ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ أَهْلَكَ حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭২৮. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তুমি [সফর হতে ফিরে এসে] রাতে গৃহে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তখন তুমি [আকস্মিকভাবে গৃহে প্রবেশ করো না; বরং] কিছুক্ষণ বাড়ির বাইরে অপেক্ষা কর, যাতে স্বামী-সংস্রবহীনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারে এবং অবিন্যস্ত কেশ বিন্যস্ত করে নিতে পারে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** اَلْاِسْتِحْدَادُ অর্থ– ক্ষুর ব্যবহার করা। গুপ্ত স্থানের অবাঞ্ছিত লোম-কেশ দূর করা। এখানে অর্থ হলো– প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা। اَلْمُغِيْبَةُ অর্থ– যে নারীর স্বামী বাড়ি হতে অনুপস্থিত। اَلْاِمْتِشَاطُ অর্থ– চিরুনি ব্যবহার করা, মাথার চুল আঁচড়ানো। اَلشَّعِثَةُ অর্থ– যে নারীর চুল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত বা অবিন্যস্ত।

قَوْلُهُ لَا تَطْرُقْ أَهْلَكَ لَيْلًا **[রাতে গৃহে প্রবেশ করো না] :** উপরে পর পর কয়টি হাদীস প্রায় একই অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সফর হতে ফিরে আসার পর রাতে আকস্মিকভাবে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত শেষ হাদীসে তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি এসে যেন তোমার স্ত্রীকে অপরিপাটি অবস্থায় না দেখ। বস্তুত স্বামীর অনুপস্থিতির সময় স্ত্রী সাজসজ্জা বা পরিপাটি অবস্থায় থাকা প্রয়োজন মনে করে না। অপরদিকে ঘরকেও পরিপাটি করে রাখে না; এটাই স্বাভাবিক। ঠিক এ অবস্থায় স্ত্রীকে এবং পূর্ণ গৃহকে অবিন্যস্ত দেখলে স্ত্রীর প্রতি বীতশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। তাই রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, সফর হতে আগমন করে হঠাৎ রাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করো না; বরং তোমার আগমনবার্তা জানিয়ে এতক্ষণ সময় বাহির বাড়িতে অপেক্ষা কর, যাতে সে তোমার জন্য প্রয়োজনীয় সাফাই ও বেশভূষা পরিপাটি করতঃ ঘরবাড়ি

সাজগোজ করে নিতে পারে। তা দীর্ঘ সফরের পর আগমন করার বেলায় প্রযোজ্য। অন্যথা সংক্ষিপ্ত সফরের বেলায় এ নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। কারণ তখন তো সে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় বসেই থাকবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, রাতে আকস্মিকভাবে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করার কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, যদি তুমি এভাবে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ কর, তখন স্ত্রীর মনে এ সন্দেহ জন্মাতে পারে– সম্ভবত স্বামী আমাকে সন্দেহ করছে, ফলে তুমি তার সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করতে চাও। পরিশেষে তোমার আচরণে যদি স্ত্রী তা উপলব্ধি করে, তখন তোমাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসবে– এতে সন্দেহ নেই। তাই রাসূল ﷺ স্ত্রীর মনে এ সন্দেহ যেন সৃষ্টি হতে না পারে তা নিরসনের জন্য উক্ত নির্দেশটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের ভাষ্যে এটাও বুঝা গেল যে, স্ত্রীর সাজগোজ ও প্রসাধন ইত্যাদির ব্যবহার স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই, ভিন্ন পুরুষকে দেখানোর জন্য নয়। তাই ঘরের বাইরে যাওয়ার সময়ও তা বর্জন করা হাদীসের নির্দেশ।

وَعَنْهُ ٣٧٢٩ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭২৯. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যখন সফর হতে মদিনায় ফিরে আসতেন, তখন একটি উট অথবা একটি গরু জবাই করে খাওয়াতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সফর হতে ফিরে আসার পর সামর্থ্যানুযায়ী সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মেহমানদারি করা সুন্নত।

وَعَنْ ٣٧٣٠ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৩০. **অনুবাদ :** হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সফর হতে দিনের পূর্বাহ্নেই ফিরে আসতেন। আর যখনই প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন সর্বাগ্রে মসজিদে প্রবেশ করে দু-রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকদের [সাথে কথাবার্তা বলার] জন্য কিছু সময় তথায় অবস্থান করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** সফর হতে ফিরে আসার পর মহল্লার মসজিদে দু-রাকাত নফল নামাজ আদায় করা এবং লোকজনদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করা এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের খবরাদি নেওয়া ইত্যাদি সুন্নত।

وَعَنْ ٣٧٣١ جَابِرٍ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِيْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭৩১. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সফরে আমি নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। সফর হতে ফিরে আমরা মদিনায় পৌছলে তিনি আমাকে বললেন, যাও, মসজিদে গিয়ে দু-রাকাত নামাজ আদায় করে নাও। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত এটা غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ 'যাতুর রিকা' যুদ্ধের সফর ছিল, যা ৬ষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।

সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর নিকটস্থ মসজিদে দু-রাকাত নামাজ আদায় করা যে সুন্নত তা রাসূল ﷺ -এর قَوْل এবং فِعْل উভয়ের দ্বারা প্রমাণিত হলো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧٣٢ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ اَوَّلَ النَّهَارِ فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৭৩২. অনুবাদ : গামেদী গোত্রীয় হযরত সখর ইবনে ওয়াদা'আ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়ায় বলেছেন– হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকালে [অর্থাৎ সকালের কাজে] বরকত ও প্রাচুর্য দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ যখনই কোনো সেনাদল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রেরণ করতেন, তখন তা দিনের প্রথমভাগেই প্রেরণ করতেন। বর্ণনাকারী সখর ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। সুতরাং তিনিও তাঁর তেজারতি মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান ও প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একজন মুসলমানের দীনি দায়িত্ব হলো নবী করীম ﷺ -এর কথা বা কাজের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা। রাসূল ﷺ যেহেতু প্রাতঃকালীন সময়ের যাবতীয় কাজের জন্য দোয়া করেছেন, এতে আল্লাহ বরকত ও প্রাচুর্য দান করবেন। এ সুন্নতের উপর বিশ্বাস রেখে বর্ণনাকারী তার তেজারতি কারবার চালিয়েছেন, তার বদৌলতেই তিনি সম্পদশালী হয়েছেন।

وَعَنْ ٣٧٣٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَاِنَّ الْاَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৩৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতের শেষ প্রহরে সফর শুরু কর। কেননা রাত্রিবেলায় জমিন সংকুচিত হয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : دُلْجَةٌ সন্ধ্যা রাতের অন্ধকার। اَدْلَجَ শেষরাত্রির অন্ধকারকে বলে।

قَوْلُهُ اَلْاَرْضُ تُطْوٰى [জমিন সংকুচিত হয়] : 'রাত্রিবেলায় জমিন সংকুচিত হয়। এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর আসল অর্থ হলো– রাতের সফরে অনেকক্ষণ চললেও মনে হবে যে, এইমাত্র রওয়ানা হয়েছে। রাত্রের স্নিগ্ধতায় ক্লান্তিও বোধ হয় কম। আর দিনের বেলায় এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে অধিক পথ অতিক্রম করা যায় না; কিন্তু রাতের বেলায় সেসব কিছু দৃষ্টিতে পড়ে না। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর পথ অতিক্রম করা সহজ হয়। তদুপরি দিনের বেলায় সফর করা নিষেধ; বরং দিন অপেক্ষা রাতের সফর অশ্রান্ত ও অধিক আরামদায়ক।

وَعَنْ ٣٧٣٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৭৩৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন আরোহী [সফরকারী] এক শয়তান, দুজন আরোহী দুই শয়তান অবশ্য তিনজন হলো একটি পূর্ণ যাত্রীদল। –[মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একজন বা দুজন সফর যাত্রীকে শয়তান বলা একটি রূপক দৃষ্টান্ত মাত্র। আর এর কারণ হলো, এক দুজনকে শয়তান সহজে বিপদে ফেলতে পারে। তারা ধর্মীয় ও প্রয়োজনীয় অনেক কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না। এতে শয়তান খুশি হয়। তাই শয়তান বলা হয়েছে। অথবা দুজনের একজন পথের মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে দ্বিতীয়জনের অস্থিরতার সীমা থাকে না। কিন্তু তিনজন হলে একজন রোগীর খেদমতে থাকবে. আরেকজন চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে বা অন্যান্য লোকের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবে। মোটকথা, তিনজনের দল বিভিন্নভাবে অনেক নিরাপদে থাকে। বিপদে পড়ার আশঙ্কাও কম থাকে। এসব কারণে তিনজনের কমে সফরকারীকে শয়তান বলে সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٣٥ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তিনজন সফরে বের হবে, তখন তারা যেন একজনকে আমির [নেতা] মনোনীত করে নেয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একজনকে আমির মনোনীত করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ না দেখা দেয় এবং সফরকালে উদ্ভূত সকল ব্যাপারে তার অনুসরণ করা যায়। বিশেষত অন্য কারো সাথে কোনো বিষয়ে বুঝা-পড়া করতে হলে সকলের পক্ষ হতে সে দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং সর্বোপরি সকলের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তুলতে সহজ হয় ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣٧٣٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৭৩৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উত্তম সফরসঙ্গী চারজন। উত্তম সেনাদল [ক্ষুদ্রদল] চারশত জনের। উত্তম সেনাবাহিনী [বড় দল] চার হাজার জনের। আর বারো হাজারের কোনো বাহিনী স্বল্প সংখ্যার কারণে কখনো পরাজিত হবে না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী] আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ [হাদীসদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ] : অত্র হাদীসে সফরসঙ্গী চারজন হওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে, অথচ পূর্ববর্ণিত পর পর দুটি হাদীস হতে বুঝা যায়– তিনজনই একটি পূর্ণ দল। এর সমাধানে বলা হয় যে, তিন ও চারের সংখ্যার পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন কারণে হয়েছে। 'সফরসঙ্গী' চারজন হওয়াকে এ হিসেবে উত্তম বলা হয়েছে যে, ধরুন! একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে যেন অপর একজন তার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকতে পারে। অসুস্থ লোকটি মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং এ সময় সে কিছু অসিয়ত করতে চায় তখন অপর সঙ্গী দুজন সাক্ষী হবে। এ হিসেবে চারজন হওয়া 'উত্তম সফরসঙ্গী'। আর তিনজনকে উত্তম বলার কারণ হলো– একজন অসুস্থ হলো, অপর একজন তার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকবে এবং আরেকজন রোগীর সেবাযত্ন করবে। রোগী একাকীত্বের জন্য অস্থিরতা অনুভব করবে না। তদুপরি তাদের মাল-সামানও অরক্ষিত থাকবে না। এ হিসেবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

আর [চারের তিনগুণ] বারো হাজারের সেনাবাহিনী শত্রুর বিরাট বাহিনীর জন্য যথেষ্ট। কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস হতে প্রমাণিত যে, হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিরাট বাহিনীর মোকাবিলায় মুসলমান মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র বারো হাজার। কিন্তু মুসলমানগণ নিজেদের এ সংখ্যাধিক্য দেখে গর্ব-অহংকারে পতিত হয়েছিলেন, ফলে যুদ্ধের প্রথম দিকে চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন সংখ্যার স্বল্পতার কারণে নয়; বরং অহংকারের কারণে। অবশ্য পরে মুসলমানদেরই বিজয় লাভ হয়েছে। তা হতে প্রমাণিত হয় যে, চার হাজারের সেনাবাহিনী প্রকৃতপক্ষে একটি বিরাট বাহিনী। 'চার' সংখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন– প্রসিদ্ধ ফেরেশতা চারজন, প্রসিদ্ধ আল্লাহর কিতাব চারখানা, খলিফা চারজন, মাযহাবের ইমাম চারজন এবং মাযহাব চারটি ইত্যাদি। বস্তুত দিকও চারটি। এর মধ্যে শক্তি, পরিপূর্ণতা ও সুদৃঢ়তা নিহিত রয়েছে। যেমন– কোনো একটি ঘরকে তখনই শক্ত, মজবুত বা পূর্ণ বলা যায়, যখন তার চতুর্দিক সমপরিমাণে হয়। ফলে একদিক ঝুঁকে পড়লে বিপরীত দিক তাকে ধরে রাখে। এতদ্ভিন্ন এর অন্য আরো রহস্য থাকতে পারে, যা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

وَعَنْ ٣٧٣٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৩৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে কাফেলার পশ্চাদ্ভাগে থাকতেন। যাতে তিনি দুর্বল সওয়ারিকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিতে এবং অসমর্থ পদাতিককে নিজের সওয়ারির পিছনে আরোহণ করে নিতে পারেন এবং সর্বোপরি গোটা কাফেলার জন্য দোয়া-খায়ের করতে থাকতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ কাফেলার নিকট কেন থাকতেন, সে কারণও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা, সেনাবাহিনীকে পাঁচভাগে বিন্যস্ত করে নিজে পশ্চাতে চলতেন এবং পঞ্চবাহিনীর কার কী অবস্থা? তা তিনি পিছন হতে লক্ষ্য করতেন। আর গোটা সেনাবাহিনী সেনাপতি তথা পতাকাবাহীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো।

وَعَنْ ٣٧٣٨ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ (رض) قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوْا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ সফরে কোথাও অবস্থানের জন্য অবতরণ করলে তারা পাহাড়ের গিরিপথ ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের এভাবে গিরিপথ ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততভাবে অবস্থান করা মূলত শয়তানের কু-প্ররোচনার ফল। [সুতরাং তা পরিহার কর।] বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে লোকেরা যখনই কোনো জায়গায় অবস্থান করত, তখন তারা পরস্পর এমনভাবে মিলেমিশে অবস্থান করত যে, একখানা কাপড় তাদের উপর জড়িয়ে দিলে সকলেই আচ্ছাদিত হতো। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ [এটা শয়তানের প্ররোচনা] : শয়তান সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি কামনা করে। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করলে অতর্কিতে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, আর দলবদ্ধভাবে থাকলে সে আশঙ্কা অনেকটা থাকে না। এতদ্ভিন্ন একত্রে অবস্থান করলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাবে, পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠবে। অথচ শয়তান তা সৃষ্টি হওয়া চায় না, তাই তাকে শয়তানের প্ররোচনা বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٣٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلٰثَةٍ عَلٰى بَعِيْرٍ فَكَانَ اَبُوْ لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ زَمِيْلَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَانَتْ اِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَا نَحْنُ نَمْشِيْ عَنْكَ قَالَ مَا اَنْتُمَا بِاَقْوٰى مِنِّيْ وَمَا اَنَا بِاَغْنٰى عَنِ الْاَجْرِ مِنْكُمَا . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৭৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমরা প্রতি তিনজনে [পালাক্রমে] একটি উটে আরোহণ করতাম। হযরত আবূ লুবাবা ও হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আরোহী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পায়ে হাঁটার পালা আসত, তখন তাঁরা বলতেন [আপনি সওয়ারির উপরেই থাকুন] আপনার হাঁটার পালায় আমরাই হাঁটব। উত্তরে তিনি বললেন– [প্রথমত] তোমরা দুজন আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী নও। আর [দ্বিতীয়ত] ছওয়াব হতেও আমি তোমাদের অপেক্ষা মুখাপেক্ষীতায় কম নই। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلزَّمَلُ অর্থ– উট। اَلزَّامِلَةُ সেই উটকে বলা হয়, যার উপরে খাদ্য-পণ্য ইত্যাদি পরিবহন করা হয়। উটের পৃষ্ঠে একজন বসার পর সম ওজনের আরেকজন বসলে, তাকে زَمِيْلٌ [যামীল] বলে।

وَعَنْ ٣٧٤٠ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَاتِكُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করো না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এজন্য তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, যেন তোমাদেরকে তারা সেই স্থানে পৌছে দেয় যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত পৌছতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা জমিনকেও তোমাদের উপকারার্থে অধীন করে দিয়েছেন; বরং তার উপরে তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে নাও। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ [তোমরা নিজেদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করো না] : অর্থাৎ অহেতুক জানোয়ারের পিঠে বসে দীর্ঘ কথাবার্তা বলো না। অপর এক হাদীসে আছে– لَا تَجْعَلُوْا مَرَاكِبَكُمْ كَرَاسِيَّ অর্থাৎ "তোমরা জানোয়ারের পিঠকে আসন বা কুরসীতে পরিণত করো না।" তবে একান্ত প্রয়োজনে আরোহিত অবস্থায় জরুরি কথাবার্তা এমনকি ভাষণ দান করা জায়েজ আছে। যেমন– বিদায় হজের দিন রাসূল ﷺ আরাফাহ ও মিনায় উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করেছেন। কিন্তু তার পৃষ্ঠে বসে ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি করা জায়েজ নেই; বরং জমিনে নেমে তা সমাধান কর। অতঃপর সওয়ারির উপর আরোহণ কর।

وَعَنْ ٣٧٤١ اَنَسٍ (رض) قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتّٰى نُحَلَّ الرِّحَالَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৪১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন- [রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায়] আমরা যখন কোনো স্থানে অবতরণ করতাম, তখন জানোয়ারের পৃষ্ঠ হতে বোঝা না নামিয়ে নামাজ আদায় করতাম না। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٧٤٢ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِرْكَبْ وَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ اِلَّا اَنْ تَجْعَلَهُ لِىْ قَالَ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৪২. অনুবাদ : হযরত বুরায়দাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে চলছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গাধাসহ সেখানে উপস্থিত হলো এবং বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এতে আরোহণ করুন! এই বলে সে পিছনে সরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- না, এরূপ হবে না। তুমিই তোমার জানোয়ারের সম্মুখের ভাগে বসার অধিক হকদার। তবে [আমি তখনই সম্মুখে বসতে পারি] যদি তুমি [স্পষ্টভাবে] অগ্রভাগের অধিকার আমার জন্য ছেড়ে দাও। তখন লোকটি বলল- আমি তা আপনাকে প্রদান করলাম। অতঃপর তিনি আরোহণ করলেন।

-[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٧٤٣ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ اِبِلٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ فَاَمَّا اِبِلُ الشَّيَاطِيْنِ فَقَدْ رَاَيْتُهَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ بِنَجِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ اَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُوْ بَعِيْرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِاَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ وَاَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَمْ اَرَهَا كَانَ سَعِيْدٌ يَقُوْلُ لَا اَرَاهَا اِلَّا هٰذِهِ الْاَقْفَاصَ الَّتِىْ يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৪৩. অনুবাদ : তাবেয়ী সাঈদ ইবনে আবী হিন্দ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একপ্রকারের উট হয় শয়তানের জন্য এবং একপ্রকারের ঘরও হয় শয়তানের জন্য। বস্তুত শয়তানের উট হলো, যা আমি মনে করি; তোমাদের কেউ খুব উত্তম উট সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হয়, তাকে খুব মোটাতাজা করেছে, কিন্তু নিজেও তাতে আরোহণ করে না এবং সে তার এমন ভাইয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যার নিকট সওয়ারি নেই, তবুও তাকে আরোহণ করায় না। [অধঃস্থ বর্ণনাকারী বলেন,] আমার ধারণা বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন- তাই শয়তানের ঘর- ঐ সমস্ত 'হাওদা' -এর উপর প্রযোজ্য যা লোকেরা মূল্যবান রেশমি কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِبِلٌ لِلشَّيْطَانِ : [শয়তানের উট] : অর্থাৎ যে উটকে গর্ব-অহংকার ও সুনাম অর্জনের জন্য রাখা হয়, কোনো ভালো কাজে ব্যবহার করা হয় না। আর যে ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যা এমনিই তৈরি করা হয়েছে, তাকে بُيُوْتٌ لِلشَّيْطَانِ বলা হয়। اَقْفَاصٌ হচ্ছে- উটের পৃষ্ঠে রাখা হাওদা, যা দেখতে পালকির ন্যায়, রেশমি কাপড়ে সজ্জিত।

وَعَنْ ٣٧٤٤ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ (رض) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوْا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৪৪. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে মু'আয (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার কোনো জিহাদে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে শরিক ছিলাম। পথের মধ্যে এক বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে লোকেরা অবস্থান করল এবং চলাচলের পথ-ঘাট বন্ধ করে ফেলেছিল। তা জানতে পেরে নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তি দ্বারা ঘোষণা প্রদান করালেন– যে ব্যক্তি অন্যের অবস্থান বা চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ বা বন্ধ করে, তার জিহাদ পরিপূর্ণ হবে না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সে পূর্ণ জিহাদের ছওয়াব পাবে না। মোটকথা, সর্বাবস্থায় মানুষের চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। নিজের সুবিধা অপেক্ষা অপরের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

وَعَنْ ٣٧٤٥ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৪৫. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তির সফর শেষে প্রত্যাবর্তন করলে নিজ গৃহে প্রবেশ করার উত্তম সময় হলো রাত্রের প্রথম প্রহর। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ : [দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ] : পূর্বে বর্ণিত এক হাদীসে সফর শেষে রাত্রে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আলোচ্য হাদীস তার বিপরীত। সুতরাং উভয়ের সামঞ্জস্য হলো, দূরের সফর বা দীর্ঘ দিন পর বাড়িতে ফিরে আসলে এবং গৃহবাসীর নিকট পূর্ব হতে তার আগমনের নির্দিষ্ট দিন তারিখ জানা না থাকলে আকস্মিকভাবে রাতের বেলায় ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ তো হয়েছে। [যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ] কিন্তু যদি সফর সংক্ষিপ্ত হয় বা পূর্ব হতে আগমনবার্তা জানা থাকে তখন আর নিষেধ তো নয়ই; বরং রাতের প্রথম প্রহরে প্রবেশ করাই উত্তম। [যা অত্র হাদীসের মর্মার্থ] এ হিসেবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। বস্তুত রাতের প্রথম প্রহরে গৃহে আসলে গৃহবাসীদের কারো নিদ্রা বা আরামে ব্যাঘাত ঘটবে না, তাই তাকে উত্তম বলা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧٤٦ أَبِيْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهٗ وَوَضَعَ رَأْسَهٗ عَلٰى كَفِّهٖ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়ম ছিল সফরের সময় তিনি রাতের শেষাংশে বিশ্রাম করতেন এবং ডান পাঁজরে শয়ন করতেন। আর যখন ফজরের পূর্ব মুহূর্তে বিশ্রাম করতেন, তখন ডান হাতের কনুই জমিনে খাড়া করে রেখে হাতের তালুতে মাথা রেখে শুইতেন। [যেন গভীর নিদ্রায় অচেতন না হয়ে পড়েন।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعْرِيْسُ بِلَيْلٍ : [শেষ রাতে বিশ্রাম করা] : আরবের লোকেরা সাধারণত দিনের বেলায় প্রখর রৌদ্রে ও গরমের সময় সফরে বের হয় না; বরং সন্ধ্যা রাত্রেই বের হয় এবং ভোর রাতে গিয়ে কোথাও নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে। এ হিসেবে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ রাতের শেষ প্রহরে বিশ্রাম করতেন।

وَعَنْ ٣٧٤٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدٰى أَصْحَابُهٗ وَقَالَ أَتَخَلَّفُ وَأُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاٰهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৭৪৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.)-কে একটি সেনাদলে [অধিনায়ক নিযুক্ত করে] পাঠালেন। সেদিন ছিল জুমার দিন। তাঁর সঙ্গীরা ভোরেই রওয়ানা হয়ে চলে গেল, কিন্তু ইবনে রাওয়াহা [মনে মনে] বললেন, আমি থেকে যাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করে পরে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হবো। অতঃপর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করলেন, তখন তিনি আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি সকালে তোমার সঙ্গীদের সাথে কেন যাওনি? তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে জুমার নামাজ আদায় করে পরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হবো, এ সংকল্প করেছি। [বিধায় সকালে তাদের সাথে যাইনি] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তবুও তোমার সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার মর্যাদা ও ফজিলত হাসিল করতে সমর্থ হবে না। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٧٤٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرٍ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কাফেলার সাথে [বসার জন্য] চিতাবাঘের চামড়া থাকে, তাদের সাথে রহমতের ফেরেশতা থাকে না। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যাদের সাথে চিতাবাঘের চামড়া থাকে তাদের সাথে ফেরেশতা না থাকার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। যথা–

ক. চিতাবাঘের চামড়া ব্যবহার করলে গর্ব-অহংকারের ভাব প্রকাশ পায়।

খ. তা অনারব তথা কাফের অগ্নিপূজকদের বিশেষ পোশাক। বস্তুত তারা আত্ম-অহমিকায় তা পরিধান করত।

গ. কেউ কেউ বলেন, তা 'দাবাগত' কবুল করে না, অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা তাকে পাকা করা যায় না।

ঘ. চিতাবাঘ সাধারণত শিকার করা দুষ্কর। ফলে তাকে হত্যা করে চামড়া খুলতে হয়। এ সমস্ত কারণে তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

٣٧٤٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৩৭৪৯. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সফরের মধ্যে দলের নেতাই সকলের খাদেম বা সেবক। সুতরাং যে ব্যক্তি সঙ্গীদের খেদমতে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসবে; আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো আমল দ্বারা কেউ উক্ত ব্যক্তির সমপর্যায়ের উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে কাফেলার নেতা নির্বাচিত হবে– তার পক্ষে উচিত কাফেলার লোকদের যথাযথভাবে খেদমত করা এবং তাদের কল্যাণের প্রতি নজর রাখা। অথবা যে লোক সফর-সঙ্গীদের খেদমত করে প্রকৃতপক্ষে সে-ই তাদের নেতা বা সরদার; যদিও সে নিম্নমানের হয়।

بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

পরিচ্ছেদ : কাফের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র প্রেরণ ও তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবুয়তপ্রাপ্তির পর হতে মৌখিকভাবে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন। অতঃপর হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সপ্তম হিজরি হতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে ইসলামের দাওয়াত সংবলিত পত্র ও দূত প্রেরণ করেন। তাই ইসলামের ইতিহাসে এ সনকে 'আমুল ওফূদ' তথা 'দূত প্রেরণের বৎসর' বলা হয়। স্মরণ রাখতে হবে, কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। যদি তা গ্রহণ না করে, তবে জিজিয়া [কর] প্রদানে বাধ্য করবে। যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামের প্রতি দাওয়াত ও আহ্বানের ধারাবাহিকতা চলে আসছিল। তবে তা গোপনীয়ভাবে বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য ছিল। হিজরতের পর কিছু প্রকাশ্যভাবে দাওয়াতের আহ্বান হলো। কিন্তু লিপি, পত্রের ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়নি। ৬ষ্ঠ হিজরি সনের হুদায়বিয়ার সন্ধির পর লিপি ও পত্রের ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয় এবং রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম রোমের [ইটালির] বাদশাহর নিকট পত্র লিখার সংকল্প করলেন, তখন আবেদন পেশ করা হলো যে, রোমের বাদশাহ মোহর ব্যতীত পত্র গ্রহণ করেন না। তাই রাসূল ﷺ একটি আংটি বানালেন মোহরের সিলের জন্য। যার মধ্যে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ -এর নকশা অঙ্কিত ছিল এবং তিনটি নাম তিনটি লাইনে ছিল এমনিভাবে مُحَمَّدٌ ـ رَسُوْلُ ـ اللّٰهِ এবং কেউ কেউ বলেছেন এরূপ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ এ থেকে পত্রের উপর সিলমোহর লাগানো হচ্ছে সুন্নত এবং যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বে কাফের এবং মুশরিকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব এবং ইসলামের দাওয়াত ব্যতীত যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে হারাম। নবী করীম ﷺ সমস্ত দেশের বাদশাহদের নিকট পত্রসমূহ প্রেরণ করলেন যার বিস্তারিত বর্ণনা বুখারী শরীফের প্রথম দিকে উল্লেখ রয়েছে। রোমের বাদশাহ এ পত্রকে অত্যন্ত সম্মান করলেন আর ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রজাদের ভয় এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ইসলাম গ্রহণ করেননি। এতদসত্ত্বেও এ পত্রটিকে সম্মানের সাথে বক্সের মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখলেন। এরই ভিত্তিতে তার বংশধরের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ রাজত্ব অবশিষ্ট ছিল।

পারস্যের বাদশাহ কিসরার নিকট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রা)-এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করলেন। এ হতভাগা পত্রটি হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে পত্রটি টুকরা টুকরা করে দিল এবং অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলল। রাসূল ﷺ -এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি মনে কষ্ট পেলেন এবং কিসরার জন্য বদদোয়া করলেন, যে আল্লাহ যেন তার রাজত্বকে টুকরা টুকরা করে দেন। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যে তার রাজত্ব ভেঙ্গে টুকরা হয়ে গেল এবং সে তার আপন পুত্র শেরওয়া -এর হাতে জাহান্নামে নিপতিত হলো। ইতিহাসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখে নেওয়া উচিত।

হাবশার 'আবিসিনিয়ার' বাদশাহ 'আসহমা' নাজাশীর নিকট হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যমীরী (রা.)-এর মাধ্যমে একটি পত্র লিখলেন। পত্র হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ সিংহাসন থেকে নেমে মাটিতে বসে গেলেন এবং পত্রটি মাথা ও চক্ষুর উপর লাগিয়ে তাতে চুম্বন দিয়ে বললেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হচ্ছেন সত্য নবী, যাঁর অপেক্ষা কিতাবীগণ করছিল। আর আমার তাঁর নবুয়ত এবং রিসালাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আর এই স্বীকৃতি দিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। যখন তাঁর দেশে তাঁর ['নাজাশীর'] মৃত্যু হলো তখন রাসূল ﷺ -কে সংবাদ দেওয়া হলো। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তাঁর গায়েবানা [অদৃশ্যাবস্থায়] জানাজার নামাজ আদায় করলেন।

৩৭৫০ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرٰى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ فَإِذَا فِيْهِ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى - أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَدْعُوْكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا أَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ إِثْمُ الْيَرِيْسِيِّيْنَ وَقَالَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ -

৩৭৫০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে হযরত দিহয়াতুল কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে [রোম সম্রাট] কায়সারের নামে পত্র প্রেরণ করেন এবং দিহয়াতুল কালবী (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বসরার শাসনকর্তার হাতে অর্পণ করেন। আর সে যেন তা কায়সারের নিকট পৌঁছে দেয়। পত্রে লিখেছেন– "পরম দয়াময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ হতে রোমের শাসনকর্তা হিরাকল [হিরাক্লিয়াস]-এর প্রতি। যারা হিদায়েত গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আমি তোমার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছি, ইসলাম গ্রহণ কর! শান্তিতে থাকবে। পুনরায় বলছি– ইসলাম গ্রহণ কর তবে আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার [ছওয়াব] প্রদান করবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সমস্ত প্রজাবৃন্দের পাপের বোঝাও তোমার উপর এসে পড়বে।

হে কিতাবীগণ! তোমরা এমন এক মৌলিক বাক্যের দিকে এসো, যাতে আমরা ও তোমরা সমান, অর্থাৎ যার বিশ্বাস সকলের উপর কর্তব্য। আর তা হলো– আমরা কেউই এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করব না, আর আমাদের কেউই আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তারা এ কথাগুলো না মানে তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান।"

–[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতের মধ্যে তিনটি বাক্যের পরিবর্তন রয়েছে। যেমন– مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ [অর্থাৎ عَبْدِ اللّٰهِ শব্দ নেই], الْيَرِيْسِيِّيْنَ [অর্থাৎ হামযার স্থলে 'ইয়া'] এবং بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ [بِدَاعِيَةِ -এর স্থলে]। অর্থে তেমন একটা পার্থক্য নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'কায়সার' রোম সম্রাটের উপাধি। তৎকালীন সম্রাটের নাম ছিল হিরাকল। অবশ্য এর ব্যবহারিক উচ্চারণে বিভিন্ন কেরাত আছে هِرَقْل - هِرَقْل - هِرَقْل [হিরাক্লিয়াস]।

হিরাকল ইসলাম গ্রহণ করেনি, এটাই তার শেষ পরিণতি।

بُصْرٰى 'বুসরা' হেজাজ ও সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত একটি দুর্গবিশিষ্ট নগরের নাম। এ নগরের গভর্নর তথা 'আযীমুল বুসরা'র নাম ছিল– حَارِثُ بْنُ أَبِيْ شَمِرٍ; স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা সেই প্রসিদ্ধ 'বসরা' শহর নয় যা বর্তমানে ইরাকের একটি প্রদেশ।

نُقْطَةُ اِرْسَالِ الْكِتَابِ **[পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গ]** : দীর্ঘদিন যাবৎ রোম ও পারস্যের মধ্যে ভীষণভাবে যুদ্ধ চলে আসছিল। এক সময় রোম সম্রাট মানত করেছিলেন, যদি তারা পারস্যের বিরুদ্ধে বিজয় হন তবে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের জেয়ারত করবেন। এ উদ্দেশ্যে জেরুজালেম অবস্থান করেছিলেন, ঠিক সেই সময় হযরত দেহইয়া কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর পত্র হিরাকলের নিকট পৌছল। আরবের লোকেরা বিভিন্ন সময় তেজারতের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, জেরুজালেম সফর করত, ঐ সময় কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান একটি কাফেলাসহ তেজারত উপলক্ষে 'গাযা' নগরীতে অবস্থান করছিল। রোম সম্রাট উক্ত কাফেলাকে তার দরবারে ডেকে আনালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ -এর প্রেরিত চিঠিখানা দরবারে পাঠ করলেন। পত্র পাঠের পর হেরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে নানাবিধ কথা জেনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্যিই আল্লাহর নবী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে ঈমান গ্রহণ করেনি।

اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ **[দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে]** : হিরাকল ছিল নাসারা ধর্মাবলম্বী। রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে নাসারা বা ঈসায়ী ধর্ম বৈধ ছিল। নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত প্রকাশের পর তা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই সে প্রথমে বৈধ ধর্ম ঈসায়ীতে ঈমান রাখায় তখনকার ছওয়াব এবং পরে রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তারও ছওয়াবের অধিকারী হবে। [স্মরণ রাখতে রাখতে হবে রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পর কেউ ঈসায়ী তথা অন্য কোনো ধর্মকে বৈধ ধারণা বা গ্রহণ করলে সে কাফের হয়ে যাবে] এ হিসেবে সে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করবে।

'ইয়ারিসীন'– মূলে এটা অনারবী শব্দ। অর্থ– কৃষককুল। অবশ্য এখানে 'প্রজাবৃন্দ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

عُنْوَانُ كِتَابَةِ الرِّسَالَةِ **[ইসলামি কায়দায় চিঠি লেখার নিয়ম]** : প্রথমে আল্লাহর গুণবিশিষ্ট নাম তথা 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা শুরু করতে হয়, তারপর প্রেরকের পদবি অথবা নাম লিখতে হবে, অতঃপর পদবিসহ প্রাপকের নাম এবং সম্মানসূচক বাক্য বা শব্দ দ্বারা তাকে সম্বোধন করতে হবে। এরপর সালাম বা জাতিভেদে সম্মানসুলভ দোয়া আশীর্বাদ জানাতে হবে। তারপর সংক্ষিপ্তাকারে উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে ইত্যাদি।

٣٧٥١ - وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَأَ مَزَّقَهُ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭৫১. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ [পারস্য সম্রাটের উদ্দেশ্যে] লিখিত পত্রখানা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস সাহমী (রা.)-এর মাধ্যমে [পারস্যের শাসক] কিসরার নিকট পাঠালেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি তা বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেবেন আর তিনি [বাহরাইনের শাসক] তা কিসরার নিকট পৌছাবেন। অবশেষে তিনি পত্রখানা কিসরার নিকট পৌছালেন। যখন সে তা পাঠ করল তখন সে [ক্রোধান্বিত হয়ে] পত্রখানা ছিঁড়ে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলল। বর্ণনাকারী ইবনুল মুসায়্যিব (র.) বলেন, তার এ আচরণের ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ অবগত হলে তখন তিনি তাদের প্রতি এ বদদোয়া করলেন– "আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেন।" –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিসরা ও তার নাম : পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল 'কিসরা'। এটা 'খসরু' শব্দের আরবি রূপান্তর। রাসূল ﷺ যার নামে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তার নাম ছিল 'পারভেজ ইবনে হুরমুজ ইবনে নওশেরওয়াঁ'।

আযীমুল বাহরাইন : বসরার নিকট সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দর নগরীর নাম ছিল বাহরাইন। বর্তমানে বাহরাইন স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর তৎকালীন গভর্নর ছিলেন– مُنْذِرُ بْنُ سَاوِيٍّ [মুনযির ইবনে সাবী]। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নরকে 'আযীম' বলা হতো। যেমন– আযীমুল বুসরা, আযীমে বাহরাইন প্রভৃতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদদোয়ার পরিণাম : পারভেজের পুত্রের নাম ছিল 'শীরওয়াইহ'। ক্ষমতার লোভে পিতাকে হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে বসার ফন্দি আঁটতে লাগল। পারভেজের যখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, সে নিশ্চিত স্বীয় পুত্রের হাতেই মারা পড়বে, তখন সে একদিন নিজের ব্যক্তিগত দাওয়াখানায় প্রবেশ করে একটি কৌটায় কিছু বিষ রেখে তার উপরে স্লিপ লাগিয়ে দিল 'নারী সম্ভোগের সহায়ক অব্যর্থ ঔষধ'। শীরওয়াহ ছিল স্ত্রী তথা নারী সম্ভোগে আসক্ত। অবশেষে একদিন পিতাকে হত্যা করে পারস্য সম্রাট হয়ে বসল। সে একদিন উক্ত দাওয়াখানায় প্রবেশ করে অব্যর্থ ঔষধের নামে বিষ খেয়ে মরে গেল। অতঃপর পারস্যবাসী পারভেজের কন্যা 'পুরাণ'কে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই গোটা দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হলো। ইতিহাস সাক্ষ্য দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফত আমলে হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে সমগ্র পারস্য মুসলমানদের দখলে এসে গেল। রাসূল ﷺ -এর পত্রের সাথে পারস্যের অহংকারী মজূসী রাজা যে বেআদবি করেছিল এবং রাসূল ﷺ যে বদদোয়া করেছিলেন, তা হুবহু প্রতিফলিত হয়েছে। এ সাম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী ইয়াযাদেগির্দ খোরাসানের এক জঙ্গলে নিহত হয়।

যে সমস্ত রাজন্যবর্গের নামে পত্র প্রেরণ করেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সমস্ত অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট দূত মারফত পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদের কতিপয়ের নাম– রোম সম্রাট কায়সার, পারস্য সম্রাট কিসরা, আবিসিনিয়া [হাবসা]-এর বাদশাহ নাজাশী, মিসরের বাদশাহ মুকাওকাস, ইসকান্দারিয়া, আম্মান, বাহরাইন, ইয়ামামা ও দুমাতুল জান্দল প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উপাধি : রোমের 'কায়সার', পারস্যের 'কিসরা', হাবশার 'নাজাশী', মিশরের 'আযীয', ইয়েমেনের 'কাইল', কিবতীদের 'ফেরাউন', হিমইয়ারীদের 'তুব্বা', তুরস্কের 'খাকান' এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের 'মহারাজ' বা 'রায়' এবং মোগলদের 'সম্রাট' প্রভৃতি।

وَعَنْ ٣٧٥٢ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৫২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ কিসরা, কায়সার, নাজাশী এবং অন্যান্য প্রত্যেক প্রভাবশালী শাসকদের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে আল্লাহর [দীনের] দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন– যে নাজাশীর মৃত্যুতে নবী করীম ﷺ [মদিনা হতে] জানাজার নামাজ পড়েছিলেন, ইনি তিনি নন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যার মৃত্যুর সংবাদে রাসূল ﷺ মদিনায় এসে [গায়েবী] জানাজার নামাজ আদায় করেছিলেন, তার নাম 'আসহামাহ'। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর যার নামে পত্র লিখেছেন– সে ছিল অন্য আরেক নাজাশী।

مُلْحَقَاتٌ **[টীকা] :** উসতাদুল মুহতারাম আল্লামা শায়খুল আদব (র.) বলেছেন, কতিপয় শব্দ ভুল উচ্চারণ চলে আসছে। যেমন– নাজ্জাশী, গাফ্ফারী, গায্যালী প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ হলো– নাজাশী, গিফারী ও গাযালী।

وَعَنْ ٣٧٥٣ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ (رضـ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ سَبِيْلِ

৩৭৫৩. অনুবাদ : হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়ম ছিল– তিনি যখনই কোনো বড় কিংবা ছোট সেনাদলের উপর কাউকে আমির নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন যে, সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহর ভয়ে সতর্কভাবে চলে এবং সঙ্গী মুসলিম সৈনিকদের সাথে সদ্ব্যবহার করে। অতঃপর বলতেন– আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হও।

اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اُغْزُوْا فَلَا تَغُلُّوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تَمْثُلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَاِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى ثَلٰثِ خِصَالٍ اَوْ خِلَالٍ فَاَيَّتُهُنَّ مَا اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاِنْ اَبَوْا اَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهٖ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهٖ وَلٰكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ اَصْحَابِكَ فَاِنَّكُمْ اِنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ اَصْحَابِكُمْ اَهْوَنُ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهٖ وَاِنْ حَاصَرْتَ اَهْلَ

এবং যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি [বিদ্রোহ] করে তাদের সাথে লড়াই কর। জিহাদে বের হও, খবরদার গনিমতের মালে খেয়ানত করো না। যখন তুমি কোনো মুশরিক শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবে। যদি তার কোনো একটি তারা মেনে নেয়, তুমি তখন তার স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে।

ক. প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে, যদি তারা তা কবুল করে নেয়, তখন তুমি তার স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদেরকে স্বদেশ [দারুল হরব] হতে মুহাজিরীনদের আবাসভূমি [দারুল ইসলামে] চলে আসতে আহ্বান জানাবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, যদি তারা হিজরত করে, তখন তারাও মুহাজিরীনদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, আর মুহাজিরীনদের ন্যায় দায়দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে। [যেমন– নামাজ পড়া, জাকাত আদায় করা, কিসাস ও দিয়াত ইত্যাদি মেনে চলা] কিন্তু গনিমতের মাল ও 'ফাই' [বিনা যুদ্ধে কাফেরদের নিকট হতে লব্ধ মাল] হতে তারা সাধারণত কোনো অংশ পাবে না। অবশ্য এ মাল স্পদের অংশ তারা তখনই পাবে যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শামিল হবে। অন্যথা অন্যান্য গ্রাম্য মুসলমানদের ন্যায় তাদের সাথে আচরণ করা হবে। [অর্থাৎ আল্লাহর বিধান তাদের উপর সেভাবে প্রয়োগ হবে যা সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। খ. যদি তারা তাতে [ইসলাম গ্রহণ করতে] অস্বীকার করে, তখন তাদের নিকট হতে জিজিয়া দাবি কর। যদি তারা তা মেনে নেয়, তখন তুমিও তা গ্রহণ কর এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাক। গ. যদি তারা তাতেও সম্মত না হয়, তখন আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কোনো দুর্গবাসীকে অবরোধ কর এবং তারা তোমার সাথে আল্লাহ ও তাঁর নবীর দায়িত্বে চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, তখন তুমি তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর নবীর দায়িত্বে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না; বরং তোমার ও তোমার সঙ্গীদের নিজ দায়িত্বে চুক্তি বদ্ধ হতে পার। কেননা যদি কোনো কারণে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য হও, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে কৃত চুক্তি করা অপেক্ষা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা অনেক লঘুতর। আর যদি

حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيهِمْ أَمْ لَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তুমি কোনো দুর্গ অবরোধ কর এবং তারা তোমার নিকট আল্লাহর বিধানের শর্তে অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানায় তখন আল্লাহর বিধানের শর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ো না; বরং তোমার সঙ্গীদের দায়িত্বে অব্যাহতি দান করবে। কেননা তুমি তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বিধান [ফয়সালা] সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম নাও হতে পার। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জিহাদের উদ্দেশ্য : আমরা জিহাদ অধ্যায়ের শুরুতে বলেছি যে, এর উদ্দেশ্য দেশ জয়, মানুষের উপর প্রভুত্ব কিংবা কাফের নিধন বা ধনসম্পদ সঞ্চয় নয়; বরং আদর্শ প্রতিষ্ঠা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা। যারা এর বিপরীত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ঘটায় তাদেরকে তা হতে প্রতিরোধ করা। আল্লাহর কালামেও এ উদ্দেশ্যকে ঘোষণা করে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে− وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা কাফের মুশরিকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর যাবৎ না ফিতনা নির্মূল হয়ে আল্লাহর দীন কায়েম হয়।' আলোচ্য আয়াতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি করলে এ উদ্দেশ্যটিই প্রতিভাত হবে।

জিহাদের নীতিমালা : অধ্যায়ের ভূমিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, জিহাদের স্তরবিন্যাস নীতিমালা তিনটি। প্রথমে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা, তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করা এবং তাও না মানলে অগত্যা লড়াই করা।

গনিমতের অংশ বণ্টনে ইমামদের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে গরিব নিঃস্ব হলেও 'গনিমত' বা 'ফায়' -এর কোনোটিরই অংশ পাবে না। যেমন আলোচ্য হাদীসে নব্য মুসলমান মুহাজিরদেরকে গ্রাম্য বেদুঈনদের সাথে তুলনা করে তা হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) অন্য এক হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, তারা অংশ পাবেন, তবে তা সদকা হিসেবে, যা মুজাহিদদের অংশের সমপরিমাণ হবে না বটে।

জিজিয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম মালেক ও আওযায়ী (র.) বলেন, আরবি, আজমি, কিতাবি ও গায়রে কিতাবি সকল প্রকার অমুসলিম হতে জিজিয়া গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ইমাম আ'যম (র.) আরবীয় মুশরিক হতে জিজিয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু আহলে কিতাব ও মাজূসী হতে জিজিয়া গ্রহণ করা জায়েজ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আরবের মুশরিকরা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অন্যথা জিহাদের মাধ্যমে তাদের সাথে একটা ফয়সালা হবে, সুতরাং তাদের নিকট হতে জিজিয়া নেওয়া জায়েজ হবে না।

٣٧٥٤ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৫৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক অভিযানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়লে [জোহরের নামাজ আদায় করে] লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর মোকাবিলা কামনা করো না; বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা লাভের প্রার্থনা কর। তবে শত্রুর মোকাবিলা সংঘটিত হয়ে গেলে ধৈর্যধারণ করে টিকে থাক। জেনে রাখ! তলোয়ারের ছায়াতলেই জান্নাত। অতঃপর তিনি এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তুমি কিতাব [আল কুরআন] অবতরণকারী, মেঘমালা সঞ্চারণকারী এবং শত্রুবাহিনী দমনকারী! তুমি তাদেরকে দমন কর এবং তাদের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত কর। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শত্রুর মোকাবিলার কামনা না করা : শত্রুর মোকাবিলা কামনা না করার কয়েকটি কারণ হতে পারে–

ক. মোকাবিলার পরিণাম অজ্ঞাত সুতরাং ফিতনায় লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা নিরাপদে থাকাই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন– لِاَنْ اُعَافٰى فَاَشْكُرَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُبْتَلٰى فَاَصْبِرَ অর্থাৎ বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করা অপেক্ষা নিরাপদে থেকে শোকর আদায় করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।

খ. শত্রুর মোকাবিলা কামনা করার মধ্যে এক পর্যায়ের গর্ব-অহংকারের আভাস পাওয়া যায় এবং নিজের শক্তির উপর ভরসা প্রকাশ পায়।

গ. শত্রুকে খাটো করা এবং অবহেলা প্রদর্শন করা, অথচ যুদ্ধে শত্রুকে নিজেদের চেয়ে শক্তিশালী ধারণা করাই যুদ্ধনীতির প্রধান শর্ত।

তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাত : এর অর্থ– শাহাদাত হলো অমর জীবন লাভের দ্বার-প্রান্তর, আর জান্নাত হলো শহীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান।

ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ করা হচ্ছে আল্লাহর নিকট থেকে নিকটতম স্থানে পৌছার মধ্য থেকে তথাপীয় শত্রুদের সঙ্গে সাক্ষাতের দোয়া করা থেকে নিষিদ্ধকরণের বিভিন্ন রহস্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. স্বয়ং নিজে শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করাতে আপাত্মার উপর ভরসা হয়ে থাকে যা 'আল্লাহর দাসত্বের' দাসত্বের পরিপন্থি, যা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয় এজন্য রাসূল ﷺ শত্রুদের সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করা থেকে নিষেধ করেছেন।

২. শত্রুদের সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিপদের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আর তা নিষিদ্ধ।

৩. শত্রুর সাথে সাক্ষাতের ফলাফল জানা নয়– জয় হবে না পরাজয়। বিধায় এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। كَمَا قَالَ الصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ لِاَنْ اُعَافٰى فَاَشْكُرَ اَحَبُّ اَنْ اُبْتَلٰى فَاَصْبِرَ অর্থাৎ যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেছেন, আমি নিরাপদ থেকে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করাকে অধিক ভালোবাসি বিপদে পতিত হয়ে ধৈর্যধারণ করা থেকে।

وَعَنْ ٢٧٥٥ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُوْبِنَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ اِلَيْهِمْ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّ قَدَمِىْ لَتَمَسُّ قَدَمَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجُوْا اِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ فَلَمَّا رَاَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَلَجَأُوْا اِلَى الْحِصْنِ فَلَمَّا رَاٰهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যখন কোনো কওমের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতেন, তখন ভোর হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। আর ভোর হলে আজানের আওয়াজের অপেক্ষা করতেন। যদি আজান শুনতে পেতেন, তখন তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন। আর আজান না শুনলে আক্রমণ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বরের লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় তথায় গিয়ে পৌছলাম। যখন ভোর হলো এবং আজানও শোনা গেল না তখন রাসূল ﷺ সওয়ার হলেন এবং আমিও হযরত তালহা (রা.)-এর পিছনে সওয়ার হলাম। [সাওয়ারিদ্বয় পাশপাশি চরার কারণে] আমার পায়ের ছোঁয়া নবী করীম ﷺ -এর পদ মুবারক স্পর্শ করছিল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এ সময় খায়বারের বাসিন্দারা [ক্ষেত-খামারে কাজের উদ্দেশ্যে] কাঁচি, কোদাল ও ঝুড়ি ইত্যাদি নিয়ে বের হতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমাদেরকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। আর এই যে, মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম মুহাম্মদ তার পঞ্চবাহিনী [অর্থাৎ পুরো বাহিনী] নিয়ে এসে পড়েছে। [এতে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো।] অতঃপর দৌড়িয়ে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদের এ অবস্থা দেখলেন, তখন বলে উঠলেন– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, খায়বরের ধ্বংস নিশ্চিত। 'আমরা যখন কোনো জাতির আবাসস্থানের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হই তখন যেই জাতিকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করা হয়েছে তাদের সকাল দুর্ভাগ্যজনক মন্দ হয়ে থাকে।' –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : مَكَاتِلُ এটা مِكْتَلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– ঝুড়ি বা টুকরি। مَسَاحِيُ এটা مِسْحَاةٌ-এর বহুবচন অর্থ– কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন– কাঁচি, কোদাল ইত্যাদি। اَلْخَمِيْسُ পঞ্চবাহিনী। [পূর্বে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।]

টীকা : ৬ষ্ঠ হিজরির শেষলগ্নে এবং ৭ম হিজরির শুরুতেই খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তবে ঐতিহাসিকগণ ৭ম হিজরির কথাই উল্লেখ করেন।

আজানের আওয়াজ শোনা গেলে বুঝা যেত এদের মধ্যে মুসলমানদেরও ঘরবাড়ি আছে। কাজেই গোটা কওম আক্রমণ হতে রক্ষা পেত।

'আল্লাহু আকবার' তথা না'রায়ে তাকবীর ধ্বনির মধ্যে শক্তি নিহিত আছে, তাই ইসলামে এটা প্রচলিত রয়েছে এবং এ দীন হতে এর সূচনা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٥٦ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ (رض) قَالَ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلِ الْقِتَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ اِنْتَظَرَ حَتّٰى تَهُبَّ الْاَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَاةُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭৫৬. **অনুবাদ :** হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহু যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শরিক ছিলাম। রাসূল ﷺ -এর নিয়ম দেখেছি। যদি তিনি দিনের প্রথম ভাগে আক্রমণ না করতেন তবে অপেক্ষা করতেন, যখন [দুপুরের পরে] মৃদু হাওয়া প্রবাহ শুরু হতো ও নামাজের ওয়াক্ত শুরু হতো তখন নামাজান্তে আক্রমণ করতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজ পর্যন্ত যুদ্ধ না করা : অর্থাৎ পূর্বাহ্নে লড়াই শুরু করতে না পারলে অপরাহ্নে জোহরের নামাজান্তে আক্রমণ শুরু করতেন। কারণ প্রথমত নামাজের সময় আল্লাহর রহমতের সময়। দ্বিতীয়ত বৈকালীন হিমেল হাওয়া মনোবল সুদৃঢ় করতে সহায়ক হয়। সম্ভবত এ সমস্ত কারণে দ্বিপ্রহরে যুদ্ধ শুরু করতেন না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧٥٧ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ (رض) قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ اِنْتَظَرَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৫৭. **অনুবাদ :** হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হয়েছি এবং তাঁকে দেখেছি, তিনি কোনো যুদ্ধে দিনের প্রথমভাগে লড়াই শুরু করতেন না। পারলে অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, মৃদু বাতাস প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহর মদদ নাজিল হয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আল্লাহর মদদ নাজিল হওয়া' মানে জোহরের নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের দোয়ার বরকতে আল্লাহর সাহায্যের আশা নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

'নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) ছিলেন, মুযাইনা গোত্রের লোক, তিনি ইরাকের বসরা নগরীতে বসবাস করতেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফত আমলে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছেন।

وَعَنْ ٣٧٥٨ قَتَادَةَ (رض) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتّٰى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৭৫৮. অনুবাদ : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে শরিক হয়ে যুদ্ধ করেছি। তাঁর নিয়ম ছিল, ফজরের সময় হলে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হতে বিরত থাকতেন। যখন সূর্য উদিত হয়ে যেত তখন লড়াই আরম্ভ করতেন। আবার মধ্যাহ্ন হলে লড়াই বন্ধ রাখতেন– যাবৎ না সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ত। সূর্য হেলে পড়ার পর জোহরের নামাজ আদায় করতেন, তারপর লড়াই শুরু করে আসর ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। আবার আসরের নামাজের জন্য বিরতি দিতেন এবং নামাজ শেষে পুনরায় লড়াই শুরু করতেন। বর্ণনাকারী হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, [সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কারণ হিসেবে] সাহাবায়ে কেরামগণ বলতেন, সে সময় আল্লাহর পক্ষ হতে 'বিজয় বায়ু' প্রবাহিত হয়। আর মুমিনগণ তাদের নামাজে নিজেদের সেনাবাহিনীর জন্য দোয়া করতেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজের মধ্যে দোয়া করা : এর অর্থ হলো– নামাজ আদায়ের পর সমবেতভাবে দোয়া করা। অথবা নামাজের মধ্যেই 'কুনূতে নাযেলা' পাঠ করা। কোনো কোনো হাদীসেতাই বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٥٩ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ (رض) قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৫৯. অনুবাদ : হযরত ইসামুল মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং [যাবার সময়] এ উপদেশ দিলেন, যখন তোমরা কোনো এলাকায় মসজিদ দেখবে কিংবা আজাব শুনবে, তখন সে এলাকায় [খবরদার] কাউকেও হত্যা করবে না। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ তাকে মুসলমান এলাকা মনে করবে, তাই লড়াই করো না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧٦٠ اَبِىْ وَائِلٍ (رضـ) قَالَ كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اِلٰى اَهْلِ فَارِس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اِلٰى رُسْتَمْ وَمِهْرَانْ فِىْ مَلَأِ فَارِس سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّا نَدْعُوْكُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَبَيْتُمْ فَاَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَاَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ فَاِنَّ مَعِىْ قَوْمًا يُحِبُّوْنَ الْقَتْلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৭৬০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ ওয়ায়েল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এক যুদ্ধে পারস্যবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুসলিম সেনাপতি রুস্তম ও মেহরানের প্রতি। সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের উপর সালাম। অতঃপর শুন! আমরা তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জ ানাচ্ছি। যদি এতে অস্বীকার কর তবে নতি স্বীকার পূর্বক স্বহস্তে জিজিয়া আদায় কর। আর যদি তা আ্যায় করতেও অস্বীকার কর, তবে জেনে রেখ আমার সঙ্গে এমন এক সেনাবাহিনী রয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানকে তেমনি ভালোবাসে যেমনি পারস্যবাসী মদ্য পানকে ভালোবেসে থাকে। সত্যের অনুসারীদের প্রতি শান্তি।

−[শরহে সুন্নাহ]

بَابُ الْقِتَالِ فِى الْجِهَادِ
পরিচ্ছেদ : জিহাদে হত্যার বিবরণ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার কালিমাকে উচ্চে তোলা এবং বাতিল শক্তিকে পৃথিবী হতে নিঃশেষ করার জন্য জিহাদের বিকল্প নেই। জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর দীন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর জন্য অসংখ্য জীব ও অগণিত সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে হয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে লড়াইয়ের ময়দানে জীবন উৎসর্গকরণসহ যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧٦١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৬১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন। আচ্ছা বলুন! যদি এ যুদ্ধে নিহত হই, তবে আমার স্থান কোথায় হবে? তিনি বলেন, জান্নাতে। তখন তিনি নিজের হাতের খেজুরগুলো [যা খাচ্ছিলেন] ছুড়ে ফেলে দিলেন, অতঃপর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٧٦٢ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ يَعْنِىْ غَزْوَةَ تَبُوْكَ غَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيْرًا فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَاَهَّبُوْا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭৬২. **অনুবাদ :** হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রায়শ অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করলে তা গোপন রেখে ভাব প্রকাশ করতেন। [যেন শত্রুগণ সতর্কতা অবলম্বন করে অতর্কিত আক্রমণ করার সুযোগ না পায়] কিন্তু যখন তাবূক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সে যুদ্ধের সংকল্প রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে করেছিলেন এবং এ অভিযানের যাত্রাপথ ছিল দুর্গম মরু প্রান্তর আর শত্রু সংখ্যাও ছিল বিপুল। তখন রাসূল ﷺ মুসলমানদের সম্মুখে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন, যাতে তারা এ দুর্গম অভিযানের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তাই স্বীয় লক্ষ্যস্থল তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অভিযানের লক্ষ্যস্থল গোপন রাখা : শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের দৃষ্টি ও ধারণা এড়াবার জন্য আসল ব্যাপার গোপন রাখা যুদ্ধনীতিতে বৈধ। তাবূকের অভিযান হিজরি নবম সালে আরব সীমান্তে রোমীয় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হয়েছিল। শেষ নাগাদ যুদ্ধ হয়নি। মুসলমানদের আগমন সংবাদে খ্রিস্টানরা ভীত হয়ে মোকাবিলায় আসেনি। [তাবূক অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

وَعَنْ ٣٧٦٣ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৬৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুদ্ধ হলো প্রতারণা মাত্র। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَدْعَةٌ শব্দের মধ্যে তিনটি لُغَاتٌ রয়েছে-

১. 'খা' -এর যাম্মা এবং দাল-এর সুকূনের সাথে خُدْعَةٌ আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

২. 'খা' -এর যাম্মা এবং দাল -এর ফাতহা -এর সাথে خُدَعَةٌ -

৩. 'খা' -এর ফাতহা এবং দাল-এর সুকূনের সাথে خَدْعَةٌ ; আল্লামা নববী (র.) বলেন যে, এ তৃতীয় কথাটি হচ্ছে অধিক صَحِيْح। আর এটাই হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর لُغَتْ এবং মর্ম হলো, কাফেরদের সঙ্গে অধিক যুদ্ধ করা হলো অধিক লাভজনক। আর কাফেদের সাথে ধোঁক ও প্রতারণা করা জায়েজ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি এর দ্বারা সন্ধি এবং নিরাপত্তার মধ্যে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। আর রাসূলের অধিকাংশ সময় অভ্যাস ছিল যে, যখন কোনো এক স্থানে যুদ্ধাভিযানের সংকল্প করতেন, তখন অন্য স্থানের দিকে ইঙ্গিত বা যাত্রা আরম্ভ করতেন। তাহলে যেন শত্রুরা এদিক থেকে উদাসীন থাকে এবং মুসলমানদের জয়লাভ সহজ হয়। যেমন হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করলে তা গোপন রেখে বাহ্যত অন্য দিকে রওয়ানা হচ্ছেন বলে ইঙ্গিত দিতেন। কেউ কেউ হাদীসের এ মর্ম বর্ণনা করে থাকেন যে, সর্বাধিক উত্তম জিহাদ হচ্ছে [মুসলমান ও কাফেরদের পরস্পরের] মধ্যে একে অপরকে ধোঁকা দেওয়া। কেননা মুখোমুখি যুদ্ধ করা আশঙ্কামুক্ত নয়। আর পারস্পরিক ধোঁকার মধ্যে আশঙ্কা মুক্তাবস্থায় উদ্দেশ্যের মধ্যে বিজয় হয়ে যায়।

যুদ্ধে মিথ্যা বা প্রতারণা : স্পষ্ট মিথ্যা বা ধোঁকাবাজি করা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। অবশ্য কৌশল ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করা জায়েজ আছে। দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করার অনুমতি আছে। আরবি পরিভাষায় একে 'তাওরিয়া' বলে। ধোঁকায় ফেলে চুক্তি ভঙ্গ করা কিংবা নিরাপত্তা প্রদান করে তার বরখেলাফ করা জায়েজ নেই। ওলামাদের মতে যুদ্ধের সময় কাফেরদেরকে ধোঁকায় ফেলা তথা 'তাওরিয়া' করা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٣٧٦٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ مَعَهُ اِذَا غَزَا يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৬৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উম্মে সুলাইম [হযরত আনাস (রা.)-এর মা] এবং অন্যান্য আনসারী মহিলাগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধ চলাকালীন এ সমস্ত মহিলাগণ সিপাহিদেরকে পানি পান করতেন এবং আহতদের সেবাযত্ন করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহিলাদেরকে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া জায়েজ নয়। কারণ এর দ্বারা মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মহিলাদেরকে রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া জায়েজ। যদি পানি পান করানো এবং সেবা ও চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় তাহলে বৃদ্ধা মহিলাদেরকে নিয়ে যাবে। আর যদি সঙ্গম এবং যৌনমিলনের প্রয়োজন হয় তাহলে বাঁদিদের সাথে নিয়ে যাবে। আর যেসব মহিলা সেবা ও চিকিৎসার জন্য যাবে তারা সেবা ও চিকিৎসাও তাদের মাহরামদের করবে। আর যদি পরপুরুষের চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে গায়ে স্পর্শ না করে করবে। তবে কোনো বিশেষ স্থানে হাত না লাগিয়ে চিকিৎসা করা যদি সম্ভব না হয়,তাহলে স্পর্শ করতে পারবে। অতএব বর্তমান যুগে কোনো কোনো রাষ্ট্রে মহিলাদেরকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে সেনাবাহিনীতে [কিংবা পুলিশি চাকরি ইত্যাদিতে] প্রবেশ করে দেওয়া হয় তা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েজ নয়।

وَعَنْ ٣٧٦٥ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضـ) قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ فَاَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِيْ الْجَرْحٰى وَأَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৬৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। মুজাহিদগণ ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন, আর আমি তাঁবুতে তাদের মালসামান রক্ষণাবেক্ষণ করতাম, খানা পাকাতাম, আহত সৈনিকদের পরিচর্যা ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতাম। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٧٦٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৬৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : নারীদের এবং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে [যুদ্ধে] হত্যা না করার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। কেননা তা উপরিউক্ত হাদীসে পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। তবে যদি মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কিংবা কাফেররা বাহানা স্বরূপ মহিলা এবং ছোট বাচ্চাদেরকে মুজাহিদীনদের সামনে তুলে ধরে, তাহলে মহিলা এবং শিশুদেরকে হত্যা করা জায়েজ রয়েছে। পক্ষান্তরে পঙ্গু, অন্ধ এবং শয্যাশায়ী লোকদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আহনাফের মতে নারী শিশুদের ন্যায় পঙ্গু অন্ধ শয্যাশায়ীদেরকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি তারা কারো সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে- পরামর্শ ইত্যাদি দানের মাধ্যমে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল পেশ করে থাকেন এই মর্মে যে, উপরিউক্ত হাদীসের মধ্যে কাফেরদেরকে হত্যা করা জায়েজের সম্পর্কে দলিল বিদ্যমান রয়েছে, বিধায় তাদেরকে হত্যা করা যাবে এবং মহিলা এবং শিশুদের ন্যায় হত্যার ব্যাপার কোনো নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন উপরিউক্ত হাদীসের ইঙ্গিত এবং কারণের দ্বারা। অর্থাৎ এদেরকে হত্যা না করার কারণ হলো, তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা। আর উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এ কারণ [যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা] বিদ্যমান রয়েছে, বিধায় তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, হত্যা জায়েজ শুধুমাত্র কুফরের দরুনই নয়; বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণেও। আর উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এ কারণ বিদ্যমান নেই। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) কিয়াস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে, যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদেরকে হত্যা করার নির্ভর হচ্ছে লড়াই এবং যুদ্ধ করা। পক্ষান্তরে হত্যার নির্ভর কুফরের উপর নয়। কারণ কুফর তো সর্বস্থানে রয়েছে অথচ তাদেরকে হত্যা করা হয় না।

وَعَنْ ٣٧٦٧ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَهْلِ الدِّيَارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ . وَفِيْ رِوَايَةٍ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৬৭. অনুবাদ : হযরত সা'ব ইবনে জাছছামাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কোনো মুশরিক পরিবার, যাদের উপর রাতের অতর্কিত আক্রমণকালে তাদের নারী ও শিশুগণ সেই আক্রমণের শিকার হয়ে আহত বা নিহত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। অপর এক বর্ণনায় আছে, তারাও তাদের বাপ-দাদাদের অন্তর্ভুক্ত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাতে অতর্কিত হামলা : পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ শত্রু এলাকায় রাতে আক্রমণ না করে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন এবং আজান শোনা যায় কিনা সে অপেক্ষায় থাকতেন, এটাই ছিল তাঁর সাধারণ নীতি ও প্রেরিত সেনাদলের উপর নসিহত; কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধ চলাকালে এমন অবস্থারও উদ্ভব হয় যে, রাতের বেলায় হামলা করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না, তখন যদি নারী বা শিশু অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিহত হয়– তখন তা অপরাধের বা নিষেধের আওতায় পড়বে না, ফলে দিয়াত বা ক্ষতিপূরণও বর্তাবে না।

যুদ্ধে সাধু সন্ন্যাসী হত্যা করা : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাদেরকে কতল করা জায়েজ আছে। তবে যদি তারা যুদ্ধের পরামর্শদাতা কিংবা পরিচালনাকারী হয়, তখন সমস্ত ইমামদের মতে কতল করা জায়েজ।

"تَبْيِيْت" -এর অর্থ হচ্ছে– রাত্রের হামলা, নৈশ আক্রমণ, অর্থাৎ শত্রুদের অসতর্কতাবস্থায় রাত্রিকালীন সময়ে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করা যার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রত্যাশিতভাবে নারী এবং শিশুরা হত্যা হয়ে যায়, তাহলে এদের বেলায় রাসূল ﷺ বলেছেন, তারাও পুরুষদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, তাদের হত্যার দরুন কোনো গুনাহ হবে না। কেননা রাতের আঁধারে নারী-পুরুষ, শিশুদের মধ্যে তারতম্য করা কঠিন ব্যাপার। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে যে নিষেধ এসেছে তাতে তারতম্য সম্ভব এমন সময়কে ইচ্ছাগতভাবে নারী, শিশুদেরকে হত্যা করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

অথবা هُمْ مِنْهُمْ এ বাক্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী এবং শিশুদেরকে পুরুষদের অধীনস্থ করে বন্দি করা যাবে, হত্যা করা জায়েজ এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

وَعَنْ ٣٧٦٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ (شِعْرٌ) وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِيْ لُؤَيٍّ * حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ وَفِيْ ذٰلِكَ نَزَلَتْ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৬৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ নযীর গোত্রের খেজুর বাগান কেটে জ্বালিয়ে ফেলেন [অর্থাৎ কেটে জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন]। এ সম্পর্কে [প্রখ্যাত ইসলামি কবি] হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) কবিতা আবৃত্তি করেন। যার দুই চরণ, অর্থ– বনী লুয়াই গোত্রের সম্মানিত নেতৃবর্গের পক্ষে বুয়াইরার সর্বত্র প্রজ্বলিত আগুন বড়ই সুখপ্রদ হয়েছে। আর এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনের এ আয়াতটি নাজিল হয়। অর্থ– 'যে সমস্ত খেজুর গাছগুলো তোমরা কেটে ফেলেছ কিংবা যেগুলো তাদের কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহর অনুমতিক্রমেই করেছ।' –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : মদিনার উপকণ্ঠে দুর্গে বসবাসরত ইহুদি গোত্র 'বনূ নযীর'। আর 'বনু লুয়াই' হলো মক্কার কুরাইশদের একটি অঙ্গগোত্র। এ উভয় গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সাহায্য চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল। ইসলামি পরিভাষায় একে বলা হয় حَلِيْف 'হালীফ'।

مُتَعَلِّقَاتٌ **টীকা : বনী লুয়াই নেতাদের জন্য সুখপ্রদ :** এখানে 'সুখপ্রদ' কথাটি নিরেট তিরস্কারমূলক ব্যঙ্গোক্তি। কারণ তারা ছিল বনূ নযরের হালীফ বা সাহায্যকারী অথচ বনূ নযীরের এমন চরম দুর্দিনেও তাদের কোনো প্রকারের সাহায্য করতে পারল না। ফলে উক্ত কবিতার দ্বারা তাদের অন্তরে অধিক মর্মযাতনা দেওয়া হয়েছিল।

বনূ নাযীরের বাগান জ্বালানোর কারণ : মদিনায় ইহুদিদের বহু গোত্রের বসবাস ছিল। তন্মধ্যে বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা ছিল প্রভাবশালী গোত্র। হিজরতের পর নবী করীম ﷺ মদিনার ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদন করা হয়েছিল। কিন্তু বনূ নযীর গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করলে বদরের পর রাসূল ﷺ তাদের খেজুর বাগানটি কেটে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। 'বুযাইরা' নামক তাদের একটি বাগান ছিল। রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ মোতাবেক উক্ত বাগানের চতুর্দিক হতে যখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, অথচ কেউই তাতে বাধা দিতে পারল না এবং তাদের মৈত্রী গোত্র বনূ লুয়াইও এগিয়ে আসতে সাহস করল না, তখন হযরত হাসসান (রা.) হাদীসে উল্লিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হলো : বাগানের গাছ কেটে আগুনের পোড়ানোকে কেন্দ্র করে কুরাইশগণ রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে এ অপবাদ করেছিল যে, হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি মানুষদেরকে জমিনে ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করছ, অথচ নিজেই গাছগাছড়া কেটে আগুনে জ্বালিয়ে বিরাট ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করলে। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা হাশরের এ আয়াতটি নাজিল করেন, যাতে তাদের মর্মব্যথা আরো অধিক বেড়ে উঠে। আয়াতটির অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٦٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْنٍ (رض) اَنَّ نَافِعًا كَتَبَ اِلَيْهِ يُخْبِرُهٗ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهٗ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَغَارَ عَلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ غَارِّيْنَ فِىْ نَعَمِهِمْ بِالْمُرَيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৬৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওন (রা.) হতে বর্ণিত, নাফে' [ইবনে ওমর (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম] তাঁকে লিখে জানান, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তাকে বলেছেন, একবার নবী করীম ﷺ বনী মুসতালিকের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা 'মুরায়সী' নামক স্থানে নিজেদের গবাদিপশুর মধ্যে গাফেল অবস্থায় ছিল। ফলে রাসূল ﷺ তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশু-কিশোরদেরকে বন্দি করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'মুসতালিক' হলো মক্কার খোযা'আ গোত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তারা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'কুদাঈদ' নামক স্থানে 'মুরাইসী' নামক একটি কূপ জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী জায়গায় বসবাস করত।

অতর্কিত হামলার কারণ : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়কে প্রথমে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাতে হবে, তা গ্রহণ না করলে জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করবে। এতেও রাজি না হলে তখন যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা ইসলামের নেই। এমতাবস্থায় রণকৌশল হিসেবে অতর্কিত আক্রমণ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। বনূ মুসতালিক কওমের ব্যাপারটি ছিল অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন এর পূর্বে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সহায়তা করেছিল এবং মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল। এ সমস্ত কারণে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়েছিল।

وَعَنْ ٣٧٧٠ اَبِىْ اُسَيْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَحَدِيْثُ سَعْدٍ هَلْ تُنْصَرُوْنَ سَنَذْكُرُ فِىْ بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَحَدِيْثُ الْبَرَاءِ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا فِىْ بَابِ الْمُعْجِزَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৩৭৭০. অনুবাদ : হযরত আবূ উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন যখন আমরা সারি বা শ্রেণিবদ্ধ হয়ে কুরাইশদের মোকাবিলায় দাঁড়ালাম এবং তারাও আমাদের মোকাবিলায় সারিবদ্ধ হলো– তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যখন তারা তোমাদের খুব নিকটবর্তী হবে তখনই তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যখনই তারা তোমাদের খুব নিকটবর্তী হবে, তখনই তীর নিক্ষেপ করবে এবং তোমরা কিছু তীর সংরক্ষিত রাখবে। [অর্থাৎ একসঙ্গে সমস্ত তীর ব্যবহার করে নিরস্ত্র হবে না।] –[বুখারী]

মেশকাত গ্রন্থকার (র) বলেন, মূল গ্রন্থ মাসাবীহতে এ স্থানে হযরত সা'দ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস যার প্রথম বাক্য هَلْ تُنْصَرُوْنَ তা আমি بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ -এর পরিচ্ছেদে এবং অপর একটি হাদীস যা হযরত বারা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, যাতে বলা হয়েছে بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا এ হাদীসটি আমি ইনশাআল্লাহ بَابُ الْمُعْجِزَاتِ -এ বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে।' এটাও একটি রণকৌশল। দূর হতে তীর নিক্ষেপ করলে একদিকে তীর লক্ষ্যস্থলে পড়বে না, শত্রু ঘায়েল হবে না এবং মোকাবিলা সফল হবে না। আবার অপরদিকে রণক্ষেত্রে অস্ত্র থাকে সীমিত। তা নিঃশেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে নিজেই বিপদে পড়বে। কাজেই একসাথে সবগুলো চালিয়ে শেষ করাও ঠিক হবে না। এমনও হতে পারে পরবর্তীতে অধিক প্রয়োজন হতে পারে, তখন তুমি নিরস্ত্র হয়ে পড়বে। সুতরাং কিছু তীর সংরক্ষণ রাখবে, এগুলো হলো রণ-পারদর্শিতা সুচতুরতার পরিচায়ক।

রাবী পরিচিতি : আবূ উসায়দ কুনিয়ত, নাম মালেক ইবনে রাবীয়া আনসারী। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বদরী সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী। কুনিয়াতে ছিলেন প্রসিদ্ধ। ৭৮ বছর বয়সে ৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন, প্রায় সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মোটকথা, অত্র হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে যে, অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে না আসা পর্যন্ত শত্রুকে আক্রমণ করা বা অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে শুধু অপচয় হবে। অথচ তা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যেন একটি তীরেরও লক্ষ্যস্থল হতে বিচ্যুতি না ঘটে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧٧١ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ عَبَّانَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرٍ لَيْلًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৭৭১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে নবী করীম ﷺ আমাদেরকে রাতের বেলায়ই প্রস্তুত করেছেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাতেই প্রস্তুত করেছেন : এর অর্থ হলো– শ্রেণিবিন্যাস করা, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করা এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাবলি দেওয়া ইত্যাদি যাতে দিনের বেলায় বিশৃঙ্খলা না দেখা দেয়।

وَعَنْ ٣٧٧٢ الْمُهَلَّبِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭২. **অনুবাদ :** হযরত মুহাল্লাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [খন্দকের যুদ্ধের দিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি শত্রুগণ রাতের বেলায় তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তখন তোমাদের প্রতীক ধ্বনি হবে– حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : شِعَارٌ 'শি'আর' অর্থ– চিহ্ন বা প্রতীক। রাসূল ﷺ মুসলমান মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সংকেত ও প্রতীক ধ্বনি শিখিয়ে দিতেন যেন রাত্রে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ মুহূর্তে তা উচ্চারণ করলে আপন পর চিনে নিতে সহজ হয়।

حٰمٓ-এর ব্যবহার : এ অক্ষর দুটি কুরআন মাজীদের সাতটি সূরার শুরুতে রয়েছে। অর্থাৎ আমরা উক্ত সাতটি সূরা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। আর لَا يُنْصَرُوْنَ দ্বারা অর্থ হবে তারা [শত্রুদল] জয়যুক্ত না হোক। অথবা এটা একটি সামরিক কোড, অর্থ– খোঁজ করার প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ٣٧٧٣ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدَ اللّٰهِ وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭৩. অনুবাদ : হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [কোনো এক যুদ্ধে] মুহাজিরদের সংকেত ছিল 'আব্দুল্লাহ' আর আনসারদের সংকেত ছিল 'আব্দুর রহমান'। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٧٧٤ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ اَمِتْ اَمِتْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭৪. অনুবাদ : হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী করীম ﷺ -এর যুগে [তাঁর নির্দেশে] হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নেতৃত্বে এক অভিযানে শত্রুর উপর রাতের বেলায় আক্রমণ করি, সেই যুদ্ধে আমাদের সংকেত ছিল اَمِتْ اَمِتْ [আমিত আমিত]। অর্থ– হে আল্লাহ শত্রুদেরকে ধ্বংস কর। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীস বিশারদগণ বলেন, নজদ অঞ্চলে বনূ ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

وَعَنْ ٣٧٧٥ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ (رض) قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭৫. অনুবাদ : হযরত কায়েস ইবনে উবাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ লড়াইয়ের সময় হৈ-হুল্লোড় বা চেঁচামেচি করাকেই খুব অপছন্দ করতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যুদ্ধের সময় সাধারণ আস্ফালন প্রকাশ, শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে চিৎকার করা হয়। সাহাবীগণ তা পছন্দ করতেন না, তৎপরিবর্তে আল্লাহর জিকিরের ধ্বনি পছন্দ করতেন। মূলত আল্লাহর জিকির ও তাকবীর ধ্বনিই শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং মুজাহিদগণের মনোবল বৃদ্ধি করে।

وَعَنْ ٣٧٧٦ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ اَيْ صِبْيَانَهُمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭৬. অনুবাদ : হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– তোমরা যুদ্ধের ময়দানে বয়স্ক মুশরিকদেরকে হত্যা কর এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে জীবিত রাখ। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অতিবৃদ্ধকে হত্যা করা নিষেধ, তবে যদি সে যুদ্ধে পরামর্শ দেয় বা অন্য কোনোভাবে সাহায্য করে– তখন তাকেও হত্যা করা জায়েজ। আর শিশু কিশোরদেরকে জীবিত রাখার অর্থ তাদেরকে গোলাম ও খাদেমে পরিণত করার অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ٣٧٧٧ عُرْوَةَ (رضـ) قَالَ حَدَّثَنِىْ أُسَامَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ قَالَ اغِرْ عَلٰى أُبْنَا صَبَاحًا وَحَرِّقْ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭৭. অনুবাদ : হযরত উরওয়া [ইবনে যুবাইর] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [গুরুত্ব সহকারে] নির্দেশ দিয়েছেন, 'উবনা' বস্তির উপর ভোরবেলায় অতর্কিতে আক্রমণ কর এবং তাদের [ঘরবাড়ি ও গাছগাছালি] জ্বালিয়ে দাও। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'উবনা' হলো ফিলিস্তিনের অন্তর্গত আসকালান ও রিমলার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। তবে এ কথাটি সমর্থিত নয়। কেননা রাসূল ﷺ -এর জমানায় ফিলিস্তিন এলাকায় কোনো অভিযান পরিচালিত হওয়ার কথা ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মতে তা 'জুহায়না' গোত্রের বস্তি অঞ্চলের একটি জায়গার নাম, এটাই সমর্থিত। বিভিন্ন হাদীসে এ গোত্রের নাম উল্লেখ রয়েছে এবং আক্রমণও হয়েছে।

ফসল বিনষ্ট করা : এটা নিষিদ্ধ বটে, তবে যুদ্ধের প্রয়োজনে অপরিহার্য হয়ে পড়লে তখন প্রয়োজন মাফিক কাটা ও জ্বালানো-পোড়ানো জায়েজ আছে। যেমন- বনূ নাযীর গোত্রের বাগ-বাগিচা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই জ্বালানো হয়েছিল।

وَعَنْ ٣٧٧٨ أَبِىْ أُسَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوْفَ حَتّٰى يَغْشُوْكُمْ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন শত্রুগণ তোমাদের খুব নিকটবর্তী হয়ে যায় তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর। আর তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে না পড়া নাগাদ অর্থাৎ কাবুতে না এসে পড়া পর্যন্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করো না। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٧٧٩ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيْعِ (رضـ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ فَرَاٰى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلٰى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ اُنْظُرْ عَلٰى مَا اجْتَمَعَ هٰؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلٰى اِمْرَأَةٍ قَتِيْلٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هٰذِهٖ لِتُقَاتِلَ وَعَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلْ اِمْرَأَةً وَلَا عَسِيْفًا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৭৯. অনুবাদ : হযরত রাবাহ ইবনে রাবী' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। ঐ সময়ে তিনি বহু সংখ্যক লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখে জনৈক ব্যক্তিকে লোকদের ভিড় করার কারণ জানতে পাঠালেন। লোকটি এসে বলল, একজন মহিলার লাশের কাছে লোকেরা জড়ো হয়েছে। একথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, নারীদের সাথে আমাদের যুদ্ধ নেই। [আর এ মহিলাটি তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তবুও তাকে কেন হত্যা করা হলো?] বর্ণনাকারী বলেন, এ সেনাদলের অগ্রভাগে অধিনায়ক ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)। অতঃপর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠালেন যাও! খালিদকে বলে দাও! কোনো মহিলা এবং কোনো চাকরবাকরকে যেন হত্যা না করে। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٧٨٠ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ انْطَلِقُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيْرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

৩৭৮০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। [মুজাহিদীনগণকে অভিযানে প্রেরণ করার সময়] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে এবং তাঁর রাসূলের তরিকায় রওয়ানা হয়ে যাও। সাবধান! অতিবৃদ্ধ, ছোট শিশু, বালক-বালিকা এবং কোনো নারীকে কতল করো না। গনিমতের মালে খেয়ানত করো না, সমুদয় গনিমতের মাল আমিরের নিকট একত্রিত করবে। পরস্পর মিলেমিশে থাকবে এবং সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অতিবৃদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কতল করা জায়েজ নেই। তবে সে যুদ্ধে মদদকারী বা পরামর্শ দানকারী হলে– তখন তাকে হত্যা করা জায়েজ আছে, মহিলাদের বেলায়ও অনুরূপ বিধান যেমন ১২০ বছর বয়স্ক প্রবীণ বৃদ্ধ যায়েদ ইবনে সামাহকে কতল করার জন্য রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা সে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বনূ হাওয়াযিন সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল।

وَعَنْ ٣٧٨١ عَلِيٍّ (رض) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ تَقَدَّمَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَاَخُوْهُ فَنَادٰى مَنْ يُّبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ اِنَّمَا اَرَدْنَا بَنِيْ عَمِّنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ فَاَقْبَلَ حَمْزَةُ اِلٰى عُتْبَةَ وَاَقْبَلْتُ اِلٰى شَيْبَةَ وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيْدِ ضَرْبَتَانِ فَاَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُد)

৩৭৮১. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন [মুশরিকদের পক্ষ হতে] সর্বপ্রথম সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো উতবা ইবনে রাবী'আ। অতঃপর তার পশ্চাদনুসরণ করল তার পুত্র [অলীদ] ও তার ভাই [শায়বা] এবং সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাল। বলল, কে আছ যে আমাদের মোকাবিলা করবে? তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কয়েকজন আনসারী যুবক এগিয়ে আসল। উতবা জিজ্ঞাসা করল, কে তোমরা? যুবকেরা তাদের পরিচয় দিল। তখন উতবা বলল, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করা আমাদের প্রয়োজন নেই; বরং আমরা তো তোমাদের পিতৃব্য পুত্রদেরকে চাই। [অর্থাৎ জাতি ভাইগণের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক।] একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হামযা! তুমি যাও, হে আলী! তুমি যাও এবং হে হারিছের পুত্র উবায়দাহ! তুমি যাও। অতঃপর হযরত হামযা উতবার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। আর আমি শাইবার দিকে অগ্রসর হলাম এবং তাকে হত্যা করলাম। আর উবায়দাহ ও অলীদের মধ্যে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলতে লাগল এবং উভয় উভয়কে আহত করল। হযরত আলী (রা.) বলেন, এ অবস্থা দেখে আমরা তৎক্ষণাৎ অলীদের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করলাম এবং উবায়দাহকে আহত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে আসলাম। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সীরাত গ্রন্থে দেখা যায়, অলীদের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন হযরত আলী (রা.) তবে উভয়ে সমবয়সী তরুণ হিসেবে এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। দ্বন্দ্বযুদ্ধে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন আছে কিনা এতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমামদের অনেকের মতে অনুমতি ছাড়া সাড়া দিতে আপত্তি নেই যেমন– হযরত হামযা ও হযরত আলী (রা.) অলীদের উপর আক্রমণ করতে সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ করেননি। তবে আওযায়ী (র.) বলেন, এটা যুদ্ধ নীতির পরিপন্থি। অবশ্য এতে সকলে ঐকমত্য যে, স্পষ্ট অথবা ইঙ্গিতে সেনাপতির অনুমতি থাকা আবশ্যক।

وَعَنْ ٣٧٨٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً وَاَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاخْتَفَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ قَالَ بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَاَنَا فِئَتُكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ نَحْوَهُ وَقَالَ لَا بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ اَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ يَسْتَفْتِحُ وَحَدِيْثَ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَبْغُوْنِىْ فِىْ ضُعَفَائِكُمْ فِىْ بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৩৭৮২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একটি সেনাদলে পাঠালেন। কিন্তু আমাদের লোকজন [শত্রুর মোকাবিলায় ময়দানে টিকতে না পেরে] পলায়ন করলেন এবং মদিনায় ফিরে এসে [লোক লজ্জায়] আত্মগোপন করল। আর আমরা [মনে মনে] বলতে লাগলাম– আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে [গ্লানির সূরে] বললাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা তো যুদ্ধ হতে পলায়নকারী। [সুতরাং আমাদের এ অপরাধের উপায় কী?] তখন তিনি [সান্ত্বনা স্বরূপ] বললেন, না-না এরূপ নয়, বরং তোমরা পাল্টা আক্রমণকারী। [কারণ তোমাদের এ পশ্চাদপসারণ পুনরায় রণক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের একটি কৌশল মাত্র] আমি তোমাদের জন্য দলে দলে স্থান গ্রহণস্থল স্বরূপ। –[তিরমিযী] আবূ দাউদের রেওয়ায়েতও অনুরূপ। অবশ্য সেখানে হাদীসের শেষ বাক্য হলো, না তোমরা পলায়নকারী নও; বরং পাল্টা আক্রমণকারী। বর্ণনাকারী বলেন, [তাঁর এ সান্ত্বনা বাণী শুনে খুশি হয়ে] আমরা তাঁর নিকটে গেলাম এবং তাঁর হাত চুম্বন করলাম। তখন তিনি বললেন, আমিই মুসলমানদের পশ্চাতের দল। [কাজেই আমার দিকে ফিরে আসা পলায়ন নয়, বরং নতুন শক্তি অর্জন করত পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিতে গণ্য।] গ্রন্থকার বলেন– অচিরেই আমরা উমাইয়া ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদীস যার শুরু كَانَ يَسْتَفْتِحُ আবুদ দারদার বর্ণিত হাদীস যার শুরু اَبْغُوْنِىْ فِىْ ضُعَفَائِكُمْ ইনশাআল্লাহ 'গরীবদের মর্যাদা' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আমাদেরকে কোনো এক অভিযানে পাঠিয়েছেন : হাদীসে অভিযানের নাম উল্লেখ নেই বটে, তবে অনেকের মতে তা ৬ষ্ঠ হিজরির শেষভাগে বা ৭ম হিজরির প্রথমভাগে নাজদ এলাকায় পরিচালিত কোনো যুদ্ধ হবে। কেননা হাদীসটি বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা.) ৫ম হিজরির পূর্ব পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি পাননি। কেননা তিনি বয়সে খুব ছোট দিলেন;

আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় এ পলায়নকারী যুদ্ধে তিনিও শরিক ছিলেন। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.) সর্বপ্রথম ৫ম হিজরিতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে শরিক হওয়ার অনুমতি লাভ করেছেন এবং এরপর যতগুলো অভিযান সংঘটিত হয়েছে সেগুলো 'নাজ্দ' এলাকায় ঘটেছে, তাই বলা হয় অত্র হাদীসে বর্ণিত অভিযান নাজ্দ এলাকায় সংঘটিত কোনো এক অভিযান হবে

যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন : ইসলামের দৃষ্টিতে এটা শুধু অপরাধ নয়; বরং মারাত্মক তথা কবীরা গুনাহ। যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদেরকে রাসূল ﷺ প্রকাশ্য ও বাস্তব অবস্থার বিপরীত পাল্টা আক্রমণকারী রূপে আখ্যায়িত করার কারণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– ১. যদি রাসূল ﷺ তাদকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করতেন তবে তারা নিরুৎসাহ হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলত। অবস্থার প্রেক্ষিতে রণক্ষেত্র হতে হটে আসাও রণকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। ২. তোমরা তো পাল্টা আক্রমণকারী, রাসূল ﷺ -এর এ উক্তি হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা নিরুপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে রণ ভঙ্গ দিয়ে এসেছেন এবং পাল্টা পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে এসেছেন।

আমি তোমাদের পশ্চাৎ দল : অর্থাৎ তোমরা যখন আমার নিকট ফিরে এসে অকপটে নিজেদের কৃত অপরাধ স্বীকার করেছ এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত হয়েছ, তখন এ কথাটিই স্পষ্ট যে, আমিই তোমাদের সান্ত্বনাদাতা ও আশ্রয়স্থল। আমি তোমাদের হতে বিচ্ছিন্ন নই। কেননা অধীনস্থদের ভালোমন্দ ও দুঃখ-সুখ তাদের অভিভাবকের কাছেই প্রকাশ করতে হয়। কারণ অভিভাবকও তাদের দলের একজন। মোটকথা তোমরা আমার এবং আমিও তোমাদের। সূরা আনফাল : ১৫-১৬ আয়াতে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে– রণকৌশল অবলম্বনে কিংবা দলে স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা অপরাধের আওতায় পড়বে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٨٣ - عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ يَزِيْدَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلٰى أَهْلِ الطَّائِفِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

৩৭৮৩. **অনুবাদ :** হযরত ছাওবান ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তায়েফবাসীদের উপর আক্রমণকালে মিনজানীক স্থাপন করেছেন। –[তিরমিযী মুরসাল হিসেবে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'মিনজানীক' এটা আধুনিক কালের আবিষ্কার ক্ষেপণাস্ত্র কামান সদৃশ একটি যন্ত্র চালিত অস্ত্র। ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফ অভিযানে লিপ্ত হন। 'তায়েফ' একটি সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ। তায়েফবাসীরা দুর্গের ফটক বন্ধ করে দুর্গের অভ্যন্তর হতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। এ অবস্থায় প্রবীণ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে রাসূল ﷺ মিনজানীক স্থাপন করে তার মাধ্যমে দুর্গের অভ্যন্তরে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। অবশেষে তারা ফটক খুলে দুর্গের বাইরে আসতে বাধ্য হয়।

আরবদের মধ্যে মিনজানীক ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। পারস্যের মজূসীরাই ছিল এর আবিষ্কারক। তারা এটা যুদ্ধে ব্যবহার করত। হযরত সালমান ফারসী (রা.) ছিলেন পারস্যের জন্মগত অধিবাসী, তাই তিনি তার আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

অমুসলিমদের আবিষ্কার ব্যবহার করা : এ সম্পর্কে ইসলামি বিধান হলো, ধর্মীয় আদর্শ ও জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থি নয়, এমন বস্তু বিজাতীয় আবিষ্কৃত জিনিস ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। তবে বিজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসরণে ঘোর আপত্তি রয়েছে। কেননা তাতে ইসলামের অবমাননা প্রকাশ পায় এবং ঈমানকে ধ্বংস করে। অবশ্য তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার মধ্যে কোনো বাধা নেই।

بَابُ حُكْمِ الْأُسَرَاءِ
যুদ্ধবন্দিদের বিধিবিধান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٧٨٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِى السَّلَاسِلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ يُقَادُوْنَ اِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৭৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন একদল লোকের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন, যারা শিকল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীসের বিভিন্ন মর্মাদি বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এ কথা বলেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোককে কুফরি অবস্থায় বন্দি করে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ধরে আনা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈমানের সম্পদ দান করেছেন এবং জান্নাতে প্রবেশের উপযোগী বানিয়েছেন।

তাই যেহেতু ইসলামে দীক্ষিত হওয়া হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের কারণ বিধায় ইসলামে দীক্ষিত হওয়াকে জান্নাতে প্রবেশের স্থলে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা ঐ মুসলমান উদ্দেশ্য যারা কাফেরদের হাতে বন্দি হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর এ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন কিংবা হত্যা [শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে তাদের হাশর এ বন্দি অবস্থায় হবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবেন যেমন শহীদের হাশর তাজা, টাটকা রক্তের সাথে হবে। আর কেউ কেউ এর দ্বারা সমস্ত মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকে। কেননা শরিয়তের হুকুম-আহকামসমূহ শৃঙ্খল, শিকলের ন্যায় এবং এ শৃঙ্খলের দরুন জান্নাতে প্রবেশ হবে। এজন্য স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে, স্বপ্নের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি পায়ে শৃঙ্খল, শিকল দেখে থাকে তাহলে এর দ্বারা দীনের উপর অটলতার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে। আর প্রথম মর্মটি হচ্ছে অধিক প্রকাশ্য।

'আল্লাহ বিস্মিত হবেন', এর অর্থ হলো তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। যেহেতু ব্যাপারটি বিস্ময়ের উদ্রেক করে, সেহেতু মানুষের মধ্যে প্রচারিত ভাষা ও শব্দে বর্ণন করা হয়েছে। অন্যথা আল্লাহর জন্য বিস্ময়ের কিছুই নেই।

وَعَنْ ٣٧٨٥ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَلَنِىْ سَلَبَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৮৫. অনুবাদ : হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ [নাজদ এলাকায় এক অভিযানে] সফরে ছিলেন। এ সময় মুশরিকদের এক গুপ্তচর সেখানে এসে সাহাবীদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলে চলে গেল। [এ সংবাদ শ্রবণের পর] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটিকে খুঁজে বের কর এবং হত্যা করে ফেল। বর্ণনাকারী সালামাহ বলেন, আমি [তার খোঁজে বের হলাম এবং] তাকে কতল করলাম [এবং তার সঙ্গের সমুদয় মাল-সামানগুলো নিয়ে আসলাম] এখন রাসূল ﷺ তার পরিত্যক্ত সামগ্রীগুলো আমাকে দান করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : سَلَبٌ 'সালাব'-এর আভিধানিক অর্থ– ছিনিয়ে নেওয়া। এখানে মাসদার মাফউল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যা কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যবহারিক অর্থ– নিহত ব্যক্তির কাপড়চোপড়, অস্ত্র-সওয়ারি জিন-গদি প্রভৃতি।

نَفْلٌ 'নফল' অর্থ– অতিরিক্ত। এখানে অর্থ হলো– গনিমতের মাল প্রাপ্য অংশের বাইরে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা। ইমাম বা নেতা ঐ নিহত শত্রুর যাবতীয় আসবাবপত্র সমুদয় এককভাবে হত্যাকারীকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করতে পারেন। অন্য কোনো মুজাহিদ তাতে অংশ পাবে না। এমনকি বায়তুল মালের জন্যও তাতে কোনো অংশ থাকবে না। উপরন্তু হত্যাকারী অন্যান্য মুজাহিদগণের সাথে গনিমতের অংশও পাবে। তবে তার জন্য ইমাম বা সেনাপতির পক্ষ হতে যুদ্ধের পূর্বে ঘোষণা থাকা জরুরি। যেমন– مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ অর্থ– যে যাকে হত্যা করবে তার নিকট হতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহ সে-ই পাবে। উৎসাহ প্রদানের জন্য সেনাপতি কর্তৃক এরূপ ঘোষণা থাকা মোস্তাহাব ও প্রশংসনীয়।

٣٧٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ مِنَ الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتٰى جَمَلَهُ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتّٰى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ ثُمَّ اخْتَرَطْتُ سَيْفِيْ فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُوْدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوْا ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৮৬. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে 'হাওয়াযিন' গোত্রের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। [যুদ্ধকালীন সময়ে] একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে দ্বিপ্রহরের খানা খাচ্ছিলাম এমন সময় একজন [অপরিচিত] লোক একটি লালবর্ণের উটে সওয়ার হয়ে সেখানে আসল এবং সে উটটি এক জায়গায় বসিলে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। আমাদের মধ্যে কেউ ছিল দুর্বল এবং আমাদের সওয়ারিও ছিল স্বল্পসংখ্যক আবার কেউ ছিল পদাতিক। অতঃপর লোকটি ক্রস্তপদে স্বীয় উটের কাছে আসল এবং তাতে আরোহণ করে দ্রুতগতিতে পলায়ন করতে লাগল। বর্ণনাকারী সালামাহ (রা.) বলেন, তার এ অবস্থা দেখে আমিও তৎক্ষণাৎ তার পিছনে ছুটলাম, অবশেষে তার উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং উটটিকে বসিয়ে আমার তলোয়ার বের করে নিলাম এবং লোকটির মাথা কেটে ফেললাম। অতঃপর আমি তার উটের এবং উটের উপরে অস্ত্রশস্ত্রসহ যা কিছু ছিল সমস্ত কিছু নিয়ে আসলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য লোকজন আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, লোকটিকে কে হত্যা করেছে? তখন লোকেরা বলল, আকওয়ার পুত্র [সালামাহ]। তখন তিনি বললেন, ঐ নিহত লোকটির 'সলব' অর্থাৎ ছিনতাইকৃত সমুদয় মাল-সামান সেই পাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হাওয়াযিন' একটি গোত্রের নাম। কারো মতে আরাফার পরে তায়েফের নিকটবর্তী হুনাইন প্রান্তরে একটি উপত্যকার নাম। আবার কেউ বলেছেন– তার ও মক্কার মধ্যে তিন দিনের দূরত্বের ব্যবধান। রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের ছয় দিন পর শাওয়াল মাসের শুরুতে এ অভিযানে বের হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তীর নিক্ষেপে খুবই দক্ষ ছিল।

সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য : রাসূল ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে এক একজন এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.) ছিলেন পদব্রজে দৌড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আলোচ্য হাদীসেও দেখা যায় তিনি দ্রুতগামী উটের পিছনে পদব্রজে দৌড়িয়ে তাকে নাগালে এনে লোকটিকে হত্যা করেছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁর এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

تَضَحِّى দ্বিপ্রহরের খানা। যেমন- সকালের খানা تَغَدِّى এবং বিকালের খানা تَعَشِّى ।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা ইঙ্গিত হচ্ছে হুনাইনের যুদ্ধের দিকে। মক্কা বিজয়ের পর ঐ গোত্রসমূহের মধ্যে অনেক অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতা দেখা দিল। যারা মুসলমানদের বন্ধু, মৈত্রী এবং বন্ধু ভাবাপন্ন ছিল না। এদের মধ্যে বনী ছাকীফ গোত্র এবং হাওয়াযিন গোত্রও ছিল। তাদের নেতা মালেক ইবনে আওফ মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে সকল গোত্রের লোকদেরকে আওতাস নামী জায়গায় একত্রিত করে ফেলল। নবী করীম ﷺ -এর নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এর সংবাদ পৌছল। তখন তিনি ১২ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে ৮ম হিজরি সনে তাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ইতঃপূর্বে কোনো যুদ্ধে এত প্রচুর সংখ্যক সৈন্য ছিল না। সৈন্যদল হুনাইন নামী উপত্যকায় যখন পৌছল তখন রাস্তায় শত্রুরা গুপ্তভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসল। মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ময়দানের অটল থাকলেন এবং রাসূল ﷺ রণ সঙ্গীত পাঠ করতে থাকলেন-

اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ অর্থাৎ আমি নবী মিথ্যাবাদী নই। আমি হলাম আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।

অতঃপর মুসলমানদেরকে আহ্বান করতে থাকলেন এবং সকল মুসলমান একত্রিত হলো এবং এত জোরে আক্রমণ চালাল যে কাফেররা পালিয়ে গেল এবং অনেক কাফের নিহত হলো। বিশেষত বিশেষভাবে বড় বড় নেতা এবং বীর বিক্রমরা বিহত হলো। অবশেষে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে গেল এবং যে নেতা মালেক ইবনে আওফ সকল কাফেরকে একত্রিত করেছিল সেও নিহত হলো। মূলত সংখ্যার আধিক্যের উপর মুসলমানদের অন্তরে কিছুটা অহংকার এসে গিয়েছিল। সুতরাং কারো কারো মুখ থেকে এ বাক্য উচ্চারিত হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা এ যুদ্ধে পরাজিত হবো না। তাই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের প্রথম ভাগে পরাজয়ের দৃশ্য দেখিয়ে শিক্ষা দিয়ে দিলেন এবং সংশোধন করে দিলেন যে, বিজয় আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং আল্লাহর সাহায্যের উপর। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا অর্থাৎ 'হুনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে প্রফুল্য করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি।' এছাড়া এ ব্যাপারে বিস্তারিত অবগতির জন্য ইতিহাস গ্রন্থাদি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

وَعَنْ ٣٧٨٧ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّىْ اَحْكُمُ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَاَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ وَفِىْ رِوَايَةٍ بِحُكْمِ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৭৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ফয়সালা মেনে নেওয়ার শর্তে বনূ কুরাইযা গোত্র দুর্গদ্বার খুলে বের হয়ে আসল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-কে আনার জন্য] লোক প্রেরণ করলেন। তখন হযরত সা'দ (রা.) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি কাছে এসে পৌছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের নেতার দিকে গমন কর। এরপর হযরত সা'দ (রা.) এসে বসলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [হযরত সা'দ (রা.)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নেওয়ার শর্তে দুর্গদ্বার খুরে বের হয়ে এসেছে। সুতরাং তুমি তাদের সম্পর্কে ফয়সালা দাও, তখন হযরত সা'দ (রা.) বললেন, এদের ব্যাপারে আমি ফয়সালা দিচ্ছি যে, যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে কতল করা হোক এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা হোক। এ রায় শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, তাদের ব্যাপারে তুমি বাদশাহর [আল্লাহর] ফায়সালা মোতাবেক বিচার করেছ। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তুমি আল্লাহর অভিপ্রায় ও সন্তুষ্টি অনুযায়ীই রায় প্রদান করেছ। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বনূ কুরাইযার ঘটনা : বনূ কুরাইযা মদিনার উপকণ্ঠে একটি প্রভাবশালী ইহুদি গোত্র। মদিনা সনদের শর্তে উল্লেখ ছিল মুসলমানদের শত্রুপক্ষের সাথে কোনো গোত্র এবং তারা কোনোরূপ গোপন আঁতাত করবে না। কিন্তু ৫ম হিজরিতে মক্কার কুরাইশ কর্তৃক খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা মদিনার চতুর্দিক হতে [শত্রু কর্তৃক] অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত হলে বনূ কুরাইযা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণকারী কুরাইশ ও অন্যান্যদের সাথে গোপন আঁতাত করে মুসলমানদেরকে সমূলে খতম করার চক্রান্ত করল। অবশেষে আল্লাহর গায়েবী মদদ ও সাহায্যে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান স্বদলবলে পলায়ন করল। মদিনা শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। জোহরের নামাজের সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) মারফত নবী করীম ﷺ সংবাদ পেলেন যে, বনূ কুরাইযা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফেললেন। দীর্ঘ ২৫ দিন অবরোধের পর নিরুপায় হয়ে স্বীয় পুরাতন মিত্র আওস সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ফয়সালা মেনে নিতে সম্মতি জানালে পরে হযরত সা'দ (রা.) বিচারক হয়ে তথায় আগমন করলেন.

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ [তোমাদের নেতার দিকে গমন কর] : কেউ কেউ মনে করেন– রাসূল ﷺ লোকদেরকে হযরত সা'দ (রা.)-এর সম্মানার্থে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লামা নববী (র.) বলেন, অত্র হাদীস হতে বুঝা যায় সম্মানী ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে লোকদের দাঁড়ানো বৈধ। আর এটা জমহুরে ওলামাদেরও অভিমত। কাযী ইয়ায (র.) বলেছেন, এ হিসেবে কারো জন্য দাঁড়ানো ঐ হাদীসের আওতায় পড়বে না; যেখানে কারো জন্য দাঁড়ানো কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন– এখানে সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ ছিল না। কেননা যদি সম্মানার্থে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য হতো, তবে قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ বলতেন। অর্থ– তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও। অথচ তিনি اِلٰى سَيِّدِكُمْ বলেছেন। অর্থ– তোমাদের নেতার দিকে অগ্রসর হও। বস্তুত ঘটনা এই ছিল যে, ইতঃপূর্বে খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ (রা.) শত্রুর তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। যদ্দরুন চলাফেরা করতে পারছিলেন না। তাই তাঁকে গাধার পৃষ্ঠ হতে নামিয়ে আনতে সাহায্য করার জন্য তাঁর দিকে যেতে আদেশ করেছেন। এখন অর্থ এই দাঁড়াবে– 'আহত ব্যক্তিটিকে সাবধানে নামিয়ে এবং বহন করে নিয়ে আস।' আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত।

'তোমাদের নেতা' এখানে এ শব্দটি নির্দেশিত কাজটি গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে পালন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ আজ হযরত সা'দ (রা.)-এর আগমন একটি বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। পরিশেষে আমাদের কথা হলো কুরআন হাদীস হতে মুক্ত মন নিয়ে যথার্থ অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করাই সঠিক পন্থা। মোহ বা আবেগের পথ পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

৩৭৮৮ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِىْ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ اِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَاِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَاشِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ الْغَدُ فَقَالَ لَهُ مَا

৩৭৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ [৬ষ্ঠ হিজরিতে] নাজ্‌দ অভিমুখে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা বনী হানীফা গোত্রীয় ইয়ামামা-বাসীদের সর্দার ছুমামাহ ইবনে উছাল নামে এক ব্যক্তিকে ধরে আনল এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে ছুমামাহ! তুমি কি প্রত্যাশা করছ? সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি মঙ্গলের প্রত্যাশা করি। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তবে একজন খুনের অধিকারীকে হত্যা করবে। আর যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর তবে অবশ্যই একজন কৃতজ্ঞকেই অনুগ্রহ করবে। আর যদি ধনসম্পদের অভিলাষী হও, তাও চাইতে পার যা চাও তাই প্রদান করা হবে। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ঐ অবস্থায় রেখে চলে গেলেন। আবার পরদিন এসেও তাকে অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, হে

عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِىْ مَا قُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِىْ مَا قُلْتُ لَكَ اِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَاِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا اِلَىَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ دِيْنِكَ فَاَصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبَّ الدِّيْنِ كُلِّهِ اِلَىَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ فَاَصْبَحَ بَلَدُكَ اَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا اِلَىَّ وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِىْ وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرٰى فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ اَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلٰكِنِّىْ اَسْلَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا وَاللّٰهِ لَا يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتّٰى يَأْذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِىُّ)

ছুমামাহ! তুমি কি প্রত্যাশা করছ? সে বলল, আমি তাই প্রত্যাশ্যা করি যা তোমাকে পূর্বে বলেছি। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই অনুগ্রহ করবে। আর যদি আমাকে হত্যা কর, তবে একজন খুনের অধিকারীকে হত্যা করলে। আর যদি ধন-সম্পদ চাও, তবে যা চাইবে তাই দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আজও তাকে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে গেলেন। এভাবে তৃতীয় দিন আসল আজও রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে ছুমামাহ! তুমি কিসের কামনা করছ? সে বলল, আমি তাই প্রত্যাশা করছি, যা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি। যদি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুকম্পা প্রদর্শন করবে। আর যদি আমাকে হত্যা কর তবে একজন রক্তের অধিকারীকেই হত্যা করবে, আর যদি মালসম্পদ চাও, যতটা ইচ্ছা চাইতে পার, তা দেওয়া হবে। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ [উপস্থিত লোকদেরকে] বললেন, তোমরা ছুমামাহকে মুক্ত করে দাও। [তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো] অতঃপর সে মসজিদের নিকটেই একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করল এবং [একটি কূপ হতে] গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করত ঘোষণা করল– اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ অর্থাৎ সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং অকপটে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহর কসম! পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কারো চেহারা আমার নিকট অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! ইতঃপূর্বে আপনার [দীন] ধর্মের অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত ধর্ম আমার কাছে আর কোনোটি ছিল না। এখন আপনার ধর্মই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে গেছে। আপনার অশ্বারোহীগণ আমাকে এমন সময় পাকড়াও করে এনেছে, যখন আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে নির্দেশ দেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [ইসলাম গ্রহণের] সুসংবাদ দেন এবং ওমরা পালন করার আদেশ করলেন। এরপর যখন সে মক্কায় পৌঁছল তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি ধর্মত্যাগী বে-দীন হয়ে গেছে? উত্তরে সে বলল, তা হবে কেন? বরং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ নাগাদ ইমামাহ হতে তোমাদের নিকট গমের একটি দানাও পৌঁছবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ : **[রক্তের অধিকারীকে হত্যা করবে]** : এ বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. তুমি যাকে হত্যা করবে তার খুন অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং তার রক্ত বৃথা যাবে না; বরং তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

২. অথবা, সে সত্যই একজন খুনি, তোমার বহু লোককে সে হত্যা করেছে। কাজেই সে ওয়াজিবুল কতল হয়েছে।

৩. অথবা, এমন সম্মানিত ব্যক্তি হত্যা করা হবে যে, উক্ত এক ব্যক্তিকে হত্যা করা গোটা একটি কওমকে হত্যা করারই নামান্তর।

اَلْغُسْلُ عِنْدَ قَبُوْلِ الْاِسْلَامِ **[ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা]** : ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা ওয়াজিব, বা মোস্তাহাব হওয়ার মধ্যে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। তবে হানাফীদের মতে মোস্তাহাব।

قَوْلُهُ فَبَشَّرَهُ **[তাকে সুসংবাদ দিলেন]** : অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের দরুন তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। কেননা ইসলাম গ্রহণ পূর্বের সমস্ত গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং এটাই তার জন্য সুসংবাদ।

اَطْلِقُوْهُ **[তাকে মুক্ত করে দাও]** : যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার অধিকার আমির বা খলিফার আছে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বন্দিকে কতল করা, কোনো মুসলিম বন্দির বিনিময়ে কাফের বন্দিকে মুক্তি দেওয়া, মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া কিংবা দাস-দাসীতে পরিণত করার যে কোনো অধিকার আমিরের আছে। যেমন আল্লাহর কালাম– فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً অর্থাৎ কয়েদিদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পার বা বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দিতে পার। যেমন– নবী করীম ﷺ বদরের কয়েদিকে অনেক বিশেষত আস ইবনে আবূ রাবী'কে মালের বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছেন।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এভাবে ছেড়ে দেওয়ার অধিকার নেই। উল্লিখিত আয়াতের জবাবে হেদায়ার গ্রন্থকার বলেছেন, বদরের কয়েদিদের প্রসঙ্গে আয়াতটি সূরা বারাআতের আয়াত– اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ। অর্থাৎ 'মুশরিকদেরকে হত্যা কর' মানসূখ হয়ে গেছে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, শুধু মুসলিম কয়েদিদের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে।

اَصَبَوْتَ **[তুমি কি ধর্ম ত্যাগী হয়েছ]** : صَبْو 'সাবউন' অর্থ– ঝুঁকে পড়া। অর্থাৎ এক দীন বা ধর্ম হতে বের হয়ে আরেক ধর্ম গ্রহণ করা। এখানে প্রশ্ন জাগে 'ছুমামাহ' তো 'শিরক' হতে বের হয়ে 'তাওহীদের' মধ্যে প্রবেশ করেছে। অতএব সে "ﻻ" বলে তা অস্বীকার করল কিভাবে? এর জবাবে বলা হয় যে, তিনি তার কথায় মহাজ্ঞানী ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি জবাবে এটাই বলেছেন যে, 'শিরক' প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মই নয়, তা তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো বানিয়ে নিয়েছ, কাজেই কোনো ধর্ম হতে আমার বের হওয়ার প্রশ্নই উঠে না; বরং এখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ইসলাম কবুল করে আল্লাহর দীনকে নতুনভাবে গ্রহণ করেছি। আমি বে-দীন ছিলাম এখন দীনে প্রবেশ করেছি।

৩৭৮৯ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭৮৯. অনুবাদ : হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বদর যুদ্ধে বন্দিদের সম্পর্কে বলেছেন, আজ যদি মুতইম ইবনে আদী জীবিত থাকত এবং এ সমস্ত পুঁতিগন্ধময় লোকদের সম্পর্কে [অর্থাৎ বদরের বন্দিদের সম্পর্কে] আমার কাছে সুপারিশ করত, তবে আমি তার খাতিরে তাদেরকে ছেড়ে দিতাম। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ حَيًّا **[যদি মুতইম জীবিত থাকত]** : মুতইম ইবনে আদী নওফল ইবনে আবদে মানাফ। মুতইম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাদার চাচাতো ভাই। এক সময় নবী করীম ﷺ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গিয়েছিলেন এবং ব্যর্থ হয়ে মক্কার ফিরে আসেন। মুতইম রাসূল ﷺ -কে কুরাইশদের উৎপীড়নে বাধা দেওয়ার আশ্বাস ও অভয় প্রদান করেন। এ প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি সততার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এ বদান্যতায় রাসূল ﷺ তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সে দুর্দিনে উপকারের কৃতজ্ঞতা স্মরণ করে এ উক্তি করেছিলেন।

অথবা, বদর যুদ্ধের বন্দিদের মধ্যে মুতইমের পুত্র জুবাইরও একজন ছিল। তার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ উক্ত কথাটি বলেছেন।

অবশেষে আমাদের কথা হলো, অত্র হাদীস হতেও বুঝা যাচ্ছে, মুক্তিপণ বা অন্য কোনো বিনিময় ছাড়াও ইমাম কোনো কয়েদিকে মুক্তি দিতে পারেন।

قَوْلُهُ النَّتْنٰى : পূঁতিগন্ধময় দ্বারা ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং তাদের মরদেহকে বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর যারা জীবিত অবস্থায় বন্দি হয়েছে তাদের দেহমন সর্বদিক হতে নাপাক, তাই তাদেরকে ঘৃণা ও ভর্ৎসনার ছলে পূঁতিগন্ধময় বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٩٠ أَنَسٍ (رض) أَنَّ ثَمَانِيْنَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ مُتَسَلِّحِيْنَ يُرِيْدُوْنَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سَلَمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَأَعْتَقَهُمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশিজন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঘাতকের একটি দল 'তানঈম' পাহাড়ের আড়াল হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য নিচে অবতরণ করল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের অসতর্কতার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় অর্থাৎ বিনা মোকাবিলায় বন্দি করে ফেললেন এবং পরে তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দিলেন। অন্য আরেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাদেরকে আজাদ করে দিলেন। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন- وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ (الاية) অর্থাৎ আল্লাহ সে মহান সত্তা, যিনি মক্কার অদূরে তাদের [কাফেরদের] হাত তোমাদের উপর হতে এবং তাদের হাত তাদের উপর হতে নিবারিত করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঘটনাটি কখন কোথায় ঘটেছিল? এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। আবার সীরাত বর্ণনাকারী ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এটা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ের ঘটনা। ইকরিমা বিন আবূ জাহলের নেতৃত্বে এ দলটি অতর্কিত আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়েছিল। অবশ্য ইকরিমা মক্কা বিজয়ের অব্যবহতি পরপরই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা মক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনাই। কেননা এমন একটি মহাবিজয় বিনা রক্তপাতেই সম্পাদিত হয়েছে। হাদীসের শব্দে سَلَمًا -এর অর্থ আত্মগোপন করা। অর্থাৎ তারা অসহায় হয়ে বন্দি হওয়াকে মেনে নিয়েছে।

وَعَنْ ٣٧٩١ قَتَادَةَ (رح) قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوْا فِيْ طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلٰثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشٰى وَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ

৩৭৯১. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) আমাদেরকে হযরত আবূ তালহা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধ শেষে নবী করীম ﷺ ২৪ [চব্বিশজন] কুরাইশ নেতার লাশ [কূপে ফেলার] সম্পর্কে নির্দেশ দেন। অতঃপর বদর প্রান্তরে একটি আবর্জনাপূর্ণ পূঁতিগন্ধময় কূপে তাদের লাশ নিক্ষেপ করা হলো। [আবূ তালহা বলেন,] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়ম ছিল যখন তিনি কোনো কওমের উপর বিজয় লাভ করতেন তখন সে চত্বরে তিনদিন অবস্থান করতেন। সে নিয়মানুযায়ী বদর প্রান্তরে অবস্থানের তৃতীয় দিনে তাঁর সওয়ারির গদি বাঁধা হলো। অতঃপর তিনি একদিকে কিছু পথ পায়ে হেঁটে চললেন। সাহাবীগণও তাঁর অনুগমন করলেন।

حَتّٰى قَامَ عَلٰى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ بِاَسْمَائِهِمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ اَيَسُرُّكُمْ اَنَّكُمْ اَطَعْتُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لَا اَرْوَاحَ لَهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ قَالَ قَتَادَةُ اَحْيَاهُمُ اللّٰهُ حَتّٰى اَسْمَعَهُمْ قَوْلَهٗ تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا .

চলতে চলতে তিনি ঐ কূপের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাতে নিক্ষিপ্ত কুরাইশ সরদারদের মরদেহ ও তাদের বাপ-দাদার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! এখন কি তোমাদের এটা কাম্য মনে হচ্ছে না যে, জীবিতকালে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চললে [তবে আজ তোমাদের এ দুরবস্থা হতো না] তোমরা খুশি হতে পারতে? আমাদের রব আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন [আমরা বিজয়ী হবো] আমরা তা সঠিকভাবে পুরোপুরিই পেয়েছি। তোমরাও কি এখন তোমাদের রবের ঘোষণা [কুফরির পরিণাম ভয়ঙ্কর] সঠিকভাবে পেয়েছ? [নিশ্চয়ই এখন তোমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছ] তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আত্মশূন্য লাশের সাথে কথা বলছেন? [অর্থাৎ এ বলাতে লাভ কি?] জবাবে মহানবী ﷺ বললেন, সে মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি– আমি যা বলেছি তা তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশি শুনতে পাচ্ছ না। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। তোমরা তাদের অপেক্ষা অধিক শ্রবণকারী নও। তবে পার্থক্য এই যে, তারা জবাব দিতে পারে না। –[বুখারী ও মুসলিম] বুখারীর বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটিও আছে যে, বর্ণনাকারী হযরত কাতাদাহ (র.) এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ কথাগুলো শুনাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য ভর্ৎসনা করা এবং লাঞ্ছনা প্রদান, অনুশোচনা ও গ্লানির অগ্নিতে দাহ হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَسْئَلَةُ سِمَاعِ مَوْتٰى [**জীবিতের কথা মৃতের শ্রবণ করা**] : কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন– আলোচ্য হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূল ﷺ মৃত লাশগুলোকে লক্ষ্য করে উক্তি করেছেন এবং হযরত ওমর (রা.) -এর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন– 'তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাও না।' অর্থাৎ তারাও তোমাদের ন্যায় শুনতে পায়। অথচ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى ' وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ 'আপনি কবরবাসীকে শুনাতে পারবেন না।' অর্থাৎ 'আপনি মৃতকে শুনাতে পারবেন না।' কুরআনের এ ধরনের অন্যান্য আয়াত হতেও স্পষ্ট বুঝা যায়– মৃতব্যক্তি জীবিতের কথা শুনতে পায় না। সুতরাং এর সমাধানে ওলামাদের অভিমত নিম্নরূপ। আলোচ্য হাদীসটি এখানে হযরত আবূ তালহা (রা.) হতে বর্ণিত হলেও হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে মাসউদ (রা.) সহ বহু সাহাবী হতে সিহাহ-সিত্তাহর প্রায় সমস্ত কিতাবে এ হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে আলোচ্য ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, বদরের নিহত কাফের লাশদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ যে উক্তি করেছিলেন তা হলো 'তারা এখন কবরে [অর্থাৎ আলমে বরযখে] প্রবেশ করে আজাব ও শাস্তি প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছি তা সত্য ও যথার্থ ছিল।' অথচ লোকেরা ভুলবশত রাসূল ﷺ -এর উক্তির ঐ ব্যাখ্যাটি করেছেন, যা অত্র হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ এ কথাটি বলেননি যে, 'আমি এখন তাদেরকে যা বলেছি, তারা তা ভালোভাবে শুনেছে।' হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর এ দাবির সমর্থনে কুরআনের উল্লিখিত ঐ আয়াত দুটিকেও পেশ করেন।

কিন্তু অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ইমামগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতের সাথে একমত হতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে বলেন–

১. বদরের ঘটনাস্থলে হযরত আয়েশা (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। অথচ সেখানে প্রত্যক্ষ শ্রবণকারী বহু সাহাবী ছিলেন যাদের সততা ও বর্ণনা পরম্পরা রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) অপেক্ষা অন্যান্যদের কথাটি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত।

২. সমস্ত তাফসীরকার বলেন, এখানে আয়াত দুটি তার শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার হয়নি, বরং রূপক অর্থ অর্থাৎ "হে নবী! কাফের মুশরিকগণ যারা তোমার ইসলামের দাওয়াত কবুল করছে না, তারা মৃত ও কবরস্থ ব্যক্তির সদৃশ। সুতরাং মৃতব্যক্তিকে সতর্ক বাণী শুনানো যেমন নিষ্ফল, এদের বেলায়ও তদ্রূপ।"

৩. অথবা আয়াতের অর্থ হলো– 'হে নবী! এ সমস্ত মৃতব্যক্তিদেরকে আপনি সরাসরি শুনাতে পারেন না, অবশ্য আমিই তাদেরকে আপনার কথাগুলো শুনিয়ে থাকি। তখন তারা শুনতে পায়।' উল্লিখিত বর্ণনার পর কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বিরোধ থাকে না।

অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখদের মতে জীবিতের কোনো কথা শুনতে পায় না। অতএব যদি কেউ এই বলে শপথ করে যে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। আর যদি সে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মরা লাশের সাথে কথা বলে, তবে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা এটা রীতি বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক। তখন অর্থ হবে 'আমি অমুকের সাথে তার জীবদ্দশায় কথা বলব না।' উক্ত মাশায়েখদের কথার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের দ্বারা মৃতকে শুনালেও তারা শুনতে পায় না। অথচ অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, যখন তারা মৃতকে দাফন করে বাড়ির দিকে ফিরে যায়। পরিশেষে আমাদের অভিমত হলো, হানাফী মাশায়েখদের উপর এ ধরনের মন্তব্য করা ভিত্তিহীন।

وَعَنْ ٣٧٩٢ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ قَالُوْا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوْا تَائِبِيْنَ وَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُّطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

৩৭৯২. **অনুবাদ :** হযরত মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন তাদের প্রতিনিধি দল বন্দিদের ফেরত চাইল– তখন তিনি বলেন, বন্দি অথবা সম্পদ এ দুয়ের যে কোনো একটি পাবে। বল, কোনটি গ্রহণ করতে চাও? তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দিদেরকে ফিরে পেতে চাই। এ শ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে ভাষণ দানে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও যথাযথ প্রশংসা করে সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন, শোন! তোমাদের এ সমস্ত ভাইয়েরা [হাওয়াযিনবাসীরা] কুফরি হতে তওবা করে আমাদের নিকট আগমন করেছে। আর আমি তাদের বন্দিদেরকে ফেরত দেওয়া সমীচীন মনে করি। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় খুশির সাথে তাদের বন্দি-বন্দিনীকে ফেরত দিয়ে দেয়। আর যে নিজের অংশ সংরক্ষণ করতে চায় [স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিতে রাজি নয়] তারা যেন ওয়াদার বিনিময় ফেরত দিয়ে দেয়। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা যে মাল আমাকে 'ফাই' স্বরূপ সর্বপ্রথম দান করবেন, তা হতে আমি তাদেরকে প্রথম সুযোগেই বিনিময় প্রদান করব। তা শ্রবণে উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে [কোনো বিনিময় ছাড়াই] তাদেরকে মুক্তি [অর্থাৎ ফেরত] দিতে রাজি হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا لَا نَدْرِىْ مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

বললেন, এ বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে তোমাদের কে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা আমি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারছি না। কাজেই তোমরা আপন আপন অবস্থানে [তাঁবুতে] ফিরে যাও এবং তোমাদের প্রত্যেক দলের সরদারগণ এসে যেন তোমাদের মতামত আমার নিকট পৌঁছে দেয়। এ নির্দেশে সকলে নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেল এবং স্বীয় দলপতির সাথে আলোচনা করে নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। অতঃপর দলপতিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানাল যে, তারা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে [বিনিময় ছাড়াই] মুক্তি দিতে অনুমতি প্রদান করেছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্ণনাকারী মারওয়ান, তিনি হাকামের পুত্র, উমাইয়া বংশীয়। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের দাদা। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামানায় এবং কারো মতে দ্বিতীয় হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পিতাকে রাসূল ﷺ তায়েফে নির্বাসন করেন, ফলে মারওয়ানও পিতার সাথে নির্বাসিত হন। দীর্ঘ দিন তথায় অবস্থান করার পর হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। তাই তিনি রাসূল ﷺ -কে দেখতে পাননি। এ হিসেবে তিনি ছিলেন তাবেয়ী।

হাওয়াযিন গোত্রের ঘটনা : 'হাওয়াযিন' মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসকারী একটি গোত্রের নাম। বনূ সা'দ ছিল এ গোত্রের একটি শাখা গোত্র। রাসূল ﷺ -এর দুধমা হযরত হালীমা (রা.) ছিলেন সে গোত্রীয়া নারী। এ হাওয়াযিন গোত্র প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ৮ম হিজরিতে রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ শাওয়াল মাসে হাওয়াযিনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। রাসূল ﷺ -এর সাথে মদিনা হতে আগত দশ হাজার এবং মক্কা হতে নবদীক্ষিত দু হাজার মুসলমান মোট বারো হাজার মুজাহিদ বাহিনী এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হাওয়াযিন গোত্র ছিল তীরন্দাজে দক্ষ। তাদের তীরের সম্মুখে মুসলমানরা প্রথমে টিকতে না পেরে ময়দান হতে পলায়ন করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহর নবী ময়দানে অটল-অবিচল থেকে পলায়নরত মুসলমানদেরকে আহ্বান করলে তারা পুনরায় ফিরে এসে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। কুরআন ও ইতিহাসে এটাই হুনাইনের যুদ্ধ। এবার হাওয়াযিনবাসী পরাজিত হয়ে এমনভাবে পলায়ন করতে থাকল যে, নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, মাল-সামান ও রসদপত্রের প্রতি ফিরে চাওয়ার সুযোগও পেল না। ফলে মুসলমানরা তাদের কয়েক হাজারকে বন্দি করল এবং বিপুল পরিমাণে মালসম্পদ হস্তগত করল। অবশেষে তাদেরকে মক্কার অনতিদূরে 'জি'রানা' নামক স্থানে সংরক্ষিত রেখে রাসূল ﷺ স্বসৈন্যে তায়েফের দিকে অগ্রসর হলেন। মতান্তরে প্রায় মাসখানিক তায়েফবাসীকে অবরোধ রাখার পর তিনি তা প্রত্যাহার করে জি'রানা ফিরে আসলেন এবং হাওয়াযিনের যুদ্ধবন্দি ও মালসম্পদসমূহ সেনাবাহিনীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এরপর হাওয়াযিন গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ লোক অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতঃ রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলো [আলোচ্য হাদীসে এটাই বর্ণিত হয়েছে।] এবং তাদের বন্দিসহ মাল-সামান ফেরত চাইল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করেছি। তোমাদের কোনো সাড়া না পেয়ে আমি বিধান অনুযায়ী সবকিছু সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করেছি। অতএব সবকিছু এখন তোমাদেরকে ফেরত দেওয়া আমার কর্তৃত্বের বাইরে; বরং তাদের সম্মতির প্রয়োজন। অবশ্য উভয়টি পাবে না, দুটির একটি পেতে পার। ইতিহাসের আলোকে এটাই হাদীসের মূল বিবরণ। ইতিহাস হতে জানা যায় যে, প্রায় সাত হাজার মতান্তরে বারো হাজার হাওয়াযিনবাসী মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিল।

وَعَنْ ٣٧٩٣ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ كَانَ ثَقِيفُ حَلِيفًا لِبَنِىْ عُقَيْلٍ فَاَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَسَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ عُقَيْلٍ فَاَوْثَقُوْهُ فَطَرَحُوْهُ فِى الْحَرَّةِ فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فِيْمَا اُخِذْتُ قَالَ بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفُ فَتَرَكَهُ وَمَضٰى فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَرَحِمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ قَالَ مَا شَاْنُكَ قَالَ اِنِّىْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَاَنْتَ تَمْلِكُ اَمْرَكَ اَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ فَفَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ اَسَرَتْهُمَا ثَقِيفُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৯৩. **অনুবাদ :** হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ছাকীফ ছিল বনী উকাইলের মিত্র গোত্র। একবার বনী ছাকীফের লোকেরা অন্যায়ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুজন সাহাবীকে বন্দি করল। এ প্রতিশোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ বনী উকাইলের এক ব্যক্তিকে সুযোগ পেয়ে বন্দি করে মদিনার অদূরে 'হাররা' নামক মরু মাঠে ফেলে রাখলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দিয়ে গমন করলে, সে চিৎকার দিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! কি অপরাধে আমাকে বন্দি করা হয়েছে? তিনি বললেন, তোমার মিত্র কওম ছাকীফ গোত্রের অপরাধে। এটা বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন। লোকটি আবারও হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! বলে তাঁকে আহ্বান করল। এতে তাঁর মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, এ স্বীকারোক্তি তুমি যদি তোমার স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব থাকাকালীন সময়ে বলতে, তবে তুমি পূর্ণভাবে লাভবান হতে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ঐ দুজন মুসলিম বন্দির বিনিময়ে ছেড়ে দিলেন, যাদেরকে বনী ছাকীফ বন্দি করেছিল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মূলশব্দ حَلِيْفٌ 'হালীফ' অর্থ– শপথ পাঠকারী। حَلَفٌ অর্থ– শপথ। বর্তমান বিশ্বে যেমন দু-রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক জোট বা মৈত্রী সম্পাদিত হয়। তৎকালে দুই গোত্রের মধ্যে এরূপ মৈত্রী চুক্তি হতো। তাদের কেউ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সর্বপ্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করত। এমনকি একে অপরের দায়দায়িত্ব বহন করত। যেহেতু এ মৈত্রী চুক্তি হলফ বা শপথের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো, সেহেতু পরস্পর-পরস্পরের হালীফ নামে অভিহিত হতো। তৎকালীন আরবের প্রচলিত যুদ্ধ সন্ধিরীতি অনুযায়ী সাহাবীগণ লোকটিকে বন্দি করেছিলেন। আর বনী ছাকীফ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ তথা মুসলমানদের হালীফ।

তুমি পরিপূর্ণভাবে লাভবান হতে : এর অর্থ হলো– এখন তুমি বন্দি হয়ে প্রাণের ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করেছ। কিন্তু যদি তুমি স্বাধীন থাকাকালীন স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করতে, তাহলে ইহলোক ও পরলোক উভয় জাহানের ক্ষতি হতে বেঁচে যেতে. যথা– ইহজগতে বন্দিদশা হতে মুক্ত পেতে এবং পরজগতে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি পেতে। এখন শুধু পরকালের শাস্তি হতে নাজাত পাবে। কিন্তু দুনিয়ার কতল হতে রক্ষা পেয়েছ বটে, তবে বন্দিদশা হতে মুক্তি ঘটল না।

যদি কোনো কয়েদি দাবি করে যে, সে কয়েদ হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন বিশ্বস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য নয়

কাফেরদের সাথে বন্দি বিনিময় : আলোচ্য হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের সাথে বন্দি বিনিময় করা শরিয়তসম্মত। এটাই ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ এবং সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত। তবে নারী বন্দি ও ছোট শিশু বিনিময় বৈধ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এক মত হলো, কাফেরদের সাথে সন্ধি বিনিময় বৈধ নয়। আলোচ্য হাদীস একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। কিন্তু হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, বিনিময় বৈধ এবং এটাই হানাফীদের সঠিক অভিমত

এ বন্দি ব্যক্তি তার ইতঃপূর্বে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন। তাই যেহেতু ইতঃপূর্বে ইসলাম গ্রহণের উপর কোনো প্রমাণ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এর কোনো ধর্তব্য নেই। আর যদি নতুনভাবে এ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ হয়, তাই যেহেতু নেফাকী এবং অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ইসলাম গ্রহণ ছিল বিধায় তার কথা গ্রহণ করেননি। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে দুজন মুসলমান বন্দির মুক্তির পরিবর্তে মুক্তিপণ হিসেবে ছেড়ে দিলেন।

এখন এখান থেকে মাসআলা বের হলো যে, যদি কাফেরদের হাতে মুসলমান বন্দি হয়, আর মুলমানদের হাতে কাফের বন্দি হয়, তাহলে মুসলমান বন্দিকে মুক্তি করার জন্য কাফের বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নয়।

তাই আইম্মায়ে ছালাছা-এর মতে সাধারণত জায়েজ এতে [কাফের বন্দিদেরদেরকে গনিমতের মাল হিসেবে] বণ্টনের পূর্বে হোক কিংবা বণ্টনের পরে হোক। আর তা আমাদের ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব। আর সিয়ারে কাবীরের বর্ণনানুযায়ী ইমাম সাহেবের প্রকাশ্য মাযহাবও হচ্ছে তাই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিছু বিশ্লেষণ করে থাকেন যে, যদি গনিমতের মাল বণ্টনের পূর্বে হয় তবে জায়েজ। আর যদি বণ্টনের পরে হয় তবে জায়েজ নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা যা মুতূনের মধ্যে রয়েছে যে, পারস্পরিক উপকার লাভ জায়েজ নয়।

দলিল : আইম্মায়ে ছালাছা উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এতে রয়েছে মুসলমানকে মুক্ত করা। আর এটা হচ্ছে কাফেরদের হত্যা করা এবং তা থেকে উপকার লাভের চেয়ে উত্তম।

ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হিদায়া গ্রন্থকার (র.) পেশ করেছেন যে, কাফেরকে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে হচ্ছে কাফেরদের শক্তি যোগানো এবং তাদের সাহায্য করা। আর মুসলমানকে মুক্ত করা থেকে কাফেরের অন্যায়, ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বন্দি কাফেরকে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে হচ্ছে সমস্ত মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা। আর মুসলমানকে কাফেরদের হাতে রেখে দেওয়াতে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি সাধন জায়েজ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, মাল গ্রহণ করে এর পরিবর্তে কাফের বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ অনুযায়ী জায়েজ নয়। আর ইমাম সাহবের একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যদি মুসলমানদের মালের প্রয়োজনহয় তবে মাল গ্রহণ করে এর পরিবর্তে কাফের বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া জায়েজ।

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, মাল গ্রহণ ব্যতীত অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দেওয়া এটা আমাদের নিকট জায়েজ নয়। যার বিশ্লেষণ ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। যেহেতু প্রথম পদ্ধতির মধ্যে ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা জমহুরের সাথে রয়েছে তাই জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ اَهْلُ مَكَّةَ فِىْ فِدَاءِ اُسَرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِىْ فِدَاءِ اَبِى الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيْهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيْجَةَ اَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلٰى اَبِى الْعَاصِ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً وَقَالَ اِنْ رَأَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوْا لَهَا اَسِيْرَهَا وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِىْ

৩৭৯৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [বদর যুদ্ধের পর] যখন মক্কার কাফেরগণ বদরে তাদের বন্দিদের মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুক্তিপণ পাঠাল, তখন রাসূল ﷺ -এর কন্যা হযরত যায়নাব (রা.) তার স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্যও কিছু মাল পাঠালেন। তন্মধ্যে এ হারখানাও ছিল যার মুল মালিক ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)। আবুল আসের সাথে যায়নাবের বিবাহের সময় বিবি খাদীজা স্বীয় কন্যাকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হারখানা দেখে [খাদীজার স্মৃতি ও কন্যার অসহায়তার কথা মনে জাগরূক হওয়ায়] অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি সাহাবীগণকে বললেন, যদি তোমাদের কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে যায়নাবের কয়েদি [আবুল আস]-কে ছেড়ে দাও এবং যায়নাব যে

لَهَا فَقَالُوا نَعَمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

সমস্ত মালসম্পদ পাঠিয়েছে তাও তাকে ফেরত দিয়ে দাও। এতে সকলে একবাক্যে সম্মতি জানালেন। আবুল আস মুক্ত হলো। অবশ্য তাকে মুক্তি দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, সে যায়নাবকে মদিনার তাঁর নিকট আসার পথে বাধা দেবে না। [এ ওয়াদা করে সে বিনিময় ছাড়াই মুক্তি পেয়ে চলে গেল।] এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনে হারেছা ও একজন আনসারীকে মক্কায় পাঠালেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন তোমরা অনতিদূরে [প্রায় আট কিলোমিটার দূরে তানঈমের কাছে] ইয়াজিজ নামক স্থানে অবস্থান করবে। যায়নাব সে পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তোমরা উভয়েই তার সঙ্গী হবে এবং তাকে মদিনায় নিয়ে আসবে। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আবুল আস (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : হযরত আবুল আস ইবনে রবী' ইবনে আব্দুল উয্যা ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ। হযরত হাদীজা (রা.) ছিলেন আবুল আসের খালা। বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ হতে জানা যায় হযরত আবুল আস (রা.) ছিলেন একজন চরিত্রবান আদর্শ যুবক। রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে আবুল আসের সততা সত্যবাদিতা ও উন্নত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। খালা সাগ্রহে আপন প্রথম কন্যা হযরত যায়নাব (রা.)-কে তার সাথে বিবাহ দেন। এটা ছিল নবুয়তের পূর্বের ঘটনা। হযরত যায়নাব (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই সুখের। নবুয়তের পর রাসূল ﷺ -এর সকল কন্যাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জামাতা আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেননি।

আবূ লাহাবের দুই পুত্র রাসূল ﷺ -এর দুই কন্যা হযরত রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেছিল, কুরাইশদের চাপে পড়ে তারা দুজনে আপন আপন স্ত্রীকে তালাক দেয়। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ -এর সেই দুই কন্যাকে একের পর আরেকজনকে হযরত ওসমান (রা.) বিবাহ করে যুন্নূরাইন উপাধি লাভ করেন।

কুরাইশরা হযরত যায়নাব (রা.)-কে তালাক দেওয়ার জন্য আবূ লাহাবের পুত্রদ্বয়ের ন্যায় আবুল আসের উপরও চাপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি সস্ত্রীক মক্কার বসবাস করতে থাকেন। এদিকে বেজে উঠল বদর যুদ্ধের দামামা। মুসলিম বাহিনীকে চিরতরে উৎখানের লক্ষ্যে আবুল আসও কুফরি শক্তির পক্ষ হয়ে এ যুদ্ধে যোগদান করলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মুসলিম নিধন করতে এসে নিজেই নিধন হলো। ধৃত হলো মুসলমানদের হাতে। অবশেষে রাসূল তনয়া স্ত্রী যায়নাবের মাধ্যমে বিনা মুক্তিপণে বন্দিদশা হতে ছাড়া পেয়ে হযরত যায়নাব (রা.)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই থেকেই হযরত যায়নাব (রা.) মদিনায় পিতার কাছে বসবাস করতে থাকেন। পরে এক সময় আবুল আস ব্যবসা শেষে সিরিয়া হতে মক্কার যাবার পথে মুসলিম বাহিনীর হাতে মাল-পত্রসহ ধৃত হয়ে মদিনায় আসেন এবং গোপনে স্বীয় স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা.)-এর কাছে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিন ফজরের নামাজ শেষে হযরত যায়নাব (রা.) ঘোষণা দিলেন যে, তিনি আবুল আসকে নিরাপত্তা দান করেছেন। এরপর তার সমস্ত লুণ্ঠিত মালসম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এতে তার মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ জন্মে এবং সমস্ত মালপত্র নিয়ে মক্কায় চলে গেলেন। অবশেষে সেখানে সকলের দেনা-পাওনা পরিশোধ করে মদিনায় চলে আসেন এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ হযরত যায়নাব (রা.)-কে পূর্ব বিবাহে অথবা পুনঃ বিবাহের মাধ্যমে তার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। এক বৎসর পর হযরত যায়নাব (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। হযরত যায়নাব (রা.) -এর গর্ভেই উমামাহ নামে এক কন্যা জন্ম লাভ করে। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) সেই উমামাকে বিবাহ করেন।

قَوْلُهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ **[সে যায়নাবকে মদিনায় আসতে বাধা দেবে না]** : কেউ কেউ মনে করেন, রাসূল ﷺ আবুল আসকে মুক্তি দেওয়ার সময় এ শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, সে যায়নাবকে তালাক দিয়ে মদিনায় পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা এখানে أَنْ يُخَلِّيَ অর্থ– তালাক নয়; বরং তার আসার পথে বাধা না দেওয়া। وَلَمْ يُرِدْ بِتَخْلِيَةِ السَّبِيلِ الطَّلَاقَ । –[আনওয়ারুল মাহমূদ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮]

حُكْمُ الْمُنَاكَحَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمَاتِ وَالْكُفَّارِ [মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যকার বিবাহ] : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এটাই ইসলামের বিধান। কিন্তু আবুল আসের পূর্ব বিবাহটি বহাল ছিল যদিও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বামী গ্রহণ করেননি। ফলে স্বামী পরে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই রাসূল ﷺ স্ত্রী যায়নাবকে স্বামী আবুল আসের কাছে প্রত্যর্পণ করেছেন। তা একটি বিশেষ ঘটনা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে ওলামাদের দ্বিমত দেখা যায় না।

আবূ লাহাবের দুই সন্তান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুই কন্যাকে আপন আপন বিবাহ হতে যে তালাক দিয়েছিল– যাদেরকে হযরত ওসমান (রা.) পর পর বিবাহ করেছেন, তাদের সম্পর্কে সহীহ বর্ণনা হলো– স্বামীর সহবাস হওয়ার পূর্বেই তারা তালাকপ্রাপ্তা হয়েছিলেন। طَلَّقَ وَلَدَىْ اَبِىْ لَهَبٍ رُقَيَّةَ وَاُمَّ كُلْثُوْمٍ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهِمَا . (اَنْوَارُ الْمَحْمُوْدِ)

٣٧٩٥ - وَعَنْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِىْ مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَمَنَّ عَلٰى أَبِىْ عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৭৯৫. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যুদ্ধে যখন কুরাইশদেরকে বন্দি করলেন, তখন উকবা ইবনে আবূ মুয়াইত ও নযর ইবনে হারিছাকে কতল করেন। আবূ আয়যাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ ব্যতীত এমনিই ছেড়ে দেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কয়েদিকে মুক্তি দেওয়া প্রসঙ্গ : আমরা পূর্বে এক হাদীসের টীকায় বলেছি যে, যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র আমির বা খলিফার, জনসাধারণ বা সৈন্যদের নয়। কোনো কয়েদিকে কতল করার বা দাস বানাবার অথবা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু বন্দি হবার পর ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আর কতল করা যাবে না এবং বন্দি হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে দাস বানানো যাবে না।

কোনো কয়েদির প্রতি অনুগ্রহ বা অনুকম্পা প্রদর্শনে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়ার বিধান মানসূখ হয়ে গেছে।

٣٧٩٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِىْ مُعَيْطٍ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ النَّارُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭৯৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উকবা ইবনে আবূ মুয়াইতকে কতল করার নির্দেশ দিলেন, তখন সে বলল, [আমাকে হত্যা করলে] আমার ছোট ছোট সন্তানদের লালনপালন কে করবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আগুন'। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উকবা ইবনে আবূ মুয়াইতের অপরাধ : বুখারী শরীফের বর্ণনায় জানা যায়– এক সময় নবী করীম ﷺ কা'বার পার্শ্বে নামাজ পড়ছিলেন, তখন আবূ জাহলের নির্দেশে উকবা ইবনে আবূ মুয়াইত নবী করীম ﷺ -এর ঘাড়ের উপরে উটের নাড়িভুঁড়ি বা পাকস্থলী উঠিয়ে দিয়েছিল। ছোট কন্যা মা ফাতেমার সাহায্যে তিনি বহু কষ্টে তা হতে পরিত্রাণ পেয়েছেন। এখানে রাসূল ﷺ -এর জবাব 'আগুন' অর্থ এই যে, তোমার পরিণতি যা, তোমার সন্তানদের পরিণতিও তা। অথবা তুমি তোমার আগুনে প্রবেশ করার ব্যাপারে চিন্তা কর। সন্তানের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহই তাদের জিম্মাদার।

وَعَنْ ٣٧٩٧ عَلِيٍّ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرْهُمْ يَعْنِيْ اَصْحَابَكَ فِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ الْقَتْلَ اَوِ الْفِدَاءَ عَلٰى اَنْ يُّقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلًا مِّثْلُهُمْ قَالُوْا الْفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৭৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [বদর যুদ্ধের পর] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে বললেন, আপনার সাহাবীগণকে এ অধিকার প্রাদন করুন– তারা এ সমস্ত কাফেরদেরকে কতল করতে চাইলে করতে পারবে, আর যদি মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাও পারবে। তবে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিলে আগামী বছর কাফেরদের অনুরূপ সংখ্যা [৭০ জন] নিজেদের মধ্য হতে শহীদ হবে। সাহাবীগণ বললেন, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এবং আমাদের মধ্য হতে শহীদ হওয়াই আমরা গ্রহণ করলাম। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে বদরের বন্দিদের ব্যাপারে দুটি জিনিসের ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। হয়তো সকল বন্দিদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অথবা সকল বন্দিদেরকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ শর্তে যে আগামী বৎসর এ সংখ্যা অনুপাতে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হবেন। তখন হযরত ওমর (রা.) ব্যতীত সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মুক্তিপণ গ্রহণকে এখতিয়ার করেছেন। [কারণ] সাহাবায়ে কেরামদের সামনে কয়েকটি জিনিস ছিল।

প্রথমত বন্দিদের ইসলাম গ্রহণের আশা ছিল। দ্বিতীয়ত আত্মীয়স্বজন এবং নিকটতম আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং ভালোবাসা ছিল। তৃতীয়ত আগামী বৎসর শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনের প্রত্যাশা ছিল। চতুর্থ হচ্ছে যে, ইসলাম এবং মুসলমানদের মালের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব সাহাবীগণ দ্বিতীয় বিষয়টিকে অর্থাৎ মুক্তিপণ গ্রহণকে এখতিয়ার করেছেন।

এখন হতে একটি প্রশ্ন জাগে যে, যখন ওহীর মাধ্যমে মুক্তিপণ গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তাহলে কুরআনও বিশুদ্ধতম হাদীসসমূহের মধ্যে এরূপ মুক্তিপণ গ্রহণের উপর ধমকি কেন অবতীর্ণ করা হলো? কুরআনে কারীমে রয়েছে– مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা যতক্ষণ দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্বে থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্য বিরাট আজাব এসে পৌছত।

এমনিভাবে মুক্তিপণ গ্রহণ করা তাদের রায় ছিল বিধায় তিরস্কার অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির নিদর্শন অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং রাসূল ﷺ বললেন, যদি শাস্তি হতো তাহলে ওমর ব্যতীত কেউই রেহাই পেতেন না।

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সকল বন্দিদেরকে হত্যা করে দেওয়া যাক। আর এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছিল পরীক্ষামূলক যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী রায় এখতিয়ার করেন না পার্থিব জগতের উপকারকে প্রাধান্য দিয়ে মুক্তিপণকে গ্রহণ করেন। তাই যখন সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের উচ্চ মর্যাদার পরিপন্থি বস্তুকে গ্রহণ করে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন, তখন এ অনুত্তম বস্তুকে এখতিয়ারের উপর তিরস্কার অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে– مُقَرَّبَيْنَ رَا بِيْش بُوْد حَيْرَانِىْ অর্থাৎ নিকটতম ব্যক্তিদের হয়রানি অধিক হয়ে থাকে। যেমন নবী পত্নীদেরকে পরীক্ষামূলক দীন এবং পার্থিব জগতের জীবন উভয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ আদৌ এ কথা ছিল না যে, তারা পার্থিব জগতের জীবনকে এখতিয়ার করবে; বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা দীনকে এখতিয়ার করবে। [এমনিভাবে] আলোচিত মাসআলার মধ্যেও এখতিয়ার দানের এ উদ্দেশ্যে ছিল না যে, সাহাবীগণ (রা.) মুক্তিপণ গ্রহণ করবে; বরং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল হত্যাকে গ্রহণ করা। আর এর বিপরীত করার দরুন তিরস্কার অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব কোনো প্রশ্ন থাকেনি। আল্লামা তূরপুশতী (র.) কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের মোকাবিলায় এভাবে উল্লিখিত হাদীসকে প্রধান্যের যোগ্য নয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, বনু কুরাইযার বন্দিদের মধ্য থেকে যাদের বালেগ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল তাদের লুঙ্গি খুলে নাভির নিচে দেখা হয়েছে। তাহলে তাদের যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করে হত্যার যোগ্য বলে আখ্যায়িত করা যাবে। আর বয়স ও স্বপ্নদোষের মাধ্যমেও বালেগ হয়ে যাওয়াটা প্রকাশ হয়ে থাকে কিন্তু এর মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতে পারে বিধায় সে দিকে যাওয়া হয়নি।

وَعَنْ ٣٧٩٨ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ (رض) قَالَ كُنْتُ فِيْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ فَمَنْ اَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكَشَفُوْا عَانَتِيْ فَوَجَدُوْهَا لَمْ تُنْبِتْ فَجَعَلُوْنِيْ فِي السَّبْيِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৭৯৮. অনুবাদ : হযরত আতিয়্যাতুল কুরাযী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিও বনী কুরাইযার বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদেরকে নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। কয়েদিদের কে বালেগ আর কে বালগ নয় তা যাচাই করার জন্য সাহাবীগণ বন্দিদের সতর খুলে গুপ্তাঙ্গের পশম দেখতেন। যার উক্ত পশম গজিয়েছে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক সাব্যস্ত করে হত্যা করেছেন। আর যার তা গজায়নি তাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক সাব্যস্ত করে তাকে কতল করেননি। ফলে তারা আমার সতর খুলে দেখলেন যে, আমার গুপ্তাঙ্গের পশম গজায়নি। তাই আমাকে কতল না করে কয়েদিদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। -[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ফয়সালা অনুযায়ী বনী কুরাইযার জন্য এ রায় প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং বালেগ ও নাবালেগ হওয়ার যাচাই করার এটাই সহজ পদ্ধতি। কারো সতর খোলা যদিও নিষিদ্ধ, তবুও এখানে প্রয়োজনের খাতিরে তা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির বালেগ হওয়ার চিহ্ন কয়েকটি হতে পারে। যেমন- ১. বয়স দ্বারা। ২. স্বপ্নদোষ। ৩. গুপ্তাঙ্গে পশম গজানো। কয়েদিগণ ভালোভাবে জানত যে, বালেগ হওয়ার বয়স ১৫ বৎসর বললে সে নিশ্চিত কতল হবে, তাই তারা বয়সের ব্যাপারে সত্য কথা বলবে না। অনুরূপ স্বপ্নদোষের কথাও স্বীকার করবে না। কাজেই সাহাবীগণ তৃতীয় চিহ্নটি নিরূপণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

وَعَنْ ٣٧٩٩ عَلِيٍّ (رض) قَالَ خَرَجَ عُبْدَانٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ مَوَالِيْهِمْ قَالُوْا يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا خَرَجُوْا اِلَيْكَ رَغْبَةً فِيْ دِيْنِكَ وَاِنَّمَا خَرَجُوْا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رُدَّهُمْ اِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ

৩৭৯৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সময় সন্ধিচুক্তি সম্পাদন হওয়ার পূর্বে কুরাইশদের কতিপয় ক্রীতদাস মক্কা হতে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে চলে আসল। পরে তাদের মালিকেরা রাসূল ﷺ -এর নিকট লিখে পাঠাল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম! তারা তোমার দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়নি; বরং তারা দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট হতে পলায়ন করেছে। [সুতরাং তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দাও।] কয়েকজন সাহাবীও [এর সমর্থনে] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের মালিকেরা সত্যই বলেছে। কাজেই তাদেরকে তাদের মালিকের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,

مَا أَرْكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلٰى هٰذَا وَاَبٰى اَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

হে কুরাইশগণ! [মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে] আমার ধারণা, তোমরা তোমাদের আভিজাত্যের অহমিকা হতে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আভিজাত্য অভিমানের ঘাড়ে আঘাত হানার জন্য কাউকে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি ঐ সমস্ত গোলামদেরকে ফেরত পাঠাতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানালেন এবং ঘোষণা দিলেন, তারা আল্লাহর আজাদকৃত স্বাধীন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তারা আল্লাহর আজাদকৃত : হিদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে ইমাম আযম ও সাহেবাইন (র.) বলেছেন, যদি কোনো গোলাম হারবী অর্থাৎ কাফের অঞ্চলের গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানদের আশ্রয়ে চলে আসে, তখন সে আজাদ হয়ে যায়। ফলে তাকে আর গোলাম বলা বা করা যাবে না। বস্তুত তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত। যেমন– তায়েফের কিছু সংখ্যক গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ -এর নিকট চলে আসছিল, তখন তাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ রায় প্রদান করলেন, هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ আর কাফেরদের কথাকে বিশ্বাস করে শরিয়তের হুকুমের বিপরীত রায় প্রদান করা একপ্রকারের গোঁড়ামি ও অহমিকা, যা আভিজাত কুরাইশদের খানদানি স্বভাব, তাই রাসূল ﷺ রাগান্বিত হয়েছিলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٠٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلٰى بَنِيْ جَذِيْمَةَ فَدَعَاهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَاْسِرُ وَدَفَعَ اِلٰى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمٌ اَمَرَ خَالِدٌ اَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَقْتُلُ اَسِيْرِيْ وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِيْ اَسِيْرَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮০০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। একবার নবী করীম ﷺ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) -কে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তিনি গিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা সঠিকভাবে ইসলাম গ্রহণ বাক্যটি উচ্চারণ না করে صَبَأْنَا صَبَأْنَا [আমরা ধর্মান্তর করেছি] এ বাক্যটি উচ্চারণ করতে থাকে। [তাদের এ বিকৃত উচ্চারণ খালিদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়] খালিদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে লাগলেন। আর বন্দিদেরকে প্রত্যেকের মধ্যে বণ্টন করতঃ একদিন তিনি আমাদের প্রত্যেককে আপন আপন বন্দিদেরকে কতল করার নির্দেশ দিলেন। [বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা.) বলেন] আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দিকে হত্যা করব না। অবশেষে আমরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। এতশ্রবণে নবী করীম ﷺ তার হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! খালিদের কৃত অপরাধ হতে আমি তোমার নিকট আমার দায়মুক্তি পেশ করছি। এভাবে দু-বার বললেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : صَبَأْنَا অর্থ– এক ধর্ম ত্যাগ করে আরেক ধর্ম গ্রহণ করা। কিন্তু আরেক ধর্ম তথা দীন মানে ইসলাম। এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। আর ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করলে তার খুন হারাম হয় না– এ ধারণায় হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে হত্যা করেছেন ও হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। অথবা হযরত খালিদ (রা.) ধারণা করেছেন, তারা ইসলাম শব্দটি উচ্চারণ না করে صَبَأْنَا শব্দ বলে জান বাঁচাবার বাহানা করেছে, কাজেই তাদেরকে হত্যা করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর অস্বীকৃতি হতে বুঝা গেল, অমুসলিমকে এভাবে সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যা করা জায়েজ নেই। তবে হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে কাফের বলে ধারণা করে হত্যা করেছেন, তাই তাঁকে আইনত দায়ী করা হয়নি এবং ইবনে ওমরের রায় ছিল সঠিক।

صَبَأْنَا শব্দের অর্থ হচ্ছে- خَرَجْنَا مِنْ دِيْنٍ اِلٰى دِيْنٍ اٰخَرَ سَوَاءٌ كَانَ اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْيَهُوْدِيَّةِ اَوْ اِلَى النَّصْرَانِيَّةِ অর্থাৎ আমরা এক ধর্ম থেকে বের হয়ে অপর ধর্মের দিকে গিয়েছি এতে তা ইসলাম ধর্মের দিকে হোক অথবা ইহুদি ধর্মের দিকে হোক কিংবা খ্রিস্টান ধর্মের দিকে হোক।

যেহেতু স্পষ্টভাবে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা প্রতীয়মান হয়নি বিধায় রক্ত প্রবাহ থেকে বিরতির শর্ত পাওয়া যায়নি তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত খালেদ (রা.) এদেরকে হত্যা করেছেন। অথবা হযরত খালেদ (রা.) মনে করেছেন যে, ওরা অহংকারের ভিত্তিতে ইসলাম শব্দটি মুখে উচ্চারণ করেনি বিধায় মুসলমান হয়নি, তাই এরই ভিত্তিতে হত্যা করেছেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ হযরত খালেদ (রা.)-এর তাড়াহুড়া এবং প্রমাণিত না হওয়ার উপর তার কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত বলে প্রকাশ করেছেন। অতএব কারো উপর কোনো প্রশ্ন নেই।

بَابُ الْاَمَانِ
পরিচ্ছেদে : নিরাপত্তা প্রদান প্রসঙ্গে

اَلْاَمَانُ শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– নিরাপত্তা প্রদান করা, আশ্রয় দান করা, এটি خَوْفٌ -এর বিপরীত শব্দ। সাধারণত কোনো শত্রুকে বা শত্রুপক্ষকে তার জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করাকে اَمَانٌ বলা হয়। এখানে اَلْاَمَانُ দ্বারা তিন ধরনের নিরাপত্তাকে বুঝানো হয়েছে।

প্রথমত দারুল হারব অর্থাৎ কাফের অঞ্চলের কোনো কাফের যদি মুসলমানদের কাছে আগমন করতঃ নিরাপত্তা কামনা করে এবং তাদের সাথে বসবাস করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাকে নিরাপত্তা দিতে হবে। তার জানমালের দায়দায়িত্ব গ্রহণ না করার হারাম।

দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তির নিরাপত্তাও এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে, যার সাথে যুদ্ধ না করার সন্ধি করা হয়েছে।

তৃতীয়ত এখানে সেই ব্যক্তিরও নিরাপত্তা উদ্দেশ্য হতে পারে, যিনি কোনো সম্প্রদায়ের দূত হিসেবে আগমন করেছেন।

মোটকথা এ তিন ধরনের ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٨٠١ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) قَالَتْ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهٗ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ اِبْنَتُهٗ تَسْتُرُهٗ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهٖ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهٖ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اِبْنُ اُمِّىْ عَلِىٌّ اَنَّهٗ قَاتِلٌ رَجُلًا اَجَرْتُهٗ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ وَذٰلِكَ ضُحًى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ قَالَتْ اَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَحْمَائِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اٰمَنَّا مَنْ اٰمَنْتِ .

৩৮০১. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বৎসর একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে দেখলাম তিনি গোসল করেছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতেমা এক খানা চাদর দ্বারা তাঁকে আড়াল করে রাখলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই মহিলা? উত্তরে বললাম, আমি আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, তোমার আগমন শুভ হোক, হে উম্মে হানী! তিনি গোসল সমাপনান্তে এক বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন এবং আট রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তিনি নামাজ পড়া শেষ করলে, আমি আরজ করলাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর [ভাই] আলী এমন একজন লোককে হত্যা করতে ঘোষণা করেছে যাকে আমি নিরাপত্তা দান করেছি। সে হলো, হুবাইরার পুত্র অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা প্রদান করলাম। উম্মে হানী বলেন, এটা [অর্থাৎ আমার সাথে রাসূল ﷺ -এর এ কথোপকথন এবং তাঁর নামাজটি] ছিল পূর্বাহ্নের [চাশতের নামাজ]। –[বুখারী ও মুসলিম]

আর তিরমিযীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে হানী (রা.) বলেন, আমি আমার স্বামীর পক্ষের দুজন নিকটাত্মীয়কে নিরাপত্তা দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উম্মে হানীর আসল নাম ছিল ফাখতা বা আতীকা। অবশ্য কুনিয়াত বা উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম পূর্বে রাসূল ﷺ ও হুবাইরা উভয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ তালিব তাকে হুবাইরার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। উম্মে হানীর ইসলাম গ্রহণে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। হুবাইরার ঔরসে কয়েকজন সন্তান জন্মলাভ করেছে। সুতরাং হুবাইরার অমুক পুত্র দ্বারা উম্মে হানীর নিজের গর্ভজাত সন্তানও হতে পারে। অথবা তার বৈপুত্রও হতে পারে, তবে সেই পুত্রের নাম কী? তা কোথাও উল্লেখ নেই।

কাউকে নিরাপত্তা দান করা : জাতীয় ক্ষতি না হলে নিরাপত্তা দানে নারী-পুরুষ সকলের অধিকার সমান এবং যে কেউ একজন মুসলমান নিরাপত্তা প্রদান করলে তা সকলকে মেনে চলতে হবে। তবে হ্যাঁ জাতীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে কারো নিরাপত্তা প্রদান ইমাম বা নেতার তা রহিত করার অধিকার আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٠٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ يَعْنِيْ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৮০২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, নারীও [তার অথবা অন্য কোনো] কাফের কওমের জন্য নিরাপত্তা গ্রহণ করতে পারে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যদি কোনো মুসলিম নারী কোনো একজন অথবা একটি কাফের কওমকে মুসলমানদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা দেয়, তা গোটা মুসলিম সম্পদায়ের জন্য মেনে নেওয়া অপরিহার্য।

وَعَنْ ٣٨٠٣ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلٰى نَفْسِهٖ فَقَتَلَهٗ أُعْطِيَ لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৮০৩. **অনুবাদ** : হযরত আমর ইবনুল হামেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করে পরে তাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন উক্ত আশ্রয় প্রদানকারীকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা প্রদান করা হবে। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হাশরের ময়দানে উক্ত ঝাণ্ডার মাধ্যমে সমস্ত মানুষের সামনে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে।

وَعَنْ ٣٨٠٤ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتّٰى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرَ فَنَظَرُوْا فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ

৩৮০৪. **অনুবাদ** : হযরত সুলাইম ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও রোমীয়দের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রোমীয়রে অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই যেন অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেন। ঠিক সে সময়ই জনৈক ব্যক্তি আরবি অথবা তুর্কি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এ কথাটি বলতে বলতে আসছিলেন 'আল্লাহু আকবার', আল্লাহু আকবার' চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। তিনি নিকটে আসলে লোকেরা তাকিয়ে

فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ).

দেখল, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনে আবাসা। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে এ কথাগুলো বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কারো সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে, তবে সে যেন মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা পূর্বাহ্নে তাদেরকে অবহিত করার আগে উক্ত চুক্তির বন্ধনকে না খোলে বা তাকে শক্ত করে না বাঁধে। [অর্থাৎ কোনোরূপ পরিবর্তন যেন না করে] বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজের লোকজনেক নিয়ে ফিরে আসলেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'চুক্তিকে শক্তও না করা' এর অর্থ হলো তার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণও রদ-বদল বা পরিবর্তন না করা। হাদীস হতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, সন্ধি বা চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় সমস্ত সৈন্য সমাবেশ করা কিংবা যুদ্ধের তৎপরতা চালানো বা প্রস্তুতি গ্রহণ করাও চুক্তি ভঙ্গের শামিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ধারণা ছিল চুক্তির মেয়াদকালে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা কিংবা সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা চুক্ত ভঙ্গের আওতায় পড়বে না। কিন্তু আমর ইবনে আবাসা (রা.)-এর বর্ণনা হতে অবগত হয়ে সেই তৎপরতা হতে বিরত হয়ে গেছেন। এর কারণ হলো, শত্রুপক্ষ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হতেই আক্রমণের সময় নির্ধারণ করবে। কাজেই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে রাখলে এবং অতর্কিতে আক্রমণ করলে প্রতিপক্ষকে ধোঁকায় ফেলা হবে, তাই পূর্বের প্রস্তুতি চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٣٨٠٥ أَبِيْ رَافِعٍ (رض) قَالَ بَعَثَنِيْ قُرَيْشٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُلْقِيَ فِيْ قَلْبِي الْإِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا قَالَ إِنِّيْ لَا أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلٰكِنْ اِرْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِيْ نَفْسِكَ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক কাজে কুরাইশরা আমাকে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে পাঠাল। আমি প্রথম দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখা মাত্রই ইসলামের সত্যতা ও মহত্ত্ব আমার অন্তরে জেগে উঠল। তখন আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর তাদের [কুরাইশদের] কাছে কখনো ফিরে যাব না। তখন তিনি বললেন, [তা কখনো হবে না] আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না এবং কোনো দূতকেও আটক রাখি না। তবে তুমি এখন চলে যাও। তোমার অন্তরে বর্তমানে যা আছে [অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা] তথায় যাওয়ার পরও যদি এ অবস্থা বাকি থাকে, তখন তুমি চলে এস। আবূ রাফে' বলেন, আমি চলে গেলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে এসে ইসলাম কবুল করলাম। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঐতিহাসিকদের মতে আবূ রাফে' বদর যুদ্ধের পূর্বেই কুরাইশদের দূত হিসেবে মদিনায় রাসূল ﷺ -এর নিকট এসেছিলেন। কেননা এতে সকলের ঐকমত্যে যে, আবূ রাফে' বদরের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এখানে এ কথাটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বদরের পূর্বে রাসূল ﷺ কুরাইশদের সাথে কোনো প্রকারের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন না। সুতরাং আবূ রাফে'কে এ কথা বলা আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না; কিভাবে সহীহ হতে পারে? এর জবাবে বলা হয় যে, এখানে 'আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না' মানে– কোনো দূতকে আমি আটক করে রাখি না।

আবূ রাফে'র দাদা ছিল কিবতী বংশীয় এবং আব্দুল মুত্তালিবের গোলাম। আর পরে আবূ রাফে' ছিলেন হযরত আব্বাস (রা.)-এর গোলাম এবং তিনিই তাকে আজাদ করেছেন।

٣٨٠٦ - وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَاءَا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮০৬. **অনুবাদ :** হযরত নু'আইম ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। একবার [নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার] এর পক্ষ হতে দুজন দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলে [তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণের ফলে] তিনি তাদেরকে বললেন, 'দূতকে হত্যা করা যায় না', যদি বিধান না থাকত, তাহলে এখনই আমি তোমাদের শিরশ্ছেদ করতাম। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

٣٨٠٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهٖ اَوْفُوْا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنَّهٗ لَا يَزِيْدُهٗ يَعْنِي الْاِسْلَامَ اِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوْا حِلْفًا فِي الْاِسْلَامِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ حَسَنٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَلِيٍّ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ فِيْ كِتَابِ الْقِصَاصِ -

৩৮০৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণে বলেছেন, তোমরা জাহিলিয়া যুগের [অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বকার] সন্ধি রক্ষা করে চল [অর্থাৎ তা যথাযথভাবে রক্ষা কর] কারণ, ইসলাম চুক্তিকে আরো শক্তিশালী করে। [অর্থাৎ ইসলাম চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালনের শিক্ষা দেয়।] আর ইসলাম গ্রহণের পর নতুনভাবে কোনো কসম করো না। [অর্থাৎ জাহিলিয়া যুগের রীতিনীতি অনুযায়ী কসম করা ইসলামে স্বীকৃতি নেই। কেননা ওয়াদা-অঙ্গীকারের জন্য ইসলামই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনো ধর্মের নিয়মকানুন প্রচলন করার আদৌ প্রয়োজনেই। ইসলাম নেক ও কল্যাণময় কাজের নির্দেশ দেয় এবং গুনাহ ও অকল্যাণ কাজে বাধা দেয়। –[তিরমিযী] হাদীসটি হুসাইন ইবনে যাকওয়ানের সনদে আমর হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান। আর হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস, 'সমস্ত মুসলমানের খুন [জান] এক সমান', এ পর্যায়ে হাদীসটি 'কিতাবুল কিসাসে' বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলাম পূর্বে কৃত সন্ধিচুক্তি যদি অন্যায়-অত্যাচারের পর্যায়ে না হয়, তবে তা রক্ষা করতে হবে, অন্যথা لَا حِلْفَ فِي الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে অন্যায় চুক্তি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨٠٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ جَاءَ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَابْنُ اُثَالٍ رَسُوْلاَ مُسَيْلَمَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا اَتَشْهَدَانِ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالاَ نَشْهَدُ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُوْلاً لَقَتَلْتُكُمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَمَضَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الرَّسُوْلَ لاَ يُقْتَلُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৩৮০৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে নাওয়াহা ও ইবনে উছাল নামক দুই ব্যক্তি [নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার] মুসায়লামার দূত হয়ে একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, 'আল্লাহর রাসূল আমি?' তারা উভয়ে বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামাহ আল্লাহর রাসূল।' অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, [তোমরা যা বলেছ আমি তা হতে আল্লাহর পানাহ কামনা করি] বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর বললেন, যদি কোনো দূতকে [তার অসৌজন্য আচরণের দরুন] হত্যা করা আমার নিয়ম থাকত, তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। সেই হতে এ রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, 'দূতকে হত্যা করা যায় না'। -[আহমদ]

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْغُلُوْلُ فِيْهَا
পরিচ্ছেদ : গনিমতের মাল বিতরণ ও তাতে খেয়ানত করা

"اَلْغَنَائِمُ" শব্দটি বহুবচন, একবচনে غَنِيْمَةٌ অর্থ– যুদ্ধ চলাকালীন শত্রু তথা কাফেরদের নিকট হতে যে সমস্ত মালসম্পদ হস্তগত হয়, তা হতে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করার পর যা অবশিষ্ট অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে যথানিয়মে বণ্টন করতে হবে, অন্য কোনো লোকের তাতে অংশ থাকবে না। আর বিনা যুদ্ধে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে কাফেরদের নিকট হতে যে সমস্ত মাল পাওয়া যায় তাকে فَيْئٌ 'ফায়' বলে। এতে মুজাহিদগণের কোনো অংশ নেই; বরং রাষ্ট্র নিজ বিবেচনায় মুসলমানদের কল্যাণমূলক কার্যসমূহে তা ব্যয় করবে। আর গনিমতের অংশের অতিরিক্ত যে মাল ইমাম বা সেনাপতি কোনো সৈনিককে প্রদান করেন, তাকে نَفْل বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٠٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ رَأٰى ضُعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮০৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের পূর্বে কোনো উম্মতের জন্য গনিমতের মাল [ভোগ করা] হালাল ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'গনিমতের মাল হালাল' যাবতীয় সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ, মানুষ কেবলমাত্র ভোগের অধিকারী। কাফের তার কুফরির দরুন সেই অধিকার হতে বঞ্চিত হয়, বিশেষত ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে যেমনি তার খুন হালাল হয়, তেমনি মালসম্পদও।

وَعَنْ ٣٨١٠ أَبِيْ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَّرَائِهِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهٖ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ وَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِيْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ فَقَالَ

৩৮১০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে হুনাইন অভিযানে বের হলাম। তখন আমরা শত্রুর মোকাবিলায় লড়াইয়ে লিপ্ত হলাম, তখন [যুদ্ধের প্রথম দিকে] মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দেখা দিল। এমন সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক জনৈক মুসলমান সৈন্যকে পরাজয় করে তার উপর চড়ে বসেছে, তৎক্ষণাৎ আমি পিছনে হতে তার গর্দানে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলাম এবং তার লৌহবর্ম কেটে ফেললাম। তখন সে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি যেন তা হতে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। অল্পক্ষণ পরে সে [আমার পূর্বে আঘাতে] মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকজনের অবস্থা কী? [অর্থাৎ যুদ্ধের গতি কোন দিকে?] তিনি বললেন, সবকিছু আল্লাহর হুকুম।

أَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا اَبَا قَتَادَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِيْ فَاَرْضِهِ مِنِّيْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَا هَا اللّٰهُ اِذًا لَا يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِنْ اُسُدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطِهِ فَاَعْطَانِيْهِ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلَامِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[চূড়ান্ত বিজয় মুসলিম বাহিনীর হয়েছে। শত্রুগণ ময়দানে নিজেদের লাশ ফেলে পলায়ন করেছে।] অতঃপর সমস্ত মুসলমান পুনরায় ফিরে আসলেন [অর্থাৎ সমবেত হলেন] এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জায়গায় বসে ঘোষণা করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কাফেরদের যাকে হত্যা করেছে এবং ঐ হত্যার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে সেই উক্ত নিহত ব্যক্তির 'সলব' পাবে। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কি? এ কথা বলে বসে পড়লাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করলেন, আর আমিও দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কি? এ কথা বলে আমি আবারও বসে পড়লাম। এরপর নবী করীম ﷺ আবারও অবিকল পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করলেন, আর আমি এবারও পূর্বের ন্যায় একই কথা বললাম, [কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কি?] তখন নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ কাতাদাহ! তোমার কি হয়েছে [বারবার উঠছ এবং কি যেন বলে বসছ কেন?] তখন আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, আবূ কাতাদাহ সত্য কথাই বলেছেন এবং সেই নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিসগুলো আমার নিকটেই আছে, আপনি তাকে এর বিনিময়ে অন্য কিছু প্রদান করে সন্তুষ্ট করে দিন। [আর আমিই তা ভোগ করব।] একথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তা কখনো হতে পারে না। আল্লাহর সিংহসমূহের একটি সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে সংগ্রাম করে তাকে বঞ্চিত করে তার প্রাপ্য 'সলব' তোমাকে দেওয়া হবে এটা কখনো হতে পারে না। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আবূ বকর যথার্থ কথাই বলেছেন। তুমি ঐ 'সলব' আবূ কাতাদাহকে দিয়ে দাও। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তখন সে সমুদয় সলব আমাকে প্রদান করল। আবূ কাতাদাহ বলেন, ঐ মাল বিক্রি করে আমি বনূ সালামার একটি খেজুরের বাগান ক্রয় করলাম এবং ইসলাম গ্রহণের পর এটাই আমার প্রথম স্থাবর সম্পত্তি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "سَلَبٌ" শব্দটি হচ্ছে মাসদার যা "مَسْلُوْبٌ" [কাফেরদের থেকে জোরপূর্বক অর্জিত মাল] অর্থে। কিন্তু পরিভাষায় "سَلَبٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিহত ব্যক্তির অস্ত্রশস্ত্র, কাপড়চোপড়, বাহন ইত্যাদি।

এখন সেনাপ্রধান যুদ্ধের উপর উৎসাহিত করার জন্য যদি এ ঘোষণা করে দেন, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে নিহত ব্যক্তির "سَلَبٌ" হত্যাকারী ব্যক্তিকে মিলবে।

আর যদি এ ঘোষণা না করে তবুও ইমাম শাফেয়ী এবং আওযায়ী এবং ইমাম লায়েছ (র.)-এর মতে "سَلَبٌ" হত্যাকারী ব্যক্তিকে মিলবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে ঘোষণা ব্যতীত "سَلَبٌ" হত্যাকারীর জন্য মিলবে না; বরং গনিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীরা উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ রাসূল ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত শরিয়তের সাধারণ হুকুম বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" একথাটি ইরশাদ করেছেন, বিধায় হত্যাকারী ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায় سَلَبٌ মিলবে। সেনাপ্রধানের ঘোষণা শর্ত নয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) দলিল পেশ করে থাকেন কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا - অর্থাৎ 'আর একথাও জেনে রাখ যে, কোনো বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গণিমত হিসেবে পাবে।' এবং আল্লাহর ঘোষণা 'সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসেবে যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে।'

উপরিউক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে شَيْءٌ এবং مَا ব্যাপক। অর্থাৎ যুদ্ধে যা কিছু অর্জিত হবে সবকিছু গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত হবে। হ্যাঁ যদি ইমামুল মুসলিমীন কাউকে বিশেষভাবে কিছু দিয়ে দেন সে ব্যাপার হচ্ছে ভিন্ন।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে একটি হাদীস– إِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ বস্তুটি বৈধ হবে যা তার ইমামের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির সাথে প্রদান করা হয়ে থাকে।

তাই বুঝা গেল যে, যদি ইমামুল মুসলিমীন সন্তুষ্ট হয়ে কোনো কিছু প্রদান না করেন অথবা مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا الخ বাক্যটি না বলেন, তাহলে কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো বস্তু হালাল 'বৈধ' হবে না।

অতএব প্রধান সেনাপতির ঘোষণা ব্যতীত হত্যাকারীকে سَلَبٌ মিলবে না।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীরা আবূ কাতাদাহ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছিলেন, তার জবাব হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ সেনাপ্রধান হিসেবে مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا الخ এ ঘোষণাটি প্রদান করেছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত বিধানস্বরূপ এ কথাটি বলেননি। নতুবা যেই যাকে হত্যা করত "سَلَبٌ" তাকেই দেওয়া হতো। অথচ এ কথাটি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।

সলবের বিধান ও ইমামদের মতভেদ : এটাই স্বাভাবিক বিধান যে, মুসলিম সৈন্যের হাতে নিহত কাফের বা শত্রু হতে লব্ধ মাল গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ইমাম বা সেনাপতি এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রেখে অবশিষ্টগুলো সৈনিকদের মধ্যে যথানিয়মে বণ্টন করে দেবেন। কিন্তু সালব এর বিধানটি এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ফলে ইমামদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে সৈন্যদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার নিমিত্তে যদি এ ঘোষণা দেয় যে, নিহত ব্যক্তির সলব সংশ্লিষ্ট হত্যাকারীই পাবে, তখন তা আর সাধারণ গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে এ মর্মে শুরুতেই ইমাম বা সেনাপতির ঘোষণা অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যথা তা সাধারণ গনিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, সলবের অধিকারী হওয়ার জন্য ইমামের পূর্বে ঘোষণা শর্ত নয়। অনেকে মনে করেন ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন, বস্তুত এটা ঠিক নয়; বরং তিনিও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপই মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ইমাম মালেক (র.)-এর এক অভিমত ইমাম আহমদ (র.)-এর অনুরূপ পাওয়া যায়।

হুনাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বে এক হাদীসের টীকায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, বিস্তারিত ইতিহাস দ্রষ্টব্য। এ যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়েছিল। অনেক মুসলমান সৈনিক রণক্ষেত্র হতে পলায়নরত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ়তার সাথে ময়দানে অবস্থান করেছিলেন। এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ -এর নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা.) যখন "হে বায়'আতে রিযওয়ানকারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ফিরে আস" বলে আহ্বান করেছিলেন, তখন তার সেই আওয়াজ দশ মাইল দূর হতেও শুনতে পেয়ে তারা পুনরায় ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন, অবশেষে মুসলমানদেরই জয় হয়েছে।

আপনি তাকে আমার পক্ষ হতে সন্তুষ্ট করে দিন : এর অর্থ ঐ সমুদয় মালগুলোর পরিবর্তে আপনি কিছু দিয়ে তাকে রাজি করান অথবা তাকে কিছুই না দিয়ে এমনি সমঝোতার মাধ্যমে রাজি করিয়ে দিন এবং সেই সলবগুলো আমাকে ভোগ করার অনুমতি প্রদান করুন।

وَعَنْ ٣٨١١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلٰثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮১১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ [যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী] ব্যক্তি ও তার ঘোড়ার জন্য গনিমতের মাল তিন অংশ নির্ধারণ করেছেন। ব্যক্তির জন্য এক অংশ এবং ঘোড়ার জন্য দুই অংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : গনিমত অর্জনকারীদের মধ্যে গনিমতের মালের বণ্টন পদ্ধতির মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং যুদ্ধে পদযাত্রাকারীর জন্য একটি বিশেষ অংশ মিলবে এক্ষেত্রে সবাই ঐকমত্য। পক্ষান্তরে অশ্বারোহীর অংশের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

আইম্মায়ে ছালাছা, সাহেবাইন এবং আওযায়ীর মতে অশ্বারোহীর জন্য তিনটি অংশ মিলবে। একটি ব্যক্তির আর দুটি অংশ তার অশ্বের।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অশ্বারোহীর জন্য দুটি অংশ মিলবে– একটি অংশ ব্যক্তির আর দ্বিতীয় অংশটি হবে অশ্বের।

দলিল : প্রথম গ্রুপ দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে, রাসূল ﷺ অশ্বারোহীকে তিনটি অংশ দিয়ে থাকতেন। একটি ব্যক্তির আর দুটি অশ্বের।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلٰثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا অর্থাৎ রাসূল ﷺ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অশ্বারোহী ব্যক্তির জন্য গনিমতের মালে তিনটি অংশ নির্ধারণ করেছেন এবং পদব্রজী, পদাতিকের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় গ্রুপ দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অন্য হাদীস দ্বারা, যা ইমাম রাযী (র.) বিশুদ্ধ সূত্র-সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন– عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطٰى لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا অর্থাৎ হযরত নাফে' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ অশ্বরোহীর জন্য দুটি অংশ এবং পদব্রজীর জন্য একটি অংশ দান করেছেন।

তৃতীয় দলিল হচ্ছে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস– ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَخْرَجَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا . (رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ) অর্থাৎ এরপর রাসূল ﷺ মুসলমানদের মধ্যে গনিমতের মাল বণ্টন করলেন। অতঃপর অশ্বারোহীর জন্য দুটি অংশ এবং পদব্রজীর জন্য একটি অংশ বের করলেন।

এছাড়া আরো অনেক দলিল রয়েছে, তবে ইমাম সাহেবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দলিল হচ্ছে মুজাম্মা' ইবনে জারিয়া কর্তৃক বর্ণিত আবূ দাউদ শরীফের হাদীস–

قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلٰثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا .

অর্থাৎ খায়বরের সম্পদ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বণ্টন কর হয়েছে। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে আঠারো ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং সৈন্যদের সংখ্যা ছিল পনেরোশত। তন্মধ্যে ছিলেন তিনশত অশ্বারোহী। সুতরাং অশ্বারোহীদেরকে দিয়েছেন দুভাগ এবং পদব্রজীদেরকে দিয়েছেন এক ভাগ।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বিশুদ্ধতম বর্ণনানুযায়ী খায়বরের সৈন্য সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার এবং গনিমতের মাল আঠারো ভাগে বিভক্ত করেছেন। আর পদব্রজীদের সমষ্টি বারোশত এবং অশ্বারোহীদের সংখ্যা ছিল তিনশত। তাই আঠারো ভাগে বিভক্ত তখনই ঠিক হবে যখন বারোশত পদব্রজীদের জন্য বারোশত ভাগ এবং তিনশত অশ্বারোহীদের জন্য দু-ভাগ করে ছয় ভাগ হবে। পক্ষান্তরে অশ্বারোহীদের জন্য তিনভাগ হলে সর্বমোট একুশ ভাগ হওয়া উচিত।

আর কিয়াস দ্বারাও ইমাম সাহেবের মাযহাবের শক্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কেননা জিহাদের মধ্যে মানুষ হচ্ছে মূল আর অশ্ব, ঘোড়া হচ্ছে অস্ত্র এবং মানুষের অধীনস্থ। অশ্ব ব্যতীত মানুষ জিহাদ করতে পারে। কিন্তু অশ্ব-ঘোড়া মানুষ ব্যতীত জিহাদ করতে

পারে না। বিধায় অশ্ব-ঘোড়ার মানুষের সমান ভাগ দান করাও হচ্ছে অযৌক্তিক। আর দুভাগ দান করাতো আরো দূরের ব্যাপার। সুতরাং ইমাম সাহেবের উক্তি রয়েছে– إِنِّي لَا أُفَضِّلُ الْحَيَوَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি জন্তু বা প্রাণীকে মানুষের উপর মর্যাদা দান করি না। বিধায় অশ্বকে দু-ভাগ প্রদান করা কোনোভাবেই বুদ্ধির চাহিদা নয়।

জবাব : প্রথম গ্রুপ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম জবাব হচ্ছে, এর মধ্যে এ কথা জানা নয় যে, তা খায়বারের পূর্বে অথবা পরে। হতে পারে তা পূর্বে হয়েছে এবং খায়বারের ঘটনা দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, প্রথমে রাসূল ﷺ -এর জন্য পরিপূর্ণ অধিকার ছিল যাকে যত ইচ্ছা দিয়ে দেবেন কোনো বিধিবিধান ছিল না। পরবর্তীতে বিধিবিধান শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে যে, অশ্বারোহীর জন্য দুভাগ এবং পদব্রজীর জন্য একভাগ।

তৃতীয় জবাব : কেউ কেউ এভাবে দিয়েছেন যে, প্রথম হকদার হিসেবে তো দু-ভাগ দিয়েছেন এবং অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে একভাগ দিয়েছেন। যার অধিকার ইমামুল মুসলিমীনের রয়েছে।

চতুর্থ জবাব : কেউ কেউ এভাবে দিয়েছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বিভিন্ন বর্ণনাবলি রয়েছে। সুতরাং মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার মধ্যে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে– جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا এবং বুখারী শরীফের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে– جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا অর্থাৎ 'অশ্বের দুটি অংশ নির্ধারণ করেছেন এবং তার মালিকের জন্য একটি অংশ।' এখন অন্যান্য বিশুদ্ধতম বর্ণনাবলি সামনে রেখে একথা বলা যাবে যে, ইবনে ওমর (রা.)-এর ঐ বর্ণনা হচ্ছে মূল যে বর্ণনায় لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ -এর অর্থ হবে– لِلْفَارِسِ অর্থাৎ অশ্বের জন্য তার মালিক সহ দুটি অংশ মিলবে।

অথবা لِلْفَرَسِ মূলত আলিফে মামদূদার সাথে ছিল অর্থাৎ لِلْفَارِسِ কেননা رَاجِلٌ -এর মোকাবিলায় لِلْفَارِسِ হয়ে থাকে لِلْفَرَسِ হয় না এবং বর্ণনাকারী فَرَسٌ বুঝে فَرَسٌ لِلْفَرَسِ বলে দিয়েছেন।

মোটকথা, যে বর্ণনার মধ্যে এতসব অবকাশ রয়েছে এ বর্ণনার উপর মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করা সতর্কতার পরিপন্থি। অতএব সার্বিক দিক থেকে বিবেচনার মাধ্যমে ইমাম সাহেবের মাযহাবের প্রাধান্য হলো।

গনিমতের মালে অংশ নির্ধারণে ইমামদের মতভেদ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও সাহেবাইনসহ জমহুর ওলামাগণ বলেন, ঘোড়ার দুই অংশ ও ব্যক্তির এক অংশ। আর পদাতিক সৈন্য পাবে শুধু এক অংশ। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অপর শিষ্য ইমাম যুফার (র.) বলেন, ঘোড় সওয়ার সৈনিক পাবে মাত্র দুই অংশ। ঘোড়ার এক অংশ ও নিজের এক অংশ। তার সমর্থনে আবূ দাউদের হাদীস– فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا অর্থাৎ রাসূল ﷺ ঘোড় সওয়ার সৈনিককে দু-ভাগ এবং পদাতিককে একভাগ গনিমত প্রদান করেছেন। বস্তুত এটা যুক্তিসঙ্গতও বটে। অপর এক বর্ণনায় আছে খায়বর যুদ্ধে মোট সৈনিক ছিলেন ১৫০০ [পনেরো শত]। অশ্বারোহী ৩০০ [তিনশত] এবং পদাতিক ১২০০ [বারোশত]। আর গনিমতের মাল বিভক্ত করা হয়েছে ১৮০০ [আঠারোশত] ভাগে। ফলে বিতরণ করা হয়েছে নিম্নবর্ণিত হারে ৩০০ × ২ = ৬০০ আর ১২০০ × ১ = ১২০০। ইমাম যায়লায়ী বলেছেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে لِلْفَرَسِ অর্থ لِلْفَارِسِ অর্থাৎ 'অশ্ব' অর্থ– অশ্বারোহী গ্রহণ করতে হবে। কেননা হাদীসে رَاجِلٌ [পদাতিক]-এর মোকাবিলায় فَارِسٌ [অশ্বারোহী] হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ছাত্র ও গোলাম নাফে' -এর পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারী فَارِسٌ -কে فَرَسٌ উল্লেখ করে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

অথবা এটাও বলা যায় অশ্বারোহীকে তৃতীয় অংশটি প্রাপ্য হিস্যায় প্রদান করেননি; বরং তা ছিল نَفْلٌ বা অতিরিক্ত একভাগ। ইমাম বা সেনাপতি কোনো মুজাহিদকে অতিরিক্ত কিছু প্রদানের অধিকারী থাকেন। হ্যাঁ, যদি কেউ বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তাই অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত রেওয়ায়েতের তুলনায় তার প্রাধান্য হবে। এর জবাবে বলা হয় যে, রাবীর মানে ও গুণে হাদীসের মান ও গুণ সৃষ্টি হয়, আমরা দেখছি আবূ দাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীসটির রাবী, সেই বুখারী মুসলিমের রাবীর সমমানের ও সমগুণের। কাজেই গ্রন্থের পার্থক্য অন্তত এখানে কোনো পার্থক্য হবে না। সুতরাং ঢালাওভাবে এ কথা ঠিক নয় যে, সহীহাইন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস নিম্নমানের।

وَعَنْ ٣٨١٢ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ (رض) قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُوْرِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا فَقَالَ لِيَزِيْدَ أُكْتُبْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا وَفِيْ رِوَايَةٍ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِيْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَقَدْ كَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ يُدَاوِيْنَ الْمَرْضٰى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮১২. অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [খারেজী সরদার] নাজদাতুল হারূরী একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইল– যদি কোনো নারী বা গোলাম জিহাদে অংশগ্রহণ করে তারা গনিমতের মালে অংশ পাবে কিনা? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইয়াযীদকে বললেন, তাকে লিখে দাও যে, 'তাদের কোনো নির্ধারিত অংশ নেই।' অবশ্য ইমাম তাদেরকে সামান্য কিছু প্রদান করতে পারেন। অপর এক বর্ণনায় আছে– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে নারীদেরকে সঙ্গে নিয়েছেন কিনা এবং তাদেরকে গনিমতের মালে অংশ দিয়েছেন কিনা? তদুত্তরে শোন, তিনি নারীদেরকে সঙ্গে নিতেন, তারা অসুস্থ ও আহত মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা করতেন, এতে তাদেরকে গনিমত হতে সামান্য কিছু দেওয়া হতো, নিয়মিত অংশ দেওয়া হয়নি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হারূরা' কুফার একটি বস্তির নাম। কূফা নগরী হতে এর দূরত্ব মাত্র দু-মাইল। এখানের অধিবাসীগণ খারেজী নামে পরিচিত। হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থন ত্যাগ করে ভিন্ন একটি বাতিল মত ও দল গঠন করতে তারা তথায় একত্রিত হয়েছিল।

"نَجْدَةُ" খাওয়ারিজদের নেতার নাম ছিল। আর حَرُوْرِيٌّ এ শব্দটি হচ্ছে حَرُوْرَاءُ-এর দিকে নিসবত। আর حَرُوْرَاءُ হচ্ছে কূফার একটি গ্রামের নাম। খাওয়ারিজরা হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে বিদ্রোহ পোষণ করে এ স্থানে সমবেত হয়েছিল। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখন حَرُوْرِيٌّ দ্বারা খারিজী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

মহিলা, ছোট বাচ্চারা এবং ক্রীতদাস জিহাদে যদি অংশগহণ করে, তাহলে গনিমতের মালের পরিপূর্ণ অংশ তাদের জন্য মিলবে কিনা এ ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (র.)-এর মতে তাদের জন্য অংশ মিলবে না। তবে তাদের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে গিয়ে ইমাম যদি উচিত মনে করেন, তাহলে তাদেরকে কিছু মাল দিয়ে দেবেন। তবে তাদের দানকৃত মাল গনিমতের মালের পূর্ণ একটি অংশের সমপরিমাণ না হওয়া উচিত।

দলিল : ইমাম আওযায়ী (র.) হাশরজ ইবনে যিয়াদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

إِنَّ جَدَّتَهُ خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ .... فَأَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

তাই উক্ত হাদীসের فَأَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ অর্থাৎ 'আমাদেরকে গনিমতের মালের অংশ দান করেছেন যেমন পুরুষদেরকে অংশ দান করেছেন।' এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মহিলাদেরকে অংশ দেওয়া যাবে।

জমহুর ওলামায়ে কেরাম দলিল পেশ করেন উপরিউক্ত ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এ মর্মে যে, রাসূল ﷺ মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে অংশ দেননি, বরং উচিত বিবেচনার দ্বারা কিছু দিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এসব মানুষ জিহাদের উপযুক্ত নয়। বিধায় তাদেরকে অংশ দান করা নীতি বহির্ভূত। তবে তাদের থেকে যেহেতু দীনের কিছু খেদমত হয়ে থাকে, তাই তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া উচিত।

জবাব : ইমাম আওযায়ী (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব হচ্ছে, এখানে হাশরজ রাবী হচ্ছেন মাজহুল [যেমন ইবনে হাজার (র.) তালখীসের মধ্যে বলেছেন।]

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেছেন, এ হাদীসের সনদ হচ্ছে দুর্বল। আর যদি হাদীসটি সহীহ মেনে নেওয়াও হয় তবুও এর দ্বারা গনিমতের মালের অংশ দান করা উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধুমাত্র দানের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে শরিক করা উদ্দেশ্য, পুরুষদের সমপরিমাণ অংশ দান করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং শুধু খেজুর দান করা এর উপর প্রমাণ বহন করে থাকে।

এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, অন্যথা মূলগ্রন্থে আছে যে, নাজদাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট পাঁচটি বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। এখানে দুটির বর্ণনা আছে, আর অপর তিনটি হলো– ১. যুদ্ধে নারীদেরকে হত্যা করা যাবে কিনা? ২. প্রাপ্তবয়স্কদের লক্ষণ কী? ৩. গনিমতের পঞ্চমাংশ কে পাবে? তার চিঠির প্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথমে উক্তি করেছিলেন– যদি ইলমে দীনের প্রশ্নে গোপন করা নিষিদ্ধ না হতো, আমি তার পত্রের জবাব দিতাম না। কারণ সে হযরত আলী (রা.) হতে দল ত্যাগ করে নতুন মতবাদ ও ফিতনা সৃষ্টি করে মুসলমানরেকে গোমরাহ করেছে।

নারী ও গোলামদের গনিমতের অংশ প্রদানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যা বলেছেন জমহুর ইমামদের মতও তাই। অবশ্য ইমাম মালেক (র.) বলেন– তাদেরকে যৎসামান্য কিছুও দেওয়া যাবে না। ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে অংশ হিসেবে পাবে, رَضْخ [রায্খ]। অধিকাংশ ওলামাদের মতে দাস-দাসী, শিশু-কিশোর, নারী ও জিম্মি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে رَضْخ [অর্থাৎ সামান্য কিছু মাল] প্রদান করা যাবে, তবে তার পরিমাণ এক অংশের চেয়েও কম হতে হবে এবং বায়তুল মালের এক পঞ্চমাংশ বের করার পূর্বেই তা প্রদান করতে হবে। মোটকথা নিয়মিত কোনো অংশ নেই।

৩৮১৩ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِظَهْرِهٖ مَعَ رَبَاحٍ غُلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَعَهٗ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ اَغَارَ عَلٰى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ عَلٰى اَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ خَرَجْتُ فِيْ اٰثَارِ الْقَوْمِ اَرْمِيْهِمْ بِالنَّبْلِ وَاَرْتَجِزُ اَقُوْلُ اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَمَا زِلْتُ اَرْمِيْهِمْ وَاَعْقِرُ بِهِمْ حَتّٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ بَعِيْرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا خَلَّفْتُهٗ وَرَاءَ ظَهْرِيْ ثُمَّ اَتْبَعْتُهُمْ اَرْمِيْهِمْ حَتّٰى اَلْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلٰثِيْنَ بُرْدَةً وَثَلٰثِيْنَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّوْنَ وَلَا يَطْرَحُوْنَ شَيْئًا اِلَّا جَعَلْتُ

৩৮১৩. অনুবাদ : হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাঁর আজাদকৃত] গোলাম রাবাহকে [জাকাত সদকার] উট ইত্যাদির তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে [মদিনার বাইরে চারণ ভূমিতে] পাঠালেন, আমিও তার সাথে ছিলাম। ভোর হতে না হতে অতির্কিতে আক্রমণ করে গাত্ফান গোত্রের ফাযরাহ শাখার দলপতি আব্দুর রহমান ফাযারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উটগুলো লুট করে নিয়ে গেল। [আর রাখালকে হত্যা করে ফেলল]। আমি রাবাহকে আমার উটটি প্রদান করত তাকে মদিনায় খবর পৌছানো জন্য পাঠালাম এবং স্বয়ং একটি উচ্চ টিলার উপরে উঠে মদিনার দিকে মুখ করে তিনবার 'ইয়া সাবাহাহ' বল উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিলাম। অতঃপর ছিনতাইকারী শত্রুদলের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদেরকে ঘায়েল করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। অবশেষে তাদের নিকট হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত উট ছিনিয়ে নিলাম এবং তাদেরকে আমার পশ্চাতে রেখে মদিনা অভিমুখে হাঁকিয়ে দিয়ে আমি পুনরায় তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পিছনে ছুটলাম। আমার আক্রমণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে বোঝা লাঘবের নিমিত্তে ত্রিশখানার অধিক চাদর, কম্বল ও ত্রিশটি বর্শা শরীর হতে ফেলে দ্রুত পলায়ন করল। আর এদিকে আমি প্রতিটি চাদর, কম্বল ও বর্শার উপরে পাথরে চাপা দিয়ে এই চিহ্ন রেখে

عَلَيْهِ آرَامًا مِّنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَحِقَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ اَبُوْ قَتَادَةَ وَخَيْرُ رُجَّالَتِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ اَعْطَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَهْمَيْنِ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِيْنَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

গেলাম, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা এ কথা বুঝতে পারেন যে, এ সমস্ত জিনিসগুলো আমিই শত্রুদের নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছি। এতক্ষণে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখতে পেলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অশ্বারোহী হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) আব্দুর রহমান ফাযারীকে হত্যা করে ফেললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহের সাথে বললেন, আবূ কাতাদাহ হলো আমাদের অশ্বারোহীর মধ্যে উত্তম, আর পদাতিকের মধ্যে উত্তম হলো সালামাহ ইবনুল আকওয়া'। সালামাহ বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দু-অংশ প্রদান করলেন। এক অংশ অশ্বারোহীর এবং আরেক অংশ পদাতিকের। [অর্থাৎ একত্রে উভয় অংশ আমাকে প্রদান করলেন,] তারপর মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর 'আযবা' নামক উষ্ট্রীর উপরে তাঁর পিছনে বসালেন। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এবং সীরাত গ্রন্থে 'যীকারদ' নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটি মদিনার নিকটবর্তী এবং ৬ষ্ঠ হিজরির ঘটনা। তাকে [গাযওয়ায়ে যীকারাদ] বলা হয়। (غَزْوَةُ ذِىْ قَرَدٍ) এবং ঘটনাটি অতীব চমকপ্রদও বটে, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

يَا صَبَاحَاهُ : পূর্বে এক হাদীসের টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ : এটা আরবদের একটি প্রবাদ ব াক্য। দুগ্ধপুষ্য শিশুকে বলা হয় رَضِيْعٌ রাযী', এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়।

ক. আজই প্রমাণ হবে কে বীর আর কে ভীরু।

খ. আরবদের মধ্যে এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, যে সন্তান মায়ের দুধ খায় এবং সেই মুদ্দতের মধ্যে যদি তার মা পুনরায় গর্ভধারণ করে, তখন বাধ্য হয়ে এ সন্তানকে মায়ের দুগ্ধপান করা হতে বঞ্চিত করা হয়। ফলে এ সন্তান পূর্ণ মুদ্দত ময়ের দুগ্ধপান করতে পারে না, এমন সন্তান ভীরু ও কাপুরুষ হয়। এখানে সালামা সে দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, আজ প্রমাণ হবে কার মা কাকে কত দিন দুধ পান করিয়েছে অর্থাৎ কে বীর আর কে ভীরু?

গ. অথবা আজই প্রমাণ হবে কে দুগ্ধপুষ্য শিশু অর্থাৎ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, আর কে বয়স্ক তথা যুদ্ধে পটু ও দক্ষ।

গনিমতের মাল হতে হযরত সালামাহকে যা দেওয়া হয়েছে হাদীসের পরিভাষায় رَضْخٌ বা পুরস্কার বলা হয়। সেনাপতি বা আমির কোনো সৈনিককে বীরত্বের জন্য এরূপ প্রদান করার অধিকার রাখেন। সালামাহ যদিও এটাকে অংশ ধারণা করেছেন। এ ব্যাপারে সমস্ত ইমামদের ঐকমত্য রয়েছে।

وَعَنْ ٣٨١٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوٰى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮১৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযানে প্রেরিত কোনো কোনো সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা নফল স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু গনিমত প্রদান করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣٨١٥ قَالَ نَفَّلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفَلًا سِوٰى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمُسِ فَأَصَابَنِيْ شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيْرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮১৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনিমতের পঞ্চমাংশ হতে আমাদেরকে নির্দিষ্ট অংশ ব্যতীত নফল স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু প্রদান করেছেন। সেই নফলে আমার ভাগে একটি 'শারেফ' পড়েছিল। বয়স্ক বড় উটকে 'শারেফ' বলে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٣٨١٦ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮১৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তার [ইবনে ওমরের] একটি ঘোড়া কোথাও হারিয়ে গেলে শত্রুগণ [রোমীয়রা] তাকে ধরে নিয়ে গেল। পরে এক সময় মুসলিম বাহিনী ঐ শত্রুদের উপর জয়যুক্ত হলে হারানো ঘোড়াটি পাওয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামানায় উক্ত ঘোড়াটি ইবনে ওমর (রা.)-কে ফেরত দেওয়া হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে- তার [ইবনে ওমরের] একটি গোলাম পালিয়ে রোম দেশে চলে যায়, পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে রাসূল ﷺ -এর জামানার পরে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ উক্ত গোলামটি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে ফিরিয়ে দিয়েছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে মাসআলা হচ্ছে যে, যদি কাফেররা মুসলমানের মালের উপর বিজয়ী হয়ে মুসলমানদের মালকে অমুসলিম রাষ্ট্রে কুক্ষিগত করে নেয়, তাহলে কাফেররা মুসলমানদের এ সম্পদের মালিক হয়ে যাবে কিনা? অতঃপর পুনরায় মুসলমান কাফেরদের উপর বিজয়ী হয়ে যাওয়ার পর এ সম্পদ গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত হবে, না তা মূল মালিকের হক হবে? এ ক্ষেত্রে আইম্মায়ে কেরামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাফেররা এ মালের মালিক হবে না। মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার পর মূল মুসলমান মালিক এর হকদার হবে এবং এ মাল গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন-

إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَغَارُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَذَهَبُوْا بِنَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

তাই এ হাদীস দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, কাফেররা অতর্কিতভাবে হামলা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উষ্ট্রী নিয়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা পুনরায় বিজয়ী হওয়ায় এ উষ্ট্রী নিয়ে মদিনায় আসা হলো তখন নবীজী ﷺ তাঁর নিজের উষ্ট্রীটি নিয়ে নিলেন। অতএব কাফেররা মুসলমানদের মালের উপর বিজয়ী হয়ে মুসলমানদের মাল যদি কাফেরদের মালিকানাধীন চলে যেত, তাহলে রাসূল ﷺ কিভাবে তাঁর উষ্ট্রীটি নিয়ে নিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে এমন অবস্থাতে কাফেররা মুসলানদের মালে মালিক হয়ে যায়। তারা দলিল পেশ করে থাকেন কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ [অর্থাৎ নিঃসম্বল মুহাজিরীনদের জন্য] উক্ত আয়াতে মুহাজিরীনদেরকে فُقَرَاءِ বলা হয়েছে অথচ মক্কার মুহাজিরীনদের প্রচুর ধনসম্পদ ছিল এবং কাফেররা তার উপর হস্তক্ষেপ করে বসেছিল। এতদসত্ত্বেও মুহাজিরীনদেরকে فُقَرَاءِ বলা হয়েছে।

তাই বুঝা গেল যে, [মুসলমানদের] মক্কায় রেখে যাওয়া সম্পত্তির উপর থেকে মুসলমানদের স্বত্বাধিকার বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে দারাকুতনীতে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ وَمَا قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ.

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মালে ফায় এর মধ্যে কাফেরদের কবলে চলে যাওয়া তার মালকে পেয়ে যায় বণ্টনের পূর্বে, তাহলে সে মাল তারই হবে। আর যা বণ্টন হয়ে গিয়েছে তাতে তার কোনো অধিকার নেই। শুধুমাত্র মালে ফায় বণ্টনে যে অংশ মিলবে সে অংশটি ব্যতীত।

এখানে নিজের মালকে গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত করা হয়েছে। তাই বুঝে আসল যে, মুসলমানদের মাল কাফেরদের হাতে চলে গেলে কাফেররা সে মালের মালিক হয়ে যায়।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন সে ঘটনাটি আলোচিত বিষয়ের বহির্ভূত। কেননা মতানৈক্য তো ঐ পদ্ধতির মধ্যে যখন কাফেররা অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলানদের মালের উপর আধিপত্য বিস্তার করে মালকে কুক্ষিগত করে নেয়। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনায় কাফেররা রাসূল ﷺ -এর উষ্টীটিকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে পলায়ন করে গিয়েছিল। তাই এর ভিত্তিতে রাসূল ﷺ -এর স্বত্বাধিকার বিলীন হয়নি। বিধায় উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক হবে না।

পলাতক গোলামের বিধান : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুসলমানের পলাতক গোলামের উপর কোনো অবস্থাতেই কাফেরদের মালিকানা স্থাপন হবে না। সুতরাং পরবর্তীতে যুদ্ধজয়ে উক্ত গোলাম মুসলমানদের হাতে আসলে তার পূর্বতন মালিক তার অধিকারী হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি গোলামটি মুসলমান হয় তবে কাফেররা তার মালিক হবে না, আর যদি সে অমুসলমান হয়, তখন মালিক হবে এবং পরি গণিমত হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসলে এবং বণ্টন হয়ে অন্যের হাতে চলে গেলে বা কোনো ব্যবসায়ী খরিদ করে নিলে তখন মূল্য আদায় করে পূর্বের মালিক নিতে পারবে, অন্যথা নয়। আবূ দাউদের রেওয়ায়েত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের সমর্থন করে। আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, বণ্টনের পূর্বেই হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং গোলামটিও ছিল মুসলমান। ইমাম মালেক, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় কাফেরগণ তার মালিক হবে। অবশ্য যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তখন সমস্ত ইমামদের মতে কাফেরগণ উক্ত গোলামের মালিক হবে।

٣٨١٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮১৭. **অনুবাদ :** হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও হযরত ওসমান ইবনে আফফান নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি খায়বরের পঞ্চমাংশ হতে বনূ মুত্তালিবকে [আপন নিকটতম হিসেবে] মাল দিলেন, কিন্তু আমাদেরকে [বনূ নওফল ও আবদে শামসকে] মাল দিলেন না। অথচ আমরা ও তারা [আপনার নিকটতম ذَوِي الْقُرْبٰى হিসেবে] একই পর্যায়ের। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন– অবশ্যই বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এক ও অভিন্ন। বর্ণনাকারী জুবাইর বলেন– নবী ﷺ বনূ আবদে শামস ও বনূ নওফলকে তা হতে কিছু দেননি।

–[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আবদে মানাফের চার পুত্র। হাশিম, মুত্তালিব, আবদে শামস ও নওফল। আবদে শামসের অধস্তন হলেন হযরত ওসমান (রা.)। বংশ পরিচয় নিম্নরূপ– ওসমান ইবনে আফফান ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। আর জুবাইর ইবনে মুতয়িম হলেন নওফলের অধস্তন পুরুষ। তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ। যথা– জুবাইর ইবনে মুতয়িম ইবনে আদী ইবনে নওফল। আর রাসূল ﷺ -এর বংশ পরিচয় হলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম। এ হিসেবে সকলের উর্ধ্বতন পুরুষ হলো আবদে মানাফ।

বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এক ও অভিন্ন : ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ ও তাঁর খান্দান বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাদেরকে সমাজচ্যুত করেছিল। প্রায় তিন বৎসর বনূ হাশিম 'শি'আবে আবী তালিবে' অন্তরীণ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। তখন বনূ মুত্তালিব তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহানুভূতিতে এগিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে বনূ আবদে শামস ও বনূ নওফল তাদের বিরোধিতা করে। এ কারণে রাসূল ﷺ বলেছেন– 'বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এক ও অভিন্ন।' এজন্য বনূ আবদে শামস ও বনূ নওফলকে তিনি নিজের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য করেননি এবং উক্ত মালও প্রদান করেননি।

আব্দুল মুত্তালিবের পরিচিতি : এক সময় হাশিম ব্যবসা উপলক্ষে [ইয়াছরিবের তথা] মদিনার নিকট দিয়ে সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন। তখন মদিনায় তাদের কোনো একটি মেলা বা উৎসব চলছিল। সেখানে তিনি খাযরাজ মতান্তরে বনূ নাজ্জার গোত্রীয়া সালমা নাম্নী গোত্রপতির কন্যাকে বিবাহ করে কিছু দিন তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর সিরিয়া গমন করে বাণিজ্য শেষ করে ফিরার পথে মারা যান। এ সময় তার সেই স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। এখানে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, তার নাম রাখা হয় 'শাইবাহ'। তথায় সে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হতে থাকে। হাশিমের এ বিবাহের কথা অনেক দিন যাবৎ মক্কায় গোপন ছিল, পরে এক সময় তা প্রকাশ হলে মুত্তালিব হাশিমের ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট এর সত্যতা যাচাই করে মদিনায় গমন করলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ভ্রাতুষ্পুত্র শাইবাহকে গোপনে নিয়ে পলায়ন করেন, মলিনবেশে, ধুলায় ধূসরিত একটি বালককে মুত্তালিবের উটের পিছনে বসা দেখে মক্কার লোকেরা উক্ত ছেলেটকে মুত্তালিবের ক্রীতদাস মনে করে বলে উঠল هٰذَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ [এ যে মুত্তালিবের গোলাম]। মুত্তালিবে এ এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রকে অতীব স্নেহ-আদরে লালনপালন করেন এবং ছেলেটিকেও তাকে যথাযথ অভিভাবকরূপে মান্য করত। তখন হতে 'শাইবাহ' আব্দুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হন এবং কালক্রমে মুত্তালেবী ও হাশেমীদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠে।

চিত্রে সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়
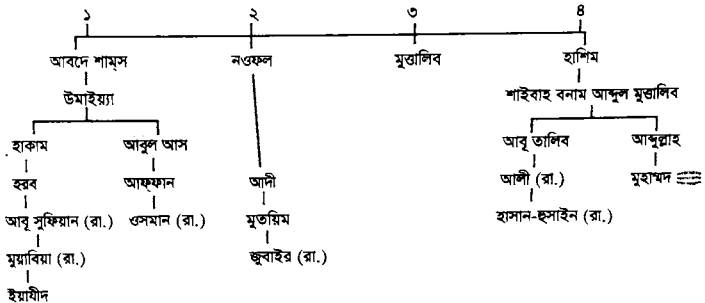
وَعَنْ ٣٨١٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا وَاَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا وَاَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِىَ لَكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮১৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো জনবসতি তোমরা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত দখল করে নাও, সেখানের সম্পদে সকলের সাথে তোমাদের অংশ রয়েছে। [অর্থাৎ যারা অভিযানে বের হয়েছে তারা এবং যারা বের হয়নি তাদেরও অধিকার রয়েছে। তাকে বলা হয় 'ফায়'।] আর যে জনপদের অধিবাসীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, ফলে তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে তা জয় কর, সেখানের সম্পদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এক পঞ্চমাংশ রয়েছে এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা তোমাদেরই [অর্থাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের।] —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ যে স্থানের লোকেরা আত্মসমর্পণ করে সন্ধিচুক্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়, সেখানের সম্পদে সমস্ত মুসলমানের হক রয়েছে। তাকে 'ফায়' বলা হয়। তা এককভাবে অভিযানে বহির্গত লোকেরা পাবে না। আর লড়াইয়ের পর যে সম্পদ হস্তগত হয়, তাতে রাসূলের নিকটতম আত্মীয়-আপনজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য এক পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্টগুলো সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতেই জমহুর ইমাম ও ওলামাদের ঐকমত্য। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় প্রকারের মালের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে। তিনি ব্যতীত এ ধরনের উক্তি আর কারো নিকট হতে পাওয়া যায়নি।

উপরিউক্ত হাদীসের মধ্যে দু-প্রকার জনপদের আলোচনা রয়েছে। আর এর উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্ন উক্তিসমূহ রয়েছে।

আল্লামা তীবী এবং কাযী ইয়ায (র.) বলেছেন, এর দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

প্রথম হচ্ছে, এখানে প্রথম قَرْيَةٌ দ্বারা ঐ বস্তি উদ্দেশ্য যার উপর মুসলমান সৈন্যরা কোনো আক্রমণ করেনি, বরং বস্তির লোকেরা এমনিতেই নিজে নিজেই বস্তি খালি করে দিয়েছে। অথবা সন্ধি করে ফেলেছে। তাহলে এ বস্তি এবং এ বস্তির সম্পদসমূহ মুসলমানদের জন্য ফায় হিসেবে অর্জিত হয়েছে।

তাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ মালসম্পদ থেকেও পঞ্চমাংশ বের করা হবে। অতঃপর তা সমস্ত মুসলমানদের হক হবে। এতে কোনো মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করেন কিংবা নাই করেন।

আর জমহুরের নিকট মালে ফায় থেকে পঞ্চমাংশ বের করা যাবে না; বরং তা সমস্ত মুসলমানদের হক হবে।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধুমাত্র মালে গনিমতের উপর ক্বিয়াস করে দলিল পেশ করে থাকেন। তিনি হাদীস দ্বারা কোনো দলিল পেশ করেননি।

জমহুর উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন এভাবে যে, রাসূল ﷺ فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا বলেছেন, পঞ্চমাংশ বের করার কথা বলেননি। যেমন মালে গনিমতের ক্ষেত্রে পঞ্চমাংশের কথা উল্লেখ রয়েছে।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, ফায় এবং গনিমতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে বিধায় একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

এছাড়া পরিষ্কার হাদীসের মোকাবিলায় কোনোভাবে কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে, قَرْيَةٌ 'বস্তি' দ্বারা ঐ বস্তি উদ্দেশ্য, যার উপর মুসলমানদের সৈন্যরা আক্রমণ করে জোরপূর্বক অর্জন করেছেন। সে মাল হচ্ছে মালে গনিমত এ মাল থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে এবং অবশিষ্ট চারটি অংশ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে

গনিমতের মাল অর্জন করেছেন তাদের হক হবে। অন্যদের হক নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, প্রথম قَرْيَة দ্বারা ঐ বস্তি উদ্দেশ্য, যাকে অর্জনের সময় স্বয়ং নবী করীম ﷺ শরিক ছিলেন না।

আর তোমরা যে বণ্টন করেছ এতে তো শুধু তোমাদের অংশ রয়েছে পঞ্চমাংশের পর।

আর দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে অর্জন করার সময় রাসূল ﷺ ও উপস্থিত এবং শরিক ছিলেন। তাই এ থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে এবং অবশিষ্ট অংশসমূহ গনিমত অর্জনকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

অতএব, প্রথমাবস্থায় প্রথম বস্তিটি মালে ফায় হবে এবং দ্বিতীয় বস্তিটি মালে গনিমত হবে।

আর দ্বিতীয়াবস্থায় প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় বস্তিটি মালে গনিমতের মধ্য পরিগণিত হবে। পার্থক্য শুধু রাসূল ﷺ -এর অংশগ্রহণ করা এবং না করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٣٨١٩ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮১৯. অনুবাদ : হযরত খাওলাহ আনসারিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এমন কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা আল্লাহ প্রদত্ত মাল অন্যায়ভাবে তছরুপ করতে চায়! জেনে রাখ এ শ্রেণির লোকদের জন্য কিয়ামতের দিন দোজখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আল্লাহ প্রদত্ত মাল' দ্বারা জনগণের অধিকারভুক্ত সম্পদ, যথা– বায়তুল মাল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, প্রতিষ্ঠানের ফান্ড বা তহবিল, সরকারের পক্ষ হতে জনসাধারণের জন্য বরাদ্দ ও সরবরাহকৃত সম্পদ ইত্যাদি অন্যায় ও অনাধিকারভাবে গ্রাস করা যে কত বড় গুনাহের কাজ অত্র হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামানায় মুনাফিকদের মধ্যে এ প্রবণতা ছিল, আর বর্তমান যুগে এ অন্যায় হতে আমরা কতজন মুক্ত আছি, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে অনুধাবন করা একান্ত কর্তব্য।

وَعَنْ ٣٨٢٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَغِثْنِيْ فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ـ

৩৮২০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনিমত [ও অন্যান্য সকল মাল] খেয়ানত করা যে জঘন্যতম অপরাধ এবং তার পরিণাম যে খুব ভয়াবহ এ সম্পর্কে নসিহত করার পর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় আসতে না দেখি, সে স্বীয় কাঁধের উপর একটি চিৎকারত উট বহন করে আসবে, আর সে আমাকে চিৎকার দিয়ে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বাঁচান! আর আমি বলব, আজ আমার করার কিছুই নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান [তথা অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে] আগেই [দুনিয়াতে] জানিয়ে দিয়েছি।

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَهُوَ أَتَمُّ.

তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদের কাউকেও যেন কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের কাঁধের উপর হ্রেষারব রত ঘোড়া বহন করে আসবে, আর আমাকে চিৎকার দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বাঁচান! আর আমি বলব, আজ আমি কিছুই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই [দুনিয়াতে] জানিয়ে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর একটি চিৎকাররত বকরি বহন করে আসবে আর সে আমাকে ডেকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন! আর আমি বলব, আজ আমার কিছুই করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই [দুনিয়াতে] জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় না দেখি, সে নিজের কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি মানুষ [দাস] বহন করে আসবে আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মদদ করুন! আমি বলব, আজ আমি তোমার কোনো প্রকার সাহায্যই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই [দুনিয়াতে] জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের কাঁধের উপর বস্ত্রখণ্ডসমূহ বহন করে আসবে, আর তা পতপত করে উড়ছে। আর আমাকে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বাঁচান! আর আমি বলব, আজ আমার করার কিছুই নেই। আমি তো পূর্বেই [দুনিয়াতে] সতর্ক করে এসেছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের ঘাড়ের উপর অচেতন সম্পদ [তথা সোনা-চাঁদি ইত্যাদি] বহন করবে। আর সে আমাকে চিৎকার দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন! আমি বলব, আজ আমি তোমার কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো পূর্বেই দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। -[বুখারী ও মুসলিম] অবশ্য হাদীসের শব্দগুলো অবিকল মুসলিমের, আর এটাই বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাশরের মাঠে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে গনিমতে খেয়ানতকৃত সম্পদ এবং অন্যান্য মালসম্পদ যার হক আদায় করেনি, যথা– জাকাত দেয়নি, কিংবা মিছামিছিতাবে লিখে অনেক ধোঁকায় ফেলেছে ইত্যাদি। তা সংশ্লিষ্ট ও অভিযুক্ত ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এ শ্রেণির অপরাধী রাসূল ﷺ -এর শাফাআতও পাবে না। পরিশেষে আমাদের কথা হলো, অনুবাদে হাদীসের তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনার ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। তবে খেয়ানত বা আত্মসাৎকারীর পরিণাম যে মর্মস্পর্শী তা উপলব্ধি করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

وَعَنْهُ ٣٤٢١ قَالَ اَهْدٰى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি [বনী দুবার গোত্রীয়] মিদআম নামক একটি গোলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করল। এক যুদ্ধে সে সওয়ারির পৃষ্ঠ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'হাওদা' [সওয়ারির পিঠে বসার গদি] নামাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ অজ্ঞাত স্থান হতে নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে তার গায়ে বিঁধল এবং এতে সে মারা গেল। এ আকস্মিক মৃত্যুতে লোকেরা বলে উঠল তার জন্য জান্নাত মুবারক হোক [অর্থাৎ কি সহজেই সে জান্নাত লাভ করল?] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কখনো না। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। খায়বর যুদ্ধে গনিমতের মাল হতে বণ্টন ব্যতিরেকে যে চাদরখানা সে আত্মসাৎ করেছে তা তার উপর অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জুতার এটি কিংবা দুটি ফিতা যা অন্যের অগোচরে লুকিয়ে রেখেছিল, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এনে হাজির করল। তখন তিনি বললেন, এ একটি ফিতা বা দুটি ফিতাও জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের কারণ হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আত্মসাৎকৃত বস্তুটিই অবিকল আগুনে পরিণত হবে, অথবা তাই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে যদিও ক্ষুদ্র কিংবা নগণ্যও হয়।

وَعَنْ ٣٨٢٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮২২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কারকারাহ' নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে [এক যুদ্ধে] মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামি। এটা শুনে লোকেরা তার মাল-সামানের তল্লাশি নিয়ে দেখতে পেল যে, সে গনিমতের মাল হতে একটি জুব্বা খেয়ানত করেছে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٨٢٣ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮২৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা মধু ও আঙ্গুর ইত্যাদি পেতাম। কিন্তু তা বায়তুল মালে জমা না দিয়ে নিজেরা খেয়ে ফেলতাম। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ কথার মধ্যে সমস্ত ওলামায়ে কেরামগণ ঐকমত্য যে, বন্টনের পূর্বে গনিমতের মধ্যে খানাপিনার বস্তু হলে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য বস্তুসমূহ যেমন কাপড়চোপড়, আরোহণের প্রাণী, যুদ্ধের অস্ত্র ইত্যাদি বন্টনের পূর্বে ব্যবহার করা যাবে না। তবে যদি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। যানবাহন বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা কাপড় কেটে যায় অথবা অস্ত্র ভেঙ্গে যায়, তাহলে এসব বস্তুকে ব্যবহার করা যেতে পারে। وَالضَّرُوْرَةُ مُوَكَّلَةٌ اِلَيْهِ অর্থাৎ প্রয়োজনের দিকে সোপর্দ হয়ে থাকে।

এখন لَا نَرْفَعُ -এর মর্ম হবে এই যে, বন্টনের জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট যেতেন না। অথবা অনুমতি গ্রহণের জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট যেতেন না। অথবা সাহাবীগণ (রা.) তাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে চলে যেতেন না এবং ধনভাণ্ডারের পদ্ধতিতে জমা করতেন না।

وَعَنْ ٣٨٢٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ اَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا اُعْطِي الْيَوْمَ اَحَدًا مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ اِلَيَّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مَا اُعْطِيْكُمْ فِيْ بَابِ رِزْقِ الْوُلَاةِ .

৩৮২৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের দিন আমি একটি চর্বি ভর্তি থলি পেয়ে উঠিয়ে নিলাম আর মনে মনে বলতে লাগলাম, আমি এটা হতে আর অন্য কাউকেও আজ ভাগ দেব না। এমন সময় পার্শ্বে তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছেন। –[বুখারী ও মুসলিম] بَابُ رِزْقِ الْوُلَاةِ -এর মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসে উল্লেখ আছে– مَا اُعْطِيْكُمْ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে লজ্জাবোধ করেছি। কেননা এতে পার্থিব সম্পদের প্রতি আমার অত্যধিক মোহই প্রকাশ পেয়েছে। আর অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ মৃদু হাসলেন, এতে বুঝা যায় যে, আমার এ আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হননি; বরং পরোক্ষভাবে অনুমতিই প্রদান করেছেন। আর আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'হে আব্দুল্লাহ! তা তোমারই।'

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٢٥ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَنِيْ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ اَوْ قَالَ فَضَّلَ اُمَّتِيْ عَلَى الْاُمَمِ وَاَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৮২৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমস্ত নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। অথবা বলেছেন– সাবেক উম্মতের উপর আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আমাদের জন্য গনিমতের মাল হালাল করেছেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٨٢٦ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَعْنِيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৩৮২৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই দিন অর্থাৎ হুনাইন যুদ্ধের দিন ঘোষণা করেন, যে কেউ কোনো কাফেরকে হত্যা করবে সে নিহত ব্যক্তির 'সলবের' [পরিত্যক্ত সমস্ত মালের] অধিকারী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ যুদ্ধে হযরত আবূ তালহা (রা.) একাই বিশজন কাফেরকে হত্যা করেছেন এবং তাদের সলব লাভ করেছেন। —[দারেমী]

وَعَنْ ٣٨٢٧ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮২৭. **অনুবাদ :** হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী ও খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত ব্যক্তির 'সলব' হত্যাকারী পাবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন এবং উক্ত সলব হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করেননি।

وَعَنْ ٣٨٢٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ نَفَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِيْ جَهْلٍ وَكَانَ قَتَلَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮২৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে আবূ জাহলের তলোয়ারখানা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেছেন। [অধস্তন] বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইবনে মাসউদই তাকে হত্যা করেছেন। —[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٨٢٩ عُمَيْرٍ (رضـ) مَوْلٰى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِيْ فَكَلَّمُوْا فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمُوْهُ أَنِّيْ مَمْلُوْكٌ فَأَمَرَ لِيْ فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِيْ بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِيْ بِهَا الْمَجَانِيْنَ فَأَمَرَنِيْ بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ) إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ انْتَهَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ الْمَتَاعِ.

৩৮২৯. **অনুবাদ :** আবুল লাহমের আজাদকৃত গোলাম হযরত উমায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মনিবের সাথে খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার মালিকগণ আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথাবার্তা বলে অনুমতি নিয়েছেন এবং আমি যে গোলাম এটাও তাকে অবহিত করেছেন। অতঃপর আমাকে মুজাহিদদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিলেন। পরে আমাকে আমার তলোয়ার ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আমি [গঠনে খাটো হওয়ার দরুন] তলোয়ার খানা হিঁচড়ে টেনে চলতাম। [যুদ্ধ শেষে গণিমত বিতরণের সময়] তিনি আমাকে গৃহের তৈজসপত্র জাতীয় কিছু মাল প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী উমায়ের বলেন, আমি ঝাড়-ফুঁকের কিছু মন্তর জানতাম এবং তা দ্বারা পাগল-মাতালের চিকিৎসা করতাম। সুতরাং আমি সেই মন্তরগুলো রাসূল ﷺ -কে পড়ে শুনালে তিনি তার কিছু কিছু বাদ দেওয়ার আর কিয়দংশ পাঠের অনুমতি দিয়েছেন। —[তিরমিযী ও আবূ দাউদ] অবশ্য আবূ দাউদে মন্তরের কথাটি উল্লেখ নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : خُرْثِيٌّ অর্থ– গৃহের ছোটখাটো মামুলি ধরনের আসবাবপত্র। আমরা পূর্বেই বলেছি দাস-দাসী বা চাকর-বাকর এরা সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেও গনিমতের নিয়মিত হিস্যা পাবে না। অবশ্য ইমাম বা সেনাপতি নিজের বিবেচনায় তাদেরকে সামান্য কিছু অনুদান দিতে পারবেন। হাদীসের পরিভাষায় এটাকে رَضْخٌ বলে।

সাহাবী 'আবুল লাহম' সন্দেহযুক্ত গোশ্ত ভক্ষণ হতে বিরত থাকায়, এ নামে প্রসিদ্ধ হন, আরবিতে 'লাহম' অর্থ গোশ্ত। তিনি হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে।

وَعَنْ ٣٨٣٠ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ (رض) قَالَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلٰثُ مِائَةٍ فَارِسٌ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ اَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَاَتَى الْوَهْمُ فِىْ حَدِيْثِ مُجَمِّعٍ اَنَّهُ قَالَ ثَلٰثُ مِائَةٍ فَارِسٌ وَاِنَّمَا كَانُوْا مِائَتَىْ فَارِسٍ .

৩৮৩০. অনুবাদ : হযরত মুজাম্মা' ইবনে জারিয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধের মালে গনিমত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ১৮ [আঠারো] ভাগে বিভক্ত করেন। সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫০০ [পনেরোশত]। তন্মধ্যে ৩০০ [তিনশত] ছিলেন অশ্বারোহী। অশ্বারোহীদেরকে দু-ভাগ এবং পদাতিকগণকে একভাগ হিসেবে প্রদান করেন যথা– ৩০০ × ২ = ৬০০ এবং ১২০০ × ১ = ১২০০ সর্বমোট ১৮০০, আবূ দাউদ হাদীসটি রেওয়ায়েত করে মন্তব্য করেন যে, এতদ সম্পর্কে [প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত] হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি অধিক গ্রহণযোগ্য। এ হাদীস বর্ণনাকারী ভ্রমবশত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ৩০০ বলেছেন, অথচ তারা ছিলেন ২০০ দু-শত মাত্র।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আবূ দাউদের এ মন্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ তিনি মনে করেন রাসূল ﷺ অশ্বারোহীকে দিয়েছেন তিন ভাগ করে। যথা– ২০০ × ৩ = ৬০০ [ছয়শত]। আর পদাতিকগণকে দিয়েছেন একভাগ করে। ১৩০০ × ১ = ১৩০০ [তেরোশত]। এ হিসেবে সৈন্য সংখ্যা হয় ১৯০০ [উনিশশত]। অথচ সমস্ত ইমাম ও ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য যে, সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫০০ [পনেরোশত] এবং মালের ভাগ হয়েছিল ১৮০০ [আঠারোশত]।

অশ্বারোহীগণ দু-ভাগ করে পাবেন এটাই হানাফী ইমামগণের অভিমত ও মাযহাব। আর শাফেয়ীগণ বলেন, তিন ভাগ করে পাবেন। অথচ স্বয়ং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অপর একটি রেওয়ায়েত আছে যা হানাফীদের সমর্থন করে। –[পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে]

وَعَنْ ٣٨٣١ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ (رض) قَالَ شَهِدْتُ النَّبِىَّ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِى الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِى الرَّجْعَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৩১. অনুবাদ : হযরত হাবীব ইবনে মাসলামাহ ফিহরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। যে দল যাওয়ার পথে শত্রুর উপর আক্রমণ করে বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে গনিমতের চতুর্থাংশ এবং যে দল ফেরার পথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ নফল স্বরূপ প্রদান করেছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সৈন্যদল অভিযানে যাওয়ার পথে তাদের মধ্য হতে যদি কোনো ছোট একটি দল আলাদা হয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করতঃ গনিমত লাভ করে তাদেরকে মূল গণিমত হতে [চার ভাগের এক] নফল হিসেবে প্রদান করতেন. অবশিষ্ট মালে তারা অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে সমান হারে অংশীদার হতো। আর যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে এভাবে গনিমত লাভ করলে তাদেরকে [তিন ভাগের এক] প্রদান করতেন। উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য এজন্য হতো যে, যাওয়ার পথে উক্ত ক্ষুদ্র দলের জন্য সাহায্য পৌছার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু ফেরার পথে আক্রমণকারীদের সেই ভরসা থাকত না।

সৈন্যদলের মধ্য হতে কোনো নির্দিষ্ট দল কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কষ্ট এবং অধিক কীর্তি বড় ধরনের ভূমিকা পালনের ভিত্তিতে গনিমতের প্রাপ্য অংশ থেকে একটু বেশি প্রদান করাকে نَفَلٌ [পুরস্কার] বলা হয়ে থাকে। এখন যাওয়ার পথে যুদ্ধতে এক চতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তনের পথে যুদ্ধতে এক তৃতীয়াংশ প্রদানের মর্ম হবে এই যে, সৈন্যদলকে আগে অগ্রগামী হয়ে কিছু লোক শত্রুদের উপর আক্রমণ করে কিছু মাল যদি অর্জন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে অর্জিত মালের এক চতুর্থাংশ প্রদান করা উচিত।

আর সৈন্যদল প্রত্যাবর্তন করে আসতেছে এ সময় একটি দল ফিরে গিয়ে পুনরায় আক্রমণ করে কিছু দল অর্জন করে নিল, তখন তাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা উচিত। এজন্য যে, দ্বিতীয় অবস্থায় কষ্ট অধিক হয়ে থাকে।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে نَفَلٌ প্রদান করা জায়েজ নয়। কেননা গনিমত প্রাপ্যের অধিকার সবের হক সমান কারো অধিক দেওয়ার অধিকার নেই।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে نَفَلٌ দেওয়া জায়েজ রয়েছে। দলিল হচ্ছে উপরিউক্ত হাদীস আর হাদীসের মোকাবিলায় ইমাম মালেক (র.)-এর কিয়াসের কোনো ধর্তব্য নেই।

অতঃপর জমহুরের পরস্পরের মধ্যে কিছু মতবিরোধ যে نَفَلٌ সম্পূর্ণ গনিমত থেকে দেওয়া যাবে কিংবা এক পঞ্চমাংশ থেকে দেওয়া যাবে অথবা পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া যাবে।

তাই ইমাম আবূ ছাওর (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ গনিমত থেকে দেওয়া যাবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রাসূল ﷺ -এর পঞ্চমাংশের মধ্য থেকে দেওয়া যাবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ, ইসহাক (র.)-এর মতে মূল পঞ্চমাংশের পরে نَفَلٌ দেওয়া যাবে।

যেমন হাবীব ইবনে মাসলামার হাদীস রয়েছে– كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক চতুর্থাংশ দান করে থাকতেন পঞ্চমাংশের পর।

وَعَنْهُ ٣٨٣٢ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৩২. অনুবাদ : উক্ত হযরত হাবীব ইবনে মাসলামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনিমতের এক [পাঁচ ভাগের এক] পঞ্চমাংশ বের করে অবশিষ্ট এক [চার ভাগের এক] চতুর্থাংশ [যাওয়ার পথে আক্রমণকারী দলকে] এবং [তিন ভাগের এক] তৃতীয়াংশ [যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে আক্রমণকারী দলকে] [পাঁচভাগের এক] পঞ্চমাংশ বের করার পর নফল হিসেবে প্রদান করতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : نَفَلٌ নফল অর্থ– অতিরিক্ত বা পুরস্কার। এটা গোটা গনিমতের মাল, অথবা কোনো মুজাহিদকে তার বীরত্বের জন্য নির্ধারিত অংশের বাইরে অতিরিক্ত কিছু পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। অবশ্য এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

কোন কোন মাল হতে নফল দেওয়া হবে : এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে– ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ ও ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে মূল মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করে অবশিষ্ট মাল হতে 'নফল' দেওয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, $\frac{১}{৫}$ ভাগ অথবা $\frac{১}{৪}$ বের করার পূর্বেই 'নফল প্রদান করবে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে 'নফল' প্রদান করাই মাকরূহ। কিন্তু হাদীসের আলোকে এ উভয় মতই অসমর্থিত।

وَعَنْ ٣٨٣٣ اَبِى الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِىِّ (رض) قَالَ اَصَبْتُ بِاَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيْرُ فِىْ اِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيْدَ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَعْطَانِىْ مِنْهَا مِثْلَ مَا اَعْطٰى رَجُلًا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا نَفَلَ اِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ لَاَعْطَيْتُكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৩৩. **অনুবাদ :** হযরত আবুল জুয়াইরিয়া আল-জারমী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে রোমীয়দের সাথে যুদ্ধে আমি তথায় স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ লালবর্ণের একটি থলি লাভ করি। এ সময় আমাদের দলপতি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের একজন বনী সুলাইম গোত্রীয় হযরত মা'আন ইবনে ইয়াযীদ। সুতরাং আমি উক্ত মুদ্রার পাত্রটি তাঁর নিকট পেশ করলাম। তখন তিনি উক্ত মুদ্রাগুলো সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন এবং তাদের প্রতিজনকে যে পরিমাণ দিয়েছেন আমাকেও সে পরিমাণই দিয়েছেন। অতঃপর বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে না শুনতাম যে, 'খুমুস' [পঞ্চমাংশ] বের করার পর ব্যতীত 'নফল' নেই, তবে আমি তোমাকে তা হতে পুরস্কার স্বরূপ অবশ্যই প্রদান করতাম। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত মুদ্রা থলিটিকে 'ফায়' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর 'ফায়' মালে 'নফল' হয় না, কেননা তাতে 'খুমুস' নেই। তাই আমাকে পুরস্কার স্বরূপ কিছুই দেওয়া গেল না। –[বাযলুল মাজহূদ]

وَعَنْ ٣٨٣٤ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ فَاَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلَّا اَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا جَعْفَرًا وَاَصْحَابَهُ اَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [হাবশা হতে] তখন আগমন করেছি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর জয় করেছেন। তিনি খায়বরের গনিমত হতে আমাদেরকে অংশ দিয়েছেন। অথবা [হযরত আবূ মূসা (রা.)] বলেছেন, উক্ত গনিমত হতে তিনি আমাদেরক প্রদান করেছেন। আমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকেও গনিমত হতে অংশ দেননি যারা খায়বর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল। অবশ্য যারা যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে শরিক ছিল শুধু তাদেরকেই দিয়েছেন। তবে অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা আমাদের নৌকায় ছিলেন অর্থাৎ হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব এবং তাঁর সঙ্গীগণকে খায়বরের মুজাহিদদের সাথে গনিমতের অংশ দান করেছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَصْحَابُ السَّفِيْنَةِ -এর পরিচিতি : اَصْحَابُ السَّفِيْنَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত মুসলমান নর-নারী যারা মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমতি ও পরামর্শক্রমে হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিবের

নেতৃত্বে আফ্রিকার হাবশায় [আবিসিনিয়ায়] হিজরত করেন। সেখানকার রাজা ছিলেন খ্রিস্টান নাজাশী, নাম আসহামা। অতঃপর রাসূল ﷺ -এর মদিনায় হিজরতের সংবাদ শুনে নৌকায় আরোহণ করে মদিনায় এসেছিলেন এবং তুফানের কারণে আসতে দেরি হয়েছিল এবং সপ্তম হিজরিতে এসে পৌঁছেন, যখন খায়বর বিজয় হয়েছিল। তাঁদের আগমনের দরুন নবী করীম ﷺ অনেক আনন্দিত হলেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের এবং খায়বর বিজয়ের সাথে তাদেরকে গনিমতের অংশ প্রদান করেছেন। এছাড়া হাবশার দিকে হিজরতের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসের কিতাবে দ্রষ্টব্য।

এখান থেকে একটি মাসআলার সূচনা হয়ে থাকে। মাসআলাটি হচ্ছে, মুজাহিদীনদের সাহায্যের জন্য বহিরাগতভাবে যদি কোনো সহযোগী সৈন্যদল এসে পৌঁছে, তাহলে তাদেরকে গনিমত থেকে অংশ দেওয়া যাবে কিনা? তাই এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে এবং এ মতবিরোধ এর ভিত্তি হচ্ছে একটি মূলনীতির উপর। আর এ মূলনীতি হচ্ছে, শাওয়াফেদের মতে কাফেরদের মালের উপর বিজয় হওয়ার পরপরই গনিমতের মালের উপর গনিমত অর্জনকারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এতে এ মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে নিয়ে সংরক্ষণ করা শর্ত নয়।

কিন্তু হানাফীদের মতে এ মাল ইসলামি রাষ্ট্রে নিয়ে সংরক্ষণের পূর্বে এ মালে গনিমত অর্জনকারীদের হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই এখন উপরিউক্ত মাসআলার মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি সহযোগী সৈন্যদল যুদ্ধ শেষের পর এসে পৌঁছে তাহলে গনিমতের মধ্যে তারা অংশীদার হবে না। কারণ মুজাহিদীনদের প্রথম দল এ মালের মালেক হয়ে গেছেন।

আর হানাফীদের মতে এ মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে সংরক্ষণের পূর্বে সহযোগী দল যদি মুজাহিদীনদের সঙ্গে এসে সম্মিলিত হয়ে যায়, তাহলে গণিমতের মধ্যে পরিগণিত হবে।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর মূলনীতির উপর দলিল পেশ করেন এভাবে যে, কাফেরদের মালের উপর বিজয়ী হওয়া হচ্ছে মালের মালিক হওয়ার কারণ। আর অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকাবস্থায় এ কারণটি পাওয়া গিয়েছে বিধায় তারা মালিক হয়ে গিয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজের মূলনীতির উপর দলিল পেশ করে থাকেন ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা যে হাদীসের মধ্যে গনিমতের মালকে অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকাবস্থায় বিক্রি করা নিষেধ বলে উল্লেখ রয়েছে। তাই এ হাদীস থেকে বুঝে আসে যে, গনিমতের মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে সংরক্ষণের পূর্বে কারো মালিকানাধীন হয় না।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে যে, হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয়। আর আনুষঙ্গিক মাসআলার উপর ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস পেশ করে থাকেন।

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَبَانًا عَلٰى سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ اَبَانٌ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا اِفْتَتَحَهَا وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হযরত আবান (রা.)-কে নজদ অভিমুখে একটি সারিয়্যায় প্রেরণ করলেন। অতঃপর হযরত আবান (রা.) এবং তাঁর সাথি-সঙ্গীগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট আগমন করলেন খায়বার বিজয় হওয়ার পর। অথচ তাদের জন্য নবী করীম ﷺ কোনো ভাগ বসাননি। -[বুখারী]

তাই এখানে নবীজী ﷺ হযরত আবান (রা.) এবং তাঁর সাথি-সঙ্গীদেরকে গনিমতের মাল দেননি। অথচ তারা গনিমতের মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে এনে সংরক্ষণ করার পূর্বে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

আহনাফের পক্ষ থেকে এ দলিলের জবাব হচ্ছে, খায়বর বিজয় হওয়ার সাথে সাথে ইসলামি রাষ্ট্রে সংরক্ষণ হয়ে গিয়েছে। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ মালের উপর গনিমত অর্জনকারীদের স্বত্বাধিকার বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে। এজন্য হযরত আবান (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে মালে গনিমত দেওয়া হয়নি। তাই এর দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয়। এখন কথা হলো, হযরত আবূ মূসা (রা.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা সাহায্য-সহযোগিতার দরুণ নয়, বরং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা এবং ইসলামের প্রতি ধাবিত, আকৃষ্ট করার জন্য নবী করীম ﷺ দিয়েছেন।

এছাড়া তা গনিমত থেকে দেননি; বরং রাসূল ﷺ -এর ভাগ, গনিমতের এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ থেকে দান করেছেন। গনিমতের মালে মুজাহিদগণের মালিকানা স্থাপিত হওয়ার স্থান সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হানাফীগণ বলেন, গনিমতের মাল 'দারুল ইসলামে' আনার পূর্ব পর্যন্ত সৈনিকদের মালিকানা স্থাপিত হয় না। কিন্তু শাফেয়ীগণ বলেন, 'দারুল হরবে' থাকা অবস্থায় গনিমত একত্রিত করলেই সৈন্যদের মালিকানা এসে যায়। এ নীতিমালার প্রেক্ষিতে যুদ্ধ চলাকালে সাহায্যার্থে আগমনকারী বাহিনী যদি এসে উপস্থিত হয়, হানাফীদের মতে তারাও গনিমতের অংশ পাবে। কিন্তু শাফেয়ীদের মতে গনিমতের মাল একত্রিত করার পর আসলে তাতে অংশ পাবে না।

খায়বর যুদ্ধে অনুপস্থিত লোকদেরকে গনিমত দেওয়া ও না দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন- হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণকে খায়বরের গনিমত হতে অংশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাঁরা যুদ্ধে শরিক ছিলেন না। অপর দিকে দেখা যায়

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) যিনি স্বীয় গোত্র 'দাওস' হতে খায়বর পৌঁছেছেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। অনুরূপভাবে হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রা.) ও তার সঙ্গীগণ নাজদের অভিযান শেষে এসে খায়বর যখন পৌছেন, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অথচ এ দুজনকে খায়বরের অংশ হতে দেওয়া হয়নি। উপরে বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে শাফেয়ীগণ বলেন, হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণ গনিমত একত্রিত হওয়ার পূর্বেই এসেছেন এবং যুদ্ধের শেষ লগ্নে সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। অথবা তাঁদেরকে গনিমত হতে নয়; বরং 'খুমুস' -এর পঞ্চমাংশ হতে দিয়েছেন। অথবা সৈনিকদের নিকট হতে অনুমতি নিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হানাফীগণ বলেন, হযরত জা'ফর (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ পূর্ণ বিজয়ের পূর্বেই এসেছেন, তাই অংশ পেয়েছেন। কেননা খায়বর তখনও 'দারুল হরব' ছিল। আর হযরত আবূ হুরায়রা ও আবান (রা.) এবং তাঁদের সঙ্গীগণ তা 'দারুল ইসলামে' পরিণত হওয়ার পর এসেছেন, তাই তাদেরকে প্রদান করেননি।

٣٨٣٥ وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ (رض) اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُوْدٍ لَا يُسَاوِيْ دِرْهَمَيْنِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৮৩৫. অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী খায়বরের যুদ্ধের দিন মৃত্যুবরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে, তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও [আমি পড়াব না] এতদশ্রবণে উপস্থিত লোকজনের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। [কারণ তাঁর উপস্থিতিতে অন্যের ইমামতির প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এতে প্রমাণ হয় যে, লোকটি নিশ্চয় গুরুতর অপরাধ করেছে।] তাদের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের এ সঙ্গী আল্লাহর পথে [অর্থাৎ গনিমতের মাল] খেয়ানত করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা তার আসবাবপত্র তল্লাশি করলাম, তাতে ইহুদিদের একখানা হার পেলাম যার মূল্য দুই দিরহামও ছিল না। –[মালেক, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

٣٨٣٦ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَ غَنِيْمَةً اَمَرَ بِلَالًا فَنَادٰى فِي النَّاسِ فَيَجِيْئُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ ذٰلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا فِيْمَا كُنَّا اَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ قَالَ اَسَمِعْتَ بِلَالًا نَادٰى ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَجِيْءَ بِهِ فَاعْتَذَرَ قَالَ كُنْ اَنْتَ تَجِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَلَنْ اَقْبَلَهُ عَنْكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৩৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই গনিমতের মাল লাভ করতেন তখন হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ করতেন, [ঘোষণা করার জন্য] তিনি যখন ঘোষণা করতেন তখন লোকেরা তাদের স্ব-স্ব গনিমত নিয়ে আসত। অতঃপর রাসূল ﷺ সমস্ত মাল হতে [বায়তুল মালের] এক পঞ্চমাংশ বের করতেন এবং অবশিষ্টগুলো লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। একদা এক ব্যক্তি খুমুস বের করার এবং সমস্ত মাল বণ্টন করে দেওয়ার পর পশমের একখানা লাগাম নিয়ে আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাও গনিমতের মাল যা আমি পেয়েছিলাম। তার কথা শুনে রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন– ইতঃপূর্বে বেলাল যে তিন দফা ঘোষণা করেছিল, তখন আনলে না কেন? সে বিভিন্ন [দুর্বল] ওজর পেশ করল, তখন তিনি বললেন– যাক তুমি এটা নিয়ে যাও, কিয়ামতের দিন এ রশি নিয়েই তুমি উপস্থিত হবে। আমি তোমার নিকট হতে এটা কখনো গ্রহণ করব না। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ গণিমতের মাল নিজের কাছে রাখার বস্তু নয়; বরং যথাসময়ে তা জমা দেওয়াই উচিত। আর তুমি যখন এটা যথাসময়ে হাজির করনি, এখন আমি কিভাবে তা বণ্টন করব? কাজেই এটা এখন তোমার কাছেই থাকবে, ফলে কিয়ামতের দিন এটার জন্য জবাবদিহি করবে। মোটকথা, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বিলম্ব করায় তাকে ভীতি প্রদর্শন স্বরূপ একথা বলেছেন, তার তওবা কবুল হবে না এবং এটা নিশ্চিত বলা যায় না।

وَعَنْ ٣٨٣٧ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (رضـ) حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوْهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৩৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুআইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) খেয়ানতকারীর সমস্ত মাল-সামানা জ্বালিয়ে দেন এবং তাকে প্রহার করেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রায় সমস্ত ইমামগণ বলেছেন এখানে 'জ্বালিয়ে দেওয়া' কথাটি প্রকৃত অর্থে ঠিক নয়। কেননা প্রাণীর ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে বৈধ নয়, আর বস্তু সামগ্রীর বেলায় জনগণের মাল অপচয়, কাজেই হাদীসের ভিন্ন অর্থ করতে হবে। **অর্থাৎ কঠোরতা অবলম্বন করতেন**, এটাই স্বাভাবিক।

গনিমতের মালের মধ্যে চুরি এবং খেয়ানত করাকে غُلُوْل বলা হয়ে থাকে।

এখন যদি কেউ গনিমতের মালের মধ্যে চুরি করে তাহলে ইমাম আহমদ, ইসহাক ও হাসান বসরী (র.)-এর মতে শুধু জীব এবং কুরআন শরীফের কপি ব্যতীত খেয়ানতকারীর সমস্ত সামান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু ইমামে আযম ও ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার মাল ইত্যাদি জ্বালানো যাবে না; বরং পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য চল্লিশের কম বেত্রাঘাত করা হবে। অথবা আমীরুল মুমিনীন যা উচিত মনে করেন শাস্তি দান করবেন।

দলিল : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রা.) দলিল পেশ করেন উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা। এছাড়া হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীস- اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَاَحْرِقُوْا مَتَاعَهٗ وَاضْرِبُوْهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) অর্থাৎ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে পাবে যে সে খেয়ানত করেছে, তখন তোমরা তার মাল-সামান জ্বালিয়ে দাও এবং তাকে প্রহার কর। -[আবূ দাউদ]

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক এবং শাফেয়ী (র.) দলিল পেশ করেন ঐসব হাদীস দ্বারা যার মধ্যে খেয়ানতের ব্যাপারে অনেক শাস্তি এবং ধমকির বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের মাল-সামান জ্বালানোর নির্দেশ দেননি।

এছাড়া মাল-সামান জ্বালানোর মধ্যে মাল বিনষ্ট করাও রয়েছে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়।

জবাব : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) যে দলিল পেশ করেছেন এর জবাব হচ্ছে যে, তা ঐ যুগে ছিল যখন মাল দ্বারা শাস্তি প্রদান জায়েজ ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইমাম তাহাবী (র.) এরকমই বলেছেন।

ইমাম বুখারী (র.) প্রমুখ বলেন, জ্বালানোর হাদীসসমূহ কঠোরভাবে সতর্কতা এবং পরিপূর্ণরূপে ধমকি প্রদানের উপর প্রযোজ্য হবে।

وَعَنْ ٣٨٣٨ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَّكْتُمْ غَالًّا فَاِنَّهٗ مِثْلُهٗ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৩৮. অনুবাদ : হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, যে ব্যক্তি খেয়ানতকারীর খেয়ানত [করার কাজ]-কে [জেনেও] গোপন করে সেও তার ন্যায়। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্যায় করা ও তার সাহায্য করা একই সমান অপরাধ। গোপন করাও সাহায্য করার ন্যায়।

وَعَنْ ٣٨٣٩ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَرَى الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩৮৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বণ্টনের পূর্বে গনিমতের মাল ক্রয়বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিষেধের কারণ সুস্পষ্ট। কেননা অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় এবং প্রাপ্তিও নিশ্চিত নয়, এতদ্ভিন্ন পাওয়ার পূর্বে মালিকও হয় না। একে بَيْعِ مَجْهُوْل ও বলা হয়।

وَعَنْ ٣٨٤٠ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتّٰى تُقْسَمَ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৩৮৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ গনিমতের মাল বণ্টনের পূর্বে অংশ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। -[দারেমী]

وَعَنْ ٣٨٤١ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا النَّارُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩৮৪১. **অনুবাদ :** হযরত খাওলাহ্ বিনতে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এ [গনিমতের] মাল শ্যামল-মোহনীয়, মিষ্ট-আকর্ষণীয়। তবে যে ব্যক্তি তা ন্যায়সঙ্গতভাবে লাভ করে তাতে তার বরকত হয়। আবার অনেক লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদে [অর্থাৎ গনিমতের মালে] যথেচ্ছা তছরুপ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন দোজখের আগুন ব্যতীত আর কিছুই নেই। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٨٤٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) وَزَادَ التِّرْمِذِىُّ وَهُوَ الَّذِىْ رَاٰى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৮৪২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বদর যুদ্ধের দিন যুলফিকার নামক তলোয়ারখানা নিজের জন্য গনিমত হতে 'নফল' হিসেবে লাভ করেছেন। -[ইবনে মাজাহ]

তিরমিযী অতিরিক্ত এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এটা সেই তলোয়ার যার সম্পর্কে তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন স্বপ্ন দেখেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ذُو الْفِقَارْ 'যুলফিকার' রাসূল ﷺ -এর তলোয়ারের নাম। ذُوْ অর্থ– বিশিষ্ট, আর فِقَارْ ফিকার অর্থ– ছোট ছোট ছিদ্রবিশেষ। অথবা মেরুদণ্ডের হাড়ের ন্যায় জোড়া জোড়া বিশেষ। ঐ তলোয়ারের পৃষ্ঠে ছোট ছোট অনেকগুলো ছিদ্র ছিল, তাই তাকে 'যুলফিকার' বলা হতো। অথবা তার মধ্যে মেরুদণ্ডের হাড়ের ন্যায় জোড়া ছিল। কথিত আছে যে, উক্ত তলোয়ারটির প্রকৃত মালিক ছিল মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ, বদর যুদ্ধের দিন তার পুত্র 'আস' উক্ত তলোয়ারখানা নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধ ময়দানে আসলে হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করে তা নিয়ে আসেন এবং গনিমতের মালের মধ্যে জমা দেন। তখন রাসূল ﷺ তা 'নফল' হিসেবে নিজের জন্য গ্রহণ করেন, অতঃপর এক সময় হযরত আলী (রা.)-কে তা দান করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি ঐ তলোয়ার দ্বারা বহু সংখ্যক কাফেরকে হত্যা করেছিলেন।

তলোয়ারের মাধ্যমে উহুদ যুদ্ধ স্বপ্নে দেখা : একদা রাসূল ﷺ স্বপ্ন দেখলেন, তিনি একখানি তলোয়ার কোষমুক্ত অবস্থায় দোলাচ্ছেন এতে তার মধ্যখান দিয়ে ভেঙ্গে গেল। তিনি বলেন, এর পরও যখন পুনরায় তাকে দোলাতে লাগলাম, এবার তা পূর্বাপেক্ষা অধিক ভালো হয়ে গেল। তিনি এর তাবীর করেছেন, আগামীতে এমন এক যুদ্ধ হবে প্রথমে আমাদের কিছুটা বিপর্যয় ঘটবে, কিছু সংখ্যক লোক শহীদ হবে এবং পরে আমাদের বিজয় লাভ হবে। বস্তুত উহুদের যুদ্ধে তা-ই ঘটেছে।

وَعَنْ ٣٨٤٣ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৪৩. **অনুবাদ :** হযরত রুয়াইফা ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মুসলিম জনগণের অধিকারভুক্ত প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ না করে, এমনকি আরোহণ করতে করতে একেবারে দুর্বল ও অচল করে পরে তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন মুসলিম জনগণের অধিকারভুক্ত কাপড় পরিধান না করে এবং পরতে পরতে একেবারে পুরাতন ও জীর্ণ করে পরে তা ফেরত দেয়। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'জনগণের অধিকারভুক্ত মাল সম্পদ' দ্বারা উদ্দেশ্য সরকারি কোষাগারের বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ. এতে গনিমতের মালও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সকলের অধিকার রয়েছে অথবা যা রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহৃত হবার জন্য নির্ধারিত, এমন মাল, তা যেন নিজের ব্যক্তিগত কাজে না লাগায়। আলোচ্য হাদীসের আলোকে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক চরিত্র অবলোকন করুন।

وَعَنْ ٣٨٤٤ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى (رض) قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُوْنَ الطَّعَامَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৪৪. **অনুবাদ :** তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে আবুল মুজালিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি অন্যান্য সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামানায় খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দিতেন? তারা বললেন, খায়বর যুদ্ধে আমরা খাদ্যদ্রব্য লাভ করি অতঃপর লোকেরা এসে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ নিয়ে যেত। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'গোশ্‌তে খাদ্যভাণ্ড পরিপূর্ণ থাকা' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন গনিমতের মাল হতে খাদ্যদ্রব্য ভোগ করা এবং সঞ্চয় করে রাখা জায়েজ। এমনকি মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত খাদ্যের ব্যাপারে যুদ্ধ চলাকালীন বিধান বলবৎ থাকবে। এটাই সমস্ত ইমামদের অভিমত।

وَعَنْ ٣٨٤٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ جَيْشًا غَنِمُوْا فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا وَّعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৪৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় একটি সেনাদল গনিমতের মালে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও কিছু মধু লাভ করল, অথচ তাদের নিকট হতে 'খুমুস' নেওয়া হয়নি। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٣٨٤٦ الْقَاسِمِ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَاْكُلُ الْجَزُوْرَ فِى الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهٗ حَتّٰى اِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ اِلٰى رِحَالِنَا وَاَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوَّةٌ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৪৬. অনুবাদ : আব্দুর রহমান ইবনে খালিদের গোলাম কাসেম নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন– যুদ্ধের সময় আমরা উটের গোশ্‌ত খেতাম। কিন্তু [গনিমতের মালের ন্যায়] তা বণ্টন করতাম না। যুদ্ধশেষে যখন আমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে আসতাম তখন আমাদের খাদ্যভাণ্ডগুলো উক্ত গোশ্‌তে পরিপূর্ণ থাকত। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'গোশ্‌তে খাদ্যভাণ্ড পরিপূর্ণ থাকা' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন গনিমতের মাল হতে খাদ্যদ্রব্য ভোগ করা এবং সঞ্চয় করে রাখা জায়েজ। এমনকি মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত খাদ্যের ব্যাপারে যুদ্ধ চলাকালীন বিধান বলবৎ থাকবে। এটাই সমস্ত ইমামদের অভিমত।

وَعَنْ ٣٨٤٧ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ وَاِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ فَاِنَّهٗ عَارٌ عَلٰى اَهْلِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ)

৩৮৪৭. অনুবাদ : হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলতেন– তোমরা গনিমতের প্রাপ্ত সুঁচ-সুতা পর্যন্ত জমা দিয়ে দাও। সাবধান! গনিমতের মালে খেয়ানত করা হতে বিরত থাক। কেননা তা কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ভোগের কারণ হবে। –[দারেমী] আর নাসায়ী হাদীসটি আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٣٨٤٨ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ دَنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعِيْرٍ فَاَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهٖ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ لَيْسَ لِىْ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا

৩৮৪৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম ﷺ একটি উটের কাছে গেলেন এবং তার কুঁজের চুলরাশি ধরে বললেন, হে লোক সকল! এ সমস্ত গনিমতের মাল হতে আমি কিছুরই মালিক নই। এমনকি এ পশমেরও আমি মালিক নই

هٰذَا وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ اِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَاَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ فَقَامَ رَجُلٌ فِىْ يَدِهٖ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ اَخَذْتُ هٰذِهٖ لِاُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا مَا كَانَ لِىْ وَلِبَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ اَمَّا اِذَا بَلَغَتْ مَا اَرٰى فَلَا اَرَبَ لِىْ فِيْهَا وَنَبَذَهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

এবং [একথা বলার পর] তাঁর অঙ্গুলি উঠিয়ে বললেন, শুধু এক পঞ্চমাংশ [এর উপর আমার অধিকার রয়েছে] আর সেই পঞ্চমাংশও তোমাদের মাঝে বিতরণ হবে। সুতরাং [গনিমতের মাল যা কিছু তোমাদের কাছে আছে, এমনকি] সুঁচ-সুতা থাকলেও জমা দিয়ে দাও। এতদশ্রবণে এক ব্যক্তি একগুচ্ছ পশম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সওয়ারির গদির নিচের কম্বল বা ছালাটি সেলাই করার জন্য এটা নিয়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, অবশ্য এটার মধ্যে আমার ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের যে অংশ রয়েছে তা তোমাকে দান করলাম। [কিন্তু অন্যান্য লোকের অংশগুলো দান করবে কে?] এটা শুনে লোকটি বলে উঠল এ একগুচ্ছ পশমের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছেছে [অর্থাৎ গ্রহণ করার অধিকার না থাকে] তবে আর আমার এটার আদৌ প্রয়োজন নেই। এই বলে সে পশম গুচ্ছটি ফেলে দিল। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٨٤٩ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَعِيْرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هٰذَا اِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৪৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ গনিমতের একটি উটকে [সুতরা হিসেবে] সম্মুখে রেখে আমাদেরসহ নামাজ পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে উটটির পাঁজরের পশম ধরে বললেন, তোমাদের গনিমতের এ সম্পদ হতে এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত এ পশম পরিমাণও রাখার অধিকার নেই। আর সেই পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٨٥٠ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبٰى بَيْنَ بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ اَتَيْتُهُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ اِخْوَانُنَا مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِىْ وَضَعَكَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اَرَاَيْتَ اِخْوَانَنَا مِنْ بَنِى الْمُطَّلِبِ اَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَاِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ ـ

৩৮৫০. অনুবাদ : হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকটতম আত্মীয়ের অংশটি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের মধ্যে বিতরণ করলেন, তখন আমি ও হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ বনী হাশিমের সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছি না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাদের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তবে [অনুগ্রহপূর্বক] বলুন, আপনি আমাদের মুত্তালেবী ভাইদেরকে তো [মাল] প্রদান করলেন, আর আমাদের [অর্থাৎ বনী আবদে শামস ও বনী নওফলকে] বাদ দিয়েছেন, অথচ সম্পর্কের দিক হতে তারা এবং আমরা উভয়ে সমান। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রকৃতপক্ষে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এক ও অভিন্ন। এই বলে তিনি উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। [আরবি পরিভাষায় একে তাশবীক বলে।]

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ نَحْوَهُ وَفِيْهِ أَنَا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ـ

–[শাফেয়ী] আবূ দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনা প্রায় অনুরূপই। তবে তাতে আছে– তিনি বলেছেন, আমরা এবং বনূ মুত্তালিব ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে অভিন্ন ও একাত্মরূপে রয়েছি। এই বলে তিনি হাতের অঙ্গুলিগুলোকে তাশবীক করলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٣٨٥١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ إِنِّيْ لَوَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ أَسْنَانُهُمَا فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ أَيْ عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِيْ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ قَالَ وَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلٰى أَبِيْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرَيَانِ هٰذَا صَاحِبُكُمُ الَّذِيْ تَسْأَلَانِيْ عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفِهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا فَقَالَا لَا

৩৮৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি [ব্যূহে] সৈনিকদের কাতারে দাঁড়িয়েছি। আমার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখি যে, আমার উভয় পার্শ্বে অল্প বয়স্ক দুজন আনসার যুবক দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি দাঁড়িয়ে আছি তাদের উভয়ের মাঝখানে। তখন আমি মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলাম– আহা! কতইনা উত্তম হতো, যদি আমি এ দুজন তরুণ অপেক্ষা পরিণত বয়স্ক দুজন বীর যোদ্ধার মাঝখানে দাঁড়াতাম। এমন সময় তাদের একজন আমাকে টোকা দিয়ে বলল, চাচাজান! আপনি কি আবূ জাহলকে চিনেন? বললাম, হ্যাঁ চিনি, তবে বৎস! তাকে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমি শুনেছি সে নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গালি দেয়। আল্লাহর কসম! যদি আমি তাকে দেখতে পাই, তবে আমাদের মধ্যে [অর্থাৎ আমার ও আবূ জাহলের মধ্যে] একজনের মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত আমরা উভয়ে একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন হবো না। [অর্থাৎ তাকে মারব, না হয় নিজেই মরব এমনিতে ছেড়ে দেব না।] আব্দুর রহমান বলেন, তার এ উক্তিতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। ঠিক ঐ সময়ে অপর তরুণটিও আমাকে অনুরূপ টোকা দিয়ে একই ধরনের কথা বলল। আমাদের কথাবার্তা শেষ না হতেই হঠাৎ দেখতে পেলাম আবূ জাহল লোকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে। তখন আমি তরুণদ্বয়কে বললাম, তোমরা উভয়ে যার সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছ, ঐ যে সেই ব্যক্তি। আমার কথা শোনা মাত্রই তারা উভয়ের তরবারি হাতে দ্রুতবেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছুটে এসে ঘটনাটি তাঁকে জানাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ? তারা উভয়েই বলল 'আমিই তাকে হত্যা করেছি'। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা তাকে

فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হত্যা করার পর তোমরা কি নিজ নিজ তরবারিখানা মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। অতঃপর তিনি তলোয়ার পরীক্ষা করে বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। এই বলে তিনি তার [আবূ জাহলের] 'সলব' পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ পাবে বলে ঘোষণা দিলেন। এ তরুণদ্বয় ছিলেন মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ ও মু'আয ইবনে আফরা। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** দুজন হত্যাকারীর মধ্যে একজনকে 'সলব' দিলেন কেন? এর জবাবে বলা হয় যে, হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর ইঙ্গিতে যদিও দুজনই আবূ জাহলের উপর আক্রমণ করতে ছুটে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহই সর্বপ্রথম আবূ জাহলকে আঘাত করে ঘরাশায়ী করে ফেলেছিল। অতঃপর ইবনে আফরা তার উপর আঘাত হেনেছেন। তবে তাদের উভয়কে উৎসাহিত করা এবং তাদের মনস্তুষ্টির জন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা দুজনই তাকে হত্যা করেছ।' কাজেই নিহতের 'সলব' বা পরিত্যক্ত জিনিসের প্রকৃত হকদার যে মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মু'আয ও মুওয়ায়েয -এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : তাদের উভয়ের মাতা হলো 'আফরা', কিন্তু পিতা হলো পৃথক পৃথক। যেমন– মু'আয ইবনে আমর ও মুওয়ায়েয ইবনে হারেছ। সুতরাং তারা বৈপিত্রেয় ভাই। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আফ্রার দুই পুত্রই আবূ জাহলের হত্যাকারী। আবূ জাহলকে হত্যা করার পর তারা উভয়েই মূল যুদ্ধে শরিক হন, আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমার তলোয়ারের আঘাতে মু'আয ইবনে আমরের বাম হাত কেটে বাহুর চামড়ার সাথে ঝুলছিল, ঝুলন্ত হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে তিনি নিজেই তা পায়ের নিচে রেখে সজোরে টেনে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এ অবস্থায় তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

وَعَنْ ٣٨٥٢ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ قَالَ فَاَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৫২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন [যুদ্ধ শেষে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ জাহলের অবস্থা কি? এ সংবাদটি আমাদেরকে কে জানাবে? এটা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) চলে গেলেন এবং যেয়ে দেখলেন যে, আফরার দুই পুত্র তাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করে রেখেছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি টেনে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ওহে! তুমি কি আবূ জাহল? [এ অপমান ও তিরস্কারকে চাপা দেওয়ার জন্য] আবূ জাহল বলল, তোমরা তো এক ব্যক্তিকেই কতল করেছ। এতে এত উল্লাস বা কৃতিত্বের কী আছে? অপর এক বর্ণনায় আছে, আবূ জাহল আক্ষেপ ও অনুশোচনার সাথে বলল, যদি আমাকে চাষার ছেলেরা ব্যতীত অন্য কেউ কতল করত [তবে কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আবূ জাহলের অনুশোচনার কারণ : اَكَّارٌ 'আক্কার' অর্থ- চাষা বা কৃষক। এখানে উদ্দেশ্য হলো মদিনার আনসারগণ। স্বভাবতই তৎকালীন মক্কার লোকেরা ছিল ব্যবসায়ী ও যোদ্ধা, পক্ষান্তরে মদিনাবাসীরা ছিল কৃষিজীবী। সেহেতু মক্কার লোকেরা মদিনাবাসীদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। আবূ জাহলকে হত্যা করেছিল মদিনার দুই তরুণ যুবক। তাই ক্ষোভ ও দুঃখ হলো যদি সে কোনো মুসলমান মুহাজিরের হাতে নিহত হতো, তবে স্বগোত্রীয়ের হাতে নিহত হয়েছে বলে নিজের মৃত্যুকে অপমানজনক মৃত্যু মনে করত না। কিন্তু আনসারীদের হাতে নিহত হয়েছে, এটাই তার জন্য অপমানজনক মৃত্যু। এ কারণেই আবূ জাহলের অনুশোচনা।

وَعَنْ ٢٨٥٣ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا هُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَىَّ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُسْلِمًا ذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ ثَلٰثًا وَاَجَابَهُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لَاُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِى النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ الزُّهْرِىُّ فَنَرٰى اَنَّ الْاِسْلَامَ الْكَلِمَةُ وَالْاِيْمَانَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ.

২৮৫৩. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে [হুনাইন যুদ্ধের গনিমত] বণ্টন করছিলেন, আর আমি পার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম তিনি তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে [যার নাম জোয়াইল] মাল হতে বঞ্চিত রাখলেন– অথচ আমার ধারণা মতে সেই লোকটিই ছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও যোগ্যতম ব্যক্তি। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুক লোকটিকে কেন বঞ্চিত করেছেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, বরং মুসলমান [বল]। এভাবে হযরত সা'দ (রা.) কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং রাসূল ﷺ ও তিনবার তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, [হে সা'দ শোন!] অবশ্য আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ এমন লোক, যাকে আমি মাল দিচ্ছি না সে আমার নিকট ঐ লোক অপেক্ষা অধক প্রিয়, [তবুও তাকে দেই না] এ আশঙ্কায় এরূপ করি যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর রেওয়ায়েতে আছে, ইমাম যুহরী (র.) বলেছেন, আমরা মনে করি 'ইসলাম' হলো মুখে কালিমা উচ্চারণ করা, আর 'ঈমান' হলো নেক আমল করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বঞ্চিত ব্যক্তি ছিলেন জুয়াইল ইবনে আমের যুমাইরী (রা.)।

স্মরণ রাখতে হবে, ঈমান ও ইসলাম প্রায়শ সমার্থকরূপে ব্যবহার হলেও কোনো কোনো স্থানে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য হাদীসই তার স্পষ্ট প্রমাণ। বস্তুত অন্তরে বিশ্বাসীকে 'মুমিন' বলে। কাজেই ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। আর ঈমানের তাগিদে ইসলামের অনুকূলে বাহ্যিক কাজ করল তাকে 'মুসলিম' বলা হয়। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক।

রাসূল ﷺ -এর কথার তাৎপর্য হলো : হে সা'দ! তুমি তো তার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নও, কাজেই শপথ করে দৃঢ়তার সাথে তাকে মুমিন বলে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত নয়; বরং এটা বল যে, আমি তো তাকে মুসলিম বলে জানি। আর দ্বিতীয় কথা হলো, কোনো ব্যক্তিকে মাল দেওয়া বা না দেওয়ার সাথে সে আমার প্রিয় হওয়া বা না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মাল প্রদান করাই প্রিয়তর হওয়ার মাপকাঠি নয়; বরং দুটি পৃথক পৃথক জিনিস।

আগুনে পড়ার আশঙ্কায় মাল দিচ্ছি : এর অর্থ হলো, আমি যাকে মালসম্পদ কিছুই দিচ্ছি না যে ঈমানের সবল। কিছু না পেলেও বিতশ্রদ্ধ হয়ে কোনো গুনাহ কিংবা কুফরির দিকে পা বাড়াবে না। পক্ষান্তরে যাদেরকে দিচ্ছি তারা দুর্বল ঈমানদার, তাদেরকে বঞ্চিত করলে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা আছে, তাই تَأْلِيْفًا لِلْقُلُوْبِ অর্থাৎ ঈমান ক্ষেত্রে মাল প্রদান করছি।

وَعَنْ ٣٨٥٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ يَعْنِىْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِىْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ وَإِنِّىْ أُبَايِعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৫৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যুদ্ধের দিন দাঁড়িয়ে বললেন, হযরত ওসমান [ইবনে আফফান] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে গিয়েছেন, সুতরাং আমি তার পক্ষ হতে বায়'আত করছি। অতঃপর [যুদ্ধ শেষে] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যও এ যুদ্ধের গনিমতের একভাগ নির্ধারণ করেছেন। অথচ বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত আর কাউকে তিনি গনিমতের অংশ প্রদান করেননি। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বদরে হযরত ওসমান (রা.)-এর অনুপস্থিতির কারণ : বদর যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ -এর কন্যা অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী হযরত রোকাইয়া (রা.) মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর পরিচর্যার জন্য এমন কোনো লোকও ছিল না যাকে রোগিণীর পার্শ্বে রেখে হযরত ওসমান (রা.) যুদ্ধে যেতে পারেন, তবুও তিনি যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিরত রেখেছেন। অতঃপর লোকেরা যখন রাসূল ﷺ -এর হাতে যুদ্ধে শরিক হওয়ার বায়'আত করলেন তখন রাসূল ﷺ নিজের ডান হাতকে বাম হাতের মধ্যে রেখে বললেন, এটা হযরত ওসমান (রা.)-এর বায়'আত। অর্থাৎ নিজের ডান হাতকে হযরত ওসমান (রা.)-এর হাত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত ওসমান (রা.) আল্লাহর প্রয়োজনে গিয়েছেন : যদিও হযরত উসমান (রা.) আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে যুদ্ধ হতে বিরত রয়েছেন, তবুও তাকে 'আল্লাহর প্রয়োজনে গিয়েছেন', বলে তাঁকে সান্ত্বনা এবং যুদ্ধে শরিক হতে না পারায় তাঁর দুঃখ ও অনুতাপ লাঘব করেছেন।

বর্ণনাকারীর ভ্রম : হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে হযরত ওসমান (রা.) রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে দূত হিসেবে মক্কায় গিয়েছিলেন, তার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটায় এদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মক্কার কাফেরগণ তাকে হত্যা করেছে। এ খবরে রাসূল ﷺ সঙ্গী মুসলমানদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় রাসূল ﷺ নিজের এক হাতকে অপর হাতে রেখে বলেছেন, 'এটা ওসমানের বায়আত' ইসলামের ইতিহাসে এটা 'বায়আতে রিযওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। আর তখনই তিনি বলেছেন, 'হযরত ওসমান (রা.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে গেছেন।' অন্যথা বদর যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ সাহাবীদের হতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন বলে ইতিহাসে কোথায়ও উল্লেখ নেই, তাই বলতে হয়, উল্লিখিত বায়'আতের কথাটি পরবর্তী কোনো এক রাবী ভ্রমবশত অত্র হাদীসের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। (وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

وَعَنْ ٣٨٥٥ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْعَلُ فِىْ قِسْمِ الْمَغَانِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৩৮৫৫. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনিমতের মাল বণ্টনে দশটি বকরি একটি উটের বরাবর সাব্যস্ত করতেন। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ দশটি বকরির সমান একটি উট।

وَعَنْ ٣٨٥٦ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَزَا نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِى رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَبْنِىَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلَا رَجُلٌ اِشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلٰوةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِنَّكِ مَامُوْرَةٌ وَاَنَا مَامُوْرٌ اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِى مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاءُوْا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاَكَلَتْهَا وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَاٰى ضُعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো এক নবী জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন এবং কওমের লোকদের মধ্যে এ ঘোষণাও দিলেন, যে সদ্য বিবাহ করেছে কিন্তু এখনও বাসর শয্যা যাপন করেনি, বরং সে বাসর যাপনের প্রত্যাশী সে যেন আমার জিহাদে গমন না করে এবং ঐ ব্যক্তিও যেন আমার সঙ্গে না যায় যে ঘরের ভিত স্থাপন করেছে কিন্তু এখনও ছাদ নির্মাণ সমাপ্ত করতে পারেনি। আর এমন ব্যক্তিও যাবে না যে আসন্ন প্রসবা বকরি বা উষ্ট্রী ক্রয় করে তার বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় আছে। [অর্থাৎ অসমাপ্ত কাজ রেখে কেউ যেন আমার অনুগামী না হয়। কেননা এ অবস্থায় সে জিহাদে পূর্ণ মনযোগী হতে সমর্থ হবে না।] [অতঃপর তিনি জিহাদে বের হলেন এবং [যখন প্রতিপক্ষ] জনপদের নিকটবর্তী হলেন তখন আসর নামাজের সময় হলো অথবা আসরের সময় ঘনিয়ে গেল। এ সময় তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি চলার জন্য আদিষ্ট। এই বলে তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে [সূর্যকে] আমাদের জন্য থামিয়ে দাও। ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় লাভ হওয়া পর্যন্ত সূর্য থেমে গেল বা তার গতি মন্থর হয়ে গেল। অতঃপর গনিমতের সম্পদসমূহ এক জায়গায় স্তূপ করলেন। [নিয়ম মোতাবেক] এগুলো জ্বালাবার জন্য আগুন আসল বটে, কিন্তু আগুন তাকে স্পর্শ করল না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এ সম্পদে খেয়ানত করেছ। [যখন তোমরা স্বেচ্ছায় তা জমা দেওনি] এখন তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের একজন করে আমার হাতে হাত রেখে শপথ কর। এটা করতে যেয়ে এক ব্যক্তির হাত নবীর হাতের সাথে জড়িয়ে গেল। তখন নবী বললেন, তোমার গোত্রের কেউ খেয়ানত করেছে। অবশেষে তারা গাভীর মাথা পরিমাণ স্বর্ণের একটি টুকরা এনে রাখল। এরপরে আগুন এসে সমস্ত মালগুলো জ্বালিয়ে ফেলল। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের পূর্বে কারো জন্য গনিমতের মাল হালাল ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য গনিমত হালাল করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্য তা ভোগ করা হালাল করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মুফাসসিরীনগণের মতে এই নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর খাদেম হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.)। যাঁকে সঙ্গে নিয়ে এক সময় হযরত খিযরের সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। আলোচ্য হাদীসের ঘটনা প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, উক্ত নবী তৎকালীন জালিম ও কাফের রাজা 'বখতে নসর'-এর বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর

সৈন্যগণ ছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। নামাজের সময় পরিমাণ বিরতি পেলে শত্রুগণ কৌশলে বা নতুন সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। ফলে আসন্ন বিজয় পণ্ড হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অপর দিকে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই 'আশহুরে হুরুম' অর্থাৎ যে চার মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ এমন একটি মাসের সূচনা আরম্ভ হয়ে যাবে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে সূর্যকে আকাশে থামিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য পূর্ণ বিজয়ের পর সূর্য স্বাভাবিক নিয়ম ও গতিতে অস্তমিত হয়েছে।

এটা হলো নবীদের মু'জিযা। আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ -এর জন্যও দু-বার সূর্য আকাশে থেমে গিয়েছিল। একবার খন্দক যুদ্ধের সময়। দ্বিতীয়বার মি'রাজ রাত্রের পর দিন ভোরে যখন তিনি বায়তুল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সিরিয়া হতে তাদের একটি তেজারতি কাফেলার আগমনের নির্দিষ্ট কথা বলেছিলেন, আর স্বয়ং মি'রাজ রাত্রিও এটার অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ٣٨٥٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ (رض) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ وَفُلَانٌ شَهِيْدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلَّا اِنِّىْ رَأَيْتُهٗ فِى النَّارِ فِىْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِذْهَبْ فَنَادِ فِى النَّاسِ اَنَّهٗ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ ثَلٰثًا قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ اَلَا اِنَّهٗ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ ثَلٰثًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৫৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাকে বলেছেন যে, খায়বর যুদ্ধের দিন [অর্থাৎ যুদ্ধ শেষে] মহানবী ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী এসে নিহত মুসলমানদের বর্ণনা দিতে লাগলেন এবং বললেন অমুক শহীদ হয়েছে, অমুক শহীদ হয়েছে। অবশেষে তারা আরো এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, অমুকও শহীদ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কখনো না। একখানা কম্বল অথবা বলেছেন একটি জোব্বা গনিমতের মাল হতে খেয়ানত করার দায়ে আমি তাকে দোজখের আগুনে দগ্ধ হতে দেখেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! যাও এবং লোকদেরকে তিন তিনবার ঘোষণা শুনিয়ে দাও মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমিও তিনবার এ ঘোষণা প্রচার করলাম যে, মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তবে কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর ঈমান থাকলে জান্নাতে যাবে। আর রাসূল ﷺ মি'রাজ রজনীতে ঐ ব্যক্তিকে আগুনে দগ্ধ দেখেছেন।

بَابُ الْجِزْيَةِ
পরিচ্ছেদ : জিজিয়ার বর্ণনা

جِزْيَـةٌ 'জিজিয়া' এটা একটি আরবি পরিভাষা। ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি বা অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদের জানমালের হেফাজতের বিনিময়ে যে রাজস্ব 'কর' নেওয়া হয়, তাকে জিজিয়া বলে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের সূরা তাওবায় বর্ণিত হয়েছে- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ...... حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (الاية) অর্থাৎ "আহলে কিতাবদের যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাদের বিরুদ্ধ লড়াই কর যে পর্যন্ত না তারা আত্মসমর্পণ করে জিজিয়া প্রদান করে।' জিজিয়া প্রদানের পর তাদের জানমাল হেফাজতের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে যায় এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বহাল থাকে। তারা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত মুসলিম নাগরিকদের সমমর্যাদা লাভ করবে। মোটকথা তাদেরকে নাগরিকতার কোনো সুযোগ হতে যেমন বঞ্চিত করা যাবে না, তেমনি কোনো কাজে বাধ্যও করা যাবে না। ইসলামের এ সাম্য ও উদারনীতি আবহমানকাল হতে প্রমাণিত। আধুনিককালেও এর এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ বর্তমান যুগের কোনো গণতন্ত্র ও সাম্য মৈত্রীর শ্লোগান তথা সর্বস্ব রাষ্ট্রীয় বিধানেও উদারতার ছিটাফোঁটাও দেখা যায় না।

তবে জিজিয়া দুই ধরনের হতে পারে : একপ্রকারের জিজিয়া পরস্পর সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 'কর'। তার অতিরিক্ত আদায় করা জায়েজ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো মুসলমানেরা যখন কোনো কাফের জনপদে লড়াই করে বিজয়ী হয় ইমাম বা শাসক উক্ত বিজিত লোকদেরকে নিজ নিজ মালসম্পদের উপর পূর্ণ বহাল রেখে তাদের উপর যে কর বা টেক্স ধার্য করে দেন তা। অবশ্য সেই করের হার আজাদ, গোলাম, নারী, পুরুষ ও শিশু হিসেবে বিভিন্ন পরিমাণ হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٨٥٨ - عَنْ بَجَالَةَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ فَاَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهٖ بِسَنَةٍ اَنْ فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِيْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ اِذَا اَمَّرَ اَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ فِيْ بَابِ الْكِتَابِ اِلَى الْكُفَّارِ .

৩৮৫৮. অনুবাদ : হযরত বাজালাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আহনাফ ইবনে কায়েসের চাচা জায ইবনে মুয়াবিয়া (রা.)-এর মুন্সী [সেক্রেটারী] ছিলাম। তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের ওফাতের এক বৎসর পূর্বে আমাদের নিকট পত্রযোগে তাঁর নির্দেশ আসল যে, অগ্নিপূজকদের [মজূসীদের] পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে মাহরাম [রক্ত সম্পর্কীয়] থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও। হযরত ওমর (রা.) প্রথমে মজূসীদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করেননি। পরে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) যখন এ সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাজর' নামক জায়গার অধিবাসী মজূসীদের নিকট হতে জিজিয়া আদায় করেছেন, তখন হতে তিনিও গ্রহণ করতে লাগলেন। -[বুখারী]

বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত বুরাইদা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস "রাসূল ﷺ যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করতেন" 'কাফেরদের নিকট পত্র প্রেরণ' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মজূসীগণ প্রথম পর্যায়ে কোনো এক নবীর প্রতি ঈমান স্থাপন করে মুমিন নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু নবীর মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচনায় তারা অগ্নিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। কথিত আছে যে, তাদের ধর্মীয় অবতারের নাম ছিল 'যরথুষ্ট' এবং ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'যিন্দাবস্তাহ'। তাদের ধর্মীয় মতে কোনো মাহরাম [যথা আপন ভগ্নি প্রভৃতি]-কে বিবাহ করা বৈধ ছিল, ইসলামি রাষ্ট্রে এ অবৈধ প্রথা চলতে দেওয়া যায় না, তাই হযরত ওমর (রা.) এ সমস্ত বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আহলে কিতাব 'ইয়াহুদ, নাসারা' থেকে জিজিয়া গ্রহণের উপর সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে এবং অগ্নিপূজারী যারা নূর 'আলো'কে মঙ্গল কল্যাণের স্রষ্টা, আর যুলমত 'অন্ধকার'কে অমঙ্গলের, অকল্যাণের স্রষ্টা বলে থাকে এবং যারা অগ্নির পূজা করে থাকে তাদের থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) প্রথমে অস্বীকারকারী ছিলেন। কেননা কুরআনে কারীমের মধ্যে আহলে কিতাবদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই বিপরীত মর্মের মাধ্যমে দলিল পেশ করে হযরত ওমর (রা.) অগ্নিপূজক থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতেন না। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) সাক্ষ্য প্রদান করে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ 'হাজার' নামক স্থানের অধিবাসী অগ্নিপূজকদের থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করেছেন। এরপর হযরত ওমর (রা.) বুঝতে পারলেন যে, আয়াতের মধ্যে বিপরীত মর্ম উদ্দেশ্য নয়। আর নিজের সমস্ত কর্মচারীদেরকে অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে নির্দেশ লিখে দিলেন। সুতরাং এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই।

এখন অগ্নিপূজক ব্যতীত অনারব কাফের মূর্তি পূজারীদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আহলে কিতাব ব্যতীত যে কোনো কাফের অনারব হোক কিংবা আরবি হোক 'জিজিয়া' গ্রহণ করা যাবে না। কারণ কুরআনে কারীমের মধ্যে শুধু আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করা হচ্ছে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর হাদীস এবং হযরত ওমর (রা.)-এর আপন মতকে পরিত্যাগ করে অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিযয়া' গ্রহণ করার উপর ভিত্তি করে।

আহনাফের মতে অনারব কাফের মূর্তি পূজারীদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করা যাবে। শুধুমাত্র আরবের অধিবাসী মুশরিকীন এবং ধর্ম ত্যাগীদের কাছ থেকে এতে সে আরবি হোক কিংবা অনারব হোক 'জিযয়া' গ্রহণ করা যাবে না। তাদের ক্ষেত্রে হয়তো ইসলাম গ্রহণ নতুবা তরবারি 'জিহাদ' এছাড়া তৃতীয় কোনো পদ্ধতি নেই। কেননা এদের অপরাধ হচ্ছে জঘন্যতম।

আহনাফ দলিল পেশ করে থাকেন যে, অনারব কাফেরদের গোলাম বানানো জায়েজ। তাই এদের থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করাও জায়েজ হবে। কেননা গোলাম বানানো এবং 'জিজিয়া' গ্রহণ উভয় জিনিসেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে মুসলমানদের উপকার। কারণ গোলাম বানানোর দরুন তার সমস্ত উপার্জন মুসলমানদেরকে মিলবে এবং তার ভরণপোষণ তার নিজেরই উপার্জন থেকে হবে। তাই গোলাম বানানো এবং 'জিজিয়া' এ উভয় বস্তুর পরিণাম একই হলো।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) আয়াতের বিপরীত মর্মের মাধ্যমে যে দলিল পেশ করেছেন এর জবাব হচ্ছে এই যে, 'বিপরীত মর্ম দলিলের যোগ্যতা রাখে না' অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বয়ং এ কথার স্বীকারোক্তি প্রদানকারী।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٥٩ مُعَاذٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَاْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِيْ مُحْتَلِمٍ دِيْنَارًا اَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৫৯. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে ইয়ামন দেশে [শাসনকর্তা নিযুক্ত করে] পাঠালেন, তখন প্রত্যেক [অমুসলিম] বালেগ ব্যক্তি হতে এক দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] অথবা তার সমপরিমাণ ইয়েমেন দেশে তৈরি মু'আফিরী কাপড় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (র.) জিজিয়া নেওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ধনী হতে ৪৮ ও গরিব হতে ১২ দিরহাম আদায় করতে হবে, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রা.) এ নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলেন, এটা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, ইমাম বা খলিফার বিবেচনার দ্বারা তা নির্ধারণ করা হবে। অবশ্য এ অভিমতটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

'জিজিয়া'র পরিমাণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে 'জিজিয়া'র নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। বরং ইমামুল মুসলিমীন যার উপর যতটুকু পরিমাণ উচিত মনে করবেন তাই নির্দিষ্ট করবেন। আর ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনাও তাই।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ধনী থেকে চল্লিশ দিরহাম অথবা চার দিনার। আর গরিব থেকে দশ দিরহাম অথবা দিনারের এক চতুর্থাংশ 'জিজিয়া স্বরূপ' গ্রহণ করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; বরং প্রত্যেক বালেগের কাছ থেকে এক দিনার অথবা এক দিনারের সমপরিমাণ মূল্যের কোনো বস্তু গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ধনীর কাছ থেকে প্রত্যেক মাসে চার দিরহাম গ্রহণ করা হবে আর মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে প্রতি মাসে দু-দিরহাম গ্রহণ করা হবে এবং গরিবের কাছ থেকে প্রতি মাসে একটি দিরহাম করে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, গরিব ব্যক্তি যদি কাজকর্মের উপর সক্ষম হয়। অন্যথা গরিবের 'জিজিয়া' মাফ হয়ে যাবে।

দলিল : হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) এ মর্মে দলিল পেশ করে থাকেন যে, রাসূল ﷺ থেকে অনির্দিষ্ট হারে বিভিন্ন পরিমাণ 'জিজিয়া' গ্রহণের কথা বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসে প্রত্যেক বালেগের কাছ থেকে এক দিনার গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে। আর স্বয়ং রাসূল ﷺ নাজরানের নাসারাদের কাছ থেকে এক হাজার হুল্লাহ এর উপর সন্ধি করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল পেশ করেন হযরত মু'আয (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা যে, রাসূল ﷺ ধনী-গরিবের মধ্যে পার্থক্য ব্যতিরেকে প্রত্যেক বালেগ থেকে এক দিনার অথবা এর সমপরিমাণ মূল্যের মুয়াফিরী কাপড় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম মালেক (র.) এ মর্মে দলিল পেশ করে থাকেন যে, 'জিজিয়া'র ক্ষেত্রে ধনী এবং গরিবের মধ্যে পার্থক্যের উপর সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে, যেমন সামনে আসছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন মুসান্নাফায়ে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা দ্বারা। আর সে বর্ণনায় রয়েছে–

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَّاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ اَرْبَعَةً وَّعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْفَقِيْرِ اِثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا ثُمَّ عَمِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذٰلِكَ .

অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) ধনীর উপর আটচল্লিশ দিরহাম এবং মধ্যবিত্তদের উপর চব্বিশ দিরহাম এবং গরিবদের উপর বারো দিরহাম 'জিজিয়া' নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) তার উপর আমল করেছেন।

আর এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে ছিল, কিন্তু কেউই তা অস্বীকার করেননি। তাই 'জিজিয়া'কে তিনটি স্তরে বিন্যাস করার উপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ঐক্য হয়ে গিয়েছে।

জবাব : হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর দলিল পেশের জবাব হচ্ছে, আমীরুল মু'মিনীনের রায়ের দিকে 'জিজিয়া' সংক্রান্ত বিষয়কে সোপর্দ করার ব্যাপারটি রহিত হয়ে গিয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যের মাধ্যমে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে, তা পারস্পরিক সন্তুষ্টি এবং সন্ধিমূলক ছিল। যার মধ্যে উপরোল্লিখিত বিশ্লেষণের দ্বারা কমবেশি হতে পারে। আর আমাদের বিরোধ হচ্ছে জোরপূর্বক 'জিজিয়া' বসানো সম্পর্কে। আর ইয়েমেন তো সন্ধির ভিত্তিতে বিজয় হয়েছিল।

وَعَنْ ٣٨٦٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِيْ اَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৬০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একই ভূখণ্ডে [বিপরীতমুখী] দুই মুসলমানের উপর [জিজিয়া কর নেই। –[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উপরিউক্ত হাদীসটির দুটি মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে–

১. اَرْضٍ وَاحِدَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'জাযীরাতুল আরব' অর্থাৎ জাযীরাতুল আরব থেকে আহলে কিতাব ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বের করে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কেবলা হচ্ছে মুসলমানদের কেবলা কা'বা ব্যতীত 'বায়তুল মাকদিস' বিধায় তাদেরকে এখানে রাখার দরুন এক ভূখণ্ডে দুটি কেবলা হওয়া আবশ্যকীয় হয়ে যায়।

২. দুটি ধর্ম এবং দুটি কেবলা بِطَرِيْقِ مُقَابَلَةٍ এবং সাম্যতার ভিত্তিতে এক ভূখণ্ডে থাকা উচিত নয়। যে মুসলমানদেরকে অমুসলিম রাষ্ট্রে 'জিজিয়া' দিয়ে এমনিভাবে অধীনস্থ অনুগত হয়ে থাকা সুন্দর নয়। কারণ এতে ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। এমনিভাবে কাফের ও আহলে কিতাবদেরকে 'জিজিয়া' ব্যতীত মুসলিম রাষ্ট্রে স্থান দেওয়া উচিত নয়। কেননা এতে ঈমান এবং কুফর সমান হয়ে যায়। হাদীসের দ্বিতীয় বাক্য "وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ" -এর মর্ম হচ্ছে যে, কোনো জিম্মির উপর 'জিজিয়া' অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল এবং সে মুসলমান হয়ে গেছে, তখন তা থেকে বিগত বকেয়ার 'জিজিয়া'র তাগিদ করা যাবে না।

দুই কেবলা অর্থ দুই ধর্মাবলম্বী : হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাই এর যথার্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এর অর্থ হলো– ১. কোনো মুসলমানের পক্ষে অমুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করে তাদের দেশে বসবাস করা উচিত নয়। কেননা নিজের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। ২. ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে বিধায় তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে, ফলে নিজেও নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে পারবে না এবং তাদেরকেও বাধা দেওয়া যাবে না। ৩. অথবা এ হাদীসটি কেবল আরব ভূখণ্ডের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ আরব ভূখণ্ড হতে ইহুদি নাসারা তথা সমস্ত বিধর্মীগণকে বিতাড়নের নির্দেশমূলক বাক্য। অবশ্য এক সময় রাসূল ﷺ -এর এ নির্দেশ মোতাবেক আমল করা হলেও পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর আরবরা তা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

মুসলমানের উপর জিজিয়া নেই : অর্থাৎ যদি কোনো অমুসলমান দেয় জিজিয়া পরিশোধ করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় তার নিকট হতে কুফরির সময়ের জিজিয়া আদায় করা যাবে না।

وَعَنْ ٣٨٦١ اَنَسٍ (رض) قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلٰى اُكَيْدِرِ دُوْمَةَ فَاَخَذُوْهُ فَاَتَوْا بِهٖ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৬১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-কে দূমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদিরের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন এবং তারা তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি তার খুন মাফ করে দিলেন এবং জিজিয়া আদায়ের শর্তে তার সাথে চুক্তি করেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রাসঙ্গিক ঘটনা হলো 'দূমাহ' তাবূকের নিকটবর্তী সিরিয়ার একটি শহর। রাসূল ﷺ হযরত খালেদ (রা.)-কে চব্বিশজন অশ্বারোহীসহ এ অভিযানে পাঠিয়েছেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গীগণ অতর্কিতে উকাইদিরকে গ্রেফতার করে ফেললেন। হযরত খালিদ (রা.) তাকে নিরাপত্তা দান করে রাসূল ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলেন। অতঃপর সে জিজিয়া প্রদানের চুক্তি সম্পাদন করলে তিনি তাকে মুক্তি দিলেন এবং সাথে নিরাপত্তার ফরমানও লিখে দিলেন। এটা ৯ম হিজরিতে তাবূক অভিযানের সময় ঘটে। অবশ্য উকাইদির পরে সাচ্চা মুসলমান হয়েছেন এবং রাসূল ﷺ -এর জন্য কিছু হাদিয়াও গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ٣٨٦٢ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ اُمِّهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৬২. অনুবাদ : হযরত হারব ইবনে উবায়দুল্লাহ তাঁর নানার মাধ্যমে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইহুদি ও নাসারাগণ ওশর [দশমাংশ] আদায় করতে বাধ্য থাকবে, কিন্তু মুসলমানের উপর ওশর নেই। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : عُشْر শব্দের অর্থ হচ্ছে দশমাংশের একাংশ। আর خِرَاجٌ হচ্ছে জমির উৎপাদিত ফসল হতে যা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

[ভূমির প্রকারভেদ] ভূমিসমূহ সাধারণত হচ্ছে দু-প্রকার– ১. عُشْرِىٌّ ২. خَرَاجِىٌّ

عُشْرِىٌّ হচ্ছে ঐ ভূমি যার অধিবাসী স্বয়ং মুসলমান হয়ে গিয়েছে অথবা যে ভূমিকে জোরপূর্বক বিজয় করে গনিমত অর্জনকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। আর যে ভূমিকে জোরপূর্বক বিজয় করার পর সেখানের মালেক কাফেরদেরকে সেখানে অবস্থানের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। সে ভূমি হচ্ছে خَرَاجِىٌّ অবশিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা ফিকহের কিতাবাদি দ্রষ্টব্য।

এখন উপরিউক্ত হাদীসে যে মুসলমানদের থেকে عُشْر -কে নিষেধ করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইবনুল মূলক বলেন যে, এর দ্বারা ব্যবসার মালের عُشْر উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের জমির উৎপাদন থেকে عُشْر ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস গ্রহণ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইহুদি এবং খ্রিস্টান যে, তাদের থেকে ঐ عُشْر গ্রহণ করা হবে যার উপর সন্ধি চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। আর যদি কোনো চুক্তি না হয়, তাহলে عُشْر নয় বরং শুধু জিজিয়া গ্রহণ করা হবে।

অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আহলে কিতাবদের জমির উৎপাদিত ফসল থেকে সাধারণতঃ কোনো عُشْر নেই। কেননা তাদের উপর 'জিজিয়া' রয়েছে।

কিন্তু আহনাফের মতে যদি কাফেররা মুসলমানদের ব্যবসার মাল থেকে عُشْر গ্রহণ করে থাকে, তাহলে মুসলমানরাও কাফেরদের ব্যবসার মাল থেকে عُشْر গ্রহণ করবে। অন্যথা কাফেররা যদি আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ না করে তবে আমরাও عُشْر গ্রহণ করব না। كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ বস্তুত যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর।

এমনিভাবে হাদীসে হরব ও আমাদের সহায়ক হিসাবে রয়েছে তা হচ্ছে إِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى অর্থাৎ নিশ্চয়ই عُشْر ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের উপর রয়েছে। অতএব, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের কোনো ধর্তব্য নেই। এখানে 'ওশর' অর্থ ভূমির উৎপাদনের জাকাত কিংবা সদকার ওশর নয়; বরং ব্যবসায়ী মালের ওশর বা দশমাংশ। ব্যবসায়ী মালের 'কর' আদায়ের হিসাব হলো অমুসলিম, জিম্মি এবং মুসলমান আদায় করবে।

وَعَنْ ٣٨٦٣ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَا هُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوْهُ كُرْهًا فَخُذُوْا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৮৬৩. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [জিহাদ উপলক্ষে] আমরা কখনো কখনো এমন জনপদ অতিক্রম করি যারা আমাদের মেহমানদারি করে না, এমনকি তাদের উপর আমাদের জন্য যে সহানুভূতি করা কর্তব্য তারা তাও পালন করে না। আর আমরাও জবরদস্তিমূলক তাদের নিকট হতে আদায় করি না, [এরূপ সংকটকালে আমাদের করণীয় কী?] উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তারা স্বেচ্ছায় প্রদান না করে [আর তোমরাও সংকটে নিপতিত হও] তবে তোমরা প্রয়োজন মাফিক জোরপূর্বক আদায় করতে পার। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে قَوْمٌ অর্থ– জিম্মি সম্প্রদায়। যাদের উপর ইমাম বা শাসকের পক্ষ হতে এ চুক্তি বা শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, যদি কোনো সময় মুসলমান মুজাহিদগণ তাদের এলাকায় গমন করে, তাদের প্রয়োজনীয় আতিথেয়তা ও সহানুভূতি প্রদান করবে। মদিনার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে অবহিত গোত্রের সাথে এরূপ চুক্তি ছিল। কিন্তু যদি পূর্ব হতে এমন কোনো শর্ত আরোপিত না থাকে আর আগমনকারীগণও সংকটে না পড়ে, তখন অন্য ভাইয়ের মাল জোরপূর্বক নেওয়া জায়েজ নেই। অবশ্য স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে আতিথেয়তায় এগিয়ে আসলে, তা হবে বদান্যতা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٦٤ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلٰى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَعَلٰى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا مَعَ ذٰلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِيْنَ وَضِيَافَةُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৩৮৬৪. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আসলাম হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) স্বর্ণের মালিকগণের উপর চার দিনার এবং রৌপ্যের মালিকগণের উপর চল্লিশ দিরহাম নির্ধারণ করাও ... উপর বাধ্যতামূলক করেছেন। –[মালিক]

بَابُ الصُّلْحِ
পরিচ্ছেদ : সন্ধি স্থাপন

صُلْحٌ [সুলহ] অর্থ হলো– মানুষের বিবাদময় ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ . (الاية) অর্থাৎ যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, সৎকাজ ও লোকদের মীমাংসার হুকুম দেয় এটা ছাড়া তাদের অধিকাংশ চুপি চুপি গোপন আলামের মধ্যে কল্যাণ নিহিত নেই।

অবশ্য এ 'সুলহ' বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, প্রতিষ্ঠিত ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিদ্রোহীদের মধ্যে, বিবাদময় দু-দলের মধ্যে এবং যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর মধ্যে ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামাজিক ব্যবস্থা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত আপস-মীমাংসা স্থাপন করে আসন্ন মুখোমুখি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে প্রশমিত করেছেন। আল্লাহর কালামের নির্দেশ– وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থাৎ 'যদি তারা [প্রতিপক্ষ] সন্ধি করতে উদ্যত হয়, তখন তুমিও সেই দিকে ঝুঁকে যাও।' এ আয়াতের তাৎপর্য হলো সর্বদা-সর্বাবস্থায় কাফেরদের সাথে কেবলমাত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এমন কোনো কথা নয়; বরং যদি মুসলমান শাসক সুলহ-সন্ধি করার মধ্যে নিজেদের কল্যাণ কিংবা আশু প্রয়োজন মনে করেন, তখন তিনি তাও করতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে তারই বর্ণনা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٨٦٥ – عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ (رض) قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِىْ يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ

৩৮৬৫. অনুবাদ : হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা.) তাঁরা উভয়ে বলেন, নবী করীম ﷺ হুদাইবিয়ার বৎসর এক হাজারেরও অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা হতে [মক্কাভিমুখি বের হলেন এবং যুলহুলাইফা নামক স্থানে এসে কুরবানির পশুর গলায় 'কিলাদাহ' [বিশেষ ধরনের চামড়ার হার] ঝুলালেন এবং 'ইশআর' করলেন। [অর্থাৎ পশুর চুঁটির পার্শ্বে ধারাল অস্ত্র দ্বারা হালকা জখম করে উক্ত স্থানে রক্ত মেখে দিলেন।] আর তথা হতে ওমরার ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে যখন মক্কায় অবতরণের পথিমধ্যে অবস্থিত উপত্যকায় উপস্থিত হলেন, তখন রাসূল ﷺ -এর উষ্ট্রী বসে পড়ল। তখন লোকেরা হাল হাল বলে উষ্ট্রীকে উঠাতে চেষ্টা করল। [এর অর্থ– উঠো উঠো। চলার পথে উট বসে গেলে এ শব্দ বলে তাকে উঠানো হয়।] কিন্তু উষ্ট্রী উঠল না। তারা বলতে লাগল, 'কাসওয়া' জিদ করেছে 'কাসওয়া' জিদ করেছে।

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلَّا اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ حَتّٰى نَزَحُوْهُ وَشُكِيَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهٖ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتّٰى صَدَرُوْا عَنْهُ فَبَيْنَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِيْ نَفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ ثُمَّ اَتَاهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اَنْ قَالَ اِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ -

তখন মহানবী ﷺ বললেন, 'কাসওয়া' [উষ্ট্রীর নাম] জিদ করেনি এবং এটা তার স্বভাবও নয়; বরং যিনি হাতিকে আটকিয়ে ছিলেন তিনিই একে আটক রেখেছেন। [এর দ্বারা রাসূল ﷺ সূরা ফীলের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।] অতঃপর তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহর পবিত্র স্থানের মর্যাদা রক্ষার্থে তারা [কুরাইশরা] আমার নিকট যে আচরণের প্রার্থনা জানাবে আমি তা মঞ্জুর করে নেব। অতঃপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দিলে তা সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল [এবং দ্রুত চলতে লাগল।] এবার তিনি মক্কার সরাসরি পথ হতে সরিয়া অন্য পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, অবশেষে হুদায়বিয়ার উপকণ্ঠে সামান্য পানি বিশিষ্ট কূপের নিকট এসে অবতরণ করলেন। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিলেও অল্পক্ষণ পরেই তা নিঃশেষ হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে পিপাসার অভিযোগ করল। একথা শুনে তিনি স্বীয় থলি হতে একটি তীর বের করে বললেন, একে কূপটির মধ্যে ফেলে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! তীর নিক্ষেপ মাত্রই কূপের পানি পরিপূর্ণ হয়ে উপচে উঠতে লাগল। ফলে তারা সকলে উক্ত স্থান হতে চলে যাওয়া পর্যন্ত তা হতে পরিতৃপ্ত হয়ে পানি ব্যবহার করল। মুসলমানেরা পানি পান করা ইত্যাদিতে মশগুল ঠিক এমন সময় 'খোযআ' গোত্রপতি বদ্বাইল ইবনে ওয়ারাকা স্বীয় 'খোয্আ' গোত্রের কতিপয় লোকজনসহ তথায় উপস্থিত হলো। সে চলে গেলে উরওয়া ইবনে মাসউদ আসল। [পরবর্তী ঘটনা] ব্যাখ্যা করে বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেষে সোহাইল ইবনে আমর এসে উপস্থিত হলো। [তার সাথে কথোপকথন শেষে] রাসূল ﷺ [হযরত আলী (রা.)-কে] বললেন, লিখ, 'এটা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ থেকে সম্পাদিত সন্ধিপত্র।' একথা শুনে সোহাইল বলে উঠল, আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে জানতাম, তাহলে কখনো আপনাকে বায়তুল্লাহ জিয়ারত করা হতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না, বরং আপনি এভাবে লিখুন 'আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের পক্ষ হতে'। তার কথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন কর।

أَكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلٰى اَنْ لَّا يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ (الْاٰيَةَ) فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَرُدُّوْهُنَّ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَاَرْسَلُوْا فِىْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوْا يَاْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَقَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِىْ وَاِنِّىْ لَمَقْتُوْلٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَصِيْرٍ .

আচ্ছা, [হে আলী!] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখ। সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল, তখন সোহাইল বলে উঠল, [এ বৎসর আপনি মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আগামী বৎসর প্রবেশের অনুমতি রয়েছে] অন্যান্য শর্তাবলির সাথে এটাও লেখা হোক যে, যদি আমাদের কোনো লোক [মক্কা হতে] আপনার নিকট যায় তাকে অবশ্যই মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে, যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয়। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গীগণকে বললেন, উঠো, তোমরা নিজেদের সাথে নিয়ে আসা পশু কুরবানি করে দাও। তারপর মাথা মুড়িয়ে ফেল, [অর্থাৎ ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাও। এরপর কতিপয় মহিলা বসে তার নিকট ইসলাম গ্রহণ করল, এ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন। অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! কোনো মুমিন মুসলমান নারী হিজরত করে তোমাদের নিকট আসলে তাদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নাও।' এ আয়াত দ্বারা সে সমস্ত মুসলমান রমণীদেরকে ফেরত পাঠাতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, [যদি সমস্ত মহিলাদের কাফের স্বামীগণ তাদের মোহর পরিশোধ করে থাকে, তাহলে তোমরা] তাদের মোহর ফেরত দাও। অতঃপর মহানবী ﷺ মদিনায় ফিরে আসলেন। এ সময় আবূ বাসীর নামে কুরাইশের এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে [মক্কা হতে মদিনায়] নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল। অপরদিকে কুরাইশরাও তার সন্ধানে মদিনায় দুজন লোক পাঠাল। [সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী] নবী করীম ﷺ আবূ বাসীরকে তাদের হাতে অর্পণ করলেন। তারা আবূ বাসীরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলো। 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছে নিজেদের খাদ্য [খেজুর] খাওয়ার জন্য সওয়ারি হতে নামল, [অর্থাৎ যাত্রা বিরতি করল] এ সময় আবূ বাসীর তাদের একজনকে বলল, হে অমুক! আল্লাহর কসম! তোমার তলোয়ারখানি তো দেখছি খুবই চমৎকার এবং মূল্যবান? আমাকে একটু দাও, দেখি কেমন? লোকটি তলোয়ারখানি আবূ বাসীরের হাতে দিল, সে তাকে ভালোভাবে ধরে তা দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করল যে, সে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করল। আর অপর লোকটি দৌড়ে পালাল এবং দৌড়াতে দৌড়াতে মদিনায় এসে মসজিদে নববীতে আশ্রয় গ্রহণ করল। তাকে দেখে নবী করীম ﷺ বললেন, এ লোকটি নিশ্চয়ই ভীত-সন্ত্রস্ত। সে নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, সুযোগ পেলে আমাকেও কতল করা হতো। এখন আমাকে বাঁচান! লোকটির পিছনে আবূ বাসীরও এসে উপস্থিত হলো।

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْلُ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى أَتٰى سَيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَانْفَلَتَ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللّٰهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا فَقَتَلُوْهُمْ وَأَخَذُوْا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللّٰهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

তাকে দেখে নবী করীম ﷺ আক্ষেপের সাথে বললেন, 'তার মায়ের প্রতি আফসোস! কি সর্বনাশ না সে ঘটাল! সে তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করতে চায়, সে এ যদি কাউকেও সহযোগী পায় তবে সে যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিতকারী হবে।' এ সমস্ত কথা শুনে আবূ বাসীর বুঝ তে পারল যে, নবী করীম ﷺ তাকে পুনরায় কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। এটা বুঝে সে নীরবে সেখান হতে বের হয়ে সোজা সাগরের উপকূলের দিকে চলে গেল এবং তথায় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, ইতোমধ্যে [মক্কার কুরাইশদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত] সুহাইলের পুত্র আবূ জান্দাল বন্দিমুক্ত হয়ে আবূ বাসীরের সাথে মিলিত হলেন। এভাবে মক্কার কুরাইশদেরকে নিকট হতে কোনো মুসলমান পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে সেও সরাসরি গিয়ে আবূ বাসীর ও তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হতো। এভাবে ক্রমাগত সেখানে একটি গেরিলা দল গড়ে উঠল। যখনই তারা শুনতে পেত যে, কুরাইশদের কোনো তেজারতি কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছে, তখনই তারা উক্ত কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ করত এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালসম্পদ প্রভৃতি লুট করে নিয়ে যেত। ফলে অতিষ্ঠ হয়ে কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ-এর নিকট এই প্রস্তাব পাঠাল যে, তিনি যেন আত্মীয়তার সহানুভূতি ও আল্লাহর ওয়াস্তে আবূ বাসীর ও তার সঙ্গীদেরকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং সত্বর যেন আবূ বাসীরকে তথা হতে ফিরিয়ে আনেন। সাথে সাথে এটাও জানিয়ে দিল যে, এখন হতে মক্কার কোনো মুসলমান মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলে তাকে আর ফেরত পাঠাতে হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাসীর ও তার সঙ্গীদেরকে আনতে লোক পাঠালেন। তখন তারা সবাই মদিনায় চলে আসেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নবী করীম ﷺ সাহাবীদের নিকট জামাতসহ ওমরার উদ্দেশ্যে মদিনা হতে রওয়ানা হয়ে উক্ত স্থানে এসে পৌঁছলে কুরাইশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সেখানে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন হয়, এটা ৬ষ্ঠ হিজরি ঘটনা।

"حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ" দ্বারা ইয়েমেন দেশীয় কাফের রাজা 'আবরাহার' ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে বায়তুল্লাহ শরীফকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হাতি সওয়ার সৈন্য নিয়ে মক্কার অনতি দূরে 'যুলমাজায' নামক পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তখন আর হাতি মক্কার দিকে অগ্রসর হলো না; বরং সেখানে বসে পড়ল, অবশ্য অন্য দিকে যেতে বললেন সেই দিকে অনায়াসে চলত। [পরে আবাবিল পাখি দ্বারা সেখানেই তাদের সকলকে ধ্বংস করা হয়েছে] অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ হুদাইবিয়ায় পৌঁছলে তথায় তার উষ্ট্রী বসে পড়ল।

"حَلْ حَلْ" এটা একটি আঞ্চলিক পরিভাষা। চলার পথে উট হঠাৎ কোথাও থেকে বা বসে গেলে এ শব্দ বলার সাথে সাথে তা উঠে চলতে থাকে। হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে আরো কতিপয় শর্ত রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও বুখারী মুসলিম শরফে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানের বর্ণনায় আবূ বাসীরের ঘটনাটি সেগুলোর অন্যতম।

وَعَنْ ٣٨٦٦ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ عَلٰى مَنْ اَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اِلَيْهِمْ وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ وَعَلٰى اَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا اِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ وَالسَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهٖ فَجَاءَ اَبُوْ جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِىْ قُيُوْدِهٖ فَرَدَّهُ اِلَيْهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৬৬. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সঙ্গে তিনটি শর্তের উপর চুক্তি সম্পাদিত করেছিলেন– ১. মক্কার কোনো মুশরিক [ইসলাম গ্রহণ করে] তাঁর নিকট [মদিনায়] আসলে তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দিতে হবে। আর মদিনা হতে কোনো মুসলমান [মুরতাদ হয়ে] তাদের নিকট আসলে তাকে মুসলমানদের নিকট ফেরত দিতে হবে না। ২. আগামী বৎসর মুসলমানরা শুধুমাত্র তিন দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবে। ৩. মক্কায় প্রবেশকালে সমরাস্ত্র, তলোয়ার, তীর, ধনুক ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখতে হবে। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পরক্ষণেই [সোহাইল ইবনে আমরের পুত্র] আবূ জান্দাল হাত পায়ে বেড়ি পড়া অবস্থায় এসে সেখানে উপস্থিত হলো। [কিন্তু সন্ধিপত্রের শর্ত মোতাবেক] নবী করীম ﷺ তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٨٦٧ اَنَسٍ (رض) اَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَرَطُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَكْتُبُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ اِنَّهٗ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا اِلَيْهِمْ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ لَهٗ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -এর সাথে সন্ধি করল, তারা তাতে এ শর্ত আরোপ করল যে, যদি তোমাদের [মুসলমানদের] কোনো লোক আমাদের কাছে [মক্কায়] আসে, তবে তাকে আমরা তোমাদের নিকট ফেরত দেব না। আর আমাদের [কুরাইশদের] কোনো লোক [মদিনায়] গেলে তোমরা তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এটা শুনে সাহাবীগণ [ক্ষোভের সাথে] বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এ শর্তও লিখতে বলছেন? নবী করীম ﷺ দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কেননা আমাদের নিকট হতে যে ব্যক্তি [স্বেচ্ছায়] তাদের নিকট চলে গেছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের রহমত হতে বঞ্চিত করেছেন। [কেননা মুরতাদ ব্যক্তিই এরূপ যেতে পারে] আর তাদের কোনো লোক আমাদের নিকট আসলে [আর আমরাও তাকে ফেরত দিলে] আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তার মুক্তির একটা পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। [কারণ সে হবে মুসলমান।] –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٨٦٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ فِيْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ فَمَنْ اَقَرَّتْ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهٖ وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهٗ يَدَ اِمْرَاَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৬৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদের এ আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ নারীদের বায়'আত নিতেন। আয়াতের অর্থ– 'হে নবী! যখন মুমিন রমণীগণ আপনার কাছে বায়'আত করতে আসে' শেষ পর্যন্ত। যে রমণী আয়াতে উল্লিখিত শর্তাবলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করত তিনি তাকে বলতেন আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে অর্থাৎ মুখের বায়'আত করে নিয়েছি। আল্লাহর কসম! বায়'আত কালে তাঁর হাত কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٦٩ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ (رضـ) اَنَّهُمْ اِصْطَلَحُوْا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَاْمَنُ فِيْهِنَّ النَّاسُ وَعَلٰى اَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً وَاِنَّهٗ لَا اِسْلَالَ وَلَا اِغْلَالَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৬৯. অনুবাদ : হযরত মিসওয়ার ও মারওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা [কুরাইশরা] মুসলমানদের সাথে [হুদাইবিয়া নামক স্থানে] দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার নিমিত্তে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছিল যেন সর্বসাধারণ লোকজন নিরাপদে থাকতে এবং নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে। তার মধ্যে এটাও উল্লেখ ছিল, আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করব না এবং পরস্পরের মধ্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে কেউ চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেব না। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٨٧٠ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (رضـ) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اٰبَائِهِمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهٗ اَوْ كَلَّفَهٗ فَوْقَ طَاقَتِهٖ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৭০. অনুবাদ : হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবীর সন্তান হতে বর্ণনা করেন। তারা তাঁদের পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো লোকের উপর ক্ষতি সাধন করে, অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয়, কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তিমূলক তার নিকট হতে কোনো জিনিস আদায় করবে, কিয়ামতের দিন আমিই [উক্ত মজলুমের পক্ষ হতে] তার প্রতিবাদ করব। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'সাধ্যের অধিক কষ্ট দেওয়া'। যেমন যে ব্যক্তির উপর জিজিয়া আদৌ প্রয়োগ হয় না, তার উপরে প্রয়োগ করা। অথবা জিজিয়ার নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক আদায় করা ইত্যাদি।

وَعَنْ ٣٨٧١ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ (رضـ) قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِاَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْنَا تَعْنِيْ صَافِحْنَا قَالَ اِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ اِمْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ فِى الْمُوَطَّأِ)

৩৮৭১. অনুবাদ : হযরত উমাইয়াহ বিনতে রুকাইকাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বায়'আত করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট হতে এমন সমস্ত ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলাম, যে পরিমাণ তোমাদের শক্তি ও সাধ্যে কুলায়। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্য আমাদের নিজেদের চেয়ে অধিক দয়ালু। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বায়'আত করে নেন। [অর্থাৎ পুরুষদের ন্যায় আমাদের হাত ধরে বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, শোন, আমার মুখের বাণী [অর্থাৎ মুখের কথার] দ্বারা একশত মহিলার বায়'আত গ্রহণ করা একজন মহিলার বায়'আত গ্রহণ করার মতোই।

-[তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও মুয়াত্তায়ে মালিক]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٧٢ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يَدْخُلَ يَعْنِيْ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يُقِيْمُ بِهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوْا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا لَا نُقِرُّ بِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ وَلٰكِنْ اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

৩৮৭২. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিলকাদ মাসে ওমরার উদ্দেশ্যে [মদিনা হতে] রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে তাদের সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হলো যে, তিনি আগামী বৎসর তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন। যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল তখন লেখা হলো, 'এটা সেই সন্ধিপত্র যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে সম্পাদিত'। তখন মক্কাবাসীরা আপত্তি তুলে বলল, 'আমরা তো আপনাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকার করি না। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করতাম, তাহলে আপনাকে তো বাধাই দিতাম না; বরং আপনি লিখুন আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। উত্তরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ও আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ!

ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اُمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا وَاللّٰهِ لَا اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ بِالسِّلَاحِ اِلَّا السَّيْفَ فِى الْقِرَابِ وَاَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ اَهْلِهَا بِاَحَدٍ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَتَّبِعَهُ وَاَنْ لَّا يَمْنَعَ مِنْ اَصْحَابِهٖ اَحَدًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ اُخْرُجْ عَنَّا قَدْ مَضَى الْاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অতঃপর তিনি [সন্ধিপত্র লেখক] হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-কে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেল। হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার এ নাম আমি কখনো মুছব না। অতঃপর তিনি নিজে কাগজ নিলেন এবং লিখে দিলেন 'এটা আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদের পক্ষ হতে সন্ধিপত্র'। অথচ তিনি ভালোভাবে লেখতে জানতেন না। তাতে উল্লেখ ছিল, তিনি হাতিয়ারসহ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। অবশ্য শুধু তলোয়ার কোষবদ্ধ রাখতে পারবেন। আর [মক্কা হতে] তাঁর কোনো আপনজন তাঁর অনুগমন করলে তাকে [মক্কার] বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। আর যদি তাঁর কোনো সঙ্গী মক্কায় থেকে যেতে চায়, তাকেও তিনি বাধা দিতে পারবেন না। [অবশেষে] পরবর্তী বৎসর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন তারা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে চলে যেতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতঃপর নবী করীম ﷺ সকল সাহাবীসহ মক্কা হতে বের হয়ে গেলেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে প্রশ্ন জাগে নবী করীম ﷺ তো ছিলেন 'উম্মী' অর্থাৎ সর্বসাধারণের ন্যায় আক্ষরিক লেখাপড়া জানতেন না। অথচ আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি নিজেই লিখেছেন। এর জবাবে বলা হয় তিনি পূর্ব হতে লিখা জানতেন না, কিন্তু তাৎক্ষণিক তাঁকে লেখা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা তাঁর মু'জিযা। অথবা তিনি ভালোভাবে লেখা জানতেন না, অথবা লিখেছেন মানে লেখার আদেশ করেছেন।

بَابُ اِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ
পরিচ্ছেদ : ইহুদিদের আরব উপদ্বীপ হতে বিতাড়ন

جَزِيْرَةٌ 'জাযীরা' শব্দের অর্থ– দ্বীপ। তবে আরবভূমি তিন দিকে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত বিধায় এটা, 'দ্বীপ' নয়, বরং উপদ্বীপ। এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি বিশাল দেশ 'আরব'। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে আরবদেশ অবস্থিত। এটার পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। উত্তরে স্থলভাগ বিধায় সাধারণত সিরিয়ার মরুভূমি বা মরু অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে এ দিকের সীমার পরিবর্তন দেশটি সমগ্র বিশ্ব হতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ঘটে। ভূ-তাত্ত্বিকবিদগণ সমগ্র আরব দেশটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন– হেজায, নাজদ, ইয়ামন, তেহামা ও আরুয। অবশ্য সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মরু অঞ্চলকেও আরব বলা হয়।

এ পরিচ্ছেদে শুধু ইহুদিদেরকে বের করে দেওয়া হলেও সমস্ত ওলামাদের মতে নাসারা, মাজূসী এবং পৌত্তলিক মুশরিকও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নাসারা, মাজূসী ও পৌত্তলিকদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামানায় বিতাড়িত করা হয় এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে বিতাড়িত করা হয়েছে ইহুদি সম্প্রদায়কে।

মুশরিক পৌত্তলকদেরকে বলা হয়েছে, হয়তো ইসলাম কবুল কর অন্যথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তৃতীয় পন্থা জিজিয়া প্রদান করার সুযোগ তোমাদের জন্য নেই। অবশ্য অনারব মুশরিক ও মাজূসীদের জন্য জিজিয়া প্রদানের বিধান রয়েছে।

'আরব' বলতে কতটুকু স্থানকে বুঝায়? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এখানে 'আরব ভূখণ্ড' দ্বারা শুধু হেজায তথা মক্কা মদিনা ও তার সংযুক্ত এলাকাসমূহ, উপরে বর্ণিত চতুঃসীমা নয়। কিন্তু অন্যান্য সকল ইমামদের মতে বর্ণিত চতুঃসীমার মধ্যে যতটুকু বুঝায় তা সবটাই উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٨٧٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا اِعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهٖ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে বসাছিলাম। এমন সময় নবী করীম ﷺ [হুজরা] হতে বাইরে এসে বললেন, ইহুদি জনপদে চল। সুতরাং আমরা তার সঙ্গে রওয়ানা হলাম এবং তাদের শিক্ষাগারে উপস্থিত হলাম। তখন নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তবে নিরাপত্তা লাভ করবে। জেনে রাখ গোটা বিশ্ব ভূপৃষ্ঠ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকারে [অর্থাৎ আল্লাহর মালিকানায় ও রাসূলের ব্যবস্থাপনায়] যেহেতু আমরা আল্লাহ ও রাসূলের বিদ্রোহী সেহেতু তোমাদেরকে এ ভূখণ্ড [তথা আরব উপদ্বীপ] হতে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছি। অতএব তোমরা কোনো জিনিস বিক্রয় করতে চাইলে তা বিক্রয় করতে পার, [অন্যথায় এমনিই ছেড়ে যেতে হবে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلْمِدْرَاسُ" শব্দটি دِرَاسَةٌ থেকে মুবালাগার সীগাহ। যার অর্থ হলো– অধিক পাঠদানকারী। যে তার মাহাবের কিতাবাদি মানুষদেরকে অধিক হারে পাঠ দান করত। যেমন– مِعْطَاءٌ শব্দের অর্থ হলো– অধিক দানশীল বা অধিক দানবীর।

আবার কেউ কেউ বলেন, "اَلْمِدْرَاسُ" হচ্ছে مِدْرَس-এর অর্থে অর্থাৎ ঐ স্থান যেখানে পাঠদান করা হয়ে থাকে। যাকে আমরা মাদরাসা বলে থাকি। এ সময় بَيْت শব্দের ইযাফত مَسْجِدُ الْجَامِعْ-এর ন্যায় اِضَافَةُ مَوْصُوْفٍ اِلَى الصِّفَةِ হিসেবে হবে। অতঃপর এখানে দেশ থেকে বিতাড়িতকরণের যে কথা উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে বনী নযীর গোত্রের দেশ বিতাড়ন যা চতুর্থ হিজরি সনে হয়েছে এবং বনূ কুরাইযা গোত্রকে হত্যাকরণ এবং দেশ বিতাড়নের ঘটনা যা ৫ম হিজরি সনে সংঘটিত হয়েছে সে ঘটনা এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা বনী কায়নুকার ইহুদিরা হচ্ছে উদ্দেশ্য যাদেরকে পরবর্তীতে রাসূল ﷺ দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যা ৭ম হিজরি সনে সংঘটিত হয়েছে। অতএব এ সময়তে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উপস্থিত থাকাতে কোনো প্রশ্ন নেই।

'বায়তুল মিদরাস' ইহুদিদের ধর্মগুরুর অবস্থান ঘর, অথবা ধর্মীয় শিক্ষাগার। এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক সমর্থিত।

ইহুদিদের যে গোত্রকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : মদিনার উপকণ্ঠে উল্লেখযোগ্য তিনটি গোত্র ছিল, ১. 'বনূ নাযীর', এদেরকে ৪র্থ হিজরিতে নির্বাসন এবং ২. 'বনূ কুরাইযা' এদেরকে ৫ম হিজরিতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর বিচার অনুযায়ী খন্দকের যুদ্ধের পর হত্যা ও দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়েছিল। ৩. 'বনূ কাইনুকা' ঐতিহাসিকদের আলোচ্য হাদীসে এ তৃতীয় সম্প্রদায় হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কেননা হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ -এর সাথে আমরা গিয়েছিলাম। অথচ তিনি মুসলমান হয়েছেন ৭ম হিজরিতে খায়বর যুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে। কাজেই বলতে হবে এটা বনূ কাইনুকা সম্পর্কীয় ঘটনা।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়, কোনো সাহাবী পূর্ববর্তী সাহাবীদের কৃত কোনো ঘটনাকে পরবর্তীকালে এভাবে উল্লেখ করেন। যেমন– আমরা অমুক সময় এরূপ করেছি, অথবা অমুক সময় রাসূল ﷺ এরূপ করেছেন তথায় আমরা উপস্থিত ছিলাম ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যদের কাজকে নিজের কাজ বলে দাবি করা, যদিও সে উপস্থিত ছিল না। এ হিসেবে বলা হয় আলোচ্য হাদীসের ঘটনার সম্পর্ক 'বনূ নযীর'-এর সাথেও হতে পারে, যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) পরবর্তীতে এসে বর্ণনা করেছেন।

٣٨٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ وَقَدْ رَأَيْتُ اِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰى ذٰلِكَ

৩৮৭৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের ইহুদিদেরকে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের খামারে কাজ করা এবং নিজেদের বাড়িঘরে অবস্থান করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং আমরাও তোমাদেরকে বহাল রাখব। হযরত ওমর (রা.) বলেন, এখন আমি তাদেরকে বহিষ্কার করতে সংকল্প করেছি। [এতে তোমাদের অভিমত কি?] অবশেষে যখন হযরত ওমর (রা.) এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন,

أَتَاهُ أَحَدُ بَنِيْ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتَ أَنِّيْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْ بِكَ قَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيْمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرَةِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوْضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

তখন এ সংবাদ পেয়ে আবুল হোকাইক গোত্রের এক ইহুদি এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাদেরকে বহিষ্কার করবেন? অথচ আপনি জানেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এ জায়গায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আমাদের স্ব-স্ব মালসম্পদের উপর বহাল রেখে একটি চুক্তিও সম্পাদন করেছেন। উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি ধারণা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই কথাটি ভুলে গেছি? [যা তিনি তোমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন?] তখন তোমার অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাকে খায়বর হতে বিতাড়িত করা হবে তখন তোমার উটগুলো তোমাকে নিয়ে রাতের পর রাত ছুটতে থাকবে? [অর্থাৎ তিনি তো তোমাদেরকে বহিষ্কার করার ইঙ্গিত করে গেছেন।] লোকটি বলল, তা তো আবুল কাসেম ﷺ -এর কৌতুকময় উক্তি ছিল। এবার হযরত ওমর (রা.) ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন, সাবধান! তুমি মিথ্যা বলছ। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে খায়বর হতে বিতাড়িত করলেন এবং তিনি উট ও অন্যান্য আসবাবপত্র যেমন— উটের পিঠে বসার পালান ও রশি ইত্যাদির দ্বারা তাদের ফল-ফলাদির মূল্য আদায় করে দেন। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইহুদিদেরকে খায়বর এলাকা তথা আরব ভূখণ্ড হতে বহিষ্কার করার কারণ এই দাঁড়িয়েছিল যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) খায়বর এলাকায় তার বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং সেখানে রাত্রিযাপন করেন। রাত্রে তিনি এক ঘরের ছাদে ঘুমাচ্ছিলেন, ইহুদিরা ষড়যন্ত্র করে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছাদের নিচে ফেলে দেয়, ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। বিভিন্ন সময়ে আরো কতিপয় মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে এবং এটাও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, তারা বহিঃশত্রুর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে, এ সময় দুষ্কর্মের মাধ্যমে তারা অনুগত নাগরিকের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়, তাই তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়।

٣٨٧٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَوْصٰى بِثَلٰثَةٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَأُنْسِيْتُهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৭৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের সময় তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। ১. আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদেরকে [অর্থাৎ ইহুদি, নাসারা তথা বিধর্মীদেরকে] বহিষ্কার করবে। ২. প্রতিনিধি বা দূতকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তৃতীয়টি সম্পর্কে রাসূল ﷺ নিজেই নীরব রয়েছেন, অথবা তিনি বলেছেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। [অবশ্য ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, তা হলো 'আমার কবরকে পূজা করো না তথা ইবাদতগাহ বানিও না।'] —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীসে মুশরিকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা. কেননা ইহুদিরা হযরত উযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মুশরিকীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। তাই যখন ইহুদি খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়কে আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও আরব দ্বীপ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং অন্যান্য মুশরিকীন, অগ্নিপূজারীরা এবং মূর্তিপূজারীরা অবশ্যই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাহলে যেন সমস্ত আরব দ্বীপ কুফর এবং শিরক থেকে পবিত্র হয়ে ইসলামি দুর্গ বিশৃঙ্খলা ও ত্রাস মুক্ত এবং কাফেরদের সব ধরনের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (র.) এখানে আরব দ্বীপ দ্বারা মক্কা, মদীনা, ইয়ামামা এবং এর আশপাশের স্থানসমূহ উদ্দেশ্য করে থাকেন এবং এ নির্দেশটি ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আরব দ্বীপ দ্বারা সম্পূর্ণ আরব ভূখণ্ড হচ্ছে উদ্দেশ্য। فَلَا يُتْرَكُ فِىْ اَرْضِ الْعَرَبِ كَنِيْسَةٌ وَلَا بَيْعَةٌ وَلَا يُبَاعُ فِيْهَا الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيْرُ مِصْرًا كَانَ اَوْقَرْيَةً [অর্থাৎ আরব ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো গির্জা এবং খ্রিস্টানদের উপাসনালয় অবশিষ্ট রাখা যাবে না এবং আরব ভূখণ্ডে মদ ও শূকর বিক্রি করা যাবে না শহরে হোক কিংবা গ্রামে হোক।] আর মুশরিকদেরকে এখানে যথারীতি ঘর নির্মাণ এবং সর্বদা অবস্থানের অনুমতি দেওয়া যাবে না। আরব ভূখণ্ডকে অন্যান্য ভূখণ্ডের উপর মর্যাদা দানের নিমিত্তে এবং ভ্রান্ত ধর্মসমূহ হতে আরব ভূখণ্ড পূত-পবিত্র রাখার জন্য। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ [অর্থাৎ আরব ভূখণ্ডে একসাথে দুটি ধর্ম একত্রিত হতে পারবে না।] যেহেতু হাদীসের মধ্যে আরব ভূখণ্ড হচ্ছে ব্যাপক, দ্বিধায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে আরব ভূখণ্ডকে শুধু হিজাযের সাথে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে ভিত্তিহীন তাই তার কথা গ্রহণ করা যাবে না।

وَعَنْ ٣٨٧٦ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتّٰى لَا اَدَعَ فِيْهَا اِلَّا مُسْلِمًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ .

৩৮৭৬. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদি ও নাসারাদেরকে বহিষ্কার করব অবশেষে মুসলমান ব্যতীত আর কাউকেও এখানে রাখব না। –[মুসলিম]

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, যদি আমি বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদি ও নাসারাদেরকে নিশ্চয়ই বের করে দেব।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

لَيْسَ فِيْهِ اِلَّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَكُوْنُ قِبْلَتَانِ وَقَدْ مَرَّ فِىْ بَابِ الْجِزْيَةِ .

অনুবাদ : এ পরিচ্ছেদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত– 'দুই কেবলার লোক একত্রে থাকতে পারে না।' এ একটি হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর উক্ত হাদীসটি পূর্বে 'জিজিয়া'র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجْلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى اَهْلِ خَيْبَرَ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَأَلَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلٰى اَنْ يَكْفُوْا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَاُقِرُّوْا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِىْ اِمَارَتِهِ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৭৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হেজাজ [আরব] ভূখণ্ড হতে ইহুদি ও নাসারাদেরকে বিতাড়িত করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর জয় করেন তখন সেখানের ইহুদিদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করার ইচ্ছা করেছিলেন। কেননা যে জায়গা তিনি জয় করেন, সে জায়গা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সমস্ত মুসলমানের অধিকারে এসে যায়। তখন ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আবেদন কলল, এ শর্তে তাদেরকে তথায় বহাল রাখা হোক যে, তারা নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে ফসলের অর্ধেক গ্রহণ করবে, নিজেদের বাড়িঘরে অবস্থান করবে এবং তথায় চাষাবাদ করবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা যতদিন চাইব ততদিন তোমাদেরকে বহাল রাখব। ফলে তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে তাদেরকে তাইমা ও আরীহার দিকে বিতাড়িত করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

بَابُ الْفَيْءِ
পরিচ্ছেদ : ফায়-এর বর্ণনা

فَيْءٌ হচ্ছে ঐ মাল যা কাফেরদের থেকে যুদ্ধ জিহাদ ব্যতীত অর্জন হয়ে থাকে। এতে কাফেররা ভীত হয়ে মাল ছেড়ে চলে গিয়েছে এমন হোক কিংবা সন্ধি, চুক্তির ভিত্তিতে 'জিজিয়া' পদ্ধতিতে অর্জন হোক।

অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (র.) মালে গনীমতের উপর কিয়াস করে বলেন যে, فَيْءٌ -এর মাল থেকেও এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে।

কিন্তু হানাফিয়্যাহ ও জমহুর আইম্মায়ে কেরামের মতে পঞ্চমাংশ বের করা শুধু গনিমতের মালের মধ্যে সীমিত। فَيْءٌ থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে না। কেননা গনিমতের আয়াতের মধ্যে পঞ্চমাংশের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু فَيْءٌ -এর আয়াতে পঞ্চমাংশের কথা উল্লেখ নেই। এমনিভাবে فَيْءٌ -এর হাদীসসমূহের মধ্যে পঞ্চমাংশের কথা উল্লেখ নেই।

এছাড়া হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) তাঁদের উভয়ের এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের আমলের মধ্যেও فَيْءٌ -এর মধ্য থেকে পঞ্চমাংশ বের করার কথা উল্লেখ নেই। আর বিশুদ্ধতম হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের মোকাবিলায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। আর فَيْءٌ -এর মাল গনিমত অর্জনকারী এবং মুজাহিদীনদের মধ্যে বণ্টন হবে না; বরং এর মধ্যে রাসূল ﷺ -এর সম্পূর্ণ রূপে এখতিয়ার, অধিকার ছিল যে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা বণ্টন করবেন অথবা নিজের জন্য সব মাল রেখে দেবেন। তবে কিন্তু এ মাল দানের বেলায় কিছু বাধ্যবাধকতা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং হকদার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, এ মাল فَيْءٌ এদের মধ্যে ভাগ বণ্টন হওয়া উচিত। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে- مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ অর্থাৎ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর জন্য এবং রাসূলের জন্য।

আর গনিমতের মাল সম্পর্কে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এর পঞ্চম আদেশ উপযুক্ত লোক হিসেবে ওদের কেউ উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয় বস্তুর 'মালে গনীমত' "فَيْءٌ" ছয় ধরনের মানুষকে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ, ২. রাসূল ﷺ , ৩. নিকটতম আত্মীয়স্বজন, ৪. এতিম, ৫. নিঃসম্বল, ৬. পথিক।

এখন আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সব জিনিসের প্রকৃত মালিক এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর কথা বরকত স্বরূপ এবং এ মালের মর্যাদা এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব মালে فَيْءٌ এবং মালে গনিমতের উপযুক্ত হকদার হলেন পাঁচ ধরনের মানুষ। কিন্তু এ অধিকার একমাত্র রাসূল ﷺ -এর জন্য ছিল। তবে তাঁরপর আইম্মাতুল মুসলিমীনদের এ অধিকার নেই; বরং তাঁদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে যে, তাঁরা একমাত্র গনিমত ও فَيْءٌ হকদারদেরকে দান করবেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٨٧٨ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ (رض) قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهٗ ﷺ فِىْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهٖ اَحَدًا غَيْرَهٗ ثُمَّ قَرَأَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ قَدِيْرٌ فَكَانَتْ

৩৮৭৮. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, এ 'ফায়' বস্তুটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার এখতিয়ার অন্য কাউকেও প্রদান করেননি। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন- مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ (اَلْاٰيَةَ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে [বিনাযুদ্ধে] যা কিছু প্রদান করেছেন যার জন্য তোমরা ঘোড়া বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করনি; বরং আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলগণকে যার বিরুদ্ধে

هٰذِهٖ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهٗ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইচ্ছা করেন বিজয় দান করেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান। ফলকথা এ সম্পদ ছিল রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট। তাই তিনি উক্ত সম্পদ হতে পরিবার-পরিজনের জন্য পূর্ণ এক বৎসরের খোরপোশ আদায় করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকত তা সদকার খাতে তথা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মালে فَيْئٌ -এর মধ্যে পঞ্চমাংশ বের করা হবে না; বরং সমস্ত সাধারণ মুসলমানদের হক। তাদের কল্যাণ ক্ষেত্রে এ মাল ব্যয় করা হবে। যেমন– পঙ্গু এবং অন্যান্য অক্ষমতার দরুন কোনো কাজকর্মের উপর সক্ষম না হয় এমন ব্যক্তিকে দান করা এবং যোদ্ধাদের উপর ব্যয় করে এবং প্রহরী এবং বিচারাদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে ঠিক রাখার জন্য ব্যয় করা এবং ইসলামি শিক্ষাকে জীবিত রাখার নিমিত্তে দীনি শিক্ষা দানকারীদের ব্যয় বহন করা এবং চরিত্র গঠন এবং আমলের সংশোধনের জন্য খতীব [ওয়ায়েযীন] নির্ধারণ করে তাদের খরচ বহন করা। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত এবং বাগানসমূহের সেচনের জন্য নদী, কূপ খনন করা এবং চলাফেরার জন্য রাস্তা ও বজায় রেখে বণ্টন করতেন।

অতএব, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা লাভকারী অথবা অধিক সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্য পরিপূর্ণতা, বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যবধান করে বণ্টন করা হবে। এ হচ্ছে জমহুর সাহাবী (রা.) এবং **জমহুর ওলামায়ে কেরামের** মাযহাব।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় মালে ফায় সমান ভাগে ভাগ করা হবে। তবে জমহুর সাহাবীগণের ফতোয়ার বিপরীত [মালে ফায়কে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর কিয়াস করে] ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস করা সঠিক নয়।

٣٨٧٩ وَعَنْ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِى السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৭৯. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) **বলেছেন,** বনূ নাযীরের সম্পদসমূহ সে সমস্ত সম্পদের মধ্যে পরিগণিত যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে দান করেছেন। তা হাসিল করতে মুসলমানেরা ঘোড়াও দৌড়ায়নি এবং সেনাবাহিনীও পরিচালনা করেনি। সুতরাং তা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট। তিনি এ সম্পদ হতে তাঁর পরিবারের পুরা এক বৎসরের খোরপোশে ব্যয় করতেন, অবশিষ্ট যা থাকত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উপকরণ ও অস্ত্র জানোয়ার প্রভৃতি ক্রয় করার কাজে ব্যয় করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٨٠ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَاهُ الْفَيْئُ قَسَمَهُ فِىْ يَوْمِهٖ فَاَعْطَى الْاٰهِلَ حَظَّيْنِ وَاَعْطَى الْاَعْزَبَ حَظًّا فَدُعِيْتُ فَاَعْطَانِىْ حَظَّيْنِ وَكَانَ لِىْ اَهْلٌ ثُمَّ دُعِىَ بَعْدِىْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاُعْطِىَ حَظًّا وَاحِدًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৮০. অনুবাদ : হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট 'ফাই'-এর সম্পদ আসত, তখন তিনি বিলম্ব না করে সে দিনই তা বিতরণ করে দিতেন। অবশ্য বন্টনের মধ্যে এ নীতি অবলম্বন করতেন যে, যার পরিবার-পরিজন আছে তাকে দু-ভাগ এবং যে অবিবাহিত তাকে একভাগ দিতেন। একবার আমাকে ডাকা হলো, আমাকে দিলেন দু-ভাগ। কেননা আমি ছিলাম বিবাহিত। আমার পরে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে ডাকা হলো, তাকে দেওয়া হলো একভাগ। কেননা তিনি ছিলেন অবিবাহিত। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'ফায়' সম্পদে কারো নির্ধারিত হক নেই, প্রয়োজন ও ব্যক্তি মর্যাদার প্রেক্ষিতে ইমাম নিজ বিবেচনায় কমবেশি করে বন্টন করতে পারেন।

وَعَنْ ٣٨٨١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَىْءٌ بَدَاَ بِالْمُحَرَّرِيْنَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৮১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট 'ফায়' -এর মালসম্পদ আসত, তখন তিনি সর্বাগ্রে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামদেরকে প্রদান করতেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ مُحَرَّرِيْنَ -এর বিভিন্ন অর্থ নেওয়া যেতে পারে। যেমন- এক অর্থ অনুবাদে বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা মুকাতাব গোলামের চুক্তির বিনিময় পরিশোধ অথবা আসহাবে সুফ্ফার গরিব মুহাজিরগণ। বস্তুত সমাজে দাঁড়াবার মতো কোনো সম্বলের তারা মালিক ছিল না, কাজেই তারা সকলের অধিক হকদার ছিল।

وَعَنْ ٣٨٨٢ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِظَبْيَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ اَبِىْ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৮২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট [ফাই-এর মাল হতে] একটি থলি আসল, যাতে কিছু পরিমাণ মুক্তা জাতীয় মূল্যাবান পাথর ইত্যাদি ছিল, তিনি সেগুলো স্বাধীনা ও আজাদকৃতা দাসীকে প্রদান করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা.) ও তার খেলাফতকালে আজাদ ও গোলামের মাঝে বন্টন করতেন। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٨٨٣ مَالِكِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ (رض) قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْئَ فَقَالَ مَا اَنَا اَحَقُّ بِهٰذَا الْفَيْئِ مِنْكُمْ وَمَا اَحَدٌ مِنَّا بِاَحَقَّ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا اَنَا عَلٰى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُوْلِهٖ ﷺ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهٗ وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهٗ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهٗ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهٗ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৮৩. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) 'ফায়' সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, এ ফায়-এর মধ্যে আমার অধিকার তোমাদের চেয়ে বেশি নয় এবং তোমাদের কেউই অন্যের অপেক্ষা অধিক হকদার নয়। অবশ্য আমরা সকলেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বণ্টন নীতি অনুযায়ী স্ব-স্ব মর্যাদায় তার অধিকারী। অতএব, কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণে আগে হওয়ায় প্রথম সারির প্রবীণ মুসলমান। আবার কেউ আছে বহু যুদ্ধে জিহাদে তার শ্রম সাধনা ও কুরবানি ব্যয় করেছে। আবার কেউ এমনও আছে যার পরিবারস্থ লোক সংখ্যা বেশি এবং এমন লোকও আছে যার প্রয়োজন অত্যধিক। মোটকথা এসব কিছুর ভিত্তিতে অংশের মধ্যে তারতম্য হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ওমর (রা.)-এর আলোচনাটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এতে বুঝা গেল যে, ফায় সম্পদের মধ্যে একদিকে যেমন 'খুমুস' নেই, অপরদিকে সকলের অধিকার সমান। তবে যেসব বিশেষ বিশেষ কারণে অংশের মধ্যে তারতম্য হতে পারে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন নবী করীম ﷺ ও আসহাবে বদর, আসহাবে বায়'আতে রিযওয়ান, জিহাদে অধিক অংশগ্রহণকারী এবং পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি ইত্যাদির ভিত্তিতে অংশের মধ্যে তারতম্য করেছেন।

وَعَنْهُ ٣٨٨٤ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ حَتّٰى بَلَغَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَقَالَ هٰذِهٖ لِهٰؤُلَاءِ ثُمَّ قَرَأَ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ حَتّٰى بَلَغَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ثُمَّ قَالَ هٰذِهٖ لِهٰؤُلَاءِ ثُمَّ قَرَأَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى حَتّٰى بَلَغَ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ قَالَ هٰذِهٖ اِسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً فَلَئِنْ عِشْتُ فَلَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ وَهُوَ بِسَرْوِ حِمْيَرَ

৩৮৮৪. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (الاية) শেষ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, জাকাত কেবলমাত্র এ আয়াত বর্ণিত খাতসমূহের জন্যই নির্ধারিত। অতঃপর وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئٍ الخ এ আয়াতটি পাঠ করে বললেন, গনিমতের এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ খুমুস, যা এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, তা শুধুমাত্র মহানবী ﷺ -এর নিকটতম আত্মীয়স্বজনদেরই প্রাপ্য অধিকার। অতঃপর তিনি مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ الخ পাঠ করলেন। অতঃপর وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ পাঠ করলেন এবং বললেন, এ আয়াতগুলোতে শুধু মুসলানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [অর্থাৎ 'ফায়' সম্পদের মধ্যে সমস্ত মুসলমানের অধিকারে রয়েছে।] সুতরাং যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে ঐ দূরপ্রান্তে 'সারবে হিময়ার' নামক স্থানে যে রাখাল বসাবাস করছে

يُصِيْبُهُ مِنْهَا لَمْ يَعْرَقْ فِيْهَا جَبِيْنُهُ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

তার কাছেও তার প্রাপ্য অংশ পৌছে যাবে অথচ এ সম্পদ অর্জন করতে তার কপালের ঘাম ঝরবে না। [অর্থাৎ তাকে কোনো প্রকার পরিশ্রম করতে হবে না।] –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ওমর (রা.)-এর এ বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, সম্পদের আয়ের উৎস যেমন আলাদা আলাদা কাজেই তার ব্যয়ের খাতও পৃথক পৃথক। আর রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্ব সমস্ত ন্যায্য হকদার বিপন্ন কাঙ্গালদেরকেও তাদের প্রাপ্য অধিকার পৌছাতে হবে যদিও সে দূরদূরান্তের অধিবাসী হয়। এমনকি যদি সে একজন সাধারণ রাখাল নিজেকে হীন দুর্বল ধারণা করে এ মাল দিতে সংকোচ মনে করে, তার প্রাপ্য অংশও তাকে পৌছানোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচালকের। 'সারবে হিময়ার' মদিনা হতে বহু দূর-দুর্গম পথ ইয়ামন দেশের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

وَعَنْهُ ٣٨٨٥ قَالَ كَانَ فِيْمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ اَنْ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثُ صَفَايَا بَنُوا النَّضِيْرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمَّا بَنُو النَّضِيْرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِنَوَائِبِهٖ وَاَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا لِاَبْنَاءِ السَّبِيْلِ وَاَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةَ اَجْزَاءٍ جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَجُزْأً نَفَقَةً لِاَهْلِهٖ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ اَهْلِهٖ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৮৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত মালিক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [এক সময় হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.)-এর মধ্যে নবী করীম ﷺ -এর [মিরাস] পরিত্যাক্ত সম্পদ নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট তার মীমাংসা পেশ করা হলে] হযরত ওমর (রা.) এভাবে দলিল পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তাঁর ব্যক্তিগত তিনটি ভূমি ছিল। বনূ নযীর, খায়বর ও ফাদাক ভূমি। অবশ্য 'বনূ নযীরের' ভূমির আয় হতে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতেন। 'ফাদাক' ভূমির আয় মেহমান মুসাফিরদের জন্য রক্ষিত ছিল। কিন্তু খায়বরের আয়কে তিনভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। দু-ভাগ মুসলমান সাধারণের জন্য এবং একভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোশে ব্যায় করতেন। এরপরও পরিবারের খরচ হতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত তা গরিব মুহাজিরীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আলী (রা.) নিজের স্ত্রী ফাতিমার মিরাসি [পিতার] হকের এবং হযরত আব্বাস (রা.) চাচা হিসেবে ভাতিজার মালিক ছিলেন না, বরং তা ছিল 'সাফী'। صَفِيٌّ একবচন, বহুবচনে صَفَايَا অর্থ– নির্দিষ্ট বস্তু বা বাছাইকৃত জিনিস। অর্থাৎ গনিমতের মাল হতে ভাগ-বন্টনের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু গ্রহণের যে অধিকার ছিল যা পরবর্তী 'খলিফা' বা নেতার ছিল না সেই বাছাইকৃত বস্তুকে আরবিতে 'সাফী' বলা হয়। আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত সম্পত্তিত্রয় এরূপ বাছাইকৃত নয় বরং তা ছিল 'ফায়' -এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু 'ফায়'-এর মধ্যে কোনো সৈনিক বা ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই, বরং তা বন্টনের একক অধিকার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ছিল। সেহেতু তা 'সাফী' হওয়ার দরুন আমি বা অন্য কেউ বন্টন করার অধিকার নেই। স্মরণ রাখতে হবে 'সাফী' খুমুসের অতিরিক্ত জিনিস।

সিয়ারুল কাবীরের শরাহ এর মধ্যে আল্লামা সারাখসী (র.) লিখেন যে, রাসূল ﷺ -এর জন্য গনিমতের মাল থেকে তিনটি অংশ ছিল। প্রথমত صَفِيٌّ হিসেবে রাসূল ﷺ যা ইচ্ছা করতেন নিয়ে নিতেন। দ্বিতীয় পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ, তৃতীয়ত অন্যান্য গনিমতের মাল অর্জনকারীদের ন্যায় একটি অংশ যদি তিনি স্বয়ং যুদ্ধে শরিক থাকতেন। সুতরাং হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়ায় (রা.)-কে রাসূল ﷺ صَفِيٌّ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর আজাদ, মুক্ত করে রাসূল ﷺ স্বয়ং নিজে বিবাহ করেছিলেন। আর বনী নযীর ফদক এবং খায়বারের ভূমিসমূহ এ صَفِيٌّ হিসেবেই ছিল। অতঃপর খায়বরের মধ্যে

অনেক এলাকা ছিল। কোনো কোনো এলাকা ছিল যা জোরপূর্বক বিজয় করা হয়েছিল। এর মধ্য থেকে হুজুর ﷺ -এর জন্য পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ ছিল। আর গনিমত অর্জনকারীদের অংশের সমপরিমাণ একটি অংশ ছিলই।

আবার কোনো কোনো এলাকা সন্ধিচুক্তি হিসেবে বিজয় হয়েছে তা فَيْئٌ হিসেবে রাসূল ﷺ -এর জন্য ছিল। যেভাবে ইচ্ছা করতেন ব্যয় করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٨٦ الْمُغِيْرَةِ (رض) قَالَ اِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جَمَعَ بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلٰى صَغِيْرِ بَنِىْ هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا اَيِّمَهُمْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ سَاَلَتْهُ اَنْ يَّجْعَلَهَا لَهَا فَاَبٰى فَكَانَتْ كَذٰلِكَ فِىْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهٖ فَلَمَّا اَنْ وَلِىَ اَبُوْ بَكْرٍ عَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَيٰوتِهٖ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهٖ فَلَمَّا اَنْ وَلِّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمِلَ فِيْهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهٖ ثُمَّ اَقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَرَاَيْتُ اَمْرًا مَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ وَاِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ رَدَدْتُهَا عَلٰى مَا كَانَتْ يَعْنِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৮৬. অনুবাদ : হযরত মুগীরা (রা.) [তিনি সাহাবী মুগীরা ইবনে শো'বা নন, বরং তাবেয়ী মুগীরা ইবনে যিয়াদ মুসেলী] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) খলিফা নিযুক্ত হয়েই মারওয়ানের সন্তান ও বংশধরদেরকে একত্রিত করে বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদাক ভূমির আয় নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন, এতদ্ভিন্ন বনূ হাশিমের ছোট ছোট শিশু কিশোরের জন্যও তা হতে ব্যয় করতেন এবং তাদের অবিবাহিতদের বিবাহ-শাদিতে খরচ করতেন। এক সময় হযরত ফাতিমা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট চাইলেন যে, উক্ত ফাদাক ভূমি তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকার করলেন। ফলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় অনুরূপভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হলেন, তিনিও তাতে সেই নীতিই অবলম্বন করলেন– যে নীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে এ অবস্থায় রেখে তিনিও ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর যখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনিও তার মধ্যে সেই একই নীতি অবলম্বন করলেন– যা তাঁর পূর্বসূরি দুজন [অর্থাৎ নবী করীম ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.)] অবলম্বন করেছিলেন। এ অবস্থায় রেখে তিনিও ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর [হযরত ওসমান (রা.) -এর খেলাফত আমলে] মারওয়ান উক্ত 'ফাদাক' ভূমিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করল। পরে যখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিজের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে দেননি, আমি দেখছি কোনো অবস্থাতেই তার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কোনো অধিকার নেই। অতঃপর তিনি উপস্থিত [মারওয়ান ও উমাইয়্যার] বংশধরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করে ঘোষণা করছি যে, আমি 'ফাদাক' পুনরায় ঐ অবস্থায় ফেরত দিয়েদিলাম যে অবস্থায় তা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর জামানায় ছিল। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ মারওয়ান হলো হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর দাদা মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তিনি নবী করীম ﷺ -এর জামানায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। أَقْطَعَ অর্থ– সরকার কর্তৃক ভূমির একটি অংশ যে কোনো ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেওয়া। কিন্তু এখানে অর্থ হলো– নিজের বা নিজের বংশধরদের জন্য কুক্ষিগত করা।

'ফাদাক' হচ্ছে খায়বারের একটি স্থান যা রাসূল ﷺ صَفِيٌّ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ ফাদাক হিসেবে ভূমিকে মুসাফিরদের জন্য ওয়াকফ করে ফেলেছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) নিজের দরিদ্রতার দরুন রাসূল ﷺ -এর কাছে ফাদাক ভূমির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ ওয়াকফের কারণে নাকচ করেছেন, রাসূল ﷺ ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর নিকট পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে [হযরত ফাতেমা (রা.)] চেয়েছিলেন। কিন্তু সিদ্দীকে আবকর (রা.)-এর উপর হাদীস পেশ করেছেন। لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ [অর্থাৎ আমাদের পর কাউকে উত্তরাধিকারী বানানো হয় না আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সদকা।] এবং এ ফাদাক ভূমি হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দেওয়া থেকে অস্বীকার করেছেন। তখন হযরত ফাতেমা (রা.) মানুষিক স্বভাব হিসেবে কিছুটা সংকোচ বোধ করলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ফাদাক ভূমি সম্পর্কে সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি এবং কোনো কথাবার্তা ও বলেননি। সাধারণ সাক্ষাৎ তো সালাম কালাম আদান প্রদান হচ্ছিল। আর ছয় মাসের ভিতরে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলার সুযোগই কত মিলেছে।

অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.)-এর জানাযার নামাজ রাত্রিতে হয়েছে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ভাবলেন যে, উনারা আমার খবর অবশ্যই করবেন এবং হযরত আলী গং (রা.) বুঝলেন যে, তিনি সংবাদ ব্যতীতই এসে পড়বেন এ বিভ্রান্তির মধ্যে জানাযার নামাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) উপস্থিত হতে পারেননি।

اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ হযরত ফাতেমা (রা.) কোনো অসিয়ত করেননি যে, সিদ্দীকে আকবর (রা.) আমার জানাজা যেন না পড়ান। আর না ছিল হযরত আলী (রা.) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অন্তরে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য। সঠিক বর্ণনায় রয়েছে যে, সিদ্দীকে আকবর (রা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-এর দরজায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন– وَاللّٰهِ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ قَرَابَتِيْ [অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! নবী করীম ﷺ -এর আত্মীয়রা আমার নিজ আত্মীয়দের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়।] কিন্তু আমি কি করব রাসূল ﷺ যখন নিজেই স্বয়ং ইরশাদ করেছেন لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ -এর উপর হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) সন্তুষ্টি এবং আনন্দিত হয়ে গেলেন। এ সন্ধি হতে না হতেই দুশমন এবং শত্রুরা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর যে অপবাদ রটিয়ে ছিল যার দরুন শরীরের সূক্ষ্ম লোমসমূহ দাঁড়িয়ে যায়।

অতঃপর হযরত আব্বাস ও আলী (রা.)-এর এ হাদীস জানা না থাকার দরুণ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর নিকট পৈত্রিক সম্পত্তি তলব করেছেন। কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা.) ঐ হাদীস لَا نُورِثُ الخ পেশ করে নাকচ করে দিয়েছেন এবং উনারা নিরব হয়ে গিয়েছেন। এরপর হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে ওয়াকফ মুতাওয়াল্লি হওয়ার তলব করলেন তখন হযরত ওমর (রা.) ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে 'তাদের' উভয়জনকে অভিভাকত্ব দান করেন যে, রাসূল ﷺ এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) এবং আমি যেসব খাতে ব্যয় করে থাকতাম তোমাদেরকেও এরূপ করতে হবে। তখন উনারা নিয়ে নিলেন কিন্তু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো সময় ঝগড়া বিবাদ দেখা দিত। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওসমান (রা.)ও হযরত সা'দ ও হযরত যুবায়ের (রা.) দুনুজনকে এ অভিভাবকত্বের অধিকার বণ্টন করে দেন। তাহলে প্রত্যেকজন নিজ নিজ অংশে খেদমত করবেন। আর কোনো ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না। হযরত ওসমান (রা.) প্রমুখও সুপারিশ করলেন।

কিন্তু হযরত ওমর (রা.) একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যৌথভাবে পরিচালনা কর নতুবা আমার হাওয়ালা করে দাও। হযরত ওমর (রা.) অনেক বিচক্ষণতার সাথে কাজ নিলেন এবং অনেক দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন যে, যদি বণ্টন করে দেওয়া যায় তবে তাদের যুগে তো সঠিকভাবে চলবে কিন্তু কালের বিবর্তনে পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা কোনো এক সময় পৈত্রিক সম্পত্তির দাবি করে বসবে। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) এ রাস্তা বন্ধ করে দিলেন।

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
অধ্যায় : শিকার ও জবাই প্রসঙ্গ

"اَلصَّيْدُ" অর্থ– শিকার করা। এখানে কোনো হালাল পশু-পাখি শিকার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

صَيْد শব্দটি হচ্ছে মাসদার, যার অর্থ হলো– শিকার করা। আর কোনো কোনো সময় ইসমে মাফউল مَصِيْدٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিকারকৃত পশু। আর "اَلذَّبَائِحُ" হচ্ছে ذَبِيْحَةٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ হলো– জবাইকৃত পশু।

কুরআন ও হাদীস এবং ইজমা দ্বারা ইহরামবিহীন ব্যক্তির জন্য হরমের ভিতরে শিকার করা বৈধতা প্রতীয়মান হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআনে করীমের মধ্যে রয়েছে– وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا [অর্থাৎ যখন তোমরা হালাল হয়ে যাও তখন শিকার কর।] এবং হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.)-কে রাসূল ﷺ বলেছিলেন– اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ الخ [অর্থাৎ যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে প্রেরণ করবে.... ।]

আর হাদীসসমূহের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -এর উপস্থিতিতে শিকার করতেন কিন্তু রাসূল ﷺ বাধা দিতেন না এবং এর বৈধতার উপর اِنْعَقَدَ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ [সমস্ত সাহাবীগণের ঐক্য হয়ে গিয়েছে।]

অতঃপর শিকার করার ব্যাপারে কুরআনে কারীম বর্ণনা করেছে যে, চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী প্রাণী কিংবা পাখি কিংবা ভূচর বিচরণশীল প্রাণী বা জন্তু হয় এবং এটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। কুকুর এবং চিতাবাঘ ইত্যাদির প্রশিক্ষণের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে– ১. যখন ছেড়ে দেবে তখন দৌড় দেবে। ২. পূর্ণ দৌড়ের সময় বাধা প্রদান করলে সম্মুখের দিকে অগ্রসর না হয়ে ফিরে চলে আসবে। ৩. শিকার ধরে মালিকের কাছে নিয়ে আসবে মোটেই খাবে না।

আর পাখি বা বাজপাখি ইত্যাদির প্রশিক্ষণের জন্য দুটি শর্ত রয়েছে– ১. ছেড়ে দেওয়ার পর উড়ে যাবে না এবং ২. বাধা দিলে ফিরে আসবে। ভক্ষণ না করার শর্ত নেই। যদি ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে থাকে তাহলে শিকারকৃত প্রাণীকে জবাইকৃত বুঝা যাবে এবং হালালও হবে। যেখানেই আঘাত করুক না কেন। তবে যদি জীবিত প্রাণী ধরে নিয়ে আসে তাহলে জবাই করা আবশ্যক হবে। এরূপই হচ্ছে তীরের হুকুম।

اَلذَّبَائِحُ তথা হালাল জানোয়ার বা পাখিকে জবাই করা দু ধরনের হতে পারে– اِخْتِيَارِىْ اَوْ اِضْطِرَارِىْ অর্থাৎ স্বভাবিক বা অস্বাভাবিক। আল্লাহর কালামে বর্ণিত আছে– اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً [আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন। –সূরা বাক্বারা : ৬৭] ফলে এ আয়াত হতে জবাই করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। স্বভাবিক অবস্থায় হলকুম ও ওয়াদাজান অর্থাৎ খাদ্যনালি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের নালি এবং গর্দানের উভয় পার্শ্বের রক্ত চলাচলের মোটা মোটা দুটি শিরা বা রগ, এ চারটির অধিকগুলো অর্থাৎ ন্যূনতম তিনটি কাটা গেলে পশু হালাল হয়ে যায়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। জবাই করার স্থান হলো বক্ষস্থল হতে গলদেশের টুঁটি পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী স্থান।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٨٨٧ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ اَمْسَكَ عَلَيْكَ فَاَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَاِنْ اَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَاِنْ اَكَلَ فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهٖ فَاِنْ وَجَدْتَّ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهٗ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِيْ اَيُّهُمَا قَتَلَ اِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ اِلَّا اَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ اِنْ شِئْتَ وَاِنْ وَجَدْتَّهٗ غَرِيْقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَاْكُلْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৮৭. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, যখন তুমি তোমার কুকুরকে [শিকারের প্রতি] ছড়িয়ে দেবে, তখন আল্লাহর নাম নেবে। যদি সে শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, আর তুমিও শিকারকৃত জানোয়ারটিকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন তুমি তাকে জবাই করে দাও। আর যদি তুমি তাকে এমন অবস্থায় পাও যে, সে তাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু সে তার কোনো অংশ খায়নি, তখন তুমি তা খেতে পার। আর যদি সে কিছু খেয়ে থাকে, তবে তুমি খাবে না। কেননা [তখন এটাই বুঝতে হবে যে,] সে এটা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর যদি তুমি তোমার নিজের কুকুরের সঙ্গে অন্যের কুকুর দেখতে পাও যে, তারা শিকার ধরে তাকে মেরে ফেলেছে, তখন তা খেতে পারবে না। কেননা তুমি অবগত নও যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে বা মেরেছে। আর যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ কর তখন আল্লাহর নাম নেবে অতঃপর যদি [উক্ত শিকার] ন্যূনতম একদিন তোমার নিকট অদৃশ্য থাকে [এবং তুমি তাকে মৃত অবস্থায় পাও] এবং তার গায়ে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুর আঘাত না পাও, তখন ইচ্ছা করলে তাকে খেতে পার। কিন্তু যদি তুমি তাকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন তাকে আর খেতে পারবে না। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি শিকারি কুকুর শিকার করে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে এবং যদি তা [শিকারকৃত প্রাণী] মারা যায়, তাহলে তার হালাল হারামের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালেক, আওযায়ী এবং লায়ছ (র.)-এর মতে ঐ [শিকারকৃত] প্রাণী হালাল হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী এবং সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঐ [শিকারকৃত] প্রাণী হালাল হবে না।

দলিল : প্রথম দল হযরত আমর ইবনে শুআয়ব (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, রাসূল ﷺ হযরত আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.)-কে বলেছেন— كُلْ مِمَّا اَمْسَكَ عَلَيْكَ الْكَلْبُ قَالَ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ [অর্থাৎ "শিকারি" কুকুর তোমার জন্য যা ছেড়ে দেয় তুমি তা থেকে খাও। ছা'লাবা (রা.) বললেন, যদি কুকুর তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে? রাসূল ﷺ বললেন, যদিও কুকুর তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে (তবুও খাও)।]

তাই উক্ত হাদীসে [শিকারি] কুকুর খেয়ে নেওয়ার অবস্থাতেও রাসূল ﷺ খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীরা দলিল পেশ করে থাকেন উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা যে, উক্ত [আদী ইবনে হাতেমের] হাদীসে পরিষ্কারভাবে কুকুর খেয়ে নেওয়ার অবস্থায় খাওয়া থেকে বাধা-প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে— وَاِنْ اَكَلَ فَلَا تَاْكُلْ এমনিভাবে কুরআনে কারীমের শব্দ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ দ্বারাও স্পষ্ট বুঝে আসছে যে, [শিকারকৃত প্রাণীর গোশত] হালাল

হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মালিকের জন্য অবশিষ্ট রাখা। আর এর পরিচয় হবে না খাওয়ার দ্বারা। আর যদি [শিকারি কুকুর শিকারকৃত প্রাণী থেকে] খেয়ে নেয় তাহলে বুঝা যাবে যে, সে নিজের জন্য অবশিষ্টাংশ রেখেছে মালিকের জন্য নয়।

জবাব : প্রথম দল [দলিলস্বরূপ] যে হাদীস পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে, উক্ত হাদীসের মধ্যে إِنْ أَكَلَ مِنْهُ বাক্যটি সম্পূর্ণ ভুল। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, কুরআনে কারীম এবং আদী ইবনে হাতেমের বিশুদ্ধতম হাদীসের মোকাবিলায় হযরত ছা'লাবা (রা.)-এর হাদীস মারজূহ বলে গণ্য হবে। এছাড়া হালাল হারামের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলে হারামের প্রাধান্য হয়ে থাকে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.)-এর হাদীসে দ্বিতীয় আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, যদি তোমার [শিকারি] কুকুরের সঙ্গে অন্য কোনো কুকুর এসে শরিক হয়ে যায় এবং শিকারকৃত প্রাণীটি মেরে ফেলে, তাহলে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে তা হালাল নয়। কেননা সে বিসমিল্লাহ শুধুমাত্র নিজের কুকুরকে শিকারের জন্য প্রেরণ কালে পাঠ করেছে। আর এখানে জানা নেই কোন কুকুরটি মেরেছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে এটাই।

তৃতীয় মাসআলা হচ্ছে, যদি কুকুর প্রেরণ ইত্যাদির সময় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় অথবা স্বাভাবিক জবাই -এর সময় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তাহলে এ জবাইকৃত প্রাণীর হালাল হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে।

সুতরাং দাউদ যাহিরী এবং শা'বী এবং ইবনে সিরীন (র.)-এর মতে উক্ত জবাইকৃত প্রাণী হারাম হবে এতে জেনেবুঝে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হোক অথবা ভুলক্রমে ছেড়ে দেওয়া হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর ইমাম মালেক (র.) থেকে একটি বর্ণনাও তাই।

আর ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের (র.)-এর মতে উভয় অবস্থাতে উক্ত প্রাণী খাওয়া হালাল। আর এটা হচ্ছে ইমাম মালেক (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা।

আহনাফ এবং সুফিয়ান ছাওরী এবং ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার সময় [উক্ত প্রাণী খাওয়া] হচ্ছে হারাম। আর ভুলক্রমে ছেড়ে দেওয়াবস্থায় হচ্ছে হালাল।

দলিল : দাউদ যাহিরী (র.) প্রমুখ দলিল পেশ করেন কুরআনের আয়াত দ্বারা– وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [অর্থাৎ এবং তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি।]

তাই এখানে শুধু আল্লাহ তা'আলার নাম না নেওয়ার ভিত্তিতে খাওয়ার প্রতি বাধা এসেছে, স্বেচ্ছায় কিংবা ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার কোনো শর্তারূপ করা হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্যরা দলিল পেশ করে থাকেন যে, কুরআনে করীম এবং হাদীসসমূহের মধ্যে আল্লাহর নাম উল্লেখের যে হুকুম রয়েছে তা হচ্ছে ব্যাপক। এতে বিসমিল্লাহ মুখ দ্বারা উচ্চারণ হোক কিংবা অন্তর দ্বারা। অন্তরের উচ্চারণ নিয়ত দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন জবাই করার উদ্দেশ্য হয় অথবা শিকার করার উদ্দেশ্যে কুকুর, বাজ পাখি কিংবা তীর নিক্ষেপ করল তখন আল্লাহর নাম নেওয়া বাস্তবায়িত হয়ে গেল। বিধায় মুখ দ্বারা বিসমিল্লাহ পড়া আবশ্যক নয়।

ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী (র.) দলিল পেশ করে থাকেন যে, এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়াকে ফিস্ক বলা হয়েছে আর প্রকাশ্য কথা হলো যে, ফিস্ক বাস্তবায়িত হয় স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন। অতএব, স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন না খাওয়ার নির্দেশ হবে। আর ভুলক্রমে ছেড়ে দেওয়া এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এ উম্মতের ভুলকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার পর্যায়ে রাখা হয়েছে– قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ [অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ভুলবতশত গুনাহকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।] এছাড়া মানুষ হচ্ছে অত্যধিক বিস্মৃতিকারী। আর বিশেষত জবাইয়ের মুহূর্তে অন্তরে ভয়ভীতি হয়ে থাকে। আর এমতাবস্থায় ভুলত্রুটি অধিক হয়ে থাকে। তাই এ পরিস্থিতিতে যদি জবাইকৃত প্রাণীকে হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। আর এটা আমাদের থেকে দূরীভূত করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) উভয় প্রকারের প্রমাণাদিকে সামনে রেখে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন [অর্থাৎ বলেছেন যে,] স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিলে হারাম হবে এবং ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে হারাম হবে না।

জবাব : আহলে যাওয়াহির যে আয়াতের এতলাক দ্বারা দলিল পেশ করেছেন আমরা এর জবাবে বলে থাকি যে, আয়াতের মধ্যে "وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ" -এর শব্দ স্বেচ্ছার শর্তের উপর দালালত করে থাকে। যেমন আমরা বলে এসেছি। এমনিভাবে رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخ দ্বারা স্বেচ্ছায় শর্তারূপ করা আবশ্যক। অন্যথায় হাদীস এবং কুরআনের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

মোটকথা, শিকারি কুকুর কিংবা অন্য কোনো জানোয়ারকে বিসমিল্লাহ বলে শিকার ধরার জন্য ছেড়ে দিলে ধরার পর শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েজ। কেননা তখন সে মৃত্যুকে জবাই -এর মৃত্যু বলে গণ্য হবে। আর যদি কুকুর নিজে নিজে শিকার ধরে আনে এবং জবাই করার আগে তা মরে যায়, এমন শিকার খাওয়া জায়েজ নেই।

وَعَنْهُ ^٣٨٨٨^ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ اِنَّا نَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهٖ فَقَتَلَ فَاِنَّهٗ وَقِيْذٌ فَلَا تَاْكُلْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৮৮. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো [শিকারের প্রতি] ছেড়ে থাকি। [সুতরাং এ ব্যাপারে কি হুকুম?] তিনি বললেন, যদি কুকুরগুলো শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, তবে তা খেতে পার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যদি তারা শিকারকে মেরে ফেলে তবুও? তিনি বললেন, যদিও তারা মেরে ফেলে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা তো [কখনো কখনো তীর-বর্শার ফলক নিক্ষেপ [করেও শিকার] করি। [তার হুকুম কি?] তিনি বললেন, যা তার ধারে ক্ষত করে সেটা খাও। আর যা তীরের চোট লেগে মরে যায় তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَلْبٌ مُعَلَّمٌ **বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর** : ক. কোনো শিকারের প্রতি ছেড়ে দিলে অমনিই আক্রমণ করে। খ. ছুটার পথে থামতে বললে অমনিই থেমে যায়। গ. শিকার ধরে নিজে তার কিছুই খায় না। এভাবে তিনবার পরীক্ষা করার পর উল্লিখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে সেই কুকুরকে মুআল্লাম বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলা হয়। তার ধৃত শিকার খাওয়া হালাল।

مِعْرَاضٌ : ঐ তীর যা عَرْضًا [প্রশস্তাকারে] যেয়ে শিকারে উপর লেগে থাকে; ধারালো অংশের দিক থেকে লাগে না। আর ভারী কাঠ অথবা লাঠি যার মাথায় কোনো কোনো সময় লোহাও হয়ে থাকে।

ইমাম আওযায়ী এবং মাকহুল এবং সিরিয়ার ফুকাহাদের মতে তীর, লাঠি, অথবা ভারী কাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে যদি শিকার করে আর যেভাবেই নিক্ষেপ করা হোক عَرْضًا [প্রশস্তাকারে] নিক্ষিপ্ত হোক কিংবা طُوْلًا [দৈর্ঘতাকারে] নিক্ষিপ্ত হোক, আহত করুক কিংবা নাই করুক শিকারকৃত প্রাণী হালাল হবে। এমনিভাবে বন্দুক দ্বারা শিকারকৃত প্রাণী হালাল হবে।

কিন্তু জুমহুর চার ইমামের (র.) মতে مِعْرَاضٌ দ্বারা শিকার কৃত প্রাণী যদি ধারালো সাইটের আঘাতে মারা যায় তাহলে হালাল হবে। আর যদি প্রশস্ত সাইটের আঘাতের চাপে মারা যায় তাহলে হালাল হবে না।

দলীল : ইমাম আওযায়ী ও অন্যান্যরা দলিল পেশ করে থাকেন কুরআনে করীম এবং উপরিউক্ত হাদীসের كُلُوْا مَا اَمْسَكْنَ বাক্যের দ্বারা এভাবে যে, এখানে আহত করে রক্ত প্রবাহের শর্তারূপ করা হয়নি, শুধুমাত্র ধরার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিধায় আহত ব্যতীতই হালাল হবে। জমহুর দলিল পেশ করে থাকেন ঐ আদী ইবনে হাতেমের হাদীসে উল্লিখিত مَا خَزَقَ শব্দের মাধ্যমে যে, এর মধ্যে আহতের শর্ত রয়েছে। যদি শিকারকৃত প্রাণীর শরীরের জখম গভীর হয়ে যায় তাহলে খাওয়ার নির্দেশ রয়েছে- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهٖ فَقَتَلَ فَاِنَّهٗ وَقِيْذٌ فَلَا تَاْكُلْ . -এর দ্বারা স্পষ্টভাবে وَقِيْذٌ -এর হারাম হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। আর وَقِيْذٌ বলা হয় জখম ব্যতীত চাপের মুখে মৃত্যুবরণকারী প্রাণীকে।

জবাব : ইমাম আওযায়ী (র.) প্রমুখ আয়াত ও হাদীসের শব্দ إِمْسَاكٌ দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে, এ শব্দের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শর্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুকুরটি মালিকের জন্য শিকার ধরবে নিজের খাওয়ার জন্য ধরবে না। এজন্যই তো শুধুমাত্র إِمْسَاكٌ -এর উপর ক্ষান্ত করা হয়নি; বরং عَلَيْكُمْ শব্দের বৃদ্ধিকরণ হয়েছে। আর হাদীসের মধ্যেও বৃদ্ধিকরণ রয়েছে যে, যদি কুকুরটি শিকারকৃত প্রাণীকে খেয়ে ফেলে, তাহলে হালাল হবে না কেননা এতে إِمْسَاكٌ عَلَيْكُمْ হয়নি। থাকল জখমিকরণ শর্ত কিনা এ শব্দের মধ্যে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। অন্যশব্দ خَزَقَ দ্বারা জখমের শর্ত লাগানো হয়েছে।

মোদ্দাকথা, إِمْسَاكٌ শব্দটি জখমের শর্তের বিরোধী নয় যা অন্য বাক্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, এর দ্বারা জখমি না হওয়ার উপর দলিল পেশ করা সঠিক নয়।

وَعَنْ ٣٨٨٩ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَبِكَلْبِى الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِىْ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اٰنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا وَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَمَا صِدْتَّ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَّ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَّ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكٰوتَهُ فَكُلْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আরজ করলাম, ইয়া নাবিয়াল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবদের [অর্থাৎ ইহুদি-নাসারাদের] এলাকায় বাস করি। সুতরাং আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি এবং এমন ভূমিতে বাস করি যেখানে শিকার পাওয়া যায়। আমি আমার তীর-ধনুক দ্বারা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারাও শিকার করি। অতএব, আমার জন্যে কোনটি [খাওয়া] সঠিক হবে? তিনি বললেন, আহলে কিতাবের পাত্র সম্পর্কে তুমি যা বললে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তখন আর তাতে খেয়ো না। আর যদি না পাও, তখন তাকে ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। আর তুমি তীর-ধনুক দ্বারা যা শিকার করলে, যদি ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে থাক, তবে তা খেতে পার। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি বিসমল্লিাহ পড়ে ছেড়ে থাক তবে তা খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি জবাই করার সুযোগ পাও, তখন তাকে [জবাই করে] খাও [অন্যথায় নয়]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ফকীহগণ বলেন, যে সমস্ত পাত্রে আহলে কিতাবগণ শূকরের মাংস পাকায় বা খায়, মদ রাখে বা পান করে, এমন পাত্র ধৌত করার পরও মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য যেসব পাত্রে সাধারণত ঐ সমস্ত নাপাক জিনিস ব্যবহার করা হয় না, ধৌত করে তা ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই।

وَعَنْهُ ٣٨٩٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَاَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৯০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ কর এবং তা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়, আর পরে তাকে পাও, তখন তা দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খেতে পার। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** খাদদ্রব্য দুর্গন্ধময় হওয়ার সাথে হারামের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়ার হুকুমটি মোস্তাহাব। আল্লামা নববী (র.) বলেন, দুর্গন্ধময় খাদ্য খেতে নিষেধ করার বিধানটি হারাম হিসেবে নয়; বরং মাকরূহে তানযীহী হিসেবে। কেননা এটা অনেক সময় স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়।

وَعَنْهُ ٣٨٩١ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِى الَّذِىْ يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلٰثٍ فَكُلْهُ مَالَمْ يُنْتِنْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৯১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি তিনদিন পর তার শিকার পায়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন, [যা তিন দিন পরে পাওয়া যায়] তা দুর্গন্ধময় না হলে খেতে পারে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٨٩٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هُنَا اَقْوَامًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَاْتُوْنَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِىْ اَيَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اَمْ لَا قَالَ اذْكُرُوْا اَنْتُمْ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُوْا - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৮৯২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক বাস করে শিরকের সাথে যাদের সময় নিকটবর্তী তারা অনেক সময় আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, [জবাই করার সময়] তারা তাতে বিসমিল্লাহ পড়ে কিনা। তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম নাও এবং খাও। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উপরিউক্ত হাদীসের মর্ম এই নয় যে, যদি 'জবাইয়ের সময়' বিসমিল্লাহ না পড়া হয়, তাহলে খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়ার দরুন হালাল হয়ে যাবে; বরং উক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে যে, যদি জবাইকারী ব্যক্তি এমন হয় যার জবাইকৃত প্রাণী হালাল, তাহলে কোনো তত্ত্ব তালাশ ব্যতীত মুসলমানের উপর ভালো ধারণার ভিত্তিতে বিসমিল্লাহ পড়ে খেয়ে নাও। কেননা শরিয়ত দলিল ব্যতীত শুধুমাত্র অবকাশাদির কোনো ধর্তব্য করে না।

হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন যে, রাসূল ﷺ অন্তরের কুচিন্তা, শঙ্কা দূরীভূত করার নিমিত্তে একথা ইরশাদ করেছেন। যেমন ইতঃপূর্বে অনেক মাসআলা সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেব (র.) এমনই বলেছেন।

وَعَنْ ٣٨٩٣ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ هَلْ خَصَّكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِىْ قِرَابِ سَيْفِىْ هٰذَا فَاَخْرَجَ صَحِيْفَةً فِيْهَا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهٗ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ তোফায়েল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাদেরকে [অর্থাৎ আহলে বায়তকে] স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি [রাসূল ﷺ] এমন কোনো বিষয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র রাখেননি, যাতে অন্যান্য লোকেরা তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে আমার তলোয়ারের এ খাপের ভিতরে যা আছে। অতঃপর তিনি খাপের ভিতরে হতে এক খণ্ড লিখিত কাগজ বের করলেন, তাতে লিখা ছিল, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে। আর সেই ব্যক্তির উপরও আল্লাহর লানত যে জমিনের সীমানা চুরি করে। অপর এক রেওয়ায়েত আছে, যে জমিনের সীমান পরিবর্তন করে। আল্লাহর লানত সেই ব্যক্তির উপর, যে নিজের পিতাকে অভিসম্পাত দেয় এবং আল্লাহর লানত সেই ব্যক্তির উপর, যে কোনো বিদআতিকে আশ্রয় দেয়। −[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٨٩٤ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكَ عَنْهُ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبْشِ وَاَصَبْنَا نَهْبَ اِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْاِبِلِ اَوَابِدُ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْا بِهٖ هٰكَذَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৯৪. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামী কাল আমারা শত্রুর মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের সাথে কোনো ছুরি নাই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছিলকা দ্বারা জবাই করতে পারব? তিনি বললেন, যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তা খেতে পার। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা জবাই করবে না। এ সম্পর্কে আমি তোমাকে অবহিত করতেছি। বস্তুত দাঁত হলো হাড়বিশেষ [তাতে ধার নেই], আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি [অর্থাৎ তারা নখ দ্বারা জবাই করে]। [বর্ণনাকারী বলেন, [এক সময় গনিমতের মালে কিছু সংখ্যক উট ও বকরি আমাদের হাতে আসে এবং তা হতে একটি উট পালিয়ে যায়। অমনি এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, ফলে তাকে আটক করে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সমস্ত উটগুলোর মধ্যেও পলায়মান বন্য পশুর মতো পলায়মান পশু রয়েছে, সুতরাং যখন এদের কোনো একটি তোমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখন তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাঁত এবং নখ যদি غَيْر مَنْزُوْع [উৎপাটনহীন] হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মতে এ উভয় জিনিসের দ্বারা জবাই করা জায়েজ নয় এবং এ উভয় জিনিস দ্বারা জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। আর যদি مَنْزُوْع [উৎপাটিত] হয়ে থাকে তবুও ইমাম শাফেয়ীর মতে এ উভয় জিনিসের দ্বারা জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। আহনাফের মতে مَنْزُوْع [উৎপাটিত] দাঁত এবং নখ দ্বারা জবাই করা জায়েজ এবং [এ উভয় জিনিসের দ্বারা] জবাইকৃত পশু হালাল

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত হাদীসের এতগুলোকের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। এভাবে যে, উক্ত হাদীস দাঁত ও নখ مَنْزُوْع [উৎপাটিত] এবং غَيْر مَنْزُوْع [উৎপাটিতহীন] উভয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান করা হয়নি। বিধায় সাধারণত ও দাঁত এবং নখের মাধ্যমে জবাই করার দরুন হালাল হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) আদী ইবনে হাতেম (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যার মধ্যে রয়েছে–

(إِنْهَرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَافْرِ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ (نَسَائِيْ) [অর্থাৎ রক্ত প্রবাহ কর যা দ্বারা ইচ্ছা কর এবং রগগুলো কর্তন কর যা দ্বারা ইচ্ছা কর।]

তাই উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে مَا শব্দটি হচ্ছে ব্যাপক অর্থে যে কোনো জিনিস দ্বারা আহত করে রক্ত প্রবাহিত করে দিয়ে জবাই করার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং مَنْزُوْع দাঁত এবং নখও পথরের ন্যায় হচ্ছে ধারালো বিধায় এর দ্বারা জবাই করা জায়েজ হবে। আর غَيْر مَنْزُوْع দ্বারা জবাই করা তার ওজনের দ্বারা জবাই হয় তীক্ষ্ণতার দ্বারা নয় বিধায় এটা গলা চেপে হত্যার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতএব, এ পরিপ্রেক্ষিতে غَيْر مَنْزُوْع -এর দ্বারা জবাই করা হচ্ছে হারাম।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হচ্ছে, হাদীসে দাঁত এবং নখ দ্বারা غَيْر مَنْزُوْع দাঁত এবং নখ উদ্দেশ্য। সুতরাং দাঁত এবং নখ দ্বারা غَيْر مَنْزُوْع দাঁত এবং নখ উদ্দেশ্য। সুতরাং এ হাদীসের শেষাংশে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, এটা হচ্ছে হাবশী কাফেরদের ছুরি। আর হাবশী কাফেরদের অভ্যাস ছিল তারা غَيْر مَنْزُوْع দাঁত এবং নখ দ্বারা জবাই করে থাকত।

অতএব, এর দ্বারা مَنْزُوْع দাঁত এবং নখ দ্বারা জবাই এর উপর দলিল পেশ করা ঠিক হবে না।

কিন্তু আহনাফের মতেও এ ধরনের জাবই করা হারাম এজন্য যে, এর দ্বারা জবাইকৃত পশুর অধিক কষ্ট হয় থাকে। অন্য দিকে এটা হচ্ছে মানুষের শরীরের একটি অংশ একে ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এছাড়া দাঁত হচ্ছে হাড্ডি আর এটা হলো জিন জাতির খাদ্য একে রক্ত দ্বারা সিক্ত, মলিন করা সঠিক নয়। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বারা জবাই হচ্ছে মাকরূহ।

অতঃপর উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে অপর আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে [আর মাআলাটি হচ্ছে] যে, উটও কখনো কখনো বন্য পশুদের ন্যায় পলায়ন করে থাকে, তাই একেও ذَبْح اِضْطِرَارِيْ [অর্থাৎ শরীরের যে কোনো অংশে কোনো অস্ত্র দ্বারা প্রবহমান রক্তকে বের করে দেওয়া] যথেষ্ট। আর উটের মধ্যে পলায়নের অভ্যাস বেশি বিধায় উটকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নতুবা সব ধরনের পশুর হুকুম হচ্ছে এই। দৃষ্টান্তমূলক যেমন– ছাগল, মহিষ, মুরগি যদি পলায়ন করে আর কোনো মতেই ধরা না যায় তাহলে তাকে কোনো অস্ত্র দ্বারা শরীরের যে কোনো অংশে আহত করে রক্ত প্রবাহ করে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। [এ অবস্থায় যদি মারা যায় তবুও খাওয়া জায়েজ হবে।]

٣٨٩٥ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تَرْعٰى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮৯৫. **অনুবাদ :** হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত যে, তার এক পাল বকরি ছিল, যা সালা' পাহাড়িতে চরত। এক সময় আমাদের এক দাসী দেখতে পেল যে, আমাদের পালের একটি বকরি মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন সে একখণ্ড পাথর ভেঙ্গে নিল এবং তার দ্বারা বকরিটিকে জবাই করে দিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলারাও জবাই করতে পারে।

٣٨٩٦ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهٗ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৯৬. **অনুবাদ :** হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে [কেসাস ইত্যাদিতে] হত্যা করবে, তখন তাকে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। আর যখন কোনো প্রাণীকে জবাই করবে, তখন তাকে উত্তমরূপেই জবাই করবে। তোমরা অবশ্যই ছুরি ধার দিয়ে নেবে এবং জবাইকৃত পশুকে শান্তি দেবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করা মোস্তাহাব। وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهٗ বাক্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জবাই করার পর পূর্ণভাবে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা নিষেধ।

٣٨٩٧ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى اَنْ تُصْبَرَ بَهِيْمَةٌ اَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো জানোয়ার বা অন্য কোনো প্রাণীকে হত্য করার জন্য আবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করতেন।
–[বুখারী ও মুসলিম]

٣٨٩٨ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৮৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এমন ব্যক্তির উপর লানত করেছেন, যে কোনো জানদার প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : غَرَضًا অর্থ– দূর হতে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে চাঁদমারি করা। এতে প্রাণীর অহেতুক কষ্ট হয়। তাই এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

٣٨٩٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৯৯. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী ক রীম ﷺ বলেছেন, যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, তোমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু করো না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম নববী (র.) বলেছেন, এরূপে তীর ছুড়ে হত্যা করা হারাম।

٣٩٠٠ وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯০০. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [কোনো পশুর] মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং চেহারায় দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে পশুদেরকে দাগ লাগানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ছাড়া এর উপর অভিশাপও এসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে আগত হযরত আনাস (রা.) -এর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ উটের উপর দাগ লাগাতেন। অতএব, উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। তাই এর বিভিন্ন জবাব প্রদান করা হয়েছে।

১. কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন যে, পশুর চেহারায়, মুখমণ্ডলে দাগ লাগানোর উপর নিষেধাজ্ঞা এবং অভিশাপ এসেছে। অন্যান্য অঙ্গের উপর লাগানোর দরুন নয়। আর রাসূল ﷺ অন্যান্য অঙ্গের উপর দাগ লাগিয়ে থাকতেন।

২. জবাব হচ্ছে যে, প্রয়োজন ব্যতীত দাগ লাগানোতে নিষেধাজ্ঞা এবং অভিশাপ রয়েছে। পক্ষান্তরে চিহ্ন এবং [অন্য পশু থেকে] পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দাগ লাগিয়ে থাকতেন। (هٰكَذَا قَالَ فِى الْمِرْقَاةِ)

মানুষের উপর দাগ লাগানোর ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা রয়েছে।

কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা নিষেধ বলে বুঝে আসে। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা অনুমতি রয়েছে বলে বুঝে আসে। সুতরাং রাসূল ﷺ উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে দাগ লাগিয়েছেন এমনিভাবে সা'দ ইবনে মু'আয এবং আসআদ ইবনে যুরারা (রা.) -কে দাগ লাগানোর উপর অনুমতি প্রদান করেছেন এবং কেউ কেউ এ ব্যাপারে বাধ্য প্রদান করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রয়োজন বসত জায়েজ এবং প্রয়োজন ব্যতীত নাজায়েজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[তবে এক্ষেত্রে] সবচেয়ে সঠিক উক্তি হচ্ছে যে, যদি কোনো মুসলমান সত্য ও ন্যায়পরায়ণ বিজ্ঞ ডাক্তার বলে যে দাগ লাগানোর মধ্যে সুস্থতা রয়েছে, তাহলে জায়েজ। অন্যথা মাকরূহে তাহরীমী।

পশুর মুখমণ্ডলে দাগ দিলে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা লানত করেন, কাজেই এটা করা হারাম। গরু ও উট ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য বা চিহ্ন রাখার প্রয়োজন চেহারা ব্যতীত অন্য স্থানে দাগ দেওয়ান জায়েজ আছে।

٣٩٠١ - وَعَنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِىْ وَجْهِهٖ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِىْ وَسَمَهٗ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯০১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট দিয়ে একটি গাধা গমনকালে তিনি দেখলেন, তার মুখমণ্ডলে দাগ দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যে তার মুখণ্ডলে দাগ দিয়েছে। –[মুসলিম]

٣٩٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ غَدَوْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهٗ فَوَافَيْتُهٗ فِىْ يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯০২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ভোরে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ তালহাকে মিষ্টি মুখ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে নিয়ে আসলাম। তখন আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তাঁর হাতে ছিল এক খানা দাগ লাগানোর যন্ত্র। তা দ্বারা তিনি সদসা-জাকাতের উটগুলোকে দাগ দিচ্ছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবজাত শিশুর মিষ্টি মুখ করানোর কাজকে বুঝানোর জন্য হাদীসে তাহনীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, কোনো নবজাত শিশুর পেটে অন্য কোনো জিনিস যাওয়ার পূর্বে কোনো বিশেষ বুজুর্গ ব্যক্তির লালামিশ্রিত খোরমা, মধু কিংবা অন্য কোনো মিষ্টি জাতীয় বস্তু চিবিয়ে নবজাতকের মুখে বরকতের উদ্দেশ্যে রাখা। তবে খোরমা হওয়াই উত্তম।

٣٩٠٣ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِىْ مِرْبَدٍ فَرَأَيْتُهٗ يَسِمُ شَاءً حَسِبْتُهٗ قَالَ فِىْ اٰذَانِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯০৩. অনুবাদ : হিশাম ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট গেলাম, তখন তিনি পশুর আস্তাবলে ছিলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি ছাগ-বকরিগুলোকে দাগ দিচ্ছেন। [হিশাম বলেন,] আমার ধারণা, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ সেই পশুগুলোর কানের মধ্যেই দাগ দিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদির কানে এবং গরু, মহিষ ও উট ইত্যাদির লেজ বা পাছার মধ্যে দাগ লাগানো হতো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٩٠٤ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اَحَدَنَا اَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّيْنٌ اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَاءِ فَقَالَ اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَ شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৯০৪. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বলেন, যদি আমাদের কেউ শিকার পায় আর তার সঙ্গে ছুরি না থাকে, তখন সে হাল্কা ধরনের পাথর কিংবা ধারালো কোনো কাঠ দ্বারা তাকে জবাই করতে পারবে কি? তিনি বললেন, যে কোনো জিনিস দ্বারাই চাও রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং [জবাইয়ের সময়] আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।

–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٣٩٠٥ اَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَكُوْنُ الذَّكٰوةُ اِلَّا فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ فَقَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِىْ فَخِذِهَا لَاَجْزَاءَ عَنْكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا ذَكٰوةُ الْمُتَرَدِّىْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا فِى الضَّرُوْرَةِ)

৩৯০৫. অনুবাদ : হযরত আবুল উশারা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গলা ও গ্রীবা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কি জাবই করা যায় না? তিনি বললেন, যদি তুমি তার উরুর মধ্যেও ক্ষত করে দাও, তাও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। –তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তবে আবূ দাউদ বলেছেন, এটা ঐ জানোয়ারের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যা নিচে কোনো খাদে পড়ে গিয়েছে। আর তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা অস্বাভাবিক অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে জবাই করার বিধান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জবাই দু প্রকার, একটি হলো স্বাভাবিক নিয়মে জবাই করা। তাতে গলা ও গ্রীবা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে জবাই করলে জায়েজ বা হালাল হবে না। আর দ্বিতীয়টি হলো, অস্বাভাবিক অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে জবাই করা। তাতে পশুর শরীরের যে কোনো স্থান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে দিলেই চলবে। ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমীযী হাদীসের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় প্রকারের জবাইয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

وَعَنْ ٣٩٠٦ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ اَوْ بَازٍ ثُمَّ اَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلَ قَالَ اِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯০৬. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যেই কুকুর অথবা বাজ পাখি -কে শিকার ধরার জন্য তুমি শিক্ষা প্রদান করেছ, অতঃপর [শিকার ধরার জন্য] তুমি তাকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিয়েছ, যদি সে শিকারটিকে তোমার জন্য ধরে রাখে [নিজে তার কিছুই না খায়], তখন তুমি তা খেতে পার। [বর্ণনাকারী বলেন,] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে শিকারটিকে মেরে ফেলে [তবুও কি তা খেতে পারব]? তিনি বললেন, যখন সে শিকারটিকে মেরে ফেলেছে এবং তার কিছুই খায়নি [তখন তুমি তা খেতে পার]। কেননা [তার আচরণ হতে বুঝা যাচ্ছে যে,] সে তা তোমার জন্যই ধরেছে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুকুর ও পাখি ইত্যাদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত এক ও অভিন্ন। এটাই জমহুর ওলামাদের অভিমত।

وَعَنْهُ ٣٩٠٧ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْمِى الصَّيْدَ فَاَجِدُ فِيْهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِىْ قَالَ اِذَا عَلِمْتَ اَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ اَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯০৭. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোনো শিকারের প্রতি তীর ছুঁড়ি এবং পরের দিন আমার তীরসহ শিকারটিকে পাই। [এমতাবস্থায় তার হুকুম কি?] তিনি বললেন, যদি তোমার এ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তোমার তীরই তাকে মেরেছে এবং অন্য কোনো হিংস্র জানোয়ারের দ্বারা আঘাতের চিহ্ন তাতে না দেখ, তখন তুমি তা খেতে পার। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٩٠٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৯০৮. অনুবাবদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মজূসীর কুকুরের শিকারকৃত জানেয়ার খেতে নিষেধ করা হয়েছে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাফের তথা যার জবাই করা হালাল নয়, তার প্রেরিত শিকারি জানেয়ারের দ্বারা মৃত শিকার খাওয়াও হালাল নয়।

وَعَنْ ٣٩٠٩ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৯০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ভ্রাম্যমাণ লোক। প্রায়শ ইহুদি, নাসারা এবং মজূসীদের জনপদ দিয়ে যেতে হয়, তখন আমরা তাদের বাসন-কোষণ ব্যতীত অন্য কিছু পাই না। তিনি বললেন, যদি তোমরা তাদের পাত্র ব্যতীত অন্য কোনো পাত্র না পাও, তখন তাকে খুব উত্তমরূপে পানি দ্বারা ধৌত করে নাও। অতঃপর তাতে খাও এবং পান কর। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٩١٠ قُبَيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ سَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا اَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِىْ صَدْرِكَ شَىْءٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯১০. অনুবাদ : কাবীসা ইবনে হোলব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে নাসারাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, এমন কিছু খাদ্য আছে যাতে আমি সংকোচ বোধ করি। উত্তরে তিনি বললেন, খাদ্যের ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোনো প্রকারের দ্বিধা-সংকোচ থাকা উচিত নয়, অন্যথা তুমি এতে নাসারাদের সদৃশ হয়ে যাবে। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খাদ্যদ্রব্য হলো একটি মোবাহ জিনিস। সুতরাং অহেতুক তার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। উপরন্তু এটা নাসারাদেরই রীতি। মূলত আহলে কিতাবদের হালাল বস্তুগুলো আমাদের জন্যও হালাল। প্রশ্নকারী লোকটি ছিলেন হযরত আদী ইবনে হাতেম। ইসলামের পূর্বে তিনি ছিলেন নাসারা ধর্মাবলম্বী।

وَعَنْ ٣٩١١ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِىَ الَّتِىْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩৯১১. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুজাছ্ছামা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো, পশু বা পাখিকে বেঁধে দূর হতে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٣٩١٢ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ وَاَنْ تُوْطَاَ الْحُبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِىْ بُطُوْنِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى سُئِلَ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَالَ اَنْ يُّنْصَبَ الطَّيْرُ اَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمٰى وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيْسَةِ فَقَالَ الذِّئْبُ وَالسَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمُوْتُ فِىْ يَدِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّذَكِّيَهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৩৯১২. অনুবাদ : হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিন সর্বপ্রকার তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তু, নখ ও থাবা দ্বারা শিকারি পাখি, গৃহপালিত গাধার গোশ্ত এবং মুজাসসামা ও খালীসা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি গর্ভবতী (দাসী)-এর সাথে তাদের গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করতেও নিষেধ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আবূ আসেমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুজাস্সামা কি? তিনি বললেন, পাখি অথবা অন্য কোনো প্রাণীকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা। আর খালীসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, বাঘ অথবা হিংস্র পশু হতে যে ধৃত জন্তু কোনো ব্যক্তি ছিনিয়ে নেয়; কিন্তু জবাই করার পূর্বেই তা তার হাতের মধ্যে মারা যায়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : نَابٌ হচ্ছে ধারালো তীক্ষ্ণ দাঁতের নাম যার দ্বারা ফাড়া-চিরার কাজ হয়ে থাকে। আর এটা রাবায়িয়্যাত দাঁতের পার্শ্বে হয়ে থাকে এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে– نَهٰى عَنْ اَكْلِ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ وَكُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ [অর্থাৎ রাসূল ﷺ নখর, পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি এবং তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।] তাই مِنَ السِّبَاعِ শব্দের সম্পর্ক উভয়ের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ পাখিসমূহের মধ্যে পাঞ্জাবিশিষ্ট চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী হলে তা খাওয়া হারাম বিধায় শুধু পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখিই হারাম হবে না। এমনিভাবে তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু যা চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী হয় তা হারাম হবে শুধুমাত্র তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হলেই হারাম হবে না।

সারকথা হচ্ছে, পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি এবং চতুষ্পদ জন্তু উভয় প্রকারের মধ্য হতে চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী প্রাণীই হারাম হবে। পক্ষান্তরে পাঞ্জা আছে ঠিক কিন্তু চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী নয় তাহলে হারাম হবে না।

হিদায়া গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, হিংস্র বলতে ঐসব প্রাণী বুঝানো উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে পাঁচটি দোষ বিদ্যমান রয়েছে− ১. হামলা করা, আক্রমণ করা। ২. হত্যা করা। ৩. ছিনিয়ে নেওয়া। ৪. ধ্বংস করা। ৫. আহত করা।
আর এসবকে হারাম বলে আখ্যায়িত করার রহস্য হচ্ছে, এর প্রভাবে মানুষের মধ্যে যেন এ ধরনের দোষ জন্ম না নেয়। কেননা চরিত্রের মধ্যে খাদ্যের শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে।

وَعَنْ ٣٩١٣ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيْسٰى هِيَ الذَّبِيْحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتّٰى تَمُوْتَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শারীতাতে শয়তান হতে নিষেধ করেছেন। [বর্ণনাকারী] ইবনে ঈসা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, [তার অর্থ হলো,] কোনো প্রাণীকে এমনভাবে জবাই করা যে, তার শুধু চামড়া কাটা হয়, কিন্তু তার রগ বা শিরা না কেটে এমনিই ফেলে রাখা হয়, অবশেষে এ অবস্থায় তা মরে যায়। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে জবাই -এর মধ্যে নির্দিষ্ট শিরা-উপশিরাগুলো কাটা হয় না তাকে শরীতাতে শয়তান বলা হয়। জাহিলি যুগের লোকেরা শয়তানের প্ররোচনায় পশুকে এভাবে হত্যা করত তাই এটাকে শয়তানের দিকে সংযোজন করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩١٤ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَكٰوةُ الْجَنِيْنِ ذَكٰوةُ أُمِّهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ)

৩৯১৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মায়ের জবাই পেটের ভিতরের বাচ্চার জবাই। −[আবূ দাউদ, দারেমী আর তিরমিযী আবূ সাঈদ হতে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের পেটের ভিতরে থাকা অবস্থায় বাচ্চাকে বলা হয় জানীন। মাকে জবাই করার পর পেটের বাচ্চাটিকে জীবিত পাওয়া গেলে তাকে জবাই করে খাওয়া হালাল। কিন্তু যদি বাচ্চাটি মরে যায় কিংবা জবাই করা না হয়, তখন তা খাওয়া জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) বলেন, গাভী জবাই করার পর যদি বাচ্চাটি মৃত বের হয় এবং তার শরীরের গঠন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তখন তা খাওয়া হালাল হবে। তাঁরা উক্ত হাদীসের অর্থ করেন, মায়ের জবাই দ্বারা বাচ্চারাও জবাই হয়ে যায়। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম যুফার (র.) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন, মৃত জানীন খাওয়া জায়েজ নেই, তবে জীবিত পাওয়া গেলে জবাই করতে হবে। তাঁরা হাদীসটির অর্থ করেন, গাভীটিকে যেভাবে জবাই করা হয়েছে, জীবিত জানীনকেও অনুরূপভাবে জবাই করতে হবে।

وَعَنْ ٣٩١٥ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِيْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ أَنُلْقِيْهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوْهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكٰوتَهُ ذَكٰوةُ أُمِّهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৯১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উষ্ট্রী, গাভী এবং বকরি জবাই করে কোনো সময় তাদের পেটের ভিতরে বাচ্চা পাই। এখন আমরা কি তাকে ফেলে দেব, নাকি খেতে পারব? তিনি বলেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমরা তাকে খেতে পার। কেননা, তার জবাই মায়ের জবাইয়ের অনুরূপ। −[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত শায়খ আবুল হক দেহলভী (র.) বলেছেন, হযরত জাবের ও আব ... খুদরী (রা.) হতে উক্ত প্রসঙ্গে বর্ণিত সব কয়টি হাদীসের সনদ দুর্বল ও অসমর্থিত।

وَعَنْ ٣٩١٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَاَلَهُ اللّٰهُ عَنْ قَتْلِهٖ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ اَنْ يَذْبَحَهَا فَيَاْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِيْ بِهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৯১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখি বধ করবে, [কিয়ামতের দিন] আল্লাহ তা'আলা তাকে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। [তা হত্যার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।] জিজ্ঞাসা করা হলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার হক কি? তিনি বললেন, তাকে জবাই করে খাবে এবং তার মাথা কেটে ফেলে দেবে না। –[আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

وَعَنْ ٣٩١٧ اَبِيْ وَاقِدٍ نِ اللَّيْثِيِّ (رض) قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَجُبُّوْنَ اَسْنِمَةَ الْاِبِلِ وَيَقْطَعُوْنَ اَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُوْكَلُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ ওয়াকিদ লাইছী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদিনায় আগমন করলেন। তখন মদিনাবাসীরা জীবিত উটের কুঁজ এবং দুম্বার পাছার বাড়তি গোশ্‌ত কেটে খেত। তখন তিনি বললেন, জীবিত জানোয়ার হতে যা কেটে নেওয়া হয় তা মৃত, তা খাওয়া যাবে না।

–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি প্রথমে মাংস কাটা হয় এবং পরে উক্ত জানোয়ারকে জবাই করা হয়। অনুরূপভাবে শিকারের কোনো অংশ তীরের আঘাতে পৃথক হয়ে গেলে পরে শিকারটি মরে গেলে উভয় অবস্থায় পৃথককৃত মাংস খাওয়া হারাম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩١٨ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ اُحُدٍ فَرَاى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ فَاَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ فِى لَبَّتِهَا حَتّٰى اَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ اَخْبَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَالِكٌ) وَفِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ فَذَكَّهَا بِشِظَاظٍ -

৩৯১৮. অনুবাদ : হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বনী হারেছা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, সে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে কোনো এক সমভূমিতে তার প্রসবাসন্ন উষ্ট্রী চরাচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখতে পেল, উষ্ট্রীটি প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পৌছেছে। কিন্তু তাকে জবাই করার জন্য কিছুই না পেয়ে সে একটি পেরক নিল এবং তা দ্বারা তার গলদেশ ফুঁড়িয়ে দিল। ফলে তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবহিত করলে তিনি তাকে তা খাবার আদেশ দিলেন। −[আবূ দাউদ ও মালেক] অবশ্য মালেকের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, বর্ণনাকারী বলেন, সে উষ্ট্রীকে একখানা ধারালো কাঠ দ্বারা জবাই করল।

٣٩١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْبَحْرِ اِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللّٰهُ لِبَنِىْ اٰدَمَ - (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ)

৩৯১৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সামুদ্রিক প্রাণী [যেগুলো খাওয়া হালাল] সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানের জন্য জবাই করেছেন। −[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সামুদ্রিক হালাল প্রাণী, যেমন মাছ, জবাই ব্যতীতই তা খাওয়া হলাল। মাছ ছাড়া সামুদ্রিক কোনো প্রাণীই হানাফী মাযহাব মতে খাওয়া জায়েজ নেই।

بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ
পরিচ্ছেদ : কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা

কোন প্রকারের কুকুর পোষা জায়েজ আর কোন প্রকারের জায়েজ নেই, এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসমূহ বর্ণনা করা হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

٣٩٢٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ ضَارٍ نُقِصَ مِنْ عَمَلِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯২০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে গবাদিপশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারি কুকুর ছাড়া অন্য কোনো কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : كَلْبِ مَاشِيَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহারাদানকারী কুকুর এবং كلب ضار দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ কুকুর যে কুকুর শিকারে অভ্যস্ত এবং লোভী হয়ে থাকে। অতঃপর আমলে হ্রাসের কারণ হচ্ছে যে, এমন ব্যক্তির ঘরে রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। অথবা ঐ কুকুরের দরুন পার্থিব লোকদের কষ্ট হয়ে থাকে। অথবা এজন্য যে, কোনো কোনো কুকুরকে হাদীসের মধ্যে শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা মালিকের সামান্যতম উদাসীনতার সুযোগে পবিত্র পাত্রে মুখ দিয়ে অপবিত্র করে ফেলে।

অতঃপর আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, আমলে হ্রাসের বর্ণনা দ্বারা বুঝে আসে যে, প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পোষা হারাম নয়। আর এ আমল হ্রাস বিগত সময়ের আমলের ক্ষেত্রে নয় বরং কুকুর পোষণ করার প্রাক্কালের আমলের প্রতিদান হ্রাস পাওয়া উদ্দেশ্য।

আর দু-কীরাত [আমলের ক্ষেত্রে] ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে–

১. রাত্রের আমল থেকে এক কীরাত এবং দিনের আমল থেকে এক কীরাত।

২. ফরজ আমল থেকে এক কীরাত এবং নফল আমলসমূহ হতে এক কীরাত।

অতঃপর কোনো কোনো বর্ণনাতে এক কীরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেছেন, কোনো কোনো রাবী দু-কীরাতের কথা উল্লেখ করেছেন এটা হচ্ছে আধিক্যকে প্রমাণকারী বিধায় এ রেওয়ায়তের ধর্তব্য হবে। অথবা অল্প ক্ষতি করার মধ্যে এক কীরাত কম হবে। আর অধিক ক্ষতি করার মধ্যে প্রতিদিন দু-কীরাত কম হবে।

অথবা মক্কা মদিনাতে কুকুর পোষণে দু'কীরাত কম হবে। আর অন্যান্য শহরসমূহে কুকুর পোষণে এক কীরাত কম হবে। (هٰكَذَا قَالَ فِى الْمِرْقَاةِ)

ইমামুল হারামাইন (র.) বলেছেন যে, রাসূল ﷺ প্রথমে সব ধরনের কুকরকে হত্যা করার ব্যাপারে ব্যাপক নির্দেশ জারি করেছেন। অতঃপর শুধু কালো কুকুরকে নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে এ নির্দেশও রহিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন প্রয়োজন ব্যতীত কুকুরকে হত্যা জায়েজ নয়। কিন্তু দংশনকারী কুকুরকে হত্যা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

জ্ঞাতব্য : 'কীরাত' নিক্তির ওজনে একটি ক্ষুদ্রতম পরিমাণবিশেষ। তার যথাযথ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলাই জ্ঞাত। তবে কিয়ামতের দিন এক এক কীরাত উহুদ পাহাড় পরিমাণ ওজন হবে বলে অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٢١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ صَيْدٍ او زَرْعٍ اِنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গবাদিপশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারের জন্য নিয়োজিত অথবা খেত-খামারের ফসলাদি রক্ষণাবেক্ষণকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে কুকুর পালে, প্রতিদিন তার আমলের ছওয়াব হতে এক কেরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বের হাদীসে দু কীরাত হ্রাস পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আর এ হাদীসে এক কীরাত। কারণ কোনো কোনো কুকুর হয় অত্যন্ত হিংস্র ও ক্ষেপা। আবার কোনো কোনোটি হয় তুলনামূলকভাবে কম হিংস্র। এ হিসেবে আমল হ্রাসে কমবেশি হবে। অথবা স্থান-কাল পার্থক্য ভেদে তার মধ্যে তারতম্য হবে।

وَعَنْ ٣٩٢٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتّٰى اَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهٗ ثُمَّ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِى النُّقْطَتَيْنِ فَاِنَّهٗ شَيْطَانٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯২২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে [মদিনার] সমস্ত কুকুরগুলো মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফলে মফস্বল হতে যে মহিলাটি কুকুরসহ (নগরে) আগমন করত, আমরা তাকেও হত্যা করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল কুকুর বধ করতে নিষেধ করেন এবং বললেন, তোমরা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত কুকুর বধ কর, যেগুলো মিসকালো, দুই চোখের উপরিভাগে দুটি সাদা ফোঁটা চিহ্ন আছে। কেননা, তা শয়তান। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ শ্রেণির কুকুরগুলো হয় খুব বেশি হিংস্র ও দুষ্ট প্রকৃতির। তাই তাকে শয়তান বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٢٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كَلْبَ غَنَمٍ اَوْ مَاشِيَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯২৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ শিকারি কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা পাহারাদানকারী কুকুর অথবা গবাদিপশু পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্যান্য সব কুকুর বধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রথমে একপ্রকারের বিশেষ জানোয়ার পাহারাদানকারী কুকুরের উল্লেখ করে পড়ে সর্বপ্রকারের গবাদি পশুর পাহারায় নিয়োজিত কুকুরের কথা বলা হয়েছে। একে আরবি পরিভাষায় বলা হয়– عَامٌّ بَعْدَ الْخَاصِّ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُوْنَ كَلْبًا إِلَّا نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ.

৩৯২৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি কুকুরসমূহ [আল্লাহর সৃষ্ট] সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি সম্প্রদায় না হতো, তবে আমি সমুদয় কুকুর বধ করার নির্দেশ দিতাম। তবে যেগুলো মিসকালো তোমরা সেগুলো বধ কর। –[আবূ দাউদ ও দারেমী, আর তিরমিযী ও নাসায়ী এ কথাগুলো বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, যে পরিবারস্থ লোকেরা শিকারি কুকুর, খেত-খামার পাহারাদনকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কুকুর ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারের কুকুর পুষবে, তাদের আমল হতে প্রত্যহ এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এক সময় সমস্ত কুকুর বধ করার নির্দেশ থাকলেও পরে সেই বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। ফলে যেসব কুকুর দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা নেই, তা ঘোর কালো হলেও বধ করা নিষেধ। –[বাযলুল মাজহুদ]

٣٩٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯২৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশুদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাতে নিষেধ করেছেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'তাহরীম' অর্থ– ক্ষেপিয়ে তোলা। এক শ্রেণির লোকের মধ্যে এ প্রবণতা রয়েছে, যা অবোধ জন্তুর প্রতি নির্দয়তার পরিচায়ক। এজন্য শরিয়তে এটা হতে নিষেধ করা হয়েছে। –[লোগাতুল হাদীস]

بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ
পরিচ্ছেদ : যে [সমস্ত] প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٢٦ - عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَاَكْلُهُ حَرَامٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তীক্ষ্ণ দাঁতধারী যে কোনো হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম। -[মুসলিম]

٣٩٢٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯২৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোনো তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারাল পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

٣٩٢٨ - وَعَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ (رض) قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ ছা'লাবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার মাংস হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।
-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলশ্রুতি হতে জানা যায় যে, প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহে এবং স্বভাবে প্রতিফলন ঘটায়। সেহেতু মাংসাশী হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে গাধার মাংস দুই কারণে হারাম। প্রথমত তা মানুষের ভারবাহী ও সওয়ারির পশু। দ্বিতীয়ত তা হলো অতি নির্বোধ ও নিকৃষ্ট স্বভাবের পশু, যা মানব স্বভাবের পরিপন্থি। [আল-মাসালেহুল আকলিয়াহ]

٣٩٢٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَاَذِنَ فِىْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯২৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের [যুদ্ধের] দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার মাংস সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত [খাওয়া] হালাল। আর সাহেবাইনের মাযহাবও এটাই।

ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া হচ্ছে মাকরূহে তাহরীমী।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ হযরত জাবের (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ দলিল পেশ করেন কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً [অর্থাৎ এবং ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য সৃষ্টি করেছেন।]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহের আলোচনা করেছেন। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের উপকারিতা হচ্ছে খাওয়া, ভক্ষণ করা। আর যদি ঘোড়া খাওয়া জায়েজ হতো তাহলে আরোহণ এবং সৌন্দর্যের ন্যায় যে নিম্নস্তরের উপকারিতা এর দ্বারা অনুগ্রহ দেখাতেন না।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদের হাদীস- اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ [অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ ঘোড়ার গোশ্‌ত এবং খচ্চর এবং গাধা [খাওয়া থেকে] নিষেধ করেছেন। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

এছাড়া অন্য কথা হলো যে, ঘোড়া হচ্ছে যুদ্ধের অস্ত্র যেমন কুরআনে কারীমে উল্লেখ রয়েছে- وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ [অর্থাৎ আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তিসামর্থ্যের মধ্য হতে এবং পলিত ঘোড়া থেকে।]

এজন্য বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা ঘোড়ার মর্যাদা এবং সম্মান প্রমাণিত হয়ে থাকে। আর এ ঘোড়ার মাধ্যমেই মুসলমানদের শত্রু কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

অতএব, একে [ঘোড়াকে] খাওয়ার অনুমতি যদি দেওয়া যায়, তাহলে জিহাদের অস্ত্রস্বল্প করে মুসলমানদেরকে দুর্বল করা হবে অপরিহার্য।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হচ্ছে এই যে, কুরআনে কারীমের আয়াতের মোকাবিলায় হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়।

এছাড়া হযরত খালেদ (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে অবৈধকারী এবং হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে বৈধকারী। আর বৈধকারী এবং অবৈধকারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে অবৈধকারীরই প্রাধান্য হয়ে থাকে। মোটকথা যুক্তি এবং দলিল-প্রমাণাদির মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে।

মোটকথা, সাময়িকভাবে প্রয়োজনের তাগিদে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সর্ব সময়ের জন্য অনুমতি ছিল না। হাদীসের শব্দ يَوْمَ خَيْبَرَ এ কথাটিরই সমর্থন করে। নাসায়ী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ-এর রেওয়ায়েতে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٣٩٣٠ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ رَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَاَخَذَهَا فَاَكَلَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন এবং অমনিই তাকে হত্যা করে ফেললেন। [তা খাওয়া হালাল কিনা নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে] নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের কাছে তার গোশতের কিছু অবশিষ্ট আছে কি? আবূ কতাদাহ বললেন, আমাদের কাছে তার একখানা পা আছে। অতঃপর তিনি তা নিলেন এবং খেলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

টীকা : বন্য গাধাকে হিন্দিতে নীলগাই বলা হয়। দেখতে অনেকটা ৩/৪ বৎসর বয়সী বকনার মতো ফুটফুটে লাল বর্ণের, মুখের আকৃতি গাধার ন্যায়। সম্ভবত এ কারণেই তাকে গাধা বলা হয়। তবে হরিণের মতো ত্বরিত বেগে লাফিয়ে দৌড়ায়।

وَعَنْ ٣٩٣١ أَنَسٍ (رض) قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মাররুয যাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। অবশেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবূ তালহার নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জবাই করলেন এবং তার পাছা ও উরু দুখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পাঠালেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٩٣٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلضَّبُّ لَسْتُ اٰكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গোসাপ আমি খাইও না এবং তাকে হারামও বলি না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلضَّبُّ" হিন্দিতে বলা হয় 'গোহ' এবং ফারসিতে 'সুসমার'। হানাফীদের মতে তা খাওয়া হারাম। আল্লাম সয়ূতী (র.) বলেছেন, এ প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য হলো, তার লিঙ্গ দুটি প্রায় সাতশত বৎসর জীবিত থাকে, জীবনে পানি পান করে না; বরং বায়ু দ্বারাই পানির প্রয়োজন মিটায়। প্রতি চল্লিশ দিন পর এক ফোঁটা প্রস্রাব করে এবং জীবনে তার দাঁত পড়ে না অনেকের ধারণা এ প্রাণীটির নাম সাণ্ডা।

وَعَنْ ٣٩٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) তাঁকে বলেছেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত মায়মূনা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। মায়মূনা হলেন খালেদ ও ইবনে আব্বাসের খালা। এ সময় খালেদ দেখতে পেলেন, মায়মূনার কাছে রয়েছে ভাজা গোসাপ। অতঃপর তিনি [মায়মূনা] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে গোসাপ পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসাপ [খাওয়া] হতে হাত গুটিয়ে নিলেন। এ সময় খালেদ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোসাপ [খাওয়া] কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে আমাদের এলাকায় এ জীব নেই। তাই এটার প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। খালেদ বলেন, অতঃপর আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং তা খেতে লাগলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন যে, "ضَبٌّ" হচ্ছে ছোট একটি প্রাণী যাকে উর্দু ভাষায় 'গোহ' বলা হয়ে থাকে। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– একটি মূল থেকে দুটি পুরুষ লিঙ্গ হয়ে থাকে এবং সে পানি পান করে না শুধু পূর্ব দিক

থেকে প্রবাহিত বায়ুর উপর নির্ভর করে থাকে। আর প্রত্যেক চল্লিশ দিন পর এক বিন্দু পেশাব করে থাকে। তার দাঁত পড়ে না এবং সাতশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে। তা খাওয়া হালাল নাকি হারাম এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী এবং জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে "ضَبٌّ" খাওয়া কোনো প্রকার মাকরূহ ব্যতীতই হালাল। আহনাফের মতে জমির অন্যান্য কীটপতঙ্গের ন্যায় "ضَبٌّ" খাওয়াও মাকরূহে তাহরীমী।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ উক্ত হাদীসে স্পষ্টাকারে "وَلَا أُحَرِّمُهُ" [অর্থাৎ আমি হারাম-ও বলি না] উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস। যে হাদীসে রয়েছে- أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِمْ أَبُوْبَكْرٍ [অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর দস্তরখানে গোসাপ খাওয়া হয়েছে এবং হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁদের মধ্যে ছিলেন।] যদি গোসাপ খাওয়া নাজায়েজ হতো তবে রাসূল ﷺ -এর দস্তরখানে কিভাবে খাওয়া হলো। তাই বুঝা গেল যে, গোসাপ খাওয়া হালাল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবলীর হাদীস দ্বারা- أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ [অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসাপের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।] -[আবূ দাউদ]

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ" [অর্থাৎ গোসাপের প্রতি আমার প্রাকৃতিগত, স্বভাবজাত ঘৃণা এবং অপছন্দনীয়তা রয়েছে।] আর রাসূলের স্বভাবজাত অপছন্দনীয়তা শরিয়তের মুয়াফিক হয়ে থাকে। বিধায় এর দ্বারা শরয়ী অপছন্দনীয় হবে। কিন্তু যেহেতু এ যাবৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনো হুকুম অবতীর্ণ হয়নি, তাই রাসূল ﷺ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে গোসাপকে হারাম বলে ঘোষণা দেননি। অন্য দিকে ভক্ষণও করতেন না। যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছিল যে, অতি শীঘ্রই গোসাপের হুরমত সম্পর্কে কোনো কিছু অবতীর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং আব্দুর রহমান ইবনে শিবলী (র.)-এর হাদীসে নিষেধ এসেছে এবং গোসাপের জায়েজের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে।

এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হয়ে গিয়েছে।

আর দ্বিতীয় জবাব এও দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের পেশকৃত হাদীস হারামকারী আর প্রাধান্য হারাম ঘোষণাকারী দলিলেরই হয়ে থাকে।

"جَرَادٌ" পঙ্গপালের ব্যাপারে কিতাবুল মানাসিকের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে বিধায় আমি এখানে আর দ্বিতীয়বারের মতো আলোচনায় প্রয়াস পাচ্ছি না।

وَعَنْ ٣٩٣٤ أَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٩٣٥ ابْنِ أَبِيْ أَوْفٰى (رض) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে শরিক ছিলাম। তাঁর সাথে আমরা টিড্ডি খেয়েছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : টিড্ডি মানে পঙ্গপাল। সমুদ্রে বা পাহাড়ে জঙ্গলে এদের বাস। এদের আকৃতি প্রায় ফড়িংয়ের মতো, তবে ফড়িং নয়। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে দলবদ্ধভাবে চলে। সমস্ত ইমামদের মতে তা মৃত ও জীবিত এবং

যেভাবেই মরুক না কেন বা যে কেউ তাকে শিকার করুন না কেন, খাওয়া জায়েজ। এর হুকুম মাছের অনুরূপ। হাদীসে বর্ণিত আছে, "দু ধরনের মৃত যথা– মাছ ও টিড্ডি খাওয়া হালাল।"

وَعَنْ ٣٩٣٦ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا فَالْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهٖ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا رِزْقًا اَخْرَجَهُ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ وَاَطْعِمُوْنَا اِنْ كَانَ مَعَكُمْ قَالَ فَاَرْسَلْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَاَكَلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাবৃত্ব বাহিনীর অভিযানে শরিক ছিলাম। হযরত আবূ উবায়দা (রা.) -কে বাহিনীর আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল। [তথায়] আমরা এক সময় ভীষণ ক্ষুধায় পতিত হয়েছিলাম। তখন সমুদ্র [তীরে] একটি [বৃহৎকায়] মৃত মাছ [পানি ঢেউয়ের সাথে] উঠিয়ে দিল। তার মতো এত বড় প্রকাণ্ড মাছ ইতঃপূর্বে আমরা দেখিনি। তাকে বলা হতো, আম্বর। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত তা হতে খেলাম। পরে হযরত আবূ উবায়দা তার হাড়সমূহ হতে একখানা হাড় নিয়ে খাড়া করলেন। আর তার নিচে দিয়ে একজন উট সওয়ার অনায়াসে অতিক্রম করল। অতঃপর মদিনায় এসে আমরা নবী করীম ﷺ -কে [ঘটনাটি] বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমরা খাও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য রিজিক হিসেবে তা পাঠিয়েছেন। আর যদি তোমাদের কাছে তার অবশিষ্ট কিছু মওজুদ থাকে, আমাদেরকেও খেতে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে তার কিছু অংশ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা খেলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "خَبَطٌ" অর্থ– গাছের পাতা, আর "جَيْشُ الْخَبَطِ" অর্থ– গাছের পাতাখোর বাহিনী। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উক্ত বাহিনীর সৈনিকেরা গাছের পাতা ঝেড়ে খেয়েছিলেন। ফলে এ বাহিনী ইসলামের ইতিহাসে উক্ত নামেই পরিচিত হয়েছেন। আম্বর মাছ, ত: খাওয়া হালা। রাসূল ﷺ নিজে খেয়ে সন্দিৎসু লোকদের সন্দেহের অবসান করলেন।

وَعَنْ ٣٩٣٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَاِنَّ فِيْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْاٰخَرِ دَاءً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৯৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারো (খাওয়ার) পাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটিকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে তুলে ফেলে দেবে। কেননা তার ডানাদ্বায়ের এক ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ [এর জীবাণু] থাকে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর নবী মাছির স্বভাব সম্পর্কে যা বলেছেন, এ ব্যাপারে কোনো ঈমানদারের সামান্যটুকু সন্দেহ বা সংকোচ থাকতে পারে না। এ হাদীসের ভিত্তিতে ওলামা ও ফকীহগণ বলেছেন, যে প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই, যেমন– মাছি, মৌমাছি ইত্যাদি। যদি পানি বা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে মরে যায়, তাতে তা নাপাক হবে না।

–[বযলুল মাজহূদ]

وَعَنْ ٣٩٣٨ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِىْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৯৩৮. অনুবাদ : হযরত মায়মুনা (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গেল এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, ইঁদুর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খাও। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা ঐ বস্তুর হুকুম, যা জমাট হয়। যদি তা তরল হয়, তখন তা নাপাক হয়ে যায়।

وَعَنْ ٣٩٣٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَيْنَا اَنَا اُطَارِدُ حَيَّةً اَقْتُلُهَا نَادَانِيْ اَبُوْ لُبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ اِنَّهُ نَهٰى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهُنَّ الْعَوَامِرُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, তোমরা সকল সাপ মারবে। বিশেষ করে পিঠে দুটি কালো রেখাবিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে। কেননা এগুলো চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করে এবং [মহিলাদের] গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পিছনে ধাওয়া করলাম। এমন সময় আবূ লুবাব (রা.) আমাকে ডেকে বললেন, তাকে মেরো না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো সকল সাপ মেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এ নির্দেশের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে বাস করে, যেগুলোকে আওয়ামের বলা হয় ঐগুলোকে বধ করতে নিষেধ করেছেন –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানুষ বসতি গৃহে যে সকল সাপ বাস করে তাদের আওয়ামের বলা হয়। এক শ্রেণির জিন সাপের আকৃতি ধারণ করে মানুষের গৃহে বাস করে। অতর্কিতে এদের মেরে ফেললে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তবে সতর্ক করার পরও যদি গৃহ হতে না যায়, তখন তাকে মরলে কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ ٣٩٤٠ اَبِى السَّائِبِ (رضـ) قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ اِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيْرِهٖ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَاِذَا فِيْهِ حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لِاَقْتُلَهَا وَاَبُوْ سَعِيْدٍ يُصَلِّىْ فَاَشَارَ اِلَىَّ اَنْ اَجْلِسَ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَشَارَ اِلٰى بَيْتٍ فِىْ

৩৯৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমরা তথায় বসাছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তাঁর খাটের নিচে কোনো কিছুর নড়াচড়া শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখলাম, ঐখানে একটি সাপ। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে মরার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে সময় হযরত আবূ সাঈদ (রা.) নামাজ পড়তেছিলেন। তিনি আমাকে বসে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। আমি অমনি বসে পড়লাম। অতঃপর তিনি নামাজ শেষ করে ঘরের একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি কি ঐ কক্ষটি দেখছ? আমি বললাম,

الدَّارِ فَقَالَ اَتَرٰى هٰذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيْهِ فَتًى مِّنَّا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتٰى يَسْتَاْذِنُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَاِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَاَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهٗ ثُمَّ رَجَعَ فَاِذَا امْرَاَتُهٗ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَاَهْوٰى اِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهٖ وَاَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهٗ اُكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتّٰى تَنْظُرَ مَا الَّذِىْ اَخْرَجَنِىْ فَدَخَلَ فَاِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَاَهْوٰى اِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهٖ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهٗ فِى الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرٰى اَيُّهُمَا كَانَ اَسْرَعَ مَوْتًا اَلْحَيَّةُ اَمِ الْفَتٰى قَالَ فَجِئْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهٗ وَقُلْنَا اُدْعُ اللّٰهَ يُحْيِيْهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوْتِ عَوَامِرَ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوْا عَلَيْهَا ثَلٰثًا فَاِنْ ذَهَبَ وَاِلَّا فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّهٗ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمْ اِذْهَبُوْا فَادْفِنُوْا صَاحِبَكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ اَسْلَمُوْا

জী হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন, এ কক্ষে আমাদের বংশের এক যুবক থাকত। সে ছিল সদ্য বিবাহিত দম্পতি। তিনি আরো বলেন, উক্ত যুবকটিসহ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে খন্দকের যুদ্ধে শরিক হয়েছিলাম। যুবকটি দ্বিপ্রহরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে চলে যেত। [প্রতিদিনের নিয়মমাফিক] একদিন সে তাঁর নিকট অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার হাতিয়ারখানা সঙ্গে নিয়ে যাও। কেননা আমি বনী কুরাইযার পক্ষ হতে তোমার উপর আক্রমণের আশঙ্কা করি। সুতরাং লোকটি নিজের হাতিয়ারসমেত বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করল। সে এসে দেখতে পেল, তার স্ত্রী [ঘরের] উভয় দ্বারের মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাকে এ অবস্থায় দেখে তার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগল। ফলে সে তৎক্ষণাৎ তার দিকে বর্শা ছুড়ার জন্য উদ্যত হলো। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সে [স্ত্রী] বলে উঠল, তুমি তোমার বর্শা গুটিয়ে নাও। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখ, কিসে আমাকে বাহিরে আসতে বাধ্য করেছে। লোকটি গৃহে প্রবেশ করতেই দেখল, প্রকাণ্ড একটি সাপ বিছানার উপর জড়ো হয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে বর্শা দ্বারা তাকে আক্রমণ করল এবং বর্শার ফলকে তাকে গেঁথে ফেলল। অতঃপর ঘরের বাইরে এনে বর্শাটি মাটিতে গেড়ে রাখল। এ অবস্থায় সাপটি লাফিয়ে তার উপর আক্রমণ করল। এরপর জানা যায়নি তাদের উভয়ের মধ্যে কে আগে মৃত্যুবরণ করেছে– সেই সাপ না যুবক। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি জানালাম এবং আরজ করলাম [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করুন, যেন তিনি তাকে আমাদের জন্য জীবিত করে দেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা কর। অতঃপর তিনি বললেন, এ সমস্ত গৃহে কিছু আওয়ামের [বসবাসকারী জিন] থাকে। অতএব, যখনই তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখনই তাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিনবার নির্দেশ দাও। এতে যদি চলে যায়, তবে উত্তম, অন্যথা তাদেরকে মেরে ফেল। কেননা তা কাফের। অতঃপর রাসূল ﷺ লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, যাও, তোমরা তোমাদের সাথিকে দাফন কর। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, মদিনায় বহু জিন আছে। তাদের অনেকেই

فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের কোনো একটিকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখন তিন দিন যাবৎ ঘর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দাও। আর এরপরও যদি দেখতে পাও, তাকে বধ করে ফেল। কেননা তা শয়তান। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : লোকদের ধারণা ছিল, লোকটি মরে যায়নি; বরং বিষক্রিয়ার সংজ্ঞা হারিয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যেমন, সাপকাটা লোক সম্পর্কে আমরা সাধারণত এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকি। আর রাসূল ﷺ তাদের ধারণা পাল্টিয়ে বললেন, সে মৃত্যুবরণ করেছে। দোয়া তাকে জীবিত করতে পারবে না; বরং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করাই উচিত।

وَعَنْ ٣٩٤١ أُمِّ شَرِيْكٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৪১. অনুবাদ : হযরত উম্মে শরীক (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিটি মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, এটা হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটাকে রক্তচোষাও বলে, এটা একপ্রকারের বিষাক্ত প্রাণী। মানুষ দেখলে তার মাথার অংশ একেবারে রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠে। সম্ভবত উক্ত কারণেই এ নামকরণ করা হয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে তাকে কাঁকলাসও বলা হয়। নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, এ প্রাণীটি সেই আগুনের দিকে ফুঁক দিয়ে তাকে আরো উত্তেজনামুখর করার চেষ্টা করেছিল।

وَعَنْ ٣٩٤٢ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৪২. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁকলাস মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে ক্ষুদ্র ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ক্ষতিকর ক্ষুদ্র আকৃতির জন্তু হিসেবে তাকে ফুয়াইসেক বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٤٣ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৪৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গিরগিটিকে প্রথম আঘাতে বধ করবে, তার জন্য [আমলনামায়] একশত নেকি লিখা হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে [তার জন্য] তার চাইতে কম এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে [তার জন্য] তা অপেক্ষা কম লিখা হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য হলো তাকে মারার জন্য উৎসাহিত করা। অনেকে টিকটিকি বধ করাকে এ হাদীসের ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন, অথচ তা মারাত্মক অজ্ঞতার পরিচায়ক।

وَعَنْهُ ٣٩٤٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা কোনো একজন নবীকে একটি পিপীলিকা দংশন করেছিল। ফলে তাঁর নির্দেশে পিপীলিকার গোটা বস্তিটাই গুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে [প্রশ্নের সুরে] বললেন, মাত্র একটি পিপীলিকাই তোমাকে দংশন করেছিল, আর তুমি তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিলে [কোন যুক্তিতে],. যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একদা আল্লাহর কোনো একজন নবী, সম্ভবত হযরত মূসা (আ.) অথবা দাউদ (আ.) জানতে চাইলেন, কিছু সংখ্যক লোকের অপরাধের দরুন গোটা একটি জনপদকে আজাব ও গজবে পতিত করা হয় কেন, বর্ণিত ঘটনাটি সেই প্রশ্নেরই জবাব।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٩٤٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِى السَّمْنِ فَاِنْ كَانَ جَامِدًا فَالْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَاِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوْهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُد وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

৩৯৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পড়ে গেলে, যদি তা [উক্ত ঘি] জমাট হয়, তখন ইঁদুর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও। আর যদি তা তরল হয়, তখন তার কাছেও যেয়ো না। –[আহমদ ও আবূ দাউদ, আর দারেমী অত্র হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٣٩٤٦ سَفِيْنَةَ (رض) قَالَ اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارٰى . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

৩৯৪৬. অনুবাদ : হযরত সাফীনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হোবারার গোশ্‌ত খেয়েছি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা দ্রুতগামী, লম্বা গর্দান, লম্বা ও লাল ঠোঁটবিশিষ্ট মেটে রঙের একটি পাখি, হিন্দিতে তাকে সোরখাব বলে। তা খাওয়া হালাল। সাফীনা রাসূল ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম। নাম আবূ আব্দুল্লাহ ইবরাহীম, তবে সাফীনা নামে পরিচিত।

وَعَنْ ٣٩٤٧ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَاَلْبَانِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُد قَالَ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ الْجَلَّالَةِ)

৩৯৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাল্লালার গোশ্ত খেতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।—[তিরমিযী, আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতের মধ্যে আছে, তিনি [নবী করীম ﷺ] জাল্লালায় সওয়ার হতেও নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ময়লা ও নাপাক জিনিস খায় এমন জানোয়ারকে জাল্লালা বলা হয়। গোশতের মধ্যে ময়লার গন্ধ পাওয়া গেলে তখন তা খাওয়া নিষেধ অন্যথা কোনো দোষ নেই। ফতোয়ায়ে কোব্‌রা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এমন জানোয়ারকে তিনদিন হতে দশদিন পর্যন্ত বেঁধে রেখে অন্য খাদ্য সরবরাহ করার পর জবাই করে খাওয়াই উত্তম। -[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٣٩٤٨ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৪৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিব্‌ল (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ গোসাপের গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। —[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٩٤٩ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ الْهِرَّةِ وَاَكْلِ ثَمَنِهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৩৯৪৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বিড়াল খেতে এবং তার মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

—[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাধারণত বিড়াল বিক্রি করার রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত নেই। তবে উপকারী বিড়াল অধিকাংশের মতে বিক্রি করা জায়েজ এবং তার মূল্য ভোগ করা হানীফদের মতে মাকরূহ। কেননা এটা হীন মানবতার পরিচায়ক।

وَعَنْهُ ٣٩٥٠ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْاِنْسِيَّةَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৩৯৫০. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশ্ত, প্রত্যেক [তীক্ষ্ণ] দন্তবান হিংস্র জানোয়ার এবং পাঞ্জাবিশিষ্ট [শিকারি] পাখি খাওয়া হারাম করেছেন। —[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

وَعَنْ ٣٩٥١ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৯৫১. **অনুবাদ :** হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْهُ ٣٩٥٢ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَاَتَتِ الْيَهُوْدُ فَشَكَوْا اَنَّ النَّاسَ قَدْ اَسْرَعُوْا اِلٰى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَا يَحِلُّ اَمْوَالُ الْمُعَاهِدِيْنَ اِلَّا بِحَقِّهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৫২. **অনুবাদ :** হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধের দিন আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে শরিক ছিলাম। [এ সময়] ইহুদিরা এসে এ অভিযোগ করল যে, লোকেরা [মুসলমান সেনাবাহিনী] তাদের ফলাফল্যারির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, সাবধান! সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ এমন লোকদের মালসম্পদ ন্যায্য অধিকার ছাড়া হালাল নয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** খায়বর বিজয়ের পর ইহুদিদের সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্পদ প্রদানের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের বাগানের ফল-ফলারি পেড়ে খেতে লাগল। তখন রাসূল ﷺ বলেছেন, চুক্তির বাইরে সম্পদ ভোগ করা হালাল নয়।

وَعَنِ ٣٩٥٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ اَلْمَيْتَتَانِ الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

৩৯৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু প্রকারের মৃত এবং দু প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সেই মৃত দুটি হলো, মাছ ও টিডিড। আর দু প্রকারের রক্ত হলো যকৃৎ ও প্লীহা। –[আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারাকুতনী]

وَعَنْ ٣٩٥٤ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلَا تَاْكُلُوْهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ الْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلٰى جَابِرٍ .

৩৯৫৪. **অনুবাদ :** আবূ যুবায়ের হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মাছটিকে সমুদ্র [অর্থাৎ জোয়ারের পানি] তীরের দিকে নিক্ষেপ করে এবং তা হতে [ভাটা অবস্থায়] পানি সরে যায়, তা তোমরা খাবে। আর যে মাছ পানিতে মরে ভেসে উঠে তা খেয়ো না। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ] ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বলেন, অধিকাংশের মতে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা.) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে মাছ পানির মধ্যে আপনাআপনি মরে ভেসে উঠে, মৃত্যুর কারণ জানা যায় না, তাকে তাফী বলা হয়। তা খাওয়া মাকরূহ। হযরত আলী (রা.) তাফী বাজারে বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে মাছ মরে পানির উপরে ভাসতে থাকে, তা খাওয়া জায়েজ। –[বাযলুল মাজহূদ]

وَعَنْ ٣٩٥٥ سَلْمَانَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ اَكْثَرُ جُنُوْدِ اللّٰهِ لَا اٰكُلُهُ وَلَا اُحَرِّمُهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِى السُّنَّةِ ضَعِيْفٌ)

৩৯৫৫. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারেসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -কে টিড্ডি (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর এমন বহু জাতি সৃষ্ট জীব আছে, যা আমি খাইও না এবং হারামও বলি না। –[আবূ দাউদ। মুহিউসসুন্নাহ বলেছেন, এ হাদীসটি দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি টিড্ডি খাওয়া জায়েজ সম্পর্কীয় ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বেকার।

وَعَنْ ٣٩٥٦ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سَبِّ الدِّيْكِ وَقَالَ اِنَّهٗ يُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৯৫৬. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন তা নামাজের জন্য আজান দেয়। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা' : মোরগ ফেরেশতা দেখলে চিৎকার করে। এতদ্ভিন্ন তা আজান দেয় অর্থাৎ শেষ রাত্রে বাক দিয়ে মানুষদেরকে নামাজের জন্য সতর্ক করে।

وَعَنْهُ ٣٩٥٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَاِنَّهٗ يُوْقِظُ لِلصَّلٰوةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৫৭. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিতঐ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মোরগকে গালি দিয়ো না। কেননা তা [মানুষদেরকে] নামাজের জন্য সজাগ করে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٩٥٨ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ اَبُوْ لَيْلٰى (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِى الْمَسْكَنِ فَقُوْلُوْا لَهَا اِنَّا نَسْئَلُكَ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَنْ لَا تُؤْذِيْنَا فَاِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৫৮. অনুবাদ : আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র.) আবূ লায়লা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের গৃহে সাপ দেখা যায়, তখন তাকে লক্ষ্য করে বল, আমরা তোমাকে হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বলছি আমাদেরকে কষ্ট দেবে না। আর যদি এর পরও ফিরে আসে, তখন তাকে মেরে ফেলব।

–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নৌকায় উঠার সময় এ সমস্ত বিষাক্ত প্রাণীদের নিকট হতে হযরত নূহ (আ.) যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সম্ভবত এখানে সেই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। আর সমস্ত জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ তথা প্রাণিজগতের উপর হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নিরঙ্কুশ শাসন ছিল, তাই তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٥٩ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيْثَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৯৫৯. অনুবাদ : ইকরামা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাবী বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি [রাসূল ﷺ] সাপসমূহকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি আরও বলেছেন– প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে যে ব্যক্তি তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।–[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জাহিলি যুগের লোকদের আকিদা ছিল, কোনো একটি সর্পকে বধ করলে রাত্রে তার সঙ্গী এসে হত্যাকারীকে দংশন করে তার মৃত সঙ্গীর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٦٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا سَالَمْنَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْنَاهُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন হতে আমরা তাদের [সাপের] সঙ্গে লড়াই করা আরম্ভ করেছি, সে হতে আমরা আর কখনও তাদের সাথে আপস করিনি। আর যে ব্যক্তি [প্রতিশোধের] ভয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।
–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাপের সাথে মানুষের শত্রুতা স্বভাবজাত। যে যাকে কাবুতে পায় ধ্বংস করে ছাড়ে। কাজেই পরস্পরের মধ্যকার শত্রুতা যখন হতে শুরু হয়েছে, আবহমানকাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে। ফলে এ প্রবৃত্তি কখনও পরিবর্তিত হবে না।

وَعَنْ ٣٩٦١ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৯৬১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সমস্ত সাপ মেরে ফেল। যে ব্যক্তি তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা রাখে, সে আমার দলভুক্ত নয়। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٣٩٦٢ الْعَبَّاسِ (رض) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرِيْدُ اَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَاِنَّ فِيْهَا مِنْ هٰذِهِ الْجِنَانِ يَعْنِى الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৬২. অনুবাদ : হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জমজম কূপটি পরিষ্কার করতে ইচ্ছা রাখি। কিন্তু তার মধ্যে জিন অর্থাৎ ছোট ছোট সাপ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলোকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জমজমকে পরিষ্কার করার অর্থ হলো পানির শেওলা এবং বাহির হতে যেসব খড়কুটা ইত্যাদি পড়েছিল সেগুলো পরিষ্কার করা। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে তা উত্তমরূপে রক্ষিত হলেও সেই যুগে তা সম্পূর্ণরূপে খোলা জায়গায় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল।

وَعَنْ ٣٩٦٣ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا اِلَّا الْجَانَّ الْاَبْيَضَ الَّذِىْ كَاَنَّهٗ قَضِيْبُ فِضَّةٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৬৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রূপার ছুড়ির ন্যায় সাদা বর্ণের ছোট ছোট সাপ ব্যতীত অন্যান্য সকল সাপ মেরে ফেল। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ওস্তাদ মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ জলীল সাহেব (র.) দেওবন্দী বলেছেন, সম্ভবত সেগুলো জিন ছিল, অথবা তারা দংশন করত না। কিংবা তাদের বিষক্রিয়া ছিল না।

وَعَنْ ٣٩٦٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاٰخَرِ شِفَاءً فَاِنَّهٗ يَتَّقِىْ بِجَنَاحِهِ الَّذِىْ فِيْهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهٗ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারো খাদ্যপাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার উভয় ডানার এক ডানায় থাকে রোগ জীবাণু এবং অপরটিতে থাকে নিরাময়। আর মাছি প্রথমে রোগ জীবাণুর ডানাটি ডুবায়। সুতরাং গোটা মাছিটি ডুবিয়ে দেবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٣٩٦٥ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى الطَّعَامِ فَامْقُلُوْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمًّا وَفِى الْاٰخَرِ شِفَاءً وَاِنَّهٗ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৯৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খাদ্যের মধ্যে মাছি পড়লে গোটা মাছিটিকে তার মধ্যে ভালোভাবে ডুবিয়ে পরে তাকে ফেলে দেবে। কেননা তার এক ডানার থাকে বিষ আর অপরটিতে থাকে নিরাময়। আর মাছি আগে প্রয়োগ করে বিষ এবং নিরাময়কে সরিয়ে রাখে। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٣٩٦٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ اَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرْدِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

৩৯৬৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চার প্রকারের জীবকে বধ করতে নিষেধ করেছেন। পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ ও সুরাদ।

–[আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পিপীলিকা অর্থ এখানে লম্বা লম্বা পাবিশিষ্টগুলো, এরা দংশন করে না। মৌমাছি দংশন করলেও তা দ্বারা মধু ও মোম পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, হুদহুদের মাংস দুর্গন্ধময়। আর সুরাদ একপ্রকারের পাখি, গায়ের অর্ধেক সাদা এবং অর্ধেক কালো, অন্যান্য পাখি ধরে খায়। আরবের লোকেরা তাকে অশুভ লক্ষণ বলে ধারণা করে, হিন্দিতে তাকে লটুয়া এবং আমাদের এলাকায় আঁড়ি কোকিল বলে। মাজমাউল বেহার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ সুরাদ পাখি হযরত আদম (আ.)-কে শ্রীলংকা হতে জেদ্দা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে এনেছে। আর হুদহুদ পাখি ছিল হযরত সোলায়মান (আ.)-এর দূত। তাই এগুলোকে বধ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٩٦٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَاْكُلُوْنَ اَشْيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ اَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ وَاَنْزَلَ كِتَابَهٗ وَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ فَمَا اَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَلْاٰيَةَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৯৬৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগের লোকের কোনো কোনো জিনিস খেত, আবার কোনো কোনো জিনিসকে ঘৃণাবশত বর্জন করত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী পাঠালেন এবং অবতীর্ণ করলেন নিজের কিতাব [আল কুরআন]। তাতে তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে ঘোষণা দিলেন। সুতরাং তিনি যা হালাল বলেছেন তা-ই হালাল আর তিনি যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। আর যে বস্তু সম্পর্কে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। [তা ভোগ করা মোবাহ।] এই বলে তিনি [কুরআনের এ আয়াতটি] তেলাওয়াত করলেন, অর্থ– বলে দিন, আমার নিকট যা কিছু ওহী করা হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না; মৃত, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যা হারাম বলে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তা নিঃসন্দেহে হারাম। সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম ﷺ হতে যা মাকরূহ বলে জানা যায়, তা হারামের কাছাকাছি। আর যে জিনিস সম্পর্কে ফকীহদের মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তা সন্দেহযুক্ত। এমন জিনিস হতে বেঁচে থাকাটাই ঈমানের পরিচ্ছন্নতা।

وَعَنْ ٣٩٦٨ زَاهِرِ الْاَسْلَمِيِّ (رضـ) قَالَ اِنِّىْ لَاُوْقِدُ تَحْتَ الْقُدُوْرِ بِلُحُوْمِ الْحُمُرِ اِذْ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৯৬৮. অনুবাদ : হযরত যাহেরুল আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাঁড়িতে গাধার মাংস জ্বাল দিচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষক ঘোষণা করছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। −[বুখারী]

وَعَنْ ٣٩٦٩ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ (رضـ) يَرْفَعُهُ اَلْجِنُّ ثَلٰثَةُ اَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ فِى الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يُحِلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৩৯৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, জিন জাতি তিন প্রকার। একপ্রকার জিন তাদের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকারের জিন, তারা সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকারের জিন কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানও করে এবং তথা হতে অন্যত্র চলে যায়। −[শরহে সুন্নাহ]

بَابُ الْعَقِيْقَةِ
পরিচ্ছেদ : আকিকার বর্ণনা

"اَلْعَقِيْقَةُ" শব্দটি عَقٌّ থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো– কর্তন করা, কাটা। আর "عَقِيْقَةٌ" হচ্ছে নবজাতকের চুল যা শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে মুণ্ডানো হয়ে থাকে। অতঃপর ঐ জন্তুকে "عَقِيْقَةٌ" বলা হয়ে থাকে, যা নবজাতকের মাথার চুল কাটার, মুণ্ডানোর দিন জবাই করা হয়ে থাকে।

অতঃপর ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি উক্তি অনুযায়ী "عَقِيْقَةٌ" হচ্ছে ওয়াজিব। আর আহলে যাওয়াহেরের মাযহাবও হচ্ছে তাই। কিন্তু জমহুরের মতে "عَقِيْقَةٌ" হচ্ছে সুন্নত।

দলিল : আহলে যাওয়াহের এবং ইমাম আহমদ (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত সালমান ইবনে আমের যাব্বী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এভাবে যে, উক্ত হাদীসের মধ্যে আমরের সীগাহ "فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ" [অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহ কর।] এসেছে যা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ বহনকারী।

জমহুর দলিল পেশ করেন যে, অধিকাংশ হাদীস "عَقِيْقَةٌ" সুন্নত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে থাকে। আর 'আমর' সব জায়গায় ওয়াজিব হওয়ার উপর দালালত করে না।

অতঃপর এ "عَقِيْقَةٌ" -এর সুন্নত হওয়ার মেয়াদ সাত দিন থেকে একুশ দিন পর্যন্ত থাকে। এরপর তার সুন্নতের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত ইবনে জুবায়ের (রা.) থেকে [সরাখসী এবং কাযীখান বর্ণনা করেছেন।]

আর যেহেতু "عَقِيْقَةٌ" শব্দের মধ্যে "عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ" মাতাপিতার অবাধ্যচারিতার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে। আর রাসূল ﷺ -এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, তিনি অসুন্দর নামকে পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একে "عَقِيْقَةٌ" -এর স্থলে نَسِيْكَةٌ অথবা ذَبِيْحَةٌ বলে থাকতেন এবং "عَقِيْقَةٌ" বলাকে মাকরূহ মনে করতেন। আর যেসব হাদীসের মধ্যে "عَقِيْقَةٌ" শব্দ উল্লেখ হয়েছে তা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করার পূর্বের কথা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٩٧٠ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ نِ الضَّبِّيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৯৭০. অনুবাদ : হযরত সালমান ইবনে আমের যাব্বী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, শিশুর জন্মের সাথে আকিকা জড়িত। সুতরাং তার পক্ষ হতে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর। [অর্থাৎ পশু জবাই কর] এবং তার শরীর হতে কষ্ট দূর করে দাও [অর্থাৎ তার মাথার চুল কেটে ফেল।] –[বুখারী]

وَعَنْ ٣٩٧١ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৭১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নবজাত শিশুদেরকে আনা হতো, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন এবং তাদেরকে তাহ্নীক করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি খোরমা চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোনো বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করিয়া নবজাত শিশুর মুখে অথবা মাথার তালুতে দেওয়াকে তাহনীক বলে।

٣٩٧٢ - وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَوَلَدَتْ بِقُبَاءَ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حُجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ ثُمَّ حَنَّكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৭২. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি মক্কাতেই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আরো বলেন, কোবা অবস্থানকালেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আসলাম এবং তাকে [বাচ্চাটিকে] তার কোলে তুলে দিলাম। তিনি খেজুর চেয়ে নিলেন এবং তা চিবিয়ে তার [বাচ্চাটির] মুখে রাখলেন এবং তার তালুতে লাগালেন। [ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখের লালাই সর্বপ্রথম খাদ্যরূপে তার পেটে প্রবেশ করল।] অতঃপর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, [মদিনায় মুহাজির] মুসলমানদের মধ্যে সে-ই প্রথম শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হিজরতের পর কিছুদিন যাবৎ মুহাজিরীন মহিলাদের কারো কোনো সন্তান জন্মলাভ করেনি, ফলে মক্কার কাফেরগণ এ গুজব রটিয়ে দিয়েছিল যে, আমাদের দেবতা প্রতিমার বদদোয়ায় দেশত্যাগী মহিলারা বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অপর দিকে মদিনার ইহুদিদেরও এ দাবি ছিল যে, আমাদের জাদু-টোনার প্রতিক্রিয়ায় আগন্তুক মুসলমান নারীদের কোনো সন্তান জন্মিবে না। অবশেষে আব্দুল্লাহর জন্মলাভে তাদের দাবিসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো, ফলে মুসলমানরা অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন। হিজরতের পর মুহাজিরীনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রথম নবজাত শিশু। এ কারণেই তাকে আউয়ালে মাউলুদ বলা হয়েছে। অন্যথা হিজরতের পর তার পূর্বে নো'মান ইবনে বশীর আনসারীদের মধ্যে প্রথম শিশু জন্মলাভ করেছিল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٣٩٧٣ - عَنْ اُمِّ كُرْزٍ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلٰى مُكُنَاتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ اَوْ اُنَاثًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ) وَالنَّسَائِىُّ مِنْ قَوْلِهِ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ اِلٰى اٰخِرِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ـ

৩৯৭৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে কুরয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা পাখিকে তার বাসায় অবস্থান করতে দাও। উম্মে কুরয বলেন, আমি তাকে তাও বলতে শুনেছি যে, ছেলের পক্ষ হতে দুটি বকরি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরি দিতে হয় এবং সেগুলো ছাগ বা ছাগী হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী] আর নাসায়ী 'ছেলের পক্ষ থেকে দুটি ছাগল' এ বাক্য হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** "مَكِنَاتٌ" শব্দটি হচ্ছে "مَكِنَةٌ" শব্দের বহুবচন যার অর্থ হলো অবস্থানস্থল অর্থাৎ বাসা আর এর দুটি মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মর্ম হচ্ছে, পাখিদেরকে তাদের বাসা থেকে উড়িয়ে পূর্ব লক্ষণ বের করো না যেমন বরবর যুগের লোকেরা করে থাকত। তারা যখন কোনো কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা করত তখন পাখিদেরকে তাদের বাসা থেকে উড়িয়ে থাকত। যদি পাখি ডানদিকে উড়ে যেত, তাহলে নিজের জন্য অশুভ অমঙ্গল মনে করে থাকত এবং যে কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ছিল সে কাজ থেকে ফিরে এসে যেত। আর এ ধরনের অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করাকে تَطَيُّرٌ বলা হয়ে থাকে। যেহেতু তা হচ্ছে একটি অনর্থক কাজ এজন্য শরিয়ত এ থেকে বাধা প্রদান করেছে।

দ্বিতীয় মর্ম হচ্ছে, পাখিরা যখন রাত্রিকালে নিজের বাসায় এবং ডিমের উপর স্বস্তির সাথে থাকে এমতাবস্থায় পাখি শিকার করা নিষেধ।

وَعَنِ ٣٩٧٤ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمّٰى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) لٰكِنْ فِيْ رِوَايَتِهِمَا رَهِيْنَةٌ بَدَلَ مُرْتَهَنٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ وَاَبِيْ دَاوُدَ وَيُدَمّٰى مَكَانَ وَيُسَمّٰى وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُسَمّٰى اَصَحُّ .

৩৯৭৪. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শিশু আকিকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ হতে পশু জবাই করবে এবং তার নাম রাখবে, তার মাথা মুড়াবে। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী তবে আবূ দাউদ ও নাসায়ীর রেওয়ায়েত 'মুরতাহানুন'-এর পরিবর্তে 'রাহীনাতুন' উল্লেখ রয়েছে। [তবে অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।] আর আহমদ ও আবূ দাউদের রেওযায়েতে 'ইউসাম্মা' -এর স্থলে 'ইউদাম্মা' বর্ণিত হয়েছে। [অর্থাৎ জবাইকৃত পশুর রক্ত শিশুর মাথায় মালিশ করবে।] কিন্তু আবূ দাউদ বলেন, 'ইউসাম্মা [নাম রাখবে] শব্দটি সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের বর্ণনা] :** "مُرْتَهَنٌ" অর্থ হচ্ছে رِهْنٌ আর তা হলো اِسْمُ مَفْعُوْلٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ শিশু বন্দি এবং আবদ্ধ থাকে আকিকার সাথে। সুতরাং আবূ দাউদ এবং নাসায়ী শরীফের বর্ণনার মধ্যে "رَهِيْنَةٌ" শব্দ এসেছে। আর تَا হচ্ছে আধিক্য বুঝানোর জন্য। অথবা رَهِيْنَةٌ -এর মধ্যে تَا -কে نَفْسٌ শব্দের তাবিলে রেখে মুওয়ান্নাছের জন্য বলা হবে। যেমন আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেছেন।

ইমাম আহমদ (র.) হাদীসের এ মর্ম বর্ণনা করেন যে, যদি শিশুর আকিকা না করা হয় এবং সে শিশু অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে তার মাতাপিতার জন্য সুপারিশ করবে না, তাই মাতাপিতার জন্য সুপারিশ করা আকিকার উপর নির্ভর এবং আবদ্ধ থাকে এজন্য رَهِيْنَةٌ এবং مُرْتَهَنٌ বলা হয়েছে।

আর কেউ কেউ হাদীসের এ মর্ম বর্ণনা করেন যে, শিশুর সুস্থতা এবং নিরাপত্তা মাতাপিতার আকিকা করার উপর আবদ্ধ থাকে।

আর একটি মর্ম এও হতে পারে যে, শিশুও অপবিত্রতা ও ময়লার সাথে আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ না সপ্তম দিনে আকিকা করে মাথা না মুড়ানো হবে।

অতএব, এখন এ প্রশ্ন হতে পারে না যে, শিশু হচ্ছে গায়রে মুকাল্লাফ সে কেন এ আকিকার সাথে বন্দি ও আবদ্ধ হবে।

يُدَمِّى অর্থাৎ 'জবাইকৃত পশুর রক্ত শিশুর মাথায় মালিশ করবে।' জাহিলি যুগে শিশুর মাথায় রক্ত মাখা হতো। ইসলামে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; বরং তদস্থলে কোনো সুগন্ধি মাখার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইউদাম্মা অর্থ খতনা করা। অর্থাৎ সপ্তম দিনে শিশুর খতনা করবে। -[আনওয়ারুল মাহমূদ]

وَعَنْ ٣٩٧٥ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (رض) عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِحْلِقِىْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِىْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا اَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَاِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ)

৩৯৭৫. অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান (রা.)-এর তরফ হতে একটি বকরি দ্বারা আকিকা করলেন এবং বললেন, হে ফাতেমা! তার মাথাটি মুড়িয়ে দাও আর চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা কর। [হযরত আলী (রা.) বলেন,] আমরা তার চুলগুলো ওজন করলাম। তার ওজন এক দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম ছিল। -[তিরমিযী, আর তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব এটার সনদে বিচ্ছেদ রয়েছে। কেননা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত হাসান (রা.)-এর আকিকার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা একটি বকরি বলে বুঝে আসে যেমন উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে। আর আবূ দাউদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারাও একটি বকরির আকিকার কথা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু নাসায়ী শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণনা রয়েছে যে, দুটি ভেড়ার মাধ্যমে আকিকা দিয়েছেন। অতঃপর বর্ণনাসমূহ পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। তাই এসব বিরোধের নিসরন কল্পে বিভিন্ন নিরসন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, যে বর্ণনায় একটির কথা উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে এক বকরির দ্বারা আকিকা জায়েজ একথা বর্ণনা করার উপর প্রযোজ্য।

আর যে বর্ণনায় দুটি বকরির কথা উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে উৎকৃষ্টতা এবং মুস্তাহাব হওয়ার উপর প্রযোজ্য। কেননা ছেলের ক্ষেত্রে দুটি বকরি দেওয়া হচ্ছে সুন্নত। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটি।

কেউ কেউ বলেছেন যে, দুদিনে রাসূল ﷺ দুটি বকরি জবাই করেছেন। জন্মের দিন একটি এবং সপ্তম দিনে একটি। আর কোনো কোনো বর্ণনায় উভয় দিনের সমন্বয় হিসেবে দুটির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর কোনো কোনো বর্ণনায় প্রত্যেক দিনের জন্য পৃথক পৃথকভাবে একটির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব কোনো বিরোধ নেই।

অথবা একটি স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজের হাতে করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে করার জন্য বলেছেন। তাই একটি এবং দুটির কথা উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাই সঠিক। এতো হলো বিরোধ নিরসন পদ্ধতি।

আর কেউ কেউ প্রাধান্য দানের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, দুটির কথা উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ হচ্ছে সঠিক এবং অধিক। বিধায় দুটির কথা উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের প্রাধান্য হবে।

অথবা একথা বলা যেতে পারে যে, দুটির কথা উল্লিখিত বর্ণনার সম্পর্ক হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর কথার সাথে। আর একটির কথা উল্লিখিত বর্ণনার সম্পর্ক হচ্ছে কাজের সাথে। আর প্রাধান্য হয় কথার [কাজের নয়]।

وَعَنْ ٣٩٧٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ)

৩৯৭৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান ও হুসাইনের পক্ষ হতে এক একটি দুম্বা আকিকা করেছেন।-[আবূ দাউদ, আর নাসায়ী বর্ণনা করেছেন দু দুটি বকরি]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একটি জন্মের দিন, অপরটি সপ্তম দিন। অথবা একটি রাসূল ﷺ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত ফাতেমা (রা.) দিয়েছেন।

وَعَنْ ٣٩٧٧ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْعُقُوْقَ كَاَنَّهٗ كَرِهَ الْاِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهٗ وَلَدٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَّنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৯৭৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা 'অকূক [নাফরমানীকে] পছন্দ করেন না। যেন আকিকা শব্দটি ব্যবহার করাকে তিনি পছন্দ করেননি। অতঃপর তিনি বললেন, যার কোনো সন্তান জন্মায়, আর সে তার পক্ষ হতে কোনো পশু জবাই করতে চায়, তবে সে যেন অবশ্যই ছেলের পক্ষ হতে দুটি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরি জবাই করে। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلْعَقِيْقَةُ এবং اَلْعُقُوْقُ এ শব্দটির দুটি মূল উৎপত্তি একই। উভয়টির আভিধানিক অর্থ হলো জখম বা ক্ষত করা। অথচ ব্যবহারিক অর্থে অনেক ব্যবধান। একটির অর্থ হলো, পশু জবাই করা। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, নাফরমানী করা বা অবাধ্য হওয়া। মূলকথা হলো, আকিকা শব্দ বলে আকুকের অর্থ নেওয়ারও অবকাশ আছে। তাই তিনি ঐ শব্দটি ব্যবহার করাকে পছন্দ করেননি; বরং তদস্থলে নুসুক বা জবাই শব্দ ব্যবহার করাকে পছন্দ করেছেন। তবে আকিকা শব্দটি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। তৎকালীন আরব সমাজেও আকিকা বললে ঐ এক নির্দিষ্ট সময়ে পশু জবাই করাকেই বুঝাত। রাসূল ﷺ কোনো কোনো সময় নিজেও আকিকা শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে এখন কেউ আকিকা শব্দ ব্যবহার করলে মাকরূহ বা নাজায়েজ হবে না।

وَعَنْ ٣٩٧٨ اَبِى رَافِعٍ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ حَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ (رضـ) بِالصَّلٰوةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৩৯৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে যখন হযরত ফাতেমা (রা.) প্রসব করলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তার কানে নামাজের আজানের ন্যায় আজান দিতে দেখেছি। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٣٩٧٩ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وُلِدَ لِاَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَزَادَ رَزِيْنٌ وَنُسَمِّيْهِ)

৩৯৭৯. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মিলে সে [তার পক্ষ হতে] একটি বকরি জবাই করত এবং তার রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর শিশুর জন্মের সপ্তম দিন আমরা একটি বকরি জবাই করি, তার মাথা কামিয়ে ফেলি এবং তার মাথায় জাফরান মালিশ করি। –[আবূ দাউদ। আর ইমাম রাযীন অতিরিক্ত এ কথাটিও বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন আমরা তার নামও রাখি।]

كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ
অধ্যায় : খাদ্য

"اَلْاَطْعِمَةُ" শব্দটি হচ্ছে طَعَامٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ হলো– যে জিনিস ভক্ষণ করা হয়ে থাকে। এখানে "اَطْعِمَةٌ" দ্বারা ভক্ষণীয় ও পানীয় উভয় ধরনের বস্তু উদ্দেশ্য। কিন্তু ভক্ষণীয় বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে মুসান্নিফ (র.) শিরোনাম কায়েম করেছেন। আর "كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ" -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত প্রকারাদি এবং ধরন ও জাত বর্ণনা করা যাকে রাসূল ﷺ ভক্ষণ করেছেন এবং পান করেছেন। অথবা ভক্ষণ করেননি এবং পানও করেননি। আর আহার পানাহারের আদাব বর্ণনা করা হচ্ছে উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٨٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ (رض) قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৮০. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে আবূ সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন বালক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে পৌছত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "سَمِّ" যেহেতু আমরের সীগাহ তাই আহলে যাওয়াহেরের মতে খানার সময় বিসমিল্লাহ পড়া হচ্ছে ওয়াজিব। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে বিসমিল্লাহ পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব। কেননা তা হচ্ছে আমলসমূহের ফাযায়েলের মধ্য থেকে। আর এমন আমল সুন্নত অথবা মুস্তাহাব হয়ে থাকে, ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে পরবর্তী উভয় كُلْ আমরের সীগাহও হচ্ছে ইস্তিহবাবের জন্য। যেমনিভাবে খানার প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া এমনিভাবে খানা শেষ করার পরেও আলহামদুলিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। যেমন হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.) যখন কোনো কিছু খেতেন অথবা পরিধান করতেন, তখন আলহামদুলিল্লাহ বলতেন এজন্য কুরআনে কারীম তাঁকে কৃতজ্ঞতা আদায়কারী বান্দা বলেছে।

যদি কয়েকজন মানুষ একসাথে খানা খেতে বসে এবং কোনো একজন ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, তখন ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কারো কারো মতে এ একজনের বিসমিল্লাহ সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমন তা উন্মার নিকট 'ইস্তিহবাবে কিফায়া'। কিন্তু ওলামায়ে কেরামের মতে সকলের জন্য বিসমিল্লাহ পড়া উচিত। একজনের বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়াতে যথেষ্ট হবে না।

قَوْلُهُ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ (رض) : ওমর ইবনে আবূ সালামা ছিলেন রাসূল ﷺ -এর বৈপত্রিক সন্তান। তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছেন। খাওয়ার আদব হলো, পাত্রের এদিক-সেদিক হাত না বাড়িয়ে নিজের নিকটস্থ পার্শ্ব হতে খাদ্য গ্রহণ করা।

وَعَنْ ٣٩٨١ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لَّا يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮১. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যদি না তাতে বিসমিল্লাহ বলা হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'শয়তান খাদ্যকে হালাল করে নেয়' অর্থাৎ শয়তানও সেই খাদ্য ভোগ করতে সমর্থ হয়। বিসমিল্লাহ বললে তার বরকতে শয়তান তাতে শামিল হতে সক্ষম হয় না। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে খাওয়ার মধ্যে যখনই স্মরণ হয়, বিসমিল্লাহ পড়ে নেবে।

وَعَنْ ٣٩٨٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান [তার অনুসারীদেরকে] বলে, এ ঘরে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের সুযোগ নেই এবং খাদ্যও পাওয়া যাবে না। [সুতরাং চল এ স্থান ত্যাগ করি।] আর যখন সে [ঘরে] প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছে। আর যখন সে খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম নেয় না, তখন সে বলে, তোমরা রাত্রিযাপন ও খাওয়া উভয়টির সুযোগ লাভ করেছ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুপুরের পর হতে রাত্র পর্যন্ত সময়ের খাওয়াকে عَشَاءٌ এবং পূর্বাহ্নের খাওয়াকে বলা হয় غَدَاءٌ। মোটকথা যে ঘরে আল্লাহর নাম জিকির হয় না সেই ঘর শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত হয়।

وَعَنْ ٣٩٨٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে পান করে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٩٨٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَأْكُلَنَّ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! তোমাদের কেউই যেন বাম হাতে না খায় এবং সেই [বাম] হাতে পানও না করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং সে হাতে পানও করে। −[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٩٨٥ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلٰثَةِ اَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهٗ قَبْلَ اَنْ يَمْسَحَهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮৫. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন আঙ্গুলে খানা খেতেন এবং হাত মোছার পূর্বে তা চেটে নিতেন। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তিন আঙ্গুলে খাওয়া তখনই সুন্নত হিসেবে পরিগণিত হবে, যদি তার অধিক অঙ্গুলি ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয়। প্রয়োজনে সব অঙ্গুলি ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই। খাওয়ার শেষে অঙ্গুলি চেটে খাওয়া সুন্নত।

وَعَنْ ٣٩٨٦ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ اِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ اَيَّةِ الْبَرَكَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ [খাওয়ার শেষে] অঙ্গুলিসমূহ ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, খাদ্যের কোনো অংশটির মধ্যে বরকত রয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা তা অবগত নও। −[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٩٨٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهٗ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৮৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কিছু খায়, তখন সে যেন [অঙ্গুলি] চেটে খাওয়া অথবা অন্যের দ্বারা তা চাটায়ে নেওয়া পর্যন্ত হাত না মুছে ফেলে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হবে না, যেমন স্ত্রী, বিশেষ খাদেম ও শিশু সন্তান দ্বারা অঙ্গুলি চাটায়ে নেওয়া যেতে পারে।

وَعَنْ ٣٩٨٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهٖ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهٖ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهٗ فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِيْ فِيْ اَيِّ طَعَامِهٖ يَكُوْنُ الْبَرَكَةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো প্রতিটি কাজের সময় শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয়, এমনকি তার খাওয়ার সময়ও তার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন অঙ্গুলি চেটে নেয়। কেননা সে জানে না যে, তার খাদ্যের কোনো অংশে বরকত রয়েছে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٣٩٨٩ اَبِيْ جُحَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৯৮৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ জোহায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না। [হেলান দিয়ে খাওয়া অহংকারীদের আচরণ, তাই নবী করীম ﷺ এটা পছন্দ করতেন না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হেলানের কতেক প্রদ্ধতি রয়েছে– ১. বাহু মাটির উপর রেখে বসা। ২. چو زانو هو كر بيتهنا [অর্থাৎ চার জানু হয়ে বসা]। ৩. এক হাত মাটিতে রেখে টেক লাগায়ে অন্য হাত দ্বারা খাওয়া। ৪. পিটকে কোনো দেয়াল কিংবা বালিসের উপর টেক লাগিয়ে বসা। খানার মধ্যে ঐসব পদ্ধতি হচ্ছে দূষণীয়। এমনিভাবে নিজের নিচে যে বিছানা রয়েছে এর উপর বসে খাওয়াও দূষণীয়। কেননা এটা হচ্ছে অহংকারীদের পদ্ধতি। আর বান্দার উচিত হলো যে, নিয়ামত খাওয়ার সময় মাওলা ও মালিকের সাথে বিনয় এবং দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ করবে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَنَا اٰكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ [অর্থাৎ আমি এমনভাবে খানা খাই যেমন একজন দাস খানা খেয়ে থাকে।] এজন্য সুন্নত অনুযায়ী পন্থা হচ্ছে এই যে, খানার প্রতি মনোযোগী হয়ে বসবে। যার তিনটি পদ্ধতি ওলামায়ে কেরামগণ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা নববী (র.) বলেছেন– ১ উভয় হাঁটু মাটিতে রেখে পায়ের তালুর উপর বসা। ২. পায়ের পাতার উপর ভর করে বসা। [হাঁটু খাড়া রেখে।] ৩. এক পা দাঁড় করে দ্বিতীয় পায়ের পাতার উপর বসা।

মোটকথা, যে পদ্ধতির মধ্যে বিনয় এবং দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত এজন্য রাসূল ﷺ 'খাওয়ান' অর্থাৎ উচু কোনো বস্তুর উপর বর্তন রেখে খেতেন না। আবার বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট বাটির পিয়ালার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের তরকারি দ্বারাও খেতেন না। আর না রাসূল ﷺ-এর জন্য ময়দা দ্বারা চাপাতি রুটি বানানো হতো; বরং পরিশোধন হীন আটার দ্বারাও বড় বড় রুটি বানানো হতো। [যা তিনি খেয়ে থাকতেন।]

وَعَنْ ٣٩٩٠ قَتَادَةَ (رضـ) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَا اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلَا فِىْ سُكُرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهٗ مُرَقَّقٌ قِيْلَ لِقَتَادَةَ عَلٰى مَا يَأْكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৯৯০. **অনুবাদ :** হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ কখনো টেবিলে রেখে আহার করেননি এবং ছোট ছোট পেয়ালাবিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খাননি। আর তাঁর জন্য কখনো চাপাতি রুটিও তৈরি করা হয়নি। হযরত কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তবে তাঁরা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে আহার করতেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চৌকি কিংবা টেবিলে খাবার রেখে খাওয়ার সময় মাথা-ঘাড় নিচু করতে হয় না। মূলত তা আরামপ্রিয় বিলাসী লোকদের অভ্যাস। তাতে মনের মধ্যে কিছুটা অহংকারেরও উদ্রেক হয়। তাই এভাবে খাওয়া মাকরূহ। মেঝের উপর দস্তরখান বিছিয়ে বড় এক প্লেট বা বরতনে অনেকে একত্রে বসে খানা খাওয়াই হলো খানার সুন্নত তরীকা।

وَعَنْ ٣٩٩١ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَا اَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلَا رَاٰى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهٖ قَطُّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৯৯১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা নেই আর না তিনি কখনো স্বচক্ষে ভুনা বকরি দেখেছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আনাস (রা.) এক নাগাড়ে দশ বৎসর রাসূল ﷺ -এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। কাজেই যদি রাসূল ﷺ তা খেতেন, তিনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকতেন।

وَعَنْ ٣٩٩٢ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ مِنْ حِيْنِ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَقَالَ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِيْنِ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ قِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَاْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهٗ وَنَنْفُخُهٗ فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِىَ ثَرَّيْنَاهُ فَاَكَلْنَاهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩৯৯২. **অনুবাদ :** হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন, তখন হতে ওফাত পর্যন্ত তিনি কখনো ময়দা দেখেননি। তিনি আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত কখনো চালনি দেখেননি। তখন সাহলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, না চেলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, আমরা তাকে পিষে নিতাম এবং তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত। আর যা অবশিষ্ট থাকত আমরা তা মথন করে নিতাম এবং এরপর তা খেতাম। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সে যুগে চালনির প্রচলন থাকলেও রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনের মান ছিল অতি সাদাসিধা। তাই তাঁদের ব্যবহারে এ সকল উপকরণ আসেনি।

وَعَنْ ٣٩٩٣ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো কোনো খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেননি। অবশ্য মনে চাইলে খেয়েছেন। আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম নববী (র.) বলেন, খাদ্যের শিষ্টাচারিতা হলো এটার কোনো দোষ বর্ণনা না করা। অবশ্য হারাম বস্তু খাদ্য নয়, কাজেই তার দোষ ও অপকারিতা বর্ণনা করা এটার অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَعَنْهُ ٣٩٩٤ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيْرًا فَأَسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيْلًا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَرَوٰى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَطْ وَفِيْ أُخْرٰى لَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ حَتّٰى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ

৩৯৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খানা খেত, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন সে অল্প খেতে লাগল। ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ-কে জানালে তিনি বললেন, মুমিন খায় এক পাকস্থলীতে আর কাফের খায় সাত পাকস্থলীতে। -[বুখারী] ইমাম মুসলিম হযরত আবূ মূসা ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ বর্ণিত বাণীটিই [অর্থাৎ ...... اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ] বর্ণনা করেছেন। তবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, এক কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মেহমান হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বকরির দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, দুধ দোহন করা হলো এবং লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতঃপর আরেকটি বকরির দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, বকরি দোহন করা হলো। এ দুধটুকুও সে পান করে ফেলল। এরপর তৃতীয় আরেকটি বকরি দোহন করা হলো। এ দুধটুকুও সে পান করে ফেলল। এভাবে সে শেষ নাগাদ সাতটি বকরির সবটুকু দুধ একাই পান করে ফেলল। [পরদিন] ভোরে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল।

فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য একটি বকরির দুধ দোহন করার নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলো। লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতঃপর আরেকটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে এবার সবটুকু দুধ পান করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুমিন এক পাকস্থলীতে পান করে। আর কাফের পান করে সাত পাকস্থলীতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যেহেতু মুসলমান এবং কাফেরের পাকস্থলী সমানই হয়ে থাকে তাই মুসলমান এক পাকস্থলীতে খায় আর কাফের সাত পাকস্থলীতে খায়। একথাটি বাহ্যত বাস্তবতার পরিপন্থী বলে বুঝে আসছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম একথাটির অনেক হেতু বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং কাযী ইয়ায (র.) বলেন যে, মুসলমান শুধুমাত্র জীবন ধারণের পরিমাণে খেয়ে থাকে এবং সে খানার প্রতি লোভী নয়। এজন্য তার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়ে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অল্প খানাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এরই বিপরীত হচ্ছে কাফের, কেননা তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে খানা, এজন্য সে অনেক লোভী এবং লিপসুক হয়ে থাকে। এ জিনিসটির মধ্যে ব্যবধান দেখানোর জন্য দৃষ্টান্তমূলক এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, মুমিন খানার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকে বিধায় খানাতে শয়তান শরিক হয় না। আর কাফের বিসমিল্লাহ পড়ে না বিধায় শয়তান শরিক হয়ে যায়। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুমিনের জন্য অল্প খানা যথেষ্ট হয়ে যায় এবং কাফেরের জন্য অল্প খানা যথেষ্ট হয় না।

আর কেউ কেউ বলেন যে, سَبْعَةُ أَمْعَاءٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাতটি দোষ চরিত্র। অর্থাৎ লোভ অধিক লিপসুক হওয়া, দীর্ঘ আশা, কামনা, লালসা, অসৎ স্বভাব, হিংসা মোটা হওয়া। তাই কাফের এসব দোষ চরিত্রের ভিত্তিতে বা চাহিদানুসারে অধিক খেয়ে থাকে। আর মুমিন ঈমানী চাহিদানুযায়ী স্বল্প খেয়ে থাকে।

আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এখানে মুমিনকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, সর্বদা ধৈর্য ও অল্পতে তুষ্টি, ধার্মিকতা এবং সাধনার উপর আমল করে শুধু ক্ষুধা নিবারণের উপর ক্ষান্ত করে পাকস্থলীকে খালি রাখবে তাহলে অন্তরের মধ্যে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হবে।

আল্লামা নববী (র.) বলেন যে, একজন নির্দিষ্ট কাফেরের ব্যাপারে রাসূল ﷺ দৃষ্টান্তমূলক বলেছেন। ব্যাপকাকারে কিংবা সাধারণ রীতিনীতি হিসেবে বলেননি। এছাড়াও হাদীসের আরো অনেক মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, মুমিনের চেয়ে কাফেরের পাকস্থলী অধিক নয়। সুতরাং তার মানে হলো, মুমিন বিসমিল্লাহ পড়ে খায়, তাতে খাদ্যে বরকত হয় এবং সে অল্পতেই তৃপ্তি পায়। আর কাফের যতই খায় তাতে তুষ্ট হয় না। অর্থাৎ তার লোভ শেষ হয় না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণীটিও প্রণিধানযোগ্য– وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ يَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ অর্থাৎ এবং যারা কুফরি করেছে, তারা ভোগ-বিহারে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মতো খায়।

وَعَنْهُ ٣٩٩٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٣٩٩٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৯৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট, দুজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে يَكْفِىْ অর্থ– যথেষ্ট হয় বলা হয়েছে। يَشْبَعُ অর্থ– পরিতৃপ্ত হয় একথা বলা হয়নি। অর্থাৎ অর্ধপেট খানা খাইলে কেউ ক্ষুধায় মরে যায় না। সুতরাং দুজনে উদরপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারে এ পরিমাণ খাদ্য অবস্থাবিশেষে চারজনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট। ঠিক তেমনি চারজনের খাদ্য আটজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। ফলকথা, নিজে কিছু কম খেয়ে কোনো ক্ষুধার্তকে কিছু অংশ খাবার দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٩٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তালবীনা পীড়িত ব্যক্তির অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং দুশ্চিন্তার কিছুটা লাঘব করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তালবীনা তরল ও লঘুপাক এক জাতীয় খাদ্য। মিহি ময়দা, দুধ ও মধু ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণে প্রস্তুত করা হয়। لَبَنٌ অর্থ– দুধ বা দধি। পাকানোর পরও তা দুধের ন্যায় তরল ও সাদা দেখায়। তাই তার তালবীনা নামকরণ হয়েছে।

وَعَنْ ٣٩٩٨ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা এক দরজি নবী করীম ﷺ -কে খাবার দাওয়াত করল, যা সে প্রস্তুত করেছিল। সুতরাং আমিও নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে গেলাম। সে যবের রুটি ও ঝোলবিশিষ্ট তরকারি উপস্থিত করল, তার মধ্যে ছিল কদু ও গোশতের টুকরা। তখন আমি দেখলাম নবী করীম ﷺ পেয়ালার আশপাশ হতে কদু খুঁজে নিচ্ছেন। ফলে সেদিন হতে আমিও সর্বদা কদু খাওয়া পছন্দ করতে লাগলাম। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খাবার জিনিস বিভিন্ন প্রকারের হলে তা প্লেটের চতুর্দিক হতে খাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। শুধু কদুর ব্যাপার নয়, সাহাবায়ে কেরাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর অনুসরণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

وَعَنْ ٣٩٩٩ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ (رض) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৯৯৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে বকরির পাঁজরের গোশ্ত স্বহস্তে খেতে দেখেন। এমন সময় নামাজের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি গোশতের টুকরা এবং যে ছুরি দ্বারা কেটে খাচ্ছিলেন তা রেখে দিলেন এবং গিয়ে নামাজ আদায় করলেন। অথচ তিনি [নতুনভাবে] অজু করেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অজু অবস্থায় আগুনে রাঁধা কোনো জিনিস খেলে বা পান করলে সে অজু ভঙ্গ হয় না, অত্র হাদীসে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। আর তাও বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়া জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٤٠٠٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪০০০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٤٠٠١ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০০১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত. একদা নবী করীম ﷺ নিজ গৃহে তরকারি চাইলেন, তারা বললেন, আমাদের কাছে সিরকা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি তা চেয়ে নিলেন এবং তা দ্বারা রুটি খেতে লাগলেন, আর বললেন, সিরকা উত্তম তরকারি, সিরকা উত্তম তরকারি। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٠٠٢ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِنَ الْمَنِّ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

৪০০২. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বেঙের ছাতা মান্ন জাতীয় এবং তার পানি চক্ষুর জন্য নিরাময়। –[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, সেই মান্ন বিশেষ যা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "كَمْأَةٌ" হচ্ছে ছাতার ন্যায় একটি বস্তু যা জমি থেকে অংকুরিত হয়ে থাকে। একে বনী ইসরাঈলের উপর নাজিলকৃত 'মান্ন' -এর সাথে তুলনা দানের কারণ হলো যে, যেমনিভাবে 'মান্ন' মেহনত ব্যতীত বনী ইসরাঈলের উপর নাজিল হতো; এমনিভাবেই বেঙের ছাতাকে মেহনত ব্যতীত হাসিল করা যায়, যার মধ্যে না বীজ বপনের প্রয়োজন রয়েছে আর না পানি দ্বারা সেচনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে 'মান্ন' বনী ইসরাঈলের উপর অনুগ্রহ পূর্বক নাজিল করেছিলেন এমনিভাবেই বেঙের ছাতাকেও অনুগ্রহ পূর্বক জমি থেকে অংকুরিত করা হয়ে থাকে।

মোটকথা, বনী ইসরাঈল তীহ ময়দানে যে আসমানি খাদ্য পেয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল মান্ন। কুরআনের বাণী- وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى الْكَمْأَةُ হিন্দিতে তাকে খুম্বী বলে। আমাদের ভাষায় বেঙের ছাতা। বিনা পরিশ্রমে এমন একটি মূল্যবান সম্পদ পাওয়া যায় বলে তাকে মান্ন বলা হয়েছে। তা চক্ষু রোগের মহৌষধ ছাড়া খাদ্যেও ব্যবহৃত হয়, তবে সাবধান! তা বিভিন্ন প্রকারের হয়, না চিনে ব্যবহার করা মারাত্মক।

وَعَنْ ٤٠٠٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০০৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাঁকড়ির সাথে তাজা খেজুর খেতে দেখেছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাঁকড়ি দেখতে চিচিঙ্গার মতো; কিন্তু স্বাদে শসার ন্যায়। পাকিস্তান ও ভারতের উত্তরাঞ্চলে গ্রীষ্মের মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঁচা ও রান্না করে উভয়ভাবে খাওয়া যায়।

وَعَنْ ٤٠٠٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ اَطْيَبُ فَقِيْلَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا رَعَاهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০০৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মার্‌রুযযাহরান নামক স্থানে ছিলাম, এ সময় আমরা বাবলা ফল চয়ন করছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা শুধুমাত্র কালো কালোগুলোই চয়ন কর। কেননা এটাই উত্তম। [হযরত জাবের (রা.) বলেন,] তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি বকরি চরাতেন? [কারণ তারাই তো বন-জঙ্গলের ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখে।] তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমন কোনো নবীই নেই যিনি বকরি চরাননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٠٠٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ اَكْلًا ذَرِيْعًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০০৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি, তিনি উপুড়ি বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তিনি তা হতে খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٠٠٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ اَصْحَابَهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০০৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাউকেও নিজ সাথি ভাইদের অনুমতি ব্যতিরেকে দু-খেজুর একসাথে খেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একত্রে খেতে বসলে উপস্থিত খাদ্যের উপর সকলের হক সমান, তাই এ ক্ষেত্রে কারো জন্য এক গ্রাসে দু দুটি খেজুর ভক্ষণ করা অন্যায়। অথবা অভাব ও দুর্ভিক্ষের সময়ে রাসূল ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, এ হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। কারণ নবী করীম ﷺ বলেন, এক সময় আমি দুটি খেজুর একত্রে মিলিয়ে খেতে নিষেধ করেছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সচ্ছল করেছেন। সুতরাং এখন মিলিয়ে খেতে পার।

وَعَنْ ٤٠٠٧ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا يَجُوْعُ اَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهٗ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০০৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সেই গৃহবাসী অভুক্ত নয়, যার কাছে খেজুর আছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছেন, হে আয়েশা! যে ঘরে খেজুর নেই, সে গৃহবাসী অভুক্ত। এ কথাটি তিনি দুই অথবা তিনবার বলেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ খোরমা খেজুর শুধু ফল নয়, বরং তা খাদ্যও বটে।

وَعَنْ ٤٠٠٨ سَعْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهٗ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০০৮. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোনো বিষ ও জাদু-টোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আজওয়া মদিনার একটি উন্নতমানের খেজুর। তার জন্য রাসূল ﷺ বিশেষভাবে দোয়া করেছেন। তা তুলনামূলক আকারে ছোট ও বর্ণে কালো।

وَعَنْ ٤٠٠٩ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِىْ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً وَاِنَّهَا تِرْيَاقٌ اَوَّلَ الْبُكْرَةِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০০৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মদীনার উচ্চভূমির আজওয়া খেজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর প্রথম ভোরে তা [খাওয়া] বিষের প্রতিষেধক। –[মুসলিম]

وَعَنْهَا ٤٠١٠ قَالَتْ كَانَ يَاْتِىْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا اِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنْ يُّؤْتٰى بِاللُّحَيْمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০১০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমাদের উপর গোটা একটি মাস অতিবাহিত হতো, তন্মধ্যে আমরা আগুন জ্বালাতাম না, শুধু খোরমা ও পানি দ্বারাই আমাদের গুজরান হতো। তবে কোনো সময়ে কিছু গোশত [হাদিয়া স্বরূপ] এসে পড়লে [তা খাওয়ার সুযোগ হতো।]

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَا ٤٠١١ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ اِلَّا وَاَحَدُهُمَا تَمْرٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০১১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে দু দিন আটার রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারেননি; বরং দু দিনের এক দিন খেজুর [খেয়ে কাটাতে হতো]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ একদিন রুটি আরেকদিন খেজুর খেয়ে কাটাতেন।

وَعَنْهَا ٤٠١٢ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয় যে, আমরা দু কালো বস্তু [খেজুর ও পানি]ও পেট পুরে খেতে পাইনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে اَلْاَسْوَدَيْنِ দ্বারা খেজুর ও পানি বুঝানো হয়েছে। পানি কালো নয়, তবুও খেজুরকে প্রাধান্য দিয়ে উভয়টিকে কালো বলা হয়েছে। (هٰذَا مِنْ بَابِ تَغْلِيْبٍ)

وَعَنِ ٤٠١٣ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ اَلَسْتُمْ فِىْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَاُ بَطْنَهٗ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০১৩. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে] বলেন, তোমরা কি যা চাও তাই পানাহার করছ না, অথচ আমি তোমাদের নবী করীম ﷺ -কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, নিম্নমানের খেজুরও এ পরিমাণ তার জুটেনি, যার দ্বারা তার নিজ উদর পূরণ হতে পারে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সেই কালে মুসলমানদের অবস্থা আজকার মতো সচ্ছল ছিল না।

وَعَنْ ٤٠١٤ أَبِىْ أَيُّوْبَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ اِلَىَّ وَاِنَّهُ بَعَثَ اِلَىَّ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِاَنَّ فِيْهَا ثُوْمًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلٰكِنْ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ قَالَ فَاِنِّىْ أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ আউয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর জন্য যখনই কোনো খাদ্যদ্রব্য আনা হতো, তখন তা হতে নিজে খেয়ে অবশিষ্টটুকু আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আমার কাছে এমন একটি পাত্র পাঠিয়ে দিলেন, যা হতে তিনি কিছুই খাননি। কেননা তাতে রসুন ছিল, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তা কি হারাম? তিনি বললেন, না, তবে তার গন্ধের কারণে আমি তাকে পছন্দ করি না। হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমি তা অপছন্দ করি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রসুন, পিয়াজ ইত্যাদি খাওয়া মূলত মোবাহ, তবে কাঁচা অবস্থায় তা খাওয়ার পর মসজিদ কিংবা কোনো লোক সমাবেশে যাওয়া মাকরূহ। কেননা তার গন্ধের জন্য অন্যের কষ্ট হতে পারে। একই কারণে ওলামাগণ যাবতীয় ধূমপান করাকেও উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত করেন।

وَعَنْ ٤٠١٥ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلٰى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ أُنَاجِىْ مَنْ لَا تُنَاجِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০১৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পিয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে সরে থাকে। অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে হতে দূরে থাকে অথবা নিজ বাড়িঘরে বসে থাকে। এক সময় নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে [রান্না করা] একটি তরকারির পাতিল আনা হলো। তিনি তাতে এক ধরনের গন্ধ অনুভব করলেন, তখন তা [হতে নিজে না খেয়ে উপস্থিত] একজন সাহাবীর সম্মুখে এগিয়ে দিতে বললেন এবং সেই সাহাবীকে বললেন, তুমি খেতে পার। কারণ আমাকে যার সাথে গোপনে কথা বলতে হয়, তোমাকে তার সাথে কথা বলতে হয় না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আমাকে ফেরেশতার সাথে কথা বলতে হয়। সুতরাং তোমার জন্য এরূপ খাদ্য বৈধ হলেও আমার জন্য বৈধ নয়।

وَعَنْ ٤٠١٦ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪০১৬. **অনুবাদ** : হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্যকে মেপে নাও, তাতে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : কম রান্না করলে পরিবারস্থ লোকদের কষ্ট হবে। আর বেশি রান্না করলে অপচয় হবে। অথবা ক্রয়বিক্রয়ের সময় মেপে লেনদেন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٤٠١٧ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪০১৭. **অনুবাদ** : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখ হতে যখন দস্তরখান উঠান হতো, তখন তিনি এ দোয়া করতেন, অর্থ– পাক-পবিত্র, বরকতময়, অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ারদেগার! তোমার নিয়ামত হতে মুখ ফিরানো যায় না, আর তার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং তার প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না। –[বুখারী]

وَعَنْ ٤٠١٨ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَأْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَىْ عَائِشَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا فِىْ بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

৪০১৮. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সে বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে তার প্রশংসা করে অথবা এক ঢোক পানি পান করে তার শোকর আদায় করে। –[মুসলিম]

গ্রন্থকার বলেন, مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ এবং خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا হযরত আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসদ্বয় ইনশাআল্লাহ 'ফকিরদের মর্যাদা পরিচ্ছেদে' বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অর্থাৎ যখন যা কিছু পানাহার করা হয়, তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٠١٩ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُرِّبَ طَعَامٌ فَلَمْ اَرَ طَعَامًا كَانَ اَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ اَوَّلَ مَا اَكَلْنَا وَلَا اَقَلَّ بَرَكَةً فِىْ اٰخِرِهٖ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ هٰذَا قَالَ اِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ حِيْنَ اَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ اَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ فَاَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪০১৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ -এর কাছে ছিলাম, এমন সময় খাবার আনা হলো। আমি অদ্যাবধি তা হতে বেশি বরকতময় খানা কখনো দেখিনি, প্রথম ভাগে যা আমরা খেয়েছিলাম। আর না অতি অল্প বরকত যা তার শেষ ভাগে ছিল। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনটা হলো কেন? তিনি বললেন, আমরা যখন খাচ্ছিলাম, তখন আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। অতঃপর এক লোক [আমাদের সাথে] খেতে বসেছে, সে আল্লাহর নাম নেইনি, ফলে তার সাথে শয়তানও খানা খেয়েছে। -[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٤٠٢٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَنَسِىَ اَنْ يَذْكُرَ اللّٰهَ عَلٰى طَعَامِهٖ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪০২০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায় এবং আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, [স্মরণ হওয়ার পর] সে যেন বলে, বিসমিল্লাহি আওয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٠٢١ اُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَاْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهٖ اِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَازَالَ الشَّيْطٰنُ يَاْكُلُ مَعَهٗ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ اِسْتَقَاءَ مَا فِىْ بَطْنِهٖ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০২১. **অনুবাদ :** হযরত উমাইয়্যা ইবনে মাখশী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না পড়েই খাচ্ছিল, অবশেষে মাত্র একটি গ্রাস অবশিষ্ট রইল, যখন সে তাকে মুখের কাছে তুলল, তখন সে বলে উঠল, বিসমিল্লাহি আওয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু। তার অবস্থা দেখে নবী করীম ﷺ হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ঐ লোকটির সঙ্গে খাচ্ছিল। আর যখনই সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল, তখনই শয়তান তার পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি করে দিল। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ খাদ্যের যে পরিমাণ বরকত চলে গিয়েছিল, তা এখন ফিরে এসেছে।

وَعَنْ ٤٠٢٢ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪০২২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খানাপিনা হতে অবসর হতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٠٢٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ عَنْ اَبِيْهِ)

৪০২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খানা খেয়ে শোকর আদায়কারী সংযমী রোজাদারের ন্যায় [ছওয়াবের অধিকারী হয়]। –[তিরমিযী] আর ইবনে মাজাহ ও দারেমী হাদীসটি সেনান ইবনে সান্নাহ-এর মাধ্যমে তার পিতা হতে রেওয়ায়েত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ন্যূনতম শোকর হলো খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা। আর ন্যূনতম সংযম হলো, রোজা নষ্ট হয় এমন বস্তু হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

وَعَنْ ٤٠٢٤ أَبِىْ أَيُّوْبَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কিছু খেতেন বা পান করতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন। অর্থ– সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করেছেন এবং [পরিশেষে অপ্রয়োজনীয় অংশ] বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٠٢٥ سَلْمَانَ (رض) قَالَ قَرَأْتُ فِى التَّوْرٰةِ اِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪০২৫. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাওয়ার পরে অজু করলে খাদ্যের মধ্যে বরকত হাসিল হয়। এ কথাটি আমি [কোনো এক সময়] নবী করীম ﷺ -কে জানালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খানার বরকত খাওয়ার পূর্বে অজু করা এবং তার পরে অজু করা।

–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ -এর কথার মধ্যে হয়তো এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাওরাতের বর্ণনায় পরিবর্তন ঘটেছে। অথবা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের শিক্ষা দ্বারা তার পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। এখানে খাওয়ার আগে ও পরে অজু করা মানে হাত-মুখ ধৌত করা। অজুর প্রচলিত অর্থ বা নিয়ম পালন করা নয়।

وَعَنْ ٤٠٢٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا اَلَا نَأْتِيْكَ بِوُضُوْءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلٰوةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ)

৪০২৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ শৌচাগার হতে বাইরে আসলেন, এমন সময় তাঁর সম্মুখে খানা উপস্থিত করা হলো। তখন লোকেরা বলে উঠল, আমরা কি আপনার জন্য অজুর পানি আনব না? তিনি বললেন, যখন আমি নামাজের প্রস্তুতি নেব, তখনই অজু করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী] আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ সাধারণত সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন। তাই লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনি তখন অজু করবেন, তা যেন তার জন্য ওয়াজিব। উত্তরে তিনি বললেন, শরয়ী অজু তো কেবলমাত্র নামাজ, কুরআন স্পর্শ ইত্যাদি কাজের জন্যই ওয়াজিব। অন্য সময় মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٤٠٢٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ فَقَالَ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ اَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلٰكِنْ يَأْكُلُ مِنْ اَسْفَلِهَا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ اَعْلَاهَا.

৪০২৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে এক পাত্র ছারীদ আনা হলো। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা তার পার্শ্ব হতে খাও, মধ্য হতে খেয়ো না। কেননা খাদ্যের বরকত মাঝখানের অবতীর্ণ হয়। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায়, সে যেন পাত্রের উপরিভাগ হতে না খায়; বরং তার নিম্নভাগ হতে খায়। কেননা বরকত উপরিভাগে [মাঝখানেই] অবতীর্ণ হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রুটি টুকরা টুকরা করে ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে যে খাবার প্রস্তুত করা হয়, তাকে ছারীদ বলে। তা আরবদের অতি প্রিয় খাদ্য।

وَعَنْ ٤٠٢٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪০২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনো হেলান দিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি। আর তিনি দুজন লোককেও পিছনে রেখে চলেননি। —[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে দুজন দ্বারা একাধিক লোক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ লোকদের পিছনে রেখে নিজে আগে আগে চলতেন না। এরূপ চলা এবং হেলান দিয়ে খাওয়া উভয় কাজই অহংকারী লোকদের অভ্যাস। অবশ্য চাকর-নকর, দাস-দাসী অথবা ছোটদেরকে পিছনে রেখে চলতে কোনো দোষ নেই। আর তা বিনয়ের পরিপন্থিও নয়।

وَعَنْ ٤٠٢٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ (رضـ) قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَلَمْ نَزِدْ عَلَى أَنْ مَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪০২৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ ইবনে জায্‌আ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু রুটি ও গোশ্‌ত আনা হলো, এ সময় তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি তা খেলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও খেলাম। অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়লেন। আর আমরাও তাঁর সাথে নামাজ আদায় করলাম। অথচ আমরা আমাদের হাতগুলো কঙ্করে মুছে নেওয়া ছাড়া অধিক কিছু করিনি। —[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ই'তিকাফ বা অন্য কোনো প্রয়োজনের সময় মসজিদে বসে খানা খাওয়া জায়েজ আছে। আর খাওয়ার পর যে কোনো কিছুর দ্বারা হাত মুছে নিলেও চলে। তবে পানি দ্বারা হাত ধৌত করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٤٠٣٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪০৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু গোশত আনা হলো এবং তাঁর সম্মুখে পাঁজরের অংশটিই রাখা হলো। তিনি তা খেতে খুব বেশি পছন্দ করতেন। তাই তিনি তা হতে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে খেলেন। —[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٠٣١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَسُوْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَا لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ)

৪০৩১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ছুরি দ্বারা গোশ্‌তকে কেটো না। কেননা তা আজমী [পারসিক]দের আচরণ; বরং তা দাঁত দ্বারা কামড়ে খাও। কারণ, তা বেশি সুস্বাদু এবং হজমের দিক দিয়ে ভালো। –[আবূ দাউদ ও বায়হাকী এবং তারা উভয়েই বলেছেন যে, এ হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়া আজমি পারসিকদের নিত্যকার ফ্যাশন ছিল। এ প্রেক্ষিতে তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা জায়েজ।

وَعَنْ ٤٠٣٢ أُمِّ الْمُنْذِرِ (رضـ) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ مِنْ هٰذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪০৩২. অনুবাদ : হযরত উম্মে মুনযির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে আসলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আলী (রা.)। আমাদের গৃহে খেজুরের ছড়া ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেতে লাগলেন এবং তাঁর সাথে আলীও খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে বললেন, হে আলী! তুমি থাম। [এটা আর খেয়ো না] কেননা তুমি সদ্য রোগমুক্ত। উম্মুল মুনযির (রা.) বলেন, অতঃপর আমি তাদের জন্য শালগম জাতীয় সবজি ও যব তৈরি করে দিলাম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে আলী! এটা হতে খাও, তা তোমার উপযোগী। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٠٣٣ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪০৩৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্যপাত্রের তলানি [নিচে লেগে থাকা অংশ] পছন্দ করতেন।

–[তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٤٠٣٤ نُبَيْشَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِيْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪০৩৪. অনুবাদ : হযরত নোবায়শা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পিয়ালাতে খায় এবং পরে তা চেটে নেয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। –[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরিব।]

وَعَنْ ٤٠٣٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهٖ غَمْرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَاَصَابَهٗ شَىْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪০৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় রাত্রিযাপন করে যে, তার হাতের মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন [তেল, চর্বি ইত্যাদি] থেকে যায়, সে তা ধৌত করেনি। পরে কোনো কিছু তার অনিষ্ট করে, তবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٠٣٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৩৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে রুটির ছারীদ এবং হায়সের ছারীদ ছিল প্রিয় খাদ্য। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ছারীদ দু প্রকার। একপ্রকার হলো, গোশতের ঝোলের মধ্যে রুটির টুকরা ভিজিয়ে তৈরি করা। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, খেজুরের টুকরা পনির ও ঘি সংযোগে প্রস্তুত করা, এটাকে হায়েস বলে।

وَعَنْ ٤٠٣٧ اَبِىْ اُسَيْدِ نِ الْاَنْصَارِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

৪০৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ উসায়দ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জয়তুনের তেল খাও এবং তা গায়ে মালিশ কর। কারণ তা হলো একটি কল্যাণময় বৃক্ষ হতে [নির্গত]। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুরআনে জয়তুনের শপথ করা হয়েছে এবং তাকে বরকতময় বৃক্ষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٠٣٨ اُمِّ هَانِئٍ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَعِنْدَكِ شَىْءٌ قُلْتُ لَا اِلَّا خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلٌّ فَقَالَ هَاتِىْ مَا اَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ اُدْمٍ فِيْهِ خَلٌّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪০৩৮. অনুবাদ : হযরত উম্মে হানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমার কাছে এসে বললেন, তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুক্‌না রুটি ও সিরকা ব্যতীত কিছুই নেই। তিনি বললেন, তাই দাও। বস্তুত যে ঘরে সিরকা আছে, সে ঘর সালনশূন্য নয়। -[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব]

وَعَنْ ٤٠٣٩ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ وَاَكَلَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪০৩৯. অনুবাদ : হযরত ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপরে খেজুর রেখে বললেন, এটা [খেজুর] তার [রুটির] সালন এবং [এই বলে] তা খেলেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খোরমা খেজুর স্বতন্ত্র একটি খাদ্য হলেও সালন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

وَعَنْ ٤٠٤٠ سَعْدٍ (رض) قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا اَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلٰى فُؤَادِيْ وَقَالَ اِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُوْدٌ اِئْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ اَخَا ثَقِيْفٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاتِهِنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৪০. অনুবাদ : হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লাম। নবী করীম ﷺ আমার খোঁজখবর নিতে তশরিফ আনলেন। তিনি নিজের হাতখানা আমার দুই স্তনের মাঝখানে [বুকের উপর] রাখলেন। তাতে আমি আমার কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি একজন হৃদ-বেদনার রোগী। সুতরাং তুমি ছাকীফ গোত্রীয় হারেছ ইবনে কালদার নিকট যাও। সে একজন চিকিৎসক। [পরে তিনি বললেন,] সে যেন অবশ্যই মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর বীচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটি হতে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, রোগের চিকিৎসা করা বা চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হওয়া জায়েজ আছে। যদিও সে অমুসলিম হয়। কেননা হারেছ ইবনে কালদাহ ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা, তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়নি। দ্বিতীয়ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দান করে নিজেই তার ঔষধ নির্ণয় করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এ রোগের জন্য এটাও অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, একপ্রকারের অমোঘ ঔষধ। তবে পদ্ধতিগত প্রস্তুত করা হলো চিকিৎসকের কাজ।

وَعَنْ ٤٠٤١ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَزَادَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيَقُوْلُ يُكْسَرُ حَرُّ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا وَبَرْدُ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৪০৪১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাজা-পাকা খেজুর দ্বারা খরবুজা খেতেন। -[তিরমিযী] আর আবূ দাউদ এ কথাটি বর্ধিত করেছেন এবং তিনি বলতেন, এর [খরবুজার] শীতলতা তার [খেজুরের] উষ্ণতা এবং তার উষ্ণতা এটার শীতলতা সংশোধন করে দেয়। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

وَعَنْ ٤٠٤٢ أَنَسٍ (رض) قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ وَيُخْرِجُ السُّوْسَ مِنْهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৪২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে পুরাতন খেজুর পেশ করা হলো। তিনি তা খুঁটতে এবং তা হতে পোকা বের করতে লাগলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এতে বুঝা যায় যে, পোকার কারণে ফল নাপাক বা তা খাওয়া নিষিদ্ধ হয় না। তবে জেনেশুনে পোকাসহ তা খাওয়া নাজায়েজ, পোকা বেছে খাওয়ায় দোষ নেই।

وَعَنْ ٤٠٤٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِيْ تَبُوْكَ فَدَعَا بِالسِّكِّيْنِ فَسَمَّى وَقَطَعَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় নবী করীম ﷺ -এর জন্য এক টুকরা পনির আনা হলো। তখন তিনি ছুরি আনালেন এবং বিসমিল্লাহ বলে কাটলেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٠٤٤ سَلْمَانَ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَمَوْقُوْفٌ عَلَى الْاَصَحِّ)

৪০৪৪. **অনুবাদ :** হযরত সালমান ফারেসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘি, পনির ও বন্য গাধা [খাওয়া] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল বলেছেন, তাই হালাল এবং তাঁর কিতাবে যা কিছু হারাম বলেছেন, তা হারাম। আর যা হতে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। –ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। তবে অধিক সহীহ কথা হলো, তা মওকুফ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : فِرَاء অর্থ– বন্য গাধা। আবার কেউ কেউ বলেন, তা فَرْوٌ-এর বহুবচন। তখন অর্থ হবে– চামড়া দ্বারা নির্মিত কোট বা জ্যাকেট। হিন্দিতে বলা হয় پُوسْتِين [পুস্তীন]। সাধারণত তা মৃত পশুর চামড়া দ্বারা অমুসলিমরা প্রস্তুত করে। তাই তা ব্যবহার করা জায়েজ হবে কিনা জানতে চাইল। মোটকথা, রাসূল ﷺ -এর বক্তব্য হতে বুঝা গেল, আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহর কালাম নীরব। তাই এগুলো খাওয়া বা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ ٤٠٤٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْتُ اَنَّ عِنْدِىْ خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِىْ اَىِّ شَىْءٍ كَانَ هٰذَا قَالَ فِىْ عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ ارْفَعْهُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ)

৪০৪৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘি দুধে মিশ্রিত চুপসা ভিজা ধবধবে সাদা উত্তম গমের আটার তৈরি রুটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এ কথা শুনে জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং [রাসূল ﷺ -এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী] রুটি তৈরি করে তাঁর খেদমতে নিয়ে আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, [যে ঘি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে,] তা কেমন ধরনের পাত্রে রাখা ছিল? সে বলল, গেবই সাপের চামড়ার থলের মধ্যে। তখন তিনি বললেন, [আমার সম্মুখ হতে] এটা তুলে নাও। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ এবং আবূ দাউদ বলেছেন, হাদীসটি মুনকার।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হানাফীদের মতে গোসাপ খাওয়া হারাম। সুতরাং তার চামড়াও হারাম। অথবা তাতে কোনো দুর্গন্ধ অনুভব করে তা ব্যবহার করেননি।

وَعَنْ ٤٠٤٦ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ اِلَّا مَطْبُوْخًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৪৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রান্না করা ব্যতীত রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٠٤٧ اَبِىْ زِيَادٍ (رضـ) قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ (رضـ) عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ اِنَّ اٰخِرَ طَعَامٍ اَكَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلٌ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যিয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে পিয়াজ [খাওয়া] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ খানা যা খেয়েছেন, তন্মধ্যে পিয়াজ ছিল। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٠٤٨ ابْنَىْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৪৮. অনুবাদ : সোলামী গোত্রীয় বুসরের দুই পুত্র বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা মাখন ও খেজুর তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলাম। আসলে তিনি মাখন ও খেজুর [খেতে] বেশি পছন্দ করতেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٠٤٩ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ (رض) قَالَ اُتِيْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدِ وَالْوَذْرِ فَخَبَطْتُ بِيَدِيْ فِيْ نَوَاحِيْهَا وَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى يَدِيَ الْيُمْنٰى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَاِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ اُتِيْنَا بِطَبَقٍ فِيْهِ اَلْوَانُ التَّمْرِ فَجَعَلْتُ اٰكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَاِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اَتَيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هٰذَا الْوُضُوْءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪০৪৯. অনুবাদ : হযরত ইকরাশ ইবনে যুয়াইব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের সম্মুখে বৃহদাকারের একটি খাদ্যপাত্র আনা হলো। পাত্রটি ছিল সারীদ ও গোশতের টুকরাবিশিষ্ট। আমি আমার হাত দিয়ে পাত্রের চার পাশ হতে নিতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সম্মুখ হতে খাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এক জায়গা হতে খাও, কেননা এটা একপ্রকারের খাদ্য। [বর্ণনাকারী ইকরাশ বলেন,] অতঃপর আমাদের সম্মুখে একখানি থালা আনা হলো। তন্মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রকারের খেজুর। তখন আমি কেবলমাত্র আমার সম্মুখ হতে খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত গোটা থালার মধ্যে ঘুরতেছিল। তখন তিনি বললেন, হে ইকরাশ! থালার যে জায়গা হতে ইচ্ছা হয় খাও, কেননা এটা একপ্রকারের নয়। অতঃপর আমাদের জন্য পানি আনা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উভয় হাত ধুইলেন এবং ভিজা হাত দ্বারা মুখমণ্ডল, বাহুদ্বয় ও মাথা মুছে নিলেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এটা হলো সেই খাদ্যের অজু যাকে আগুন পরিবর্তন করে দিয়েছে। [অর্থাৎ রান্না করা হয়েছে।] –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খাওয়ার পর হাত মুখ ধুয়ে বা মুছে ফেলাকে আভিধানিক অর্থে অজু বলা হয়। اَلْوَذْرُ অর্থ– হাড্ডিবিহীন গোশ্‌তের টুকরা।

وَعَنْ ٤٠٥٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَخَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَيَرْتُوْ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُوْ عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُوْ اِحْدٰكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৪০৫০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারস্থ কারো জ্বর হলে তিনি হাসা প্রস্তুত করতে বলতেন এবং তা চেটে খেতে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, এটা চিন্তাযুক্ত মনকে সুদৃঢ় করে এবং পীড়িতের অন্তর হতে রোগের ক্লেশকে দূর করে, যেমন তোমাদের নারীদের কেউ পানি দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল হতে ময়লা দূর করে থাকে। –[তিরমিযী] এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আটা, পানি ও ঘি সংযোগে তৈরি হালকা ও তরল পায়েসকে হাসা বলে। অবশ্য এটার সাথে হালকা মিষ্টিও দেওয়া হয়। এটা লঘু পাক।

وَعَنْ ٤٠٥١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪০৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজওয়া বেহেশতের ফল, তার মধ্যে বিষ প্রতিষেধকতা রয়েছে। আর বেঙের ছাতা মান্ন জাতীয়, তার পানি চক্ষু রোগের জন্য উপশম। -[তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٠٥٢ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّلِيْ بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَاَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ وَفَاءً فَقَالَ لِيْ اَقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ اَوْ قُصَّهُ عَلٰى سِوَاكٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪০৫২. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে [জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে] মেহমান হলাম। তিনি লোকটিকে বকরির পাঁজরের গোশ্‌ত তৈরি করতে বললেন, তা ভুনা করা হলো। অতঃপর তিনি ছুরি নিয়ে ঐ স্থান হতে গোশত কেটে আমাদের দিতে লাগলেন। এমন সময় হযরত বেলাল (রা.) এসে তাঁকে নামাজের সংবাদ দিলেন। তিনি [বিরক্তির সাথে] ছুরিখানা ফেলে দিলেন এবং বললেন, তার কি হলো? তার হস্তদ্বয়ে মাটি লাগুক। মুগীরা বলেন, তার গোঁফ বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার গোঁফ মিসওয়াকে রেখে কেটে দেব। অথবা বললেন, তা মিসওয়াকে রেখে কেটে নাও। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : "تَرِبَتْ يَدَاهُ" এ বাক্যটি আরবরা নিন্দা ও ভর্ৎসনা স্থলে ব্যবহার করে। এটা যদিও বাহ্যিক অর্থে বদদোয়া বুঝা যায়, কিন্তু এখানে তা নয়, বরং বিরক্তি প্রকাশ। অর্থাৎ তখন ছিল ইশার নামাজের ওয়াক্ত, সময়ও ছিল প্রশস্ত। সুতরাং আমরা যখন খাওয়ায় মশগুল তখন এত তাড়াহুড়ার কি প্রয়োজন ছিল?

وَعَنْ ٤٠٥٣ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتّٰى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهٗ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهٗ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَّا يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهٗ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهٖ فَأَخَذْتُ بِيَدِهٖ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنَّ يَدَهٗ فِيْ يَدِيْ مَعَ يَدِهَا زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ وَأَكَلَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০৫৩. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কোনো খাবার মসলিসে উপস্থিত হতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শুরু করে তাতে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা আমাদের হাত রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক খাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একটি মেয়ে আসল যেন তাকে তাড়িয়ে আনা হয়েছে এবং সে খাদ্যের মধ্যে হাত রাখতে উদ্যত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর এক বেদুঈন আসল। তাকেও যেন কেউ তাড়িয়ে এনেছে। তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই শয়তান তখনই খানাকে হালাল মনে করে, যখন তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না। তাই সে [প্রথমে] ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল, যেন তার দ্বারা [খানাটি নিজের জন্য] হালাল করতে পারে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। পরে সে ঐ বেদুঈনকে নিয়ে আসল [খাদ্যটি নিজের জন্য] হালাল করতে চেয়েছিল। তাই আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার মুঠোতে রয়েছে। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে বর্ধিত আছে, অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খেলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বেদুঈন ও মেয়েটি ক্ষুধার তাড়নায় বিসমিল্লাহ না পরে খাওয়ার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। এতে শয়তানও খাওয়ার সুযোগ পেত। যার ফলে খাদ্যে বরকত থাকত না। সাহাবীদের আমল-অভ্যাস হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুরব্বি বা সম্মানিত ব্যক্তিগণসহ একই মজলিসে খেতে বসলে তাদের আগে খাওয়া শুরু করা উচিত নয়।

وَعَنْ ٤٠٥٤ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ غُلَامًا فَأَلْقٰى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَأَكَلَ الْغُلَامُ فَأَكْثَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شُؤْمٌ وَأَمَرَ بِرَدِّهٖ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪০৫৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোলাম ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার সম্মুখে কিছু খেজুর ঢেলে দিলেন। সে অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেলল। [এটা দেখে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বেশি খাওয়া অশুভ [অকল্যাণকর]। অতএব, গোলামকে ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٤٠٥٥ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ اِدَامِكُمُ الْمِلْحُ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪০৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রধান সালন হলো লবণ। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : লবণ অতি সহজলভ্য, এটার উপর তুষ্ট থাকলে অন্যান্য দুর্লভ্য সালন তরকারির ঝামেলা পোহাতে হয় না। তাই এটাকে সালন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٤٠٥٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوْا نِعَالَكُمْ فَاِنَّهُ اَرْوَحُ لِاَقْدَامِكُمْ ـ

৪০৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন খানা হাজির করা হয়, তখন তোমরা জুতা খুলে নাও। কেননা তাতে প্রশান্তি রয়েছে।

وَعَنْ ٤٠٥٧ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) اَنَّهَا كَانَتْ اِذَا اُتِيَتْ بِثَرِيْدٍ اَمَرَتْ بِهِ فَغُطِّىَ حَتّٰى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ وَتَقُوْلُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هُوَ اَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ـ (رَوَاهُمَا الدَّارِمِىُّ)

৪০৫৭. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, যখনই তাঁর নিকট ছারীদ আনা হতো, তখন তার ধোঁয়ার গরম বাষ্প নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ঢাকিয়া রাখতে আদেশ করতেন এবং তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এতে বিরাট বরকত রয়েছে।

–[দারেমী হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٤٠٥٨ نُبَيْشَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا تَقُوْلُ لَهُ الْقَصْعَةُ اَعْتَقَكَ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ كَمَا اَعْتَقْتَنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৪০৫৮. অনুবাদ : হযরত নোবায়শা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো পাত্রে খায় এবং পরে তা চেটে নেয়, তখন পাত্রটি তাকে [লক্ষ্য করে] বলে, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত রাখুন, যেমন তুমি আমাকে শয়তান হতে মুক্ত রেখেছ। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খাদ্যপাত্র চেটে না খেলে অবশিষ্ট অংশ শয়তানে খায়।

بَابُ الضِّيَافَةِ
পরিচ্ছেদ : অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ

যিয়াফত অর্থ– মেহমানদারি করা। আভিধানিক অর্থ– কারো দিকে ঝুঁকে যাওয়া। আল্লাহর কালামে বর্ণিত হয়েছে– هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ অর্থাৎ 'তোমার কাছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মানিত মেহমানগণের ঘটনা পৌঁছিয়াছে কী?' মেহমানদারির হক তিনদিন। সার্বিক আচরণের অতিথির সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাকে নবী করীম ﷺ মুমিনের পরিচায়ক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর অতিথির পক্ষে উচিত মেজবান বা আশ্রয়দানকারীকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট না দেওয়া।

আল্লামা রাগেব (র.) বলেন যে, ضَافَ يَضِيْفُ ضَيْفًا وَضِيَافَةً -এর মল অর্থ হচ্ছে ধাবিত হওয়া। আর "ضَيْفٌ" -এর অর্থ হচ্ছে যে অতিথি আগমন করে থাকেন। আর তা এজন্য যে, অতিথি কারো নিকট অতিথি হয়ে তার দিকে ধাবিত হয়ে থাকেন। তাই এখন "ضَافَ" -এর অর্থ অতিথি হওয়া হয়ে গেল। আর "أَضَافَ" -এর অর্থ হলো অতিথি আপ্যায়ন করা।

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, একদিন প্রফুল্লময়, হাস্য মুখে অতিথি আপ্যায়ন করা ওয়াজিব অতঃপর [এর চেয়ে বেশিদিন করা] মুস্তাহাব।

কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে অতিথি আপ্যায়ন করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। কেননা এটা হচ্ছে আচার-ব্যবহারের মধ্য থেকে। আর এটা হচ্ছে মুস্তাহাব।

আর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে 'মুসলমানগণ যখন কোনো গ্রামবাসীর নিকট অবতরণ করে তখন গ্রামবাসীর উপর মেহমানদারি [অতিথি আপ্যায়ন] করা ওয়াজিব' সে কথাটি হচ্ছে ইসলামের প্রথম যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তী এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

অথবা এটা হলো অক্ষমতা এবং নিরুপায় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা এটা ব্যাপকাকারে সমস্ত গ্রামবাসীর জন্য নয় বরং বিশেষভাবে ঐ সকল জিম্মি উদ্দেশ্য, যারা জিম্মি চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যে মুসলমান তাদের নিকট অতিথি হবে তার মেহমানদারি তারা করবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٠٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَفِي رِوَايَةٍ بَدَلَ الْجَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের ইজ্জত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে। অপর এক রেওয়ায়েতে 'প্রতিবেশীর' স্থলে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়ের হক আদায় করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٠٦٠ أَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِىِّ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ শুরাইহ আলকা'বী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার অতিথির সম্মান করে। অতিথির জন্য উত্তম খানাপিনার ব্যবস্থা করা চাই এক দিন ও এক রাত। আর [সাধারণভাবে] আতিথেয়তা হলো তিন দিন। এটার পর যা করবে তা হবে সদকা। আর মেহমানের জন্য জায়েজ নয় এত সময় মেযবানের গৃহে অবস্থান করা যাতে তার কষ্ট হয়। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٠٦١ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرٰى فَقَالَ لَنَا اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০৬১. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাদেরকে কোথাও পাঠালে আমরা যদি এমন এক জনপদে গিয়ে পৌছি, যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এমতাবস্থায় [আমাদের করণীয় সম্পর্কে] আপনার অভিমত কী? তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, যদি তোমরা কোনো জনপদে অবতরণ কর, আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের নিকট হতে তাদের কর্তব্য পরিমাণ মেহমানের হক আদায় করে নেবে। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, যদি কেউ মেহমানদারি না করে, তাহলে মেহমানের জন্য জায়েজ আছে যে, মেহমানদারির হকের সমপরিমাণ মাল মেজবানের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারে এতে চাই মেজবান সন্তুষ্ট হোক কিংবা নাই হোক। আর ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতও হচ্ছে তাই।

কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে মেহমানদারির হক মেজবানের সন্তুষ্টি ব্যতীত নিতে পারবে না। কেননা হাদীসের মধ্যে রয়েছে– لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهِ অর্থাৎ 'কোনো মানুষের মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল হয় না।' আর উপরোল্লিখিত হাদীস অক্ষমদের উপর প্রযোজ্য হবে।

অথবা ইসলামের আদি যুগে যে মেহমানদারি ওয়াজিব ছিল এর উপর প্রযোজ্য হবে। অতঃপর এটা রহিত হয়ে গিয়েছে।

এমনিভাবে দ্বিতীয় পাঠের মধ্যে মিকদাম ইবনে মা'দীকারিবের হাদীসের মধ্যে যে كَانَ لَهُ اَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ [অর্থাৎ সে মেহমান তাদের সম্পদ থেকে আতিথ্য পরিমাণ উসুল করতে পারবে।]-এর শব্দসমূহ রয়েছে এটার অর্থও তা-ই।

আলোচ্য হাদীসের বিধান ঐ সকল জিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যারা মুসলমানদের মেহমানদারি করাবার চুক্তিতে আবদ্ধ। আর মুসলমানরাও সেই জনপদে যাওয়ার পর ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েছে। অন্যথায় বলপূর্বক অন্যের মালসম্পদ নেওয়া জায়েজ নেই।

وَعَنْ ٤٠٦٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوْعُ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَأَخْرَجَنِى الَّذِىْ أَخْرَجَكُمَا قُوْمُوْا فَقَامُوْا مَعَهٗ فَأَتٰى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِىْ بَيْتِهٖ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا أَحَدٌ نِ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّىْ قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيْهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوْا مِنْ هٰذِهٖ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوْا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوْا وَرَوُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوْا حَتّٰى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيْمُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِىْ بَابِ الْوَلِيْمَةِ)

৪০৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো একদিন বা রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়েই হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জিনিস তোমাদের উভয়কে এ মুহূর্তে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করেছে? তারা উভয়ে বললেন, ক্ষুধার তাড়না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সে মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে জিনিস তোমাদের দুজনকে বের করেছে, আমাকেও সে জিনিস বের করেছে। আচ্ছা চল! অতঃপর তাঁরা রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে চললেন এবং জনৈক আনসারীর বাড়িতে আসলেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। যখনই আনসারীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক [অর্থাৎ তার স্বামী] কোথায়? সে বলল, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনার জন্য গিয়েছেন। ঠিক এমন সময় আনসারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ আজকের দিন আমার মতো সম্মানিত মেহমানের সৌভাগ্য লাভকারী আর কেউই নেই। বর্ণনাকারী [রাবী] বলেন, এ কথা বলেই তিনি বাগানে চলে গেলেন এবং মেহমানদের জন্য এমন একটি খেজুরের ছড়া নিয়ে আসলেন, যার মধ্যে পাকা, শুকনা ও কাঁচা হরেক রকমের খেজুর ছিল। অতঃপর আরজ করলেন, অনুগ্রহপূর্বক আপনারা এটা হতে খেতে থাকুন এবং তিনি একখানা ছুরি হাতে নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, সাবধান! দুধওয়ালা বকরি জবাই করবে না। অবশেষে তিনি তাদের জন্য একটি বকরি জবাই করলেন। তাঁরা বকরির গোশত ও খেজুরের ছড়া হতে খেলেন এবং পানি পান করলেন। যখনা তাঁরা খাদ্য ও পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তোমরা এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর হতে বের করেছিল, অতঃপর গৃহে ফিরে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা এ সমস্ত নিয়ামত লাভ করলে। –[মুসলিম। হযরত আবূ মাসঊদ (রা.)-এর হাদীস كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ অলিমার পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٦٣ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رضـ) سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَاَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتّٰى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوْهُ كَانَ لَهُ اَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

৪০৬৩. **অনুবাদ :** হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে কোনো মুসলমান কোনো কওমের মেহমান হয়, আর উক্ত মেহমান বঞ্চিত অবস্থায় ভোর করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হয়ে যায় তার সাহায্য করা। যাতে সে মেজবান ব্যক্তির মালসম্পদ হতে আতিথ্য পরিমাণ উসুল করে নিতে পারে। −[দারেমী ও আবূ দাঊদ] আবূ দাঊদের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে আতিথ্য পরিমাণ তাদের সম্পদ হতে নিতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা সেই অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট যখন কারো সাথে চুক্তি থাকে কিংবা ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি নিজের সঙ্গে খাদ্যবস্তু না থাকে।

٤٠٦٤ - وَعَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِيْ وَلَمْ يُضِفْنِيْ ثُمَّ مَرَّ بِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اَقْرِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪০৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আবুল আহওয়াস জুশামী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? [ধরুন] আমি যদি কোনো ব্যক্তির কাছে গিয়ে উঠি এবং সে আমার আতিথ্য করল না ও মেহমানদারি করল না। অতঃপর সে কোনো সময় আমার কাছে উঠল, তখন কি আমি তার মেহমানদারি করব, নাকি [পূর্বের] প্রতিশোধ গ্রহণ করব? তিনি বললেন, [প্রতিশোধ নয়] স্বয়ং তুমি তার মেহমানদারি কর। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণ করাও অন্যায়। অন্যায়কারীর সাথে সৎ আচরণই ইসলামের শিক্ষা। ন্যায়ই করতে হবে, ফলে সে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

٤٠٦٥ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَلَمْ

৪০৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) অথবা অন্য কারো নিকট হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর নিকট [গৃহে প্রবেশের] অনুমতি চাইলেন। অর্থাৎ [অনুমতির উদ্দেশ্যে] আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললেন। উত্তরে হযরত সা'দ (রা.) ওয়াআলাইকুমুস্‌সালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহ বললেন।

يُسْمِعِ النَّبِيَّ ﷺ حَتّٰى سَلَّمَ ثَلٰثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلٰثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيْمَةً إِلَّا وَهِيَ بِأُذُنِيْ وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيْبًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

কিন্তু নবী করীম ﷺ -কে শুনালেন না। [অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে খুব আস্তে জবাব দিলেন।] এমনকি নবী করীম ﷺ তিনবার সালাম করলেন এবং হযরত সা'দ (রা.)ও তিনবার জবাব দিলেন, কিন্তু [একবারও] তাঁকে সালামের জবাব শুনালেন না, ফলে [সালামের জবাব না পাওয়ায়] নবী করীম ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হযরত সা'দ (রা.)ও তার পশ্চাতে ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি যতবারই সালাম করেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে, আর আমি তার জবাবও সাথে সাথে দিয়েছি; কিন্তু আমি [স্বেচ্ছায়] তা আপনাকে শুনাই নাই, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আপনার সালাম ও বারাকাত [-এর দোয়া] বেশি বেশি লাভ করি। অতঃপর সকলেই গৃহে প্রবেশ করলেন এবং হযরত সা'দ (রা.) তাঁর সম্মুখে কিশমিশ পেশ করলেন। আল্লাহর নবী ﷺ তা খেলেন। খাওয়া শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের খাদ্য হতে নেককার লোকেরা আহার করুক, ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করুক এবং রোজাদারগণ তোমাদের কাছে ইফতার করুক। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অনুমতির উদ্দেশ্যে এই সালাম ছিল। সুতরাং তিনবার সালাম করার পরও জবাব বা সাড়া না পেলে তখন বুঝতে হবে, অন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে ফিরে যাওয়া উচিত। রাসূল ﷺ -এর সালামের মধ্যে ওয়া রাহমাতুল্লাহ সংযোজিত ছিল। সুতরাং এভাবে সালাম করা সুন্নত।

٤٠٦٦ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِيْ آخِيَّتِهِ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيْمَانِ فَأَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ وَأَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ)

৪০৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো খুঁটায় বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। তা চক্কর কাটতে থাকে। অবশেষে উক্ত খুঁটার দিকে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কোনো মুমিন [কখনো কখনো] ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, আবার ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, তোমাদের খানা-খাদ্য [খাদ্যবস্তু] পরহেজগার লোকদেরকে খাওয়াও এবং তোমাদের দান-খয়রাত ঈমানদারদেরকে প্রদান কর। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে এবং আবূ নুআইম হিলয়া গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খুঁটিতে বাঁধা জানোয়ার যেমন দড়ির পরিধির মধ্যে ঘুরতে থাকে, অবশেষে খুঁটির গোড়ায় ফিরে আসে, তেমনি কোনো ঈমানদার যদিও গুনাহে লিপ্ত হয়, পরে অনুশোচনা জাগ্রত হলে তওবা করে ঈমানের দিকে ফিরে আসে এবং ইবাদতের যা কিছু হারিয়েছে তা পূরণ করে নেয়।

٤٠٦٧ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رض) قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ فَلَمَّا اَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰى اُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِدَ فِيْهَا فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর একটি পাত্র ছিল, যা চারজন লোক উঠাইত। তা গাররা নামে অভিহিত ছিল। যখন চাশতের সময় হলো এবং [সাহাবায়ে কেরাম] চাশতের নামাজ আদায় করলেন, তখন উক্ত পাত্রটি আনা হলো এবং তন্মধ্যে ছারীদ প্রস্তুত করা হয় এবং সাহাবীগণ সমবেতভাবে তার চতুষ্পার্শ্বে খেতে বসেন। লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পা গুটিয়ে বসলেন। এক বেদুঈন বলে উঠল, এটা কেমন ধরনের বসা? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, তিনি আমাকে অহংকারী নাফরমান বানাননি। অতঃপর লোকদেরকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে তার পার্শ্ব হতে খাও, তার মধ্যস্থল ছেড়ে রাখ। কেননা সেখানে বরকত প্রদত্ত হয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গাররা অর্থ– চাকচিক্য ও সাদা, এখানে পাত্রটির নাম। পা গুটিয়ে বসার মধ্যে অন্যদের বসার সুযাগ বেশি থাকে এবং এটা দ্বারা বিনয়ী ভাব প্রকাশ পায়। তাই খাওয়ার সময় এভাবে বসা সুন্নত।

٤٠٦٨ وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ (رض) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৬৮. অনুবাদ : হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা খানাপিনা করি বটে, কিন্তু আমরা পরিতৃপ্ত হই না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খাও। তাঁরা বললেন, জী হ্যাঁ! অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সমবেতভাবে খানা খাবে এবং আল্লাহর নাম নেবে। এতে তোমাদের খানার মধ্যে বরকত আসবে। –[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٦٩ - عَنْ أَبِىْ عَسِيْبٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلًا فَمَرَّ بِىْ فَدَعَانِىْ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِاَبِىْ بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَتّٰى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ اَطْعِمْنَا بُسْرًا فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ فَاَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْاَرْضَ حَتّٰى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ قِبَلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لَمَسْئُوْلُوْنَ عَنْ هٰذَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ نَعَمْ اِلَّا مِنْ ثَلٰثٍ خِرْقَةٍ لَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ اَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ اَوْ جُحْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيْهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا)

৪০৬৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ আসীব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, একদা রাত্রের বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ আমি বের হয়ে তাঁর নিকট আসলাম। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট গমন করলেন, তাঁকেও ডাকলেন এবং তিনি বের হয়ে আসলেন। পরে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করলেন এবং তাঁকেও ডাকলেন। সুতরাং তিনিও বের হয়ে আসলেন। এবার তিনি [আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে] চললেন। অবশেষে জনৈক আনসারীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের মালিককে বললেন, আমাদেরকে তাজা পাকা খেজুর খাওয়াও। অমনি সে খেজুরের একটি ছড়া এনে রাখল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা তা খেলেন। অতঃপর তিনি ঠাণ্ডা পানি চেয়ে আনালেন এবং পান করলেন। এরপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, [একথা শুনে] হযরত ওমর (রা.) খেজুরের ছড়াটি নিয়ে জমিনের উপর আঘাত করলেন, এতে খেজুরগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়া পড়ল, অতঃপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তিনটি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে না। ১. কাপড়ের সেই টুকরাটি যার দ্বারা মানুষ তার লজ্জাস্থান আবৃত করে। ২. অথবা রুটির সেই খণ্ডটি যার দ্বারা সে তার ক্ষুধা নিবারণ করে। ৩. এবং ঐ ছোট্ট ঘরখানি যাতে অবস্থান করে গ্রীষ্ম ও শীত হতে আত্মরক্ষা করে।

–[আহমদ ও বায়হাকী শুআবুল ঈমানে মুরসাল সূত্রে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -এর মধ্যে সাধারণের প্রতি সম্বোধনের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ এ সম্পর্কে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন না। উল্লিখিত বস্তু তিনটি যথা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদা বা অধিকার। অদ্য হতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মানবাধিকার সনদ হিসেবে ইসলাম এটার স্বীকৃতি দিয়েছে।

وَعَنْ ٤٠٧٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتّٰى يُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيَعْذِرْ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسٰى أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪০৭০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন দস্তরখান বিছানো হয়, তখন তা তুলে নেওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই যেন বসার স্থান হতে উঠে না যায়। আর লোকজনের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যেন নিজ হাতকে গুটিয়ে না নেয়, যদিও সে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আর [যদি কোনো কারণে উঠে যেতে বাধ্য হয়, তবে] যেন কোনো ওজর পেশ করে [উঠে] যায়। কেননা এটা সঙ্গীকে লজ্জিত করবে, ফলে সেও নিজের হাতখানা গুটাইয়া ফেলবে। অথচ তার আরো খাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে। -[ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কোনো ওজর দেখিয়ে খাওয়া হতে বিরত থাকলে তখন আর সঙ্গীর লজ্জাবোধ হবে না। ইমাম আবূ হামেদ গাযালী বলেছেন, যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয়, তখন খাওয়ার শুরুতে নিজে কিছু সময় খাওয়া হতে বিরত থাকবে, যেন তার সঙ্গী এ সময়ের মধ্যে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে নিতে পারে।

وَعَنْ ٤٠٧١ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (رض) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ اٰخِرَهُمْ أَكْلًا. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا)

৪০৭১. **অনুবাদ :** হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকজনের সঙ্গে খেতে বসতেন, তখন সকলের শেষে খাওয়া হতে অবসর হতেন। -[বায়হাকী শোআবুল ঈমানে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসের অর্থ এই নয় যে, তিনি অধিক পরিমাণে খানা খেতেন, বরং সঙ্গীদের খানা শেষ হওয়া পর্যন্ত খাদ্যাসনকে দীর্ঘায়িত করতেন।

وَعَنْ ٤٠٧٢ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعُرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيْهِ قَالَ لَا تَجْتَمِعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪০৭২. **অনুবাদ :** হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে খাবার আনা হলো, পরে আমাদের সামনেও উপস্থিত করা হলো। তখন আমরা বললাম, আমাদের খাওয়ার চাহিদা নেই। রাসূল ﷺ বললেন, ক্ষুধা এবং মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করো না। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মিথ্যা বলা এমনিই একটি মন্দ কাজ। তাদের চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তারা ক্ষুধার্ত। তবুও খাওয়ার চাহিদা নেই কথাটি মিথ্যা ছাড়া কি হতে পারে? আমাদের সমাজে লৌকিকতাবশত এরূপ কথা বলা হয়ে থাকে, কাজেই তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ٤٠٧٣ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪০৭৩. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা একত্রে খানা খাও, পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা জামাতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বরকত হয়ে থাকে। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٠٧٤ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلٰى بَابِ الدَّارِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ. عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ فِيْ إِسْنَادِهِ ضُعْفٌ)

৪০৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে [বিদায়কালীন সময়ে] বাড়ির দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। –[ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এবং তিনি বলেন, এটার সনদ দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এতে একদিকে মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে, অপর দিকে সে আনন্দিত হবে।

وَعَنْ ٤٠٧٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِيْ يُؤْكَلُ فِيْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلٰى سَنَامِ الْبَعِيْرِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪০৭৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে গৃহে [মেহমানের জন্য] মেহমানদারি করা হয়, উটের কুঁজের গোশ্ত কাটবার উদ্দেশ্যে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর হয়, সেই গৃহে বরকত তার চেয়েও দ্রুত প্রবেশ করে। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উটের কুঁজের গোশ্ত তুলনামূলক সুস্বাদু। তাই সর্বাগ্রে তা কাটবার আগ্রহ থাকে। মোটকথা, মেহমানদারি করলে আল্লাহর পক্ষ হতে সেই গৃহে খায়ের ও বরকত নাজিল হয়।

بَابٌ فِىْ اَكْلِ الْمُضْطَرِّ
পরিচ্ছেদ : নিরুপায়ের খাওয়া সম্পর্কে

নিতান্ত ঠেকায় পড়ে হারাম দ্রব্য খাওয়া জায়েজ আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ ...... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ . (الاية)

আবার প্রয়োজন দু কারণে হতে পারে– ১. এমন ভীষণ ক্ষুধায় পতিত হওয়া যে, জান বাঁচানো যায় এমন পরিমাণ কোনো হালাল খাদ্য সংগ্রহ না হওয়া। ২. হারাম খাওয়ার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করা। যে পরিমাণ খেলে জান বেঁচে যায়, নিরুপায় অবস্থায় সে পরিমাণ খাওয়া অধিকাংশ ইমামের মতে জায়েজ আছে। তবে হারাম বস্তু সংগ্রহ করে রাখতে পারবে না।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ

[এ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٠٧٦ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ (رض) اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِىْ عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً قَالَ ذَاكَ وَاَبِى الْجُوْعُ فَاَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৭৬. অনুবাদ : হযরত ফুজাইউল আমেরী (র.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পক্ষে মৃত [জানোয়ার] খাওয়া কখন হালাল হবে? রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের খাদ্য কী পরিমাণ আছে? আমরা বললাম, গাবুক ও সাবূহ করে থাকি। বর্ণনাকারী আবূ নু'আইম বলেন, হযরত ওকবাহ আমাকে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সকালে এক পেয়ালা এবং বিকালে এক পেয়ালা দুধ। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, আমার পিতার কসম! এ [সামান্য পরিমাণের] খাদ্য তো ক্ষুধারই নামান্তর। ফলে তিনি এমতাবস্থায় তাদের জন্য মৃত খাওয়ার অনুমতি দিলেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মৃত জন্তু খাওয়ার পরিমাণ কি আর কখনো খাওয়া জায়েজ? এর বিশ্লেষণের মধ্যে কিছু মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে কারো পক্ষে আত্মার খাদ্য এবং পরিতৃপ্তি লাভের পরিমাণ হালাল খাদ্য না জুটে তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উক্তিও হচ্ছে তাই।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণহানি এবং ধ্বংসের শক্ত আশঙ্কা হয়, তাহলে আত্মরক্ষার পরিমাণ মৃত জন্তু খাওয়া হালাল রয়েছে। আর এ অবস্থাকেই حَالَتِ مَخْمَصَة [হালতে মাখমাসা] এবং حَالَتِ اِضْطِرَارْ [হালাতে ইযতিরার] বলা হয়ে থাকে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় উক্তিও হচ্ছে তাই।

দলিল : ইমাম মালেক (র.) হযরত ফুজাইউল আমেরীর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, সকাল বিকাল দু পেয়ালা দুধপানের দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ হয়নি বিধায় রাসূল ﷺ মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন। তাই বুঝা গেল যে, মৃত জন্তু খাওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে পরিতৃপ্তি না হওয়া, খাদ্যের দ্বারা আত্মার প্রয়োজন পূর্ণ না হওয়া।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আবূ ওয়াকিদ লায়ছীর হাদীস দ্বারা। যে হাদীসের মধ্যে রাসূল ﷺ একথা ইরশাদ করেছেন যে, সকাল সন্ধ্যা এক পেয়ালা দুধ যদি না জুটে এবং ঘাস ও বৃক্ষের পাতাও না মিলে তাহলে حَالَتِ اِضْطِرَارْ এবং حَالَتِ مَخْمَصَةْ হবে। এ সময় মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। অতএব শুধুমাত্র ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কার সময় মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে। এর পূর্বাবস্থাতে মৃত জন্তু খাওয়া হালাল নয়। আর আবূ ওয়াকিদ লায়ছীর হাদীস হচ্ছে–

عَنْ اَبِىْ وَاقِدِ اللَّيْثِىِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَكُوْنُ بِاَرْضٍ فَتُصِيْبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتٰى يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوْا اَوْ تَغْتَبِقُوْا اَوْ تَحْتَفِئُوْا بِهَا بَقْلاً فَشَاْنُكُمْ بِهَا مَعْنَاهُ اِذَا لَمْ تَجِدُوْا صَبُوْحًا وَغَبُوْقًا وَلَمْ تَجِدُوْا بَقْلَةً حَلَّتْ لَكُمُ الْمَيْتَةُ . (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

অর্থাৎ হযরত আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোনো কোনো সময় এমন অঞ্চলে পৌছি, যেখানে আমরা আশঙ্কাজনক ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। তাই এমতাবস্থায় আমাদের জন্য কখন মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে? তিনি বললেন, যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা এবং বিকালে এক পেয়ালা দুধ না পাও অথবা সে ভূমিতে কোনো তরিতরকারিও না পাও এমন অবস্থায় মুখোমুখি হলে মৃত 'জন্তু' খেতে পার। –[দারেমী]

জবাব : ইমাম মালেক (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন সে হাদীসের জবাব হচ্ছে যে, উক্ত হাদীসেও জিন ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। যে উনারা স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি সেজে এসেছিলেন এবং দু-পেয়ালা দুধ সকলের আত্মরক্ষা করতে পারে না। বিধায় রাসূল ﷺ মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন। অতএব এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী নয়। আর আহনাফের মাযহাবেরও বিরোধী নয়।

অথবা একথা বলা যাবে যে, আমাদের হাদীস হারামকারী আর ইমাম মালেক (র.)-এর হাদীস হালালকারী। আর এ ধরনের বিরোধের সময় হারামকারী দলিলেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে। حَالَتِ اِضْطِرَارْ নিরুপায় এর কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি তো পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে যে, ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুর ধারপ্রান্তে উপনীত হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে যে, ধ্বংসাত্মক বেধিতে আক্রান্ত হয় এবং কোনো মুসলমান ন্যায়পরায়ণ অভিজ্ঞ ডাক্তার বলে যে, এ ব্যক্তির রোগের মুক্তি মৃত জন্তু খাওয়াতে রয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে কোনো জালেম কোনো ব্যক্তিকে অথবা তার মাতাপিতা বা সন্তানসন্ততিকে হত্যা করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়ার জন্য বলে।

উপরিউক্ত সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে দয়াময় ও মর্যাদাশীল আল্লাহ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ অর্থাৎ 'কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও।' বলে মৃত জন্তু খাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদানে বদান্য করেছেন।

কিন্তু শর্তারোপ করেছেন غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ 'স্বাদ উপভোগ করে খাবে না আত্মরক্ষার চেয়ে অধিক খাবে না।' আর এর উপর فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'অতঃপর তার উপর কোনো গুনাহ নেই।' এর দ্বারা বুঝে আসল যে, মৃত বস্তুর হারাম হওয়া তার স্বীয়াবস্থাতে বহাল থাকে। শুধুমাত্র সাময়িক অক্ষমতার ভিত্তিতে হালাল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আত্মতৃপ্তি লাভের পর্যায়ে হালাল বলে আখ্যা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং জীবন ধ্বংসের পর্যায়ে হলে মৃত জন্তু খাওয়া জায়েজ।

অতএব ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর একথা বলা আত্মতৃপ্তি লাভের পর্যায়ে মৃত জন্তু খাওয়া হালাল। এটা কুরআনের বাহ্যিক মর্মের মাফিক নয়।

وَعَنْ ٤٠٧٧ أَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتٰى يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا أَوْ غَبُوقًا وَلَمْ تَجِدُوا بَقْلَةً تَأْكُلُونَهَا حَلَّتْ لَكُمُ الْمَيْتَةُ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৪০৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ ওয়াকিদ লাইছী (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কখনো কখনো এমন এলাকায় পৌছি, যেখানে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কখন মৃত [জানোয়ার] খাওয়া হালাল হবে? তিনি বললেন, যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা এবং সন্ধ্যায় এক পেয়ালা দুধ না পাও অথবা সেই ভূমিতে কোনো তরিতরকারিও না পও, এ অবস্থার সম্মুখীন হলে মৃত খেতে পার। -[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বের হাদীসে গোটা পরিবারের সকলের জন্য ছিল এক পেয়ালা দুধ, সুতরাং তার দ্বারা اِضْطِرَارْ অবস্থা দূর হতো না। আর অত্র হাদীসের উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেকের জন্য এক এক পেয়ালা দুধ সংগ্রহ হওয়া, এমতাবস্থায় اِضْطِرَارْ থাকে না।

بَابُ الْأَشْرِبَةِ
পরিচ্ছেদ : পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা

"اَلْأَشْرِبَةُ" হচ্ছে شَرَابٌ-এর বহুবচন আর এটা সর্বপ্রকার পানীয় দ্রব্যকে বলা হয়ে থাকে। চাই পানি কিংবা অন্য কোনো দ্রব্য হোক। আর "شُرْبٌ" এবং "شُرُوْبٌ" -এর অর্থও হচ্ছে তাই। সুতরাং যেহেতু পানীয় দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যের অধীনে হয়ে থাকে বিধায় পৃথক পৃথক শিরোনাম কায়েম করা হয়নি; বরং كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ -এর অধীনে এনেছেন এবং পৃথক করার উদ্দেশ্যে بَابٌ দ্বারা শিরোনাম কায়েম করেছেন।

আর পোশাক-পরিচ্ছদ যেহেতু খাদ্যদ্রব্যের আওতাধীন নয় এজন্য পোশাক-পরিচ্ছদকে كِتَابٌ -এর শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٠٧٨ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلٰثًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ مُسْلِمٌ فِىْ رِوَايَةٍ وَيَقُوْلُ إِنَّهُ أَرْوٰى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ .

৪০৭৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করতে তিন নিঃশ্বাস নিতেন। অর্থাৎ একবারে এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]
অবশ্য মুসলিমের রেওয়ায়েতের মধ্যে বর্ধিত আছে এবং তিনি বলেন, এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে, রাসূল ﷺ তিন নিঃশ্বাসের দ্বারা পানি পান করতেন। এমনভাবে যে, প্রতিবার মুখকে পান পাত্র থেকে পৃথক করে নিঃশ্বাস ফেলতেন।

আর অন্য বর্ণনায় যা এসে থাকে যে, রাসূল ﷺ পান পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা থেকে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পান পত্রের ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলা। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

আর পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বাধার কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের নিঃশ্বাস ফেলার মধ্যে মুখ থেকে কোনো কিছু পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যাকে মানুষ ঘৃণা করবে বরং স্বয়ং নিজেরও কোনো সময় ঘৃণা এসে যেতে পারে। এছাড়া এটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারও পরিপন্থি।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় যা এসেছে যে, "كَانَ يَتَنَفَّسُ مَرَّتَيْنِ" অর্থাৎ রাসূল ﷺ দুবার নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন।' [যেমন শামায়েলে তিরমিযীতে রয়েছে।] এটা হচ্ছে কোনো কোনো অবস্থার উপর প্রযোজ্য। আর হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে অধিকাংশ সময় এবং অভ্যাসের উপর প্রযোজ্য। অতএব কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

আর এক নিঃশ্বাসে 'সবটুকু' পান করাতে নিষেধের মধ্যে রহস্য হলো, এর দ্বারা অন্যান্য প্রাণীদের পানের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

কাযী ইয়ায (র.) বলেন যে, [হাদীসের বর্ণনানুযায়ী] পান করার দ্বারা বেশি তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে থাকে এবং খাদ্যের হজম, পরিপাকের উপর ক্ষমতা যোগায়ে থাকে। পাকস্থলীর ধ্বংস এবং রগ-রেশার দুর্বলতা থেকে সংরক্ষণ হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٤٠٧٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০৭৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মশকের মুখ হতে [মুখ লাগিয়ে] পান করতে নিষেধ করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ নিষেধাজ্ঞা উপদেশমূলক। কেননা না দেখা অবস্থায় অবাঞ্ছিত বস্তু মিশ্রিত থাকার আশঙ্কা রয়েছে। আবার কোনো সময় অসতর্কতাবশত হঠাৎ গলায় আটকা পড়ে প্রাণ নাশের কারণ হতে পারে। অন্তত নাকে মুখে ও জামা কাপড়ে পড়ে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। বস্তুত তা শিষ্টাচারিতার পরিপন্থি।

وَعَنْ ٤٠٨٠ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتِنَاثَ الْاَسْقِيَةِ زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ وَاخْتِنَاثُهَا اَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মশক হতে এখতেনাছ করতে নিষেধ করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েতের মধ্যে বর্ধিত আছে, এখতেনাছ হলো মশককে উল্টিয়ে ধরে তার মুখ হতে পানি পান করা। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে, মশকের [পানির পাত্রের] মুখ বাঁকা করে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা থেকে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। কেননা এটা সুন্নত তরিকার বিপরীত। এজন্য যে, এতে জামাকাপড় ইত্যাদির উপর পানি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া মশকের মুখে কোনো দংশনকারী কীট, জন্তু অথবা অন্য কোনো অসঙ্গতপূর্ণ বস্তু হতে পারে, যার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া একই সাথে পাকস্থলীতে পানি যেয়ে ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমনিভাবে বড় মটকা, বদনা ইত্যাদির মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার অবস্থাও তাই।

কিন্তু তিরমিযীর মধ্যে হযরত কাবশা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, [অর্থাৎ রাসূল ﷺ একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে 'মুখ লাগিয়ে' পানি পান করেছেন।] এ হাদীসটি উপরিউক্ত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসের বিপরীত হয়ে গেল। তাই এর বিভিন্ন হেতু বর্ণনা করা হয়েছে।

১. প্রয়োজনবশত [মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা] জায়েজ রয়েছে। প্রয়োজন ব্যতীত নিষেধ রয়েছে।

২. নিষেধ বড় মশকের ক্ষেত্রে রয়েছে আর রাসূল ﷺ ছোট মশক থেকে পান করেছেন।

৩. নিষেধ তখন যখন মশকের মুখে কোনো বিষধর কীট প্রাণী থাকার আশঙ্কা রয়েছে। আর জায়েজ আশঙ্কামুক্ত হওয়ার উপর হবে। [অতএব কোনো বিরোধ নেই।]

وَعَنْ ٤٠٨١ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ نَهٰى اَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০৮১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ কাউকে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসের মধ্যে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ রয়েছে। এমনিভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, যদি কেউ ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে পান করে ফেলে, তাহলে বমি করে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে যমযমের পানি এবং অজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করার কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দিয়েছে তাই এ বিরোধের নিরসন হচ্ছে এই যে, আল্লামা নববী (র.) বলেছেন, নিষেধের হাদীস হচ্ছে মাকরূহে তানযীহীর উপর প্রযোজ্য, আর দাঁড়িয়ে পান করা [সম্পর্কিত হাদীস] হচ্ছে জায়েজের উপর প্রযোজ্য।

অথবা স্থান না পাওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে পানের কথা সাবেত রয়েছে। অথবা দাঁড়িয়ে পান নিষিদ্ধকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, একসাথে পাকস্থলীতে পৌঁছে ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা রয়েছে। আর যমযমের পানি এবং অজুর অবশিষ্ট পানি হচ্ছে কল্যাণকর, পূত-পবিত্র। এর দ্বারা ক্ষতিসাধন হবে না এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসাথে পৌঁছে আরো বেশি উপকার হবে।

সারকথা হচ্ছে, মূলনীতি হচ্ছে বসে পান করা আর এটাই রাসূল ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল কিন্তু জাওয়াযের বর্ণনার জন্য কোনো সময় দাঁড়িয়ে পান করেছেন। দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ।

وَعَنْ ٤٠٨٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِئْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪০৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউই যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। সুতরাং যদি কেউ ভুলবশত এরূপ করে, সে যেন বমি করে ফেলে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বমি করে ফেলার নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং মোস্তাহাব। এ ধরনের কাজ হতে বিরত থাকার জন্য এরূপ কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٤٠٨٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০৮৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি এক বালতি জমজমের পানি নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাঁড়িয়ে পানি পান করা নিষেধ। বিভিন্ন হাদীসে তা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যথা, যমযমের পানি ও অজুর পানি অবশিষ্ট কিছু পানিও দাঁড়িয়ে পান করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٤٠٨٤ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِيْ حَوَائِجِ النَّاسِ فِيْ رَحْبَةِ الْكُوْفَةِ حَتّٰى حَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ

৪০৮৪. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি জোহরের নামাজ আদায় করলেন, অতঃপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কূফার [মসজিদের] আঙ্গিনায় বসলেন। এমনকি আছর নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তারপর পানি আনা হলো। তিনি তার কিছুটা পান করলেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় ও মুখ ধুইলেন।

رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

বর্ণনাকারী তাঁর মাথা ও পদদ্বয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন [অর্থাৎ অজু করলেন]। অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। পরে বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি যেরূপ করেছি, নবী করীম ﷺ ও অনুরূপ করেছেন। -[বুখারী]

٤٠٨٥ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنَّةٍ وَاِلَّا كَرَعْنَا فَقَالَ عِنْدِيْ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنٍّ فَانْطَلَقَ اِلَى الْعَرِيْشِ فَسَكَبَ فِيْ قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ اَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَاءَ مَعَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪০৮৫. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। সঙ্গে তাঁর একজন সাহাবীও ছিলেন। নবী করীম ﷺ সালাম করলেন এবং লোকটি সালামের জবাব দিল। এ সময় সে তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। তখন নবী করীম ﷺ [লোকটিকে] বললেন, তোমার কাছে রাত্রের মশকে রাখা বাসী পানি আছে কি? অন্যথা আমরা [এতে] মুখ লাগিয়ে পান করব। সে বলল, আমার কাছে মশকে রাত্রে রাখা পানি আছে। অতঃপর সে তার ঝুঁপড়িতে গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি ঢালল, এরপর তাতে গৃহপালিত বকরি দোহন করল। পরে নবী করীম ﷺ তা পান করলেন। সে আবার তাতে [পানীয়] নিল এবং রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে যে সাহাবী ছিলেন তিনি তা পান করলেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নহর বা পুকুরের পানিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করাকে كَرْعٌ 'কারা' বলে। তাজা পানি অপেক্ষা কলসি বা মশকে রক্ষিত পানি অধিক ঠাণ্ডা হয়। রাসূল ﷺ -এর কাছে তাই ছিল প্রিয়।

٤٠٨٦ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اِنَّ الَّذِيْ يَاْكُلُ وَيَشْرَبُ فِيْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ .

৪০৮৬. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, বস্তুত সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

আর মসলিমের রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করে ......।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : جَرْجَرَةٌ -এর মূল অর্থ হলো সিংহ এবং উট অস্থিরতার সময় যে ধ্বনী, আওয়াজ বের করতে থাকে। অতঃপর পানি পেটের মধ্যে পড়ার যে শব্দ হয়ে থাকে এর উপরো ব্যবহৃত হতে লাগল।

যদি "نَارَ جَهَنَّمَ" -কে যবরবিশিষ্ট হিসেবে পড়া হয়ে থাকে আর এটা নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে শ্রবণকৃত। তাই মর্ম হবে এই যে, ঢোক ঢোক করে জাহান্নামের আগুন পান করতে থাকবে। অতএব এ সময় "يُجَرْجِرُ" -এর অর্থ হবে "يَشْرَبُ" কেননা রৌপ্যের পাত্রে পান করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। যেমন সে জাহান্নামের আগুন থেকে পান করছে। আর যদি "نَارُ جَهَنَّمَ" পেশবিশিষ্ট হিসেবে পড়া হয় তখন "يُجَرْجِرُ" -এর অর্থ হবে- "يُصَوِّتُ" আর মর্ম হবে এই যে, জাহান্নামের আগুন তার পেটের ভিতর আওয়াজ দিতে থাকবে।

অতঃপর কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসকে ধমকি দেওয়ার উপর প্রয়োগ করে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করাকে শুধুমাত্র মাকরূহ বলে থাকেন, হারাম নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উক্তিও তাই।

কিন্তু জমহুর বলেন যে, এ ধরনের শক্ত ধমকি হারামের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। বিধায় স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করা হচ্ছে হারাম। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও বিশুদ্ধতম উক্তি হচ্ছে তাই। আর এ হুকুম নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। হ্যাঁ পাত্র যদি অন্য কোনো ধাতু দ্বারা নির্মিত হয় আর তার উপর শুধু স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া থাকে তাহলে যেহেতু তা নিছক স্বর্ণ নয় এজন্য এমন পাত্রে পান করা জায়েজ রয়েছে।

তবে যদি খাঁটি স্বর্ণের মাধ্যমে কোনো পাত্র জড়ানো হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এমন পাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে মাকরূহ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তিও হচ্ছে তাই। পাত্রের যে অংশে স্বর্ণ জড়ানো হয়েছে সে অংশে মুখ যদি না লাগিয়েও থাকে। কেননা যে কোনো পাত্রের কোনো একাংশ ব্যবহারের দরুন পূর্ণ ব্যবহার আবশ্যক হবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পাত্রে যে অংশে স্বর্ণ রয়েছে সে অংশ থেকে বিরত থাকে তাহলে পান করা জায়েজ রয়েছে। কেননা যে স্বর্ণটুকু জড়ানো হয়েছে তা হচ্ছে অধীনস্থ। আর অধীনস্থ বস্তুর কোনো ধর্তব্য নেই। যেমন যে জুব্বাকে রেশমের সুতা দ্বারা সেলাই করা হয়েছে সে জুব্বাকে পরিধান করা জায়েজ।

٤٠٨٧ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০৮৭. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা মোটা কিংবা মিহি রেশমি বস্ত্র পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পেয়ালায় পান করো না। আর তার পাত্রে খেয়ো না। কেননা এগুলো হলো তাদের [অর্থাৎ কাফেরদের] জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের [অর্থাৎ মুমিনদের] জন্য এগুলো হলো আখেরাতে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সোনা বা রূপার পাত্রে রাখা নাজায়েজ নয়। অবশ্য তা হতে খাওয়া বা পান করা হারাম।

٤٠٨٨ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ حُلِبَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِيْ فِيْ دَارِ اَنَسٍ فَاُعْطِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَلٰى يَسَارِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ

৪০৮৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি গৃহপালিত বকরির দুধ দোহন করা হলো এবং তার দুধে হযরত আনাস (রা.)-এর কূপের পানি মিশানো হলো। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করা হয়। তিনি তা পান করলেন। এ সময় তাঁর বাম পার্শ্বে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.) এবং তাঁর ডানে ছিল এক বেদুঈন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া

عُمَرُ اَعْطِ اَبَا بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَى الْاَعْرَابِيَّ الَّذِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلْاَيْمَنُوْنَ الْاَيْمَنُوْنَ اَلَا فَيَمِّنُوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

রাসূলাল্লাহ! [অবশিষ্ট] আবূ বকর (রা.)-কে প্রদান করুন। কিন্তু তিনি তাঁর ডান পার্শ্বের সেই বেদুঈনকেই দিলেন। অতঃপর বললেন, ডান দিকের তৎপর তার ডানদিকের ব্যক্তিরই হক প্রথমে রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, ডানে যারা রয়েছে, তারপর ডানে যারা রয়েছে তারা হকদার। সাবধান! ডান পার্শ্বওয়ালাদের অগ্রাধিকার দাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

٤٠٨٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ اَتَاْذَنُ اَنْ اُعْطِيَهُ الْاَشْيَاخَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاُوْثِرَ بِفَضْلٍ مِنْكَ اَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَحَدِيْثُ اَبِيْ قَتَادَةَ سَنَذْكُرُ فِيْ بَابِ الْمُعْجِزَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৪০৮৯. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে [দুধের] একটি পেয়ালা পেশ করা হলো, তখন তিনি তা হতে কিছু পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল উপস্থিত জনতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট একটি বালক। আর প্রবীণ ও বয়স্ক লোকজন ছিলেন তাঁর বামে। তখন রাসূল ﷺ বালকটিকে বললেন, হে বৎস! তুমি কি আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি আমার অবশিষ্টটুকু এ সমস্ত প্রবীণদেরকে প্রদান করি? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকেও অগ্রাধিকার দেব না। [বর্ণনাকারী বলেন,] তখন তিনি পেয়ালাটি বালকটিকে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম] এ প্রসঙ্গে আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীস ইনশাআল্লাহ আমি মু'জিযাতের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসে বালক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তিনি ডানদিকে ছিলেন। আর বামদিকে বড় বড় হযরত সাহাবায়ে কেরাম সিদ্দীকে আকবর (রা.) প্রমুখ ছিলেন। আর তাঁরা সকলেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আত্মীয়স্বজন কুরাইশ বংশধর ছিলেন। এজন্য রাসূল ﷺ অনুমতি চেয়েছেন। কারণ এর দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ছিটকে পড়ার আশঙ্কা ছিল। পক্ষান্তরে হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে যে, ডানদিকে একজন গ্রাম্য লোক ছিলেন তার কাছ থেকে অনুমতি চাননি। কেননা তিনি নব মুসলিম ছিলেন। ছিটকে পড়ার আশঙ্কা ছিল না। তাই এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রশ্ন নেই।

অতঃপর এতে মাসআলা হচ্ছে, ফারায়িয এবং ওয়াজিবাতের মধ্যে কাউকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে হারাম। যেমন নিজের অজুর পানি অন্য কাউকে দিয়ে নিজে তায়াম্মুম করা। আর ফাযায়েল এবং মুস্তাহাব্বাতের মধ্যে কাউকে [নিজের উপর] প্রাধান্য দান করা হচ্ছে মাকরূহ। যেমন বিনয় করে প্রথম সফ কিংবা ইমামের নিকটতম স্থান ছেড়ে অন্যকে প্রাধান্য দান করা। তবে যদি পিছনের সফে উস্তাদ, পিতা, শায়খ থাকেন, তাহলে তাঁদের আদব এবং সম্মানার্থে আগের সফে দিয়ে দেওয়া জায়েজ বরং অধিক ছওয়াবের মালিক হবে। [যেমন মানাবী (র.) শামায়েলে তিরমিযীর শরাহতে বর্ণনা করেছেন।]

প্রসংশনীয় প্রাধান্য প্রদান হচ্ছে ঐ যা কোনো ইহকালীন ব্যাপার এবং অধিকারসমূহের মধ্য থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।

তাই দুধ, পানির ব্যাপারকে রাসূল ﷺ ইহকালীন ব্যাপার মনে করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ -এর অবশিষ্ট পান করাকে সর্বোত্তম নৈকট্যলাভ এবং সর্বোচ্চ বারাকাত মনে করে অন্যকে প্রাধান্য দান করেননি। আর রাসূল ﷺ ও তাঁকে এর উপর স্থিতিশীল হিসেবে রেখেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৪০৯০ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِىْ وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ - وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

৪০৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় চলা অবস্থায় খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাঁটা-চলা অবস্থায় কিছু খাওয়া মাকরূহ। তবে সাহাবীদের এ কাজ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ অবগত ছিলেন কিনা হাদীসে তার উল্লেখ নেই। অথবা যুদ্ধ বা সফর অবস্থায় বসার সুযোগের অভাবে দাঁড়িয়ে বা হাঁটা অবস্থায় পানাহার করেছেন।

৪০৯১ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪০৯১. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআয়েব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করতে দেখেছি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করাতে কোনো দোষ নেই।

৪০৯২ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪০৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [কিছু পান করবার সময়] পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিঃশ্বাস ফেলার প্রয়োজন হলে পাত্র হতে মুখ সরিয়ে শ্বাস ফেলবে। আর খাদ্যবস্তু গরম হলে ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

৪০৯৩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلٰكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوْا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪০৯৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা উটের ন্যায় এক শ্বাসে পান করবে না; বরং দুই কিংবা তিন শ্বাসে পান করবে। আর যখন পান করবে [শুরুতে] বিসমিল্লাহ পড়বে এবং যখন [পানান্তে] পেয়ালা মুখ হতে আলাদা করবে, তখন আলহামদুলিল্লাহ বলবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٠٩٤ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ اَلْقَذَاةُ اَرَاهَا فِى الْاِنَاءِ قَالَ اَهْرِقْهَا قَالَ فَاِنِّىْ لَا اَرْوٰى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَابِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৪০৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ পানীয় বস্তুতে [পান করার সময়] ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, যদি আমি পানির মধ্যে খড়কুটা দেখতে পাই [তখন কি করব?] তিনি বললেন, তা ফেলে দাও। সে আবার বলল, এক নিঃশ্বাসে পান করলে আমার তৃপ্তি হয় না। নবী করীম ﷺ বললেন, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হতে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। -[তিরমিযী ও দারেমী]

وَعَنْهُ ٤٠٩٥ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَاَنْ يَنْفُخَ فِى الشَّرَابِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : "ثُلْمَةٌ" -এর আরেক অর্থ হলো ভাঙ্গা। অর্থাৎ ভগ্ন স্থান দিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন। এখানে নিষেধ অর্থ হারাম নয় বরং মাকরূহ। কেননা তার দ্বারা গায়ে বা জামা কাপড়ে পানি পড়তে বা ভগ্ন স্থান দ্বারা ঠোঁট কেটে যেতে পারে। কিংবা সেই স্থান অপরিষ্কার থাকতে পারে।

وَعَنْ ٤٠٩٦ كَبْشَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ اِلٰى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ)

৪০৯৬. অনুবাদ : হযরত কাবশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে আসলেন এবং তিনি একটি লটকান মশক হতে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। পরে আমি মশকের নিকট গিয়ে তার সেই মুখখানা কেটে রেখে দিলাম। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : বিশেষ কোনো অসুবিধার প্রেক্ষিতে বা প্রয়োজনের তাগিদে সাময়িকভাবে দাঁড়িয়ে পানাহার করা জায়েজ আছে। আর অমর্যাদা হওয়ার আশঙ্কায় কিংবা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে তিনি মশকের মুখটি কেটে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছেন।

وَعَنِ ٤٠٩٧ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْحُلْوُ الْبَارِدُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ مَا رُوِىَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا)

৪০৯৭. অনুবাদ : হযরত [ইমাম] যুহরী (র.) ওরওয়া হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল। -[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ হতে যুহরী কর্তৃক মুরসাল হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনায় অন্য কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই।]

وَعَنْ ٤٠٩٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَاِذَا سَقَى لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اِلَّا اللَّبَنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায়, তখন সে যেন এই দোয়াটি পড়ে– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ অর্থ– 'হে আল্লাহ! তার মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য দান কর।' আর যখন দুধ পান করবে তখন যেন বলে– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ অর্থ– 'হে আল্লাহ! এর মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং তা আরো অধিক দান কর।' [এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর, এ কথা বলা যাবে না।] কেননা দুধ ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুধের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় উভয় উপাদান রয়েছে। নবজাত শিশুর খাদ্য হলো মায়ের বুকের [পীযূষ] দুধ। আল্লাহর কালামেও তার প্রশংসা এভাবে রয়েছে– مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ

وَعَنْ ٤٠٩٩ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَعْذِبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السُّقْيَا قِيْلَ هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَانِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪০৯৯. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর জন্য সুকইয়া হতে মিঠা পানি সংগ্রহ করা হতো। কথিত আছে যে, সুকইয়া একটি ঝরণা বা কূপ। তার ও মদিনার মধ্যবর্তী ব্যবধান হলো দুদিনের পথ। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে মিঠা পানি অর্থ যা লবণাক্ত নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١٠٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيْ اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

৪১০০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে অথবা এমন পাত্রে পান করে যাতে সোনা-রূপার কিছু অংশ মিশ্রিত আছে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল।

–[দারাকুতনী]

بَابُ النَّقِيْعِ وَالْاَنْبِذَةِ
পরিচ্ছেদ : নাকী' ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

"نَبِيْذ" ও "نَقِيْع" হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর পানীয় দ্রব্যাদির মধ্য হতে।

"نَقِيْع" বলা হয় যে, কিসমিস অথবা খেজুরকে পানিতে কোনো পাত্রে ছাড়া হবে তাহলে যেন এর মিষ্টতা পানিতে এসে স্বচ্ছ এবং সুস্বাদু হয়ে যায়। আর শরীরের জন্য উপকারী একটি শরবত [স্নিগ্ধ মিষ্টি পানীয়বিশেষ] হয়ে যায়।

আর "نَبِيْذ" বিভিন্ন বস্তু থেকে বানানো হয়ে থাকে। যথা– খেজুর, কিসমিস, মধু, আটা ইত্যাদি থেকে; কিন্তু অধিকাংশ "نَبِيْذ" খেজুর থেকে বানানো হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে গরম নিবারণ এবং শক্তি বৃদ্ধি ও সুস্থতার রক্ষণের জন্য সীমাহীন উপকারী। তবে শর্ত হলো যে, নেশার সীমায় যেন না পৌঁছে। আর খেজুরের "نَبِيْذ" হচ্ছে চার প্রকার যার বিস্তারিত আলোচনা كِتَابُ الطَّهَارَاتِ -এর মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তথায় প্রত্যাবর্তন কর।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤١٠١ - عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِقَدْحِيْ هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلُ وَالنَّبِيْذُ وَالْمَاءُ وَاللَّبَنُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১০১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্ন প্রকারের পানীয় পান করাতাম। যেমন– মধু, নাবীয, পানি ও দুধ। –[মুসলিম]

٤١٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سِقَاءٍ يُوْكَأُ اَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১০২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম। তার উপর হতে শক্ত করে বাঁধা হতো এবং নিচেও একটি মুখ ছিল। আমরা সকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা বিকালে পান করতেন এবং বিকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা সকালে পান করতেন। –[মুসলিম]

٤١٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ اِذَا اَصْبَحَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَجِيْئُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْاُخْرٰى وَالْغَدَ اِلَى الْعَصْرِ فَاِنْ بَقِيَ شَيْئٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ اَوْ اَمَرَ بِهِ فَصُبَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১০৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য রাত্রের প্রথম ভাগে নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি তা পরবর্তী দিন সকালে, এর পরের রাত্রে, দ্বিতীয় দিনে ও দ্বিতীয় রাত্রে এবং তৃতীয় দিন আছর পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তখন তা চাকর-বাকরদেরকে পান করাতেন অথবা ফেলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ করতেন, তখন তা ফেলে দেওয়া হতো। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঋতু বা মৌসুমের পরিবর্তনের ফলে নাবীযের মধ্যে নেশা সৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে সময়ের ব্যবধান হয়। যেমন গ্রীষ্মের মৌসুমে কোনো জিনিস যত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, শীতের সময় তত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ প্রস্তুত নাবীয তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করেছেন।

وَعَنْ ٤١٠٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوْا سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِىْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১০৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য মশকে নাবীয প্রস্তুত করা হতো। যদি তা সংগ্রহ না হতো, তখন পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٤١٠٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَاَمَرَ اَنْ يُنْبَذَ فِىْ اَسْقِيَةِ الْاَدَمِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১০৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোলস, সবুজ মটকা, আলকাতরা লাগানো পাত্র এবং খেজুর বৃক্ষের মূলের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতে আদেশ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুব্বা– কদুর শুকনা খোলস দ্বারা তৈরি পাত্র। হানতাম– মটকা জাতীয় সবুজ বর্ণের পাত্রবিশেষ। মুযাফফাত– এমন ধরনের পাত্র যার ভিতরে কিংবা বাইরে আলকাতরা লেপে দেওয়া হয়। নাকীর– খেজুর গাছের মূলের দ্বারা নির্মিত পাত্র। মূলত এগুলো তৎকালীন আরবরা মদ তৈরির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করত। ইসলামে মদ হারাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত পাত্রগুলো ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, উল্লিখিত পাত্রসমূহে নাবীয প্রস্তুত করলে তা খুব তাড়াতাড়ি মদে পরিণত হয়ে যেতো, ফলে অনেক সময় তাকে নাবীয ধারণা করে পান করা হতো অথচ তা মদে পরিণত হয়ে থাকত। কিন্তু চামড়ার মশকে খুব সহজে ন্যাবীয মদে পরিণত হয় না। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে কদুর খোলস ইত্যাদি পাত্রসমূহের মধ্যে প্রথমে নাবীয তৈরির ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে এবং চামড়ার পাত্রে তৈরির অনুমতি দান করা হয়েছে।

আর যেহেতু এ ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, হারাম এবং হালাল হওয়ার নির্ভর পাত্রসমূহের উপর রয়েছে এ সন্দেহের নিরসন কল্পে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, فَاِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ অর্থাৎ 'কেননা পাত্র কোনো বস্তুকে হালাল করতে পারে না এবং বস্তুকে হারামও করতে পারে না।' বরং হালাল হওয়া এবং হারাম হওয়া নির্ভর হচ্ছে নেশা এবং নেশা হীনতার উপর। তাই দ্রুত নেশা সৃষ্টি এবং অসতর্কতার উপর নির্ভর করে ইসলামের প্রথম যুগে কদুর খোলস ইত্যাদি পাত্রসমূহতে নাবীয তৈরি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

অতঃপর হারাম হওয়ার প্রসিদ্ধি এবং অন্তরসমূহের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এ হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে এবং সব ধরনের পাত্রসমূহের মধ্যে নাবীয তৈরি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, فَاشْرَبُوْا فِىْ كُلِّ وِعَاءٍ অর্থাৎ 'অতঃপর সবধরনের পাত্রে পান কর।'

وَعَنْ ٤١٠٦ بُرَيْدَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ اِلَّا فِيْ ظُرُوْفِ الْاَدَمِ فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ اَنْ لَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১০৬. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কয়েক প্রকারের পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে কোনো পাত্র হারাম বস্তুকে হালালে এবং হালাল বস্তুকে হারামে পরিণত করতে পারে না। অবশ্য নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। অন্য এক রেওয়ায়েতের মধ্যে আছে, আমি তোমাদেরকে চামড়ার মশক ছাড়া অন্যান্য পাত্রে পানীয় প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা প্রত্যেক প্রকারের পাত্রে পান করতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোনো জিনিসই পান করবে না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু তরল হোক কিংবা জমাট হোক, পরিমাণে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তার যে কোনো পরিমাণ, নেশা হোক বা নাই হোক সর্বাবস্থায় ব্যবহার করা হারাম। তাড়ি, গাঁজা, ভাঙ, আফিম ও হেরোইন ইত্যাদি সবই মদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١٠٧ اَبِيْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِيِّ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪১০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে।

-[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আধুনিককালে নবী করীম ﷺ -এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর অবিকল প্রতিফলন হচ্ছে। যেমন মৃতসঞ্জীবনী সুধা ও সুরা, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, রেকটিফাইড স্প্রীট ইত্যাদি নামে হরদম বাজারে চালু রয়েছে এবং নির্দ্বিধায় পান করা হয়েছে। অথচ এগুলো ৮০% মদ ও মদের উপাদান।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١٠٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ قُلْتُ اَنَشْرَبُ فِي الْاَبْيَضِ قَالَ لَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪১০৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ মটকায় নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আমরা সাদা বর্ণের মটকায় পান করব? তিনি বললেন না। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাদা, কালো বা সবুজ বর্ণের মটকা হওয়া আসল কথা নয়। মূলত সেই যুগে সাধারণত সবুজ মটকায় মদ প্রস্তুত করা হতো। ফলকথা, যে সমস্ত পাত্রে মদ প্রস্তুত করা হয়, আর তা যে কোনো রঙেরই হোক না কেন সে পাত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

بَابُ تَغْطِيَةِ الْاَوَانِى وَغَيْرِهَا
পরিচ্ছেদ : বাসন-কোষণ ইত্যাদি ঢেকে রাখা

"اَنِيَةٌ" অর্থ– পাত্র, "اَوَانِىْ" -এর বহুবচন। তার অর্থ যে কোনো পাত্র হলেও অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসে পানাহারের পাত্রের কথাই বলা হয়েছে। তাকে ঢেকে রাখা একদিকে যেমন নিরাপদ, অপরদিকে সর্বকালে সর্বমহলে শিষ্টাচারও বটে। বিশেষভাবে রাত্রির বেলায় খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখা অপরিহার্য। কেননা বিষাক্ত পোকামাকড় ইত্যাদি রাত্রির বেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর নবী তাদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤١٠٩ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جَنَحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَاَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهِ شَيْئًا وَاَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَاِنَّ لِلْجِنِّ اِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ -

৪১০৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রাত্রের আঁধার নেমে আসে অথবা বলেছেন, সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের শিশুদেরকে [বাইরে যাওয়া থেকে] আবদ্ধ রাখ। কেননা সে সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাত্রের কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দ্বার খুলতে পারে না। আর বিসমিল্লাহ পড়ে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ কর এবং বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের পাত্রগুলোও ঢেকে রাখ। [ঢাকার কিছু না পেলে] কোনো কিছু আড়াআড়িভাবে হলেও পাত্রের উপর রেখে দাও। [অতঃপর শুয়ার সময়] বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। –[বুখারী ও মুসলিম] বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছেন, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখ। মশকগুলোর মুখ বেঁধে রাখ। কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিনিয়ে নেয়। আর তোমরা শয়নকালে বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলো কখনো কখনো [প্রজ্বলিত] সলতা টেনে নিয়ে যায়। ফলে গৃহবাসীকে পুড়িয়ে দেয়।

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ اِنَاءً فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلَّا اَنْ يَعْرِضَ عَلٰى اِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فَلْيَفْعَلْ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تُرْسِلُوْا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْعَثُ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ غَطُّوا الْاِنَاءَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ فَاِنَّ فِى السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لَا تَمُرُّ بِاِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءِ ـ

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে। ঘরের দরজাসমূহ [সন্ধ্যাকালে] বন্ধ রাখবে [শয়নকালে] বাতি নিভিয়ে দেবে। কেননা শয়তান [বন্ধ] মশক খুলতে পারে না, [রুদ্ধ] দ্বার খুলতে পারে না এবং [ঢাকা] পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না। আর যদি তোমাদের কেউ একখানা কাঠি ব্যতীত কিছু না পায়, তবে বিসমিল্লাহ বলে তাই যেন আড়াআড়িভাবে পাত্রের উপর রেখে দেয়। কেননা দুষ্ট ইঁদুর গৃহবাসীসহ ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, সূর্যাস্তের পর রাত্রের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জানোয়ার ও শিশুদেরকে [বাইরে] ছেড়ে দিয়ো না। কেননা সূর্যাস্তের পর সান্ধ্যআভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ। কেননা বৎসরে এমন এক রাত্র আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালামুসিবত নাজিল হয়। উক্ত বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, তার মধ্যে প্রবেশ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইঁদুর ক্ষুদ্র জানোয়ার বটে, কিন্তু তার দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ অতি ভয়াবহ। এ হিসেবে তাকে ফুয়াইসেক বলা হয়েছে। আর কাঠি হলেও বলার মানে হলো, খাদ্য-দ্রব্যাদি ঢেকে রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। আর বিদ্যুৎ বাতি জ্বালিয়ে রাখলে ঘরবাড়ি জ্বলার সম্ভাবনা কম থাকলেও তাতে আর্থিক অপচয় যে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

وَعَنْ ٤١١٠ قَالَ جَاءَ اَبُوْ حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, একদা আবু হোমাইদ নামক আনসারের এক ব্যক্তি নাকী' নামক এক জায়গা হতে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আসল। তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, তুমি এটাকে ঢেকে আননি কেন? আর কিছু না হোক অন্তত একটি কাঠি তার উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দিতে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤١١١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তখন তোমরা ঘরের মধ্যে [প্রজ্বলিত] আগুন রেখো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ শোয়ার সময় চেরাগ বা চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলবে।

وَعَنْ ٤١١٢ اَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَهْلِهٖ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَانِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ اِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১২. অনুবাদ : হযরত আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাত্রের বেলায় মদিনার একখানা ঘর আগুনে জ্বলে গেল, গৃহবাসীদের উপর এ বিপদ এসে পড়ল। পরে ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -কে জানানো হলে তিনি বললেন, মূলত এ আগুন তোমাদের দুশমনই। অতএব যখন তোমর রাত্রে ঘুমাবে, তখন তা নিভিয়ে দেবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আগুনকে দুশমন বলার অর্থ এই নয় যে, সব আগুনই আমাদের ক্ষতিকর। হাদীসে বর্ণিত শব্দ هٰذِهٖ দ্বারা নির্দিষ্ট আগুনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, চেরাগ, কুপি, বাতি ও চুলার আগুন। যা বিভিন্নভাবে অসতর্ক অবস্থায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর তা অ গুনই বটে। অন্যথা আগুন যে আমাদের উপকারী এবং মৌলিক প্রয়োজনের অন্যতম বন্ধু তা অনস্বীকার্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١١٣ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَاِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ وَاَقِلُّوا الْخُرُوْجَ اِذَا هَدَاَتِ الْاَرْجُلُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهٖ فِيْ لَيْلَةٍ مَا يَشَاءُ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاِنَّ

৪১১৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন তোমরা রাত্রে কুকুরের চিৎকার এবং গাধার ডাক শুনতে পাবে, তখন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান হতে পানাহ চাবে। কেননা তারা এমন এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না। আর রাত্রে যখন মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় [অর্থাৎ নিশিথ রাত্রে] তখন তোমরাও বাইরে যাওয়া কমিয়ে ফেল। কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট কিছু জীবকে রাত্রিকালে ছড়িয়ে দেন এবং তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ রাখ, আর আল্লাহর নাম স্মরণ

الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا أُجِيْفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَاكْفِئُوا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْقِرَبَ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

কর। কারণ শয়তান এমন দ্বার খুলতে পারে না, যা আল্লাহর নাম নিয়ে বন্ধ করা হয়। আর তোমরা ঘটি, মটকা [খাদ্য-পাত্রসমূহ] ঢেকে রাখ, শূন্য পাত্র উপুর করে রাখ এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখ। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, কুকুর ও গাধা শয়তানকে দেখে চিৎকার করে।

وَعَنْ ٤١١٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ عَلٰى هٰذَا فَيُحْرِقَكُمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১১৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একটি ইঁদুর জ্বলন্ত একটি সলতা টেনে আনল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে ঐ চাটাইয়ের উপর রেখে দিল, যার উপরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। ফলে তার এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা জ্বলে গেল। তখন তিনি বললেন, [রাত্রে] যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন চেরাগ, বাতি ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলবে। কেননা শয়তান এ জাতীয় অনিষ্টকর প্রাণীকে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে তারা তোমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়।

-[আবূ দাউদ]

كِتَابُ اللِّبَاسِ
অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ

"اَللِّبَاسُ" শব্দটি মাসদার "مَلْبُوْسٌ" "اِسْمُ مَفْعُوْلٌ"-এর অর্থে ব্যবহৃত [অর্থাৎ পোশাক]। আর এটা بَابُ سَمِعَ থেকে ব্যবহার হয়ে থাকে। মাসদার হচ্ছে "لُبْسًا" লামের পেশের সাথে। আর بَابُ ضَرَبَ থেকে "لَبْسًا" লামের ফাতহার সাথে এসে থাকে, যার অর্থ– সংমিশ্রণ করা। যেমন– وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَكُمْ-এর মধ্যে উল্লেখ যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পোশাকের কতিপয় উদ্দেশ্যসমূহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا অর্থাৎ হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র।

এ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (র.) বলেছেন যে, পোশাকের চারটি স্তর রয়েছে– ১. প্রয়োজন বিশেষ স্তর যা পর্দার উপযোগী শরীরকে ঢেকে নেয়। ২. আরাম-আয়েশের স্তর যার দ্বারা সৌন্দর্য এবং শোভা অর্জন হয়ে থাকে। আর একেই [কুরআনে কারীম] "رِيْشًا" দ্বারা বিশ্লেষণ করেছে। ৩. প্রদর্শনীয় স্তর, যাতে প্রদর্শনী এবং গর্ব-অহংকার উদ্দেশ্য হয়। প্রথম দুটিতে কোনো বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা নেই তাই হচ্ছে প্রয়োজনীয়। আর তৃতীয় স্তরের মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনার ভিত্তিতে মুস্তাহাব এবং ইবাদত। স্বাদ ভোগ এবং আনন্দের ভিত্তিতে হচ্ছে 'মুবাহ', আর অহংকার ও গর্বের ভিত্তিতে 'হারাম'। আর চতুর্থ স্তর তো হচ্ছে হারাম।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤١١٥ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ হিবারা কাপড় পরিধান করতে অধিক পছন্দ করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "حِبَرَةٌ" হচ্ছে একপ্রকার ইয়েমেনী চাদর যা অঙ্কিত লাল বর্ণের ডোরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং নীল বর্ণ ও সবুজ বর্ণেরও হয়ে থাকে। যেহেতু তা তাদের [ইয়েমেনীদের] নিকট সর্বোত্তম এবং পছন্দনীয় হয়ে থাকে এজন্য রাসূল ﷺ ও অধিক পছন্দ করতেন।

আর কেউ কেউ বলেন যে, এটা সবুজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বেহেশতের পোশাকের সাদৃশ্য হয়ে থাকত এজন্য [রাসূল ﷺ -এর] পছন্দ ছিল। আর এ পছন্দনীয়তা রং, বর্ণ এবং পণ্য হিসেবে ছিল। আর সাধারণ রীতি এবং অধিক সতর আচ্ছাদক হিসেবে কুর্তা অধিক পছন্দনীয় ছিল। যেমন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে– كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلَيْهِ الْقَمِيْصُ অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল কুর্তা। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤١١٦ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১৬. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রোম দেশীয় আঁটসাঁট আস্তিনবিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা সাধারণত পশম দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٤١١٧ اَبِيْ بُرْدَةَ (رض) قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ (رض) كِسَاءً مُلَبَّدًا وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ বুরদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের ইজার [লুঙ্গি বা তহবন্দ] আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤١١٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ اَدَمًا حَشْوُهُ لِيْفٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরি। আর ভিতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের আঁশ। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَا ٤١١٩ قَالَتْ كَانَ وِسَادُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১১৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে গিদ্দা বা বালিশে হেলান দিতেন, তা ছিল চামড়ার এবং ভিতরে ছিল আঁশ। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَا ٤١٢٠ قَالَتْ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ حَرِّ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِاَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪১২০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা গ্রীষ্মের দুপুরে আমাদের গৃহে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলে উঠল, ঐ যে রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর দ্বারা মাথা ঢেকে এদিকে আগমন করছেন। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি হিজরত সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসের একাংশ। আরববাসীরা ছাতার পরিবর্তে মাথায় রুমাল ব্যবহার করত। বর্তমানেও সেই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।

وَعَنْ ٤١٢١ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَاَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১২১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন, এক বিছানা পুরুষের জন্য, আরেকখানা তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থখানা শয়তানের জন্য। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিছানা কিংবা ঘরবাড়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাখা অপব্যয়। তিনখানা পর্যন্ত প্রয়োজন। এর বেশি নিষ্প্রয়োজন। তাই অতিরিক্ত বিছানাকে শয়তানের বিছানা বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٤١٢٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১২২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনার নিচে ইজার ঝুলায়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানুষকে দেখানো কিংবা গর্ব-অহংকারের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি, পেন্ট, পায়জামা ইত্যাদি টাখনার নিচে ঝুলিয়ে চলা হারাম। যার প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি থাকবে না, তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে অনিচ্ছাবশত যদি কারো ইজার ইত্যাদি নিচে ঝুলে যায়, তবে তা এ হাদীসের আওতায় পড়বে না। এ একই বিধানের কতিপয় হাদীস নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٤١٢٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১২৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত পরিধেয় কাপড় টাখনার নিচে ঝুলাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি করবেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلتَّبَخْتُرُ . اَلْكِبْرُ . اَلْبَطَرُ . اَلْخُيَلَاءُ শব্দগুলোর অর্থ কাছাকাছি এবং গর্ব-অহংকার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَعَنْهُ ٤١٢٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪১২৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি অহংকারবশত তার ইজার হিঁচড়িয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হলো। ফলে সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের ভিতরে তলিয়ে যেতে থাকবে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٤١٢٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِى النَّارِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪১২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, টাখনার নিচে ইজারের যে অংশ থাকবে তা জাহান্নামে। [অর্থাৎ শরীরের ঐ অংশ দোজখে যাবে। অথবা ঐ সামান্য অংশের জন্য গোটা দেহই আগুনে জ্বলবে।] –[বুখারী]

وَعَنْ ٤١٢٦ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهٖ اَنْ يَّمْشِىَ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ اَوْ يَحْتَبِىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهٖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১২৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে তার বাম হাতে খেতে, একখানা জুতা পরে চলাফেরা করতে, ইশতেমালে ছাম্মা অবস্থায় চাদর পরিধান করতে এবং লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রেখে একই কাপড়ে ইহতেবা করতে নিষেধ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বাম হাতে খাওয়া যেরূপ নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে পান করাও নিষিদ্ধ। এক পা খালি এবং অপর পায়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় দেখতে যেমন অশোভনীয় তেমনি তাহযীব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থি।

"اِشْتِمَالُ صَمَّاءَ" বলা হয়ে থাকে একটি চাদরের দ্বারা সমস্ত শরীরকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলা যে, কোনো কিছু খোলা যায় না এবং হাতও ভিতরে এমনভাবে থাকবে যে, বের করতে পারবে না। যেহেতু এতে সবধরনের ছিদ্র এবং হাওয়া-বাতাস প্রবেশের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বিধায় একে "صَمَّاءَ" দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে, যা হচ্ছে এমন পাথর যাতে কোনো প্রকারের ছিদ্র থাকে না। আর এর নিষিদ্ধকরণের কারণ হচ্ছে যে, এতে ইহুদিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। তাছাড়া জাহান্নামিদের পোশাকের ন্যায় হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি পা পিছলে পড়ে যায়, তাহলে নাক মুখ আহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা হাত বের করতে পারবে না।

আর ফুকাহায়ে কেরাম এর আরো একটি পদ্ধতি বর্ণনা করে থাকেন যে, একটি চাদর দ্বারা [সমস্ত শরীর] ঢেকে চাদরের একদিক কাঁধের উপর উঠিয়ে রাখবে যার দরুন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায় এজন্য এটা হচ্ছে মাকরূহ।

আর ইহতেবার পদ্ধতি হচ্ছে, উভয় নিতম্বের উপর বসে পায়ের উভয় গোছাকে দাঁড় করে উভয় হাত কাপড় দ্বারা উভয় গোছাকে জড়িয়ে নেওয়া। এর নিষিদ্ধকরণ হচ্ছে তখন যখন সমস্ত শরীরে চাঁদর মাত্র একটিই হবে, আর নিচে অন্য কোনো কাপড় না থাকে। কারণ এমতাবস্থায় লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা রয়েছে। আর যদি নিচে অন্য কোনো কাপড় থাকে তবে বাধা নেই; বরং জায়েজ এবং মুস্তাহাব। কেননা রাসূল ﷺ কখনো কখনো এরূপ বসে থাকতেন।

وَعَنْ ٤١٢٧ عُمَرَ وَاَنَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَاَبِىْ اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১২৭. অনুবাদ : হযরত ওমর, আনাস, ইবনে যুবায়ের ও আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমি পোশাক পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষদের জন্য রেশমি পোশাক ব্যবহার করা হারাম। জান্নাতিদের পোশাক হবে রেশমি। সুতরাং দুনিয়াতে তা ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

وَعَنْ ٤١٢٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তিই দুনিয়াতে রেশমি পোশাক পরিধান করে থাকে, আখেরাতে যার ভাগে তা নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤١٢٩ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ فِيْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১২৯. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে এবং তাতে আহার করতে, মিহি ও মোটা রেশমি কাপড় পরিধান করতে এবং তার উপরে বসতে নিষেধ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤١٣٠ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا اِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ لَمْ اَبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১৩০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একখানা লালবর্ণের রেশমি চাদর হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম, তখন আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললন, আমি তা তোমার নিকটে তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি; বরং আমি তা তোমার কাছে এ উদ্দেশ্যে পাঠাইছি যে, তুমি তাকে খণ্ড করে মহিলাদের জন্য উড়নী বানিয়ে তা তাদের দিয়ে দেবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "حُلَّةٌ" ইজার ও চাদর এ কাপড় দুটিকে সাধারণত হোল্লাহ বলা হয় এবং জামা ও পায়জামা উভয়টিকে একই কাপড়ের একই বর্ণের হয়। যেমন একই কাপড়ের তৈরি পেন্ট ও কোটকে স্যুট বলা হয়। হযরত আলী (রা.) গভীরভাবে চিন্তা না করে তা পরিধান করলেন কেন? এ কারণেই রাসূল ﷺ গোসসা হয়েছিলেন।

وَعَنْ ٤١٣١ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلَّا هٰكَذَا وَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلَّا مَوْضَعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلٰثٍ اَوْ اَرْبَعٍ .

৪১৩১. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রেশমি কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে এই পরিমাণ [জায়েজ আছে, বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে উপর দিকে উঠিয়ে ইশারা করলেন। -[বুখারী ও মসলিম]

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, একদা হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ার জাবিয়া নামক শহরে এক ভাষণে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের অধিক পরিমাণ রেশমি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হানাফী মাযহাব মতে অনূর্ধ্বে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমি কাপড় ব্যবহার করা জায়েজ আছে। যেমন, জামার মধ্যে ঝালর বা পাড় লাগানো হয়।

وَعَنْ ٤١٣٢ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) اَنَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ وَقَالَتْ هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى نَسْتَشْفِىْ بِهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১৩২. **অনুবাদ :** হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা জড়ানো ছিল। এবং তিনি বলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুব্বা। তা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকটই ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর আমিই তা হস্তগত করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিধান করতেন, এখন আমরা তাকে ধুয়ে উক্ত পানি দ্বারা রোগীদের রোগমুক্ত কামনা করি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আসমা (রা.)-এর জুব্বা। দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ। এমনিভাবে পুণ্যবানদের রেখে যাওয়া স্মৃতিসমূহ দ্বারা বরকত অর্জন করাকে প্রতীয়মান করা। আর চার আঙ্গুলের চেয়ে কম রেশম দ্বারা সেলাইকৃত জুব্বা পরিধান করা জায়েজ।

এছাড়া হযরত ইমরান (রা.)-এর হাদীসে যা এসেছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَا اَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ অর্থাৎ 'আমি রেশমিযুক্ত কুর্তা পরিধান করি না।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা চার আঙ্গুলের চেয়ে অধিক হয়। অথবা এটা হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারির উপর প্রযোজ্য। অথবা তাতে অধিক সাজসজ্জা ছিল বিধায় রাসূল ﷺ لَا اَلْبَسُ বলেছেন। আর হযরত আসমা (রা.)-এর হাদীসে যে জুব্বার কথা উল্লেখ রয়েছে তা এরূপ ছিল না বিধায় পরিধান করেছেন।

وَعَنْ ٤١٣٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ اِنَّهُمَا شَكَوَا الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِىْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ .

৪১৩৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যুবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-কে তাদের উভয়ের চর্মরোগের দরুন রেশমি কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]
মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– তারা উভয়ে উকুনের অভিযোগ করেছিলেন, তাই তিনি তাদেরকে রেশমি জামা পরিধানের অনুমতি দিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুতি কাপড়ের জামায় একপ্রকার উকুন জন্মায়। তা শরীরের রক্ত চোষে ফলে চর্মরোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রেশমি কাপড়ে তা জন্মায় না। সুতরাং এ অনুমতি বিশেষ কারণে তাদের দেওয়া হয়।

وَعَنْ ٤١٣٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهٖ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ قُلْتُ اَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ اَحْرِقْهُمَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَائِشَةَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ فِىْ بَابِ مَنَاقِبِ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ .

৪১৩৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পরনে কমলা রংয়ের দুখানা কাপড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, মূলত এটা কাফেরদের পোশাক। কাজেই তা পরো না। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমি বললাম, আমি কি তাকে ধৌত করে ফেলব? তিনি বললেন, বরং এ দুটিকে পুড়িয়ে ফেল। –[মুসলিম] নবী করীম ﷺ -এর আহলে বায়তের মানাকিব পরিচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ অচিরেই আমরা বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হিন্দিতে একে كُسُمِّيَّة কসুম্বা রং বলা হয়। সেকালে ও একালে এটা বৈরাগী সন্ন্যাসীদের লেবাস হিসেবে চলে আসছে। مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -এর আওতায় পড়ে বিধায় রাসূল ﷺ তা কাফেরদের লেবাস বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١٣٥ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ اَحَبَّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৩৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কুর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় লেবাস। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চাদর অপেক্ষা কুর্তা দ্বারাই সতর ঢাকা বা শরীরের আবরণ হয় বেশি। তাতে খরচ পড়ে কম এবং গায়ের উপর বহন করতেও সহজতর। এতদ্ভিন্ন তাতে রয়েছে বিনয় ও শিষ্টাচার।

وَعَنْ ٤١٣٦ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الرُّصْغِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪১৩৬. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত ছিল। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ, তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

وَعَنْ ٤١٣٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪১৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই জামা পরতেন, তখন ডানদিক হতে শুরু করতেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শুধু জামা পরা নয়; বরং তিনি প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে শুরু করতেন।

وَعَنْ ٤١٣٨ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪১৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুমিনের ইজার [লুঙ্গি, পেন্ট ও পায়জামা] পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকা চাই, তবে তার নিচে টাখ্‌না গিরার মধ্যবর্তী পর্যন্ত হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু টাখ্‌নার নিচে যা যাবে তা দোজখে যাবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত ইজার হিঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি করবেন না। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে যে, অহংকারবশত হোক বা না হোক যে কোনো অবস্থাতে গিঠের নিচে লুঙ্গি, পেন্ট ইত্যাদি ঝুলানো হারাম।

وَعَنْ ٤١٣٩ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاِسْبَالُ فِى الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪১৩৯. অনুবাদ : হযরত সালেম (রা.) তাঁর পিতা [ইবনে ওমর (রা.)] হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঝুলানো [-এর নিষেধাজ্ঞা] ইজার, জামা ও পাগড়ির মধ্যে প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকার বশত তার কোনো একটিকে হিঁচড়িয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "إِسْبَالٌ" -এর মূল অর্থ হচ্ছে– ঝুলানো এবং ঢাকা। আর এখানে "إِسْبَالٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শরিয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে লুঙ্গি, পায়জামা এবং কুর্তাকে পায়ের গিরা, টাখনোর নিচে ঝুলানো এবং পাগড়ির প্রান্তস্থিত কারু [শামলার] পিঠের অর্ধাংশের বেশি অংশে ঝুলানো।

"إِسْبَالٌ" হচ্ছে ব্যাপক যেমন উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝে আসছে। কিন্তু অধিকাংশ এটা লুঙ্গি এবং পায়জামার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বিধায় হাদীসসমূহের মধ্যে লুঙ্গি ঝুলানোর আলোচনা এসে থাকে। আর এর উপরই অধিক ধমকি এসে থাকে।

এখন লুঙ্গির ক্ষেত্রে সুন্নত তো হচ্ছে পায়ের গোছার অর্ধ পর্যন্ত হবে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– إِزَارُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى نِصْفِ سَاقَيْهِ অর্থাৎ মুমিনের লুঙ্গি হবে তার উভয় গোছার অর্ধ পর্যন্ত।

আর গোছার অর্থ টাখনো পর্যন্ত জায়েজ রয়েছে এবং টাখনোর নিচে হচ্ছে "إِسْبَالٌ" যদি তা অহংকার ও গর্বের ভিত্তিতে হয় তবে তো إِسْبَالٌ যা হারাম। আর যদি অসতর্কতা বশত হয়ে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এর প্রতি লক্ষ্য রাখা সীমাহীন আবশ্যক। আর আলখেল্লা এবং কুর্তার হুকুমও হচ্ছে তাই। কোনো কোনো দেশ অঞ্চলে যা গিরা, টাখনোর নিচে ঝুলিয়ে থাকে তা হচ্ছে সুন্নতের বিপরীত। এটা অহংকার এবং গর্বের ভিত্তিতে হারাম। আর যদি পরিবেশ এবং অভ্যাসের ভিত্তিতে হয় তাহলে কেউ কেউ বলেন, ভাতে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু মাকরূহ থেকে খালি নয়। আর পাগড়ির শামলা পিঠের অর্ধাংশ পর্যন্ত সুন্নত আর এ থেকে নিচে হচ্ছে বিদআত এবং "إِسْبَالٌ" আর এটা হলো হারাম। আর শামলা কম থেকে কম চার আঙ্গুল হওয়া উচিত।

وَعَنْ ٤١٤٠ اَبِيْ كَبْشَةَ (رض) قَالَ كَانَ كِمَامُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُطْحًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ)

৪১৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ কাবশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের টুপি ছিল চ্যাপটা। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মোটকথা টুপি মাথার সাথে মিশানো চ্যাপটা হওয়াই সুন্নত।

وَعَنْ ٤١٤١ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ ذَكَرَ الْاِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُرْخِيْ شِبْرًا فَقَالَتْ اِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَتْ اِذًا تَنْكَشِفُ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

৪১৪১. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে নারীর বিধান কী? তিনি বললেন, এক বিঘত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তখন উম্মে সালামা (রা.) বললেন, এমতাবস্থায় তার অঙ্গ [পা] খুলে যাবে। তিনি বললেন, তবে এক হাত তার অধিক যেন না হয়। –[মালেক, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ] আর তিরমিযী ও নাসায়ীর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, এমতাবস্থায় তাদের পা খুলে যাবে? রাসূল ﷺ বললেন, তবে তারা এক হাত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তার অধিক যেন না হয়।

وَعَنْ ٤١٤٢ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ (رضـ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوْهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْاَزْرارِ فَاَدْخَلْتُ يَدِيْ فِيْ جَيْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৪২. অনুবাদ : হযরত মুআবিয়া ইবনে কোররা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একদা আমি মোযাইনা গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আসলাম। তারা নবী করীম ﷺ -এর হাতে বায়আত করল। সেই সময় রাসূল ﷺ -এর [জামার] বুতার খোলা ছিল। তখন আমি আমার হাতখানা তাঁর জামার ভিতরে ঢুকালাম এবং মোহরে নবুয়তটি স্পর্শ করলাম। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাধারণত আরবদের জামা খুব ঢিলাঢালাই হতো। সুতরাং বুতাম খোলা অবস্থায় গলার ভিতরের দিক দিয়ে হাত ঢুকানো তেমন কোনো অসুবিধা ছিল না। মূলত এ ব্যক্তির সাথে রাসূল ﷺ -এর গভীর মহব্বতের সম্পর্ক ছিল, তাই এমনটি করেছেন।

وَعَنْ ٤١٤٣ سَمُرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِلْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيْضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪১৪৩. অনুবাদ : হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তা অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয় আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাফন পরাও। –[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাদা হলো স্বাভাবিক রং, তাই অকৃত্রিম। তাতে সামান্য কিছু ময়লা কিংবা নাপাক লাগলে স্পষ্ট দেখা যায়। তাই তাকে অতি পবিত্র বলা হয়েছে এবং মুরদাকে সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া মুস্তাহাব।

وَعَنْ ٤١٤٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪১৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই পাগড়ি বাঁধতেন, তখন শামলা উভয় কাঁধের মধ্য দিয়ে [পিছনের দিকে] ঝুলিয়ে দিতেন। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ -এর পাগড়ি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে লম্বা ছিল। যেমন সাধারণত ব্যবহার করতেন তিন হাত লম্বা। পাঞ্জেগানা নামাজে ব্যবহার করতেন সাত হাত লম্বা। ঈদ, জুমা ও আগত প্রতিনিধি লোকদের সাক্ষাতের সময় ব্যবহার করতেন বারো হাত লম্বা। নামাজের সময় পাগড়ি ব্যবহার করা মোস্তাহাব। সুতরাং পাগড়ি না বেঁধে নামাজ পড়লে মাকরূহ হবে না। মূলত পাগড়ি হলো লেবাসের মধ্যে সুন্নত। সুতরাং তা সুন্নতে সালাত নয়। পাগড়ির মাথা পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন এবং তা পিঠের মধ্যস্থান পর্যন্ত পৌছত। এটাই ছিল রাসূল ﷺ -এর নিয়মিত অভ্যাস।

وَعَنْ ٤١٤٥ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ عَمَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَدَّ لَهَا بَيْنَ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৪৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাগড়ি বেঁধে দিলেন এবং তার এক দিক আমার সামনে অপর দিক পিছনে ঝুলিয়ে দিলেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤١٤٦ رُكَانَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَلْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَاِسْنَادُهٗ لَيْسَ بِالْقَائِمِ .

৪১৪৬. অনুবাদ : হযরত রোকানা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপরে পাগড়ি বাঁধা। অর্থাৎ আমরা টুপির উপর পাগড়ি বাঁধি আর তারা টুপি ছাড়া পাগড়ি বাঁধে। –[তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব এবং তার সনদটিও মজবুত নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের দুটি মর্ম হতে পারে। প্রথম হচ্ছে যে, আমরা টুপির উপর পাগড়ি বেঁধে থাকি আর ওরা টুপি ব্যতীত পাগড়ি বেঁধে থাকে।

দ্বিতীয় হচ্ছে যে, আমরা টুপি এবং পাগড়ি উভয়টির পরিধান করে থাকি। আর ওরা শুধু টুপি পরিধান করে থাকে পাগড়ি বাঁধে না। আর প্রথম মর্ম হচ্ছে প্রধান্য এজন্য যে মুশরিকীনদের থেকে শুধু পাগড়ি বাঁধা সাবেত রয়েছে, কিন্তু টুপি পরিধান করা সাবেত নয়।

অতঃপর রাসূল ﷺ -এর পাগড়ির পরিমাণের ক্ষেত্রে আল্লামা জাযরী (র.) বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমার নিকট পৌছেছে যে, রাসূল ﷺ -এর দু প্রকারের পাগড়ি ছিল। ১. বেঁটে ছোট যা সাত হাতের ছিল ২. লম্বা যা বারো হাতের ছিল।

মোটকথা, পাগড়ির নিচে টুপি ব্যবহার করা সুন্নত। কেননা অমুসলিমরাও পাগড়ি পরিধান করে। যেমন ভারতের শিখ এবং কোনো কোনো হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু তার নিচে টুপী থাকে না। তাই হাদীসে নির্দেশ রয়েছে– خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَالْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদে ও তাহযীব-তামাদ্দুনে তোমরা ইহুদি ও মুশরিকীনদের বিপরীত কর।

وَعَنْ ٤١٤٧ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْاِنَاثِ مِنْ اُمَّتِىْ وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৪১৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, স্বর্ণ ও রেশমের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। –[তিরমিযী ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

وَعَنْ ٤١٤٨ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُد)

৪১৪৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোনো নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন তার নাম-পাগড়ি, জামা, চাদর [ইত্যাদি] উল্লেখ করে এই দোয়া পড়তেন– اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ [অর্থাৎ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমিই এ কাপড়খানি আমাকে পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ কামনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছে তারও কল্যাণ কামনা করছি এবং তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাই এবং যে উদ্দেশ্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাই। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নতুন কাপড় পরিধান করে উক্ত দোয়াটি পড়া সুন্নত।

وَعَنْ ٤١٤٩ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَزَادَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ .

৪১৪৯. **অনুবাদ :** হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর এই দোয়া "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةَ" পড়ে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে এ খাদ্য খাওয়াইয়াছেন এবং আমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন। –[তিরমিযী] আর আবূ দাঊদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এ দোয়া "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ" পড়ে তার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে গুনাহ দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না।

وَعَنْ ٤١٥٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ اِنْ اَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِيْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَاِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْاَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِيْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ صَالِحُ بْنُ حَسَّانٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

৪১৫০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আয়েশা! যদি তুমি [দুনিয়া ও আখেরাতে] আমার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখ, তবে দুনিয়ার সম্পদের এ পরিমাণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কর, যে পরিমাণ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাক, আর তালি না লাগানো পর্যন্ত কোনো কাপড়কে পুরাতন [ব্যবহারে অনুপযোগী] ধারণা করো না। —[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা হাদীসটি সালেহ ইবনে হাস্‌সান ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে অবহিত হইনি। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল [বুখারী] বলেছেন, সালেহ ইবনে হাসসান মুনকারুল হাদীস।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্পদশালীদের নিকটে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদের সাহচর্য লোভী ও বিলাসী বানিয়ে ফেলবে। এমনকি কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, তাদের দিকে তাকিয়ো না। কেননা তাদের ধনসম্পদের চাকচিক্য দরিদ্রতার স্বাদকে বিলীন করে ফেলবে। মোটকথা হাদীসটিতে অল্পে তুষ্টি এবং গরিব-মিসকিনদের সমপর্যায়ে নেমে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤١٥١ اَبِيْ اُمَامَةَ اَيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা আয়াস ইবনে ছা'লাবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি শুনছ না? তোমরা কি শুনছ না? [অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর,] সাদাসিধা [অনাড়ম্বর] জীবনযাপন করাই ঈমানের অঙ্গ, সাদাসিধা [অনাড়ম্বর] জীবনযাপন করাই ঈমানের অঙ্গ। —[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির মর্মার্থ হলো, পোশাক-পরিচ্ছদ বিনয়ী ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করা। আর এটাই ঈমানের প্রতীক।

وَعَنْ ٤١٥٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪১৫২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পড়াবেন। —[আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে পোশাক পরিধান করলে নিজের মনে গর্ব-অহংকার আসে, কিংবা নিজেকে পদস্থ ব্যক্তি বলে মনে হয়। অথবা নিজেকে সুফি দরবেশ বলে প্রকাশ পায়, এ ধরনের পোশাককে "ثَوْبُ شُهْرَةٍ" [সুনামের পোশাক] বলা হয়।

وَعَنْهُ ٤١٥٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৫৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুনিয়াতে যে যার অনুকরণপ্রিয় হবে– যেমন কেউ কোনো কাফের ফাসেক কিংবা কোনো সুফি সাধক পরহেজগারের লেবাস-পোশাককে পছন্দ করে তার অনুকরণ করবে। অর্থাৎ চাই তা মন্দ লোকের হোক অথবা ভালো লোকের হোক, কিয়ামতের দিন সে তাদের দলভুক্ত হবে। তবে ওলামাগণ বলেন, হাদীসের দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদের ইঙ্গিত থাকলেও চারিত্রিক, নৈতিক, আদর্শিক এবং যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানও এটার অন্তর্ভুক্ত। আর এটা বাস্তব যে, বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে হীনমনা মুসলমানদের অধিকাংশই বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের শুভবুদ্ধি দান করুন।

وَعَنْ ٤١٥٤ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (رض) عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلّٰهِ تَوَّجَهُ اللّٰهُ تَاجَ الْمُلْكِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ حَدِيْثَ اللِّبَاسِ)

৪১৫৪. অনুবাদ : হযরত সুওয়াইদ ইবনে ওহাব (রা.) নবী করীম ﷺ -এর একজন সাহাবীর পুত্রের সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যের লেবাস পরিহার করে, অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, বিনয়বশত [সৌন্দর্যের পোশাক পরিহার করে] আল্লাহ তা'আলা তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রাজকীয় মুকুট পরিধান করাবেন। –[আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী লেবাস সংক্রান্ত হাদীসটি অত্রসূত্রে হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : লিল্লাহ বিবাহ করা এর মানে হলো, কোনো ধার্মিক ও নেককার এতিম বা দরিদ্র নারীকে বিবাহ করা। যদিও সেই নারী সামাজিক মান-মর্যাদায় তার চেয়ে নিম্নমানের হয়। আর উক্ত বিবাহের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে পাপে লিপ্ত হওয়া হতে রক্ষা করা এবং বংশ-নসল সংরক্ষণ করা। রাজকীয় মুকুট পড়াবেন– এর অর্থ হলো, তাকে সম্মানজনক মর্যাদা দেওয়া হবে অথবা উক্ত মুকুট তাকে জান্নাতে পরানো হবে।

وَعَنْ ٤١٥٥ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَرٰى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلٰى عَبْدِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪১৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেন যে, তিনি যে নিয়ামত বান্দাকে দান করেছেন, তার নিদর্শন যেন তার উপর প্রকাশ পায়। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিলাসিতা ও কার্পণ্য উভয়টিই মন্দ। সুতরাং মিতব্যয়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ٤١٥٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرًا فَرَأٰى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأٰى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

৪১৫৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেড়াতে আসলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। তখন তিনি বললেন, এ লোকটি কী এমন কোনো জিনিসই পায় না যার দ্বারা সে নিজের মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে নিতে পারে? আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার পরনে ছিল ময়লা জামা। তার সম্পর্কে বললেন, এ লোকটি কি এমন কিছু পায় না, যার দ্বারা সে নিজের কাপড় ধুয়ে নিতে পারে। -[আহমদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ মাথায় চুল থাকলে তাকে আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রাখবে এবং পরনের জামা-কাপড়কে ধুয়ে পরিষ্কার রাখবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

وَعَنْ ٤١٥٧ أَبِي الْأَحْوَصِ (رضـ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ فَقَالَ لِيْ أَلَكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللّٰهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ)

৪১৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আবুল আহওয়াস (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলাম, সে সময় আমার পরনে ছিল মামুলি ধরনের কাপড়। তখন তিনি বললেন, তোমার মালসম্পদ আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি মাল আছে? আমি বললাম, সব রকম মাল আছে- আল্লাহ তা'আলা আমাকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া এবং গোলাম প্রভৃতি দান করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে মালসম্পদ দান করেছেন, কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। -[আহমদ, নাসায়ী। আর এটা শরহে সুন্নায় মাসাবীহের শব্দে বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য উন্নতমানের পোশাক ব্যবহার করা উচিত। অন্যথা কার্পণ্য প্রকাশ পাবে এবং নিয়ামতের নাশোকরী হবে।

وَعَنْ ٤١٥٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

8১৫৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি লাল বর্ণের দুখানা কাপড় পরে যাবার কালে নবী করীম ﷺ-কে সালাম করল, তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষদের জন্য লাল রংয়ের পোশাক পরিধান করা জায়েজ নেই এবং নাজায়েজ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সালামের জবাব ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়।

وَعَنْ ٤١٥٩ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا اَرْكَبُ الْاُرْجُوَانَ وَلَا اَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا اَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ وَقَالَ لَا وَطِيْبُ الرِّجَالِ رِيْحٌ لَا لَوْنَ لَهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيْحَ لَهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

8১৫৯. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি অত্যধিক লাল বর্ণের গদির উপর সওয়ার হই না, হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করি না এবং রেশমযুক্ত জামাও পরিধান করি না। তিনি আরো বলেন, জেনে রাখ! পুরুষদের আতর হলো যাতে খোশবু আছে রং নেই। পক্ষান্তরে নারীদের আতর হলো যাতে রং আছে, কিন্তু সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হয় না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যেমন রঙের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য পুরুষের জন্য শোভা পায় না, তেমনি বিচ্ছুরিত ঘ্রাণযুক্ত আতর ইত্যাদি ব্যবহার করা নারীদের জন্য শোভনীয় নয়।

وَعَنْ ٤١٦٠ اَبِيْ رَيْحَانَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَمُكَامَعَةِ الْمَرْاَةِ الْمَرْاَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَاَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِيْ اَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ.

8১৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ রায়হানা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি কাজ নিষেধ করেছেন– ১. দাঁতকে ধারালো করা। ২. শরীরে উলকি লাগানো। ৩. [সৌন্দর্যের জন্য] মুখের পশম উঠানো। 8. কাপড়ের আবরণ ব্যতীত দুজন পুরুষের একই চাদরের নিচে শয়ন করা। ৫. কাপড়ের আবরণ ছাড়া দুজন মহিলার একই চাদরে শয়ন করা। ৬. আজমীদের ন্যায় জামার নিচে রেশম ব্যবহার করা।

أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَعَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَلُبُوْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِيْ سُلْطَانٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৭. অথবা আজমীদের ন্যায় জামার কাঁধে রেশম ব্যবহার করা। ৮. ছিনতাই করা। ৯. চিতার চামড়ার গদির উপর সওয়ার হওয়া এবং ১০. শাসক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সিলযুক্ত আংটি ব্যবহার করা।

-[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রথম তিন কাজে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাই এটা নিষেধ। রেশমের ব্যবহার পুরুষদের জন্য নাজায়েজ। চিতা বাঘের চামড়ার তৈরি গদির উপর বসলে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রপতি, কাজি, বিচারপতি এবং গভর্নরের জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে আংটি পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। অন্যান্যদের সিলমহরের প্রয়োজন নেই বিধায় রাসূল ﷺ নিষেধ করে দিয়েছেন। এজন্য কারো কারো মতে প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণত আংটি পরা নাজায়েজ। এতে আংটি স্বর্ণের হোক কিংবা রৌপ্যের হোক। কেননা হাদীসের মধ্যে যে কোনো ধরনের শর্ত ব্যতীতই নিষেধ করেছেন। আর কারো কারো মতে স্বর্ণের আংটিও পড়া জায়েজ রয়েছে। কেননা হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) স্বর্ণের আংটি পরিধান করেছেন। কিন্তু জমহুরের মতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি সাধারণত জায়েজ নয়। আর রৌপ্যের চার আনা সমপরিমাণ আংটি পড়া জায়েজ। চার আনার চেয়ে অতিরিক্ত জায়েজ নয়। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে- أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ অর্থাৎ 'নবী করীম ﷺ স্বর্ণে আংটি পরা থেকে নিষেধ করেছেন।' আর দ্বিতীয় হাদীস রয়েছে- هٰذَانِ أَيِ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ حَرَامَانِ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ অর্থাৎ 'এ দুটি অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের নারীদের জন্য হচ্ছে হালাল।'

অতএব মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর কাজ আমলযোগ্য নয়।

অথবা হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। আর স্বর্ণ ব্যতীত রৌপ্যের আংটি পড়া জায়েজ, যদি সাজসজ্জা উদ্দেশ্য না হয়। কেননা রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর থেকে রৌপ্যের আংটি পরিধান করা সাবেত রয়েছে। এমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর পরও খুলাফায়ে রাশেদীনদের যুগে সাহাবায়ে কেরাম পরিধান করতেন। আর উপরিউক্ত হাদীসের মধ্যে যা নিষেধ করেছেন তা শোভা বৃদ্ধির জন্য পরার ক্ষেত্রে রয়েছে।

وَعَنْ ٤١٦١ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمَيَاثِرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ وَقَالَ نَهٰى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ .

৪১৬১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে স্বর্ণের আংটি, রেশমের জামা পরিধান এবং গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।] আবূ দাঊদের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এবং তিনি বলেন, 'আমাকে উরজুয়ানী [অত্যধিক লাল বর্ণের] গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।'

وَعَنْ ٤١٦٢ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪১৬২. অনুবাদ : হযরত মুআবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রেশমি কাপড় এবং চিতা বাঘের [চামড়ায় তৈরি] গদির উপর সওয়ার হয়ো না। -[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٤١٦٣ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪১৬৩. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ লাল বর্ণের [অর্থাৎ রেশমে তৈরি] জিন বা গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٤١٦٤ أَبِيْ رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ وَهُوَ ذُوْ وَفْرَةٍ وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ.

৪১৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ রিমসা তাইমী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম, তখন তিনি সবুজ বর্ণের দুখানা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। সেই সময় তাঁর [কিছু কিছু] চুলে বার্ধক্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে তাঁর বার্ধক্য চিহ্ন ছিল লাল আভায়। –[তিরমিযী] আর আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন বাবরি চুলবিশিষ্ট এবং তা ছিল মেহেদিতে রঞ্জিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চুল সাদা হওয়ার পূর্বে সাধারণ কিছুটা লাল বর্ণ ধারণ করে, পরে সাদা হতে থাকে। আর কান পর্যন্ত লম্বা চুলকে বলা হয় وَفْرَةٌ বা বাবরি।

وَعَنْ ٤١٦٥ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلّٰى بِهِمْ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪১৬৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক সময় নবী করীম ﷺ অসুস্থ ছিলেন। তখন তিনি হযরত উসামা (রা.)-এর উপর ভর দিয়ে বাইরে আসলেন। সে সময় তাঁর গায়ে একখানা কাতারী [ইয়ামান দেশীয়] চাদর ছিল, যা তিনি উভয় কাঁধে জড়িয়ে পরেছিলেন এবং [এ অবস্থায়] তিনি লোকদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٤١٦٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيْظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا تُرِيْدُ إِنَّمَا تُرِيْدُ أَنْ تَذْهَبَ بِمَالِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّيْ مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَدَّاهُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৪১৬৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর ব্যবহারের দু-খানা কাতারী মোটা কাপড় ছিল। যখন তিনি [তা পরিধান করে] বসতেন এবং ঘর্মাক্ত হতেন, তখন কাপড় দু-খানা তাঁর উপরে ভারী হয়ে যেত। [ঠিক সে সময়] সিরিয়া হতে [তেজারতি চালানে] জনৈক ইহুদির কিছু কাপড় আসল। তখন আমি বললাম, যদি আপনি কাউকে তার কাছে পাঠিয়ে দু-খানা কাপড় ক্রয় করে নিতেন সচ্ছলতা সাপেক্ষে মূল্য পরিশোধের শর্তে, তবে কতইনা ভালো হতো। অতঃপর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে তার [ইহুদির] নিকট পাঠালেন। তখন সে [ইহুদি] বলল, আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার মালটি আত্মসাৎ করতে চেয়েছ। [ইহুদি বাহ্যত কথাটি প্রেরিত লোকটিকে বললেও প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ﷺ -কেই উদ্দেশ্য করে বলেছিল। লোকটি এসে নবী করীম ﷺ-এর উক্তিটি জানাল।] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে [ইহুদি] মিথ্যা বলেছে। সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু ও পরহেজগার এবং আমানত পরিশোধকারী। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٤١٦٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ رَأٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ مَصْبُوْغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدًا فَقَالَ مَا هٰذَا فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَانْطَلَقْتُ فَاَحْرَقْتُهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ قُلْتُ اَحْرَقْتُهٗ قَالَ اَفَلَا كَسَوْتَهٗ بَعْضَ اَهْلِكَ فَاِنَّهٗ لَا بَأْسَ بِهٖ لِلنِّسَاءِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, তখন আমার পরনে ছিল উসফুরে রঞ্জিত গোলাপি রঙের একখানা কাপড়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? তার এ প্রশ্ন হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি এটাকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ চলে আসলাম এবং কাপড়খানাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। [অতঃপর পুনরায় তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলে] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার কাপড়খানা কি করেছ? বললাম, তাকে জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কেন তা তোমার পরিবারস্থ কোনো মহিলাকে পরিধান করালে না? কেননা তা মহিলাদের ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুসুম রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড়কে مُعَصْفَرٌ বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কাপড়ের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ এ ধরনের কাপড় পরিধান করাকে সাধারণত মুবাহ হালাল বলে থাকেন।

আবার কেউ কেউ সাধারণত হারাম বলে স্বীকৃতি দানকারী। আর কেউ কেউ বলেন যে, যদি কাপড় তৈরির পর রঙানো হয়ে থাকে তাহলে হারাম। আর যদি প্রথম থেকেই সুতা রঙানো হয়ে থাকে তাহলে তো হারাম নয়। আর কেউ কেউ বলেন যে, অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পরিধান করা হারাম কিন্তু নিজের ঘরে পরিধান করা হারাম নয়।

আর আহনাফের এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং বিশুদ্ধতম উক্তি হচ্ছে মাকরূহে তাহরীমী সম্পর্কে এবং এর দ্বারা নামাজ পড়াও হচ্ছে মাকরূহে তাহরীমী।

আর কুসুম রং ব্যতীত অন্যান্য লাল রঙের ব্যাপারে এ মতবিরোধই রয়েছে। আর হানাফীদের পছন্দনীয় উক্তিও হচ্ছে তাই যে, তা পরিধান করা হলো মাকরূহে তাহরীমী। যেহেতু তা মহিলাদের জন্য পরা জায়েজ বিধায় রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন। আর উক্ত হাদীসের পূর্বের হাদীসের মধ্যে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তা শাস্তি ও ধমকি প্রদর্শনমূলক অধিক গুরুত্বারোপ হিসেবে বলেছেন।

وَعَنْ ٤١٦٨ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ (رض) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلٰى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ اَحْمَرُ وَعَلِىٌّ اَمَامَهٗ يُعَبِّرُ عَنْهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৬৮. অনুবাদ : হযরত হেলাল ইবনে আমের (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিনায় একটি খচ্চরের উপরে বসে খুতবা [ভাষণ] দান করতে দেখেছি। সে সময় তাঁর গায়ে ছিল লাল বর্ণের চাদর, আর হযরত আলী (রা.) তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনাচ্ছিলেন। [কেননা মানুষের ভিড়ের দরুন লোকেরা ভাষণ পুরোপুরি শুনতে পারছিলেন না।] –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : লাল বর্ণের চাদর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লাল ডোরাবিশিষ্ট চাদর।

وَعَنْ ٤١٦٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ صُنِعَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৬৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ -এর জন্য একখানা কালো বর্ণের চাদর তৈরি করা হলো। তিনি তা পরিধান করলেন। যখন তিনি তাতে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন এবং পশমের দুর্গন্ধ পেলেন, তখন তাকে খুলে ফেললেন। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤١٧٠ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلٰى قَدَمَيْهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৭০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলাম, সে সময় তিনি একখানা চাদর দ্বারা এহতেবা অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। [অর্থাৎ নিতম্ব মাটিতে রেখে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে একটি কাপড় দ্বারা হাঁটুদ্বয়কে জড়িয়ে বসেছিলেন।] এবং তার ঝালর তার পদদ্বয়ের উপর পড়েছিল। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤١٧١ دَحْيَةَ بْنِ خَلِيْفَةَ (رض) قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبَاطِيَّ فَاَعْطَانِيْ مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اِصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ اَحَدَهُمَا قَمِيْصًا وَاَعْطِ الْاٰخَرَ اِمْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهٖ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ وَأْمُرْ اِمْرَأَتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهٗ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৭১. অনুবাদ : হযরত দাহইয়া ইবনে খলীফা (রা.) হতে বর্ণিত, এক সময় নবী করীম ﷺ -এর কাছে কতকগুলো কিবতী [মিসরীয়] কাপড় আনা হলো। তিনি তা হতে একখানা কিবতী কাপড় আমাকে প্রদান করে বললেন, এটাকে দুই খণ্ড করে নাও। এক খণ্ড কেটে জামা তৈরি কর এবং অপর খণ্ডটি ওড়না হিসেবে ব্যবহারের জন্য তোমার স্ত্রীকে প্রদান কর। যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশও দেবে, যেন সে তার নিচে অন্য আরেক খানা কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীর দেখা না যায়। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কিবতী মিসরের তৎকালীন রাজবংশের নাম। এখানে উদ্দেশ্য হলো তথাকার তৈরি কাপড়। তা এক দিকে খুব সাদা, আবার খুব মিহি ও পাতলা। ওড়না হিসেবে ব্যবহার করলে মাথার চুল এবং শরীর দেখা যাবে, তাই তাতে আস্তর লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَعَنْ ٤١٧٢ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةٌ لَا لَيَّتَيْنِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৭২. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর কাছে আসলেন। সেই সময় তিনি [উম্মে সালামা] ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন, কাপড় দ্বারা এক পেঁচই যথেষ্ট, দুই পেঁচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। -[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤١٧٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ اِزَارِيْ اِسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ارْفَعْ اِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ اَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اِلٰى اَيْنَ قَالَ اِلٰى اَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১৭৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় আমার ইজার [লুঙ্গি] ঝুলানো ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমার ইজার উঠিয়ে নাও। তখনই আমি তা উঠিয়ে নিলাম। অতঃপর বললেন, আরো উঠাও। সুতরাং আমি আরো উঠালাম। এর পর হতে আমি সর্বদা তা উপরে বাঁধতে তৎপর থাকতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, কতটুকু উপরে উঠাতে হবে। তিনি বললেন, দুই পায়ের অর্ধ নলা পর্যন্ত। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : টাখনার নিচে লুঙ্গি, পেন্ট, পায়জামা ইত্যাদি ঝুলিয়ে পড়া হারাম।

٤١٧٤ - وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ اِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪১৭৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় [ইজার] হিঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে [দয়ার দৃষ্টিতে] তাকাবেন না। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অসাবধানতাবশত অনেক সময় আমার ইজার টাখনার নিচে ঝুলে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, যারা অহংকারবশত কাপড় ঝুলায় আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলায়, হাদীসের ভাষ্যে ভীতি প্রদর্শন তার জন্যই রয়েছে। তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন, তিনি ছিলেন কিছুটা স্থূল, তাই অসাবধানতাবশত কখনো তা নিচের দিকে ঝুলে পড়ত। অতএব, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আপনি অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন।

٤١٧٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ اِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هٰذِهِ الْاِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْتَزِرُهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৭৫. অনুবাদ : হযরত ইকরিমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে এভাবে ইজার পরিধান করতে দেখেছি যে, তিনি তাঁর ইজারের সম্মুখের অংশ পায়ের পাতার উপর ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং পিছনের অংশ উপরে উঠিয়ে রেখেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এভাবে ইজার পরেছেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে ইজার পরিধান করতে দেখেছি। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত নবী করীম ﷺ কখনো এভাবে ইজার পড়েছিলেন। মূলত তা রাসূল ﷺ -এর স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল না।

وَعَنْ ٤١٧٦ عُبَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَاِنَّهَا سِيْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَارْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪১৭৬. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পাগড়ি বাঁধবে। কেননা তা ফেরেশতাদের প্রতীক। আর তা [অর্থাৎ তার শামলা] পিছনে পিঠের উপর ছেড়ে দাও।] –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বদর যুদ্ধের দিন পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন পাগড়ি বাঁধা অবস্থায়। এ হিসেবে পাগড়িকে ফেরেশতাদের প্রতীক বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٤١٧٧ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَصْلَحَ اَنْ يُرٰى مِنْهَا اِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৭৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা [আমার ভগ্নি] আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলেন। রাসূল ﷺ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মহিলা যখন বালেগা হয়, তখন তার শরীরের কোনো অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়, তবে কেবলমাত্র এটা এবং এটা এই বলে তিনি তাঁর মুখ এবং তাঁর দুই হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত মহিলাদের সারা শরীর সতর। এমন পাতলা কাপড়ও মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নেই, যাতে শরীর দেখা যায়। এমন কাপড় পরে ঘরের বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, ঘরের ভিতরেও ব্যবহার করা নাজায়েজ।

وَعَنْ ٤١٧٨ اَبِيْ مَطَرٍ (رض) قَالَ اِنَّ عَلِيًّا اشْتَرٰى ثَوْبًا بِثَلٰثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَهٗ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَزَقَنِيْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِي النَّاسِ وَاُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪১৭৮. অনুবাদ : আবূ মতর হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী (রা.) তিন দিরহামে একখানা কাপড় ক্রয় করলেন। যখন তিনি তা পরিধান করলেন, তখন এ দোয়াটি পড়লেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَزَقَنِيْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِي النَّاسِ وَاُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পোশাক দান করেছেন, আমি এর দ্বারা লোক সমাজে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াশ পাব এবং আমার সতর আবৃত করব।' অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নতুন জামাকাপড় পরিধান করার পর নবী করীম ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করেছেন। "رِيَاشٌ" শব্দটি বহুবচন, একবচনে "رِيْشٌ" অর্থ– সৌন্দর্যের পোশাক, যেমন আল্লাহর বাণী–

يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى .

وَعَنْ ٤١٧٩ أَبِيْ أُمَامَةَ (رضـ) قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضـ) ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيٰوتِيْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيٰوتِيْ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهٖ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللّٰهِ وَفِيْ حِفْظِ اللّٰهِ وَفِيْ سِتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪১৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নতুন কাপড় পরধান করলেন এবং এ দোয়াটি পড়লেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيٰوتِيْ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ঐ পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি সতর আবৃত করতে পারি এবং আমার [সামাজিক] জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি।' অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে উক্ত দোয়াটি পাঠ করে এবং ব্যবহৃত পুরাতন কাপড়খানি সদকা করে দেয়, সে জীবনে এবং মরণে [উভয় অবস্থায়] আল্লাহর পানাহতে আল্লাহর হেফাজতে এবং আল্লাহর আচ্ছাদনে অবস্থান করে। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন উক্ত হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٤١٨٠ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ (رضـ) عَنْ أُمِّهٖ قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيْفًا . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৪১৮০. অনুবাদ : হযরত আলকামা ইবনে আবূ আলকামা (রা.) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান একখানা খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গেলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একখানা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন। –[মালেক]

وَعَنْ ٤١٨١ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ اَيْمَنَ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ اِرْفَعْ بَصَرَكَ اِلٰى جَارِيَتِىْ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهَا تُزْهٰى اَنْ تَلْبَسَهُ فِى الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِىْ مِنْهَا دِرْعٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ اِلَّا اَرْسَلَتْ اِلَىَّ تَسْتَعِيْرُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪১৮১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আয়মান (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি এক সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সুতার একটি কামিজ পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন, আমার এ দাসীটাকে একটু চোখ তুলে দেখ, [বাইরের তো প্রশ্নই উঠে না] বাড়িতেও সে এটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমার ঐ রকমই একটি কামিজ ছিল, মদিনার কোনো মেয়েকেই যখন [বিবাহ উপলক্ষে] সাজানো হতো, তখন লোক পাঠিয়ে আমার নিকট হতে তা আরিয়াত নিয়ে যেতো। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক [কামিজ] আর তখন মদিনায় ছিল না। পক্ষান্তরে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, বিবাহের সময় বর-কনেকে সাজানোর জন্য অন্যের নিকট হতে জামাকাপড় ইত্যাদি ধার নেওয়া জায়েজ।

وَعَنْ ٤١٨٢ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ لَبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا قَبَاءَ دِيْبَاجٍ اُهْدِىَ لَهُ ثُمَّ اَوْشَكَ اَنْ نَزَعَهُ فَاَرْسَلَ بِهِ اِلٰى عُمَرَ فَقِيْلَ قَدْ اَوْشَكَ مَا انْتَزَعْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَهَانِىْ عَنْهُ جِبْرَئِيْلُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهْتَ اَمْرًا وَاَعْطَيْتَنِيْهِ فَمَا لِىْ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اُعْطِكَهُ تَلْبَسُهُ اِنَّمَا اَعْطَيْتُكَهُ تَبِيْعُهُ فَبَاعَهُ بِاَلْفَىْ دِرْهَمٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১৮২. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রেশমি কাবা [আলখেল্লা] পরিধান করলেন, যা তাঁকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তিনি অতি সত্বর তা খুলে ফেললেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত জলদি তা খুলে ফেললেন। তিনি বললেন, [এইমাত্র] হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। পরে হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একটি জিনিস অপছন্দ করলেন আর তা আমাকে প্রদান করলেন। সুতরাং আমার অবস্থা কী হবে? তখন তিনি বললেন, মূলত আমি তা তোমাকে পরিধান করার উদ্দেশ্যে দেইনি; বরং তা তোমাকে দিয়েছি যাতে তুমি তা বিক্রয় করে উপকৃত হও। হযরত ওমর (রা.) দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রয় করলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য যে, নবীগণ মাসুম তথা নিষ্পাপ। ভুলবশত কোনো অন্যায় হয়ে গেলেও তাতে দীর্ঘদিন বহাল বা স্থির রাখা হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করে দেওয়া হয়। অত্র হাদীসে এটাও প্রমাণিত হলো, যে জিনিস সরাসরি ব্যবহার করা জায়েজ নেই, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করা জায়েজ।

وَعَنْ ٤١٨٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ إِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيْرِ فَامَّا الْعَلَمُ وَسَدَا الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهٖ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৮৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু রেশমে তৈরি কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে [চার অঙ্গুলি পরিমাণ] রেশমের ঝালর অথবা কাপড়ে তানা হিসেবে ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٤١٨٤ اَبِىْ رَجَاءٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مُطَرَّفٌ مِنْ خَزٍّ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُرٰى اَثَرُ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪১৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ রাজা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) রেশমি বর্ডারের কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের সম্মুখে আসলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে কোনো নিয়ামত দান করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যে, যেন তার দেওয়া সেই নিয়ামতের নিদর্শন তার বান্দার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মূলত কাপড়টি ছিল পশমি; কিন্তু তার ডোরা বা ঝালরটি ছিল রেশমের। বস্তুত এ পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা মোবাহ।

وَعَنْ ٤١٨٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا اَخْطَأَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّ مَخِيْلَةٌ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ تَرْجَمَةِ بَابٍ)

৪১৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মনে যা চায় তা খাও এবং যা ইচ্ছা হয় পরিধান কর, যে পর্যন্ত না তুমি দুটির মধ্যে পতিত হও– অপব্যয় ও অহংকার। [অর্থাৎ খাওয়া ও পরার ব্যাপারে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু অপচয় কিংবা অপব্যয় আর অহংকার ও অহমিকা এ দু জিনিস হতে বেঁচে থাকতে হবে।] –[বুখারী অত্র হাদীসটি তাঁর কিতাবের শিরোনামে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤١٨٦ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْ اِسْرَافٌ وَلَا مَخِيْلَةٌ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪১৮৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা খাও, পান কর, দান-সদকা কর এবং পরিধান কর যে পর্যন্ত না অপব্যয় ও অহংকারে পতিত হও। –[আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ বৈধ সীমার ভিতরে থেকে হালাল ও মোবাহ জিনিস ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ ٤١٨٧ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللّٰهَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪১৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যা পরিধান করে তোমরা কবরে এবং মসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো সাদা কাপড়। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ মৃতের কাফন ও জীবিতের ইবাদতের জন্য সাদা কাপড়ই উত্তম পোশাক।

بَابُ الْخَاتَمِ
পরিচ্ছেদ : আংটির বর্ণনা

خَتَمٌ . خِتَامٌ . تَا - اَلْخَاتَمُ -এর যবরের সাথে ঐ অস্ত্র যার দ্বারা সিল লাগানো হয়ে থাকে। এতে পাঁচটি লুগাত রয়েছে- خَاتَمٌ . خَاتِمٌ . خَاتَامٌ নবী করীম ﷺ যখন বিভিন্ন দেশের বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পত্র লিখতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন আবেদন করা হলো যে, ঐসব লোকেরা সিলবিহীন পত্র গ্রহণ করে না। তাই এ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ আংটি বানানোর নির্দেশ দিলেন।

পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা হারাম। তবে ওলামাদের ঐকমত্যে পুরুষদের জন্য রৌপ্য নির্মিত আংটি ব্যবহার করা জায়েজ। নিরেট লোহা, পিতল ও পাথর ইত্যাদির আংটি ব্যবহার করা জায়েজ নয়। মহিলাদের জন্য সোনা ও রূপা উভয় প্রকারের আংটি কিংবা অন্য যে কোনো প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়েজ। বস্তুত আংটি ব্যবহার করা মোবাহ হলেও শাসক এবং বিচারক ব্যতীত অন্যদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বিধায় তার ব্যবহার বর্জন করা উত্তম। অবশ্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েজ আছে। যেমন- অনেকেই বিভিন্ন রোগের জন্য ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু রসিকতা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুরুষদের পক্ষে আংটির ব্যবহার জায়েজ নয়। -[আনওয়ারুল মাহমূদ]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١٨٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَجَعَلَهُ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لَا يَنْقُشَنَّ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِيْ هٰذَا وَكَانَ اِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِّهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ স্বর্ণের আংটি তৈরি করলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি এটাকে ডান হাতে ব্যবহার করলেন। অতঃপর তাকে খুলে ফেলে দিলেন এবং পরে রূপার আংটি তৈরি করালেন। তাতে অঙ্কিত ছিল مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং বললেন, কেউ যেন তার আংটি আমার আংটির নকশার অনুরূপ অঙ্কিত না করে। রাসূল ﷺ যখন তা পরতেন, তার নকশা হাতের তালু ভিতরের দিকে রাখতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলামের প্রথম যুগে স্বর্ণের আংটির অনুমতি ছিল। অতঃপর পুরুষদের জন্য হারামের হাদীস এসে গেল। আর তা রহিত হয়ে গেল। আর রৌপ্যের আংটি পুরুষের জন্য জায়েজ রয়েছে এবং মহিলাদের জন্য মাকরূহ। কেননা তা হচ্ছে পুরুষের পোশাক। আর মহিলাদের জন্য পুরুষের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া হারাম। স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু দ্বারা [বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত] আংটি তৈরি করা নারী পুরুষ কারো জন্য জায়েজ নয়।

وَعَنْ ٤١٨٩ عَلِيٍّ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِى الرُّكُوْعِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১৮৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশম ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে ও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং কুরআনের কোনো অংশ রুকুর মধ্যে পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নামাজের মধ্যে কুরআন পাঠের স্থান হলো কিয়াম অবস্থায়। রুকু সেজদা ইত্যাদিতে পড়তে হয় দোয়ায়ে মাছূরা বা তাসবীহ। সুতরাং এসব স্থানে কুরআনের কোনো অংশ পড়া নাজায়েজ।

وَعَنْ ٤١٩٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهٖ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهٖ قَالَ لَا وَاللّٰهِ لَا اٰخُذُهٗ اَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেলেন। তখনই তিনি তার হাত হতে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ কি তা চায় যে, জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে নিজ হাতে রাখবে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলে লোকেরা তাকে বলল, তুমি তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং তা হতে [অন্য কোনোভাবে] উপকৃত হও। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা কখনো তুলে নেব না, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেলে দিয়েছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আংটিটি তুলে সে অন্যভাবে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারত। তবু সে তা না নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্যের প্রমাণ পেশ করেছে। অবশ্য কোনো গরিব-মিসকিনদের জন্য তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। অবশেষে আমাদের সমাজে যারা স্বর্ণের আংটি কিংবা গলায় স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করছে, তাদেরকে এ হাদীস হতে সতর্ক হওয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

وَعَنْ ٤١٩١ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيْلَ اِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَةَ فِضَّةٍ نُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلٰثَةَ اَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَ اَللّٰهُ سَطْرٌ .

৪১৯১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, যখন নবী করীম ﷺ পারস্যের রাজা কিসরা এবং রোম সম্রাট কায়সার এবং নাজাশীর নিকট [ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে] পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাকে বলা হলো যে, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না [তথা গুরুত্ব দেয় না] যা মোহর বা সিলযুক্ত নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরি করালেন, তার গোল চাক্তিটি ছিল রূপার। তাতে অঙ্কিত ছিল, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। -[মুসলিম]

আর বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে, আংটির লেখাটি তিন লাইনে ছিল। মুহাম্মদ এক লাইন, রাসূল এক লাইন এবং আল্লাহ এক লাইন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ -এর এ আংটিটি ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় মোহর, যা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হতো। তাঁর জীবদ্দশায় নিজের হাতেই থাকত। রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে খলিফা আবূ বকর ও ওমর (রা.) ব্যবহার করেছেন। অবশেষে হযরত ওসমান (রা.)-এর হাতে পৌঁছলে তাঁর খেলাফতের শেষলগ্নে একদিন তিনি মদিনার অনতিদূরে ঐতিহাসিক কোবা মসজিদের সন্নিকটে 'বীরে আরীস' (بِئْرِ أَرِيْس) নামক কূপের পাড়ে বসাছিলেন। হঠাৎ আংটিটি কূপে পড়ে গেল, বহু খোঁজাখুঁজি করেও তা আর পাওয়া গেল না। কথিত আছে যে, তারপর হতে তাঁর খেলাফতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

٤١٩٢ - وَعَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪১৯২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর একটি রূপার আংটি ছিল এবং তার নগিনা [নাম অঙ্কিত স্থানটি]-ও ছিল রূপার। -[বুখারী]

٤١٩٣ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْ يَمِيْنِهِ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪১৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় ডান হাতে রূপার আংটি পরিধান করেছেন। তার মধ্যে হাবশী তথা আকীক পাথরের নগিনা সংযোজিত ছিল। আর তিনি উক্ত নগিনাটি হাতের তালুর ভিতরের দিকেই রাখতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত রাসূল ﷺ -এর কাছে বিভিন্ন প্রকারের নির্মিত একাধিক আংটি ছিল। এখানে হাবশী অর্থ আকীক পাথর, যা শুধুমাত্র হাবশা ও ইয়েমেন দেশের খনিতে পাওয়া যায়। আংটির নগিনা বাইরের দিকে রাখার মধ্যেও কোনো দোষ নেই। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাখতেন।

٤١٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আংটি এই আঙ্গুলে পরিধান করতেন, এই বলে তিনি বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ উভয় হাতেই আংটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে ডান হাতে পরে বাম হাতে ব্যবহার করেছেন।

٤١٩٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِيْ إِصْبَعِيْ هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِيْهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪১৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী, এ অঙ্গুলিদ্বয়ে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। [অর্থাৎ এ দু আঙ্গুলে ব্যবহার না করা উত্তম।] -[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤١٩٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ)

৪১৯৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ স্বীয় ডান হাতে আংটি পরতেন। –[ইবনে মাজাহ, আর এ হাদীস আবূ দাউদ ও নাসায়ী হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤١٩٧ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَسَارِهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪১৯৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ স্বীয় বাম হাতে আংটি পরতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রথম প্রথম ডান হাতে পরেছেন এবং পরে বাম হাতে পরেছেন।

وَعَنْ ٤١٩٨ عَلِيٍّ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهٗ فِيْ يَمِيْنِهٖ فَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهٗ فِيْ شِمَالِهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِيْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪১৯৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম ﷺ ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ বস্তু দুটি [দুনিয়াতে] আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য [ব্যবহার করা] হারাম।

–[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٤١٩٩ مُعَاوِيَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلَّا مُقَطَّعًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪১৯৯.অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ চিতা বাঘের চামড়ার তৈরি গদিতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি পুরুষদেরকে স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে কর্তিত তার মিহিন অংশবিশেষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।
–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ مُقَطَّعًا অর্থ– কর্তিত অংশ এত সামান্য যে, তার পরিমাণ নামে মাত্র রয়েছে। তা আংটি ইত্যাদিতে মিশ্রিতভাবে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

وَعَنْ ٤٢٠٠ بُرَيْدَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ مَا لِيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ فَطَرَحَهٗ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَا لِيْ اَرٰى

৪২০০. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ কাঁসার তৈরি আংটি পরিহিত এক ব্যক্তিকে বললেন, কি ব্যাপার! আমি যে তোমার নিকট হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি? তখন সে আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতঃপর সে লোহার তৈরি একটি আংটি পরিধান করে আসল। এবার তিনি বললেন, কি ব্যাপার! আমি

عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

وَقَالَ مُحْيِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَدْ صَحَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ـ

যে তোমাকে দোজখিদের অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। এবারও সে আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতঃপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তবে আমি কিসের আংটি তৈরি করব? তিনি বললেন, রূপার দ্বারা। কিন্তু তার পরিমাণ যেন এক মিসকাল হতে কম হয়।

–[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

ইমাম মহিউসসুন্নাহ বলেন, হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে নারীদের মহর সংক্রান্ত অধ্যায়ে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেছেন, বিবির মহর আদায়ের ন্য কোনো জিনিস খোঁজ করে দেখ। যদি কিছুই না পাও, অন্তত লোহার একটি আংটি হলেও নিয়ে আস।

وَعَنْ ٤٢٠١ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ اَلصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوْقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ দশটি অভ্যাসকে [কাজকে] অপছন্দ করতেন– ১. সুগন্ধি [জা'ফরান ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতকৃত] হলুদ রং। ২. [সাদা চুল উঠিয়ে অথবা কালো খেজাব লাগিয়ে] বার্ধক্য পরিবর্তন করা। ৩. ইজার ঝুলিয়ে পরা। ৪. স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা। ৫. পরপুরুষের সম্মুখে স্বীয় সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করা। ৬. গুটি খেলা করা। ৭. সূরা ফালাক ও সূরা নাস ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা [যাতে কুফরি শব্দ রয়েছে] মন্তর করা। ৮. [জাহিলি পন্থায় শয়তানের নাম সংবলিত] তাবিজ গলায় বাঁধা। ৯. অপাত্রে বীর্য প্রবাহিত করা এবং ১০. শিশু সন্তানের অনিষ্ট করা [অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাতে সে পুনরায় গর্ভধারণ করে। ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুটির খাদ্য দুধ কমে যায়।] অবশ্য রাসূল ﷺ তাকে হারাম বলেননি।

–[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٤٢٠٢ ابْنِ الزُّبَيْرِ (رض) أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِيْ رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪২০২. অনুবাদ : হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তাদের আজাদকৃত এক দাসী যুবায়রের একটি কন্যাকে নিয়ে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট গেল। সে সময় মেয়েটির পায়ে বাঁধা ছিল ঝুমঝুমি। তখন হযরত ওমর (রা.) ঝুমঝুমটি কেটে ফেললেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে।

–[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٤٢٠٣ بُنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيَّانَ الْاَنْصَارِيِّ (رض) كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ اِذْ دُخِلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَ لَا تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ اِلَّا اَنْ تَقْطَعْنَ جَلَاجِلَهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرَسٌ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২০৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাইয়ান আনসারীর আজাদকৃত দাসী বুনানাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিনি [দাসী] হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট ছোট মেয়ে আনা হলো, তার পরনে ছিল ঝুমঝুমি এবং তা বাজছিল। [ঐ মেয়েটিকে যে মহিলা এনেছিল, তাকে লক্ষ্য করে] হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তার ঝুমঝুমি কেটে না ফেলা পর্যন্ত তুমি তাকে ঢুকাইও না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে বাদ্য থাকে সে ঘরে [রহমতের] ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যেসব ঘরে আধুনিককালে আবিষ্কার- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে হরদম গান বাদ্য ইত্যাদি নির্দ্বিধায় চলছে, তারাও হাদীসের আওতায় পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

وَعَنْ ٤٢٠٤ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ (رض) اَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ قُطِعَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে তারাফা (রা.) হতে বর্ণিত যে, কুলাবের যুদ্ধে তার দাদা আরফাজা ইবনে আসআদের নাক কাটা গিয়েছিল। তিনি রূপার দ্বারা একটি নাক তৈরি করেছিলেন। ফলে তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাকে স্বর্ণের নাক তৈরি করতে নির্দেশ করলেন। -[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের ভিত্তিতে ওলামাগণ বলেন, নাক ও দাঁত ইত্যাদি স্বর্ণের দ্বারা বাঁধানো জায়েজ।

وَعَنْ ٤٢٠٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُسَوِّرَ حَبِيْبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوْا بِهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো প্রিয়জনকে আগুনের কড়া পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের কড়া পরায় এবং যে ব্যক্তি তার কোনো প্রিয়জনকে আগুনের হার পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের হার পরায় আর যে ব্যক্তি তার কোনো প্রিয়জনকে আগুনের বালা পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে সোনার বালা পরায়। তবে তোমরা চান্দি ব্যবহার করতে পার, এতে বাধা নেই। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষদের জন্য স্বর্ণের যে কোনো প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহার করা হারাম। অবশ্য মহিলাদের জন্য জায়েজ। তবে পুরুষের জন্য শুধু আংটি, তরবারি বাঁধাই ইত্যাদিতে রূপা ব্যবহার করা জায়েজ।

وَعَنْ ٤٢٠٦ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِىْ عُنُقِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِىْ اُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ اُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২০৬. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নারী গলায় সোনার হার পরিধান করল, কিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ আগুনের হার পরিধান করানো হবে। আর যে নারী স্বীয় কানের মধ্যে সোনার বালি পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন তার কানে তার অনুরূপ আগুনের বালি পরানো হবে। −[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বুঝে আসে যে, মহিলাদের জন্যও স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়েজ নয়। অথচ পূর্বে একটি হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে "حَلَالٌ لِاِنَاثِهِمْ" [অর্থাৎ স্বর্ণ এ উম্মতের মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা হালাল।]

তাই আল্লামা খাত্তাবী (র.) জবাব দিয়েছেন যে, এ ধমকি ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত আদায় না করার ক্ষেত্রে রয়েছে। কেবলমাত্র স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়। আর কেউ কেউ এ জবাব দিয়েছেন যে, ধমকি স্বর্ণের মধ্যে অপচয়ের কারণে রয়েছে।

সবচেয়ে সুন্দর এবং সঠিক জবাব হচ্ছে যে, এ ধমকি এবং শাস্তির কথা ইসলামের সূচনা লগ্নে ছিল, যে যুগে মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম ছিল। অতঃপর "حَلَالٌ لِاِنَاثِهِمْ" হাদীস দ্বারা মহিলাদের জন্য স্বর্ণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আর ঐ হুরমত রহিত হয়ে গিয়েছে।

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, এটা ইসলামের প্রথম যুগের কথা। পরে এ বিধান মানসূখ হয়ে গেছে এবং নারীদের জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার জায়েজ করা হয়েছে। অথবা সেই সমস্ত নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা এটার জাকাত আদায় করে না।

وَعَنْ ٤٢٠٧ اُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اَمَا لَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ مَا تُحَلَّيْنَ بِهِ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلّٰى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২০৭. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর ভগ্নি হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [মহিলাদেরকে সম্বোধন করে] বলেছেন, হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা কেবলমাত্র রূপার দ্বারা অলঙ্কার তৈরি করবে? সাবধান! তোমাদের যে মহিলা সোনার অলঙ্কার প্রস্তুত করবে এবং তা বেগানা পুরুষদের মধ্যে প্রকাশ করে বেড়াবে, তজ্জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। −[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা বাগাবী (র.) বলেছেন, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত- أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِيْ হাদীস দ্বারা আলোচ্য হাদীসটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে। অথবা রূপার অলঙ্কার সাধারণত জাকাতের নেসাব পরিমাণ পৌছে না বিধায় তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٢٠٨ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ اَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيْرِ وَيَقُوْلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسُوْهَا فِى الدُّنْيَا . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৪২০৮. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ অলঙ্কার ও রেশমি কাপড় ব্যবহারকারীদেরকে এই বলে নিষেধ করতেন যে, যদি তোমরা বেহেশতের অলঙ্কার ও তার রেশম পরিধান করাকে পছন্দ কর, তবে এগুলো দুনিয়াতে পরিধান করো না। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এগুলো বেহেশতে পরিধান করা পছন্দ কর- এর অর্থ হলো, যদি বেহেশতে যেতে চাও, তবে দুনিয়াতে এগুলো ব্যবহার করো না। [এ নিষেধাজ্ঞা পুরুষদের জন্য।]

٤٢٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِىْ هٰذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ اِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَاِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ اَلْقَاهُ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৪২০৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি [মোহর] প্রস্তুত করলেন এবং তা পরলেন। পরে [সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে] বললেন, এ আংটিটি আজ আমাকে তোমাদের হতে গাফেল [অন্যমনস্ক] করে রেখেছে। ফলে আমি কখনো আংটির দিকে তাকাই আবার কখনো তোমাদের দিকে। অতঃপর তিনি আংটিটি খুলে ফেললেন। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ -এর জন্য প্রথমে স্বর্ণের আংটি [মোহর] বানানো হয়েছিল, সম্ভবত সেটাই ফেলে দিয়েছেন।

٤٢١٠ - وَعَنْ مَالِكٍ (رح) قَالَ اَنَا اَكْرَهُ اَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِاَنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ فَاَنَا اَكْرَهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيْرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيْرِ . (رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا)

৪২১০. অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিশু ছেলেদেরকে স্বর্ণের কোনো কিছু পরিধান করানো আমি নাজায়েজ মনে করি। কেননা আমার কাছে এ হাদীস পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমি এটা বয়স্ক পুরুষ এবং বালক উভয়ের জন্য নাজায়েজ মনে করি। -[মুআত্তা]

بَابُ النِّعَالِ
পরিচ্ছেদ : পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা

اَلنِّعَالُ শব্দটি হচ্ছে نَعْلٌ -এর বহুবচন তা হলো পায়ের পোশাক, যার দ্বারা পদযুগলকে জমি এবং পীড়াদায়ক বস্তুসমূহ হতে নিরাপদ করা যায়। আর কোনো সময় مَصْدَرِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর অধিকাংশ সময় তা ইসমে জামেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। কেননা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর মাসদারের বহুবচন আসে না।

আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন যে, পাদুকা হচ্ছে নবীগণের পোশাক এবং লোকেরা পাদুকা ব্যতীত অন্য জিনিসকে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে অধিক কাঁদার উপর ভিত্তি করে। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পাদুকা নিজ নিজ পরিবেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে।

এ পরিচ্ছেদে নবী করীম ﷺ -এর পবিত্র পাদুকার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে উদ্দেশ্য, যা আরবদেশে পরিচিত ছিল। আরো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকত বিধায় বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٢١١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪২১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমন স্যাণ্ডেল [জুতা] পরিধান করতে দেখেছি, যাতে পশম ছিল না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে চামড়াকে পরিশোধনের মাধ্যমে পশম থেকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে এর দ্বারা নির্মিত জুতা ব্যবহার করেন। কেননা পশমবিশিষ্ট জুতা পরিধান করা হচ্ছে অহংকারী এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের নিদর্শন। এখানে প্রসঙ্গত একটি ম.সআলা বর্ণনা করা যায় যে, জুতা পরিধান করে কবরস্থানে হাঁটা জায়েজ কিনা।

তাই ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে হচ্ছে মাকরূহ। কেননা আবূ দাউদের মধ্যে বশীর ইবনে খাসাসিয়াহ এর হাদীস রয়েছে।

قَالَ بَيْنَمَا اَمْشِىْ فِى الْقُبُوْرِ وَعَلَىَّ نَعْلَانِ اِذَا رَجُلٌ يُنَادِىْ مِنْ خَلْفِىْ يَا صَاحِبَ النَّعْلَيْنِ اِذَا كُنْتَ فِىْ هٰذَا الْمَوْضِعِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ .

অর্থাৎ তিনি বলেন, একদা আমি কবরস্থানে হাঁটছিলাম এমতাবস্থায় যে, আমার পরিধানে জুতা ছিল। হঠাৎ করে আকস্মিক একজন ব্যক্তি আমার পিছন থেকে ডাক দিলেন হে জুতা পরিহিত ব্যক্তি! যখন তুমি এ স্থানে আস [অর্থাৎ কবরস্থানে] তখন তুমি তোমার জুতাদ্বয় খুলে ফেল।

কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে জুতা পরে কবরস্থানে যাওয়া জায়েজ রয়েছে। তবে আদবের পরিপন্থি। এমনিভাবে জুতা ব্যতীতও কবরস্থানে হাঁটা আদবের পরিপন্থি। কেননা হাদীসসমূহের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় এক্ষেত্রে কোনো নিষেধ, বাধা নেই। বরং জুতা পরিধান জায়েজের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন হাদীসে রয়েছে মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করার পর আত্মীয়স্বজনরা বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন ঐ মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার ধ্বনি শুনতে পায় এমতাবস্থায় মুনকার ও নাকীর উভয় ফেরেশতা এসে হাজির হয়ে যান। (يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, জুতা নিয়ে কবরস্থানে যাওয়া জায়েজ রয়েছে। এছাড়া হাদীসে একথাও রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম জুতা পরিধান করে নামাজ পড়তেন। তাই যখন মসজিদে জুতা নিয়ে যাওয়া জায়েজ রয়েছে, তখন কবরস্থানে জুতা নিয়ে যাওয়া তো আরো উত্তম রূপে জায়েজ হবে।

ইমাম আহমদ (র.) দলিল হিসেবে যে হাদীস পেশ করেছেন এর জবাব হচ্ছে যে, হতে পারে এ জুতার মধ্যে কোনো ধরনের অপবিত্রতা ইত্যাদি ছিল বিধায় খোলার জন্য বলেছেন। [যেমন ইমাম তাহাবী (র.) বলেছেন।]

হযরত ইবনে হাজার (র.) বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বলেছেন। নতুবা মূলত কবরস্থানে জুতা পরিধান করা জায়েজ। কিন্তু আমাদের পরিবেশে যখন বুজুর্গদের নিকট জুতা পরে যাওয়াকে আদবের পরিপন্থি বলে ধারণা করা হয়ে থাকে, তাই জুতা নিয়ে কবরস্থানে না যাওয়াই হচ্ছে উত্তম এবং সতর্কতা।

٤٢١٢ - وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪২১২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্যাণ্ডেলে দুটি ফিতা ছিল। -[বুখারী]

٤٢١٣ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا يَقُوْلُ اسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪২১৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে কোনো এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা জুতা বেশি বেশি ব্যবহার কর। কেননা যে মানুষ যাবৎ জুতা ব্যবহার করে, সে যেন বাহনের উপরেই রয়েছে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বাহন বা সওয়ারি যেমন কোনো ব্যক্তিকে পথ চলার কষ্ট হতে বাঁচিয়ে রাখে; তেমনি জুতাও তাকে পথের কষ্ট এবং কাঁটা-কঙ্কর হতে নিরাপদে রাখে।

٤٢١٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২১৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান পা হতে আরম্ভ করে, আর যখন খুলবে, তখন যেন বাম পা হতে শুরু করে। যাতে জুতা পরার সময় যেন ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় তা হয় শেষে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ প্রতিটি ভালো কাজ ডান হতে শুরু করতেন। তন্মধ্যে জুতা পরিধান করাও একটি।

٤٢١٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২১৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না চলে। হয়তো উভয় পা খালি রাখবে অথবা উভয় পায়ে জুতা পরবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এক পায়ে জুতা পরে অপর পা খালি রেখে চলার মধ্যে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং আত্মসম্মান ও বিবেকের পরিপন্থি; দেখতে অসুন্দর মনে হয়। এছাড়া পরে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। অতঃপর মানুষের হাঁসি ও বিদ্রূপ করারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার দরুন ঝগড়া-বিবাদ করে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে

রাসূল ﷺ দয়া ও স্নেহের ভিত্তিতে এক পায়ে জুতা পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একটু পরে হচ্ছে তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ অর্থাৎ অনেক সময় নবীজী ﷺ একটি জুতা পরিধান করে চলেছেন। যার দ্বারা হাদীসদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এর জবাব হলো, প্রথম হাদীস হচ্ছে 'কাউলী' যে হাদীসটি মূলনীতি বর্ণনা করছে। আর উক্ত [হযরত আয়েশা (রা.)-এর] হাদীসটি হচ্ছে ফে'লী যা বৈধতা বর্ণনার জন্য হতে পারে। অথবা কোনো অক্ষমতার ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে হবে।

وَعَنْ ٤٢١٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهٖ فَلَا يَمْشِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهٗ وَلَا يَمْشِ فِىْ خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَاْكُلْ بِشِمَالِهٖ وَلَا يَحْتَبِىْ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪২১৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে যেন একখানা জুতা পরে না চলে, যাবৎ না অপর জুতাখানার ফিতা ঠিক করে নেয় এবং একখানা কাপড় দ্বারা এহ্‌তেবা অবস্থায় না বসে এবং এক কাপড়ে যেন গোটা শরীরকে জড়িয়ে না রাখে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اِحْتِبَاءٌ" লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় নিতম্ব জমিনে লাগিয়ে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে হস্তদ্বয় অথবা অন্য কাপড় দ্বারা উভয় হাঁটুকে জড়িয়ে বসা। এতে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। "اِلْتِحَافُ الصَّمَّاءِ" চাদরকে এমনভাবে জড়িয়ে পরা যে, তার দুই মাথা বিপরীত দিকে দুই কাঁধে তুলে দেওয়া যাতে হস্তদ্বয় চাদরের ভিতরের আটকা পড়ে যায়। ফলে তা একদিকে দেখতে বিশ্রী দেখায় এবং অপরদিকে নামাজের মধ্যে প্রয়োজনে হাত উঠানামা করা এবং সুন্নত মোতাবেক রুকু -সেজদা আদায় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এভাবে বসা ও চাদর পরিধান করা মাকরূহ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٢١٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَالَانِ مُثَنًّى شِرَاكُهُمَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪২১৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্যাণ্ডেলে দুই ফিতা ছিল এবং প্রত্যেকটি ফিতা ছিল দুই ফিতাবিশিষ্ট। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٢١٨ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৪২১৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাউদ] ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٢١٩ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا أَصَحُّ)

৪২১৯. অনুবাদ : কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো কখনো একখানা জুতা পরিধান করে চলেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই একখানা জুতা পরিহিতা অবস্থায় চলেছেন। -[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেন, এ [দ্বিতীয়] হাদীসটি [যা হযরত আয়েশা (রা.) হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত, তা] অধিক সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত নবী করীম ﷺ ও হযরত আয়েশা (রা.) বিশেষ কোনো কারণে একখানা জুতা পরে চলেছেন, তাও কদাচিৎ।

وَعَنْ ٤٢٢٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪২২০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ যখন বসে, তখন সুন্নত হলো স্বীয় জুতা খুলে বসবে এবং নিজের এক পার্শ্বে তা রেখে দেবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বাম দিকের তুলনায় ডান দিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই জুতা খুলে নিজের বাম দিকে রাখবে এবং কেবলার সম্মানে সম্মুখে রাখবে না। আর পিছনেও রাখবে না। কেননা চুরি হওয়ার আশঙ্কা আছে।

وَعَنْ ٤٢٢١ ابْنِ بُرَيْدَةَ (رض) عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৪২২১. অনুবাদ : হযরত ইবনে বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, [হাবশার রাজা] নাজাশী নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে কালো দুখানা সাদাসিধা মোজা হাদিয়া দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তা পরিধান করেছেন। -[ইবনে মাজাহ] আর ইমাম তিরমিযী ইবনে বুরায়দা হতে তিনি তাঁর পিতা হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি অজু করেন এবং ঐ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নাজাসী বর্তমান ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি। প্রাচীন নাম হাবশা। নবী করীম ﷺ -এর নিকট যিনি উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল আসহামা। কথিত আছে যে, তিনি স্বদেশে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের পূর্বে ছিলেন খ্রিস্টান। পরে তাঁর মৃত্যু সংবাদে নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় গায়েবানা জানাজা পড়েছেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, অলৌকিকভাবে তাঁর লাশ রাসূল ﷺ প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব এটা একটি ব্যতিক্রম ঘটনা। তিনি অন্য কারো গায়েবানা জানাজা আদায় করেননি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে উসতাদ মরহুম হযরত আল্লামা শায়খুল আদব দেওবন্দী (র.) বলেছেন, উক্ত ঘটনার দ্বারা সাধারণভাবে গায়েবানা জানাজা প্রমাণিত হয় না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব।

জ্ঞাতব্য : আরবি তিনটি শব্দ উচ্চারণে লোকমুখে একটি ভুল চলে আসছে نَجَّاشِيْ، غَزَّالِيْ، غَفَّارِيْ (নাজ্জাশী, গাজ্জালী ও গাফফারী)। মূলত সহীহ হলো نَجَاشِيْ غَزَالِيْ غِفَارِيْ (নাজাশী, গাযালী ও গেফারী)।

بَابُ التَّرَجُّلِ
পরিচ্ছেদ : চুল আঁচড়ানো

"اَلتَّرَجُّلُ" এবং "اَلتَّرْجِيْلُ" -এর অর্থ হলো– চিরুনি দ্বারা চুলকে সোজা করে সুন্দর ও সুসজ্জিত করা। আর এর অধিকাংশ ব্যবহার মাথার চুলকে ঠিক করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর দাড়িকে ঠিক করার জন্য "تَسْرِيْحٌ" শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর উক্ত পরিচ্ছেদের মধ্যে শুধুমাত্র আঁচড়ানোর সাথে সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করবেন না; বরং সাধারণ সৌন্দর্য সম্পর্কে হাদীসসমূহ বর্ণনা করবেন। তাই মূল উদ্দেশ্য হলো যেমন "تَرَجُّلٌ" -এর বর্ণনা। আর অন্যান্য প্রসঙ্গ এর আওতাধীন থাকবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٢٢٢ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২২২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত উঠা-বসা, মিলা-মিশা ইত্যাদি সবকিছু করা জায়েজ আছে।

٤٢٢٣ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি জিনিসই ফিতরাত– ১. খতনা করা, ২. নাভির নিম্নের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা, ৩. গোঁফ কাটা, ৪. নখ কাটা, ৫. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلْفِطْرَةُ" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হলেও এখানে নবীদের সুন্নত বা তরিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এ কাজগুলো মানুষের স্বভাবগত, যা সর্বকালে সভ্যতার পরিচায়ক পরিগণিত হয়ে আসছে। পুরুষদের খতনা করা ওয়াজিব। যদিও আমাদের সমাজে এটাকে সুন্নত বলা হয়ে থাকে। বস্তুত এখানে সুন্নত অর্থ নবীদের সুন্নত। আর গোঁফের ব্যাপারে কাঁচি দ্বারা খাটো করাই অধিকাংশের মতে সুন্নত। একেবারে মুড়িয়ে ফেলা সুন্নত নয়। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসে তাকে মুড়িয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। সেখানে মুড়ানোর অর্থ হলো, সবগুলোকে সমানভাবে খাটো করে ফেলা।

"اَلْخِتَانُ" তথা খতনার হুকুমের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ 'খতনা'-কে ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'খতনা' হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদাহ, পুরুষদের জন্য অধিক তাগিদ রয়েছে এবং নারীদের বেলায় অধিক তাগিদ নয়।

আর এ মতবিরোধ তখনই, যখন সন্তান খতনাবিহীন অবস্থায় জন্মলাভ করে। আর যদি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করে তাহলে তো কোনো প্রশ্নই নেই।

দলিল : শাওয়াফে দলিল পেশ করে থাকেন যে, 'খতনা' হচ্ছে ইসলামের নিদর্শনের মধ্য থেকে বিধায় 'খতনা' ওয়াজিব হওয়া উচিত। এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কঠোরতার দ্বারাও তারা দলিল পেশ করে থাকেন সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, খতনাবিহীন ব্যক্তির সাক্ষী এবং নামাজ গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন ব্যক্তির জবাইকৃত পশুও না খাওয়া উচিত। আর এ ধরনের কঠোরতা ওয়াজিব পরিহারের বেলায়ই হয়ে থাকে।

আহনাফ দলিল পেশ করেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে 'খতনা'কে "فِطْرَتْ" বলা হয়েছে। আর "فِطْرَتْ" -এর অর্থ হচ্ছে নবীগণের সুন্নত।

এছাড়া মুসনাদে আহমদ এবং তাবারানীর মধ্যে স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ অর্থাৎ খতনা হচ্ছে পুরুষদের জন্য সুন্নত এবং নারীদের জন্য সম্মান বৃদ্ধিকারী।

জবাব : শাওয়াফে হযরাত খতনা ইসলামের নিদর্শন বলে খতনা ওয়াজিব হওয়ার উপর যে দলিল পেশ করেছিলেন, তার জবাব হচ্ছে যে, সুন্নতও নিদর্শন হতে পারে।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খতনার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বনের জবাব হলো যে, মারফূ' হাদীসসমূহের বিপরীত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কঠোরতার দ্বারা ওয়াজিবের উপর দলিল পেশ করা ঠিক নয়। আর স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও খতনাকে ওয়াজিব বলেন না। অতএব হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কঠোরতাকে হেয় প্রতিপন্নকরণের উপর প্রয়োগ করা যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খতনা করাকে তুচ্ছ বলে মনে করবে এমন ব্যক্তির সাক্ষী এবং নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।

খতনার সময় হচ্ছে সাত বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত [যেমন ফাতাওয়ায়ে সুফিয়্যা-এর মধ্যে রয়েছে।]

আর পুরুষদের খতনার মধ্যে পুরুষাঙ্গে সুপারির মাথার উপর যে চামড়াটুকু রয়েছে এর সম্পূর্ণ অংশটুকু কেটে ফেলা হবে যাতে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ও প্রকাশ হয়ে যায়। আর চামড়ার ভিতরে কোনো প্রকারের ময়লা ইত্যাদি আটকা না পড়ে।

আর নারীদের খতনার মধ্যে যৌনাঙ্গের উপরিভাগে অতিরিক্ত একটি চামড়া রয়েছে সে চামড়াকে কেটে ফেলা হবে।

উল্লেখ্য যে, নবীগণ (আ.)-এর মর্যাদা এবং সম্মানকে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীগণকে খতনাবিশিষ্ট এবং নাভির নিচের অসঙ্গতপূর্ণ চুল কর্তিত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কেউ যেন তাদের গুপ্তাঙ্গ না দেখে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) খতনাবিহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং নিজে নিজের খতনা করেছিলেন। তাহলে তা থেকে এ সুন্নত আমলীভাবে চালু হয়ে যায়। "اَلْاِسْتِحْدَادُ" [অর্থাৎ নাভির নিচের চুল মুড়ানো।]

"قَصُّ الشَّارِبِ" আল্লামা তীবী (র.) বলেন যে, গোঁফের যে চুল ঠোঁটের উপর লম্বা হয়ে যায় একে কর্তন করা, তাহলে যেন খানাতে কষ্ট না হয় এবং ময়লা না জমে। যেহেতু হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় "قَصَّ" শব্দ উল্লিখিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় "حَلْقٌ" শব্দ উল্লিখিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় "اِحْفَاءٌ" শব্দ উল্লিখিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় "تَنْهِكْ" শব্দ রয়েছে।

এসব শব্দসমূহের দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর ওলামায়ে কেরাম এর চারটি পদ্ধতি বের করেছেন-

১. এতটুকু কাটবে যে তার নিচের চামড়ার অংশ বের হয়ে যাবে। ২. ঠোঁটের উপর যত চুল রয়েছে সব চুলকে কেটে দেওয়া হবে যে, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ৩. মুড়ায়ে পরিষ্কার করে ফেলা। ৪. উপর নিচ কেটে মধ্যভাগে একটি রেখা সাদৃশ্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এছাড়া গলা, কণ্ঠনালীর চুল কাটার ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর 'মুহীত' -এর মধ্যে রয়েছে যে, কাটা উচিত।

আর উভয় ভ্রুর চুল কাটাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এতে চোখের ক্ষতি রয়েছে। আর মুখমণ্ডলের চুল কাটাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর বক্ষদেশ, পিঠ এবং পেটের চুল কাটা হচ্ছে আদব পরিপন্থি কাজ।

"وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ" আল্লামা নববী এবং ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন যে, নখ কাটার মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো, প্রথমে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহের নখ কাটা হবে এ ধারাবাহিকতায় যে, সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুল যেয়ে শেষ করবে। অতঃপর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যেয়ে শেষ করবে। অতঃপর ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে বাম পায়ের অনামিকা আঙ্গুলিতে যেয়ে শেষ করবে। এসব কাজের সময় সীমার ব্যাপারে হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে যে, চল্লিশ দিনের বেশি অতিক্রম করা উচিত নয়। আর উত্তম তো হচ্ছে যে, প্রতি শুক্রবার কর্তন করবে। যেমন বায়হাকীতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ শুক্রবার দিনে জুমার নামাজের জন্য বের হওয়ার পূর্বে এসব কাজ করতেন।

আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর থেকে বর্ণিত রয়েছে–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَيُحْفِيْ شَارِبَهُ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ فِيْ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَيَنْتِفُ الْإِبِطَ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নখসমূহ কর্তন করতেন এবং গোঁফসমূহ খাটো করতেন প্রতি জুমাবার দিনে এবং নাভির নিচে মুড়াতেন বিশ দিনে এবং বগলের লোম উপড়াতেন প্রতি চল্লিশ দিনে [যেমন মিরকাতে রয়েছে।]

وَعَنْ ٤٢٢٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَوْفِرُوا اللِّحٰى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحٰى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২২৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [দাড়ি গোঁফের ব্যাপারে] তোমরা মুশরিক কাফেরদের বিপরীত কর। অর্থাৎ দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ খাটো করো। অপর এক বর্ণনায় আছে, গোঁফ ছেঁটে নাও এবং দাড়ি লম্বা কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি যখন হজ কিংবা ওমরা সমাপ্ত করতেন, তখন চুল কাটার তথা মুড়ানোর সাথে দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করে যা অতিরিক্ত থাকত তা কেটে ফেলতেন। [দাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সামনে বর্ণনা করা হবে।]

এখানে উপিরউক্ত হাদীসে দাড়িকে বাড়ানোর নির্দেশ রয়েছে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য কেউ কেউ বলেন যে, দাড়িকে যতটুকু ইচ্ছা বাড়ানো যাবে।

কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সবদিকে এক মুষ্টির অতিরিক্ত লম্বা দাড়ির যে অংশ রয়েছে তাকে কেটে দেওয়া যাবে। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে প্রতীয়মান রয়েছে। আর হাদীস বর্ণনাকারী নিজের আমল দ্বারা এর সীমা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাই এটাই হবে নির্ধারিত পরিমাণ। কেননা যে সমস্ত পরিমাণাদি যুক্তি বহির্ভূত সে সবের মধ্যে সাহাবীর কথা এবং কাজ হুকুমের দিক থেকে মারফূ' হয়ে থাকে। (كَمَا فِي الْأُصُوْلِ)

আর নবী করীম ﷺ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, "كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا" অর্থাৎ রাসূল ﷺ তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্তের দিক থেকে খাটো করতেন।

وَعَنْ ٤٢٢٥ أَنَسٍ (رض) قَالَ وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪২২৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা আর নাভির নিচের লোম মুড়ানোর ব্যাপারে যেন আমরা চল্লিশ দিনের অধিক ছেড়ে না রাখি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এগুলো চল্লিশ দিনের অধিক না ছাড়ার অর্থ এই নয় যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাখবে; বরং অর্থ হলো, এ সময়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া উচিত, চল্লিশ দিনের বেশি যেন না হয়। হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ প্রত্যেক জুমার দিন নখ ও গোঁফ কাটতেন। নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করতেন বিশ দিন পর এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলতেন প্রত্যেক চল্লিশ দিন পর। তবে উত্তম হলো, প্রত্যেক সপ্তাহে এ কাজগুলো করা। তা সম্ভব না হলে অন্তত পনের দিন পর। অবশ্য চল্লিশ দিনের অধিক যেন অতিবাহিত না হয়।

وَعَنْ ٤٢٢٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ইহুদি এবং নাসারাগণ দাড়ি চুলে খেযাব লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর। [অর্থাৎ খেযাব লাগাও।]
–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে খেযাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মেহদি লাগানো, কারণ অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, কালো খেযাব লাগানো জায়েজ নেই।

وَعَنْ ٤٢٢٧ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اُتِىَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهٗ وَلِحْيَتُهٗ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪২২৭. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন [হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পিতা] আবূ কোহাফাকে [মুসলমান বানানোর জন্য] নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সে সময় তাঁর মাথার চুল ও দাঁড়ি সুগামার [কাশফুলের] মতো একেবারে সাদা ছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, কোনো কিছুর দ্বারা তার চুল দাড়ির শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং ব্যবহার করো না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পিতার নাম ছিল ওসমান ইবনে আমের। আবূ কোহাফা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। আর হযরত বকর (রা.)-এর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল্লাহ।

'হিন্না এবং কতম' হচ্ছে একপ্রকারের ঘাস যার রং হলো কালোর দিকে ধাবিত লাল। এর দ্বারা কলপ লাগানো জায়েজ বরং মুস্তাহাব। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং কোনো কোনো সাহাবী এ ধরনের কলপ ব্যবহার করতেন। বিধায় যে ব্যক্তির চুল এবং দাঁড়ি সম্পূর্ণ রূপে সাদা হয়ে গেছে তার জন্য এ ধরনের কলপ ব্যবহার করা উচিত। আর যার সম্পূর্ণ চুল সাদা হয়নি তার জন্য এ নির্দেশ নয়। আর কেউ কেউ বলেন যে, যার বৃদ্ধতা পবিত্র এবং মনোরম এবং মর্যাদাবান হয় তার জন্য কলপ ব্যবহার না করা উচিত। আর যার বৃদ্ধতা অসুন্দর দেখায় তার জন্য কলপ ব্যবহার করা উত্তম। আর নবী করীম ﷺ কলপ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একথাটি সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি মাথার মূলে কলপ ব্যবহার করতেন এবং দাড়িতে কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়নি বিধায় ব্যবহার করেননি।

কালো বর্ণের কলপের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ এসেছে। এমনিভাবে হাদীসসমূহের মধ্যে কালো কলপ ব্যবহারের উপর শক্তভাবে ধমকি এসেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ওলামা ও মাশায়েখে কেরামগণের মতে কালো কলপ ব্যবহার করা হচ্ছে মাকরূহে তাহরীমী। নিজের শোভাবৃদ্ধি এবং স্ত্রীর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে।

তবে মুজাহিদ এবং গাজির জন্য ইসলামের শত্রুর উপর ভয় এবং ভীতি সঞ্চারের জন্য কালো কলপ ব্যবহার করা জায়েজ এবং উত্তম।

وَعَنْ ٤٢٢٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُءُوْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২২৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সমস্ত ব্যাপারে কোনো নির্দেশ [বা ওহী] নাজিল হয়নি, সেসব বিষয়ে নবী করীম ﷺ আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করাকে পছন্দ করতেন। তৎকালের আহলে কিতাবগণ তাদের মাথার চুলকে সোজা ছেড়ে রাখত [সিঁথি কাটত না।] আর মুশরিকরা সিঁথি কেটে চুলগুলোকে দুভাগ করত। নবী করীম ﷺ [সিঁথি না কেটে] এমনিই সোজাসুজি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। অবশ্য পরে তিনি সিঁথি কেটেছেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মাথায় সুন্নতি চুল রাখলে ঠিক মধ্যখান সিঁথা কাটা সুন্নত। এটাই ছিল নবী করীম ﷺ -এর শেষ আমল।

"سَدْلُ الشَّعْرِ" বলা হয় চুলকে ভাগ না করে মাথার সাইট দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। আর "فَرْقٌ" বলা হয় চুলকে ভাগ করে একাংশ ডান দিকে ছেড়ে দেওয়া এবং অপরাংশকে বাম দিকে ছেড়ে দেওয়া।

নবী করীম ﷺ মদিনায় আগমন করে প্রথমতো আহলে কিতাবদের মন জয় এবং মুশরিকীনদের বিরোধিতা প্রকাশ করার জন্য যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি সে ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্যকে ভালো বাসতেন এরই প্রেক্ষিতে প্রথম তো চুল ভাগ না করে মাথার সাইট দিয়ে ছেড়ে দিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিলেন আর মন জয়ের কোনো প্রয়োজন থাকেনি, তখন যে সমস্ত কাজকর্মে আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য রাখতেন এতে বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। আর "سَدْلُ الشَّعْرِ" না করে "فَرْقُ الشَّعْرِ" করতে আরম্ভ করলেন।

وَعَنْ ٤٢٢٩ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قِيْلَ لِنَافِعٍ مَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَاَلْحَقَ بَعْضُهُمُ التَّفْسِيْرَ بِالْحَدِيْثِ .

৪২২৯. **অনুবাদ :** নাফে' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাযা' হতে নিষেধ করতে শুনেছি। নাফে'কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কাযা' কি? তিনি বললেন, বালকদের মাথার কিছু চুল মুড়িয়ে ফেলা এবং কিছু চুল রেখে দেওয়া। −[বুখারী ও মুসলিম]

কেউ কেউ বলেছেন, কাযা'-এর ব্যাখ্যাটি মূল হাদীসেরই অংশ। [নাফে'-এর কথা নয়।]

وَعَنْ ٤٢٣٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اَحْلِقُوْا كُلَّهُ اَوِ اتْرُكُوْا كُلَّهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪২৩০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম ﷺ এমন একটি ছেলেকে দেখতে পেলেন, যার মাথার চুল কিছু অংশ মুড়ানো হয়েছে আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, পুরা মাথা মুড়িয়ে ফেল অথবা পুরা মাথায় চুল রেখে দাও। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা দেখতে যেমন বিশ্রী তেমনি মানুষের কাছেও হাস্যাস্পদ। তা জাহিলি যুগের একটি প্রথা, বর্তমান যুগের অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যের কারণেও তা নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٤٢٣١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪২৩১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নারী সদৃশতা গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষ সদৃশতা গ্রহণকারিণী নারীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। -[বুখারী]

وَعَنْهُ ٤٢٣٢ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪২৩২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর লানত সেই পুরুষদের উপর যারা নারী সদৃশতা ধারণ করে এবং সেই সকল নারীদের উপর যারা পুরুষ সদৃশতা ধারণ করে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে পর পর উভয় হাদীসের মর্মার্থ একই। তবে প্রথম হাদীসে নবীর লানত এবং দ্বিতীয় হাদীসে স্বয়ং আল্লাহর লানত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٢٣٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৩৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সে নারীর উপর আল্লাহর লানত যে অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করায় এবং যে অন্যের গায়ে উল্কি করে অথবা নিজের গায়ে উল্কি করায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা দেহের কোনো স্থানে সুচালো জিনিস দ্বারা ঘা করে নাম বা কোনো চিত্র খোদাই করে উৎকীর্ণ করত। তা জঘন্য গুনাহের কাজ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এ কাজ অন্যের করা বা নিজে করানো সমান এবং হারাম। কৃত্রিম চুল যদি মানুষের চুলের দ্বারা তৈরি করা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহিতা অবিবাহিতা সকলের জন্য তা নাজায়েজ। অন্য কিছুর তৈরি হলে যদি প্রতারণামূলক না হয় তবে জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٤٢٣٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَجَاءَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ اِنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ مَا لِيْ لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ اَمَا قَرَأْتِ مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৩৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা লানত করেন এমন সব নারীর উপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা [কপাল বা ভ্রুর] চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং তারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও তার ফাঁক বড় করে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়। এ সময় জনৈক্য মহিলা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এমন এমন নারীদের উপর লানত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কেন তাদের উপর লানত করব না, যাদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন। আর আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে। [অর্থাৎ তাদের উপর লানত করা হয়েছে।] মহিলাটি বলল, আমি তো সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তো তা পেলাম না, যা আপনি বলছেন। তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, যদি তুমি কুরআন [মনোযোগ দিয়ে] পড়তে, তাহলে তুমি অবশ্যই তা পেতে। আচ্ছা তুমি কি তা পড়নি? مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ 'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা আঁকড়ে ধর, আর যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।' এটা শুনে মহিলাটি বলল, হ্যাঁ, এটা তো পড়েছি। তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল এ সমস্ত কাজ হতেও নিষেধ করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٢٣٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪২৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বদ-নজর লাগা সত্য এবং তিনি অঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্কি দ্বারা বদ-নজর দূর হয় না।

وَعَنْ ٤٢٣٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُلَبِّدًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪২৩৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চুল পরিপাটি করা অবস্থায় দেখেছি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উকুন অথবা অন্য কোনো শির ব্যাধি হতে নিরাপদে থাকার জন্য একপ্রকার আঠালো বস্তু দ্বারা চুলকে পরিপাটি করে রাখাকে তালবীদ বলে।

وَعَنْ ٤٢٣٧ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৩৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পুরুষদেরকে জাফরানী রং [শরীরে অথবা পরিধেয় কাপড়ে] ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٢٣٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتّٰى أَجِدَ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِيْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা আমি পেতাম, তা আমি নবী করীম ﷺ -এর গায়ে লাগাতাম। এমনকি আমি তাঁর মাথায় ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পেতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٢٣٩ نَافِعٍ (رحـ) قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأُلُوَّةِ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُوْرٍ يَطْرَحُهٗ مَعَ الْأُلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪২৩৯. **অনুবাদ :** হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) [ঘরের মধ্যে] ধুনি ব্যবহার করতেন, তখন খোশবুদার কঠোর [চন্দন, আগর ইত্যাদি] অবিমিশ্র ধুনি জ্বালাতেন আর কখনো তার সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন এবং বলতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে ধনি ব্যবহার করতেন। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٢٤٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهٖ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪২৪০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিজের গোঁফ কাটতেন অথবা বলেছেন, তা ছাঁটতেন। আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.)ও এরূপ করতেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٢٤١ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهٖ فَلَيْسَ مِنَّا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২৪১. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ ছাঁটে না, সে আমাদের মধ্যে নয়।

–[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আমাদের মধ্যে নয়' -এর অর্থ হলো সে আমাদের তরিকার বহির্ভূত কাজ করল তথা সুন্নতের পরিপন্থি কাজ করল।

وَعَنْ ٤٢٤٢ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رض) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪২৪২. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ স্বীয় দাড়ি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য হতে ছেঁটে নিতেন।

–[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থ হতে এলোমেলো কেশ কেটে-ছেঁটে সমানভাবে পরিপাটি করে রাখা প্রকৃতপক্ষে দাড়ির তথা মুখের শ্রী বৃদ্ধি করারই শামিল। তা দাড়ি লম্বা করার বিপরীত নয়; বরং মুড়িয়ে ফেলাও নয়।

وَعَنْ ٤٢٤٣ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَيْهِ خَلُوْقًا فَقَالَ أَلَكَ امْرَأَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২৪৩. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ তার [শরীরে অথবা কাপড়ের] উপরে খালুক [জাফরান দ্বারা তৈরি] সুগন্ধি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তা ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল। অতঃপর আর কখনো তা ব্যবহার করো না। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'খালুক' একপ্রকার রংবিশেষ সুগন্ধি। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পুরুষগণ এমন সুগন্ধি ন্যবহার করবে, যাতে গন্ধ আছে কিন্তু রং নেই। যেমন আতর। আর মহিলারা ব্যবহার করবে এমন সুগন্ধি যাতে রং আছে কিন্তু গন্ধ ছড়ায় না। নবী করীম ﷺ ধারণা করেছিলেন ঐ ব্যক্তির স্ত্রী আছে এবং সম্ভবত অসাবধানতাবশত স্ত্রীর শরীর হতে খালুক সুগন্ধিটি তার গায়ে বা কাপড়ে লেগেছে। তাই রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্ত্রী আছে কিনা। কিন্তু যখন সে বলল, তার স্ত্রী নেই। তখন তিনি বুঝতে পারলেন সে, নে নিজেই স্বেচ্ছায় এ রং ব্যবহার করেছে। তখন তিনি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করার পর পর তিনবার তা ধুয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন।

وَعَنْ ٤٢٤٤ أَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ رَجُلٍ فِيْ جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوْقٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে [পুরুষের] গায়ে খালুক রঙের সামান্য পরিমাণও লেগে আছে, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٢٤٥ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضـ) قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ فَخَلَّقُوْنِىْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৪৫. অনুবাদ : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি কোনো এক সফর হতে নিজ পরিবারের মধ্যে ফিরে আসলাম। সফরকালে [ঠাণ্ডা কিংবা গরমে] আমার উভয় হাত ফেটে গিয়েছিল। সুতরাং আমার পরিবারের লোকেরা তথায় জাফরান মিশ্রিত খালুক [সুগন্ধি] লাগিয়ে দিয়েছিল। ভোর বেলায় আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না এবং বললেন, যাও! তোমা হতে তা ধুয়ে ফেল। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একান্ত অসহায় অবস্থায় খালুক দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ আছে। তবে নবী করীম ﷺ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সালামের জবাব দেননি।

وَعَنْ ٤٢٤٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهٗ وَخَفِىَ لَوْنُهٗ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهٗ وَخَفِىَ رِيْحُهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের সুগন্ধি হলো, যার গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় আর রং না ভাসে। আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় না। -[তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٤٢٤٧ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৪৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একপ্রকারের বিশেষ সুগন্ধি ছিল, তিনি তা হতে খোশবু ব্যবহার করতেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কয়েক প্রকারের জিনিসকে একত্র করে যে সুগন্ধি প্রস্তুত করা হয়, তাকে সুক্কাতুন বলা হয়।

وَعَنْهُ ٤٢٤٨ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ دُهْنَ رَأْسِهٖ وَتَسْرِيْحَ لِحْيَتِهٖ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَاَنَّ ثَوْبَهٗ ثَوْبُ زَيَّاتٍ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪২৪৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় খুব বেশি তৈল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। আর প্রায়শ মাথায় একখানা কাপড় রাখতেন। দেখতে তা প্রায় তেলিদের কাপড়ের ন্যায় মনে হতো। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ মাথায় সর্বদা তৈল ব্যবহার করতেন, তাই পাগড়িকে তৈল হতে হেফাজতে রাখার নিমিত্ত পাগড়ির নিচে এক টুকরা কাপড় রাখতেন, ফলে তা তৈল বিক্রেতার হাত মোছা কাপড়ের ন্যায় তৈলাক্ত হয়ে যেতো।

وَعَنْ ٤٢٤٩ أُمِّ هَانِئٍ (رض) قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪২৪৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে হানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [মক্কা বিজয়ের দিন] একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, এ সময় তাঁর মাথার চুলের চারটি জুলফি ছিল।

—[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٢٥٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ إِذَا فَرَقْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرْقَهُ عَنْ يَافُوْخِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৫০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথায় সিঁথি কাটতাম, তখন আমি তঁর মাথার মধ্যস্থল হতে সিঁথি কাটতাম এবং মাথার সম্মুখের চুল উভয় চক্ষুর মাঝামাঝি স্থান বরাবর হতে [উভয় পার্শ্বে] ছেড়ে দিতাম।

—[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সিঁথি কাটা মাথার মধ্যস্থল হতে আরম্ভ করতেন এবং উভয় চক্ষুর সোজা মধ্য বরাবর কপালের উপর পর্যন্ত এনে সিঁথি শেষ করতেন। মোটকথা, রাসূল ﷺ -এর সিঁথি মাথার ঠিক মধ্যখান দিয়ে হতো এবং চুলগুলো দু-ভাগে দুদিকে পৃথক হয়ে যেতো। সিঁথি কাটার এটাই সুন্নত তরিকা।

وَعَنْ ٤٢٥١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [প্রত্যহ] মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন। তবে একদিন পর একদিন [আঁচড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন]।

—[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রয়োজনে প্রত্যহ মাথা আঁচড়ানো নিষেধ নয়। তবে সর্বক্ষণ পরিপাটিতে ব্যস্ত থাকা বিলাসিতার পরিচায়ক।

وَعَنْ ٤٢٥٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَا لِيْ أَرَاكَ شَعِثًا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاِرْفَاهِ قَالَ مَالِيْ لَا اَرٰى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اَنْ نَحْتَفِيَ اَحْيَانًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৫২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ফাযালা ইবনে উবায়দ (রা.)-কে বলল, ব্যাপার কি? আমি আপনাকে এ রকম এলোমেলো চুলে দেখছি কেন? উত্তরে ফাযালা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অত্যধিক বিলাসী হতে নিষেধ করেছেন। ঐ লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা! কি ব্যাপার? আমি আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলতে আদেশ করেছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্যধিক আরামপ্রিয় ও বিলাসী হলে অবশেষে এমন দিনও আসতে পারে, যে দিন ভোগ-বিলাসের সামর্থ্য থাকবে না। ফলে জীবনে নেমে আসবে অসহনীয় দুঃখ। কাজেই মধ্যমপন্থায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া উত্তম। অনুরূপ জুতার ব্যাপারও তাই। আর আছে তাই ব্যবহার করলাম কিন্তু কাল যদি না পাই, তখন যেন খালি পায়ে চলতে কষ্ট না হয়, সেজন্য মাঝে মাঝে খালি পায়ে চলে তা অনুশীলন করা উচিত।

وَعَنْ ٤٢٥٣ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির [বাবরি] চুল আছে, সে যেন তাকে সযত্নে রাখে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চিরুনি দ্বারা বেশি বেশি চুল দাড়ি আঁচড়াতে থাকা নিষিদ্ধ বটে। তবে এলোমেলো বা উষ্কখুষ্ক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

وَعَنْ ٤٢٥٤ اَبِيْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু হলো মেহেদি ও কতম [ঘাস]। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে বার্ধক্য অর্থ সাদা চুল-দাড়ি ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধু মেহেদি বা কতম ঘাস দ্বারা অথবা উভয়টি একত্রে মিলিয়ে খেজাব লাগাবে।

وَعَنْ ٤٢٥٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ قَوْمٌ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُوْنَ بِهٰذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২৫৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শেষ জমানায় এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় এই কালো খেযাব ব্যবহার করবে, ফলে তারা বেহেশতের ঘ্রাণ পর্যন্তও পাবে না। —[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কবুতরের বক্ষের বরাবর পালক প্রায়শ খুবই কালো হয়। ওলামাদের ঐক্যমত যে, কালো খেযাব ব্যবহার করা মাকরূহ।

وَعَنْ ٤٢٥٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهٗ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৪২৫৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সিবতি চামড়ার তৈরি জুতা পরিধান করতেন এবং ওয়ারস ঘাস ও জাফরান দ্বারা নিজের দাড়িতে হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)ও অনুরূপ করতেন। —[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা কাঁচা চামড়াকে পাকা করা এবং যার মধ্যে লোম বা পশম থাকে না তাকে সিবতিয়া বলে। ওয়ারস একপ্রকার ঘাস যা ইয়েমেন দেশেই জন্মায়।

وَعَنْ ٤٢٥٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا قَالَ فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا ثُمَّ مَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهٖ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট দিয়ে এমন এক ব্যক্তি অতিক্রম করল যে মেহেদির দ্বারা খেজাব লাগিয়েছিল। তাকে দেখে নবী করীম ﷺ বললেন, এটা কতই না চমৎকার। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল সে মেহেদি ও কতম ঘাস উভয়টি দ্বারা খেযাব করেছিল। নবী করীম ﷺ তাকে দেখে বললেন, এটা তা [প্রথমটি] হতে উত্তম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল, সে হলুদ রং দ্বারা খেযাব লাগিয়েছিল। নবী করীম ﷺ তাকে দেখে বললেন, এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম। —[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٢٥٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّبَيْرِ)

৪২৫৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা [খেযাব দ্বারা] বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইহুদিদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না। [অর্থাৎ তারা দাড়ি চুলে খেযাব লাগায় না।] –[তিরমিযী, আর নাসায়ী হযরত ইবনে ওমর ও যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤٢٥٩ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَاِنَّهٗ نُوْرُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَرَفَعَهٗ بِهَا دَرَجَةً. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৫৯. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা এটা মুসলমানদের জন্য নূর। বস্তুত ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি পশম সাদা হবে, এটার অসিলায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকি লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং তার একটি দরজা বুলন্দ করবেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٢٦٠ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২৬০. **অনুবাদ :** হযরত কা'ব ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, তার এ বার্ধক্য কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে।

–[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আলোচ্য হাদীসগুলোর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি জীবনের প্রথম হতে ইসলামের অনুশাসনে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে এবং সে বার্ধক্যে সন্তুষ্ট রয়েছে, সে ব্যক্তি উল্লিখিত মর্যাদার অধিকারী হবে।

وَعَنْ ٤٢٦١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهٗ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪২৬১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তখন রাসূল ﷺ -এর মাথার চুল জুম্মার উপরে এবং ওয়াফরার নিচে ছিল।

–[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ থেকে মাথার চুল রাখার ব্যাপারে সাবেত রয়েছে। একমাত্র হজ্জ ব্যতীত রাসূল ﷺ -এর চুল মুড়ানো সাবেত নেই। তাই এরই ভিত্তিতে মাথার চুল রাখাই হলো সর্বোত্তম সুন্নত। আর মুড়ানোকে রাসূল ﷺ পছন্দ করতেন। আর হযরত আলী (রা.) সর্বদা মাথার চুল মুড়াতেন বিধায় এটাও সুন্নত। যদিও পূর্বের সুন্নত থেকে নিম্নস্তরের। আর সমান করে মাথার চুল কাটা জায়েজ এবং কিছু কাটা এবং কিছু চুল রাখা হচ্ছে হারাম। আর সমান করে না কাটা হলো মাকরূহ।

অতঃপর মাথার চুল রাখার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে এর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে– 'জুম্মা', 'ওফরা' ও 'লিম্মা'। 'জুম্মা' হচ্ছে ঐ চুল যা উভয় কাধ পর্যন্ত পৌছে থাকে, আর 'ওফরা' হচ্ছে ঐ চুল যা কানের লতি পর্যন্ত পৌছে থাকে, আর 'লিম্মা' হচ্ছে ঐ চুল যা জুম্মা এবং ওফরার মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কানের লতি থেকে একটু নিচে নেমে যাবে কিন্তু কাঁধে যেয়ে পৌছবে না।

এখন এ হাদীসের মর্ম হলো, রাসূল ﷺ -এর চুল কান এবং কাঁধের মধ্যবর্তী 'লিম্মা'র স্তরে ছিল, কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে এসেছে যে– كَانَ عَظِيْمُ الْجُمَّةِ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ

তাই এটা বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কখনো জুম্মা হতো, আর কখনো লিম্মা হতো। অথবা যখন কাটতে বিলম্ব হতো তখন উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌছে যেতো। আর কাটার পর লিম্মা হয়ে যেতো। অথবা দেখার ব্যবধানে কারো নিকট জুম্মার মতো মনে হতো তা আবার কারো নিকট লিম্মা। অথবা যখন ঘাড় নিচের দিকে করতেন তখন চুল উপর দিকে উঠে যেতো তখন লিম্মা মনে হতো। আর যখন সোজা করতেন তখন জুম্মা মনে হতো।

বর্তমানে আমাদের সমাজে কিছু কিছু ভণ্ড ও বে-শরা ফকির-দরবেশকে দেখা যায় মাথায় জট বেঁধে চুলকে খুব লম্বা করে। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ও সুন্নত বিরোধী। বিভিন্ন পুণ্যবান লোকদের মাজারে তাদের আস্তানা গড়ে উঠে এবং গাঁজা তাড়ি ইত্যাদির আসর জমায়।

وَعَنْ ٤٢٦٢ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ نِ الْاَسَدِيُّ لَوْلَا طُوْلُ جُمَّتِهِ وَاِسْبَالُ اِزَارِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا فَاَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ اِلٰى اُذُنَيْهِ وَرَفَعَ اِزَارَهُ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৬২. অনুবাদ : নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে ইবনে হানযালিয়্যা নামী একজন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খোরায়ম আসাদী লোকটি ভালো, তবে যদি তার মাথার চুল খুব লম্বা না হতো এবং পরনের লুঙ্গি না ঝুলাতো [টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত]। পরে খোরায়মের কাছে রাসূল ﷺ এ কথাগুলো পৌছলে তিনি ছুরি নিয়ে চুলকে দুই কানের লতি পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং লুঙ্গিকে অর্ধ গোড়ালি পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٢٦٣ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَتْ لِيْ ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِيْ اُمِّيْ لَا اَجُزُّهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُدُّهَا وَيَاْخُذُهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৬৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথার সম্মুখ ভাগে এক গুচ্ছ লম্বা চুল ছিল। আমার আম্মা আমাকে বললেন, আমি তা কাটব না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ [কখনো কখনো স্নেহস্বরূপ] তাকে ধরে সোজা করতেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٢٦٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمْهَلَ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلٰثًا ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوْا عَلٰى اَخِىْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُوْا اِلٰى بَنِىْ اَخِىْ فَجِئَ بِنَا كَاَنَّا اَفْرَاخٌ فَقَالَ اُدْعُوْا لِىَ الْحَلَّاقَ فَاَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوْسَنَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২৬৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত [হযরত জা'ফর (রা.)-এর শাহাদতের খবর পৌছার পর] নবী করীম ﷺ হযরত জা'ফরের সন্তানদেরকে শোক প্রকাশের জন্য তিনদিন সময় দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, আজকার পর হতে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করো না। অতঃপর তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের সন্তানগুলোকে আমার কাছে ডেকে আন। সুতরাং আমাদেরকে আনা হলো। যেন আমরা কতকগুলো পাখির ছানা। অতঃপর বললেন, নাপিত ডেকে আন। [নাপিত আসলে] তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর সে আমাদের মাথা মুড়িয়ে দিল। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মুতার যুদ্ধে পর পর তিনজন সেনাপতি শহীদ হন। তাদের মধ্যে হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.)ও ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের সংবাদের পর তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রাসূল ﷺ বিশেষভাবে সমবেদনা প্রকাশ করেন।

وَعَنْ ٤٢٦٥ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ (رض) اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَا تُنْهِكِىْ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَحْظٰى لِلْمَرْاَةِ وَاَحَبُّ اِلَى الْبَعْلِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ وَرَاوِيْهِ مَجْهُوْلٌ)

৪২৬৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়্যা আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, জনৈক নারী মদিনায় [মেয়েদের] খতনা করাত। নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, খতনা স্থানের মাংস খুব বেশি কেটো না। কেননা তা [কম কাটার মধ্যে সঙ্গমের সময়] নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর কাছে খুবই প্রিয়। –[আবূ দাউদ এবং আবূ দাউদ বলেছেন, হাদীসটি যঈফ। তার বর্ণনাকারী অপরিচিত।]

وَعَنْ ٤٢٦٦ كَرِيْمَةَ بِنْتِ هُمَامٍ (رح) اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ (رض) عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لَا بَاْسَ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيْبِىْ يَكْرَهُ رِيْحَهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২৬৬. অনুবাদ : হযরত কারীমা বিনতে হুমাম (র.) হতে বর্ণিত, একদা জনৈকা মহিলা মেহেদি দ্বারা [চুলে] খেজাব লাগানো সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন, তার ব্যবহারে কোনো দোষ নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যবহারকে পছন্দ করি না। কেননা আমার প্রিয় নবী ﷺ তার গন্ধ পছন্দ করতেন না। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে, নারীদের চুলে মেহেদির খেজাব লাগানোকে হযরত আয়েশা (রা.) পছন্দ করতেন না। তবে রাসূল ﷺ -এর বিবিগণ হাতে মেহেদি লাগিয়েছেন। নবী করীম ﷺ এটা অপছন্দ করেননি।

وَعَنْ ٤٢٦٧ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ بَايِعْنِىْ فَقَالَ لَا اُبَايِعُكِ حَتّٰى تُغَيِّرِىْ كَفَّيْكِ فَكَاَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৬৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা [আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী] হিন্দা বিনতে উত্‌বা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে বায়'আত করিয়ে নিন। তখন তিনি বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বায়'আত করব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার হাতের তালুদ্বয় পরিবর্তন করে নেবে। কেননা তোমার হাতের তালুদ্বয়কে দেখতে যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায় দেখাচ্ছে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নারীদের হাতকে মেহেদি দ্বারা রঙিন করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত মহিলাটির হাতে খেজাব লাগানো ছিল না বিধায় রাসূল ﷺ তাকে অপছন্দ করেছেন।

وَعَنْهَا ٤٢٦٨ قَالَتْ اَوْمَتِ امْرَاَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ اَيَدُ رَجُلٍ اَمْ امْرَاَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَاَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَاَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ يَعْنِىْ بِالْحِنَّاءِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৪২৬৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা হাতে চিঠি নিয়ে পর্দার আড়াল হতে হাত বের করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ইশারা করল। নবী করীম ﷺ নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেললেন এবং বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না, এটা কি কোনো পুরুষের হাত না কোনো নারীর? তখন মহিলাটি বলল, বরং এটা মহিলার হাত। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি তুমি নারী হতে তাহলে অবশ্যই মেহেদির দ্বারা তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنِ ٤٢٦٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৬৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই নারীর উপর লানত, যে অন্যের মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে এবং যে নিজের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় এবং যে অন্য নারীর চুল উপড়ায় অথবা নিজের ভ্রুর চুল উপড়ায়। আর যে নারী কোনো ব্যাধি ব্যতীত অপরের অঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে অথবা নিজের অঙ্গেও করায়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে বর্ণিত কাজগুলো জাহেলিয়াতের যুগে সাধারণভাবে নারী সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে আমাদের সমাজে কোথাও কোথাও দেখা যায়। এটা সম্পূর্ণ হারাম। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো মহিলার মুখে দাড়ির ন্যায় পশম উঠে, তা উপড়িয়ে ফেলা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٤٢٧٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৭০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন পুরুষের উপর লানত করেছেন যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারী যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٢٧١ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ (رضـ) قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ মুলাইকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বলা হলো, এক মহিলা [পুরুষদের ন্যায়] জুতা পরিধান করে। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সব মহিলাদের উপর লানত করেছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٢٧٢ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ أٰخِرُ عَهْدِهٖ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهٖ فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةُ فَقَدِمَ مِنْ غُزَاةٍ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلٰى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهٗ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأٰى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَّعَتْهُ مِنْهُمَا فَانْطَلَقَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهٗ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلٰى اٰلِ فُلَانٍ إِنَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلِىْ أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِىْ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৭২. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর [এটাই] সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোনো সফরে বের হতেন, তখন ঘরের সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে সর্বশেষ বিদায় নিতেন হযরত ফাতেমা (রা.) হতে। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করতেন হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে। যথারীতি একবার তিনি এক অভিযান থেকে আগমন করলেন এবং হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, একখানা চট অথবা পর্দা তার ঘরের দরজায় ঝুলানো রয়েছে। আর হাসান ও হুসাইন তাদের উভয়ের হাতে পরিহিতি রয়েছে দু-খানা রূপার বালা। এটা দেখে নবী করীম ﷺ ঘরের দরজা পর্যন্ত আসলেন বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ফলে হযরত ফাতেমা (রা.) বুঝতে পারলেন যে, এগুলো দেখার কারণে রাসূল ﷺ গৃহে প্রবেশ করেননি। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.) পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বালকদ্বয়ের হাত হতে বালা দু-খানা খুলে নিলেন এবং ভেঙ্গে ফেললেন। বালকদ্বয় ভাঙ্গা বালা দুটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চলে গেল। তখন রাসূল ﷺ বালা দু-খানা তাদের নিকট হতে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে ছওবান! এ অলঙ্কার দুটি নিয়ে যাও এবং অমুক পরিবারস্থ লোকদেরকে [যারা অতি দরিদ্র বলে পরিচিত] দিয়ে আস। আর তারা হলো [হাসান ও হুসাইনের দিকে ইঙ্গিত করে] আমার পরিজন। তারা পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করবে, আমি তা পছন্দ করি না। [অতঃপর বললেন,] হে ছাওবান! যাও ফাতেমার জন্য আসবের [বিশেষ পুঁতির] একখানা হার এবং হাতির দাঁতের তৈরি দু-খানা বালা ক্রয় করে আন। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সোনা রূপার যে কোনো অলঙ্কার ছোট ছোট ছেলেদেরকেও পরিধান করানো জায়েজ নেই।

وَعَنْ ٤٢٧٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْاِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلٰثَةً فِيْ هٰذِهٖ وَثَلٰثَةً فِيْ هٰذِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪২৭৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং পলকের চুল অধিক জন্মায়। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর একটি সুরমাদানি ছিল, তিনি প্রত্যেক রাত্রে তা হতে এ চোখে তিনবার, ঐ চোখে তিনবার সুরমার শলাকা লাগাতেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٤٢٧٤ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْاِثْمِدِ ثَلٰثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ قَالَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُوْدُ وَالسَّعُوْطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْاِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيْهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشَرَةَ وَيَوْمَ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهٖ مَا مَرَّ عَلٰى مَلَاٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ إِلَّا قَالُوْا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪২৭৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রাত্রে শোয়ার পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিন তিন শলাকা ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরো বলেছেন, যে সমস্ত জিনিস দ্বারা তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর তন্মধ্যে [চার প্রকারের চিকিৎসা] সবচেয়ে উত্তম– লাদূদ [ফোঁটা ফোঁটা করে মুখে ঢালবার ঔষধ], সাউত [ফোঁটা ফোঁটা করে নাকে দেওয়ার ঔষধ], শিঙ্গা লাগানো এবং জোলাপ নেওয়া। যে সকল সুরমা তোমরা ব্যবহার কর তন্মধ্যে ইসমিদ হলো সর্বোত্তম। তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় এবং চোখের পলকের চুল অধিক জন্মায়। আর শিঙ্গা লাগানোর জন্য উত্তম দিন হলো চাঁদের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখন মি'রাজ হয়েছিল, তখন তিনি ফেরেশতাদের যে কোনো দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছিলেন যে, আপনি অবশ্যই শিঙ্গা লাগাবেন। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শিঙ্গা দ্বারা শরীর হতে দূষিত রক্ত বের হয়ে যায়, পরে অনেক মারাত্মক ব্যাধি হতে নিরাপদে থাকা যায়।

وَعَنْ ٤٢٧٥ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

৪২৭৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ পুরুষদের এবং মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় [গোসলের জন্য] প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য পরে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে ইজারসহ প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে হাম্মাম বলতে ঐ সকল অভিজাত গোসলের স্থান উদ্দেশ্য, যেখানে অন্যান্যের সামনে বেহায়াপনা এবং সতর খোলার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَنْ ٤٢٧٦ أَبِي الْمَلِيْحِ (رحـ) قَالَ قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ (رضـ) نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ فَقَالَتْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنَ الشَّامِ فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ بَلَى قَالَتْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا وَفِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرَهَا فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

৪২৭৬. অনুবাদ : হযরত আবুল মালীহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হেমস অধিবাসিনী কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, সিরিয়া হতে। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, সম্ভবত তোমরা ঐ এলাকার অধিবাসিনী, যেখানের মহিলারা হাম্মামখানায় প্রবেশ করে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তার স্বীয় কাপড় খোলে, তাহলে সে যেন তার ও তার প্রভুর পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। অপর এক বর্ণনায় আছে, নিজ ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও কাপড় খুললে সে যেন তার ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মধ্যের পর্দা নষ্ট করে দিল। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিজের গৃহ ব্যতীত কোনো মহিলার শরীরের কাপড় অন্য কোথাও, যেখানে পরপুরুষের নজর পড়তে পারে, বিনা ওজরে খোলা হারাম। অবশ্য চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে প্রয়োজনমতো জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٤٢٧٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَتُفْتَحُ لَكُمْ اَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ اِلَّا بِالْاُزُرِ وَامْنَعُوْهَا النِّسَاءَ اِلَّا مَرِيْضَةً اَوْ نُفَسَاءَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৭৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অচিরেই আজমী দেশ তোমাদের দখলে আসবে এবং তথায় তোমরা এমন কিছু ঘর পাবে যাকে হাম্মাম বল হয়। সে সমস্ত হাম্মামে তোমাদের পুরুষেরা যেন ইজার পরিহিত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ না করে, আর মহিলাদের তা হতে বিরত রাখবে। তবে রুগ্ণ এবং হায়েজ-নেফাস হতে পবিত্রতা অর্জনকারী মহিলাদের বাধা দেবে না। [যদি তারা তাতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।] –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٤٢٧٨ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২৭৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ইজার ব্যতীত হাম্মামখানায় প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার বিবিকে হাম্মামে প্রবেশ না করায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন এমন খাবার মজলিসে না বসে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।

–[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিজে মদ পান না করলেও মদের মজলিসে বসা জায়েজ নেই। কেননা তার সম্মুখে দেদার একটি হারাম কাজ হতে থাকবে, আর সে তাতে বাধা প্রদান করা কিংবা প্রতিবাদ করবার সামর্থ্য রাখবে না, এমতাবস্থায় সে পূর্ণ ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٢٧٩ ثَابِتٍ (رض) قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِيْ رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ وَقَدِ اخْتَضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৭৯. **অনুবাদ :** হযরত সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা.)-কে নবী করীম ﷺ -এর খেজাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, যদি আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গনে দেখতে চাইতাম, তবে অনায়াসে গনতে পারতাম। [অর্থাৎ তাঁর চুল এমন বেশি পরিমাণে সাদা হয়নি যে, খেজাব লাগাতে হবে।] তিনি বললেন, সুতরাং তিনি খেজাব লাগাননি। অপর এক বর্ণনায় এ কথাটি বর্ধিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) মেহেদি ও কতম ঘাস মিশ্রিত খেজাব লাগিয়েছেন। আর হযরত ওমর (রা.) নিরেট মেহেদির খেজাব লাগিয়েছেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنِ ٤٢٨٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتّٰى يَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ قَالَ إِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبَغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبَغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৪২৮০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নিজের দাড়িতে হলুদ রং দ্বারা হলদে করতেন, এমনকি তাতে তাঁর কাপড় হলদে হয়ে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি হলুদ রং ব্যবহার করেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এটা ব্যবহার করতে দেখেছি। বস্তুত তাঁর কাছে এ র ঙের চেয়ে অন্য কোনো রং অধিক প্রিয় ছিল না। তিনি তাঁর সমস্ত কাপড় এমনকি পাগড়িও এই রঙে রঞ্জিত করতেন।

–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلصُّفْرَةُ" এমন এক সুগন্ধি হলুদ রং, যাতে লালচে রং মিশ্রিত থাকে। রাসূল ﷺ অধিকাংশ এ রঙই ব্যবহার করতেন। তবে সবুজ রং দ্বারা কাপড় রঞ্জিত করেছেন বলেও হাদীসে উল্লেখ আছে।

وَعَنْ ٤٢٨١ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ (رح) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوْبًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪২৮১. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [একবার] হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে নবী করীম ﷺ-এর কয়েক গাছি চুল বের করে আনলেন যা [মেহেদি দ্বারা] খেজাব করা ছিল। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ মাথার চুলে খেজাব লাগাননি। অবশ্য কখনো কখনো দাড়িতে মেহেদি খেজাব লাগিয়েছেন। অথবা তিনি খুব বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, ফলে তাতে চুল দাড়ির রং খেজাবের রং ধারণ করেছিল। তাই বর্ণনাকারী তাকে খেজাব করা হয়েছিল বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে খেজাব করা ছিল না।

وَعَنْ ٤٢٨٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهٖ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক হিজড়াকে আনা হলো, সে তার হাতে এবং পায়ে মেহেদি লাগিয়ে রেখেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এটার এ অবস্থা কেন? সাহাবীগণ বললেন, সে নারীদের বেশ ধারণ করেছে। তখন তিনি তাকে শহর হতে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে শহরের বাইরে নাকী' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হলো। অতঃপর রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাকে কতল করে দেব? তিনি বললেন, নামাজি ব্যক্তিদেরকে কতল করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নারীও নয় কিংবা পুরুষও নয়, এমন ব্যক্তিকে বলা হয় মুখান্নাছ বা হিজড়া। এতদ্ভিন্ন পুরুষ নারীর বেশ এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। প্রকৃত হিজড়াকে নারীদের সমাজে প্রবেশ করতে দেওয়া নাজায়েজ।

وَعَنْ ٤٢٨٣ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ (رض) قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ اَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُوْنَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوْسَهُمْ فَجِئَ بِىْ اِلَيْهِ وَاَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِىْ مِنْ اَجْلِ الْخَلُوْقِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৮৩. **অনুবাদ :** হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওক্‌বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা জয় করলেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাঁর খেদমতে আনতে শুরু করল আর তিনিও তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ওয়ালীদ বলেন, আমাকেও তাঁর খেদমতে আনা হলো, সেই সময় আমার গায়ে খালুক সুগন্ধি মাখা ছিল। সেই [রঙিন] খালুক সুগন্ধির দরুন তিনি আমাকে স্পর্শ করেননি। —[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٤٢٨٤ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ جُمَّةً اَفَاُرَجِّلُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَكْرِمْهَا قَالَ فَكَانَ اَبُوْ قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِى الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ اَجْلِ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَكْرِمْهَا. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৪২৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমার চুল ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং আমি কি তাকে আঁচড়িয়ে রাখতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ এবং তাকে সযত্নে রাখ। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হ্যাঁ এবং তাকে যত্ন কর বলার কারণে আবূ কাতাদাহ দৈনিক দুবার তাতে তেল মালিশ করতেন। —[মালেক]

وَعَنْ ٤٢٨٥ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ (رض) قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِىْ اُخْتِى الْمُغِيْرَةُ قَالَتْ وَاَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ اَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوْا هٰذَيْنِ اَوْ قُصُّوْهُمَا فَاِنَّ هٰذَا زِىُّ الْيَهُوْدِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪২৮৫. **অনুবাদ :** হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসসান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা.)-এর নিকট গেলাম। [তখন আমি ছোট শিশুই ছিলাম।] আমার ভগ্নি মুগীরা [সেই দিনকার ঘটনাটি আমাকে এভাবে] বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তখন ছোট বাচ্চা ছিলে। তোমার চুলের দুটি বেণি অথবা দুটি গুচ্ছ ছিল। তখন হযরত আনাস (রা.) তোমার মাথার উপরে হাত ফিরিয়ে তোমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন এবং বললেন, তার এই বেণি দুটি কেটে ফেল অথবা বলেছেন, মুড়িয়ে ফেল। কেননা এটা ইহুদিদের আচরণ। —[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٤٢٨٦ عَلِيٍّ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৪২৮৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীলোকের মাথা মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। −[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্ত্রীলোকের মাথার চুল পুরুষদের দাড়ির ন্যায় সৌন্দর্য ও শ্রীবর্ধক। সুতরাং ওলামাদের মতে স্ত্রীলোকের মাথার চুল মুড়ান এবং কাটা জায়েজ নয়।

وَعَنْ ٤٢٨٧ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْتِىَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৪২৮৭. অনুবাদ : হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ছিলেন। এ সময় দাড়ি চুলে এলোমেলো এক ব্যক্তি আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দ্বারা তার প্রতি ইশারা করলেন, যেন তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সে যেন তার চুল দাড়ি ঠিক করে আসে। লোকটি তাই করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে ফিরে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ শয়তানের মতো এলোমেলো চুলে আসতে, তা অপেক্ষা এখন যে অবস্থায় আছ তা কি উত্তম নয়। −[মালেক]

وَعَنْ ٤٢٨٨ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (رض) سَمِعَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ فَنَظِّفُوْا اُرَاهُ قَالَ اَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ اِلَّا اَنَّهٗ قَالَ نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪২৮৮. অনুবাদ : হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.) হতে শ্রুত যে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। তিনি দয়ালুও, তাই দয়া করাকে ভালোবাসেন। তিনি দাতা, তাই দানশীলতাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ, রাবী বলেন, সম্ভবত ইবনে মুসাইয়াব বলেছেন, তোমাদের [ঘর-দুয়ার ও] আঙ্গিনাকে ইহুদিদের মতো [অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন] রাখো না। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে মুসাইয়াবের বর্ণিত এ কথাগুলো আমি হযরত মুহাজির ইবনে মিসমারের কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, অবিকল এ কথাগুলো আমাকে হযরত আমের ইবনে সা'দ তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বলেছেন, তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো ঈমানদারের জামাকাপড় বা শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাই যথেষ্ট নয়; বরং তার সাথে সাথে ঘর-দুয়ার ও তার আশপাশ পরিষ্কার করে রাখাও ঈমানের দাবি। পরিশেষে এটাও প্রমাণিত হলো যে, হাদীসটির প্রকৃত বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)।

وَعَنْ ٤٢٨٩ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ (رضـ) أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ اَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَاَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ وَاَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَاَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَقَارٌ يَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَبِّ زِدْنِيْ وَقَارًا . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৪২৮৯. অনুবাদ : হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)-ই প্রথম মানুষ যিনি মেহমানের আতিথেয়তা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খতনা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোঁফ কেটেছেন। আর তিনিই প্রথম মানুষ যিনি চুল সাদা হতে দেখেছেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে প্রভু এটা কি? মহান কল্যাণকর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইবরাহীম! এটা মর্যাদার প্রতীক। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু! আমার মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দাও। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাড়ি ও চুল ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল। আর আল্লাহ তা'আলা যে اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ঘোষণা করে তাঁর ইজ্জত ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চে উঠিয়েছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে।

بَابُ التَّصَاوِيْرِ
পরিচ্ছেদ : ছবি সম্পর্কে বর্ণনা

"اَلتَّصَاوِيْرُ" হচ্ছে "تَصْوِيْرٌ" -এর বহুবচন যার অর্থ হলো আকৃতি বানানো। আর এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কাদা, কাঠ, পিতল, স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা নির্মিত আকৃতি বা মূর্তিসমূহ। আর "تَصَاوِيْر" যদিও হচ্ছে ব্যাপক জীব নির্জীব ইত্যাদির জন্য; কিন্তু এখানে শুধু জীবনের ছবি, আকৃতি উদ্দেশ্য। আর এতেই রয়েছে শাস্তির ধমকি। বিভিন্ন হাদীসে তাকে কঠোর হারাম কাজ বলা হয়েছে এবং ছবির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আল্লাহর নবী লানত করেছেন। কোন জাতীয় ছবি তোলা যেতে পারে, আর কোন প্রকারের ছবি তোলা নিষিদ্ধ, এ পরিচ্ছেদের হাদীসে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٢٩٠ اَبِىْ طَلْحَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ তালহা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে কুকুর রয়েছে এবং সেই ঘরেও না যাতে আছে [প্রাণীর] ছবি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে [উপরিউক্ত হাদীসে] ফেরেশতা দ্বারা রহমতের ফেরেশতা উদ্দেশ্য। নতুবা মানুষের সংরক্ষণকারী ফেরেশতা এবং কিরামান কাতেবীন ফেরেশতা তো সর্বক্ষণ সাথে থাকবেন।

এখন আলোচনা হলো যে, কুকুর এবং ছবি দ্বারা ব্যাপকভাবে যে ছবি, ফটো রাখা এবং যে কুকুর পালা জায়েজ তাও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত রয়েছে, না যেগুলো জায়েজ সেসব এ নির্দেশের বহির্ভূত।

তাই কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের রায় বা মত হচ্ছে যে, এ নির্দেশ থেকে ঐসব বস্তু বহির্ভূত। অর্থাৎ যে ফটো রাখা জায়েজ এবং যে কুকুর পালন করা জায়েজ সেগুলো রহমতের ফেরেশতাদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে না।

কিন্তু আল্লামা নববী (র.) বলেন, এ নির্দেশ, হুকুম সবধরনের কুকুর এবং ফটোর ক্ষেত্রে ব্যাপক। কেননা ফটো এবং কুকুরের প্রতি ফেরেশতাদের স্বভাবগত ঘৃণা রয়েছে, জায়েজ নাজায়েজ হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার। আর কোনো বস্তুর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে পৃথক ব্যাপার। যেমন যদি কোনো ব্যক্তি ভুলবশত বীষ পানকরে ফেলে তাহলে সে পাপী হবে না কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হবে যে, সে মানুষটি মারা যাবে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা একথাটির আরো শক্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে যে, একদা রাসূল ﷺ -এর চৌকির নিচে একটি কুকুর ছানা পড়া অবস্থায় ছিল এবং রাসূল ﷺ -এর জানা ছিল না। আর এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর অক্ষমতা ছিল, এতদসত্ত্বেও হযরত জিবরাঈল (আ.) আসেননি। তাই বুঝা গেল যে, প্রয়োজনের জন্য ছবি, ফটো এবং কুকুর রাখার দরুনও ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। তবে পাপ হবে না। আর তা হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার।

وَعَنْ ٤٢٩١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا وَقَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ كَانَ وَعَدَنِىْ اَنْ يَلْقَانِىْ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِىْ اَمَا وَاللّٰهِ مَا

৪২৯১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তিত অবস্থায় ভোর করলেন এবং বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) এ রাত্রে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেননি। আল্লাহর কসম! তিনি তো কখনো আমার সাথে কথা দিয়ে খেলাফ করেননি। অতঃপর তাঁর মনে

أَخْلَفَنِى ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسٰى لَقِيَهُ جِبْرَئِيلُ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِى أَنْ تَلْقَانِى الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتّٰى أَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

পড়ল ঐ কুকুর ছানাটির কথা, যা তাঁর তাঁবুর নিচে ছিল। তখনই তিনি তাকে ঐখান থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে বের করে দেওয়া হলো। অতঃপর কুকুরটি যে জায়গায় বসা ছিল, তিনি সে জায়গায় কিছু পানি নিজ হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন। পরে যখন বিকাল হলো হযরত জিবরাঈল (আ.) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, গত রাত্রে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ [সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলাম] কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে। পরের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমনকি ছোট ছোট বাগানের [হেফাজতে রক্ষিত] কুকুরগুলোকেও মারার হুকুম দিলেন [কেননা তার জন্য কুকুর পোষার প্রয়োজন নেই,] তবে বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেন। [অর্থাৎ এগুলোকে মারতে বলেননি।] −[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٢٩٢ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِى بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪২৯২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আপন গৃহে [প্রাণীর] ছবিযুক্ত কোনো জিনিসই রাখতেন না; বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেন। −[বুখারী]

وَعَنْهَا ٤٢٩٣ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلٰى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার তিনি একটি গদি [বা আসন] ক্রয় করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলো ছবি ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [বের হতে] তা দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখতে পেলাম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি [আমার গুনাহের জন্য] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। বলুন তো, আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বিছানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমি তা ক্রয় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দান কর, অতঃপর বললেন, ফেরেশতাগণ কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে [প্রাণীর] ছবি থাকে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তোমরা তাতে জীবন দান কর– কথাটি সেদিন তিরস্কারমূলকভাবে অক্ষমতা প্রকাশের জন্য বলা হবে। তারা জীবন দিতেও পারবে না, আজাব হতে রেহাইও পাবে না।

وَعَنْهَا ٤٢٩٤ اَنَّهَا كَانَتْ قَدِ اتَّخَذَتْ عَلٰى سَهْوَةٍ لَّهَا سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তাতে ছিল প্রাণীর প্রতিকৃতি। তখন নবী করীম ﷺ তাকে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সেই কাপড়ের খণ্ড দ্বারা দুটি বালিশ বানিয়ে নিলেন এবং তা ঘরের মধ্যেই ছিল। রাসূল ﷺ তাতে হেলান দিয়ে বসতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলার পর প্রাণীর ছবিটি অবিকল বহাল থাকেনি বা তার সাথে সম্মানসূচক আচরণ করা হয়নি। কাজেই তাকে পায়ের নিচে কিংবা দলিত-মথিত অবস্থায় ব্যবহার করার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

وَعَنْهَا ٤٢٩٥ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِيْ غَزَاةٍ فَاَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ فَجَذَبَهُ حَتّٰى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا اَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ কোনো এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। আর আমি [তাঁর অবর্তমানে] একখানা কাপড় নিয়ে পর্দাস্বরূপ ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। যখন তিনি সফর শেষে ফিরে আসলেন এবং পর্দাটি দেখলেন, তখন তিনি এটাকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ আদেশ করেননি যে, আমরা ইট ও পাথরকেও যেন কাপড়চোপড় পরিধান করাই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অহেতুক ঘরকে সাজানো অপব্যয় ও অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এটা হারাম না হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। এভাবে ঘরকে সাজানো ইট-পাথরকে পোশাক পরিধান করানোরই নামান্তর।

وَعَنْهَا ٤٢٩٦ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব ভোগ করবে এমন সব লোকেরা যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদৃশতা করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٢٩٧ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার সৃষ্টির মতো করে যে ব্যক্তি [কোনো প্রাণী] সৃষ্টি করতে যায়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে? সুতরাং [যদি তারা এমনই দাবি করে, তাহলে] তারা একটি পিঁপড়া বা শস্যদানা কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি? –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٢٩٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, [কিয়ামতের দিন] আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যদি "نَاسٌ" শব্দ দ্বারা ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাহলে "مُصَوِّرُوْنَ" অর্থাৎ ছবি প্রস্তুতকারী দ্বারা ঐসব লোক উদ্দেশ্য যারা ইবাদত, উপাসনা ও পূজার জন্য ফটো, ছবি প্রস্তুত করে থাকে। তাই এদের কঠিন শাস্তিতে কোনো প্রশ্ন নেই। অথবা যে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাদৃশ্য লাভের জন্য ছবি প্রস্তুত করে থাকে। কেননা সে কাফের। আর যদি ছবি প্রস্তুতকারীর উদ্দেশ্যে সাদৃশ্য লাভ করা না হয়; বরং শুধুমাত্র ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্য এবং কারো স্মৃতি স্বরূপ ছবি, ফটো প্রস্তুত করে থাকে। সে কাফের নয়। কিন্তু কাফেরদের সদৃশতার ভিত্তিতে ফাসেক এবং কবীরা গুনাতে লিপ্ত হবে। এর উপরও কঠিন শাস্তি হবে। এ সময় "نَاسٌ" শব্দ দ্বারা যদি ব্যাপক উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ হুকুম ধমকি স্বরূপ হবে।

আর যদি "نَاسٌ" দ্বারা নির্দিষ্ট মুসলমান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে শাস্তির কাঠিন্য বাস্তবের উপর প্রযোজ্য হবে। অথাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বাধিক শাস্তি ফটোকারীদের হবে। তবে এ হুকুম জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে প্রাণী, জীবের ছবি প্রস্তুত করার মধ্যে রয়েছে। নির্জীব যেমন– গাছ, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির ছবি প্রস্তুত করা জায়েজ রয়েছে। একমাত্র হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, ফলবিশিষ্ট গাছের ছবি প্রস্তুত করা মাকরূহ। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে চায়? সুতরাং তারা একটি পিপীলিকা অথবা শস্যদানা কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি? তাই উক্ত হাদীস জীব নির্জীব উভয়ের ক্ষেত্রে জালেম বলা হয়েছে।

জমহুর বলেন যে, শাস্তি প্রদান করত একথা বলা হবে যে, "أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ" অর্থাৎ 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দাও।' আর এটা শুধু প্রাণীর বেলাই হতে পারে। এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে পরিষ্কার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) অর্থাৎ যদি তোমাকে একান্তই ছবি প্রস্তুত করতে হয়, তাহলে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি প্রস্তুত কর যাতে প্রাণ নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

তাছাড়া নির্জীব বস্তুর আকৃতি প্রস্তুতকারীকে "مُصَوِّرٌ" বলা হয় না; বরং চিত্র অঙ্কনকারী বলা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে যে, নির্জীবের ক্ষেত্রে জুলুম বলা হয়েছে তা হচ্ছে এমন অবস্থাতে যখন প্রয়োজন ব্যতীত খেলা-তামশার ভিত্তিতে অনর্থক অপচয় করে তাহলে এটা মাকরূহ থেকে খালি নয়। আর এর অভ্যাস করার দরুন জীব, প্রাণীর ছবি প্রস্তুতের ও অভ্যাস হয়ে যাবে। অতএব রাস্তা বন্ধের ভিত্তিতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে আবশ্যকীয়ভাবে একটি কথা স্মরণীয় রয়েছে যে, আরবের অধিবাসী কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম একথা বলে থাকেন। বর্তমান যুগে মেশিনের সাহায্যে প্রতিচ্ছবিবিশেষ যে ফটো উঠানো হয়ে থাকে তা জায়েজ রয়েছে। কেননা হাদীসের মধ্যে যে ছবি, ফটোর নিষেধ এসেছে তা এমন ছবি যার ইবাদত উপাসনা করা হয়ে থাকে। তা মাটি, পাথর এবং কাঠ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। প্রতিচ্ছবির ইবাদত করা হয় না। বিধায় নাজায়েজ নয়।

কিন্তু তাদের একথাটি হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ফটোর নিষেধ শুধুমাত্র মূর্তিসমূহের পূজা, উপাসনার দরুন নয়; বরং আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদৃশতাই হচ্ছে এ নিষেধের কারণ, আর "أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ" এর প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী। আর এটা সবধরনের ফটোর ক্ষেত্রে ব্যাপক।

অতএব সবধরনের ফটো নাজায়েজ হবে। এতে হাত দ্বারা মাটি, পাথরের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হোক, কিংবা মেশিনের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি আকারে উঠানো হোক। [তাতে কোনো পার্থক্য নেই।]

٤٢٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَيُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪২৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামি। সে যতগুলো ছবি তৈরি করেছে [কিয়ামতের দিন] সেগুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরি করতে হয়, তাহলে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরি কর যার মধ্যে প্রাণ নেই। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সমস্ত ওলামাদের ঐকমত্য যে, কোনো প্রাণহীন বস্তু, যেমন- ঘর, বাড়ি, আসবাবপত্র কিংবা গাছ-গাছড়া ইত্যাদির ছবি অঙ্কন করা জায়েজ আছে।

٤٣٠٠ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِىْ أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ

৪৩০০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্নের কথা বর্ণনা করবে, যা সে দেখেনি, তাকে [কিয়ামতের দিন] দুটি যবের বীজে গিঁট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে কিছুতেই গিঁট লাগাতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি অন্য লোকদের আলোচনা কান পাতিয়া শুনবে, অথচ তারা এ ব্যক্তির শুনাটা পছন্দ করে না অথবা তারা এ ব্যক্তি হতে দূরে থাকতে চায়, কিয়ামতের দিন তার কানে

الْقِيٰمَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে লোক [কোনো প্রাণীর] ছবি তৈরি করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং এগুলোতে প্রাণ দান করার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে কিছুতেই প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুটি যবের মধ্যে গিঁট লাগানো যেমন অসম্ভব, তেমন তার উপর হতে শাস্তিও রহিত হবে না।

وَعَنْ ٤٣٠١ بُرَيْدَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَاَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩০১. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-মাংস দ্বারা রঞ্জিত করল। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "نَرْدْشِيْر" একপ্রকার খেলা যা গুটি স্থানান্তরকরণের মাধ্যমে খেলানো হয়ে থাকে। যেহেতু এর আবিষ্কার পারস্যের বাদশাহ উরদাশীর ইবনে মালেক করেছিল বিধায় এ খেলার নাম 'নরদাশীর' রাখা হয়েছে।

অন্য আরেকটি খেলা রয়েছে যাকে 'শাতরাঞ্জ' বলা হয়ে থাকে। তাই আহনাফের মতে এ উভয় প্রকারে খেলা হারাম এবং আহনাফের নিকট সর্বপ্রকারের খেলা হচ্ছে হারাম। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'শতরঞ্জ' খেলা জায়েজ। কেননা এর দ্বারা মেধা বৃদ্ধি পায় এবং তীক্ষ্ণ হয়।

আহনাফ দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আলী (রা.) -এর বর্ণনার দ্বারা। "هُوَ مَيْسِرُ الْاَعَاجِمِ" অর্থাৎ এটা হচ্ছে অনারবদের জুয়া। এমনিভাবে হযরত আবূ মূসা (রা.) বলেন− "لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ اِلَّا خَاطِئٌ" অর্থাৎ 'শতরঞ্জ' পাপীই খেলে থাকে।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, هُوَ بَاطِلٌ অর্থাৎ শতরঞ্জ খেলা হচ্ছে বাতেল।

এমনিভাবে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন− "مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ شِيْرِ فَكَاَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِيْ دَمِ الْخِنْزِيْرِ" অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দাবা ও নরদাশীর খেলা খেলল সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।' তাছাড়া এতে রয়েছে জুয়া যা হারাম। অতঃপর জুয়া যদি নাও হয় তবুও তো খেলা। আর সর্বপ্রকার খেলা হারামের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে− لَهْوُ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ اِلَّا الثَّلٰثُ অর্থাৎ 'মুমিনের খেলা বাতিল কিন্তু তিনটি খেলা ব্যতীত।' আর তার অন্তরে আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীনতা হয়ে থাকে। "وَكُلُّ مَا اَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ" অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ বস্তু যা তোমাকে আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন করে দেয় তাই হচ্ছে জুয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র.) যা বলেছেন যে, শতরঞ্জ দাবা দ্বারা মেধা বৃদ্ধি পায় বা তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। তার জবাব হচ্ছে যে, খেলাধুলার মাধ্যমে মেধা বৃদ্ধির কোনো অর্থ নেই। মেধা বৃদ্ধির জন্য আরো অনেক মাধ্যম রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣٠٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ

৪৩০২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাত্রে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু ঘরের ভিতরে

أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَيُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَانِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

প্রবেশ করতে আমাকে যে জিনিস বিরত রেখেছিল তা হলো গৃহদ্বারের ছবিগুলো এবং ঘরের দরজায় একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল, তাতে ছিল অনেকগুলো প্রাণীর ছবি। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। [বস্তুত যে ঘরে এ সমস্ত জিনিস থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না।] সুতরাং ঐ সমস্ত প্রতিকৃতিগুলোর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে, তা কাটা হলে তখন তা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, তাকে কেটে দুটি গদি তৈরি করে নেবে, যা বিছানা এবং পায়ের নিচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, যে এটাকে ঘর হতে অবশ্যই বের করে দেওয়া হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করলেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْهُ ٤٣٠٣ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৩০৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে এমন একটি ঘাড় বের হবে যার থাকবে দুটি চক্ষু যারা দেখবে এবং থাকবে দুটি কান যারা শুনবে এবং কথা বলার জন্য থাকবে রসনা। বলবে, আমাকে তিন শ্রেণির লোকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে [যাদেরকে জাহান্নামে টেনে আনব]। ১. প্রত্যেক উদ্ধত জালেম, ২. ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মা'বূদ হিসেবে ডাকে এবং ৩. ছবি অঙ্কনকারীদের জন্য। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٣٠٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قِيلَ الْكُوبَةُ الطَّبْلُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

৪৩০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ্যপান করা, জুয়া খেলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। কেউ কেউ বলেছেন, কুবা অর্থ– তবলা।

–[বায়হাকী শুআবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মদ ও জুয়া হারাম করেছেন আল্লাহ তা'আলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন তাঁর রাসূল ﷺ। আমোদ-প্রমোদ ও ইবাদতের নামে ঢোল বা কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো সমস্ত ইমামের মতে হারাম। অবশ্য জিহাদ অভিযানে সৈনিকদের মধ্যে [উত্তেজনা] জোশ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা জায়েজ আছে। –[আত্তা'লীক]

وَعَنْ ٤٣٠٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَالْغُبَيْرَاءُ شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبْشَةُ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهَا السُّكُرْكَةُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩০৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মদ, জুয়া, কুবা ও গোবাইরা হতে নিষেধ করেছেন। গোবাইরা একপ্রকারের শরাব যা [আফ্রিকার] হাবশীরা বাজরা হতে প্রস্তুত করত। তা তাদের ভাষায় সুকুরকাহ। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : গোবাইরার যে ব্যাখ্যাটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সম্ভবত এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অভিমত। অথবা তাঁর পরে অন্য কোনো রাবীর।

وَعَنْ ٤٣٠٦ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নারদ খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : নারদ প্রসিদ্ধ একপ্রকার গুটি খেলা। হিন্দিতে তাকে চৌসার বলা হয়। ভারতের কোনো কোনো স্থানে বলা হয় পাঞ্জে চক্কা। দাবা খেলার মধ্যে ওলামাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ থাকলেও নারদ খেলা হারাম হওয়ার মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। কেননা তাতে সাধারণত জুয়া থাকে।

وَعَنْ ٤٣٠٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৩০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কবুতরের পিছনে দৌড়াচ্ছে [অর্থাৎ কবুতর নিয়ে খেলা করছে]। তখন তিনি বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছনে ছুটিতেছে। –[আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শুআবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ইমাম নববী (র.) বলেন, কবুতরের বাচ্চা, ডিম ইত্যাদির জন্য তা পালা-পোষা জায়েজ আছে। তবে শুধু শুধু এটাকে নিয়ে খেল-তামাশা করা নাজায়েজ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٤٣٠٨ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ (رض) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اِنِّيْ رَجُلٌ اِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ

৪৩০৮. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইবনে আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি, হস্তশিল্পই হলো আমার পেশা। আমি

صُنْعِهِ يَدِىْ وَاِنِّىْ اَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا اُحَدِّثُكَ اِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَاِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهِ الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا اَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنْ اَبَيْتَ اِلَّا اَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

এ সকল ছবি তৈরি করে থাকি। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমি তোমাকে তাই বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দেবেন, যে পর্যন্ত না সে তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকবে, অথচ সে কস্মিনকালেও এটাকে প্রাণ দিতে পারব না। এ কথা শুনে লোকটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়ল এবং তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। [তার অবস্থা দেখে] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! যদি তুমি এ পেশা ছাড়া অন্য কিছু করতে না চাও, তাহলে এ সকল গাছ-গাছড়া এবং এমন সব জিনিসের ছবি নির্মাণ কর যার মধ্যে প্রাণ নেই। –[বুখারী]

٤٣٠٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِىُّ ﷺ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاُمُّ حَبِيْبَةَ اَتَتَا اَرْضَ الْحَبْشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اُولٰئِكَ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ شِرَارُ خَلْقِ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩০৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ﷺ [ওফাতের প্রাক্কালে] অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর বিবিদের কেউ [আবিসিনিয়ার] মারিয়া গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। [ইসলামের প্রাথমিক যুগে] হযরত উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা (রা.) হিজরত করে হাবশা দেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা ঐ গির্জার সৌন্দর্য এবং তাতে যে সকল ছবি ছিল তার বর্ণনা করলেন। [একথা শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠিয়ে বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তাদের মধ্যে নেক বান্দা মারা যেত, তখন তারা ঐ ব্যক্তির কবরের উপরে মসজিদ বানিয়ে নিত। অতঃপর তথায় তারা এ সকল ছবি বানাত, বস্তুত তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। –[বুখারী ও মুসলিম]

٤٣١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا اَوْ قَتَلَهُ نَبِىٌّ اَوْ قَتَلَ اَحَدَ وَالِدَيْهِ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ .

৪৩১০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে সেই ব্যক্তির যে কোনো নবীকে কতল করেছে অথবা কোনো নবী যাকে কতল করেছেন। অথবা যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতার মধ্যে কাউকে কতল করেছে। আর ছবি প্রস্তুতকারীদের এবং ঐ আলেম যে নিজের ইলম হতে উপকৃত হয় না। [অর্থাৎ ইলম মোতাবেক আমল করে না।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী কোনো ব্যক্তিকে জিহাদে তথা দীনের ব্যাপারে কতল করেছেন, হদ বা কিসাসে নয়।

وَعَنْ ٤٣١١ عَلِيٍّ (رضـ) أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَلشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْاَعَاجِمِ ـ

৪৩১১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, শতরঞ্জ [দাবা] খেলা হলো আজমীদের [অনারবদের] জুয়া।

وَعَنْ ٤٣١٢ ابْنِ شِهَابٍ (رحـ) أَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ (رضـ) قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ اِلَّا خَاطِئٌ ـ

৪৩১২. অনুবাদ : হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেছেন, পাপী ব্যক্তিই দাবা খেলায় লিপ্ত হয়।

وَعَنْ ٤٣١٣ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعْبِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ ـ وَلَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْبَاطِلَ ـ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৩১৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে শিহাব যুহরী অথবা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটা বাতিল [অবৈধ] কাজ। আর আল্লাহ তা'আলা বাতিল কাজ পছন্দ করেন না। –[উপরিউক্ত হাদীস চারটি বায়হাকী শুআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤٣١٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَدُوْنَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْتِيْ دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِيْ دَارَنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَنَّ فِيْ دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوْا اِنَّ فِيْ دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلسِّنَّوْرُ سَبُعٌ ـ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

৪৩১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শ এক আনসারীর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। অথচ তাদের নিকটেই অন্য আরেকটি ঘর আছে [কিন্তু তিনি সে ঘরে যেতেন না।] এটাতে সেই গৃহবাসীর মনঃকষ্ট হলো। তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুকের ঘরে আসেন, অথচ আমাদের ঘরে আসেন না। [এটার কারণ কি?] উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, যেহেতু তোমাদের ঘরে কুকুর আছে। তখন তারা বলল, তাদের ঘরে তো বিড়াল রয়েছে। [আমরা তো মনে করি কুকুর ও বিড়াল উভয়ই একই শ্রেণির প্রাণী।] তখন নবী করীম ﷺ বললেন, বিড়াল তো একটি পশু মাত্র। –[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ বিড়ালের মধ্যে ঐ ঘৃণিত স্বভাব নেই যা কুকুরের মধ্যে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত কুকুর যে গৃহে থাকে তথায় রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقٰى
অধ্যায় : চিকিৎসা ও মন্ত্র

"اَلطِّبُّ" শব্দটি طَا -এর যেরের সাথে হলো প্রসিদ্ধ এবং আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন যে, طَا -এর মধ্যে যের, যবর, পেশ সবটিই পড়া জায়েজ। যার অর্থ হলো– রোগসমূহের চিকিৎসা করা। আর এর অর্থ জাদু করাও এসে থাকে। এজন্য "مَطْبُوْبٌ" জাদুকৃত ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে।

আর طِبٌّ হচ্ছে দু প্রকার– ১. শারীরিক, ২. আধ্যাত্মিক। নবীজী ﷺ -এর পৃথিবীতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। আর এ বিষয়কে কুরআনে কারীমের মধ্যে "وَيُزَكِّيْهِمْ" 'এবং 'নবী তাদের আত্মশুদ্ধি করবেন।' বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু রাসূল ﷺ শারীরিক চিকিৎসা সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তাহলে যেন তাঁর আনীত শরিয়ত পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কোনো দিকে অসম্পূর্ণ না থাকে।

"اَلرُّقٰى" হচ্ছে "رُقْيَةٌ"-এর বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে– মন্ত্র যা জ্বরাক্রান্ত, ব্যথাগ্রস্ত এবং জিনে ধরা ব্যক্তির উপর পাঠ করা হয়ে থাকে। এখন যদি এ "رُقْيَةٌ" কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে বর্ণিত "رُقْيَةٌ" দ্বারা হয়ে থাকে তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। আর যদি অনারবদের ভাষার এমন শব্দসমূহের মাধ্যমে হয় যেসব শব্দের অর্থ জানা নেই, তাহলে এটা হচ্ছে হারাম এবং নাজায়েজ। কারণ এতে কুফরি শব্দের সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি এমন শব্দসমূহের দ্বারা হয় যেসব শব্দের অর্থ জানা থাকে, আর শরিয়তের বিপরীত না হয়, তবুও জায়েজ। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে মন্ত্র থেকে নিষেধ সাবেত রয়েছে সে রেওয়ায়েত হয়তো রহিত হয়ে গিয়েছে অথবা এমন মন্ত্রের ক্ষেত্রে যার অর্থ জানা নয়। অথবা এ মন্ত্রকে স্বয়ং প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করা হয়ে থাকে। যেমন বরবর যগে এমন ধারণা করা হতো। অতএব নিষেধ এবং জায়েজের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

অতঃপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোনো কোনো ওহী যে রাসূল ﷺ -কে ওহীর দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, অমুক রোগের ঔষধ হচ্ছে অমুক বস্তু। আর কিছু জিনিস অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জন হয়েছে। যেমন মুসনাদে বায্যার এবং তাবারানীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে।

হযরত সুলায়মান (আ.) কোনো গাছের পিছনে, আড়ালে নামাজ পড়তে থাকতেন, তখন বলতেন, তোমার নাক কী ঐ গাছ তার নাম বলে দিত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন তুমি কোন রোগের ঔষধ? তদুত্তরে গাছটি বলত যে, আমি হলাম অমুক রোগের ঔষধ। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তা লিখে ফেলতেন।

সমস্ত উম্মতের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবাই চিকিৎসা করাকে মুস্তাহাব বলে থাকেন। কেননা হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহর নির্দেশে রোগ মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু চিকিৎসক কখনো রোগকে নির্ণয় করতে পারে না বরং ধারণার উপর ঔষধ করে থাকে। বিধায় হাজারো চিকিৎসা করার পর রোগ মুক্তি হয় না। যদি চিহ্নিত রোগের উপর সঠিক ঔষধ পড়ে তাহলে রোগ মুক্ত হয়ে যায়। এ কথাটিকেই হাদীসের মধ্যে "فَاِذَا اُصِيْبَ" দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে মুসনাদে আহমদের হাদীসে রয়েছে–

تَدَاوَوْا يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

অর্থাৎ তোমরা চিকিৎসা কর হে আল্লাহর বান্দারা! কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি কিন্তু তার ঔষধ সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র একটি রোগ ব্যতীত, আর তা হচ্ছে মৃত্যু।

কিন্তু কোনো কোনো কট্টরপন্থি সুফিগণ চিকিৎসাকে অস্বীকার করে থাকেন এবং বলেন যে, রোগ ইত্যাদিও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী হয়ে থাকে আর মোকাবিলা করে চিকিৎসা না করা উচিত। কিন্তু তাদের একথাটি হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ ভুল। কেননা চিকিৎসা ও ঔষধ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যাপার। যেমন রাসূল ﷺ ও ঔষধের ক্ষেত্রে ইরশাদ করেছেন যে, هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বস্তুসমূহের মধ্য হতে।' যেমন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা লাগা তাকদীরের মধ্যে হতে তাই খানা এবং পান করাও হচ্ছে তাকদীরের মধ্য হতে। এমনিভাবে রোগ ও আল্লাহর নির্ধারিত বস্তুসমূহ থেকে। আর ঔষধও অনুরূপ।

অতঃপর কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা যা মন্ত্র এবং ঔষধ ব্যবহার না করার ফজিলত বুঝে আসে যে, যে ব্যক্তি ঔষধ এবং মন্ত্র ব্যবহার করে না সে হিসাববিহীন জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা "كُلُّ دَاءٍ دَوَاءٌ" -এর বিরোধিতাকারী না বুঝা উচিত। কেননা "لَا يَسْتَرْقُوْنَ" অর্থাৎ 'মন্ত্র ব্যবহার করে না।' দ্বারা হারাম বস্তুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা এবং যেসব বস্তু মন্ত্রের অর্থ বুঝে আসে না সেসব মন্ত্র এবং কুফরি মন্ত্র থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য। জায়েজ মন্ত্র ব্যবহার উদ্দেশ্য নয়।

অথবা মন্ত্রবিশিষ্ট হাদীসসমূহ জাওয়ায বর্ণনার জন্য। আর "لَا يَسْتَرْقُوْنَ" বিশিষ্ট হাদীস ফজিলতে বর্ণনা করার জন্য। [যেমন নববী এবং মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেছেন।]

মোটকথা, শরীর ও দেহের চিকিৎসাকে তিব্ বলে। কোনো দেহ সুস্থ ও অসুস্থ নিরূপণকারীকে তাবীব বা চিকিৎসক বলা হয়। এ বিদ্যাটির সূচনা সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের অভিমত হলো, এটার কিছু অংশ কোনো কোনো নবী ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। অবশিষ্ট জ্ঞান যুগে যুগে মানুষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করেছে এবং অদ্যাবধি করছে। নবী করীম ﷺ বিশ্ব মানবের জন্য দৈহিক ও আত্মিক চিকিৎসকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই এ সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, আলোচ্য পর্বের হাদীসসমূহে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা একদিকে যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, অপরদিকে তার নিরাময়েরও ব্যবস্থা রেখেছেন। কাজেই রোগের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া কিংবা ঔষধ সেবন করা শরিয়তের পরিপন্থি নয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٣١٥ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৩১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ নাজিল করেননি, যার ঔষধ পয়দা করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করা এবং নিরাময়ের জন্য ঔষধ তালাশ করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া। মূলত তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়।

٤٣١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩১৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রোগী রোগমুক্ত হয়ে যায়। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٣١٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشِّفَاءُ فِيْ ثَلٰثٍ فِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَاَنَا اَنْهٰى اُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৩১৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে, শিঙ্গা লাগানো বা মধু পান করা অথবা তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে দাগ হতে নিষেধ করেছি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلْكَيُّ" শব্দের অর্থ হচ্ছে– অগ্নি দাগ লাগানো। উক্ত হাদীসে তো অগ্নি দ্বারা দাগ লাগানো থেকে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। অথচ অগ্নি দ্বারা দাগ লাগানোতে রোগ মুক্তির আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে সামনে হাদীস রয়েছে যে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.)-কে রাসূল ﷺ নিজে দাগ লাগিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে জোবায়ের (রা.)-কে দাগ লাগানো হয়েছে। তাই বাহ্যত হাদীসসমূহের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বিধায় এসবের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান এভাবে করা হয়ে থাকে যে, আরবের লোকেরা সাধারণত সকল ঔষদের শেষ ঔষধ দাগ লাগানোর মাধ্যমে করে থাকত। আর একে মূল প্রতিক্রিয়াশীল বলে ধারণা করে থাকত। আর এ হচ্ছে 'শিরকে খাফী' এ থেকে বাঁচানোর জন্য রাসূল ﷺ দাগ লাগানো থেকে নিষেধ করেছেন। তাই যেখানে এ বিশ্বাস নেই যে, 'দাগই আসল প্রক্রিয়াশীল' সেখানে দাগ লাগিয়েছেন।

অথবা এর অর্থ হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য ঔষধের মাধ্যমে রোগ মুক্তির আশা হয়ে থাকে দাগ না লাগানো উচিত। আর অন্যান্য ঔষধ যদি না থাকে তাহলে দাগ লাগাবে।

অথবা মারাত্মক ধরনের দাগ লাগানো থেকে নিষেধ রয়েছে, যার দ্বারা ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা রয়েছে। আর অনুমতি স্বাভাবিক দাগ লাগানোর বেলায় হয়েছে।

وَعَنْ ٤٣١٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ رُمِىَ اُبَيٌّ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلٰى اَكْحَلِهٖ فَكَوَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩১৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর শিরারোগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [ক্ষত স্থানটিতে] দাগিয়েছেন। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٤٣١٩ قَالَ رُمِىَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِيْ اَكْحَلِهٖ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهٖ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩১৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর শিরারগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন নবী করীম ﷺ নিজ হাতে উক্ত স্থানটিতে তীরের ফলক দ্বারা দাগিয়েছেন। অতঃপর তাঁর [সা'দের] হাত ফুলে গিয়েছিল, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাকে দাগিয়েছেন। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٤٣٢٠ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩২০. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর নিকট একজন চিকিৎসক পাঠালেন, সে তাঁর একটি রগ কেটে পরে তা দাগাল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খন্দক যুদ্ধের দিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর মতো হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)ও তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ দাগিয়েছেন, এর অর্থ হলো তাঁর নির্দেশে দাগানো হয়েছে। বস্তুত সেই ক্ষত দাগালে আরো অধিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা শিরকী আকিদার সন্দেহ হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে দাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٣٢١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَلسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, কালজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। ইবনে শিহাব (র.) বলেছেন, 'সাম' অর্থ মৃত্যু। আর 'হাব্বাতুস সাওদা' অর্থ শাওনীয বা কালজিরা। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সকল রোগের চিকিৎসা কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও এখানে বিশেষ বিশেষ রোগ অর্থাৎ অধিকাংশ রোগ উদ্দেশ্য। যেমন− সর্দি, কাশি ও কফ ইত্যাদি রোগের জন্য মহোপকারী। এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার কুরআনেও উল্লেখ আছে। যেমন− বিলকিসের ঘটনা প্রসঙ্গে− "وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ"

٤٣٢٢ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِيْ اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করাল। সে আবার এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার দাস্ত আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনি তাকে তিনবার বললেন, [অর্থাৎ লোকটি এসে তার ভাইয়ের দাস্ত ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ জানাত। আর নবী করীম ﷺ তাকে প্রত্যেকবার মধু পান করানোর নির্দেশ দিতেন।] অতঃপর সে চতুর্থবার এসে অভিযোগ করল। এবারও নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল, আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু তার দাস্ত আরো বেড়ে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ [তাঁর কালামে] যা বলেছেন, তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। [অর্থাৎ পেটে এখনও দূষিত পদার্থ রয়ে গেছে।] অতঃপর [চতুর্থবার] তাকে মধু পান করাল এবং সে আরোগ্য লাভ করল। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, মধু হচ্ছে শক্তিশালী এবং বিরেচক ঔষধ যা দাস্তকে বৃদ্ধি করে থাকে। এতদসত্ত্বেও রাসূল ﷺ দাস্তবিশিষ্ট রোগীকে মধু পান করার নির্দেশ কেমন করে দিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন যে, যদিও তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিপরীত হয় কিন্তু রাসূল ﷺ -এর দোয়া এবং মু'জিযার বরকত দ্বারা রোগ মুক্তি হয়েছে। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বিপরীত হয়নি। কারণ এ ব্যক্তির যে দাস্ত হচ্ছিল তা হজমের অভাবে ছিল যে পেটে বিনষ্ট উপাদান একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাই এ নষ্ট উপাদান যতক্ষণ বের না করা যাবে ততক্ষণ রোগ মুক্ত হবে না। এজন্য বিরেচক, জোলাফ ঔষধের দ্বারা সব নষ্ট উপাদানকে বের করা উচিত। বিধায় রাসূল ﷺ চিকিৎসার জন্য মধুকে নির্বাচন করেছেন সুতরাং বারংবার পানের দরুন সকল নষ্ট উপাদান বের হয়ে গেল তখন সে ব্যক্তি রোগ মুক্ত হয়ে গেলেন। অতএব রাসূল ﷺ -এর কথা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ মাফিক হয়েছে।

অতঃপর রাসূল ﷺ "صَدَقَ اللّٰهُ الخ" বলেছেন তাই কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনে কারীম মধু সম্পর্কে যা বলেছে فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [অর্থাৎ তাতে মানুষের জন্য রোগমুক্তি রয়েছে] এতে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী আর কেউ কেউ বলেন যে, মধু পানে রোগমুক্তি সম্পর্কে যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তা হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর "كَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, সে ব্যক্তির নিয়তের মধ্যে ইতস্ততা ছিল।

ইমাম রাযী (র.) বলেন যে, রাসূল ﷺ ওহীর দ্বারা অবগতি লাভ হয়েছে যে, শেষবার মধুপানে রোগমুক্তি হবে। যখন উপস্থিত রোগমুক্তি হয়নি এজন্য সত্যের বিপরীতে মিথ্যার প্রয়োগ করেছেন।

وَعَنْ ٤٣٢٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যেসব জিনিস দ্বারা চিকিৎসা কর, এর মধ্যে শিঙ্গা লাগানো এবং কোস্ত বাহ্রী ব্যবহার করা সর্বোত্তম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোস্ত বাহ্রী এক জাতীয় সাদা কাঠবিশেষ। রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে তা সাদা চন্দন।

وَعَنْهُ ٤٣٢٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উয্রা রোগের জন্য তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না; বরং তোমরা কোস্ত ব্যবহার কর। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শিশুদের আলজিহ্বা বড় হওয়াকে উযরা ব্যারাম বলা হয়। সাদা চন্দন পিষে পানি মিশ্রিত অবস্থায় শিশুদের নাকের ছিদ্রে ফোঁটা ফোঁটা ঢাললে এ রোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়।

وَعَنْ ٤٣٢٥ أُمِّ قَيْسٍ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে কায়স (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেন তোমরা শিশু-সন্তানদের তালু দাবিয়ে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? অবশ্যই তোমরা এ রোগের জন্য [অর্থাৎ আলজিহ্বা ফুলার জন্য] উদে-হিন্দী ব্যবহার কর। কেননা এতে সাত রকম রোগের নিরাময় নিহিত আছে। তন্মধ্যে একটি হলো পাঁজরের ব্যথা। বাচ্চাদের আলজিহ্বা ফুলার ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে মিশ্রিত করে ফোঁটা ফোঁটা নাকের ভিতরে দেবে। আর পাঁজরের ব্যথা হলো মুখ দিয়ে খাওয়াতে হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উদে-হিন্দী বা ভারতীয় কাঠ। এটা গিরি মল্লিকা ফুল গাছের কাঠ। ইউনানী শাস্ত্র মতে এটার নাম কোস্ত হিন্দী অথবা কোস্ত শীরীন। আর আরবিতে উদ মানে কাঠ এবং হিন্দী মানে ভারতবর্ষীয়। এ কাঠ ভারতবর্ষে পাওয়া যেতো বিধায় আরবরা এটার এই নাম দিয়েছে।

وَعَنْ ٤٣٢٦ عَائِشَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা ও রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিজ্ঞানের মতে সকল প্রকার তাপের উৎস হলো সূর্য। বেহেশত-দোজখ যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত জিনিস, সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের বিরোধ অবিরোধের কোনো প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ হতে হয়ে থাকে। কারণ জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান হতে আল্লাহর কুদরতে জগতের সকল রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নামের আগুন। জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে কিংবা আইস-ব্যাগ লাগাইয়া তাপ নিবারণ করা একটি ডাক্তারি বিধান। এমনকি অতি মাত্রায় তাপ বেড়ে গেল রোগীর সারা শরীর বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। অবশ্য রোগ ও রোগীভেদে চিকিৎসকের পরামর্শে তা করতে হয়। সুতরাং একথা মানতে হবে যে, নবী করীম ﷺ -এর বাণী আধুনিক কালেও চিকিৎসাশাস্ত্র বিধিসম্মত।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, فَيْحٌ অর্থ হচ্ছে গরমের তাপ। আর এখানে তুলনা দান হচ্ছে উদ্দেশ্য যে, জ্বরের গরম জাহান্নামের সাদৃশ্য। আর কেউ কেউ বলেন যে, একথাটি বাস্তবের উপর হচ্ছে প্রযোজ্য। অর্থাৎ জ্বরের গরমের উৎস হচ্ছে জাহান্নামের গরম। যে পৃথিবীতে অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদ এবং স্বীকারোক্তি প্রদানকারীদের জন্য হচ্ছে সুসংবাদ। কেননা জ্বরের দ্বারা গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে থাকে।

এখন ডাক্তারদের নীতি অনুযায়ী জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ঠাণ্ডা এবং ঠাণ্ডা পানি ভীষণভাবে ক্ষতিসাধনকারী এবং এর দ্বারা আরো কঠিন রোগসমূহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই রাসূল ﷺ যে اَبْرِدُوْهَا বলেছেন। এমনিভাবে অপর একটি হাদীসে রয়েছে, পানিতে ডুব দেবে। তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি সাধারণ জ্বরের ব্যাপারে রয়েছে। আর হাদীসের মধ্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট, বিশেষ ধরনের জ্বরের বেলায় ছিল যা হিজাযের মধ্যে হয়ে থাকতো। তা গরমের প্রচণ্ডতার দরুন পীতাম্বর প্রধান্য হয়ে পীতাম্বরী জ্বর হতো। তাই এর জন্য ঠাণ্ডা পানি হচ্ছে উপকারী। আর এখনো ডাক্তারগণ একথা স্বীকার করেন যে, এমন জ্বরাক্রান্ত রোগীকে বরফ পান করানো, মাথায় জলপটি দেওয়া, হাত মুখের উপর ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করা উপকারী। অতএব চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতির বিপরীত বা পরিপন্থি নয়।

হযরত শায়খুল হিন্দ (র.) বলেন যে, সত্যবাদী নবীর পবিত্র বাণীর উপর বিশ্বাস করে সর্বপ্রকার জ্বরের জন্য ঠাণ্ডা পানি দ্বারা চিকিৎসা [যদি কোনো ব্যক্তি] করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সম্মান রক্ষার্থে রোগমুক্তি দান করবেন।

وَعَنْ ٤٣٢٧ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩২৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো উপর বদনজর লাগলে, কোনো বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পাঁজরে খুজলি উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝাড়ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** প্রাক-ইসলাম যুগে ঝাড়ফুঁককে কুফরি বাক্য-শব্দ মিশ্রিত থাকায় তার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন তা হতে মন্তরকে নিষ্কলুষ করা হয়েছে, তখন তার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখানে اَلنَّمْلَةُ অর্থ পিঁড়ি-বাত, যা পিঁপড়ার মতো খুব ছোট ছোট খুজলি আকারে জমাট বেঁধে গায়ে উঠে।

وَعَنْ ٤٣٢٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُسْتَرْقٰى مِنَ الْعَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [কারো উপর] বদনজর লাগলে নবী করীম ﷺ ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٣٢٩ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى فِىْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ تَعْنِىْ صُفْرَةٌ فَقَالَ اِسْتَرْقُوْا لَهَا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩২৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ তাঁর [উম্মে সালামার] ঘরে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় [বদনজরের] চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ চেহারাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তখন তিনি বললেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর নজর লেগেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বদনজর মানুষের অথবা জিনেরা স্পর্শে হতে পারে। জিনের বদনজর লাগার অর্থ হলো জিন-পরীর প্রভাবে আক্রান্ত হওয়া।

وَعَنْ ٤٣٣٠ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّقٰى فَجَاءَ اٰلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِيْ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَاَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرٰى بِهَا بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৩০. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্তর তথা ঝাড়ফুঁক করা হতে নিষেধ করেছেন। [এই নিষেধের পর] আমর ইবনে হাযমের বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে এমন একটি মন্তর আছে, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করে থাকে। অথচ আপনি মন্তর পড়া হতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তারা মন্তরটি নবী করীম ﷺ -কে পড়ে শুনাল। তখন তিনি বললেন, আমি তো এটার মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব, তোমাদের যে কেউ নিজের কোনো ভাইয়ের কোনো উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে মন্তরের মধ্যে শিরকি কোনো শব্দ না থাকে, তার ব্যবহার করা মুবাহ। অতএব, তার দ্বারা অন্যের উপকার করা উত্তম কাজ। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, সে লোকই উত্তম যে ব্যক্তি অন্যের উপকার করে।

وَعَنْ ٤٣٣١ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِيِّ (رض) قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقٰى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৩১. **অনুবাদ :** হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আমরা মন্তর পড়ে ঝাড়ফুঁক করতাম। সুতরাং [ইসলাম গ্রহণের পর] আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সমস্ত মন্তর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমাদের মন্তরগুলো আমাকে পড়ে শুনাও। [তবে কথা হলো] মন্তর দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে কোনো আপত্তি নেই, যদি তার মধ্যে শিরকি কিছু না থাকে। -[মুসলিম]

وَعَنِ ٤٣٣٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَاِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৩২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য। যদি কোনো জিনিস তাকদীর পরিবর্তন সক্ষম হতো, তবে বদনজরই তা করতে পারত। আর যদি তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই ধুয়ে দেবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যে ব্যক্তির বদনজর লাগত, তার হাত, পা এবং দেহের নিচের অঙ্গ ধুয়ে যার উপরে নজর লাগিয়েছে তাকে উক্ত পানি দ্বারা গোসল করাত, ফলে সে বদনজর হতে আরোগ্য লাভ করতো। নবী করীম ﷺ এ কাজটির অনুমোদন দিয়েছেন এবং যার নজর লেগেছে, তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে সে নিজের পা ধুয়ে পানি দিয়ে দেয়। বর্তমানে আমাদের সমাজেও এ কথাটি প্রচলিত আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣٣٣ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ (رض) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَتَدَاوٰى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৩৩. **অনুবাদ :** হযরত উসামা ইবনে শারীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ঔষধপত্র ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা কর। কেননা বার্ধক্য রোগ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার [ঔষধ] নিরাময় সৃষ্টি করেননি। -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বার্ধক্যের পরে মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো রোগে ঔষধ সেবন করা বা চিকিৎসা করা মোবাহ। আর তা তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থি নয়। নবী করীম ﷺ উম্মতের শিক্ষার জন্য নিজেও ঔষধ ব্যবহার করেছেন।

وَعَنْ ٤٣٣٤ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৩৩৪. **অনুবাদ :** হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রোগীদের পানাহারের জন্য জবরদস্তি করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রাণীকে বাঁচান কিংবা মারেন আল্লাহই। খানাপিনা হলো একটা বাহ্যিক উপকরণ মাত্র। সুতরাং কোনো রোগী খানাপিনা না করলে মরে যাবে এমন ধারণা করা অবান্তর। কেননা সেই অবস্থায় তার স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সচল রাখা এবং তার মধ্যে পূর্ণ ধৈর্যধারণ করার শক্তি আল্লাহই সৃষ্টি করেন। এটাই হলো রোগীকে আল্লাহ তা'আলার পানাহার করানো।

وَعَنْ ٤٣٣٥ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوٰى اَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৩৩৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত আসআদ ইবনে যোরারার গায়ে অগ্নি-বাতের দরুন তপ্ত লোহা দ্বারা দাগিয়েছেন। -[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلشَّوْكَةُ" -এর অর্থ হলো- মুখমণ্ডল ও শরীর লাল হয়ে যাওয়া। তখন গোটা শরীর কাটার মতো বিঁধে। হিন্দিতে বলে سُرْخ بَادَہ, ডাক্তারি মতে এটা আগুন বা অগ্নিবাত।

وَعَنْ ٤٣٣٦ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৩৩৬. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পাঁজরে ব্যথার চিকিৎসায় কোস্ত বাহ্‌রী ও জয়তুনের তেল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٤٣٣٧ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرَسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৩৩৭. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁজরে ব্যথার রোগের চিকিৎসায় জয়তুনের তেল এবং অর্‌স্ ঘাস ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٣٣٨ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَالَهَا بِمَا تَسْتَمْشِيْنَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِى السَّنَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪৩৩৮. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা জোলাবের জন্য কি জিনিস ব্যবহার কর? আসমা বললেন, শোব্‌রুম ব্যবহার করি। নবী করীম ﷺ বললেন, তা তো অত্যধিক গরম–ভীষণ গরম। আসমা বলেন, পরে আমি সানা দ্বারা জোলাব নেই। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি মৃত্যু হতে রক্ষার কোনো ঔষধ থাকত, তবে সানা-এর মধ্যেই থাকত। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শোব্‌রম একপ্রকারের বীচি যা আকারে চানা বুটের মতো। আর সানা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ঘাস। কফ পিত্তের জন্য এটা উপকারী।

وَعَنْ ٤٣٣٩ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৩৯. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রোগ নাজিল করেছেন এবং ঔষধও। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর, কিন্তু হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করবে না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ নয়। তবে হ্যাঁ যদি কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলে যে, এ হারাম জিনিস ব্যতীত উক্ত রোগের অন্য কোনো ঔষধ নেই, তখন কোনো কোনো ওলামার মতে হারাম ঔষধ ব্যবহার করা জায়েজ। তবে যে জিনিস খাওয়া হারাম, ঔষধের জন্য তা মালিশ হিসেবে ব্যবহার করা সকলের মতে জায়েজ।

وَعَنْ ٤٣٤٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৩৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হারাম ও নাপাক জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। -[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٣٤١ سَلْمٰى (رض) خَادِمَةِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ مَا كَانَ اَحَدٌ يَشْتَكِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجْعًا فِىْ رَأْسِهٖ اِلَّا قَالَ اِحْتَجِمْ وَلَا وَجْعًا فِىْ رِجْلَيْهِ اِلَّا قَالَ اِخْتَضِبْهُمَا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৪১. **অনুবাদ :** হযরত নবী করীম ﷺ -এর খাদেমা [সেবিকা] সালমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি তাকে শিঙ্গা লাগাতে নির্দেশ দিতেন। আর কেউ পায়ের কষ্টের অভিযোগ নিয়ে আসলে তাকে তাতে মেহেদি লাগানোর পরামর্শ দিতেন। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْهَا ٤٣٤٢ قَالَتْ مَا كَانَ يَكُوْنُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَرْحَةٌ وَلَا نُكْبَةٌ اِلَّا اَمَرَنِىْ اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৩৪২. **অনুবাদ :** নবী করীম ﷺ -এর খাদেমা হযরত সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শরীরে যখনই কোনো আঘাত লাগত অথবা জখম হতো, তখন তিনি আমাকে উক্ত স্থানে মেহেদি লাগাতে নির্দেশ দিতেন। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٣٤٣ اَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلٰى هَامَتِهٖ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ اَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهٗ اَنْ لَّا يَتَدَاوٰى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৩৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাবশা আনমারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মাথায় এবং উভয় বাহুর মধ্যখানে শিঙ্গা লাগাতেন এবং তিনি আরো বলতেন, যে ব্যক্তি এসব স্থান হতে দূষিত রক্তগুলো বের করে দেয়, তবে তার জন্য অন্য কিছু দ্বারা কোনো রোগের ঔষধ না করলেও কোনো ক্ষতি হবে না।

-[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٣٤٤ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِحْتَجَمَ عَلٰى وَرِكِهٖ مِنْ وَثْاٍ كَانَ بِهٖ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৪৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ -এর নিতম্বে ব্যথা হওয়ায় তিনি তথায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٣٤٥ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِىَ بِهِ اَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلٰى مَلَاٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلَّا اَمَرُوْهُ مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪৩৪৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি ফেরেশতাদের যে কোনো দলের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁরা তাঁকে বলেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে শিঙ্গা লাগাবার আদেশ করুন। −[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শিঙ্গার ব্যবহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

وَعَنْ ٤٣٤٦ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ (رضـ) اَنَّ طَبِيْبًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِىْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত, একদা এক চিকিৎসক নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, বেঙ ঔষধের মধ্যে ব্যবহার করার হুকুম কী? তখন নবী করীম ﷺ তাকে বেঙ মারতে [এবং ঔষধে ব্যবহার করতে] নিষেধ করেছেন। −[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বেঙ নাপাক এবং হারাম। আর হারাম জিনিস দ্বারা ঔষধ ব্যবহার করা নাজায়েজ। অথবা মানুষের নিকট তা ঘৃণিত অথবা তার মধ্যে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি। তাই তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٤٣٤٧ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وَتِسْعَ عَشَرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ .

৪৩৪৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘাড়ের দুই পার্শ্বের উভয় রগে এবং উভয় বাহুর মধ্যখানে শিঙ্গা লাগাতেন। −[আবূ দাঊদ]

আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি চাঁদের সতেরো, উনিশ এবং একুশ তারিখেই শিঙ্গা লাগাতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মাসের প্রথম ভাগে রক্ত খুব বেশি চলাচল করে এবং শেষ ভাগে কম। তাই শেষ ভাগের শুরুতে লাগানো উত্তম।

وَعَنْ ٤٣٤٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ لِسَبْعِ عَشَرَةَ وَتِسْعِ عَشَرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৩৪৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ চাঁদের সতেরো, উনিশ এবং একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগানো পছন্দ করতেন। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٤٣٤٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشَرَةَ وَتِسْعِ عَشَرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৪৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সতেরো, উনিশ ও একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে সে সকল রোগ হতে নিরাময় থাকবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٣٥٠ كَبْشَةَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرَةَ (رضـ) اَنَّ اَبَاهَا كَانَ يَنْهٰى اَهْلَهٗ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৫০. অনুবাদ : হযরত কাবশা বিনতে আবূ বাকরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁর পিতা নিজেই পরবারস্থ লোকদেরকে মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করতেন এবং তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মঙ্গলবার রক্ত চলাচলের দিন এবং সেই দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে রক্ত [নির্গত হলে তা] বন্ধ হয় না। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٣٥١ الزُّهْرِيِّ (رحـ) مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ اَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَاَصَابَهٗ وَضَحٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ وَقَدْ اُسْنِدَ وَلَا يَصِحُّ.

৪৩৫১. অনুবাদ : তাবেয়ী ইমাম যুহরী (র.) হতে মুরসার আকারে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বুধ অথবা শনিবারে শিঙ্গা লাগানোর দরুন শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়। –[আহমদ ও আবূ দাউদ এবং তিনি বলেন, হাদীসটি কেউ মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।]

وَعَنْهُ ٤٣٥٢ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَجَمَ اَوْ اَطْلٰى يَوْمَ السَّبْتِ اَوِ الْاَرْبِعَاءِ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ فِي الْوَضَحِ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৩৫২. অনুবাদ : ইমাম যুহরী (র.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ শনিবারে কিংবা বুধবারে শিঙ্গা লাগায় অথবা শরীরের যে কোনো অঙ্গে ঔষধ মালিশ করায় এবং তার দরুন শ্বেত-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে যেন সে নিজেকেই দোষারোপ করে। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত যে, এ দুই দিনের যে কোনো দিন শিঙ্গা লাগালে উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَعَنْ ٤٣٥٣ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَأٰى فِىْ عُنُقِىْ خَيْطًا فَقَالَ مَا هٰذَا فَقُلْتُ خَيْطٌ رُقِىَ لِىْ فِيْهِ قَالَتْ فَاَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ اَنْتُمْ اٰلُ عَبْدِ اللّٰهِ لَاَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ فَقُلْتُ لِمَ تَقُوْلُ هٰكَذَا لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِىْ تَقْذِفُ وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اِلٰى فُلَانٍ الْيَهُوْدِىِّ فَاِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّمَا ذٰلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهٖ فَاِذَا رَقٰى كَفَّ عَنْهَا اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ اَنْ تَقُوْلِىْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী যায়নাব হতে বর্ণিত আছে যে, [আমার স্বামী] আব্দুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, [তোমরা গলায়] এটা কী? বললাম, এটা একটি তাগা, আমার জন্য তাতে মন্তর পড়া হয়েছে। যায়নাব বলেন, এটা শুনে তিনি তাগাটি ধরে ছিঁড়ে ফেললেন, অতঃপর বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহর পরিবারবর্গ! তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষী নও, [এতে কলুষিত হবে কেন?] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও জাদুটোনা শিরকি কাজ। [যায়নাব বলেন,] তখন আমি বললাম, আপনি কেন এরূপ কথা বলছেন? একবার আমার চোখে ব্যথা হচ্ছিল, যেন চোখটি বের হয়ে পড়বে। তখন আমি অমুক ইহুদির কাছে যাওয়া-আসা করতাম। যখন সে ইহুদি তাতে মন্তর পড়ল, তখনই তার ব্যথা চলে গেল। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বললেন, এটা তো শয়তানেরই কাজ। সে নিজের হাতের দ্বারা তাতে আঘাত করছিল, আর যখন মন্তর পড়া হয়, তখন সে বিরত হয়ে যায়। বস্তুত [এ সমস্ত রোগের জন্য] তোমার পক্ষে এরূপ বলাই যথেষ্ট ছিল, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অর্থ– হে মানুষের রব্ব! আপনি বিপদ দূর করে দেন এবং রোগ হতে নিরাময় দান করুন। আপনিই নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় প্রদান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন নিরাময় দান করুন, যেন কোনো রোগই অবশিষ্ট না থাকে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঝাড়ফুঁক বা তাবিজ-তুমার ব্যবহার করা এ শর্তে জায়েজ আছে যেন তাতে কোনো শিরকি বাক্য না থাকে বা এটাকে সরাসরি স্বয়ংক্রিয়াশীল বলে বিশ্বাস না করা হয়। জাহিলি যুগে তাকে স্বয়ংক্রিয়াশীল ধারণা করা হতো, তাই হযরত আব্দুল্লাহ এটাকে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَعَنْ ٤٣٥٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৫৪. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -কে নোশরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, উত্তর তিনি বললেন, তা তো শয়তানের কাজ। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'নোশরাহ' একপ্রকারের মন্তর। জাহিলি যুগে কোনো ব্যক্তি জিন-পরী দ্বারা প্রভাবিত হলে উক্ত বিশেষ মন্তর দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হতো এবং এটাকে স্বয়ংক্রিয়াশীল বলে লোকেরা আকিদা রাখত। কিন্তু কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম বা দোয়া কালাম দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٤٣٥٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اُبَالِيْ مَا اَتَيْتُ اِنْ اَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِيْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৫৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি যা [আল্লাহর পক্ষ হতে] নিয়ে এসেছি তৎসম্পর্কে অবহেলা করছি বলে প্রমাণিত হবে, যদি আমি বিষনাশক অমৃত পান করি বা তাবিজ ঝুলাই অথবা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করি। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত তিনটি কাজে শিরকি ও কুফরি কথা বা কুফরি বিশ্বাস মিশ্রিত না থাকলে তা নাজায়েজ নয় বটে, তবে বিশেষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সমীচীন নয়। মূলত যারা বৈধ-অবৈধের তথা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না, তারাই এসব কাজে লিপ্ত হয়।

وَعَنِ ٤٣٥٦ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ اكْتَوٰى اَوِ اسْتَرْقٰى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৩৫৬. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শরীর দাগায় অথবা ঝাড়ফুঁক করায়, সে [আল্লাহরই উপর] তাওয়াক্কুল হতে দূরে সরে পড়েছে। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রোগমুক্তির জন্য যে কোনো বৈধ পন্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ, বরং মোস্তাহাব। তবে এ সকল ব্যবস্থার উপর ভরসা করলে তাওয়াক্কুলের উচ্চ মর্যাদা হতে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

وَعَنْ ٤٣٥٧ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ (رحـ) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهٖ حُمْرَةٌ فَقُلْتُ اَلَا تُعَلِّقُ تَمِيْمَةً فَقَالَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ اِلَيْهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৫৭. অনুবাদ : হযরত ঈসা ইবনে হামযা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইমের নিকট গেলাম। তার শরীরে লাল ফোসকা পড়ে আছে। আমি বললাম, আপনি তাবিজ ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, তা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এটার কোনো কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেওয়া হয়। −[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٣٥٨ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا رُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ)

৪৩৫৮. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বদনজর কিংবা কোনো বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের বেলায়ই ঝাড়ফুঁক রয়েছে। −[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ, আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত বুরায়দা (রা.) হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঝাড়ফুঁকে অন্যান্য রোগেরও উপকারিতা আছে। তবে তুলমানমূলকভাবে এ দুই রোগেই তা অধিক ফলপ্রসূ।

وَعَنْ ٤٣٥٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا رُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ اَوْ دَمٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৫৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বদনজর লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন করা এবং রক্ত ঝরার জন্যই রয়েছে ঝাড়ফুঁক। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে রক্ত ঝড়া দ্বারা নাক হতে রক্ত ঝরা বা দূষিত হওয়া বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٤٣٦٠ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (رضـ) قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ يُسْرَعُ اِلَيْهِمُ الْعَيْنُ اَفَاَسْتَرْقِيْ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَاِنَّهٗ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৩৬০. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জা'ফর [তাইয়্যার]-এর সন্তানদের উপর দ্রুত বদনজর লেগে থাকে। সুতরাং আমি কি তাদের জন্য ঝাড়ফুঁক করাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেননা যদি কোনো জিনিস তাকদীরের অগ্রগামী হতে পারত, তবে বদনজরই তার অগ্রগামী হতো। −[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٣٦١ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ اَلَا تُعَلِّمِيْنَ هٰذِهٖ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيْهَا الْكِتَابَةَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

৪৩৬১. **অনুবাদ :** হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট বসাছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে প্রবেশ করলেন এবং [আমাকে লক্ষ্য করে] বললেন, তুমি যেভাবে হাফসাকে হস্তলিপি শিখিয়েছ, অনুরূপভাবে তাকে নামলা রোগের মন্তর শিখাও না কেন? –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] اَلنَّمْلَةُ : [নামলা] একপ্রকার চর্মরোগ, যা ফোসকার মতো প্রকাশ পায়. এটাতে খুব জ্বালা-যন্ত্রণা হয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তিত হতে থাকে।

وَعَنْ ٤٣٦٢ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (رض) قَالَ رَاٰى عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّاَةٍ قَالَ فَلُبِطَ سَهْلٌ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ فِىْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَاللّٰهِ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهٗ فَقَالَ هَلْ تَتَّهِمُوْنَ لَهٗ اَحَدًا فَقَالُوْا نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيْعَةَ قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامِرًا فَتَغَلَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَلَّا بَرَّكْتَ اِغْتَسِلْ لَهٗ فَغَسَلَ لَهٗ عَامِرٌ وَجْهَهٗ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَاَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ اِزَارِهٖ فِىْ قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهٗ بَاْسٌ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَفِىْ رِوَايَتِهٖ قَالَ اِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّاْ لَهٗ فَتَوَضَّاَ لَهٗ.

৪৩৬২. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে হুনাইফের পুত্র আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমের ইবনে রাবীআ সাহল ইবনে হুনাইফকে গোসল করতে দেখলেন এবং [তার মসৃণ দেহ দেখে] বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আজকার মতো আমি কোনোদিন দেখিনি এবং পর্দার আড়ালে রক্ষিত [অর্থাৎ কুমারী মেয়ের] কোনো চামড়াও [সাহলের চামড়ার মতো] এরূপ দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর [তার মুখ হতে এ শব্দগুলো বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই] হযরত সাহল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং [এ অবস্থায়] তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আনা হলো। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সাহল ইবনে হুনাইফের জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহর কসম! সে তো তার মাথা উঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কাউকেও তার সম্পর্কে অভিযুক্ত কর? লোকেরা বলল, আমরা আমের ইবনে রবীআর উপর সন্দেহ করি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দোয়া করলে না কেন? [যাতে বদনজর ক্রিয়া করত না। অতঃপর তিনি বললেন,] তুমি [তোমার শরীরের কিছু অঙ্গ] সাহলের জন্য ধুয়ে দাও। তখন আমের নিজের মুখমণ্ডল, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা হাঁটু হতে অঙ্গুলির পার্শ্ব এবং ইজারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন, অতঃপর সে পানি সাহলের উপর ঢেলে দেওয়া হলো। তাতে সাহল সুস্থ হয়ে লোকজনের সাথে হেঁটে আসলেন, যেন তাঁর শরীরে কোনো কষ্ট ছিল না। –[শরহে সুন্নাহ] আর ইমাম মালেক (র.)-এর এক রেওয়ায়েত আছে, নবী করীম ﷺ আমেরকে বললেন, বদনজর একটি সত্য ব্যাপার। সুতরাং তুমি সাহলের জন্য অজু কর। আমের তার জন্য অজু করলেন [এবং পানিগুলো সাহলের গায়ে ঢেলে দিলেন]।

وَعَنْ ٤٣٦٣ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتْ اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ) .

৪৩৬৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন এবং মানুষের চক্ষু [বদনজর] হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, মু'আব্বাযাতাইন [সূরা ফালাক্ব ও নাস] নাজিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর যখন উক্ত সূরা দুটি নাজিল হলো, তখন তিনি উক্ত সূরা দুটি দ্বারা পানাহ চাইতে লাগলেন এবং অন্য কিছু দ্বারা পানাহ চাওয়া পরিত্যাগ করলেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

وَعَنْ ٤٣٦٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ رُأِيَ فِيْكُمُ الْمُغَرِّبُوْنَ قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَذُكِرَ حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ فِيْ بَابِ التَّرَجُّلِ)

৪৩৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি মুগাররিবূন পরিলক্ষিত হয়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মুগাররিবূন কি? তিনি বললেন, মুগাররিবূন ঐ সমস্ত লোক, যাদের মধ্যে জিন অংশীদার হয়। –[আবূ দাঊদ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস "خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ" তারাজ্জুলের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'মুগাররিবূন' অর্থ– আল্লাহর জিকির হতে দূরীভূত। হাদীসে বর্ণিত আছে, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীসহবাসকালে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا এ দোয়াটি না পড়ে, তখন জিন শয়তান নিজের দেহটি ঐ ব্যক্তির দেহের সাথে মিশিয়ে দেয় এবং সেই ব্যক্তির সাথে স্ত্রীসহবাসে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং উক্ত হাদীসে 'মুগাররিবূন' দ্বারা ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে যারা সহবাসের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣٦٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوْقُ اِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَاِذَا صَحَّتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوْقُ بِالصِّحَّةِ وَاِذَا فَسَدَتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوْقُ بِالسَّقَمِ .

৪৩৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাকস্থলী হলো দেহের হাউজ [কূপ]। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো সেই হাউজের দিকেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং যখন পাকস্থলী ভালো হয়, তখন শিরাগুলোও সারা দেহে স্বাস্থ্যকর উপাদান সরবরাহ করে। আর যখন পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যায়, তখন শিরাগুলোও দূষিত উপাদান সরবরাহ করে থাকে।

وَعَنْ ٤٣٦٦ عَلِيٍّ (رض) قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَنَاوَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ اَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِىْ اِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى اِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৩৬৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়ছিলেন, এ অবস্থায় তিনি জমিনে তাঁর হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করল। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা দ্বারা বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। অতঃপর নামাজ শেষ করে বললেন, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহর লানত হোক। সে নামাজি বেনামাজি অথবা বলেছেন, নবী কিংবা অন্য কাউকেও ছাড়ে না। [বরং যেখানে যাকে সুযোগে পায় দংশন করে বসে।] অতঃপর তিনি কিছু লবণ ও পানি চেয়ে নিলেন এবং তাকে একটি পাত্রে মিশালেন, অতঃপর অঙ্গুলির দংশিত স্থানে পানি ঢালতে এবং উক্ত স্থান মুছতে লাগলেন এবং মু'আব্বাযাতাইন সূরা দুটি দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন। -[বায়হাকী হাদীস দুটি শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বিষাক্ত প্রাণীকে দংশনের পরে এবং পূর্বে উভয় অবস্থায় মেরে ফেলা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٤٣٦٧ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ (رح) قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَهْلِىْ اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ اِذَا اَصَابَ الْاِنْسَانَ عَيْنٌ اَوْ شَىْءٌ بَعَثَ اِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِىْ جُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فَخَضْخَضَتْهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ فَاطَّلَعْتُ فِى الْجُلْجُلِ فَرَاَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৩৬৭. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা পানির একটি পেয়ালা দিয়ে আমাকে হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তখন নিয়ম ছিল, যদি কারো উপর বদনজর লাগত কিংবা অন্য কোনো অসুখ হতো তখন হযরত উম্মে সালামার কাছে একটি টব পাঠিয়ে দিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু পশম মোবারক বের করতেন, যা তিনি একটি রৌপ্য কৌটার মধ্যে রাখতেন। অতঃপর তিনি উক্ত পশম মোবারক পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন এবং সেই পানিগুলো রোগীকে পান করানো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রূপার সেই নলটির মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তাতে [রাসূল ﷺ -এর] কয়েকটি লাল বর্ণের পশম রয়েছে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কা'বা শরীফের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে যেভাবে রেশমি কাপড়ের গেলাফ ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ রাসূল ﷺ -এর পশম মোবারককে একটি রৌপ্য কৌটার ভিতরে রাখা হয়েছে তার সম্মানার্থে।

وَعَنْ ٤٣٦٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الْاَرْضِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَخَذْتُ ثَلٰثَةَ اَكْمُؤٍ اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ وَجَعَلْتُ مَاءَهُمْ فِيْ قَارُوْرَةٍ وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِيْ عَمْشَاءَ فَبَرَأَتْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

৪৩৬৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, কামআত [বেঙের ছাতা] হলো জমিনের বসন্ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাদের ধারণা পাল্টিয়ে বললেন, বেঙের ছাতা তো মান্ন সদৃশ। এটার পানি চক্ষু রোগের ঔষধবিশেষ। আর আজওয়া [নামীয় খেজুর] বেহেশতী ফল। তা বিষনাশক। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি বেঙের ছাতা নিয়ে তার রস নিংড়িয়ে একটি শিশির মধ্যে রাখলাম। অতঃপর আমার এক রাতকানা দাসীর চোখের মধ্যে সেই পানি সুরমার সাথে ব্যবহার করলাম। তাতে সে আরোগ্য লাভ করল। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মান্ন হলো বনী ইসরাঈলগণ শাস্তি ভোগকালে তীহ ময়দানে আল্লাহর হুকুমে যে খানা লাভ করেছে তারই নাম। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় তারা এ খানা পেয়েছিল। তা রাত্রে কুয়াশার মতো অবতীর্ণ হয়ে হালুয়ার আকারে বিভিন্ন স্থানে জমে থাকত, সকালে তারা তা সংগ্রহ করে খেত। সাদা বর্ণের বেঙের ছাতা খাদ্যবস্তু, কিন্তু কালো বর্ণেরটি অখাদ্য ও বিষাক্ত। মান্ন যেরূপ বিনা আয়াসে ও বিনা খরচে বনী ইসরাঈলদের জন্য জুটিছে, বেঙের ছাতাও তদ্রূপ বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়। এজন্য উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এটার রস চক্ষু রোগের জন্য বিশেষ উপকারী এবং ঔষধের কাজ করে।

وَعَنْهُ ٤٣٦٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلٰثَ غَدَوَاتٍ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلَاءِ.

৪৩৬৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে, সে কোনো বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না।

وَعَنْ ٤٣٧٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْاٰنِ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ اَنَّ الْاَخِيْرَ مَوْقُوْفٌ عَلٰى ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

৪৩৭০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিরাময়কারী দুটি জিনিসিকে তোমরা আঁকড়ে ধর। তা হলো মধু এবং কুরআন। –[ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী উপরিউক্ত হাদীস দুটি শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, এ শেষোক্ত হাদীসটি নবী করীম ﷺ -এর বাণী নয়, বরং এটা ইবনে মাসউদ (রা.) পর্যন্ত মওকুফ [অর্থাৎ তাঁর কথা হওয়াই সঠিক]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ মধু খাও এবং কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা মধুর প্রশংসায় বলা হয়েছে- فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ আর কুরআনের প্রশংসায় বলা হয়েছে- هُدًى وَّشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

٤٣٧١ - وَعَنْ أَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ عَلٰى هَامَتِهٖ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَاحْتَجَمْتُ اَنَا مِنْ غَيْرِ سَمٍّ كَذٰلِكَ فِىْ يَافُوْخِىْ فَذَهَبَ حُسْنُ الْحِفْظِ عَنِّىْ حَتّٰى كُنْتُ اُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِى الصَّلٰوةِ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৪৩৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ কাবশা আনমারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষমিশ্রিত বকরির গোশ্‌ত খাওয়ার কারণে তিনি নিজের মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগান। [অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী] মা'মার (রা.) বলেন, বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকা সত্ত্বেও আমি আমার মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগালাম। ফলে আমার স্মরণশক্তি লোপ পায়। এমনকি, নামাজের মধ্যে আমাকে সূরা ফাতেহা বলে দিতে হতো। -[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খায়বার এলাকায় এক ইহুদি মহিলা নবী করীম ﷺ-কে সত্য নবী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বকরির গোশ্‌তে বিষ মিশ্রিত করে খাওয়ার জন্য পেশ করল। রাসূল ﷺ খাদ্যগ্রাস মুখে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিবরাঈল (আ.) জানিয়ে দিলেন, এতে বিষ আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মুখের গ্রাসটি ফেলে দিলেন। তবুও মুখের লালার সাথে যে পরিমাণ বিষ মিশ্রিত হয়ে দেহে প্রবেশ করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বিভিন্ন সময় অসুস্থতা বোধ করতেন এবং শিঙ্গা লাগাতেন।

٤٣٧٢ - وَعَنْ نَافِعٍ (رح) قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ يَنْبَغُ بِىَ الدَّمُ فَأْتِنِىْ بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَهِىَ تَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِى الْحِفْظِ وَتَزِيْدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلَى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاجْتَنِبُوْا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحَدِ

৪৩৭২. অনুবাদ : হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমাকে বললেন, হে নাফে'! আমার শরীরে রক্ত টগবগ করছে, সুতরাং একজন যুবক শিঙ্গাওয়ালা ডেকে আন। বালক কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এনো না। নাফে' বলেন, অতঃপর হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, খালি পেটে শিংগা লাগানো শরীরের জন্য খুবই ফলপ্রসূ! তাতে জ্ঞান ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে কেউ শিঙ্গা লাগাতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে ভরসা করে বৃহস্পতিবারে শিঙ্গা লাগায়। শুক্র, শনি ও রবিবারে যেন শিঙ্গা না লাগায়।

فَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَثَاءِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فَاِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِىْ اُصِيْبَ بِهِ اَيُّوْبُ فِى الْبَلَاءِ وَمَا يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ اَوْ لَيْلَةِ الْاَرْبِعَاءِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

আবার সোম ও মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাবে, কিন্তু বুধবারে শিঙ্গা লাগাবে না। কেননা হযরত আইয়ূব (আ.) বুধবারেই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ বুধবার দিনে অথবা রাত্রেই জন্ম লাভ করে। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٣٧٣ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ لِسَبْعِ عَشَرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ . رَوَاهُ حَرْبُ مِنْ اِسْمَاعِيْلَ الْكِرْمَانِىِّ صَاحِبُ اَحْمَدَ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذٰلِكَ هٰكَذَا فِى الْمُنْتَقٰى وَرَوٰى رَزِيْنٌ نَحْوَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৪৩৭৩. অনুবাদ : হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো চান্দ্রমাসের সতেরো তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগানো গোটা বৎসরের রোগের জন্য চিকিৎসা। –[ইমাম আহমদ (র.)-এর শাগরেদ হরব ইবনে ইসমাঈল কারমানী বলেন, তবে এ হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। মুনতাকা কিতাবেও অনুরূপভাবে উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য রাযীন অনুরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْفَالِ وَالطِّيَرَةِ
পরিচ্ছেদ : শুভ ও অশুভ লক্ষণ

"اَلْفَالُ" শব্দটি অধিকাংশ সময় হামযা ব্যতীত ব্যবহৃত হয় এবং কখনো কখনো হামযার সাথেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
আর "اَلطِّيَرَةُ" 'তা' এর যের এবং 'ইয়া' -এর যবর দ্বারা অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর কোনো কোনো সময় 'ইয়া' এর সাকিনের সাথেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
আর "فَالٌ" -এর ব্যবহার ভালো এবং মন্দের মধ্যে হয়ে থাকে এবং "طِيَرَةٌ" -এর ব্যবহার অধিকাংশ মন্দের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং "فَالٌ" সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে "يُمْنُ فَالِيْ" [শুভলক্ষণ গ্রহণ] "بَدْ فَالِيْ" [অশুভলক্ষণ]।
আর 'কামূস' রচয়িতা বলেন যে, فَالٌ -এর অধিকাংশ ব্যবহার ভালো-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং "طِيَرَةٌ" -এর মন্দের ক্ষেত্রে। অতঃপর শুভলক্ষণ গ্রহণ করা প্রশংসনীয় এবং সুন্নত। সুতরাং নবী করীম ﷺ ভালো নাম ও স্থানের দ্বারা শুভলক্ষণ গ্রহণ করে থাকতেন। আর অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা হচ্ছে নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَكَانَ يُحِبُّ الْاِسْمَ الْحَسَنَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ শুভলক্ষণ গ্রহণ করতেন এবং অশুভলক্ষণ গ্রহণ করতেন না এবং তিনি সুন্দর নামকে ভালো বাসতেন। -[শরহে সুন্নাহ]
অর্থাৎ উত্তম নামকে রাসূল ﷺ পছন্দ করতেন। কেননা ভালো নাম থেকে ভালো কাজ সংঘটিত হওয়ার আশা রয়েছে। যদি অসুন্দর নাম হতো তাহলে রাসূল ﷺ এ নাম পরিবর্তন করে উত্তম ভালো নাম রাখতেন।
আর "تَطَيُّرٌ" [অশুভলক্ষণ গ্রহণ] এর মূল উৎস হচ্ছে, আরবের অধিবাসীদের এ অভ্যাস ছিল যে, তারা যখন কোনো কাজের জন্য ভ্রমণের ইচ্ছা করত তখন গাছের উপর থেকে কোনো পাখিকে উড়াত, যদি পাখিটি ডানদিকে যেত তখন যাত্রা শুভ বলে মনে করত এবং ভ্রমণের জন্য বের হয়ে যেত। আর যদি পাখিটি বামদিকে উড়ে যেত তাহলে এ ভ্রমণ বা যাত্রাকে অমঙ্গল অশুভ বলে মনে করত এবং যাত্রা থেকে বিরত থাকত।
আর "فَالٌ" যা অধিকাংশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভালো কাজের আশাবাদীর মধ্যে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা থেকে সর্বদা দয়া এবং রহমতের আশা পোষণ করা হচ্ছে উত্তম। এজন্য শুভলক্ষণ গ্রহণ হচ্ছে উত্তম।
আর "طِيَرَةٌ" অধিকাংশ সময় মন্দের, অমঙ্গলের বেলায় ব্যবহৃত হয়ে হচ্ছে তিরস্কৃত। এজন্য যে, এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নৈরাশ্য হয়ে থাকে।
وَانْقِطَاعُ الرَّجَاءِ عَنِ اللّٰهِ شَنِيْعٌ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নৈরাশ্য হওয়া হচ্ছে মন্দকাজ। এ পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে এ জাতীয় বিভিন্ন কুসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٣٧٤ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوْا وَمَا الْفَالُ قَالَ اَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোনো কিছুকে অশুভ গণ্য করো না। অবশ্য কিছু শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা উত্তম। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, শুভ লক্ষণ কী? তিনি বললেন, তোমাদের কারো [তার অবস্থা ও পরিস্থিতি মোতাবেক তার] পক্ষে কোনো ভালো কথা, যা সে শুনতে পায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করাতে মঙ্গলকে অর্জন এবং অমঙ্গলকে দূরীভূত করার মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্কে, অধিকার নেই। এর প্রতি বিশ্বাস না করা উচিত। যা সংঘটিত হওয়ার তা হয়েই থাকবে। অশুভ লক্ষণ গ্রহণে নিষেধ করে রাসূল ﷺ শুভলক্ষণ গ্রহণের প্রশংসায় বলেছেন যে, "طِيَرَةٌ" যা আভিধানিক অর্থের দিক থেকে ব্যাপক এর প্রকারাদির মধ্য থেকে "فَالٌ" হচ্ছে উত্তম। যেহেতু আরবের অধিবাসীরা "طِيَرَةٌ" -কেও উত্তম বলে মনে করে থাকত। তাদের বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ ইসমে তাফযীলের সীগাহ "وَخَيْرُهَا" দ্বারা বর্ণনা করেছেন। বিধায় "طِيَرَةٌ" -এর মধ্যে কল্যাণ মৌলিকভাবে প্রতীয়মান হয়নি।

অথবা আভিধানিক দিক থেকে যেহেতু "طِيَرَةٌ" শুভলক্ষণ ও অশুভলক্ষণ গ্রহণের বেলায় ব্যাপক এজন্য "اِسْمُ تَفْضِيْلٍ" তার অর্থে সঠিক রয়েছে।

অথবা, "اِسْمُ تَفْضِيْلٍ" এখানে তার মূল অর্থের মধ্যে ব্যবহৃত নয়; বরং "صِفَتُ مُشَبَّهَة" -এর অর্থে [অর্থাৎ উত্তম হলো] যেমন কুরআনে কারীমের মধ্যে وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَاَحْسَنُ مَقِيْلًا অর্থাৎ সেদিন জান্নাতিদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

এখানে উক্ত আয়াতে "خَيْرٌ" ইসমে তাফযীল তার মূল অর্থে ব্যবহৃত নয়। নতুবা এতে জাহান্নামিদের কল্যাণ আবশ্যক হয়ে যাবে।

وَعَنْهُ ٤٣٧٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৩৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোগে সংক্রামী হওয়া বলতে কিছুই নেই, কোনো কিছুতে অশুভ নেই। পেঁচকের মধ্যে কু-লক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কোনো অশুভ নেই। তবে কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন কর, যেমন তুমি বাঘ হতে পলায়ন করে থাক। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "عَدْوٰى" বলা হয় যে, একজনের রোগ অপরজনের দিকে অনুপ্রবেশ করা যাকে ছোয়া রোগ বলা হয়। বরবরতার যুগে এ আকিদা বিশ্বাস ছিল যে, কোনো রোগী অন্য সুস্থ মানুষের সঙ্গে বসে অথবা খানা খায়। তাহলে এ রোগ ঐ সুস্থ ব্যক্তির দিকে, শরীরে অনুপ্রবেশ করে ঐ সুস্থ ব্যক্তিও রোগী হয়ে পড়ে। আর বর্তমানে আমাদের যুগের ডাক্তারদেরও এ বিশ্বাস রয়েছে যে, সাতটি প্রকারের রোগ একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। "جُزَامٌ" [কুষ্ঠরোগ] "جَرَبٌ" [খুজলি] "جُدْرِيٌ" [মহামারী, বসন্ত] "بَخَرٌ" [জ্বর] "رَمَدٌ" [চোখ উঠা] "حَصْبَةٌ" "اَمْرَاضُ وَبَائِيْ ." [প্লেগ, মহামারী] তাই নবী করীম ﷺ এ ভ্রান্ত আকিদা, বিশ্বাস রাখা ঠিক নয়। বরং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা যেমন প্রথমজনকে রোগ দিয়েছেন এমনিভাবে অন্যজনকেও দান করে থাকেন। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, مَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ অর্থাৎ 'প্রথমজনকে কে রোগ অনুপ্রবেশ করাল।' যদি রোগ অনুপ্রবেশ করত তাহলে সর্বপ্রথম রোগীর আত্মীয়স্বজন রোগাক্রান্ত হয়ে যেত। আর স্বয়ং ডাক্তারও অসুস্থ হয়ে পড়তেন। অতএব এ আকিদা-বিশ্বাস হচ্ছে ভ্রান্ত।

কিন্তু উল্লিখিত হাদীসের দ্বিতীয়াংশ "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ" আর কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে "لَا يُوْرِدُهُنَّ ذُوْ عَاهَةٍ عَلٰى مُصِحٍّ وَغَيْرُهَا" ইত্যাদি রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝে আসে যে, কোনো কোনো রোগ একজন থেকে অপরজনের দিকে অনুপ্রবেশ করে থাকে। অন্যথায় রোগী ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির নিকট না যাওয়ার নির্দেশ রাসূল ﷺ দিতেন না। তাই এর অনেক অনেক জবাব দেওয়া হয়েছে। একটি জবাব তো হচ্ছে যে, "لَا عَدْوٰى" দ্বারা রাসূল ﷺ মূর্খতার আকিদা-বিশ্বাসকে রহিত করেছেন। যারা একে বাস্তবে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করে। আর "فِرَّ مِنَ الْمَجْزُوْمِ" ইত্যাদি হাদীসসমূহ দ্বারা এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আর অসর্তকতার দরুন যা আল্লাহর হুকুমে অনুপ্রবেশ করবে এর জন্য রাসূল ﷺ বলেছেন, "فِرَّ مِنَ الْمَجْزُوْمِ" ইত্যাদি।

আর হাফেজ ইবনে হাজার (র.) অন্য আরেকটি জবাব দিয়েছেন যে, মানুষদেরকে খারাপ আকিদা-বিশ্বাস থেকে বাঁচানোর জন্য পলায়ন করার নির্দেশ দান করেছেন। কেননা একে অপরের সাথে মিলামিশার দরুন আল্লাহর হুকুমে রোগ হবে। কিন্তু মানুষ

মনে করবে যে, সেখানে যাওয়ার দরুন রোগ অনুপ্রবেশ করেছে। যদি না যেয়ে রোগ হয়ে যায় তাহলে এমন আকিদা-বিশ্বাসের জন্ম নেবে না। অতএব হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

قَوْلُهُ وَلَا هَامَةَ : এর মধ্যে মীমের তাখফীফের সাথে পড়া হচ্ছে প্রসিদ্ধ। আর মীমের তাশদীদের সাথেও জায়েজ রয়েছে। "هَامَّةٌ" শব্দের বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, বরবর যুগে এ আকিদা-বিশ্বাস ছিল যে, মৃত ব্যক্তির হাড্ডি থেকে একটি পাখি সৃষ্টি হয়ে উড়তে থাকে এবং মৃত ব্যক্তির ঘরে আসতে থাকে। যা অশুভ লক্ষণের নিদর্শন।

আর কেউ কেউ বলেন যে, নিহত ব্যক্তির মাথা থেকে একটি পাখি জন্ম লাভ করে থাকে যা সর্বদা আরাধনা করতে থাকে যে, আমাকে পানি পান করাও। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একথাই বলতে থাকে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, এ হচ্ছে একটি বিশেষ পাখি যাকে "بُوْم" অর্থাৎ "اُلُو" বলা হয়ে থাকে। আর আমাদের দেশে যাকে পেচক বলা হয়ে থাকে। য' কোনো ঘরের উপর যদি বসে যায় তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানেও হিন্দুদের মধ্যে এ আকিদা-বিশ্বাস রয়েছে। তাই শরিয়ত এ মূর্খতার আকিদা-বিশ্বাসকে রহিত করে দিয়েছে যে, এসব আকিদা-বিশ্বাস অকার্যকর এবং অনর্থক।

قَوْلُهُ وَلَا صَفَرَ : এরও বিভিন্ন মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, বরবর যুগের আকিদা-বিশ্বাস ছিল যে, সফরের মাস হচ্ছে বিপর্যয় এবং বিপদসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার সময়। এজন্য এ মাস হচ্ছে অশুভ ও অমঙ্গল। এ মাসে তারা বিবাহ বন্ধন করত না। যেমন আজও কোনো কোনো এলাকা, দেশে এ আকিদা বিশ্বাস রয়েছে। তাই শরিয়ত বলে দিয়েছে যে, এটা হচ্ছে ভ্রান্ত আকিদা কোনো মাসে কোনো ধরনের অকল্যাণ, অমঙ্গল নেই।

আর কেউ কেউ বলেন যে, বরবর যুগের এ আকিদা-বিশ্বাস ছিল সফর হচ্ছে পেটের একটি সাপ কিংবা কীট যা ক্ষুধার সময় দংশন করতে থাকে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, সেকেলে যুগে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য তারা মাসসমূহকে পরিবর্তন করে দিত। মহররমকে সফর এবং সফরকে মহররম বলে থাকত। তাই রাসূল ﷺ একেও রহিত করে দিলেন।

আর অন্য রেওয়ায়েতের মধ্যে "وَلَا نَوْءَ"ও রয়েছে যার মর্ম হচ্ছে এই যে, সেকেলে যুগের বিশ্বাস ছিল যে, কোনো কোনো তারকা কোনো কোনো গ্রহে যাওয়ার দরুন বৃষ্টি হবে। আর অমুক গ্রহে গেলে শুষ্কতা দেখা দেবে, ইত্যাদি। তাই রাসূল ﷺ একেও বাতিল করে দিয়েছেন যে, তারকা এবং চন্দ্রের গ্রহে যাওয়া বৃষ্টির কারণ নয়। আর মূলত তা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলও নয়।

٤٣٧٦ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَدْوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ الْاِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ لَكَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৩৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোগে সংক্রামী কিছু নেই। পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই এবং সফর মাসেও অশুভ নেই। তখন এক বেদুঈন বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে উটের এই দশা কেন হয় যে উটের পাল ময়দানের হরিণের মতো বিচরণ করে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে মিশল এবং তাদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা হতে আসল? -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সফর মাসে অশুভ এ কথার কোনো অস্তিত্ব নেই। জাহিলি যুগের লোকেরা ধারণা করত, সফরের [চান্দ্র] মাস একটি অশুভ, তাই তারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে খেয়াল-খুশি মতে মহররমকে সফর এবং সফরকে মহররম মাস বানিয়ে আগে-পিছে করে নিত। এর আরেকটি অর্থ হলো, পেটে বড় ক্রিমি জাতীয় সাপের মতো এক রকম প্রাণী হতো, ফলে পেটে দারুণ যন্ত্রণা হতো। আরবদের ধারণায় এটাও একটি সংক্রামক। সুতরাং নবী করীম ﷺ বলেছেন, এর মধ্যে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক কিছুই নেই, বরং এটা একটি কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকিদা।

وَعَنْهُ ٤٣٧٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَدْوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোগে সংক্রামক হওয়া বলতে কিছুই নেই। পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। তারকার [উদয় বা অস্ত যাওয়ার] দরুন বৃষ্টি হওয়া ভিত্তিহীন এবং সফর মাসে অশুভ নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] نَوْءٌ : [নাওউন] অর্থ, বিশেষ তারকার উদয় বা অস্ত যাওয়া, পরিভ্রমণের কক্ষপথ। আরবের লোকেরা ধারণা করত, বিশেষ কোনো তারকা উদিত হলে বৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টি হওয়ার গ্যারান্টি ঐ তারকার সাথেই সংযুক্ত। অথচ এটা একটি লক্ষণ মাত্র। অন্যথায় বৃষ্টি তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুমেই বর্ষিত হয়। এটাতে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের প্রভাব নেই।

وَعَنْ ٤٣٧٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُوْلَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৭৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, রোগে ছোঁয়াচ লাগা, সফর মাস অশুভ হওয়া বা ভূত-প্রেতের ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : غُوْلٌ [গাওল] অর্থ– পথ ভুলানো জিন-শয়তানের কোনো এক শ্রেণিবিশেষ। আরবদের অন্যান্য কুসংস্কারের মধ্যে এটাও একটি ছিল যে, একশ্রেণির জিন-শয়তান মাঠে ময়দানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে কোনো পথিকের উপর সওয়ার হয়, ফলে সে পথহারা অবস্থায় এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকে। অবশেষে তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। নবী করীম ﷺ এ ধারণাটিকেও বাতিল বলেছেন। কিন্তু এদের অস্তিত্বের অস্বীকার করা হয়নি। কেননা হাদীসে এসেছে– "إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيْلَانُ فَبَادِرُوْا بِالْأَذَانِ" অর্থাৎ যখন তোমাকে ভূতপ্রেত রাস্তাচ্যুত করে দেয় তাহলে তুমি আজানের প্রতি অগ্রসর হও। অর্থাৎ আজানের ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাক। তাই এ হাদীসটি ভূতপ্রেতের অস্তিতের উপর দালালতকারী।

وَعَنْ ٤٣٧٩ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ (رض) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ فِيْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مَجْذُوْمٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৭৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শারীদ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ছাকীফ দলের মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। [সে বায়'আতের উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আসতে চাইল] তখন নবী করীম ﷺ তার কাছে লোক পাঠিয়ে এই সংবাদ জানিয়ে দিলেন যে, আমি অবশ্যই তোমার বায়'আত করে নিয়েছি [এখানে এসে আমার হাতে হাত রেখে বায়'আত করার প্রয়োজন নেই।] সুতরাং তুমি চলে যাও। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক বস্তুর একটা নিজস্ব গুণাগুণ বা ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া আছে। কাজেই যদি সেই কুষ্ঠরোগী মজলিসে উপস্থিত হওয়ার দরুন অন্য কোনো দুর্বল আকিদার ব্যক্তিকে তা পেয়ে বসত, তখন তার আকিদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকা সত্ত্বেও অন্যান্যদের প্রতি সদাশয় নজর রেখে তাকে মজলিসে উপস্থিত হতে বারণ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٣٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَكَانَ يُحِبُّ الْاِسْمَ الْحَسَنَ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৩৮০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন। আর কোনো কিছু হতে অশুভ ধারণা গ্রহণ করতেন না এবং তিনি ভালো নামকে পছন্দ করতেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থবোধক ভালো নাম, যথা– মাসউদ অর্থ– সৌভাগ্যবান, মানসূর অর্থ– বিজয়ী। এরূপ নাম রাখা পছন্দনীয় এবং এমন কোনো নাম রাখা উচিত নয়, যার কোনো অর্থ নেই বা খারাপ অর্থবোধক।

٤٣٨١ - وَعَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيْصَةَ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ مِنَ الْجِبْتِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৮১. **অনুবাদ :** হযরত কাতান ইবনে কাবীসা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, [ভাগ্যের ভালোমন্দ নির্ণয়ের জন্য] পাখি উড়ানো বা ঢিল ছোঁড়া বা কোনো কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। –[আবূ দাঊদ]

٤٣٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ قَالَهُ ثَلٰثًا وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ هٰذَا عِنْدِيْ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

৪৩৮২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরকি কাজ। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ব্যাপারে উদ্রেক না হয়; কিন্তু আল্লাহর উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে তিনি তা দূরীভূত করে দেন। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি শুনেছি, ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, হযরত সুলাইমান ইবনে হরব (র.) বলেন, হাদীসের শেষাংশটি [অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ নেই] এটা আমার মতে হযরত ইবনে মাসউদের নিজস্ব কথা।

٤٣٨٣ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৩৮৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জুযামীর [কুষ্ঠরোগীর] হাত ধরে এবং তাকে নিজের খাদ্যপাত্রে খাওয়ার মধ্যে শরিক করে নিলেন, অতঃপর বললেন, তুমি খাও আল্লাহ তা'আলার উপরে পূর্ণ ভরসা এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল সহকারে। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٣٨٤ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَاِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৮৪. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে কিছুই নেই এবং কোনো কিছুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ নেই। তবে হ্যাঁ যদি কোনো কিছুতে অমঙ্গল থাকে, তবে ঘর, ঘোড়া এবং নারীর মধ্যে থাকবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এ তিনটি জীবনের অনিবার্য উপকরণের সাথেও নানা ধরনের বিপদ আপদ লেগে থাকে, তবুও কেউ অশুভ লক্ষণের ধারণায় এগুলোকে বর্জন করে না। সুতরাং অন্য কিছুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ মানা উচিত নয়।

وَعَنْ ٤٣٨٥ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ اَنْ يَّسْمَعَ يَا رَاشِدُ يَا نَجِيْحُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৩৮৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ যখন কোনো প্রয়োজনে ঘর হতে রওয়ানা হতেন, তখন কারো মুখে ইয়া রাশেদু [হে সঠিক পথের অনুসারী], ইয়া নাজীহু [হে সফলতা লাভকারী] বা এ জাতীয় কোনো শব্দ শুনা ভালোবাসতেন। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٣٨٦ بُرَيْدَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَىْءٍ فَاِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَاَلَ عَنِ اسْمِهٖ فَاِذَا اَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهٖ وَرُاِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُاِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَاَلَ عَنِ اسْمِهَا فَاِنْ اَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهٖ وَرُاِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُاِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৮৬. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে নবী করীম ﷺ কোনো কিছু দ্বারা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কোথাও কোনো কর্মচারী পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তার নাম ভালো হতো তাতে তিনি খুশি হতেন এবং খুশির রেখা তাঁর চেহারা মোবারকে ফুটে উঠত। আর যাদ তাঁর নাম মন্দ হতো, তখন অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত। আর যখন তিনি কোনো লোকালয়ে প্রবেশ করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তার নাম তার পছন্দমতো হতো, তখন আনন্দিত হতেন এবং খুশির চিহ্ন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত। কিন্তু যদি তার নাম অপছন্দনীয় হতো, তখন তার চিহ্নও তাঁর চেহারায় পরিলক্ষিত হতো। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٣٨٧ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِىْ دَارٍ كَثُرَ فِيْهَا عَدَدُنَا وَاَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا اِلٰى دَارٍ قَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا وَاَمْوَالُنَا فَقَالَ ﷺ ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৮৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! [প্রথমে] আমরা এমন একখানা ঘরে বসবাস করতেছিলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি পেল। পরে আমরা সেই ঘর পরিত্যাগ করে এমন এক ঘরে এসে উঠলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ হ্রাস পেল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা এ ঘর পরিত্যাগ কর। কেননা এটা ভালো নয়। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তাদের মনের মধ্যে এ ধারণা জন্মেছিল যে, এ ঘর তাদের অনুকূলে নয়। সুতরাং তা দূর করার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ তাদেরকে বর্তমানে অবস্থানরত গৃহ পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

وَعَنْ ٤٣٨٨ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَحِيْرٍ (رحـ) قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدَنَا اَرْضٌ يُقَالُ لَهَا اَبْيَنُ وَهِىَ اَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَاَنَّ وَبَاءَهَا شَدِيْدٌ فَقَالَ دَعْهَا عَنْكَ فَاِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

৪৩৮৮. অনুবাদ : হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাহীর (র.) বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি হযরত ফারওয়াহ ইবনে মোসাইককে বলতে শুনেছেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে আবইয়ান নামে একটা জমিন আছে, যেখানে আমরা কৃষিদ্রব্য ও খাদ্রপণ্য ইত্যাদি আমদানি-রফতানি করে থাকি [অর্থাৎ তা আমাদের পণ্যের ব্যবসাকেন্দ্র], তবে সেখানে অসুখ-বিসুখ খুব একটা লেগেই থাকে। তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ স্থানটি ছেড়ে দাও। কেননা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করারই নামান্তর। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রোগে সংক্রামী হওয়া আছে, তাই নবী করীম ﷺ ঐ ব্যক্তিকে উক্ত স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাদীসের অর্থ এটা নয়, বরং সে স্থানটিই স্বাস্থ্যের অনুপযুগী, সেখানের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের প্রতিকূলে। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে এমন স্থানে বসবাস করা উচিত নয়। সুতরাং রাসূল ﷺ এ দৃষ্টিকোণ হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣٨٩ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَاِذَا رَأى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ لَا يَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّاٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد مُرْسَلًا)

৪৩৮৯. অনুবাদ : হযরত উরওয়া ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন তিনি বললেন, নেক ফাল গ্রহণ করাই উত্তম। কোনো মুসলমানকে অশুভ লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তবে হ্যাঁ যদি তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পায়, তবে এ দোয়া পাঠ করবে– اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ الخ অর্থাৎ হে আল্লাহ! ভালো কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। –[আবূ দাউদ মুরসাল হিসেবে]

بَابُ الْكِهَانَةِ
পরিচ্ছেদ : জ্যোতিষীর গণনা

"اَلْكَهَانَةُ" -এর 'কাফ' অক্ষরে যবর এবং যেরের সাথে। হাতের রেখা দেখে শুভলক্ষণ বের করাকে "كَهَانَةٌ" বলা হয়ে থাকে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন– كَاهِنٌ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে হাত দেখে নামের রোমান সংখ্যা বের করে ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত দুর্ঘটনাসমূহ এবং ঘটনাবলি সম্পর্কে সংবাদ দেয় এবং অদৃশ্য রহস্যাবলির জ্ঞান রয়েছে বলে দাবি করে। আর এর বিভিন্ন পদ্ধতি হয়ে থাকে।

কখনো জিন্নাতকে অনুগত করে নেয় এবং জিন্নাত আকাশের সংবাদ চোরাই করে নিয়ে আসে এবং মিথ্যা সংমিশ্রণ করে জ্যোতিষীদের কানে ঢেলে থাকে। আর একে সে অদৃশ্যের খবর বলে থাকে। যার মধ্যে কিছু সত্য হয়ে যায় এবং কিছু মিথ্যা। আর কিছু মানুষের আত্মার সম্পর্ক খবীছ জিন্নাতদের সাথে হয়ে থাকে এদের থেকে উপকৃতি লাভ করে থাকে এবং এদিক-সেদিকের কথা বলে দেয়। আর কথাবার্তা এবং কাজকর্মসমূহ এবং অবস্থাসমূহ দেখে কিছু অনুমান করে ফেলে। আর এ ধরনের জ্যোতিষী হচ্ছে হারাম। জ্যোতিষীকারী এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী উভয় গুনাহগার, পাপী। কারণ এতে গণকদেরকে গায়েব জানার অধিকারী মনে করা হয়। এটা পরিষ্কার শিরক। এ পরিচ্ছেদের হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣٩٠ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُمُوْرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِى الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذٰلِكَ شَىْءٌ يَجِدُهُ اَحَدُكُمْ فِىْ نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ خَطًّا قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৯০. অনুবাদ : হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহেলিয়াতের যুগের অন্যান্য কাজের মধ্যে এটাও করতাম যে, আমরা জ্যোতিষীরে কাছে যেতাম [এবং তাদের নিকট গায়েবের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতাম]। তখন তিনি বললেন, তোমরা আর কখনো গণকদের কাছে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করলাম, আমরা [কোনো কাজের জন্য] অশুভ লক্ষণ মেনে থাকি। তিনি বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যে, [অনিচ্ছাকৃতভাবেই] তোমাদের কারো মনে তার উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে তা যেন তোমাদেরকে [কোনো কাজ হতে] বিরত না রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করলাম, আমাদের কেউ রেখা টেনে [ভাগ্য পরীক্ষার কাজ করে] থাকে। তিনি বললেন, কোনো একজন নবী [আল্লাহর হুকুমে] রেখা টানার কাজ করতেন, সুতরাং যার রেখা টানা সেই নবীর রেখার সাথে মিলে যায় তা জায়েজ আছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রেখা টেনে ভাগ্য পরীক্ষা করা– এটাও একপ্রকার জ্যোতিষী বিদ্যা। কথিত আছে যে, আল্লাহর নবী হযরত দানীয়াল (আ.) অথবা হযরত ইদরীস (আ.) ইলমে ইলাহী অথবা ইলমে লাদুন্নী দ্বারা একাজ করতেন। এটাকে রমল বলা হয়। সেই নবীর রেখা অনুযায়ী রেখা টানায় কোনো দোষ নেই। তবে যেহেতু ঐ নবীর আসল শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারো জন্য তার অনুসরণ সম্ভব নয়। এ কারণে শরিয়তে এটা নিষিদ্ধ।

وَعَنْ ٤٣٩١ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِشَيْءٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩৯১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। [অর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাস করা জায়েজ কিনা?] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তারা কিছুই নয়। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তারা কোনো কোনো সময় এমন কথা বলে, যা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ কথাটি সত্য যা জিন শয়তান [ঊর্ধ্বজগৎ হতে] ত্বরিতগতিতে শুনে নেয় অতঃপর মোরগের করকরানোর মতো শব্দ করে তার বন্ধুর কানে তা পৌঁছিয়া দেয়। এরপর সেই গণক ঐ একটি সত্য কথার সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : একজন ঈমানদার মুসলমানের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, কোনো মানুষ বা জিন গায়েব জানে না। তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। কোনো কোনো বৈদ্য খনকার জ্বিন হাজির করে এবং তার নিকট হতে গায়েবী কোনো কোনো কথা জেনে নেয়, এটা শিরকি কাজ। এর প্রতি আস্থা রাখা হারাম।

وَعَنْهَا ٤٣٩٢ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيْهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৩৯২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতাদের এক দল মেঘের দেশে [অর্থাৎ পৃথিবী হতে নিকটতম আকাশে] নেমে আসেন এবং আসমানে যার ফয়সালা হয়েছে পরস্পর তার আলোচনা করেন, সেই সময় জিন-শয়তান কান লাগিয়ে রাখে। আর যখনই সে কোনো কথা শুনতে পায়, তখনই তা গণকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা নিজেদের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা তার সাথে মিলিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। [ফলে একটি সত্য হয় আর সব কয়টি হয় মিথ্যা।] –[বুখারী]

وَعَنْ ٤٣٩٣ حَفْصَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَتٰى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৯৩. অনুবাদ : হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং [তার কথা সত্য মনে পোষণ করে] তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হয় না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٣٩٤ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ نِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৩৯৪. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রের বৃষ্টির পর ভোরে আমাদের ফজরের নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষ করে তিনি লোকদের [মুক্তাদীদের] দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান? তোমাদের রব কি বলেছেন। তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, রব্ব বলেছেন, আমার বান্দাগণ অদ্য এমন অবস্থায় ভোর করেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং কেউ কেউ আমাকে অস্বীকারকারী। সুতরাং যে বলেছে, আল্লাহর রহমত ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকা বা নক্ষত্রে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার সাথে কুফরি করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস করেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٣٩٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ اِلَّا اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ يُنْزِلُ اللّٰهُ الْغَيْثَ فَيَقُوْلُوْنَ بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখনই আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে কোনো বরকত নাজিল করেন, তখন তার দ্বারা এক দল লোক কাফেরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহ তা'আলাই বর্ষণ করে থাকেন, অথচ একশ্রেণির লোক বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবেই বৃষ্টি হয়েছে। -[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣٩٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৩৯৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিখল, সে যেন জাদুর কিছু অংশ হাসিল করল। সুতরাং সে যতবেশি জ্যোতির্বিদ্যা শিখল ততবেশি জাদুবিদ্যাই অর্জন করল। -[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٣٩٧ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ أَوْ أَتٰى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتٰى امْرَأَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৯৭. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষের কাছে যায় এবং সে যা কিছু বলে তা বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি ঋতুমতী অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছন দ্বার দিয়ে সহবাস করল, সে ঐ জিনিস হতে সম্পর্কহীন হয়ে গেল, যা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি এ সমস্ত কাজ হালাল মনে করে লিপ্ত হয়, সে কুফরি করল। তাকে অবশ্যই তওবা করে ঈমান আনতে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٣٩٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلٰئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِىْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ فَسَمِعَهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْاٰخَرُ إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ حَتّٰى يُلْقِيَهَا عَلٰى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِىْ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৩৯৮. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানে যখন কোনো ফয়সালা করেন, তখন সেই নির্দেশে ফেরেশতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের পাখাসমূহ নাড়াতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দেশটির আওয়াজ সেই শিকলের শব্দের মতো যা কোনো একটি সমতল পাথরের উপরে টেনে নেওয়া হলে তাতে সৃষ্টি হয়। অতঃপর যখন ফেরেশতাদের অন্তর হতে সেই ভীতি দূর করে যায়, তখন সাধারণ ফেরেশতা আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের রব কি নির্দেশ দিয়েছেন? তাঁরা বলেন, আমাদের প্রভু যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ বরহকই বলেছেন। [এবং সেই নির্দেশটি কি তা জানিয়ে দেন,] এরপর বলেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন সুমহান ও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহর নবী আরো বলেছেন, আল্লাহর ফয়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে ফেরেশতাদের মধ্যে যেসব আলোচনা হতে থাকে, জিন-শয়তানেরা চোরা পথে একজন আরেকজনের উপরে এরূপ দাঁড়িয়ে শুনার চেষ্টা করে। বর্ণনাকারী হযরত সুফিয়ান নিজের হাতের অঙ্গুলিগুলো ফাঁক করে শয়তানরা কিভাবে একজন আরেকজন হতে কিছুটা ফাঁক এবং কাছাকাছি দাঁড়ায় তা অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। অতঃপর যে শয়তান প্রথমে নিকট হতে শুনতে পায় সে তা তার নিচের শয়তানকে বলে দেয় এবং সে তার নিচে ওয়ালাকে, এভাবে সে শুনা কথাটি জাদুকর ও গণকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। অনেক সময় এমন হয় যে, ঐ শুনা কথাটি পৌঁছার পূর্বেই আগুনের ফুলকি তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয় [ফলে আর তা গণকদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না]। আবার কখনো তারকা নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই তা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর তারা ঊর্ধ্বজগতে শুনা সেই [সত্য] কথাটির সাথে [নিজেদের মনগড়া] শত শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের কাছে অলীক কথা বলে। আর যখন তাকে বলা হয় যে, অমুক দিন তুমি আমাদেরকে এই এই কথা বলেছিলে, [তা তো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।] তখন ঐ একটি কথা দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করা হয়, যা ঊর্ধ্বজগৎ হতে শ্রুত হয়েছিল। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গণকদের অলীক ভবিষ্যৎ গণনার বহু উপায়ের মাত্র একটি সূত্র অত্র হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য সূত্রগুলো অনুরূপ কাল্পনিক ও মিথ্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের গণনায় বিশ্বাস করা ও আস্থা রাখা হারাম। গণনার জন্য তাদের কাছে যাওয়াও হারাম এবং তারা গায়েব জানে এমন কথা বিশ্বাস করা বা আকিদা পোষণ করা শিরক।

وَعَنْ ٤٣٩٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُمْ بَيْنَاهُمْ جُلُوْسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُمِىَ بِنَجْمٍ وَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا رُمِىَ بِمِثْلِ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ كُنَّا نَقُوْلُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهَا لَا يُرْمٰى بِهَا لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ اَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ اَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُوْنَهُمْ مَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ بَعْضًا حَتّٰى يَبْلُغَ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَيَتَخَطَّفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَاءِهِمْ وَيَرْمُوْنَ فَمَا جَاءُوْا بِهِ عَلٰى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُوْنَ فِيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জনৈক আনসারী সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাত্রে তাঁরা [সাহাবীরা] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসাছিলেন। তখনই হঠাৎ একটি তারকা [আকাশ হতে] ছুটল এবং তাতে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এভাবে তারকা ছুটাকে জাহেলিয়াতের যুগে তোমরা কি বলতে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তবে আমরা বলতাম, আজ কোনো একজন বড় লোকের জন্ম হয়েছে অথবা কোনো একজন বড় লোকের মৃত্যু ঘটেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর দরুন তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমাদের রব, যাঁর নাম অতীব বরকতময়, যখন কোনো নির্দেশ দেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন, এভাবে তাসবীহ পাঠ করার সিলসিলা পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌছে যায়, অতঃপর আরশবহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ আরশবহনকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তখন তারা আল্লাহ যা বলেছেন তা তাদেরকে বলে দেন এবং সাথে সাথে পরস্পরের জানাজানির মধ্যে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌছে যায় এবং চোরা পথে খবর সংগ্রহকারী জিন-শয়তান ত্বরিত গতিতে আকাশের সেই খবরটি সংগ্রহ করে নেয় এবং তাদের বন্ধুদের কাছে পৌছে দেয়। সুতরাং যে সমস্ত কথা তারা অবিকল বর্ণনা করে, এটা সঠিক ও সত্য। কিন্তু গণক ও জাদুকররা তার সাথে আরো অনেক [মিথ্যা] মিশিয়ে প্রকাশ করতে থাকে। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সুতরাং নক্ষত্র নিক্ষেপের সাথে কোনো বড় লোকের জন্ম মৃত্যুর সম্পর্ক থাকার ধারণা অমূলক; বরং চোর-শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্যই নক্ষত্র হতে আগুনের ফুলকি নিক্ষেপ করা হয়।

وَعَنْ ٤٤٠٠ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ النُّجُوْمَ لِثَلٰثٍ جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا فَمَنْ تَاَوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ اَخْطَأَ وَاَضَاعَ نَصِيْبَهٗ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْلَمُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا) وَفِيْ رِوَايَةِ رَزِيْنٍ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْهِ وَمَا لَا عِلْمَ لَهٗ بِهٖ وَمَا عَجِزَ عَنْ عِلْمِهِ الْاَنْبِيَاءُ وَالْمَلٰئِكَةُ وَعَنِ الرَّبِيْعِ مِثْلَهٗ وَزَادَ وَاللّٰهُ مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِيْ نَجْمٍ حَيٰوةَ اَحَدٍ وَلَا رِزْقَهٗ وَلَا مَوْتَهٗ وَاِنَّمَا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَيَتَعَلَّلُوْنَ بِالنُّجُوْمِ.

৪৪০০. অনুবাদ : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এসব নক্ষত্র তিন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ১. আকাশের শোভা বৃদ্ধির জন্য। ২. জিন শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য এবং ৩. পথভুলা পথিকের দিক নির্ণয়ের জন্য। আর যে কেউ এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে, সে মারাত্মক ভুল করল এবং নিজের ভাগ বরবাদ করল। আর এমন অসাধ্য সাধনের পিছনে পড়ল, যে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। -[বুখারী। ইমাম বুখারী তা'লীক অর্থাৎ সনদবিহীন অবস্থায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

আর ইমাম রাযীন বর্ণনা করেছেন যে, এমন একটি কাজের পিছনে কষ্ট করল যা তার কোনো উপকারে আসবে না এবং সে বিষয়ে তার সামান্যটুকু জ্ঞান নেই। আর যার তথ্য জানতে আল্লাহর নবীগণ ও ফেরেশতাকুল অক্ষম রয়েছেন। বর্ণনাকারী রাবী হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য তিনি অতিরিক্ত এটাও বলেছেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের মধ্যে না কারো হায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন, না কারো রিজিক, আর না কারো মৃত্যু। বস্তুত এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং নক্ষত্রসমূহকে কোনো বস্তুর হওয়া না হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করে।

وَعَنْ ٤٤٠١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ الْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ. (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৪৪০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নক্ষত্র বিদ্যা বিষয়ে আল্লাহর বাতলানো [তিন] উদ্দেশ্য ব্যতীত [যা পূর্বে কাতাদার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে] কিছুও শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সে বস্তুত জাদুবিদ্যার এক অংশ হাসিল করেছে। আর জ্যোতিষী হলো প্রকৃতপক্ষে গণক, আর গণক হলো জাদুকর। আর জাদুকর হলো কাফের। -[রাযীন]

وَعَنْ ٤٤٠٢ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَمْسَكَ اللّٰهُ الْقَطْرَ عَنْ عِبَادِهٖ خَمْسَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَرْسَلَهٗ لَاَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৪৪০২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হতে পাঁচ বৎসর বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন এবং তারপর তা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এই বলে আল্লাহকে অস্বীকার করবে যে, মেজদাহ নক্ষত্র কক্ষস্থানে পৌছার কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ বিগত পাঁচ বৎসর মেজদাহ নক্ষত্র উদিত হয়নি, ফলে বৃষ্টিও হয়নি। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বৃষ্টি হওয়া না হওয়া আল্লাহর মর্জির অধীনে নয়, বরং তারকারই প্রভাবে হয়ে থাকে, এটা স্পষ্ট কুফরি আকিদা।

كِتَابُ الرُّؤْيَا
অধ্যায় : স্বপ্ন

"رَأْى . رُؤْيَةً . رُؤْيَا" হচ্ছে একই বাবের মাসদার এবং মাদ্দাও হচ্ছে এক, কিন্তু এ তিনটি শব্দের অর্থের মধ্যে রয়েছে ব্যবধান। رُؤْيَا হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে দেখা। رُؤْيَةً হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় দেখা। رَأْيًا হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা।

অতঃপর স্বপ্নের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে, জাগ্রতাবস্থায় মানুষ আত্মা শরীরের পরিচালনা এবং মানুষিক জগতের মধ্যে ব্যস্ত থাকে। আর ঘুমন্তাবস্থায় আত্মা এ ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে যায় তখন তার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ফেরেশতা জগতের সাথে হয়ে যায়। আর এ ফেরেশতা জগতের মধ্যে আত্মা তার শক্তি অনুযায়ী বিচরণ করতে থাকে, তখন এসময় মানুষিক শক্তি অনুযায়ী মাধ্যম ব্যতীত অথবা মাধ্যমের সাথে সংলাপ করার সম্মান অর্জন করে থাকে এবং ফেরেশতা ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের আত্মার সাথেও কথাবার্তা করে থাকে। আর জাগ্রত হওয়ার সময় যখন আত্মা ফিরে আসতে থাকে রাস্তায় শয়তানের সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়ে কিছু মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতা ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের থেকে যা শ্রবণ করে থাকে তা সত্য হয়ে থাকে। তবে স্মরণ থাকে না বিধায় ভুল হয়ে যায়।

আর আল্লামা তীবী (র.) সংক্ষিপ্তভাবে একথা বলেন যে, স্বপ্নের মূলতত্ত্ব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা ঘুমন্ত ব্যক্তির অন্তরে ইলমসমূহ এবং দৃষ্টি জ্ঞান সৃষ্টি করেন যেমন জাগ্রত অবস্থায় করে থাকেন। আর ঘুমন্ত ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের ইলমসমূহের সৃষ্টি হচ্ছে অন্যান্য বিষয়াদির নিদর্শন, যা ভবিষ্যতে হবে। আর এ হচ্ছে তার তাবীর বিশ্লেষণ। আর এটা কখনো স্পষ্ট হবে আবার কখনো হবে ইঙ্গিতাকারে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٤٠٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ) وَزَادَ مَالِكٌ بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهٗ.

৪৪০৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবুয়তের কোনো চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে শুধু সুসংবাদ বহনকারী রয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, সুসংবাদ বহনকারী কী? তিনি বললেন, ভালো স্বপ্ন। -[বুখারী] ইমাম মালেক হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে আরো বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, ঐ ভালো স্বপ্নটি কোনো মুসলমান নিজের জন্য দেখে থাকে অথবা অন্য কেউ তার জন্য দেখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বপ্ন তিন প্রকার। সত্য স্বপ্ন, শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও মনের কল্পনা। তবে ভালো ও সত্য স্বপ্ন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে সুসংবাদ দান করেন অথবা তাকে সতর্ক করে দেন।

وَعَنْ ٤٤٠٤ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪০৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অধিকাংশ রেওয়েতের মধ্যে একথাই এসে থাকে। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত এর চেয়ে ভিন্ন। সুতরাং মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে– "خَمْسَةٌ وَّاَرْبَعِيْنَ" অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ। অপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে- "سِتَّةٌ وَّعِشْرِيْنَ" অর্থাৎ ছাব্বিশ ভাগের এক ভাগ। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে- "خَمْسِيْنَ جُزْءً" অর্থাৎ পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। তাই এক্ষেত্রে সহজ জবাব হচ্ছে, এর দ্বারা নবুয়তের ইলমসমূহের আধিক্য উদ্দেশ্য। সীমিত করা বা সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। মর্ম হবে এই যে, নবুয়তের অনেক ভাগ রয়েছে তা অবশিষ্ট থাকবে তবে তার কিছু ভাগ যা হচ্ছে স্বপ্ন তা হচ্ছে উত্তম স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ।

আর ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হওয়ার একটি ব্যাখ্যা কেউ কেউ এও করেছেন যে, রাসূল ﷺ -এর পূর্ণ নবুয়তের যুগ ছিল তেইশ বৎসর এর মধ্যে [আল্লাহ তা'আলা] ছয়মাস পর্যন্ত স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল ﷺ -কে অন্তরঙ্গ, পরিচিত করতে থাকেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্নকে নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٤٠٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَتِيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে সত্যই আমাকে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত বর্ণনা করা হয়েছে। কারো মতে এটা রাসূল ﷺ -এর যুগের জন্য প্রযোজ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা সর্বযুগের জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকে দুনিয়াতে স্বপ্নে দেখবে, সে সত্য সত্যই তাঁকে দেখবে। কারণ শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারবে না এবং আশা করা যায় যে, সে পরকালে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং তাঁর শাফাআত হাসিল করবে।

এটা হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর মু'জিযা যে, যেমনিভাবে কারো জাগ্রতাবস্থায় তার নিকট শয়তান রাসূল ﷺ -এর আকৃতিতে আসতে পারে না। এমনিভাবে স্বপ্ন যোগেও কারো নিকট শয়তান রাসূল ﷺ -এর আকৃতিতে আসতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, রাসূল ﷺ হলেন সৎপথ প্রদর্শন এবং হেদায়েতের উৎস। আর শয়তান হলো ভ্রান্ত এবং ভ্রষ্টতার উৎস। আর হেদায়েত এবং ভ্রষ্টতার মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। বিধায় একটি অপরটির আকার-আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে দেখেছে সে বাস্তবে রাসূল ﷺ -কেই দেখেছে। এখন কথা হলো যে, রাসূল ﷺ -এর নির্দিষ্ট দৈহিক গঠনের মধ্যে দেখা আবশ্যক অথবা যে কোনো আকার-আকৃতিতে দেখবে। এতে নির্দিষ্ট দৈহিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক কিংবা নাই হোক তা রাসূল ﷺ -কেই দেখা হবে। তাই কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম প্রথম কথার স্বীকৃতি প্রদানকারী। এমনকি তারা বলেন যে, যদি রাসূল ﷺ -কে যৌবনে উপনীত অবস্থায় দেখে তাহলে ঐ সময়ের দৈহিক গঠনে দেখার দ্বারা সেই সঠিক হবে। আর যদি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত অবস্থায় দেখে তাহলে সে সময়ের আকৃতিতে দেখতে হবে। এমনকি যতটি চুল সাদা ছিল তদ্রূপ দেখার দরুন সঠিক হবে। আর যদি সামান্যতম পরিবর্তিত দেখে তাহলে 'স্বপ্ন' হবে ভুল। যেমন স্বপ্নের তা'বীরের জন্য ইমাম ইবনে সিরীন (র.)-এর নিকট এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু

রাসূল ﷺ -এর সঠিক দৈহিক আকৃতির উপর দেখেননি। তখন ইমাম ইবনে সিরীন (র.) বললেন- اِذْهَبْ مَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ. অর্থাৎ তুমি চলে যাও, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখনি।

আর কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, 'স্বপ্নে' রাসূল ﷺ -কে যে কোনো আকৃতিতে দেখবে তা ধর্তব্য হবে। এতে রাসূল ﷺ -এর নির্দিষ্ট দৈহিক আকৃতিতে দেখবে কিংবা অন্য কোনো আকৃতিতে দেখবে। আর পরিবর্তিত অবস্থায় দেখা সে হচ্ছে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির ঈমানের ত্রুটি এবং আমলের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে। তাহলে সে যেন তার ঈমান এবং আমলকে ঠিক করে নেয়। আর হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য দ্বিতীয় গ্রুপের কথাকে শক্তিশালী করে থাকে।

وَعَنْ ٤٤٠٦ أَبِيْ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِيْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যই দেখেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٤٤٠٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখবে। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : উপরিউক্ত হাদীসের বিভিন্ন মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, একথাটি রাসূল ﷺ -এর যুগের মানুষদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দূর কোনো স্থানে থেকে রাসূল ﷺ -কে স্বপ্নে দেখে তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা হিজরতের তৌফিক দান করবেন এবং রাসূল ﷺ -কে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে স্বপ্ন যোগে দেখবে সে কিয়ামতের দিবসে রাসূল ﷺ -কে বিশেষত্বের সাথে দেখবে। আর বিশেষ শাফাআতের উপযুক্ত হবে। অন্যদের জন্য এমন হবে না।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হচ্ছে, আমাকে স্বপ্ন যোগে দেখা হলো জাগ্রত অবস্থায় দেখার ন্যায়, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে- فَكَأَنَّمَا يَرَانِيْ فِي الْيَقْظَةِ অর্থাৎ অতএব যেমন সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখছে।

হয়তো এটা তাঁর জীবদ্দশা-যুগের সাথে প্রযোজ্য অথবা এটার অর্থ পরকালে তাঁর দীদার লাভ করবে।

وَعَنْ ٤٤٠٨ أَبِيْ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهٖ اِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَاِذَا رَاٰى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطٰنِ وَلْيَتْفُلْ ثَلٰثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا اَحَدًا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪০৮. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে। কাজেই তোমাদের যে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে, সে যেন তা শুধু এমন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে যাকে সে ভালোবাসে। আর যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার নিকট অপছন্দনীয়, তাহলে সে যেন তার ক্ষতি এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চায় এবং [বামদিকে] তিনবার থুথু ফেলে। আর স্বপ্নটি যেন কারো নিকট প্রকাশ না করে, তাতে তার আর কোনো ক্ষতি হবে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যাকে ভালোবাসে– অর্থ কোনো আলেম বা নেককার বা নিকটতম কল্যাণকামী আত্মীয়ের নিকট বর্ণনা করতে পারে। কারণ এই সমস্ত লোক স্বপ্নটির ভালো তা'বীরই করবেন।

٤٤٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلٰثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلٰثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৪০৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে খারাপ মনে করে, তখন সে যেন নিজের বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে। আর আল্লাহর কাছে তিনবার শয়তান হতে পানাহ চায় এবং স্বপ্ন দেখার সময় যে পাঁজরে শায়িত ছিল, যেন সেই পাঁজর পরিবর্তন করে নেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ভালো স্বপ্নের আদব তিনটি। আল হামদুলিল্লাহ পড়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা এবং প্রিয় ব্যক্তির কাছে তা বর্ণনা করা। আর খারাপ স্বপ্নের আদব হলো চারটি। আল্লাহর কাছে স্বপ্ন এবং শয়তান উভয়টির অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া, বামদিকে তিনবার থুথু ফেলা, পাঁজর পরিবর্তন করে শোয়া এবং কারো কাছে তা প্রকাশ না করা।

٤٤١٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكَدْ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ وَاَنَا اَقُوْلُ الرُّؤْيَا ثَلٰثٌ حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلٰى اَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِى النَّوْمِ وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪১০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জমানা নিকটবর্তী হলে মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মুমিনদের স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বস্তুত যে জিনিস নবুয়তের অংশ হয়, তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) বলেন, আমি একথা বলি যে, স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমত মনের খেয়াল বা কল্পনা। দ্বিতীয়ত শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন। আর তৃতীয়ত আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ প্রদান। সুতরাং কেউ কোনো অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তা অন্যের নিকট যেন না বলে এবং তখনই উঠে যেন নামাজ পড়ে। ইবনে সীরীন আরো বলেন, নবী করীম ﷺ স্বপ্নে [গলদেশে] শৃঙ্খল পরা অবস্থা দেখাকে অপছন্দ করতেন। অবশ্য [পায়ে] শিকল পরা অবস্থায় দেখাকে পছন্দ করতেন। আর বলা হয় যে, [অর্থাৎ স্বপ্নের তা'বীর ও ব্যাখ্যাদানকারীগণের অভিমত হলো,] শিকল পরার অর্থ হলো, দীনের উপর অবিচল থাকা। –[বুখারী ও মুসলিম]

قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهُشَيْمٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَيْدِ وَقَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوُهُ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ.

ইমাম বুখারী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি হযরত কাতাদাহ, ইউনুস, হুশায়ম এবং আবূ হেলাল হযরত ইবনে সীরীনের মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইউনুস বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'পায়ে বেড়ি পরা' স্বপ্ন দেখার কথাটি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত। [অর্থাৎ এটা তাঁর নিজের কথা নয়।] ইমাম মুসলিম বলেন, আমি জানি না উক্ত বাক্যটি হাদীসের অংশ নাকি ইবনে সীরীনের নিজস্ব অভিমত। অন্য এক রেওয়ায়েতেও অনুরূপ মন্তব্য উল্লেখ রয়েছে। আর স্বপ্নে 'গলদেশে শৃঙ্খল পরা দেখা আমি পছন্দ করি না' হতে শেষ পর্যন্ত [মূল হাদীসের অংশ নয়; বরং] হাদীসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এখানে উপরিউক্ত হাদীসের জমানা নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামত নিকটতম হওয়া যেমন অন্য রেওয়ায়েতের মধ্যে فِي آخِرِ الزَّمَانِ -এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

অথবা এর দ্বারা রাতদিনের সমান হওয়া উদ্দেশ্য। এ সময় যেহেতু মানুষের মেজাজ সঠিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ থাকে তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্নের মধ্যে সংমিশ্রণ হয় না। এজন্য স্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

অথবা এর দ্বারা ঐ জমানা উদ্দেশ্য যার মধ্যে বৎসর মাসের ন্যায় এবং মাস সপ্তাহের ন্যায় এবং সপ্তাহ দিনের ন্যায় এবং দিন ঘণ্টার সমান মনে হয়ে থাকে। যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে। আর দীর্ঘ কাল কম, খাটো হওয়া ইমাম মেহদীর আবির্ভাবের সময় হবে। যখন ন্যায় ইনসাফের প্রশস্ততার যুগ হবে এবং আনন্দের যুগ হবে। আর এ সময়কাল অনেক দ্রুত অতিবাহিত হয়ে থাকে। আর এটা ঈমানদারি এবং সততার যুগ হবে। এজন্য স্বপ্ন সত্য হবে।

وَعَنْ ٤٤١١ جَابِرٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৪১১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথা শুনে নবী করীম ﷺ হাসলেন এবং বললেন, শয়তান যখন তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে তামাশা করে, তখন তা কোনো মানুষের কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অর্থাৎ তা কাল্পনিক স্বপ্ন যা শয়তানের প্রভাবে দেখেছে। এরূপ স্বপ্ন অন্যের কাছে বলা উচিত নয়। কেউ কেউ তার তা'বীর দিয়েছেন, মাথা কাটা অর্থ– নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া বা সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

وَعَنْ ٤٤١٢ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَانَا فِىْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَاُتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاَوَّلْتُ اَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৪১২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে যেভাবে স্বপ্ন দেখে একরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি আমার সাহাবীগণ সমেত ওকবা ইবনে রাফে' (রা.)-এর গৃহে অবস্থিত। তখন আমাদের সম্মুখে কিছু তাজা পাকা খেজুর [রোতাব] হাজির করা হলো। যাকে রোতাব ইবনে তাব বলা হয়। [এটা এক বিশেষ ধরনের খেজুরের নাম।] সুতরাং আমি এটার এই তা'বীর করেছি যে, [رَافِعْ নামে ইঙ্গিত রয়েছে] দুনিয়াতে আমার ও আমার সঙ্গীদের মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং [عُقْبَةٌ নামের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে,] আমাদের পরকাল হবে সুখময়; আর [طَابٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে,] আমাদের দীন হলো সর্বোত্তম ধর্ম। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٤١٣ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهْلِىْ اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِىْ رُؤْيَاىَ هٰذِهٖ اَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهٗ فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهٗ اُخْرٰى فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মক্কা হতে এমন এক ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করেছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। [তা'বীর হিসেবে] আমার ধারণা হলো যে, এটার দ্বারা ইয়েমেন বা হিজরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল, তা মদিনা মুনাওয়ারা, যার নাম ইয়াছরিব। আমি স্বপ্নে এটাও দেখতে পেলাম যে, আমি তলোয়ার নাড়াচ্ছি। এমন সময় তার মধ্যখান দিয়ে ভেঙ্গে গেল। আর তার তা'বীর 'উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর নেমে আসা বিপর্যয়' দ্বারা প্রকাশ পেল। অতঃপর আমি পুনরায় তলোয়ার নাড়া দিলাম, তখন দেখলাম, তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম হয়ে গেছে। তার তা'বীর যা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী সময়ে দান করেছেন [মক্কা] বিজয় এবং মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বরবর যুগে মদিনার নাম ছিল ইয়াছরিব। আল্লাহ তা'আলা মদিনা বলে এবং রাসূল ﷺ তাবা এবং তায়্যিবাহ বলে নামকরণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর একজন ছেলের নাম ছিল ইয়াছরিব, হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানসন্ততিরা বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ইয়াছরিব নামক ছেলে ঐ ভূখণ্ডে অবস্থানরত হয়ে গেলেন। এজন্য এর নাম ইয়াছরিব হয়ে গেছে।

এখন এখানে হাদীসসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ রয়েছে যে, উপরোল্লিখিত হাদীসের মধ্যে মদিনাকে ইয়াছরিব বলা হয়েছে। আর কুরআনে কারীমের মধ্যেও ইয়াছরিব বলা হয়েছে। যেমন সূরা আহযাবের মধ্যে রয়েছে– "يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ" অর্থাৎ হে ইয়াছরিববাসী এটা তোমাদের জন্য টিকবার জায়গা নয়।

মুসনাদে আহমদের মধ্যে হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর হাদীস রয়েছে- مَنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ هِيَ طَابَةٌ هِيَ طَابَةٌ অর্থাৎ যে মদিনাকে ইয়াছরিব নামে উচ্চারণ করবে সে যেন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে হচ্ছে তাবা সে হচ্ছে তাবা [মানে হচ্ছে মদিনার নাম হলো তাবা।]

এমনিভাবে ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় ইতিহাসে রাসূল ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি একবার ইয়াছরিব বলবে সে যেন এর ক্ষতিপূরণার্থে দশবার মদিনা বলে।

তাই এমন বিরোধের জবাব হচ্ছে যে, কুরআনে কারীমে যে ইয়াছরিব বলা হয়েছে তা মুনাফিকীনদের কথাকে নকল করতে গিয়ে বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহ ইয়াছরিব বলেননি।

এছাড়া হাদীসসমূহের পরস্পর বিরোধের জবাব হচ্ছে যে, ইয়াছরিবের ব্যবহার নিষেধের পূর্বে হয়েছে অথবা এ ব্যবহার জায়েজ একথা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। আর নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে মাকরূহে তানযীহী এবং উত্তমতার পরিপন্থি হওয়ার ভিত্তিতে।

অথবা যাদের নিকট মদিনার কথা জানা ছিল না তাদের জন্য ইয়াছরিব বলেছেন। আর যাদের নিকট মদিনার নাম জানা হয়ে গিয়েছিল তাদের জন্য নিষেধ রয়েছে। যেহেতু ইয়াছরিব অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা, শাস্তি, কঠোর হস্তে ধরা যাতে অকল্যাণ রয়েছে। এজন্য মদিনাকে এ নামের 'ইয়াছরিব' -এর সাথে স্মরণ করা উচিত নয়।

وَعَنْ ٤٤١٤ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِيْ كَفِّيْ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ الَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ يُقَالُ أَحَدُهُمَا مُسَيْلَمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنَسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ لَمْ أَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ.

৪৪১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা আমি ঘুমে ছিলাম, [স্বপ্নে] পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। আর আমার হাতে দুটি সোনার বালা রাখা হলো যা আমার নিকট বড়ই অস্বস্তিকর বোধ হলো। [কেননা পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।] এমতাবস্থায় আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যেন আমি বালা দুটিতে ফুঁক মারি। সুতরাং আমি ফুঁক দিলাম, সাথে সাথে উভয়টি উড়ে গেল। আমি দুটি বালার তা'বীর করেছি দুজন মিথ্যাবাদী দ্বারা, যে দুজনের মাঝখানে আমি রয়েছি। তাদের একজন সানআবাসী আর অপরজন্য ইয়ামামাবাসী। -[বুখারী ও মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এদের একজন মুসায়লামা, সে ইয়ামামার অধিবাসী। অপরজন হলো [আসওয়াদ] আনাসী, সে হলো সানআর অধিবাসী। মেশকাত গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীস বুখারী মুসলিমে আমি পাইনি। তবে জামেউল উসূলের প্রণেতা এটা তিরমিযী শরীফ হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীস ও ইতিহাস হতে জানা যায়, নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় দুজন ভণ্ড ও মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারের আবির্ভাব হয়েছিল। একজন ইয়ামামা শহরের মুসায়লামা। আর দ্বিতীয়জন সানআর অধিবাসী আসওয়াদ আনাসী. যাকে রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় হত্যা করা হয়। আর প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর খেলাফত আমলে মুসায়লামা কায্যাবকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

وَعَنْ ٤٤١٥ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ (رض) قَالَتْ رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِيْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهٗ يَجْرِيْ لَهٗ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৪১৫. **অনুবাদ :** আনসারী মহিলা হযরত উম্মে আলা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-এর জন্য একটি প্রবহমান পানির ঝরনা দেখতে পেলাম এবং উক্ত ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বললাম। তখন তিনি বললেন, তা তার আমল। [কিয়ামত পর্যন্ত] তা তার জন্য জারি থাকবে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٤٤١٦ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ مَنْ رَأٰى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأٰى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأٰى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لٰكِنِّيْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ فَأَخَذَا بِيَدِيْ فَأَخْرَجَانِيْ إِلٰى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهٖ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُدْخِلُهٗ فِيْ شِدْقِهٖ فَيَشُقُّهٗ حَتّٰى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْاٰخَرِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهٗ هٰذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهٗ قُلْتُ مَا هٰذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلٰى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِهٖ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدَخُ بِهٖ رَأْسَهٗ فَإِذَا ضَرَبَهٗ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهٗ فَلَا يَرْجِعُ إِلٰى هٰذَا حَتّٰى يَلْتَئِمَ رَأْسُهٗ وَعَادَ رَأْسُهٗ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهٗ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا إِلٰى ثَقْبٍ

৪৪১৬. **অনুবাদ :** হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর অভ্যাস ছিল, তিনি ফজরের নামাজ শেষে প্রায়শ আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ [আজ রাত্রে] কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা আরজ করলাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি, অদ্য রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে [সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে] নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভালো হয়ে যায়। আবার সে [প্রথমে যেভাবে চিরে ছিল,] পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে [মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে] তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়। তখন সেই লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বেই ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম যা তন্দুরের মতো ছিল। এটার উপরি

مِثْلَ التَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَقَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا إِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا وَسْطَ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرَقَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالاَ نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ

অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। আর যখন অগ্নিশিখা কিছু স্তিমিত হলো তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা হতে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাইরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে সে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? সঙ্গীদ্বয় বললেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ার উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। ঐ বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করলে এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সেই ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরো উপরে চড়াল এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। এতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাত্রে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কী? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, [আমরা তা জানাব।] ঐ যে

الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهٖ مَا تَرٰى اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ بِالنَّهَارِ يَفْعَلُ بِهٖ مَا رَأَيْتَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ اٰكِلُ الرِّبٰوا وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي اَصْلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَاَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْاُوْلٰى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَاَنَا جِبْرَئِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا فَوْقِيْ مِثْلُ السَّحَابِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِيْ اَدْخُلْ مَنْزِلِيْ قَالَا اِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ اَتَيْتَ مَنْزِلَكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِيْنَةِ فِيْ بَابِ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ .

এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছিল, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হতো। এমনকি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হতে থাকবে, যা করতে আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাত এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করতো না। সুতরাং তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর [আগুনের] তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন তারা হলো জেনাকার [নারী-পুরুষ]। আর ঐ ব্যক্তি যাকে [রক্তের] নহরে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তাঁর চতুষ্পার্শ্বের শিশুরা হলো দোজকের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন, তা [বেহেশতের মধ্যে] সর্বসাধারণ মুমিনের গৃহ। আর এ ঘর যা পরে দেখেছেন তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং ইনি হলেন হযরত মীকাঈল (আ.)। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মতো কোনো একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, একের পর এক স্তবকবিশিষ্ট সাদা মেঘের মতো কোনো জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনো আপনার হায়াত বাকি আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন। –[বুখারী] আর "মদিনায় নবী করীম ﷺ -এর স্বপ্ন" এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসটি 'হারামুল মদীনা' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٤١٧ اَبِيْ رَزِيْنٍ نِ الْعُقَيْلِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَاِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ وَاَحْسِبُهُ قَالَ لَا تُحَدِّثْ اِلَّا حَبِيْبًا اَوْ لَبِيْبًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ الرُّؤْيَا عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَاِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقُصَّهَا اِلَّا عَلٰى وَادٍّ ذِيْ رَأْيٍ .

৪৪১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ রাযীন উকায়লী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন অন্যকে বলার পূর্ব পর্যন্ত উড়ন্ত পাখির পায়ের মধ্যে ঝুলতে থাকে। [অর্থাৎ তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।] আর যখনই তা কারো নিকট বর্ণনা করা হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, নবী করীম ﷺ এটাও বলেছেন যে, কোনো বন্ধু অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথাটি প্রকাশ করো না। –[তিরমিযী]

আর আবূ দাউদের রেওয়ায়েতের মধ্যে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, স্বপ্নের তা'বীর না দেওয়া পর্যন্ত পাখির পায়ে ঝুলতে থাকে। আর যখনই তার তা'বীর দেওয়া হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, নবী করীম ﷺ একথাও বলেছেন যে, কোনো বন্ধু অথবা কোনো জ্ঞানী [অর্থাৎ তা'বীর সম্পর্কে জ্ঞাত] ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বপ্ন পাখির পায়ে ঝুলতে থাকা– অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয়টি হতে পারে। ফলে তা'বীর যাই দেওয়া হবে তাই ফলবে। সুতরাং যার তার কাছে স্বপ্ন প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে এ সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে, স্বপ্নের কথা শুনার সাথে সাথে প্রথমে বলতে হবে, ভালোই দেখেছেন। আর বলবে خَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِاَعْدَائِنَا পরে তা'বীর করবে।

وَعَنْ ٤٤١٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ اِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلٰكِنْ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৪১৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। [অর্থাৎ তিনি মুসলমান ছিলেন কিনা।] হযরত খাদীজা (রা.) তা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে বলেছিলেন, ওয়ারাকা তো আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আপনার নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়ারাকাকে স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে, তার গায়ে সাদা কাপড় রয়েছে। যদি সে জাহান্নামি হতো তাহলে তার গায়ে অন্য ধরনের কাপড় হতো। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ওয়ারাকা ইবনে নওফল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উয্যা ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.) -এর চাচাতো ভাই। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মূর্তিপূজা করাকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। বুখারী শরীফের শুরুতে উল্লেখ আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর নবুয়তের সংবাদ পাওয়ার পর তাঁর প্রতি নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।

৪৪১৯ وَعَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِىْ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ رَأَى فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ سَجَدَ عَلٰى جَبْهَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِّقْ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ عَلٰى جَبْهَتِهِ . (رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ أَبِىْ بَكْرٍ كَانَ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِىْ بَابِ مَنَاقِبِ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

৪৪১৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে খোযায়মা ইবনে ছাবেত (রা.) তাঁর চাচা আবূ খোযায়মা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্ন দেখে, তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর কপালে সেজদা করেছেন। তাঁকে স্বপ্নের কথাটি বর্ণনা করা হলে, তিনি বললেন, তুমি তোমার স্বপ্নটিকে বাস্তবায়ন কর, এই বলে তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ -এর কপালে সেজদা করলেন। -[শরহে সুন্নাহ] এ প্রসঙ্গে আবূ বাকরাহ বর্ণিত হাদীস, 'যেন আসমান হতে একটি পাল্লা অবতীর্ণ হয়েছে' আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর মানাকিবে বর্ণিত হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৪২০ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ لِاَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُصَّ وَاِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ اِنَّهُ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِىْ وَاِنَّهُمَا قَالَا لِىْ انْطَلِقْ وَاِنِّىْ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ بِطُوْلِهِ .

৪৪২০. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [ফজরের নামাজের পরে] অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি? যে ব্যক্তি কোনো কিছু স্বপ্ন দেখত আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে তা রাসূল ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করত। একদিন সকালে তিনি আমাদেরকে বললেন, আজ রাত্রে দুজন আগন্তুক [স্বপ্নের মধ্যে] আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে উঠাল এবং বলল, আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি তাদের সঙ্গে চললাম। অতঃপর প্রথম পরিচ্ছেদে যে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অনুরূপ বিস্তারিত ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেছেন।

وَفِيْهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِى الْحَدِيْثِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ وَاِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا اَكَادُ اَرٰى رَأْسَهُ طُوْلًا فِى السَّمَاءِ وَاِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا مَا هٰؤُلَاءِ قَالَ قَالَا لِىْ اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا اِلٰى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَ رَوْضَةً قَطُّ اَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا اَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِىْ اِرْقَ فِيْهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا اِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَاَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَهَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالَا اِذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِىْ ذٰلِكَ النَّهْرِ قَالَ وَاِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِىْ كَاَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِى الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ وَذَكَرَ فِىْ تَفْسِيْرِ هٰذِهِ الزِّيَادَةِ وَاَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِىْ فِى الرَّوْضَةِ فَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ

অবশ্য অত্র হাদীসে এমন কিছু কথা বর্ধিত আছে, যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। আর তা হলো, সম্মুখে আমরা একটি ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে এসে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের হরেক রকম ফুলে সুশোভিত ছিল। হঠাৎ বাগানের মধ্যস্থলে আমার দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপরে পড়ল, যিনি এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, উপরের দিকে তাঁর মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তার চতুষ্পার্শ্বে এত বিপুল সংখ্যক শিশু ছিল, যাদেরকে আমি কখনো দেখিনি। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? আর এরাই বা কারা? কিন্তু তারা আমাকে বললেন, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে বিরাট একটি বাগানে এসে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান এর পূর্বে আর আমি কখনো দেখিনি। রাসূল ﷺ বলেন, তারা আমাকে বললেন, বাগানের বৃক্ষে আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে এমন একটি শহর আমাদের নজরে পড়ল যা সোনা ও রূপার ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা ঐ শহরের দরজায় পৌঁছলাম, দরজা খুলতে বললে আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো। তার ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কতিপয় লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক ছিল যেসব রূপ তুমি দেখেছ তার চেয়ে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর অর্ধেক ছিল তোমার দেখা রূপের মধ্যে অত্যধিক বিশ্রী। রাসূল ﷺ বলেন, আমার সঙ্গী দুজন ঐ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, যাও, তোমরা এ ঝরনায় নেমে পড়। তথায় প্রস্থের দিকে প্রবহমান একটি ঝরনা ছিল। তার পানি ছিল একেবারে সাদা। তারা গিয়ে তাতে নামল। অতঃপর নহরের পানিতে ডুব দিয়ে তারা আমাদের কাছে ফিরে আসল। দেখা গেল, এখন তাদের দেহের কদাকৃতি দূর হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। হাদীসটির বর্ধিত এ কথাগুলোর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোকটিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)।

وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

আর তাঁর চার পার্শ্বের বালকগুলো ছিল সে সমস্ত শিশু যারা দীনে ফেতরাতের [ইসলামের] উপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর মুশরিকদের সন্তান? জবাবে রাসূলুল্লাহ! বললেন, তারাও সেখানে। আর ঐ সমস্ত লোক যাদের শরীরের অর্ধেক অংশ সুন্দর ছিল আর বাকি অংশ ছিল কদাকার, তারা সে সমস্ত লোক, যারা ভালোর সাথে মন্দ কাজও মিশ্রিতভাবে করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٤٤٢١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنْ أَفْرَى الْفِرٰى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৪২১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপবাদ হলো, কারো নিজ চক্ষুদ্বয়কে এমন জিনিস দেখানো, যা তারা দেখেনি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ নিজের চক্ষুর উপর এমন অপবাদ দেওয়া যা চক্ষু দেখেনি তথা মিথ্যা স্বপ্ন মানুষকে বলা। আর স্বপ্ন হলো নবুয়তের একাংশ, কাজেই জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যা বলা অপেক্ষা ঘুমন্ত সময়ের মিথ্যা জঘন্যতম।

وَعَنْ ٤٤٢٢ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৪৪২২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ভোর রাত্রের স্বপ্ন হলো সবচেয়ে অধিক সত্য। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ সময় আল্লাহ তা'আলা সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তখন নাজিল হতে থাকে। আর এটা দোয়া কবুল হওয়ার সময়। সুতরাং এ সময়ে দেখা স্বপ্ন সর্বাধিক সত্য হয়ে থাকে।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত